বাংলা পুথির পুষ্পিকা

যূথিকা বসু ভৌমিক

১৯৯৯
সুবর্ণরেখা
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৯

শ্রী ইন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক
সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে প্রকাশিত।
মুদ্রক ● গুপ্তপ্রেশ ৩৭/৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯।
অক্ষরবিন্যাস ● লিরা কন্সালটেন্সি সার্ভিস
৬৪/১ শরৎচন্দ্র ধর রোড। কলিকাতা ৭০০ ০৯০।

ভূমিকা

ডঃ যূথিকা বসু ভৌমিকের লেখা এই বইটির ভূমিকা লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি বিপুল সন্তোষ লাভ করছি। যূথিকা (তখন যূথিকা বসু) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার সময় আমার ছাত্রী ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পাশ করেন। এর কয়েক বছর পরে যখন তিনি পি.এইচ.ডি.-র গবেষণা করার জন্য আবার শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড়তর হয়। যদিও যূথিকার গবেষণার নির্দেশক ছিলেন ডঃ পঞ্চানন মন্ডল, তবু তিনি আমার সঙ্গে প্রায়ই পরামর্শ করতেন। তার ফলে বাংলা পুথি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং পুষ্পিকা থেকে তথ্য আহরণ করার আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এরপর আবার তাঁর সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ ঘটল এই বইটির প্রকাশ উপলক্ষে। যূথিকার অনুরোধে পরামর্শ দেওয়া, পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করা, প্রুফ দেখা প্রভৃতি নানা রকম কাজ আমি করেছি—কখনও শান্তিনিকেতনে, কখনও কলকাতায়, কখনও আগরতলায়। প্রত্যেকবারই এই বইটির অসামান্যতা উপলব্ধি করে বিস্মিত হয়েছি।

এই অসামান্যতা কোথায়? বাংলা পুথির (অন্যান্য ভাষার পুথিরও) শেষে লিপিকর অনেক সময়ে কিছু কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করত, তাতে লিপিকাল ছাড়াও লিপিকরের পরিচয়, সমসাময়িক দেশকালের কথা এবং আরও নানারকমের সংবাদ পাওয়া যেত। যূথিকা এই সব মূল্যবান সংবাদগুলি সংগ্রহ করেছেন এবং গবেষণার মাপকাঠি প্রয়োগ করে তাদের বিচার করেছেন।

তাঁর ব্যবহৃত পুষ্পিকাগুলি সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা বিভিন্ন পুথি থেকে গৃহীত। এদের মধ্যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পুথির পুষ্পিকাগুলি খুবই মূল্যবান। সেযুগের জনসাধারণের জীবনযাত্রা এবং সে কালের সমাজের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে বহু তথ্য এই পুষ্পিকাগুলি থেকে পাওয়া যায় যা অন্য কোথাও পাই না, কারণ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার অন্যান্য সূত্র কমই মেলে।

উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা পুথিগুলির পুষ্পিকা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তেমন মূল্যবান নয়। কারণ এই শতাব্দীতে অসংখ্য দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রাদি পাওয়া যায় — যেগুলি থেকে ঐ শতাব্দীর সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য মেলে। তবে এই পুষ্পিকাগুলির অন্য দিক্ দিয়ে মূল্য আছে। এদের মধ্য থেকে (বাংলা পুথির) পুষ্পিকা রচনার চিরাচরিত tradition টি পাওয়া যায়, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পুথিগুলি সংখ্যায় অল্প বলে এই ব্যাপারে আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর পুথিগুলির সাহায্য নিতেই হয়। যূথিকাও তা নিয়েছেন এবং বাংলা পুথির পুষ্পিকা রচনার tradition টি সুন্দরভাবে ধরে দিয়েছেন।

এই জাতীয় গবেষণা-গ্রন্থগুলি ইতিহাস ও সাহিত্যের উভচর। বর্তমান বইখানির কথাই ধরা যাক্। এর আধার সাহিত্য, গবেষণার সময়ে এতে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আলোচনা করার অনেক সুযোগ আছে, আবার ঐতিহাসিক আলোচনার অবকাশও এর মধ্যে অফুরন্ত। এই বইয়ের লেখিকা এই দুই জাতীয় আলোচনাতেই পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এর মধ্যে পুষ্পিকাগুলি থেকে ইতিহাস উদ্ধার করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঐতিহাসিকের মতো নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। আবার 'মনস্তাত্ত্বিক আলোক-সম্পাত' শীর্ষক অধ্যায়টিতে (৪র্থ অধ্যায়) তিনি প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচকের

মতো পুষ্পিকা-লেখকদের মনের গহনে ডুব দিয়ে রত্ন আহরণ করেছেন। লেখিকার আর একটি প্রশংসণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অত্যন্ত খুঁতখুঁতে প্রকৃতির। বারবার যাচাই না করে তিনি কোন কিছু সত্য বলে গ্রহণ করেন নি এবং কারও আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করেন নি।

এই ভূমিকা থেকে বর্তমান বইটির মূল্য ও গুরুত্ব বোঝা যাবে বলে আশা করি। তবে এদেশে গবেষণামূলক গ্রন্থ তেমন চলে না, তা যতই মূল্যবান হোক্ না কেন। তাই, এ বইটি পাঠকসমাজে ব্যাপক-ভাবে গৃহীত হবে, এমন ভরসা করতে পারছি না। তবে যাঁরা গুণী, গুণগ্রাহী ও বিশেষজ্ঞ—তাঁরা এ বইয়ের সমাদর করবেনই, এ বিশ্বাস আমার আছে।

এই বইয়ের আর একটি আকর্ষণ—পুষ্পিকাগুলির মধ্যে উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানের পরিচয়।

এ বই ও তার লেখিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে ভূমিকা শেষ করছি।

শান্তিনিকেতন, সুখময় মুখোপাধ্যায়
৬/৫/৯৮

নিবেদন

আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হয়েছে মুদ্রণব্যবস্থা। কিন্তু প্রাগাধুনিক যুগে জ্ঞানানুশীলনের যাবতীয় সম্ভার রূপ পেত হাতে-লেখা পুথির মাধ্যমে। ছাপাখানা স্থাপিত হবার আগে পর্যন্ত এই সব হাতে-লেখা পুথির—আদর্শ প্রতিলিপি থেকে প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হোত, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলত পুথির আদান-প্রদান। এইভাবে চলত পুথি-পরম্পরার মধ্য দিয়ে কোনো রচনার প্রচার। ফলে, একদিকে যেমন বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-আচরণ ইত্যাদির চিরন্তন ধারাসমূহ পরিব্যপ্ত হোত দেশে দেশে, ঘরে-ঘরে, অন্যদিকে, বিভিন্ন যুগের গায়ন ও লিপিকরদের হাতে পড়ে তার ভাষা ও কাঠামো বদলে যেত।

সেকালে পুঁথির সমাদর ছিল বেশী। বাংলার প্রায় প্রতি ঘরে পুথি-সংগ্রহ থাকত। পুথি-নকল সেকালে জীবনধারনের একটি পেশা হিসেবে বিবেচিত হত। পুথির আদর, এবং নকল-সংগ্রহের প্রবল চাহিদার ফলে একদল সাক্ষর লোক সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য পুথি লিখে জীবিকা নির্বাহ করত। এইভাবেই একই গ্রন্থের শত শত প্রতিলিপি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের নানা স্থানে। তারপর এদেশে এসেছে মুদ্রণ ব্যবস্থা। তার ফলে বাংলা সাহিত্যের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যকে অনাধুনিক এবং আধুনিক এই দুই পর্যায়ে ভাগ করে বলা যায় যে, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে পুথি লেখার কাল শুধু সমগ্র অনাধুনিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই, আধুনিক পর্যায়েরও অনেকখানি অংশ জুড়ে তা প্রসারিত। তবে এ পর্যায়ে তার ক্ষেত্র কিছুটা সংকুচিত হয়ে গেছে।

পুথিতে লিপিবদ্ধ বিষয়ের প্রতিই সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়ে থাকে। পুথি-সাহিত্য নিয়ে যে-সমস্ত গবেষণা হয় তাদেরও বিষযবস্তু সাধারণতঃ হয় পুথিতে লিপিবদ্ধ রচনাগুলি। কিন্তু পুথিতে কোনো নির্দিষ্ট রচনার অতিরিক্ত বস্তুও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রধান হোল 'পুষ্পিকা' বা Post-colophon Statement। পুথির বা তার খন্ডবিশেষের শেষে, লিপিকররা প্রায়ই সংশ্লিষ্ট তথ্য পুথিতে লিপিবদ্ধ করতেন। যেমন, কবে, কখন, কোথায় বসে লিখলেন, সন, তারিখ, পল, প্রহর, দন্ড, নিজের নাম-ঠিকানা, মালিকের পরিচিতি, ব্যক্তিগত অনেক কৈফিয়ত, অভিপ্রায়, অনুরোধ ইত্যাদি। এক কথায়, আত্মবিবরণ বা দিনপঞ্জীর কাছাকাছি এই অংশগুলি বাংলা সাহিত্যের সামাজিক ইতিহাস রচনার ভান্ডার পরিপূর্ণ করেছে — একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

আগেই বলা হয়েছে, পুথিতে লিখিত রচনাগুলিই সকলকে আকৃষ্ট করে এবং তাই স্বাভাবিক। পুষ্পিকার প্রতি দৃক্‌পাত খুব কম লোকেই করেন। তার লিপিকালটুকুই গবেষকদের প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু এইসব পুষ্পিকাকে নিয়ে স্বতন্ত্র পর্যালোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। তার কারণ, এই পুষ্পিকাগুলির মধ্যে যে-সব সংবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার একটা বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। যে সময়ে সংশ্লিষ্ট পুথিটি লেখা হয়েছিল সেই সময়কার সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদির ইতিহাস রচনায় এই সংবাদগুলি মূল্যবান উপকরণ যোগায়। তাছাড়া, লিপিকরদের সরল, অমার্জিত মন্তব্য থেকে অতীতকালের সাধারণ মানুষের মনের যে ছবি পাওয়া যায় তার দামও অল্প নয়।

বাংলা পুথির পুষ্পিকা নিয়ে এর আগে আলোচনা করেছেন, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ('পুথির শেষকথা'), সুকুমার সেন ('বাঙ্গালা পুথির পুষ্পিকা'), তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ('বাঙ্গালা পুথির পুষ্পিকা'), অধ্যাপক

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—('বাংলা পুথির লিপিকাল' ও 'পুথির পরে বই')। এছাড়া ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল একাধিক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে ('উমেদারী', 'বাংলা পুথি ঃ' 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী পুথি বিভাগ') — এ বিষয়ে মূল্যবান আলোকপাত করেছেন। এ সমস্ত পূর্বসূরীরা তাঁদের আলোচনায় সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় সূত্র নির্দেশ করেছেন। প্রধানতঃ সেইসব সূত্র অবলম্বন করে আমি বিস্তৃত আকারে বাংলা পুথির পুষ্পিকা সম্বন্ধে আলোচনায় ব্রতী হয়েছি এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু নতুন বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পেয়েছি।

বর্তমান গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে পুষ্পিকা সংগ্রহ করেছি, এবং সংগৃহীত পুষ্পিকা-সমূহকে বিষয়গত বিন্যাসের মাধ্যমে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম, মনস্তাত্ত্বিক, পদবী-উপাধি-জাতি বৈচিত্র্য, এবং লিপিকাল মোট ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করে বিচারমূলক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সপ্তম অধ্যায়ে 'পুষ্পিকা সংগ্রহ' দেখানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্র নির্দেশক পুষ্পিকা থেকে অবিভক্ত বাংলাদেশের সমসাময়িক ইতিহাসের নজির আমাদের আলোচনায় গৃহীত হয়েছে। তবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এখানে শাসনকাল মূল কথা নয়। অবিভক্ত বাংলাদেশের ও ত্রিপুরার জমিদার এবং রাজপুরুষদের নামোল্লেখ-যুক্ত পুষ্পিকাগুলি স্বাভাবিকভাবেই রসগ্রাহী পাঠকদের আকৃষ্ট করবে বলে আশা করা যায়।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সমাজচেতনা শিরোনামায় বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থ-উপার্জনের একটি দিক চিহ্নিত হয়েছে। সে যুগের আর্থিক অবস্থারও একটি রূপ প্রকাশ পেয়েছে। অর্থের বিনিময়ে পুথি লেন-দেন, পুথির মূল্য, লিপিকরের দক্ষিণা এবং পারিশ্রমিকের হার, মুদ্রা, টঙ্কা, কড়ি ইত্যাদির ব্যবহার সেকালে বাংলা দেশের অর্থনীতির পরিচয়বাহক। অন্যদিকে দেখা গেছে, বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে বস্ত্র, গামছা, ধান, ইত্যাদি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজেও প্রচলিত ছিল। সেকালের বাজারদর—অর্থনীতি বিষয়ে গবেষকদের কাজে লাগবে বলে আশা করা যায়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে চিন্তিত হওয়া, নগদ টাকার সঙ্গে ভবিষ্যৎ রোজগারের ব্যবস্থা হওয়া, কর্জ-দান ইত্যাদি নজিরগুলি পুষ্পিকা আলোচনার মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম— বিষয় তিনটিকে একই অধ্যায়ভুক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজ—পর্যায়ে ঘরোয়া, দৈব-দুর্ঘটনা,ব্যাধি ও উৎপাত— এই তিনটি উপবিভাগ করা হয়েছে। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত বাঙালীর ঘরোয়া-আলাপন এবং ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলী বাংলা-সাহিত্যের সমাজ-ইতিহাসে রসসৃষ্টিকারক। কোনো কোনো পুষ্পিকাতে ঘরের কথা ছাড়া পাড়া-পড়শীর খবরও লেখা রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পুত্র-শোকাতুর পিতাকে পুথি-অনুলেখনে শাশুড়ীর নির্দেশ সহজ, সরল মাতৃত্ব এবং মমত্ববোধের রূপ ধারণ করেছে। সর্বোপরি লেখার ভঙ্গিমায় যে চমৎকার গার্হস্থ্য পরিবেশ ফুটে উঠেছে তা প্রশংসনীয়। গোয়াল-ঘরের মাচা থেকে শুরু করে, মুদির দোকান, চৌপাড়ি বা পাঠশালা, বৈঠকখানা, এমনকি বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে নৌকায় বসে পুথি লেখা ইত্যাদি বিষয় দ্বারা পুথির প্রতি প্রবল অনুরাগ সূচিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার বহুদূর অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রকৃতির করুণায় সৃষ্ট মানুষ বিধি ও অবিধি দ্বারা আজও নিয়ন্ত্রিত। একাল এবং সেকালের জীবন-ধারায় হাজার তারতম্য ঘটলেও প্রকৃতির অনিয়ম বা ইচ্ছা মানবজীবনকে সময়ে সময়ে বিপর্যস্ত করে তোলে। বাংলার ঐতিহাসিক 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এবং অন্যান্য দৈবিক ঘটনাবলীও পুষ্পিকাসূত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়েছে।

রোগাক্রমণের ধারা বা উৎপাতও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে হয় না। অসুস্থ শরীরে বা নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পুথিঅনুলেখন-কার্যের প্রতি আগ্রহ—উদ্ধৃতি সহকারে দেখানো হয়েছে।

বাংলা পুথির পুষ্পিকা

শিক্ষিত সমাজ ব্যতীত বাংলাদেশে তথাকথিত নিম্নশ্রেণী বলে বর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এবং সাধারণ মহিলা-সমাজেও যে আধুনিক-পূর্বযুগে শিক্ষার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে একাধিক পুষ্পিকাতে। সেকালে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সাধারণ মানুষের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। অন্যদিকে অবাঙালী লিপিকরদের বাংলা পুথি অনুলেখন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পুথিপাঠ, সাহিত্যানুশীলনে জাত-ধর্মের বিচার করা হতো না। তাঁতি, মালি, হাড়ি, বাগ্‌দী, ডোম, জেলে, মাঝি, কর্মকার, কুম্ভকার, নাপিত— এমনি আরও অনেকেই শুধু পুথি অনুলেখন করেননি, এঁদের পঠন-পাঠনের জন্য সমাজের উঁচু স্তরের ব্যক্তিরাও অনুলেখনের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের পরেও লিপিকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পুথি-লেখক করার ইচ্ছায় তালপত্রে শিক্ষাদান করা পাঠকের কাছে এক অসাধারণ নজির হিসেবে দাঁড় করানো যাবে বলে আশা করা যায়।

ধর্মীয় চেতনায় আবৃত বাঙালী-মানসে লৌকিক দেবদেবীর প্রশস্তি-বন্দনা, গুরুপদে প্রণতি নিবেদন, স্ব স্ব ইষ্টদেবতার নির্বাচন ও তাঁর বন্দনা-গান, দুর্গা-পূজার মহাসপ্তমীতে পুথি সমাপ্তি, উড়িষ্যা প্রদেশে শ্রী শ্রী জগন্নাথজীর মন্দিরে এবং বিমলা ঠাকুরাণের পূজা বিষয়ে সংবাদ, বিশেষ-বিশেষ ব্রত-পার্বণ বা ধর্মীয় উৎসবের দিনে পুথি-সমাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিফলন, পুষ্পিকা-সূত্রে আমাদের আলোচনায় বিন্যস্ত হয়েছে। সমাজে হিন্দু মুসলমান উভয়ই নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ধর্ম নিয়ে বিবাদ বিশেষ ছিল না। মুসলিম ধর্ম-গ্রন্থে হিন্দুধর্মীয় দেবদেবীর বন্দনা-গান উভয় ধর্মের সংস্কৃতির সমন্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নতুনত্ব সন্ধানের চেষ্টাও আমরা করেছি। মনঃসমীক্ষার বিচারে এই সমস্ত পুষ্পিকার মূল্যায়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জনৈক বৃদ্ধের জন্ম-জন্মান্তরে লিপিকর হবার বাসনা, পুথি লিখতে বসে ধান মাপতে যাবার চিন্তা, পুথির দীর্ঘ জীবন কামনা এবং সংরক্ষণের আবেদন, পুথি-অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ-বর্ষণ এবং লেখক, মালিক, পাঠক সকলের মঙ্গলকামনা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের বিশ্লেষণও করা হয়েছে।

পুষ্পিকার রচয়িতৃগণের পদবী, উপাধি ও জাতিবৈচিত্র্য শিরোনামায় এ-বিষয়ে বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল ও সম্ভাব্য সূত্র নির্দেশ করা হোল।

লিপিকাল-জ্ঞাপন-পদ্ধতি উল্লেখে বাংলা পুথির লিপিকাল বিষয়ে লিপিকরগণ অঞ্চল-বিশেষের যে সব বিভিন্ন সন বা অব্দের উল্লেখ করেছেন, তার সাধারণ আলোচনা উদাহরণ-সহযোগে করা হয়েছে।

আমাদের ব্যবহৃত পুষ্পিকাগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত। যে সমস্ত মুদ্রিত তালিকা-গ্রন্থ থেকে পুষ্পিকা সংগ্রহ করা হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হোল। এ-ছাড়া রয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-সংগ্রহ, ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালা, পল্লীশ্রী-সংগ্রহ এবং মোক্ষদা সংগ্রহ। কোন কোন বই এবং কয়েকটি প্রবন্ধ থেকেও কিছু কিছু সংগ্রহ এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুষ্পিকাগুলি এ বইয়ে সর্বত্র মূল বানানে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১৯৭৭ সালের ২২শে মে তারিখে কলকাতার 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট' আয়োজিত পুথি সম্পর্কিত আলোচনা-সভায় ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য মনীষীবৃন্দের আলোচনা থেকে আমি পুথি বিষয়ে এই ধরনের কাজ করে নতুন আলোকসম্পাত করার প্রেরণা লাভ করেছিলাম।

এরপর অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যর কাছে উপদেশ লাভ করি এবং বিশ্বভারতীর পুথি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল-এর নির্দেশনা অনুসারে আমি পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য একটি গবেষণা নিবন্ধ রচনা করি। সেটি পেশ করে ১৯৮০ সালে উক্ত ডিগ্রী লাভে সমর্থ হই।

বর্তমান গ্রন্থে ঐ গবেষণা-নিবন্ধের উপকরণ ব্যবহৃত হলেও এটি স্বতন্ত্র বই। এতে বহু নতুন উপকরণ

সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় অনেকেরই কাছে সাহায্য পেয়েছি। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর সাহায্য আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছে। তিনি এই বইয়ের ভূমিকাও লিখেছেন। ডঃ বুদ্ধদেব আচার্য তাঁর সংগৃহীত 'আদ্যবেকত্ত' পুথির পুষ্পিকা ব্যবহার করতে দিয়েছেন এবং আদিত্যপুর (তাঁর গ্রাম) সম্বন্ধে তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দত্ত তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইপত্র দেখতে দিয়ে আমায় উপকৃত করেছেন।

আমার এই বই প্রকাশের অন্যতম প্রেরণা ছিলেন স্বর্গত দাদা চিররঞ্জন বসু। পরিবারের বড়-ছোট সকলেই এ-কাজে আজও আমার উৎসাহের সহযোগী। ছেলে বুড্ঢা ও তার বন্ধু যাদব, অভিজিৎ, সুস্মিতা, প্রজিত—ওরা ছিল আমার নানা কাজের সঙ্গী। অনুজপ্রতিম শ্রীমান স্বপনকুমার ঘোষ ও শ্রীমান প্রণব নন্দীর অশেষ সাহায্য বইয়ের কাজকে এগিয়ে নিয়েছে। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় আমি উপকৃত। সর্বোপরি আমার স্বামী ডঃ রূপেন ভৌমিকের সার্বিক সহায়তা ছাড়া এ বই কোন দিনই প্রকাশিত হত না। সবার হাতে এই বই তুলে দিতে পেরে আজ আমার আনন্দ হচ্ছে।

আগরতলা

ডঃ যূথিকা বসু ভৌমিক

সূচীপত্র

চিত্র সূচী

গ্রন্থ পঞ্জী

পুথি - বিবরণী

১. ১৩২০ বঙ্গাব্দ : ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ : বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা [প্রাচীন সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী, সং ৪৩] মুন্‌শী আবদুল করিম সঙ্কলিত। এতে ৪৩৪ থেকে ৬০০ সংখ্যক পুথির বিবরণ সংকলিত হয়েছে।

২. ১৩২১ বঙ্গাব্দ : ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা [ঐ, সং ৪৩] মুন্‌শী আবদুল করিম সংকলিত। এতে ১-৪৩৩ খানি পুথির বিবরণ আছে।

৩. ১৩৩০ বঙ্গাব্দ : ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ : Catalogue of the Bengali And Assamese Manuscripts in the Library of the India Office by the Late James Pullar Blumhardt, M.A. 1924. এতে ২৭ খানি বাঙ্গালা পুথির পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থশেষে রোমান বর্ণানুক্রমে Index of Person's Names এবং Index of Works মুদ্রিত হয়েছে।

৪. ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ : ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ : Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, vol.1, By Basantaranjan Ray viduadvallaleb and Basanta Kumar Chatterjee, M.A. Published by the University of Calcutta, 1926.
এতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত রামায়ণের পুথি ৪১৯ (২৮৬ + ১৩৩) খানির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের Index আছে।

৫. ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ : ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ : A Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol. III, By Manindra Mohan Bose, M.A. 1880. এই খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩৯ খানি মহাভারত-পুথির পরিচয় আছে।

৬. ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ : ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ : A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collections of The Royal Asiatic Society of Bengal by MM Haraprasad Shastri; Revised and Edited by Jogendra Nath Gupta, Vol. IX, Bengali Manuscripts. Calcutta 1941. গ্রন্থশেষে Index, Title এবং Index II, Authors আছে। এতে সর্বমোট ৩৬৭খানি বাঙ্গালা পুথির পরিচয় আছে। এছাড়া হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠী ও গুজরাটী ইত্যাদি ভাষার কতকগুলি পুথির বিবরণ আছে।

৭. ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ : ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ : পুঁথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের উপাধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, এম্‌-এ সংকলিত।

৮. ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ : ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ : A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society by Praphulla Chandra Pal, M.A. Calcutta University, Vol. IV, Bengali And Assamese Supplementary, Calcutta, 1952.
গ্রন্থশেষে Index Titles. Index Authors আছে। এতে সর্বমোট ১০৭ খানি বাঙ্গালা এবং অসমীয়া পুথির বিবরণ আছে।

৯. ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ : ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ : পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সঙ্কলিত। বিদ্যাভবন। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
১০. ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ : ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত, পুথি-পরিচিতি, সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বাংলা পুথির পরিচায়িকা, সম্পাদক আহমদ শরীফ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮। এতে সর্বমোট ৫৮৫ খানি পুথির পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে।
১১. ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ : ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, [পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত] প্রথম খণ্ড, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
১২. ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ : ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, [পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত], দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
১৩. ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ : ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ : পুঁথি -পরিচয়। তৃতীয় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত। বিদ্যাভবন। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
১৪. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ : ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ : ত্রিপুরার পুঁথি-পত্রের বর্ণনাত্মক তালিকা (১ম খণ্ড), সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংকলন যূথিকা ভৌমিক (বসু)

অন্যান্য গ্রন্থ

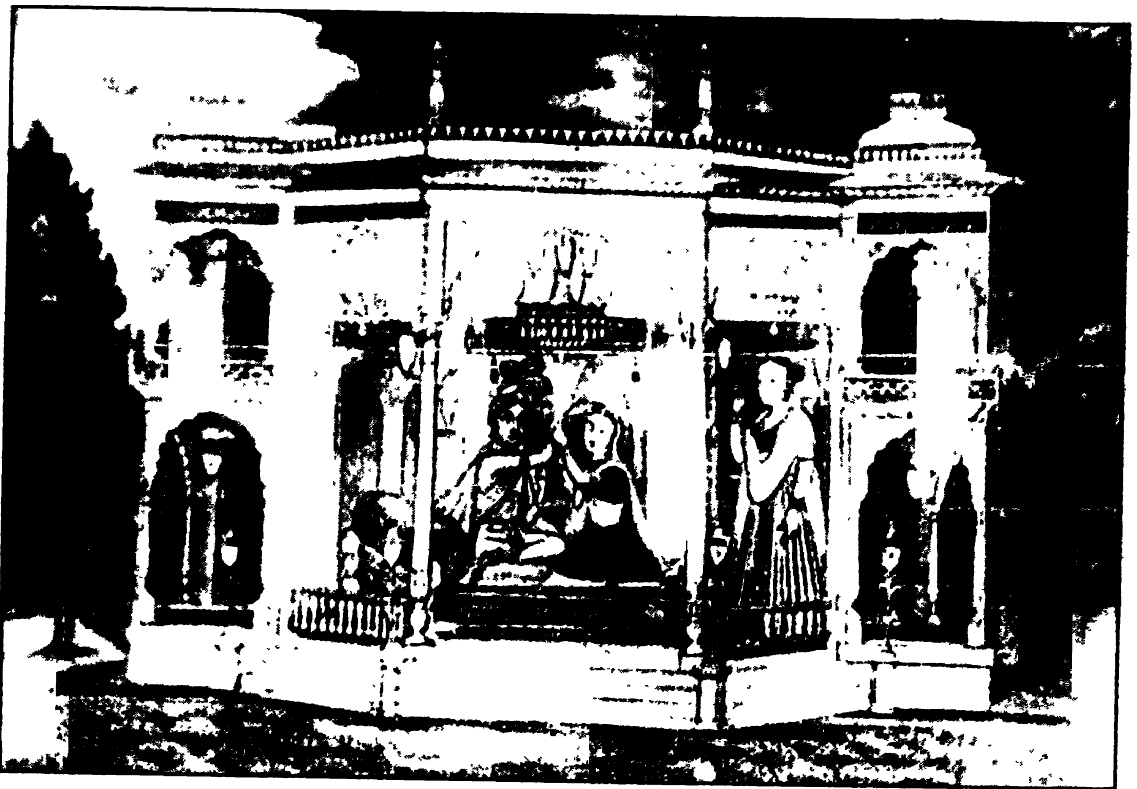
১. কায়স্থ সমাজ — যোগেশ চন্দ্র দেববর্মা ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৩১ আশ্বিন।
২. চিঠিপত্রে সমাজচিত্র — ১ম ও ২য় খন্ড, পঞ্চানন মন্ডল, বিশ্বভারতী।
৩. বাংলাদেশের ইতিহাস — ১ম খন্ড, রমেশ মজুমদার।
৪. বিক্রমপুরের ইতিহাস — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ২য় সংস্করণ।
৫. বিচিত্র সাহিত্য — ডঃ সুকুমার সেন, ১ম খন্ড।
৬. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী — ডঃ সুকুমার সেন,
৭. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম — সুখময় মুখোপাধ্যায়।
৮. রাজমালা — কৈলাস চন্দ্র সিংহ।
৯. Ain-i-Akbari (Jarrett's translation), as by Jadu Nath Sarkar
১০. History of Bengal (Vol.I) by Dr. Ramesh Chandra Majumdar.
১১. Hitory of the Bengal Subah (Vol.I) by Dr. Kali Kinkar Dutta

পুষ্পিকা সংগ্রহ সূচী

সংগ্রহ - সূত্র	মোট সংখ্যা
এশিয়াটিক সোসাইটি	১৩৬
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ	২৫১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	২৫২
মুন্‌শী আবদুল করিম সংকলন	১৫০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়...	১০৪
বিশ্বভারতী পুথিশালা	৭৬৪
মোক্ষদা সংগ্রহ ও যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য (পুথির পরে বই)	৭
পল্লীশ্রী সংগ্রহ	৪
ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালা	১৬
জে. এফ. ব্লুমহার্ড	১
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস...	১০
ও	
বিচিত্র সাহিত্য — ডঃ সুকুমার সেন...	১০
হাড়মালা ব্রহ্মজ্ঞান যোগশাস্ত্র	৩
কায়স্থ সমাজ	১
অক্ষয় কয়াল সংগ্রহ	২
জাতীয় অভিলেখ্যগার—পর্তুগাল লিসবন(সংগ্রহ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রবন্ধ ইতিহাসের টুকরো'।	১
বিশ্বভারতী সংস্কৃত বিভাগ	১
বুদ্ধদেব আচার্য সংগৃহীত	১

সংকেত সূচী

আ. বা. প. —	আনন্দবাজার পত্রিকা।
ক. বি. —	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
ত্রি. স. সং —	ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহ।
দ্র —	দ্রষ্টব্য।
পু. ক্র. সং —	পুষ্পিকার ক্রমিক সংখ্যা।
পু. শে. ক —	পুথির শেষ কথা।
বা. প্র. পু. বি —	বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ।
বা. পু. পু. বি. সা. সু. সেন —	বাংলা পুথির পুষ্পিকা. বিচিত্র সাহিত্য. সুকুমার সেন।
বি. ভা —	বিশ্বভারতী।
ভা. শি. ই —	ভারতে শিক্ষার ইতিহাস।
ম. যু. বা. ও বা —	মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী।
সা. প. প —	সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।



চিত্র-১ঃ 'গীতকল্পতরু' (পদকল্পতরু) পুথিতে আলম কারিগরের আঁকা চিত্র। [পু - ক্র - সং ১৭০১, ত্রি. স. সং - ৩খ]

চিত্র-২ : 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' পুথির শেষ পৃষ্ঠা। অষ্টাদশ শতাব্দে কলকাতা সুতানুটি অঞ্চলে পুথির অনুলিপি। [পু - ক্র - সং ৭৫০, বি. ভা. - ৩৬৫৮]

চিত্র-৩ : ত্রিপুরার মহারাজা ঈশান চন্দ্র মাণিক্যের প্রশস্তি বন্দনা গান 'বৃন্দাবন লীলামৃত' গ্রন্থের পুষ্পিকাতে। [পু - ক্র - সং ৮৭৮, ত্রি. স. সং - ৮৯]

চিত্র-৪ : লোচন দাসের 'দুর্লভসার' পুথির পুষ্পিকায় ঘরোয়া আলাপন। [পু-ক্র-সং ৯১০, বি. ভা. - ১৪৮৭]

চিত্র-৫ : গ্রন্থকর্মীর বিবরণে লিপিবদ্ধ বাংলার 'ছিয়াত্তরের (১১৭৬ সাল) মন্বন্তর'। [পু-ক্র-সং ১০১৮, বি. ভা. - ৬২৪০]

চিত্র-৬ : ১২৪৪ ত্রিপুরাব্দে আগরতলা নিবাসী মহিলা লিপিকর শ্রীমতী সুভদ্রা বৈষ্ণবীর হস্তলিপি।

পুথি — 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'। [পু - ক্র - সং ১২৫২, ত্রি. স. সং - ৫৮]

চিত্র-৭ : ঊনবিংশ শতাব্দে তালপত্রে শিক্ষাদানের নিদর্শন। [পু - ক্র - সং ১২৫৬, বি. ভা. - ৩৫৫৭]

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি

সাহিত্যে লেখক এবং পাঠকের চিত্তের সেতুবন্ধন ঘটে। আমরা যে কালের ধারায় দিন কাটিয়ে চলেছি তাতে আধুনিক সাহিত্যের জগৎ দিন-দিনই যে বিস্তৃতির পথ ধরে এগোচ্ছে তা আর নতুন করে স্বীকৃতি আদায়ের অপেক্ষা রাখেনা। এখনকার চিন্তাপ্রণালী প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক, প্রবৃত্তি তার বিশ্লেষণের দিকে। তাতে জমে ওঠা মননবস্তুর পরিমাণ যেমন প্রভূত তেমনি বিচিত্রও বটে। অন্যদিকে অতীত,—তারও বিচিত্র রূপ। রহস্যময় সৌন্দর্যে বিজড়িত এক জগৎ যার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে শুধু রোমান্টিক উচ্ছ্বাস নয়, উপলব্ধির গভীরতায় সন্ধান দেয় দেশ-কাল-পাত্র এবং জীবন-সাহিত্যের বহু অচেনা সম্পদকে।

জীবন যেখানে, সমাজ সেখানে। ফলে, জাতীয় প্রাণছন্দের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের সন্ধান মিলবে এমনটাই স্বাভাবিক। অপেক্ষা শুধু সংগ্রহের, যেখানে প্রচেষ্টা এবং ঔৎসুক্য মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে আধুনিক সমীক্ষা এবং সন্ধানের জগতে গবেষক-পাঠকের দরবারে ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা ও দেশীয় সম্পদ প্রীতির আনুকূল্যই যে আজ অতীতের আবরণ উন্মোচনে প্রবৃত্তির যোগান বাড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে বিষয়ের অপূর্বতা নিয়ে কখনও কখনও সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু যদি তাকে সঠিক রূপ দেওয়া যায়—তা সে বিষয়টি যেমনই হোক না কেন, অপূর্বতা আপনা থেকেই এসে পড়বে। "রস সাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম"।

এদিক থেকে পুরোনো বাংলা পুথির পুষ্পিকাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান সূত্র। এইসব পুষ্পিকাগুলি থেকে আমরা সমকালীন বাংলার ভৌগোলিক পটভূমিকায় অন্তর্নিহিত.যে বিচিত্র ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাই তা যেমন আকর্ষণীয় তেমনি গুরুত্বপূর্ণও বটে।

আমাদের সংগৃহীত পুষ্পিকাসমূহ সপ্তদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আলোচ্য পুষ্পিকাগুলিতে অনুলেখকদের বর্ণিত সূত্রে আমরা মোগল সম্রাট আকবরের শাসনকালীন সরকার ও পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট কিছু নতুন সরকার, জেলা, পরগণা ও গ্রাম সমূহের উল্লেখ পাই। ভৌগোলিক দিক থেকে বর্তমানের সীমারেখায় পুষ্পিকাতে উল্লিখিত স্থান সমূহের পূর্বরূপ বা অবস্থানের বেশকিছু তারতম্য ঘটে গেছে। এখানে ভৌগোলিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, "সম্রাট আকবর স্বকীয় বিশাল সাম্রাজ্যকে বারোটি বিভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটির নাম দেন 'সুবা'। বারোটি সুবা—এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমীর, আহমদাবাদ, বিহার, বাংলা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান, মালব। বেরার, খান্দেশ, আহ্মদনগর বিজিত হলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় পনেরো।

প্রত্যেকটি সুবা অনেকগুলি 'সরকারে' এবং প্রত্যেকটি সরকার অনেকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল।[১]

আকবরের শাসনকালীন সরকার সমূহের এবং ব্রিটিশ শাসনের শেষদিকে বাংলার অঞ্চল সমূহের মোটামুটি পরিচয় হল[২]ঃ—

সরকার	অঞ্চল
ওড়ম্বর	রাজমহল মহকুমা, উত্তর-পশ্চিম মুর্শিদাবাদ, উত্তর বীরভূম।
জন্নতাবাদ	মালদা (প্রধানতঃ)
ফতেহাবাদ	দক্ষিণ ফরিদপুর, উত্তর বাখরগঞ্জ এবং গঙ্গা মোহনার দ্বীপপুঞ্জ।
মাহমুদাবাদ	উত্তর নদীয়া, উত্তর যশোর, পশ্চিম ফরিদপুর।
খিলাফতাবাদ	দক্ষিণ যশোর এবং পশ্চিম বাখরগঞ্জ।
বাকলা	উত্তর এবং পূর্ব বাখরগঞ্জ এবং দক্ষিণ পশ্চিম ঢাকা।
তাজপুর	পূর্ব পূর্ণিয়া এবং পশ্চিম দিনাজপুর।
ঘোড়াঘাট	দক্ষিণ রঙ্গপুর, দক্ষিণ-পূর্ব দিনাজপুর, উত্তর বগুড়া।
পিনজার	দিনাজপুর, রঙ্গপুরের অংশ, রাজসাহী।
বাজুহা	অংশত রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, ঢাকা।
সোনারগাঁও	পশ্চিম ত্রিপুরা এবং নওয়াখালি।
শরিফতাবাদ	প্রধানতঃ বর্ধমান।
সুলেমানাবাদ	উত্তর হুগলী, নদীয়ার সন্নিহিত অংশ, পূর্ব বর্ধমান।
সাতগাঁও	২৪ পরগণা, পশ্চিম নদীয়া, হাওড়া।
মন্দারণ বা মান্দারণ	বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ-পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম হুগলী।

শাহজাহানের রাজত্বকালে সুলতান সুজা বাংলার সুবেদার হয়ে তোডরমল্লের বন্দোবস্ত সংশোধন করেছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলার উত্তরাংশে কতকগুলি স্থান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল এবং সুবা উড়িষ্যার কিছু অংশ তিনি খারিজ করে নিয়েছিলেন। সুজার আমল ও পরবর্তী আমলগুলিতে কয়েকটি নতুন সরকারের সৃষ্টি হয়।

ব্রিটিশ আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সি নামক প্রদেশ গঠিত হয়। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ এবং আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে আর একটি প্রদেশ গঠন করা হয়, তার নাম হয় 'বাংলা।' ১৯১২ সালে বিহার ও উড়িষ্যা বাদ দিয়ে এবং পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র করে নতুন বাংলা প্রদেশ গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে আবার বাংলা ভাগ হয় এবং তার পশ্চিমাংশ ভারতের সঙ্গে ও পূর্বাংশ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৭১ সালে পূর্বাংশ স্বাধীনতা লাভ করে 'গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নাম নিয়েছে। এইভাবে বাংলার মানচিত্র বারবার পরিবর্তিত হলেও ১৯৭১ পর্যন্ত জেলাগুলির নাম অপরিবর্তিতই ছিল।

আমাদের আলোচনায় প্রাচীন বাংলা পুঁথি থেকে সংগৃহীত পুষ্পিকার উদ্ধৃতি সহ কিছু কিছু সরকার, জেলা এবং গ্রামের বিষয়ে লিপিবদ্ধ করছি।

অষ্টাদশ শতকে অনুলিখিত কাশীরাম দাসের 'মহাভারত-ভীষ্মপর্বে' মোগলসম্রাট আকবরের কালীন সরকার ওড়ম্বরের উল্লেখ পাই। সরকার ওড়ম্বর 'তান্ডা' নামেও পরিচিত ছিল। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় জনশূন্য হয়ে পড়ায় সুলেমান কররানী তান্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। সরকার ওড়ম্বরের

মধ্যে ছিল ৫২টি মহল। আইন-ই-আকবরীতে পরগণাকে মহল বলা হয়েছে। আলোচ্য পুষ্পিকাটি— "লিখিত শ্রী রামস্বরণ শীংহ সাকীম বালিয়া পরগণে ধাওয়া সরকার ওড়ম্ব বাঙ্গলা য়ামলে ইঙ্গরেজ কুম্পানী ইতি সন ১১৯৮ সন এগার সও আটানব্বই সাল। এ পুস্তক অনেক মিহনতে লিখিলাম জে ইহা চুরি করিবেক তাহার সত্যনাষ হইবেক মিতি তারিখ ৬ বৈসাখ দিতিয় প্রহর সময়ে সমাপ্ত হইল"। (পু.ক্র.সং—১৮৭)। এখানে লিপিকার রামস্বরণ সিংহ তার সাকিম সরকার ওড়ম্বরের অন্তর্গত ধাওয়া পরগণার বালিয়া বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন অনেক মেহনতে এই পুস্তক অনুলেখনের কালে বাংলা দেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্ব চলছে। আকবরের আমলে সরকার ওড়ম্বরের মধ্যে ছিল রাজমহল মহকুমা, উত্তর-পশ্চিম মুর্শিদাবাদ, এবং উত্তর বীরভূম।

১১৯৪ সালে লিপিকৃত কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'উত্তরাকান্ড' পুথিতে আমরা সরকার মাহমুদাবাদের নাম পাই। মাহমুদাবাদ সরকারের অন্তর্গত অঞ্চলগুলি ছিল উত্তর নদীয়া, উত্তর যশোর এবং পশ্চিম ফরিদপুর। পুষ্পিকাতে দেখা যায় "লিখিতং কাশীনাথ দেবশর্মনঃ ইতি সন ১১৯৪ চৌরানব্বই সাল তারিখ ২১ চৈত্র মোকাম কৃষ্ণপুর পরগণে ইসলামপুর সরকার মাহমুদাবাদ মুতালিকে লস্করপুর"। (পু.ক্র.সং—৭৫)। লস্করপুর যশোর জেলার অন্তর্গত অঞ্চল। অবশ্য 'লস্করপুর' নামে অন্য স্থানও থাকতে পারে। তবে এখানে সরকার মাহামুদাবাদ এর নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকার জন্য আলোচ্য লস্করপুরই এখানে উদ্দিষ্ট হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত বাংলা প্রাচীন পুথির একাধিক পুষ্পিকাতে সরকার সেলেমাবাদের উল্লেখ পাই। দ্বিজ কবিচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত "হরিশচন্দ্রের পালা" (পু.ক্র.সং—১২০) গ্রন্থে লিপিকর মহাভারত সামন্ত তাঁর সাকিম সেলেমাবাদ সরকারের হাবিলি পরগণার অন্তর্গত জোৎরামচন্দ্র বলেছেন। গ্রন্থের লিপিকাল ১১৮৬ সাল তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ। অপর পুষ্পিকার লিপিকাল ১১৬৪ সাল, দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (পু.ক্র.সং—১২৩)। এখানে পরগনা বালিয়া বসন্দার সরকার সেলেমাবাদ। লিপিকর রাধাচরণ দাস। বিশ্বভারতী পুথিশালায় সংগৃহীত পুথিটি "মহাভারত"। আলোচ্য গ্রন্থের পুষ্পিকাতে আছে, "জথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তি। ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। স্বাঅক্ষর মিদং শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নন্দী সাং কীচিপড়্যা পরগনে বায়ড়া সরকার সেলেমাবাদ সরকার ১১৮২ এগার সও বিরাসী সাল তারিখ ১০ দসঐী আসাড় রোজ বুধবার তিথী নবম কুড়ি পাতে সাঙ্গ হইল ডেড় প্রহর বেলা থাকাতে এ পুথি সাঙ্গ হইল।" (পু.ক্র.সং—৮২৮) —আলোচ্য সেলেমাবাদের পূর্ব নাম সুলেমানাবাদ। পাঠান রাজা বঙ্গাধিপ সুলেমান শাহ কাররানীর নামানুসারে এই শহরের নাম হয়। আইন-ই-আকবরীতে এই সুলেমানাবাদ সরকারের নাম পাওয়া যায়। এই সরকারের মধ্যে ৩১টি মহল ছিল। পরবর্তী সময়ে লোকমুখে সেলিমাবাদ কখনও কখনও সেলিমাবাজ হয়ে গেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীতে সেলিমাবাদ/সেলিমাবাজ শহরের নাম মেলে। শহরটি দামোদরের তীরে অবস্থিত ছিল।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে ১২০৭ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত বিশ্বভারতী পুথিশালায় সংগৃহীত অন্য একটি 'মহাভারত' (পু.ক্র.সং—১৬৭৭) পুথির পাঠক রামকানাই কুন্ডুর সাকিম সমরসাহী পরগণার সেলেমাবাদ সরকারের অন্তর্গত। আবার ১১৮৩ বঙ্গাব্দে অনুকৃত কবিচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণের গেড়ু খেলা'র পুষ্পিকাতে লেখা আছে, "স্বাক্ষর শ্রী বৈষ্ণবচরণ দাস সাকিম বেজপুর পরগনে সমরসাহী সরকার মান্দারণ সন ১১৮৩ সাল পঠনার্থে পুস্তক্ষ শ্রী রমাকান্ত কোঙর সা ছোটবুইনান শ্রী বলাই পোতদারের দহলিজে সমাপ্ত হইল।" (পু.ক্র.সং—৫৩৭)

এখানে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে এবং উনবিংশ শতকের সূচনায় দুই বিপরীত সরকারের অন্তর্গত

একই পরগণার উল্লেখ থেকে সহজেই অনুমেয় যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক সীমারেখার অদল বদলে পরগণা সমূহের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে সরকার বিশেষে। আইন-ই-আকবরী অনুসারে সরকার সুলেমানাবাদের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হিসেবে পূর্ব বর্ধমানের নাম পাই। সরকার মান্দারণে ছিল বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পশ্চিম হুগলী সহ পূর্ব বর্ধমান।

আমাদের সংগৃহীত প্রাচীন পুষ্পিকা সমূহে 'মান্দারণ' সরকারভুক্ত একাধিক পরগণার যে উল্লেখ পাই তা নিম্নরূপঃ—

১। মহাভারত মুষলপর্ব/কাশীরামদাস

"... লিখিতং শ্রী রামকান্ত দাষ

সা বাদল্লাকোশ পরগণে হাগুস্বাফ সরকার মন্দারণ। সন ১১৭০ এগার সত সত্তর সাল ইতি তা ৩১ ভাদ্র" (পু.ক্র.সং—৩৫৮)

২। মহাভারত—দ্রোণপর্ব/কাশীরাম দাস

"জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রী কুড়ারাম দাষ চন্দ।। সাকীম হাজপুর।। পুস্তকমিদং শ্রী গোকুল দাস ঘোষ সাকীম উদয়গঞ্জ পরগনে বরদা সরকার মন্দারণ সন ১১৭২ সাল তারিখ ৬ চৈত্র রোজ রবিবার। বেলা ডেড় প্রহরের কালে সমাপ্তং। ইতি।। (পু.ক্র.সং—১৮৮)

৩। তুলসী চরিত্র/দ্বিজ ভগীরথ

"... স্বাক্ষর শ্রী রামগোপাল দেব সাকীম কল্যাণপুর পরগনে মালাকার সরকার মান্দারণ পুস্তক শ্রী লক্ষণ পান্ডা সাং মৌজে পারুই পরগণে মালাকার সরকার মান্দারণ সন ১১৭৩ সাল তারিখ ১২ কার্ত্তিক রোজ সোমবার ... গতে এই পুস্তক শ্রী নিলাম্বর পাএাকে দেয়া যায়"। (পু.ক্র.সং—৮৩৫)

৪। রামায়ণ সুন্দরাকান্ড/কৃত্তিবাস।

" ইতি সুন্দরাকান্ড সমাপ্তং। লিখিতং শ্রী কুড়ারাম দাস চন্দ। সা হাজীপুর। পঠনার্থে শ্রী গোকুলানন্দ দাস ঘোষ। সাকীম উদয়গঞ্জ তর্পে বরদা সরকার মন্দারণ সন ১১৭৩ সাল তারিখ ১৮ বৈসাখ রোজ মঙ্গলবার জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। (পু.ক্র.সং—৭৪)

৫। মহাভারত—যানপর্ব/কাশীরাম দাস

"জথাদিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রী হরিমোহন দাস ঘোষ সাকীম বউদা পং উদয়গঞ্জ তর্পে বরদ সরকার মান্দারণ সন ১১৮২ সাল তারিখ ১৪ আশ্বীন রোজ বৃহস্পতিবার ইতি" (পু.ক্র.সং—১৯৮)

৬। চৈতন্যচরিতামৃত/কৃষ্ণদাস

"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।। অন্ধলিখ্যতাং শম্ভি শুদ্ধাতাং শ্রী দর্শনারায়ণ ঘোষ নাম জনস্য স্বাক্ষরমিদং।। সাকিন অমরপুর পরগণে শেনপাহাড়ী সরকার মন্দারণ।। শ্রী রামহরি সাধু সাকিন নওব শাল পুস্তকমিদং।। সন ১১৮৪ এগার সও চৌরাশী সাল তারিখ ১৭ মাহ চৈত্রী রোজ শুক্রবার। সমাপ্তোহয়ং আদখন্ড।। শ্রী শ্রী হরি।" (পু.ক্র.সং—৬৮১)

৭। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব/কাশীরাম দাস

"পুস্তক শ্রীনিত্যানন্দ দাস তাঁতি সাকিম মানকর সাঅক্ষর শ্রীদুর্গাচরণ দাস সাঃ মানকর পরগণে গোপভূম সরকার মন্দারণ ১১৮৭ এগার সও সাতাসি সাল।। তারিখ ২৫ পচিসা বৈশাখ বেলা একপ্রহর।" (পু.ক্র.সং—৩৯০)

৮। নবরাধা তত্ত্ব/নরোত্তম দাস

"শকাব্দা ১৭০৪ সতের সও চারি সন ১১৯০ সাল তারিখ ৪ পৌষ লিপিরিয়ং শ্রী গৌরচরণ দাস পণ্ডিত পাঠার্থে শ্রী বলরাম দাস সাকিম মারবাড়ী পরগণে বদ্ধমান সরকার মান্দারণ।"

(পু.ক্র.সং—২২)

৯। রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড—মহীরাবণ/প্রসঙ্গ লক্ষণ

"ইতি সন ১১৯৬ সাল। তারিখ ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার। পুস্তকমিদং শ্রী রামজয় গুপ্ত। সাং মঙ্গলপুর। পরগণে সাহাপুর। সরকার মান্দারণ"। (পু.ক্র.সং—২৫৩)

১০। মহাভারত—দ্রোণপর্ব/কাশীরাম দাস

"সন ১২০৫ চৈইত্রশ্য চতুর্দ্দষ দিবসে সনীবারে শমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থ। লিখিতং শ্রী রামকল্প দেবশর্মা স্বাক্ষরমিদং শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্রস্য পুস্তকং সাকিম বশন্তপুর জাহানাবাদ শরকার মান্ধারণ ইতি তারিখ।" (পু.ক্র.সং—৩৫৬)

১১। তরণীসেনের পালা/রামশঙ্কর

"...। সাঅক্ষর শ্রী গুরুপ্রসাদ দাস দত্তস্য। সাং মোহনপুর। পরগনে বায়ড়া। সরকার মন্দারণ সমাপ্ত। বেলা এক প্রহর থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত হইল ইতি তাং ১৯ (আ)সিন সন ১২০৭ রোজ সুক্রবার...।" (পু.ক্র.সং—৫৪৮)

১২। মোহমোচন। বাণী কণ্ঠ

" লিখিতং শ্রী রামলোচন দাস সেন সাকিম মৌজে নসিরবাটী পরগণে জাহানাবাদ সরকার মান্দারণ সন ১২১৮ সাল।। মোকাম পরগণে সিমিল্যাপাল সন ১১১৪ সাল তারিখ ২৯ অগ্রহায়ন।" (পু.ক্র.সং—৫৯০)

আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে যে সরকার মান্দারণে ১৬টি মহল ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে 'অপরমন্দার' নামে একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডঃ পঞ্চানন মন্ডলের মতে এই অপরমন্দার এবং মন্দারণ বা মান্দারণ অভিন্ন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মত গ্রহণ করেছেন।[৩] প্রাক-মোগল যুগে মান্দারণ ছিল বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত।

অষ্টাদশ শতকে অনুলিখিত 'মহাভারত'—শান্তিপর্বের পুথির পুষ্পিকাতে দেখা যায় নিত্যানন্দ ঘোষ লিখেছেন "পরগণে নিশঙ্ক খন্ডঘোষ সরকার সরিফাবাদ।" লিপিকাল ১১৮১ সাল। (পু.ক্র.সং—৩৯৮) উল্লিখিত সরিফাবাদ বা সরিফতাবাদ বর্ধমানেই ছিল প্রধান অঞ্চল এবং বিখ্যাত ছিল ধবধবে সাদা ও সুঠাম গবাদি পশুর জন্য। সরকার তাজপুরের মধ্যে ছিল ২৯টি মহল। সুলেমান কররানীর অগ্রজ ও বঙ্গাধিপ তাজ খান কররানীর নাম অনুসারে তাজপুরের নাম হয় বলে অনুমান করা যায়। একটি পুষ্পিকাতে সরকার তাজপুরের উল্লেখ এইভাবে—"... সঅক্ষর শ্রী লোকনাথ দেব শর্ম্মনঃ।। সাকিম বেকড়াদহ : পরগনে যুজানগর। শরকার তাজপুর। জিহ্লা দিনাজপুর। মহারাজ শ্রী গোবিন্দনাথ সিংহ বাহাদুর।।" (পু.ক্র.সং—৮১৭)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি পরিচিতির ৩৪৬ পৃষ্ঠায় ২৬০ নং পুথি আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' পুথির পুষ্পিকাতে সরকার 'ইসলামাবাদে'র উদ্ধৃতি আছে। পুষ্পিকাটি—"এই পুস্তক মালিক শ্রী ডোমর মহুরী। সাং খিতাপচর। বকলম মিং হিন শ্রী কোন খা সাং হুলাইন আমলে শ্রীযুক্ত মেস্তর ভানসীং সাহেব। মোতালুকে সরকারে ইচলামআবাদ চাকলে চক্রশালা। কমিসীনরী আদালত কাচারি শ্রীযুত মুলুবী স্যাবদ্দিন [শীহাবুদ্দিন] ইপতিজাএ—সন ১১৫৬ মং ইতি সন ১১৫৮ মং তারিখ ১৬ আগ্রান।" (পু.ক্র.সং—৪৭৩) এখানে উল্লেখ্য যে সরকার 'ইসলামাবাদ' সরকার 'চাঁটিগাঁও' এর নতুন নাম। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর অধীনস্থ বাংলার তৎকালীন সুবেদার শায়েস্তা খাঁকে চট্টগ্রাম অধিকারের নির্দেশ দিলে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁর বাহিনী চট্টগ্রাম জয় করে এবং ধর্মপ্রাণ সম্রাটের নির্দেশে এর নতুন নামকরণ হয় 'ইসলামাবাদ'। চট্টগ্রাম অঞ্চল দীর্ঘ সময় ধরে আরাকান রাজাদের অধীনে থাকায় এখানে

মঘী সনের প্রচলন হয়। আলোচ্য পুষ্পিকাতে মঘী সন লেখা হয়েছে, এই মঘী সনের সঙ্গে ৪৫ বৎসর এবং ৬৩৮ বৎসর যোগ করলে যথাক্রমে বঙ্গাব্দ এবং খ্রীষ্টাব্দের হিসাব পাওয়া যায়। আলোচ্য পুথি (১১৫৬ মঘী থেকে ১১৫৮ মঘী) নকল করতে দুবছর সময় লেগেছিল। পুষ্পিকাতে উল্লিখিত হুলাইন গ্রামটি চট্টগ্রাম জেলার পটীয়া থানার অন্তর্গত। আলোচ্য গ্রামটিতে পুথিপাঠের চর্চা ছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে লিখিত একাধিক পুথির পুষ্পিকাতে লিপিকরদের বাসস্থান হিসেবে হুলাইন গ্রামের উল্লেখ পাই। পুথিগুলি (পু.ক্র.সং—৪৬০, ৪৬২, ৪৫৯, ৪৫৮, ৪৭৫, ৪৭৩, ৪৯৯) হল,—

ক) আম্ছে পারার ব্যাখ্যা (১২০৯ মঘি)
খ) ইমাম চুরি (১২৩২ মং)
গ) জমজমার পুথি (১২৩৩ মং)
ঘ) জ্ঞান সাগর (১২৩৭ মং)
ঙ) মক্তুল হোসেন (১১৪১ সন)
চ) পদ্মাবতী পুথি (১১৫৬ মং ১১৫৮ মং)
ছ) কেফায়তুল মুসল্লিন

পুষ্পিকা-ভিত্তিক ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটের সমীক্ষায় মোগল সম্রাট আকবর এবং পরবর্তী সময়ের কিছু কিছু সরকারসমূহের নাম আমরা লিপিকারদের বিবৃত সূত্রে পেয়েছি। এই সঙ্গে মাঝে মাঝে আরও কিছু বিশেষ তথ্য বা সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে যার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। দেখা যাচ্ছে পুথি অনুলেখন কালে গৌড়বঙ্গে সংঘটিত কোন বিশেষ ঘটনার সন, তারিখ বা শাসককুল লিপিকব বিশেষের মনে রেখাপাত করেছিল। ফলে পুষ্পিকানামায় লিপিকরের দিনপঞ্জী বলে আখ্যাত অংশে তার প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষত দেড়শো দুশো বছরের প্রাচীন লিপিকরদের লিখিত সূত্র ধরেই আমরা ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা বিষয়েও নিশ্চিত হতে পারি। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত কবীন্দ্র বিরচিত 'মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্বে' একটি পুষ্পিকার উদ্ধৃতিতে রয়েছে—"পুস্তক লিখিতং স্বহস্তাক্ষর শ্রী রামপ্রসাদ শর্ম বাগছি [বাগচি] সাং চন্দ্রপুর পরগণে সোনাবাজু তপ্পে [তরফে] চাঁপৈলা সরকার বাজুহার তালুক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র দেব দেবস্য শকাব্দা ১৬৭৯ ষোলশত উনআশী সুবেদার নবাব সিরাজদৌল্লার ফৌতি (মৃত্যু) তারিখ ১৮ আষাঢ় যেওজ মিরজাফর জমিদার শ্রীমতী রাণী ভবানী দেব্যা গোমস্তা দয়ারাম রায় সন ১১৬৪ পুস্তক সমাপ্ত তারিখ ১২ শ্রাবন রোজ সোমবার দিবা ১ এক প্রহর সদা মাং (?) তিথৌ...।। (পু.ক্র.সং—১৬৮৭)

এখানে প্রথমেই পুথি অনুলেখনের কালটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব চিরকালীন। সে যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লা পরাজিত হয়ে ঘটনা পরম্পরায় নিহত হন। এখানে 'নবাব সিরাজদৌল্লার ফৌতি' কথাটিতে সারা বাংলার নবাব সিরাজের মৃত্যু বা হত্যার ইংগিত রয়েছে। উল্লিখিত সনটি সঠিক ভাবে বর্ণিত হওয়াতে পুষ্পিকার গুরুত্ব যেমন অনস্বীকার্য তেমনি ইতিহাসের প্রামাণিক তথ্য এতে বর্ণিত হয়েছে। "শকাব্দা ১৬৭৯ ষোলশত উনআশী সুবেদার নবাব সিরাজদৌল্লার ফৌতি তারিখ ১৮ আষাঢ় ..." অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই সিরাজদৌল্লা নিহত হন। পুষ্পিকাতে উল্লিখিত অন্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি মীরজাফর যিনি ইংরেজদের সহায়তায় সিরাজদৌল্লার পরে নবাব হন। এখানে লিপিকর শর্ম তাঁর সাকিম সরকার বাজুহার অন্তর্গত জানিয়েছেন। সরকার বাজুহা উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত ছিল।

সুলতান সুজার আমলে ও পরবর্তী আমলগুলিতে যে কটি নতুন সরকারের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে সংগৃহীত পুষ্পিকা সূত্রে সরকার গোয়ালপাড়া উল্লেখ্য। অষ্টাদশ শতকে এবং ঊনবিংশ শতকে অনুকৃত পুথির পুষ্পিকাতে সরকার গোয়ালপাড়ার উল্লেখ পাই। সরকার গোয়ালপাড়া বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত।

১৬৭১ শক অর্থাৎ ১১৫৭ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত রামেশ্বরের 'শিবায়ন' পুথির সমাপ্তিতে সরকার গোয়ালপাড়ার উল্লেখ সহ ঐতিহাসিক সূত্র নির্দেশক পুষ্পিকাটি মূল্যবান। "শকাব্দা ১৬৭১ সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৫ই মাঘ রোজ বুধবার সপ্তম্যাস্তিথৌ রাত্রি এক প্রহরের কালে আলম মির হবিবুল্লা খাঁ ও লালুজা পিসর[৪] রঘুজি মারহাটা[৫] মোকাম তাম্রলাপিতপুর (তাম্রলিপ্তপুর) আমলে পরগণে কাশীযোড়া সরকার গোয়ালপাড়া মজফে সুবে উড়িষ্যা বহঙ্গাম পলায়ন বাবুজান খাঁ তনখাদোর"। (পু.ক্র.সং—১৬৮৬)

এখানে উল্লিখিত শকাব্দা এবং বঙ্গাব্দের হিসেবে ইংরেজী ১৭৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ। পুষ্পিকাতে তিন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমজন মির হবিবুল্লা খাঁ ওরফে মির হাবিব যিনি সরফরাজের অধীনস্ত সেনানায়ক ছিলেন। পরে আলিবর্দ্দি ক্ষমতা দখল করলে তিনি (মির হাবিব) আলিবর্দ্দির বিপক্ষে যান এবং মারাঠাদের সহায়তা করেন ফলে বর্গীর হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় লালুজী পিসর অর্থাৎ পেশোয়ার লালুজী (সম্ভবতঃ পেশোয়া বালাজী রাও-এর ডাক নাম। বালাজী রাও-এর ডাক নাম ছিল নানা সাহেব। সুতরাং সঠিক পাঠ নানুজীর জায়গায় লালুজী হওয়া অসম্ভব নয়)। উল্লিখিত তৃতীয় ব্যক্তি হলেন 'রঘুজী', অর্থাৎ রঘুজী ভোঁসলে। পূর্ব ভারতে মারাঠা অভিযান ও মারাঠা প্রশাসনের ইনিই ছিলেন অধিনায়ক। লিপিকর মারাঠা মোকামের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যে স্থানে বসে এই পুথি লেখা হয় তা মারাঠাদের অধিকারভুক্ত ছিল। স্থানের নাম লিপিকর লিখেছেন, "পরগণে কাশীযোড়া সরকার গোয়ালপাড়া মজফে সুবে উড়িষ্যা"। উল্লিখিত স্থানটি তৎসময়ে উড়িষ্যা সুবার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। সরকার গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে অষ্টাদশ শতকে লিপিকৃত একাধিক পুথির পুষ্পিকার নিদর্শন হল:—

১। প্রসাদ চরিত্র/কবিচন্দ্র

"ইতি প্রসাদ চরিত্র সমাপ্ত।। স্বাক্ষর শ্রী রাধাচরণ বসু সাং সাহাপুর এ পুস্তক শ্রী বিরেস্বর দাষ ভুএগার সাং পাচরা পরগণে মেদিনিপুর সরকার গোওালপাড়া ..." (পু.ক্র.সং—৬৮৩)

২। মহাভারত/কাশীরাম দাস

"জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক। ভিমুস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাশ্চ মতিভ্রম এ পুস্তক শ্রী গোপা রায়—সাং ভবানিপুর আমলে পরগণে কুতুবপুর সরকার গোওালপাড়া, চাকলে মেদিনীপুর।" (পু.ক্র.সং—৮৮৯)

৩। মহাভারত — মুষলপর্ব/কাশীরাম দাস

"ইতি মহাভারত মোসল পর্ব্ব সমাপ্ত হইল :।। জথা দ্রিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তি ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাস্তি মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রী গোসামী চরণ দাস দেব সাং কলাগ্রাম। পরগণে মেদিনীপুর।।" (পু.ক্র সং—৫৯৫)

৪। কংস বধ/দ্বিজ কবিচন্দ্র

"কংসবধ পালা সমাপ্তং ইতি পাঠক শ্রী বিশ্বনাথ কর্মকার সাং গড়বেতা পং বগড়ি সরকার গোওালপাড়া"। (পু.ক্র.সং—১২৯)

৫। মহাভারত—আদিপর্ব, কাশীরাম দাস

"লিখিতং শ্রী বনমালি দাষ বোসু সা° বোড় পঠনার্থে সোরুপচন্দ্র দাস বোসু ... সা° আগৈবনি পরগণে বগডিহি, তরফ আগরা সরকার গোওালপাড়া।" (পু.ক্র.সং—৩৯৫)

৬। মনসা মঙ্গল/ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

" জথা দৃষ্টং তথা ... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রী পতিতপাবন দেবশর্ম্মা সাকিম ঘোসপুর হাল সাকিম ... পরগণে জাহানাবাদ।। পঠনার্থে শ্রী নদেরচাঁদ গড়্যার সাকিম কয়াপটি বগড়ি।। জেলা ... থানা গড়বেতা তরফ কাদড়া সরকার গোওালপাড়া। (পু.ক্র.সং—৫৫২)

কাশীরাম দাসের 'মহাভারত—কর্ণপর্ব এবং জ্ঞানপর্বে' পুথি দুটিতে সরকার মল্লভূমের নিদর্শন পাই। পুথি দুটির লিপিকালের ব্যবধান প্রায় চুরাশি বছরের। পুষ্পিকা দুটি ঃ— (১) "এতদুরে কর্ণপর্ব সমাপ্ত হৈল। সরকার মল্লভূম, পরগণে বিষ্ণুপুর। ইতি সন ১১০৪ সাল তারিখ ২৯ ভাদ্র।" (পু.ক্র.সং—৩৬৮)

(২) "যথা দৃষ্ট মিত্যাদি লিখীতং শ্রী আশানন্দ ও সাকিম বশন্তপুর পরগণে জাহানাবাদ সরকার ... পুস্তক পাঠক শ্রী দয়ারাম তাতি সাকিম ... ইন্দাশ সরকার মল্লভূম সন ১১৮৬ এগার ছিয়াসি সাল তারিখ ২ চৈত্র রবিবার তিথি সষ্টী পুস্তক সমাপ্ত হৈল মধ্যান্নকালে।" (পু.ক্র.সং—২৯৬)

'মল্লভূম' বলা হোত বিষ্ণুপুরের রাজন্যবর্গ দেশের যে অংশে আধিপত্য করতেন তাকে। 'মল্লভূম' শব্দের অর্থ মল্লদের বাসভূমি। কিংবদন্তী অনুসারে মল্লবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য প্রথম রঘুনাথ 'আদিমল্ল' খেতাব পেয়েছিলেন। ক্ষত্রিয় পদবী 'সিংহ' উপাধি ধারণ করার পূর্বে 'আদিমল্ল'র পরে কয়েক পুরুষ বিষ্ণুপুর রাজগণ 'মল্ল' উপাধি দিয়েছিলেন বলে মনে করেন। ওল্ডম্যান সাহেবের মতে, মল্লি > মল্ল বা মাল জাতি অতি প্রাচীন এবং পশ্চিম বাংলার প্রান্তদেশব্যাপী এই জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। বর্ধমান-বাঁকুড়ার বাগদি সম্প্রদায়ও এই মালজাতি থেকে অভিন্ন। মাল এবং বাগদি উভয়ই বিষ্ণুপুরের রাজাকে নিজেদের রাজা বলে মান্য ও স্বীকার করে।

উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, দক্ষিণে মেদিনীপুরের অংশ, পূর্বে বর্ধমানের অংশ ও পশ্চিমে পঞ্চকোটের প্রান্তসীমা ও ছোটনাগপুর—এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিষ্ণুপুরের রাজগণ 'মল্লাবনীনাথ' অর্থাৎ মল্লভূমি বা মল্লাবনীর অধিপতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত—আদিলীলা' পুথির পুষ্পিকাতে দেখা যায়—"শকাব্দা ১৭০৮ সতের সও আট।।" মল্লশক ১০৯২ স্বস্তি মল্লমহীমহেন্দ্র মল্লাবনীনাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীল চৈতন্যসিংহ দেবস্য পুস্তকমিদং।। জৈষ্ঠস্য দসত্রিং দিবসে রবিবার নবম্যাং তিথৌ দিবা তিন প্রহরাভ্যন্তরে লিখিতং।" (পু.ক্র.সং—৮৮)

এখানে বর্ণিত 'মল্লশক' বা 'মল্লাব্দ' নামে বিষ্ণুপুরী অব্দের প্রচলন যা বিষ্ণুপুর রাজবংশের এক বিশেষ কীর্তি। বঙ্গাব্দ ও মল্লাব্দের মধ্যে পার্থক্য ১০১ বৎসরের। অর্থাৎ পুষ্পিকার ১০৯২ মল্লশক + ১০১ = ১১৯৩ বঙ্গাব্দ = ১৭৮৬ খ্রীঃ। শকাব্দের হিসেবেও ১৭০৮ + ৭৮ = ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ মিলে যাচ্ছে বলে পুথিতে অনুলিখিত মল্লশক সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়। বিষ্ণুপুর রাজগণ রাজকার্যে এবং উৎকীর্ণ লিপিতে এই মল্লশক ব্যবহার করতেন এবং মল্লভূমির অধিপতি হিসেবে 'মল্লাবনীনাথ' বলে কথিত হতেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেই বিষ্ণুপুরের রাজন্যবর্গ রাজ্যশাসন অপেক্ষা ধর্মাচরণের দিকে বেশী আকৃষ্ট ছিলেন বলে বিষ্ণুপুরের পূর্বেকার সমরশক্তির গৌরব বিলুপ্ত হয়। বিষ্ণুপুর রাজবংশের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বীরহাম্বীরের সময় থেকেই বৈষ্ণবধর্মের অনুপ্রবেশ। বংশানুক্রমে এই রাজবংশ পূর্বে পরম শাক্ত ও শৈব ছিলেন। আলোচ্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' পুথির মালিক বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজা চৈতন্যসিংহ পুষ্পিকা সূত্রে তা অনুমেয়। চৈতন্যসিংহ বিষ্ণুপুরের স্বনামখ্যাত রাজা। ইনি ২৭ বৎসর

রাজত্ব করেন। এঁর রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রসার হয়েছিল। তিনি বহু ব্রহ্মোত্তর দান করেছিলেন, এমনকি চৈতন্যসিংহের ব্রহ্মোত্তর ব্যতীত কোন ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি পেতে সমস্যা দেখা দিত। চৈতন্যসিংহের জ্ঞাতিভ্রাতা তাঁর রাজ্য কেড়ে নেওয়ায় তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে নালিশ করতে কলকাতায় যান এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে তাঁর মদনমোহন বিগ্রহ বাঁধা রাখেন। যদিও ঘটনার আবর্তে তিনি মদনমোহনকে আর ফিরে পাননি।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে লিপিকৃত হলেও দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড' পুথির পুষ্পিকাতে আমরা মল্লভূমের আর এক রাজা গোপালসিংহের উল্লেখ পাই। "সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৭ চৈত্র রোজ মঙ্গলবার বেলা চারদন্ডর সময় সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রী চন্দ্রদাস বসু সাং নাড়িচ্যা পরগণে বিষ্ণুপুর জেলা মল্লভূম রাজা শ্রীলজুক্ত গোপালসিংহ মহারাজাধিরাজ প্রবল প্রতাপেষু ...।" (পু.ক্র.স—২৪৯)

এখানে "গোপালসিংহ মহারাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপেষু" কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। গোপালসিংহের রাজত্বকাল ১৭৩০ খ্রীঃ থেকে ১৭৪৫ খ্রীঃ। গোপালসিংহ পরম ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি রাজ্যের সমস্ত লোককে হরিনাম জপ করতে হবে বলে ফতেয়া জারী করেছিলেন। জনসাধারণ এই আদেশ স্বচ্ছন্দে মেনে নিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ; কারণ এই সান্ধ্য উপাসনা 'গোপালসিংহের বেগার' নামে খ্যাত। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনন্যসাধারণ অনুরাগ গোপালসিংহকে জনপ্রিয় করলেও শাসনকার্যে শিথিলতা, রাজনৈতিক কার্যে নিষ্ক্রিয়তার ফলে অসহায় অবস্থার সুযোগে বর্ধমান মহারাজ বিষ্ণুপুরের ফতেপুর মহল দখল করেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে বর্গীর হাঙ্গামা জনসাধারণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর রাও-এর অধীনে বিষ্ণুপুরে বর্গীর আক্রমণ হয়। মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদল সাধারণের কাছে বর্গী নামে পরিচিত ছিল। বীরভূম এবং বিষ্ণুপুরের শুকনো মাটি ও অসমতল ভূখন্ড এই মারাঠা সৈন্যবাহিনীদের পক্ষে সীমান্ত রাজ্য লুণ্ঠনের যথেষ্ট সহায়ক ছিল বলে তারা গ্রামের পর গ্রাম সম্পূর্ণভাবে লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করে চলেছিল। গঙ্গারামের "মহারাষ্ট্রপুরাণ" পুথিতে সমকালীন বর্গীর হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই পুথির পুষ্পিকাতে রয়েছে—'ইতি মহারাষ্ট্রপুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্করে পরাভব। সকাব্দা ১৬৭২। সন ১১৫৮ সাল।। তারিখ ১৪ পৌষ রোজ শনিবার।" (পু.ক্র.সং—১৬৮৮) আলোচ্য কাব্যটির রচনাকাল এবং বাংলাদেশে সংঘটিত বর্গীর হাঙ্গামার কাল প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। পুষ্পিকাতে উক্ত 'ভাস্কর পরাভব' শব্দটি বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। বাংলাদেশের বিষ্ণুপুরে পন্ডিত ভাস্কর রাও-এর অধীনে যে বর্গীর হাঙ্গামা হয় তার ফলে দীর্ঘকাল ধরে বর্গীরা পশ্চিমবঙ্গে আক্রমণ ও লুঠতরাজ চালায়। অবশেষে আলীবর্দ্দী বিশ্বাসঘাতকতা করে ভাস্করকে বধ করেন।

'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলের অন্য একটি পুথির পুষ্পিকাতে (পু.ক্র.সং—১৭৪) 'তেলেঙ্গা আইল' শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে মারাঠা বর্গীদের কথাই প্রথমে মনে হয়। কিন্তু পুথির লিপিকাল ১০৭১ সাল। পুথিটি যেহেতু বিষ্ণুপুর অঞ্চলের; ফলে উল্লিখিত সনটি 'মল্লসন' হিসেবে ধরে নিলে 'বঙ্গাব্দ' দাঁড়ায় ১১৭১ সাল। সুতরাং সন তারিখের বিচারে বলা যায় যে আলোচ্য 'তেলেঙ্গা আইল' শব্দের বিন্যাসে তেলেগু ভাষাভাষীদের বিষ্ণুপুরে আগমনের কথাই লিপিকরের বক্তব্যে ধরা পড়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় পুষ্পিকাতে উল্লিখিত সময়ের অনেক পূর্বেই বিষ্ণুপুরে বর্গীদের হাঙ্গামা হয়েছিল। 'ধর্মমঙ্গল' পুথিটির লিপিকর নারায়ণ দাস বৈষ্ণব পুষ্পিকাতে অন্য তথ্যটি জানিয়েছেন যে ১০৭১ সালের ১৫ই পৌষ শুক্রবার পুথি সমাপ্তির দিনটি ছিল পূর্ণিমা তিথি।

তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রামেগঞ্জে, বাড়ীতে ঢুকে বর্গীরা যে অকথ্য অত্যাচার, খুন, লুণ্ঠন চালিয়েছিল তারও প্রমাণ রয়েছে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের জাতীয় অভিলেখাগার (Arquivo Nacional de Torre do Tombo) থেকে সংগৃহীত অষ্টাদশ শতকে লিপিকৃত 'মহাভারত' পুথিটির ১৪৮ সংখ্যক পৃষ্ঠার মার্জিনে চার-পাঁচ লাইন গদ্যাকারে। সেটি এই, "সন ১১৫২ সালে সাহ ৬ ছউই জ্যৈষ্ঠে সোমবার ফরাসডাঙ্গার বাগবাজার বরগিতে লুঠ করিয়া লইয়া গেল এবং সোনাবামনির ভাতারকে খুন করিয়া গেল রামচন্দ্র যুরের সর্ব্বস্ব লইয়া গেল যুরের পিতা ও জামাতা ও নকর (নোকর অর্থাৎ চাকর) ও বৈবাহিক শ্রী সহস্ররাম নিয়োগীকে প্রহার করিয়া গেল।"[৬] (পু.ক্র.সং—১৬৮৯)

বর্গীর হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত এবং বিপর্যস্ত বাংলার মানুষের একাংশের জীবনে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নেমে এসেছিল আরও এক ঘনান্ধকার অবস্থা যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে মহামন্বন্তরের ফলে যে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল কবিকঙ্কণের 'মঙ্গলচন্ডী' পুথির আলোচ্য পুষ্পিকাটি তারই প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ। পুষ্পিকাটি —

"ইতি শ্রীশ্রী মঙ্গলচন্ডীকার পুস্তক সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষিকো নাস্তি দোসক ।। ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ভিম আদি করিয়া যে ভঙ্গ দেয় রণে। অবিস্কক মতিভ্রম মহামুনিগণে।। জদিবাটী বাড়ী হয় না লবে অপরাধ দোষ ক্ষেমা করি সভে করিবে আশিব্বাদি।। পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির ঠাই।। গবাগুনা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই। ইতি লিখিতং শ্রী নন্দদুলাল দেবশর্ম্মনষ্য। সন ১১৭৭ সালের ২৭শে জ্যৈষ্টে বৃহস্পতিবারে অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত হইল।। নিজ বাটীতে নিজ ঘরে দক্ষিণ দ্বায়রির ঘরে পিড়্যাতে বস্যা লিখা হইল। শ্রী শ্রী মঙ্গল চন্ডীকায়ৈ নমঃ শ্রী শ্রী সিবায় নমঃ শ্রী শ্রী জয়দুর্গায়ৈ নমঃ শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ সাং খন্ডঘোষ।। সন ১১৭৬ সাল মহামন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টি হইল স্বস্বি হইলনা কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও কোথাও জলাভূমে হইল টাকায় ১২ সের চালু। সাড়েছয় পোন চালু সের হইল তৈল ২।। আড়াই সের লবন ১৩ সের কলাই ১১ সের তরিতরকারী নাস্তী সাক নাস্তী কিছু মাত্রেক নাস্তী এই কথা সত্ত[র] বৎসরের মুন্বিসী বলেন আমরা কখন এমন যুনি নাই ইহাতে কত কত মুন্বিসী মরিল বড় বড় লোকের হাড়ী চাপে নাই বাং সন ১১৭৭ সালের মাহ ভাদ্রতক মহাপ্রলয় হইল এই সন রহিল আর কীবা হয়।

[১৮২ একশত বিরাসি পাতে ৪৩০ চারিসও তিরিস লাচাড়ি সমাপ্ত হইল—শ্রাবণ মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল অনেক মনিস্বী নষ্ট হইল মহামন্বন্তর (পু.ক্র.সং—১০১৮)] (৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।)

এখানে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ নিবাসী শ্রী নন্দদুলাল দেবশর্মা পুথির পুষ্পিকাংশে তাঁর মনের বিভিন্ন অভিজ্ঞাপনের সঙ্গে বৃহৎ এবং বিস্তৃত বর্ণনায় বাংলার 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' যে প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন রেখেছেন তা বাংলা সাহিত্যের বহু রচনায় বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিফলিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনার চেয়ে কিংবা ঐতিহাসিকের বর্ণিত রিপোর্টের চেয়েও অধিক মূল্যবান। পুথিটি ১১৭৭ সালে অনুলিখিত হলেও এটি সত্য যে লিপিকরের মনে তখনও ১১৭৬ বঙ্গাব্দের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া প্রশমিত হয়নি।

অষ্টাদশ শতকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি গ্রহণ বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইংরেজদের এই দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলার সমাজ এবং অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয়ের পাশাপাশি নেবে এসেছিল প্রকৃতির এক চরম অভিশাপ। পর পর দু বছর অভূতপূর্ব খরায় বাংলার মানুষ তখন দিশেহারা। দেশের জনসাধারণের দুরবস্থার সুযোগে কোম্পানীর অর্থলোলুপ কর্মচারীরা চাল কিনে ঘরে মজুত রেখে পরে চড়া দামে বিক্রী করে অর্থ লাভ করেছিল।[৭] অন্যদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করা হয়েছিল।

এই পুষ্পিকা থেকে আমরা ১১৭৬ সনে অনাবৃষ্টির দরুন শস্যোৎপাদন না হওয়ার কথা অবগত হতে পারি। কিছু কিছু হয়েছিল 'দক্ষিণ তরফ আর কোথাও জলাভূমে।' স্বভাবতই প্রকৃতির রুদ্র রোষে খরার দরুন খাদ্য শস্যের স্বল্পতায় বাজার দর ছিল আকাশ ছোঁয়া। লিপিকর নন্দদুলাল দেবশর্মা বর্ধমান অঞ্চলে মহামন্বন্তরের ফলে সমসাময়িককালে বাজারের হাল লিখেছেন প্রতি টাকা হিসেবে ১২ সের চাল, ভোজ্যতেল ২২১/২সের, নুন ১৩সের, কলাই ১১সের ইত্যাদি। তরিতরকারী শাক-সবজীর ফলন একদমই ছিল না। লিপিকর জানাচ্ছেন জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সত্তর বছরের বৃদ্ধও তাঁর দীর্ঘজীবনে এই মহামন্বন্তরের মতো অন্য কোন দুর্ভিক্ষের কথা আগে শোনেননি। মন্বন্তর কবলিত এলাকায় না খেতে পেয়ে কত যে মানুষের মৃত্যু হল তার হিসেব ছিলনা। এমন কি সাধারণ মানুষের মত বহু বড় বড় লোকের বাড়ীতেও উনুনে হাঁড়ি চাপেনি।

১১৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে লিপিকর পুষ্পিকার সমাপ্তি টানলেও ১১৭৬ সনের দুর্ভিক্ষের রেশ চলেছিল ১১৭৭ সনের ভাদ্র মাস পর্যন্ত। ফলতঃ তৎকালীন সামাজিক অবস্থার অবনতিতে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ভেতর শুধু খাদ্যাভাব নয় পরিবেশের কলুষতায় রোগের প্রকোপও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মানুষের মৃত্যু সংখ্যাও যেমন বেড়ে গিয়েছিল তেমনি বাজারদরও হয়েছিল অগ্নিমূল্য। কারণ দু'মাস আগে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে টাকায় ১২ সের চালের জায়গায় শ্রাবণ মাসে তা দাঁড়িয়েছিল টাকায় ৪ সের। এর থেকে আমরা সহজেই সমকালীন বাংলার গ্রাম মানুষের দুরবস্থা এবং বাজার দর অনুমান করতে পারি। স্বভাবতই দীর্ঘস্থায়ী মহাপ্রলয় লিপিকরের মনকে পুথি লিখতে গিয়েও বিভ্রান্ত করেছিল এই পুষ্পিকা তারই প্রমাণ দেয়। পুষ্পিকার মুখবন্ধে একমাত্র সুবুদ্ধি ব্যক্তিকেই পুথি পড়তে দেবার কথা বলা হয়েছে। কেননা অরসিক পাঠক গ্রন্থখানিতে গোবর মাখিয়ে মসীলিপ্ত করতে পারেন।

এদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলা দেশের জনজীবনে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' প্রভাব একাধারে দীর্ঘ সময় ধরে যেমন চলেছিল পাশাপাশি প্রকৃতির অনিয়মও গ্রামপ্রধান বাংলায় কৃষি উপজীবী মানুষের দলকে করেছিল গৃহছাড়া। এই রকম কৃষি উপজীবী এক লিপিকর পঞ্চানন মন্ডল মেদিনীপুর জেলার আঙ্গরোল গ্রামে বসে 'রামায়ণ—আদিকান্ড' পুথি অনুলেখন করতে গিয়ে জানিয়েছেন—"ছেয়াসি (?) সালে ইজারা করিয়াছিলাম সে গ্রামে টোটা (পোকার আক্রমণ) পড়িয়াছিল সেই টোটায় দায়ে পালাতক হইয়া আঙ্গরোল গ্রামে গিয়াছিলাম তাহাতে এই পুথি বসিয়া লেখিয়াছিলাম ইতি ভরথের পৃতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত।" (পু.ক্র.সং—১০১৫)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে আনুমানিক ১১৮৬ সালে লিপিকর মহাশয় একটি গ্রাম ইজারা নিয়ে উৎপন্ন শষ্যে পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং যথাযথ রুজিরোজগার না হওয়ায় আঙ্গরোল গ্রামে গিয়ে পুথি অনুলেখন করে জীবিকার পথ সুগম করেছিলেন।

কৃষিনির্ভর এই দেশে ভূমিহীন মানুষের দল অর্থনৈতিক দিক থেকেও ছিল দুর্বল। রাজার করের তারতম্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসত নানা বিপর্যয়, ছড়িয়ে পড়ত মন্বন্তরের করাল ছায়া। ভূমিহীন প্রজাদের জীবনে নেবে আসত ঘোর অন্ধকার। উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সংবাদ পাই দুটি পুষ্পিকাতে। ১২২৪ সালে অনুকৃত একটি পুথিতে লিপিকর নিজবাটীতে বসে লিখছেন, "গত সন দেবতা সুখা করিয়াছে এক্ষণে চাল্যের দর চব্বিস পচিস পাই আর কী প্রকার হয়।" (পু.ক্র.সং—১০১৪) এখানে গত সন অর্থাৎ ১২২৩ বঙ্গাব্দে অনাবৃষ্টির দরুণ পরবর্তী ১২২৪ বঙ্গাব্দে চালের উৎপাদন স্বভাবতই কম ছিল বলে চালের বাজার দর বেড়ে গিয়েছিল। দেশের সমকালীন পরিস্থিতি এবং আর্থিক অবস্থার একটি চিত্র সহজেই আমাদের নজরে পড়ে।

প্রকৃতির অনিয়মে আরও এক বিপর্যয়ের নজির আমরা পাই ১২৩৫ সালে অনুলিখিত অপর পুষ্পিকা 'সুদামার দারিদ্র ভঞ্জন' পালার পুথিতে। লিপিকর এবং পাঠক যথাক্রমে কেনারাম দেবশর্মা এবং সনাতন দে। উভয়ের সাকিম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দাস চৌকির খন্ডঘোষ পরগণার বোঁয়াই গ্রামে। বসন্তচন্ডীর পীঠস্থান রূপে এই বোঁয়াই গ্রাম সাম্প্রতিক কালে সুপ্রসিদ্ধ। আলোচ্য পুষ্পিকাটি লিপিকরের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। উল্লিখিত অঞ্চলে (১২৩৫ বাং) সনে খরার দরুণ চাষ আবাদ হয়নি। ফলে কোন কাজকর্ম না থাকায় লিপিকর বসে বসে পুথি লিখেছিলেন। স্বভাবতই তার মনের প্রতিফলনে ছিল সমসাময়িক পরিস্থিতি। আলোচ্য পুষ্পিকাংশে তার প্রকাশ হয়েছে এইভাবে—

"... সন ১২৩৫ সাল ষুক বছ্যর দেবতা বরিসিল না য় (৩) এব পুতি লিখিলাম কোন কম্ম নাই আর গ্রামের লোক গৈতনপুর যাইতে লাগিল য়তএব চেলে ভাউ চব্বি(শ) সের ২৪ সের হইল তাহ মেলে নাই আর গ্রামের য়দ্যেখান লোকে অন্য জোটে নাই আর গ্রামের লোক অন্য গ্রাম দিয়া জাই(তি) লাগিল পেটের খাতিরে পলাইতে লাগিল অন্য গ্রামের লোক বলে বেলভক' লোক এ লোক রাখা হবেনা জদি রাখা হয় তবে আপনাদের জদি চাকর ছাড়িএ রাখ(া) জায় তবে ওই লোক মাহ কাত্তিক মাসে জদি দেবতা জল হৈলে ওই লোক বলিবে কি আমা(দের) দেসে জল হয়াছে বাড়ি জাই চলরে কল্প বসাইতে হবে য়তএব রাখেনা আর জে গ্রামের ধম্মকম্ম নাই আর গ্রামে মনুষ্য নাই আর গ্রামে মন্ডল খোসামুদে হয় আর বোঙাঞি গ্রামে য়নেক কুড়খেক মন্ডল আছে ইতি—সন ১২৩৫ সাল ১৬ আসার—

দেখ ভাই খপরদার আয়ছে তৈসিলদার তারাচাঁদ আর তালুক নারায়ণ
পোদাররে আর কি কহিব পউস মাসে লাগ্য জোড়ে।
পউস মাসে নাগলি চাটুজ্যা ফ(জ)দার গোমস্তা আর গোমস্তা
রূপন নেউকি জোরে নাইরে নাই মাণিক মন্ডলের লাগাল সুয়া এতখানেই—"
(পু.ক্র.সং—১০১৭)

উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনে প্রকৃতির নিয়ম-অনিয়মে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি লিপিকরকে পুথি লিখতে বসেও বারবার ভাবনায় ফেলেছিল। পারিপার্শ্বিকের তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি তার মনকে করেছিল বিষন্ন। তিনি নিজে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে নিতে পারলেও প্রতিবেশীদের অসুবিধের কথায় তাঁর মন বিচলিত হয়েছিল। স্বভাবতই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ হয়েছে পুষ্পিকাতে। গ্রামের অন্য লোকজন কাজের অভাবে সামান্য কিছু রোজগারের আশায় অন্যত্র চলে যেতে শুরু করে। তারও সুবিধে হয়না। দারুন খরার ফলে স্বল্পোৎপাদিত চালের দরও ছিল উর্দ্ধগামী। টাকায় ২৪ সের। তাও দুর্মূল্যের বাজারে উধাও। অনাহারে পেটের জ্বালায় গ্রামের লোকজন স্বগ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রাম গৈতনপুরে চলে যেতে লাগল। কিন্তু সেখানেও পরিচয়ের অভাবে কেউ কাউকে কাজ দেয়না। শুধু তাই নয়, এদের কাজে বহালের অন্য অসুবিধে হল, বাড়ীতে কর্মরত কাজের লোক ছেড়ে এদের রাখা হলে পরবর্তী সময়ে দেবতার আশীর্বাদে কার্তিক মাসে বৃষ্টি হলে এরা চাষ আবাদের অজুহাতে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসবে—এবং এটাই স্বাভাবিক মনে করে তাদের বাড়ীর কাজেও নিয়োগ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে গ্রাম সমাজের নৈতিকমানের অবনতি হওয়ায় ধর্মে কর্মে লোকের মনোভাব সুস্থ ছিল না। দরিদ্র মন্ডল-মুখ্যগণ ধনীর মোসাহেবে পরিণত হয়েছিল।

পুষ্পিকায় উল্লিখিত তৈসিলদার = তহশীলদার, পোদার = পোদ্দার, নেউকী = নিয়োগী।

তথ্য বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ইতিহাসের সূত্র নির্দেশক আরও এক মূল্যবান পুষ্পিকার নজির রয়েছে 'রামায়ণ আদিকান্ড' পুথিতে।

"ইতি পুস্তক লিখিতং শ্রী মণিরাম দেবশর্ম্মন বকলম সহি পুস্তক শ্রী আত্মারাম গন্ধবনীকের সমাপ্ত লিখন ৪ মাঘ বৃহস্পতিবার শুক্লা চতুর্থী শকাব্দা ১৬২২ সন হাজার এগার শত ছয় সাল নীবাস রুকুনপুর আমল সাহাজাদা মোকাম রাজম(হ)ল করোরী[৭] গুলাব রায় শীকদার[৮] শ্রী বসন্ত রায় ঃ বৃহস্পতিবারের এক প্রহর বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল পুস্তক ইতি শমাচার হাতিসালার শ্রীমনীরাম ঠাকুরতার সহি।" (পু.ক্র.সং—৭৩)

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ অনুযায়ী সম্রাট আকবরের আমলে ওড়ম্বর (তান্ডা) সরকারভুক্ত মহলগুলি ছিল রাজমহল, উত্তর পশ্চিম মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর বীরভূম, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। লিপিকরের নিবাস হিসেবে পুষ্পিকাতে যে রুকুনপুরের নাম পাই তা বীরভূম জেলার একটি পরগণা। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বীরভূম ও ভাগলপুরের কিছু অংশ নিয়ে সাঁওতাল পরগণার সৃষ্টি হয়। তার আগে বীরভূম জেলা যে সব পরগণায় বিভক্ত ছিল রুকুনপুর তার মধ্যে একটি। মনে হয় রুকনুদ্দীন বারবক শাহের নামে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে। 'আমল সাহাজাদা' বলতে বোঝা যায়, যে, আলোচ্য সাহাজাদা আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজীম-উ-দ্দীন, যিনি পরে আজীম-উস-সান উপাধি প্রাপ্ত হয়ে বিখ্যাত হন। বাংলায় তাঁর সুবেদারীর কাল ১৬৯৮ খ্রীঃ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পুষ্পিকার লিপিকাল ১৬২২ শকাব্দ। এই সময়ে আজীম-উস-সান্ বাংলার সুবেদার ছিলেন। পুষ্পিকাটির অন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সময়ে রাজমল [রাজমহল]-এর করোরী অর্থাৎ খাজাঞ্চী ছিলেন গুলাব রায় এবং শিকদার ছিলেন শ্রী বসন্ত রায়। আলোচ্য সময়ের কিছুকাল আগে রাজমহল ছিল বাংলার রাজধানী। আজীম-উ-দ্দীন বা আজীম-উস-সান্—এঁর সময়ে রাজধানী ছিল ঢাকাতে, কিন্তু তিনি যে রাজমহলে প্রায়ই আসতেন এবং এখানে অনেক দিন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজমহল যে তখনও বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনকেন্দ্র ছিল এবং সেখানে শীকদার, করোরী প্রভৃতি পদের অধিকারী লোকেরা ছিলেন তা আলোচ্য পুষ্পিকা থেকে জানা যাচ্ছে। এখানে 'হাতিশালার শ্রী মনিরাম ঠাকুরতার সহি'র উল্লেখ আছে। প্রশ্ন জাগে যে, ব্যক্তি মহাশয়টি হাতিশালার অধ্যক্ষ ছিলেন না হাতিশালা কোন গ্রামের নাম? আলোচ্য পুষ্পিকায় উল্লিখিত লিপিকালের বিষয়টি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। পুষ্পিকার তারিখ ১৬২২ শকাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দ ১১০৬ সাল বলা হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে শকাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দের তফাৎ আছে ৫১৬ বছরের। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে তারিখ উল্লেখে কোথাও ভুল আছে। কেননা এখন শকাব্দ এবং বঙ্গাব্দের তফাৎ ৫১৫ বছরের। কিন্তু আলোচ্য পুষ্পিকাতে উল্লেখ্য সনের কোন ভুল নেই এই জন্য যে বাংলাদেশে তখন নানা ধরনের বঙ্গাব্দ বা সন প্রচলিত ছিল। কোনটির সঙ্গে ৫১৪ কোনটি ৫১৫ বা কোনটি ৫১৬ বছর তফাৎ হত।

১৬৯৩ নং পুষ্পিকাতেও দেখি, শকাব্দের সঙ্গে 'সন' অর্থাৎ বঙ্গাব্দের ৫১৪ বছরের তফাৎ। লিপিকর গণেশ দেব কবিকঙ্কণ কৃত "চন্ডীমঙ্গল' পুথির অনুলেখন কাজের শেষে বলেছেন, "শকাব্দা ১৬৩৮।। শক।। সন ১১২৪ সাল।। মাহ ১৭ আষাঢ় রোজ রবিবার বেলা ১ প্রহরের কালে সমাপ্ত হইল মোকাম রাধানগর পঁড়ুয়া পরগণে ভুরশীট তালুক শ্রীযুক্ত কিত্তিচন্দ্র রায়ের আমীন বাবুলাল বেহারী তস্য ভেজুয়া আমীন[৯] শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়। বাদসাহা শ্রীল শ্রীযুত ফররক সাহাজী।। পুস্তক শ্রী গণেশদেব সর্মণস্য স্বাক্ষর মিদং।। বড় ঘরের দক্ষিণ উসারায় (সীমা) সমাপ্ত হইল পুস্তক। কাছে বসিয়া শ্রীযুক্ত রামশরণ রায় চৌধুরী। যে য়ারজী।। তথা শ্রীযুক্ত সদাসীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাকিম দিঘল গ্রাম।।"

শুধু শকাব্দ ও বঙ্গাব্দের ব্যবধানের দিক দিয়ে নয়, নানা দিক দিয়েই পুষ্পিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে লিপিকৃত এই পুষ্পিকায় কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, এই সময়ে দিল্লীর বাদশা ছিলেন ফররক সাহা অর্থাৎ ফারুক শিয়র (রাজত্বকাল ১৭১৩-১৭১৯ খ্রীঃ)। দ্বিতীয়তঃ

রাধানগর ছিল পঁড়ুয়া পরগণার অন্তর্গত আবার পঁড়ুয়া ছিল ভুরশীট বা ভুরীশ্রেষ্ঠ তালুকের অন্তর্গত। ভুরশীট তালুক আলোচ্য সময়ে ছিল কীর্তিচন্দ্র রায়ের সম্পত্তি। এই কীর্তিচন্দ্র ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা। তাঁর রাজত্বকাল ১৭০৩ খ্রীঃ-১৭৩৭ খ্রীঃ। তিনি ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্র রায়ের কাছ থেকে ভুরশীট তালুক কেড়ে নিয়েছিলেন। এই কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারটি যে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগেই সংঘটিত হয়েছিল তা আলোচ্য পুষ্পিকা থেকে অনুমিত হয়। বাবুলাল বেহারী ছিলেন কীর্তিচন্দ্রের আমীন অর্থাৎ শাসনকার্যের প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁর একজন ভেজুয়া আমীন বা প্রেরিত প্রতিনিধি রাধানগর অঞ্চলে ছিলেন, তাঁর নাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়। মহারাজা কীর্তিচন্দ্র বড় জমিদার ছিলেন। তিনি কিভাবে জমিদারী শাসন করতেন তা পুষ্পিকা থেকে অনুমান করা যায়। তাঁর অধীনে বিভিন্ন অঞ্চল শাসনের জন্য বহু আমীন নিযুক্ত ছিল এবং তাঁদের অধীনে ক্ষুদ্রতর অঞ্চলগুলি শাসনের জন্য বহুসংখ্যক ভেজুয়া আমীন প্রেরিত হত।

পুষ্পিকাটিতে 'সদাশীব চট্টোপাধ্যায়' মহাশয়ের উল্লেখ পাচ্ছি। 'চণ্ডীমঙ্গল পুথির মালিক এই সদাশিব চট্টোপাধ্যায়।

সংস্কৃত রীতিতে 'চাটুজ্যে'কে চট্টোপাধ্যায় লেখার পদ্ধতি আধুনিক বলে ইতিপূর্বে মনে করা হত। কিন্তু এই পুষ্পিকা সূত্রে আমরা ১৬৩৮ শকাব্দ বা ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই চট্টোপাধ্যায় লেখার রীতি চালু হয়েছিল বলে জানতে পারি। অন্য উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'শকাব্দ' ও 'সনের' ব্যবধান এখানে ৫১৪ বছর, এখনকার মত ৫১৫ বছর নয়। এ ধরনের বঙ্গাব্দের কথা আমরা আগেও বলেছি। পুষ্পিকাটিতে তাৎক্ষণিক চিত্রের যে ছবি আমাদের মনে পড়ে তা হল বড়ঘরের দক্ষিন 'উসারায়' অর্থাৎ দক্ষিণ সীমায় পুথি লেখার সময়ে শ্রীযুক্ত রামশরণ রায়চৌধুরী লিপিকরের কাছে বসেছিলেন। যদিও এই রায়চৌধুরী মহাশয়ের কোন পরিচয় লিপিকর দেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পুষ্পিকায় উল্লিখিত 'রাধানগর' গ্রাম রামমোহন রায়ের জন্মভূমি ও পিতৃভূমি।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' পুথির পুষ্পিকাটি আয়তনে ছোট হলেও লিপিকরের সাকিম বলে বর্ণিত 'ঘড় বাঙ্গালা' স্থানটি অন্ততঃ দুশো বছরের পুরানো বলেই অনুমেয়। পুষ্পিকাটি—"পুস্তক পঠনার্থে শ্রী সনাতন পাল। সাং ঘড় বাঙ্গালা।। সন ১০৯৩ সাল ১৯ কার্ত্তিক।। (পু.ক্র.সং—৯৪৭)

এখানে 'ঘড়বাঙ্গালা' অর্থাৎ ঘর বাঙ্গালা—এই বাঙ্গালা মানে Bengal (বাংলা) নয়। 'বাঙ্গালা' হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট একটি অঞ্চল। এখনকার অধিবাসীদের ধারণা স্থানটির নাম থেকেই সমগ্র দেশের নামকরণ হয়েছে; যদিও তা সত্য নয়। পুথির লিপিকাল ১০৯৬ সাল। একে যদি কেউ বঙ্গাব্দ ধরেন তাহলে ১৬৮৯/৯০ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কিন্তু পুথিটি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সন ১০৯৬ সাল বঙ্গাব্দ নয় মল্লাব্দ যা ১৭৯০/৯১ খ্রীষ্টাব্দের সমান। এই পুষ্পিকা থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে যে বাঁকুড়া জেলায় 'বাঙ্গালা'র অস্তিত্ত্ব অষ্টাদশ শতকেও ছিল।

অষ্টাদশ শতকে অনুলিখিত কোন কোন পুথির পুষ্পিকাতে কলকাতা-কেন্দ্রিক কয়েকটি অঞ্চলের উল্লেখ পাই। নরোত্তম দাসের 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' পুথির লিপিকর মদনমোহন দাস মহাশয়ের সাকিম দেখা যায়, 'কৈলকাতা সুতানুটি'। (পু.ক্র.সং—৭৫০, ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। পুথির লিপিকাল ১২০৩ সাল। এই ১২০৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বাংলা তথা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। ৪১৫ নং পুষ্পিকাতে "মোকাম কৈলকাতা বাসা খিদিরপুর"। পুষ্পিকাটি ঃ—"ইতি ভারত সাবিত্রী সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। বিষ্ণুনমো অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে নবম্যাঃ তিথৌ বাশ্বগোত্রস্য শ্রী রামহরি সিংহ দাস সুঅক্ষরং মিদং শাস্ত্রং। এই পুস্তকের মালিক শ্রী রামতনু দেঅ দাস সাং ধর্মপুর। লিখনং পুস্তক মোকাম কৈলকাতা বাসা খিদিরপুর। ইতি সন ১১৫৬ মঘি তারিখ ৩১শে আশ্বিন রোজ

রবিবার।”

লিপিকর রামহরি সিংহ কলকাতায় খিদিরপুরের বাড়ীতে গিয়ে পুথি অনুলেখনের কাজটি করেছেন। কলকাতায় খিদিরপুর পাড়া অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এখানে একটি ডক আছে। এখানে উল্লিখিত ১১৫৬ মঘী সনের সঙ্গে ৪৫ বছর যোগ করলে বঙ্গাব্দ দাঁড়ায় ১২০১ সন (১৭৯৪ খ্রীঃ)।

‘কালিকামঙ্গল’ পুঁথির পুষ্পিকাতে আছে—“ইতি সমাপ্ত। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ বাবুজীর ইহা জানিবা। স্বাক্ষর শ্রী আত্মারাম ঘোষ কায়েস্থ সাং ‘কলিকাতা সুতানুটি চড়কডাঙ্গার পশ্চিম। ইতি সন ১১৫৯ সাল মাহ শ্রাবন ২৭ রোজ শুক্রবার দিবসে সাঙ্গ হইল। ইহার দক্ষিণা ১ জোড় কাপড় আর ২ তঙকা আড়কাট” (পু.ক্র.সং—৯১৪/৯৪৬)

পুষ্পিকাতে প্রথমেই লক্ষণীয় যে লিপিকর নিজেকে কায়স্থ বলে পরিচিতি দিয়েছেন। সেকালে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সামাজিক কৌলীন্যের বিচার ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষভাবে কায়স্থদের প্রাধান্য ছিল। লিপিকর সম্ভবতঃ তাঁর বর্ণ এবং বৃত্তি সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। এখানে অন্য উল্লেখযোগ্য বিষয়টি অর্থনীতি পর্যায়ভুক্ত। অনুলেখনের কাজে লিপিকর যে দক্ষিণা পেয়েছেন সেখানে ‘আড়কাট’ শব্দটি যুক্ত। এই ‘আড়কাট’ ‘আর্কট’-এর অপভ্রংশ। ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দক্ষিণ ভারতের তৈরী টাকাকে ‘আর্কট’ বলা হোত। কারণ আর্কটের নবাব এই কোম্পানীকে প্রথম মুদ্রা তৈরীর অধিকার দেন। পুথিটি লেখা হয়েছিল ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে, যে বৎসর ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন।

আমরা আবার আত্মারাম ঘোষের নাম পাই ১১৮০ সালে অনুকৃত ‘মহাভারত—দ্রোণপর্ব’ পুথির লিপিকর হিসেবে। পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ ঃ— ।। ইতি দ্রোণপর্ব সমাপ্ত।। এই পুথিখানি শ্রীযুক্ত মে জানসন [জনসন] সাহেব ইহার মুছেদ্দি [মুৎসদ্দি = মুতসদ্দি(আ)] শ্রী গোরাচাঁদ বসাখ ও শ্রী ভিখারি পালিত। লিখিতং শ্রী আত্মারাম দাস ঘোষ সাং কলিকাতা সহর বসতি জোড়াবাগের পূর্বে সুতানুটি গ্রাম।। সন ১১৮০ সাল ইংরাজী সন ১৭৭৩ মাহ ভাদ্র ২২ রোজে আগস্ত মদ্ধে।।” (পু.ক্র.সং—৮৭৪) এখানে উল্লিখিত “জোড়বাগ” এখন “জোড়াবাগান” নামে পরিচিত।

কৃষ্ণদাসের ‘নারদপুরাণে’ও কলকাতা অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা’ ও সাহিত্য’ গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী হস্তলিপি ১১০৮ সাল।

ঊনবিংশ শতকে কলকাতা অঞ্চলে বসে পুথি অনুলেখনের বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্য। লিপিকর খুদিরাম মজুমদার ‘গঙ্গামঙ্গল’ (পু.ক্র.সং—৯২৩) পুথির অনুলেখক। তাঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ চৌকির হাভেলি পরগনার হাবসপুর গ্রামে। বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণা বহু বছর আগেই সুখ্যাত ছিল চন্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরামের কাব্য রচনার গুণে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর মজুমদার মহাশয় কলকাতায় চোরবাগানে রামকৃষ্ণ দে মহাশয়ের বাসায় পুথি নকল শেষ করেছিলেন একথা পুষ্পিকাতে আছে। চোরবাগানে দে সরকার মহাশয়ের বাড়ীটি তাঁর নিজস্বও হতে পারে, ভাড়াও হতে পারে। তবে ‘বাসা’ শব্দটি দেখেই এ বিষয়ে ঔৎসুক্য থেকে যায়।

চোরবাগান পরবর্তীকালে ভারতীয় দেবদেবী বিষয়ে যথাযথ পট নির্মাণের জন্য প্রখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথ নব্যভারত শিল্পকলার প্রবর্তন করলেন সেই সময়ে চোরবাগানের বিশেষ করে বাগ্‌চী পরিবারের পটশিল্প অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলাল প্রমুখের আদর্শ হয়েছিল কালীঘাটের পটশিল্পের পাশাপাশি।

পুষ্পিকাংশে লিপিকর আরও একটি কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায় ‘আমি উমেদওয়ারি’ ‘হালিব’

লিখিলাম। 'উমেদওয়ারী' অর্থাৎ কর্ম প্রার্থনা বা প্রার্থিত বিষয় লাভের জন্য চেষ্টা। 'হালীব' অর্থাৎ বেকায়দা অবস্থায় পড়া। এমনও হতে পারে লিপিকর তাঁর জীবিকা নির্বাহে কোন বে-কায়দা অবস্থায় পড়ে দে সরকার মহাশয়ের নিকট উমেদওয়ারি করতে গিয়েছিলেন এবং সম্ভবতঃ কষ্ট করে অর্থ উপার্জনের জন্য লিখিত গ্রন্থটি কেউ চুরি করে নেবে তা মনঃপুত ছিল না। তাই পুষ্পিকার শেষ ছত্রে পুথি চুরি বিষয়ে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে।

এই বিষয়টিরই উল্লেখ মেলে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া পুথির পুষ্পিকায়। ত্রিপুরা বলতে আমরা বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য এবং বৃটিশ ভারতের ত্রিপুরা জেলা (বর্তমানে অনেকগুলি জেলায় বিভক্ত হয়েছে) —উভয়কেই বোঝাচ্ছি।

ত্রিপুরায় প্রাপ্ত পুথিগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য 'চম্পকবিজয়'-এর পুথি। 'চম্পকবিজয়' ত্রিপুরারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭৪২ খ্রীঃ) রচিত। রত্নমাণিক্যের রাজত্ব কিভাবে তাঁর খুল্লতাত নরেন্দ্রমাণিক্য কেড়ে নেন এবং কেমন করে তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন, সেই কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এর একটি পুথিই (আধুনিক একটি খাতায় তার হুবহু নকল হয়েছে, সেটি পাওয়া গিয়েছে) আবিষ্কৃত হয়েছে। তার পুষ্পিকাটি নীচে উদ্ধৃত হল,

"চম্পক বিজয় কথা মধুরস বাণী।
সেক মহদ্দিয়ে কহে যুদ্ধের কাহিনী।।
এহেন অপূর্ব কথা শুনে যেই জনে।
বুদ্ধি সাহস তার বাড়ে সেই ক্ষণে।।"

পুস্তক শ্রী রামজয় ঠাকুর স্বাক্ষর শ্রী রামনারায়ণ দেব, সাকিম বিদ্যাকুট, পরগণে নুরনগর ইতি সন ১২০৬ তারিখ ১৮ বৈশাখ।। (নকল) ১৩১৩ ত্রিং ৭ ভাদ্র।" (পু.ক্র.সং—১৭০০)

ত্রিপুরার রাজাদের আদেশে অনূদিত পুরাণগুলির মধ্যে 'ক্রিয়াযোগসার' পুথি উল্লেখযোগ্য। এই পুথির পুষ্পিকা থেকে দেখা যায় লিপিকর মুকুন্দ ব্রাহ্মণ তৎকালীন ত্রিপুরার রাজা জগতমাণিক্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ক্রিয়াযোগসার নাম উত্তম যে পুরাণ পঞ্চবিংশ অধ্যায় হৈল পদবন্ধ।। নৃপতির হইয়া রঙ্গ শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ ক্রিয়াযোগসার হৈল সমাধান মাঘ মাসের একদশী মহাতিথি পুন্যরাশি পুজাকরি দেব ভগবান। মহারাজা পুণ্যবান মুকুন্দব্রাহ্মণ তার পুথি লেখি কৈল সমাপন।।" মুকুন্দ ব্রাহ্মণের বিবরণ অনুসারে রাজা জগতমাণিক্য প্রজাদের শুদ্ধমতি করে তোলার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের 'ক্রিয়াযোগসার' জনে জনে লেখার আদেশ দেন এবং প্রতি অধ্যায় রচনার জন্য 'পঞ্চমুদ্রা' দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি রাজার আবাহনের সময় কাল হল ঃ

"বসুবেদ রস অর্ক শক পরিমাণ।
বৈশাখ মাসের দশদিন অবসান।।

সোমবার অমাবস্যা পুণ্য তিথি জানি।
করিল ধর্মের চিন্তা বিপ্রগণ আনি।।"

অর্থাৎ বসু = ৮, বেদ = ৪, রস = ৬, অর্ক = ১ এই হিসাব অনুযায়ী ১৬৪৮ শকাব্দের (১৭২৬ খ্রীঃ) বৈশাখ মাসে রাজা জগতমাণিক্য ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে পুথি অনুলেখনের আহ্বান জানান। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে জগৎমাণিক্য সিংহাসনে আসীন ছিলেন। পুষ্পিকাতে পুথি সমাপ্তির দিন মাঘ মাসের একাদশী তিথির উল্লেখ রয়েছে। লিপিকর আরও লিখেছেন, "বসি আছে সভাকরি পারিসাদ সারি ২ মন্ত্রিসব মহাবিদ্গন।। মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে পুথি নিল সভামাঝে রাখিল নৃপতি বিদ্যমান।। তুষ্ট হইয়া নরনাথে

সুনিল পুরাণ তাতে মন্ত্রিগণ করিয়া সংহতি।। রাজা ঐ বোলে মন্ত্রিগণ পুথি লিখাও জনে জন কীর্ত্তি মোর রহুক সংসারে।। ই বোলিয়া নরনাথ তুষ্ট হৈয়া সহসাত লেখকের করিল সম্মান।। যতছিল মনে তান তেমতে করিল দান বিষ্ণুপ্রীতে তুষিল ব্রাহ্মণ।। রাজার আদেশে সুনি সকল মন্ত্রিএ পুনি পুথি লিখাইল জনে জন।। ০।। ইতি ক্রিয়াযোগসার সমাপ্তং।। ০ ।। সমাপ্ত গ্রন্থঃ।। যথাদৃষ্ট তথালিখিত লেখক নাস্তি দুষনং।। শ্যেয়ং।। . . . ।।" (পু.ক্র.সং—১৭০১) জগতমাণিক্যের পরবর্তী যে সব রাজার নাম বিভিন্ন পুথির পুষ্পিকায় পাই তাদের মধ্যে রাজধরমাণিক্য উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার সরকারী মিউজিয়ামে সংরক্ষিত কয়েকটি পুথির পুষ্পিকায় তাঁর নাম মেলে। এই পুষ্পিকাগুলিতে "রাজধানী হস্তিনাপুর," "সরকার উদয়পুর", চাক্লে রোশনাবাদ" ইত্যাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার রাজারা নিজেদের হস্তিনাপুরের রাজা যযাতির বংশধর বলে দাবী করতেন। সুতরাং নিজেদের রাজধানীকেও তাঁরা 'হস্তিনাপুর' বলতেন। এই জিনিসটি শুধু পুষ্পিকায় নয়, ত্রিপুরার রাজাদের তাম্রশাসনে, সনদ প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। 'রাজমালা'তে লেখা আছে যে, বহু শতাব্দী ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে ছিল। কিন্তু মীর্জানাথন রচিত 'বহারিস্তান-ই-গায়বী নামক প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৭-১৬২৭ খ্রীঃ) মীর্জা ইস্‌ফান্দিয়ারের নেতৃত্বে এক মোগল বাহিনী ত্রিপুরা জয় করেন; ত্রিপুরারাজ তাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অরণ্যময় পার্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই ঘটনা ঘটেছিল। তবে এর অল্পকিছু কালের মধ্যেই যে ত্রিপুরারাজ উদয়পুর পুনরুদ্ধার করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই—সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গোবিন্দমাণিক্যের রাজধানী উদয়পুরেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে মোগল আমলে ত্রিপুরারাজ্যের অধিকাংশ সমতল অঞ্চলই ত্রিপুরা রাজের হস্তচ্যুত ও মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইসব অঞ্চলকে প্রথমে সরকার উদয়পুর এবং পরে 'চাকলা রোশনাবাদ' নাম দেওয়া হয়। নবাব শুজাউদ্দীনের রাজত্বকালে (১৭২৭-৩৭ খ্রীঃ) ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা ধর্মমাণিক্য চাকলা রোশনাবাদের জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 'রামায়ণ/উত্তরাকান্ড' পুথির (৮৭৯ নং) পুষ্পিকাতে উল্লিখিত 'রাজধানী হস্তিনাপুর সরকারে উদয়পুর চাকলে রোশনাবাদ ছাড়াও শ্রী শ্রী রাজা রাজধরমাণিক্যদেবের উল্লেখ দেখি। সম্পূর্ণ পুষ্পিকাটি, "ইতি উত্তরাকান্ড সমাপ্ত।। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। জথা দৃষ্টং তথা লিখীতং লিখক নাস্তি দুশকং।। পদহিন অক্ষর হিনাই...। যে জন পন্ডিত হও সমবীর...। অশুদ্ধ হইলে পদ শুদ্ধ করি দিবা। বাল্মীকির অপরাদ সকল ক্ষেমীবা।। রামচন্দ্র পদে আসী কি বিমোহিত লাগি। জনমে গোসাই এই সে ভিক্ষা মাগি।। রামকৃষ্ণ নারায়ণ সিব হরিহর লৈয়া শ্রী রামের নাম অন্তকালে সরি।। ইতি সন ১২০৬... তারিখ ২৯ কার্তিক ষুক্রবার চতুর্দ্দশ দন্ড বেলাতে সমাপ্ত।। রাজধানি হস্তিনাপুর সরকারে উদয়পুর মুতালিকে রুসনাবাদ চাকলে [পুস্তক] ১২০৩... জমিদার শ্রী শ্রী রাজা রাজধরমাণিক্য দেব মহারাজা পুস্তক শ্রী জীবনদাস বৈরাগি... শীতলা গোসাঞির দেবালয় সমাপ্তি।। লিখক শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ বর্দ্ধন। শকাব্দ ১৭১৮ রসবতী (?) পত্র লিক্ষ্যা ৪৬৯ পুস্তক সমাপ্ত।।"

আলোচ্য পুষ্পিকায় ত্রিপুরাব্দ, বঙ্গাব্দ এবং শকাব্দের উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৩ সংখ্যা যুক্ত করে ত্রিপুরাব্দ পাওয়া যায়। পুষ্পিকাতে ১২০৬ ত্রিপুরাব্দ এবং ১২০৩ অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ও ১৭১৮ শকাব্দের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ পুথিটি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল। এছাড়াও তৎকালীন জমিদার রাজা রাজধরমাণিক্যের উল্লেখ আছে। এই রাজধরমাণিক্য দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য। এর থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে ত্রিপুরার রাজারা চাকলা রোশনাবাদের জমিদার ছিলেন এবং তা সরকার উদয়পুর নামে

পরিচিত ছিল। লিপিকালের হিসাবে তখন ২য় রাজধরমাণিক্যের রাজত্বকাল। তাঁর রাজত্ব ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শুরু এবং ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ। এই রাজধরমাণিক্য কৃষ্ণমাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তাঁর আজ্ঞায় 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। আলোচ্য 'রামায়ণ' পুথির লিপিকর গঙ্গাগোবিন্দ বর্ধন পাঠকের কাছে অশুদ্ধ পাঠের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এমনকি বারবার গোঁসাই হয়ে জন্মাবার জন্য রামচন্দ্রের পদে প্রার্থনা জানিয়েছেন এবং অন্তকালে অর্থাৎ পরলোক প্রাপ্তির মুহূর্তে রামকৃষ্ণ অর্থাৎ বলরাম ও কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব, হরিহর সবার সঙ্গে শ্রীরামের নাম স্মরণের বাসনা করেছেন।

২য় রাজধরমাণিক্যের আমলে সঞ্জয়ী 'মহাভারত' পুঁথিটিও নকল করা হয়। পুথির লিপিকর গঙ্গাগোবিন্দ বর্ধন। লেখা দেখে মনে হয় এই দুটি পুথির লিপিকর একই ব্যক্তি। লিপিকাল ১২০৭ ত্রিং। আলোচ্য ৫৯৫ পৃষ্ঠার পুথিতে আদিপর্ব থেকে স্বর্গারোহণ পর্ব আছে। প্রতিটি পর্বের শেষে লিপিকরের নাম, লিপিকাল ইত্যাদির উল্লেখ আছে। পুষ্পিকাতে আছে —

ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লেখক নাস্তি দুসকং।। এই পুস্তকের কর্তাপক্ষ শ্রী কবির মহন্ত গোসাঞিং সাকিম সনাতন গোসাঞিঁর দেবালয়।। আমল শ্রীযুক্ত রাজধরমাণিক্যদেব মহারাজ।। সয়ক্ষর শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ বর্ধন দাসস্য সাকিম মনিয়ন্দ।।০।।৪।। (পু.ক্র.সং—১৬৯৮(ক))

একই পুথিভুক্ত 'ভারত সাবিত্রী' আখ্যানের পুষ্পিকাতে লিপিকর হিসেবে গঙ্গাগোবিন্দ বর্ধনের নাম পাই। পুষ্পিকাতে আছে —

"ইতি শ্রী মহাভারত সতশ সংখ্যা সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভারত সাবিত্রী সমাপ্তং।। ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং।। জথাদৃষ্টং তথা লিখীতং লিখকো নাস্তি দুসকং।। এই পুস্তকের কর্তাপক্ষ শ্রীরাম দাষস্য।। সহক্ষর শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ বৰ্দ্ধনস্য সাকিম মনিয়ন্দ।। ইতি সন ১২০৭ সন ত্রিপুরা বিতেরিখ ২১ মাঘ গুরবাসরে লিখনং সমাপ্তং ।। ৪ ।। ইন্দ্রপ্রস্তং তিলং মাকোন্দং বারুনাব্রতং দেহি মে চতুর গ্রামং পুঞ্চমেহস্থিনাপুরং।। ১ ।। সোচ্যাগ্রেন সোতিক্ষেন ভিদ্যরত জাচমদনিং।। তদৰ্দ্ধ নাহি দাস্যামি বিরাজোদ্ধেন কেসব।। ২ ।। শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ বৰ্দ্ধনস্য সব দেবালএ।।" (পু.ক্র.সং—১৬৯৮(গ))

পুষ্পিকাতে উল্লিখিত তারিখ থেকে সহজেই অনুমেয় যে উক্ত পুথি দুটি মহারাজা ২য় রাজধরমাণিক্যের আমলেই অনুলিখিত। লিপিকরের সাকিম 'মনিয়ন্দ' গ্রামের পরিচয়ে জানা যায় বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অন্তর্গত কমলাসাগর সীমান্ত অঞ্চল। 'মহাভারতের' লিপিকর গঙ্গাগোবিন্দ বর্ধন দাসের মনিয়ন্দ অঞ্চলে বাস ছিল। দেশবিভাগ পর্যন্তও ঐ অঞ্চলে বর্ধন বংশ খ্যাত ছিল। মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামমাণিক্যের ১০৯৩ ত্রিপুরাব্দের (১৬৮৩ খ্রীঃ) একটি সনন্দের প্রতিলিপিতে 'মুনিঅন্ধ' গ্রামের উল্লেখ রয়েছে। সনন্দটিতে লেখা আছে, "শ্রী সংগ্রাম নারায়ণ চৌধুরীকে মুনিঅন্ধ গ্রামে ৫১ দ্রোণভূমি নিষ্কর প্রদত্ত হইল।"[১০] পরবর্তীকালে গ্রামের 'মুনিঅন্ধ' নামটি লোকমুখে 'মনিয়ন্দ' নামে প্রচলিত হয়। [দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত কথিত]

২য় রাজধরমাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ দুর্গামণি চাকলা রোশনাবাদের অধিকার লাভ করেন। একটি পুষ্পিকাতে রাজা দুর্গামণিদেবেব উল্লেখ রয়েছে। পুষ্পিকাটি,—

"শ্রী রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ডে শবংশে রাবণ রাজ্যক্ষয়ে লঙ্কাকান্ড পুস্তক সমাপ্ত।। ভিমশ্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং।। জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকু নাস্তি দুশকং।। ১ ।। ভগ্নদৃষ্টি কটি পূরস্তম্ভো দৃষ্টির ধুময়ং। দুক্ষেন লিখিতং গ্রন্থত পুত্রবৎ পরিপালাএৎ ।। ২ ।। কাহেস্তের মতিভ্রম জান্ পর্ব জন... করি নিবেদন।। অশোৰ্দ্ধ হইলে পুনি শোৰ্দ্ধ করি লৈব।। মনের সম্ভ্রমে তাকে কিছো না বলিব ।। ৪ ।। ৪।। ইতি স্বয়ক্ষরঞ্চ মিদং শ্রী হরগোবিন্দ দাস বৈষ্ণব।। ৪।। রাজধানি হস্তিনাপুড় ঃ সরকারে উদয়পুর ঃ

প্রগনে রোসনাবাদ ঃ চাক্লে গোপীনাথপুড় মৌজে নরসিংহপুড়। মৌকাম জৌৎ গোসাঞ্রির দেবালএ।। ইতি সন ১২২২ সন মাহে পৌন পোশ ১ রোজ শমবার বেলা দন্ড উদন পুস্তক সমাপ্ত।। ৪ ।। ৫ ।। ৬ ।। ৭ ।। ৮ ।। ৯ ।। হরিহর।। রামঃরামঃ...১৩৮ অষ্ট উত্তর।। রামনাম বোল ভাই সর্ব্বে বদন ভরি। হরগোবিন্দ বোলে রাম নাম লৈয়া মরি।। অহে রাম তুয়া পদে করিআছি আস। করজোড়ে করি বলে হরগোবিন্দ দাস।। হরিহর রামরোপে এক করি কায়। মুনি দুর্ল্লব জন্ম হএ কিনা হায়। রামপদে মনরৌক নরদেহ জেবা। ইহা তনু দেহ তাই রাম পদে সেবা।। রাম।। ইতি সয়ক্ষরঞ্চ মিদর শ্রী হরগোবিন্দ দাস বৈরাগি... দেবালয়েৎ।। ৪ ।। শ্রী শ্রীজৌক্ত রাজা দুর্গামাণিক্য দেব ।। ৪ ।। আজ্ঞা প্রসাদের পুত্র শ্রী শ্যামদাস... নিজ পুস্তক অঞ্চ... সা নরসিংহপুড়।।" (পু. ক্র.সং—৮৭৫)

আলোচ্য পুথির লিপিকাল ১২২২ ত্রিং অর্থাৎ ১৮১২ খ্রীঃ। লিপিকর হরগোবিন্দ দাস বৈরাগী রামের বন্দনা গান করে তাঁর অন্তরের প্রণতি নিবেদন করেছেন।

কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮৩০-১৮৪৯ খ্রীঃ) লেখা বেশ কিছু বৈষ্ণব কাব্য সংকলন ও অনুবাদ গ্রন্থের ভিতর উল্লেখযোগ্য নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়' (সংকলন কাল ১৮শ শতকের মধ্যভাগ) গ্রন্থের পুথি। দ্বিতীয় 'গীতকল্পতরু (পদকল্পতরু)' গ্রন্থের পুথি। এর সংকলক বৈষ্ণব দাস। পুথিটি সুচিত্রিত। পুথির লিপিকাল শকাব্দ ১৭৫৭ অর্থাৎ ১৮৩৫ খ্রীঃ সম্বত ১৮৯২। পুথির চিত্র প্রসঙ্গে মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্রের 'আবর্জনার ঝুড়ি'তে বলা হয়েছে, "রাজদ্বারে পিতামহ এবং পিতৃদেবের সময় জুড়িয়া একজন চিত্রকর ছিল। লোকটি মুসলমান, বলাবাহুল্য যে এখনকার কালে একমাত্র নির্দিষ্ট মোগল পদ্ধতির চিত্রই ভারতের নানা প্রদেশ ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল এবং আলম কারিকরেরও (লোকটি ঐ নামেই পরিচিত ছিল) চিত্র ছিল সেই পদ্ধতিরই। আলম কারিকরের চিত্রের মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক কল্পিত দৃশ্যই ছিল আটখানার বেশী, হিন্দু দেবমন্ডলী ত বাদ পড়েই নাই, গন্ধর্ব কিন্নরাদির, রাগরাগিণীর, পশুপক্ষীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত নৃমুন্ডমূর্তিরও অভাব ছিলনা, 'পদকল্পতরু', 'রামায়ণ' এবং কোন কোন গ্রন্থে আলমের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।"

'পদকল্পতরু' পুথির ভিতর রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক চিত্র আছে। [১নং চিত্র দ্রষ্টব্য] এই পুথিটি যে মহারাজা কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের আদেশে নকল করা হয়েছিল নিম্নে উদ্ধৃত এর পুষ্পিকা থেকে জানা যায়।

"ইতি শ্রী গীতকল্পতরুগ্রন্থং সম্পূর্ণং।। শ্রীকৃষ্ণ পাতু নৃপতিং।। শ্রী গুরবে নমঃ।। শ্রী রাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ।। যো ভূপালশিরোমণি ক্ষিতিতলে শ্রী মন্মহাধার্ম্মিকো ধীমান কৃষ্ণকিশোর ভূপতিলোকা জ্ঞানার্ণব শীলবান।। রাধাকৃষ্ণ গুণানুবাদ রসিকো বৃন্দাবন ধ্যানবান তস্মৈকং রস মাধুরং মুরারিপো গীতার্ণবং গ্রন্থকং।। পদকল্পতরুং রসসিন্ধুনিভং হরিভক্তজন শ্রুত মোদকরং ব্রজরাজক নন্দন বন্ধনকং বৃষভানু সুধারস সিন্ধুসুতং।। ধীরোবিপ্র শিবেশ্বরোগুণযুতো-হ্যা দেশতো ভূপতে শকে স্বর্গশরাদ্রিচন্দ্র (১৭৫৭ শকাব্দ) বিমিতে ভানৌ গতে মৈথুনে।। হর্ষনেব সদালিলেখ লিখন প্রাজ্ঞো নিশানাথ কেয়স্তে শ্রীল ব্রজাঙ্গনা হৃদয়নং কৃষ্ণপরং ভাবয়ন।। শাকে ত্রৈপুরি কেশরাব্দিযুগলে চন্দ্রাগ্নিতে লেখ্যতে।। শ্রী রাধাকৃষ্ণ জয়তঃ।। শ্রী হরিপাতুনৃপং।। সম্বৎ ১৮৯২।। ইংরেজী ১৮৩৫।।" (পু.ক্র.সং—১৭০০)

নন্দকিশোর বিরচিত 'বৃন্দাবনলীলামৃত' পুথির পুষ্পিকাতে লিপিকর রামমণি শর্মা মহারাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের প্রশস্তি গেয়েছেন। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের মৃত্যুর পর ঈশানচন্দ্র ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। আলোচ্য পুষ্পিকাটি নীচে উদ্ধৃত হল,—

"ইতি শ্রী বৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলি বিবরণ কথনে অনুবাদ কথন নাম পঞ্চশওধ্যায় ।। ৫০।। ইতি শ্রী বৃন্দাবন লীলামৃত সংপূর্ণ।। জতয়োচন্দ্রবংশে ক্ষিতিপতিতিলক শ্রীল ঈশানচন্দ্রমাণিক্য খ্যাতি

যুক্তোন নিখিল গুণনিধিরাজ রাজেন্দ্রকল্পঃ। শ্রী রাধাকৃষ্ণপাদাম্বুজগলিত সুধারাশি সংসিক্ত চিত্তোদীনানাং ত্রাণকারী রিপুকুল দমনো ধার্ম্মিকো দীনবন্ধুঃ তসৈব ভূপতে বৃন্দাবনলীলামৃতং শুভং।। পুস্তকং লিখিতং যত্নাৎ শ্রী রামমণি শর্ম্মনা।। দরইন গ্রামবাসী শ্রী দুর্গাচরণ শর্ম্মনা। তর্কপঞ্চাননাখ্যেন শোধিত তন্ত্রপ্রাজ্ঞয়া।। যুগ্মাদ্রি শৈলেন্দ্রমিতে শকাব্দে কুম্ভং গতে ভাস্বতি ঐকবিংশে মাসে মহী সুকর (শুক্র) বাসরেহি সমাপনং পুস্তক মেত দেব।।" (পু.ক্র.সং—৮৭৮) [৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য]

এখানে যে লিপিকাল দেওয়া হয়েছে বামাগতি অনুসারে তা হয় ১৭৭৭ (যুগ্ম অদ্রি ৭৭, শৈলেন্দ্র ৭, প্রথম অঙ্ক ১ উল্লিখিত হয়নি ধরে নেওয়া যায়) শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। কুম্ভ[১১] অর্থাৎ ফাল্গুন মাস তারিখ (২১ শেও উল্লিখিত হয়েছে) উল্লিখিত হওয়ায় এটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পড়বে। এদিক থেকে মহারাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালের (১৮৫০-৬২ খ্রীঃ) সঙ্গেও এর মিল আছে।

।। গ্রাম পরিচয়।।

(১) পশ্চিমবঙ্গের (দিনাজপুর সমেত) পুথি।

(২) পূর্ব্ববঙ্গের (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) পুথি।

(৩) ত্রিপুরার পুথি।

পুষ্পিকা থেকে এমন বিশেষ কিছু গ্রাম-নাম পাওয়া যায় যেখানে একাধিক পুথি অনুলিখিত হয়েছে অথবা একাধিক লিপিকরের বা পাঠকের বাসস্থান হিসেবেও স্থানটির উল্লেখ রয়েছে। এখানে কয়েকটি জেলাভিত্তিক বিশিষ্ট গ্রাম ও জনপদের পরিচয় দেওয়া গেল।

(ক) মালদহ—

১। ফতেপুর—মালদহ জেলার ফতেপুর গ্রাম নিবাসী গৌরদাস সাহু অনুলিখিত দ্বিজ রঘুনাথ রচিত 'অশ্বমেধ পাঁচালি' পুথিটির লিপিকাল ১৫৪৬ শকাব্দ বা ১৬২৪ খ্রীঃ।

দ্বিজ রঘুনাথ দাস ('মহাভারত—অশ্বমেধ পর্বের' লেখক) মেদিনীপুর অঞ্চলের লোক এবং উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের সভায় বসে তিনি কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচনা যে সুদূর মালদহ অঞ্চলে প্রচারিত ছিল তা এই গ্রন্থের পুষ্পিকা থেকে জানা যাচ্ছে। সেদিক থেকে এটি এক বিস্ময়কর তথ্য। প্রাচীন এই পুথিটি মালদহ অঞ্চল থেকেই পাওয়া গেছে। (পু.ক্র.সং—৯২০)

(খ) দিনাজপুর—

২। জেলা দিনাজপুর—উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত অবিভক্ত জেলা। ১৯৪৭ সালে ভারত ও বাংলা বিভাগের সময় এই জেলা দুই তৃতীয়াংশ পূর্ববঙ্গে এবং এক তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের অংশটি পশ্চিম দিনাজপুর নামে পরিচিত হয়। ১৯৫৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কতক অংশ পশ্চিমবঙ্গে এসে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানে আবার ঐ জেলা উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এই দুই জেলায় বিভক্ত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলাও এখন কয়েকটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে।

রামেশ্বর দাসের 'শ্রীপাটবন্দনা' পুথির পুষ্পিকাতে লিপিকর লোকনাথ দেবশর্ম্মণে এর "সাকিম: বেকড়াদহ : পরগণে যুজানগর : সরকার তাজপুর : জিলহা দিনাজপুর" উল্লিখিত হয়েছে। পুথির লিপিকাল ১২৪৩ সাল (১৮৩৬ খ্রীঃ)। ১৮৩৫ খ্রীঃ বা ১২৪২ সনে অনুলিখিত 'ভক্তিলতিকা' গ্রন্থের লিপিকর নীলকণ্ঠ দেবশর্মন বেকড়াদহ জিলা দিনাজপুরের অধিবাসী। (পু.ক্র.সং—৮১৭,৮১৯)

(গ) মুর্শিদাবাদ—

(৩) পাঁচথোপী (পাঁচথুপি)—মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার বড়ঞা থানার অন্তর্গত গ্রাম। আমাদের তালিকার কাশীরাম দাসের মহাভারত আদিপর্ব এবং ভীষ্মপর্বের (পু.ক্র.সং—২০৪,২১০) লিপিকর পাঁচথুপি নিবাসী ঈশ্বর ঘোষহাজরার নাম পাই। আদিপর্বের লিপিকাল ১২৪১ সাল অর্থাৎ ১৮৩৪ খ্রীঃ। তালিকার ১৭১ নং পুষ্পিকাতেও পাঁচথুপির উল্লেখ পাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আলোচ্য এই 'চন্ডীকাব্যের' লিপিকর কৃষ্ণমোহন হাজরা গ্রামটিকে বীরভূম জেলার অন্তর্গত বলেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বেশ কিছু গ্রাম বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত করা হয়। নানা অদল বদলের পর মুর্শিদাবাদের কান্দিতে পুনরায় মহকুমা স্থাপন করে বড়ঞা থানাকে মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পুষ্পিকায় উল্লিখিত পুথির লিপিকাল ১৭৩৪ শকাব্দ ১২১৯ সাল অর্থাৎ ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ।

(৪) ভুস্তরা—১১২৫ সালে অনুলিখিত বৃন্দাবন দাসের 'তত্ত্ববিলাস' পুথির লিপিকর গদাধর আকুলির সাকিম হিসেবে ভুস্তরা গ্রামের উল্লেখ পাই। গ্রামটি মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার অন্তর্গত। (পু.ক্র.সং—১০৫)

(ঘ) নদীয়া জেলা—

(৫) কৃষ্ণনগর—নদীয়া জেলার সদর এবং প্রধান শহর। এর পাশ দিয়ে জলঙ্গী নদী প্রবাহিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কৃষ্ণনগরের সর্বৈব উন্নতি হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে সভাকবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। ১২২৯ সালে অনুলিখিত 'মনসামঙ্গল' পুথির পুষ্পিকাতে (পু.ক্র.সং—১৭৩) তৎকালীন জমিদার ও রাজপুরুষদের নামোল্লেখ দেখা যায়। এদিক থেকে পুষ্পিকাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লিপিকরের অক্ষরজ্ঞান যা-ই হোক-না-কেন প্রথমেই পাঠকের উদ্দেশ্যে বর্ণাশুদ্ধি বিষয়ে দোষ না নিতে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। লিপিকর জগৎচন্দ্রসিংহ তাঁর বংশগত পরিচয় এবং সমকালীন শাসককুলের কথা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এখানে "শ্রীযুত Company (East India Company) নবাব বাহাদুরের নায়েব গবরনর মিন্টু লাড সাহেব"—এর উল্লেখ লক্ষ্যণীয়।

(৬) শান্তিপুর—বহু মহাপুরুষের আবির্ভাবে শান্তিপুর একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। স্থানটি বৈষ্ণবদের একটি পীঠস্থান স্বরূপ। শান্তিপুরের অন্তর্গত বাবলায় অদ্বৈত আচার্যের পাটবাড়ী অবস্থিত।

দ্বিজ মাধবের 'ভাগবতসার' পুথির লিপিকর ভগবানচন্দ্র দত্ত (পু.ক্র.সং—৯৩) এবং নরোত্তম দাসের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' পুথির লিপিকর বদনচন্দ্র দাস-এর সাকিম (পু.ক্র.সং—১৬২) শান্তিপুর বলে জানা যায়।

(৭) চাকলা নদীয়া—'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' পুথিতে চাকলা নদীয়ার উল্লেখ পাই। পুথির অধিকারী কাশীনাথ (কাসিনাথ) মন্ডলের সাকিম 'নঙ্গী পরগনার পারবানিয়া জেলা হাগুলি (হুগলী) চাকলে নদীয়া সহর কলকাতা'। পুথির লিপিকাল ১২৩৮ সাল। (পু.ক্র.সং—৮৯১)

(ঙ) বীরভূম—

(৮) আদিত্যপুর—বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত গ্রাম। ১১৮৮ সালে অনুলিখিত 'উজ্জ্বলকিরণ' পুঁথির পুষ্পিকা সূত্রে (পু.ক্র.সং—৫৪৩) অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, আলোচ্য পুথির মালিক সাকিম আদিত্যপুর-নিবাসী পুথির শ্রী মদনমোহন অধিকারী প্রায় আটপুরুষের উর্ধ্বতন ব্যক্তি। বর্তমানে তাঁর বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে দেবেন্দ্রনাথ অধিকারীর মৃত্যুর পর। এঁদের আত্মীয়সূত্রে বর্তমানে তাঁর ভিটায় বাস করছেন শ্রীযুক্ত অনিল হাজরা। এই পরিবারের কুলদেবতা দামোদর, শ্রীধর, গোপাল,

রাধাবল্লভ, রাধারাণী, লক্ষ্মী ও কালী।

অনুসন্ধানে আরও কয়েকখানি প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়। এর অধিকাংশই কবিরাজী বিষয়ের। এ-ছাড়া গৌরাঙ্গ বিষয়ক স্তব, লবকুশের যুদ্ধ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক পুথিও রয়েছে। এঁরা ভালো চিকিৎসকও ছিলেন তা লোকশ্রুতি এবং পুথির সাক্ষ্যেই প্রতীয়মান হয়। একদিকে বৈষ্ণবতা ও অন্যদিকে চিকিৎসাবিদ্যা এদুয়ের সমন্বয় পরিবারটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

'উজ্জ্বলকিরণ' পুথির লিপিকর রামশঙ্কর দাস চন্দের বাস জাহানাবাদ পরগনার হাজীপুর গ্রামে। অজয়ের ধারে বোলপুর থানায় জাহানাবাদ গ্রাম আছে। গ্রামটিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বসতি আছে। তবে এই জাহানাবাদ হুগলী জেলার জাহানাবাদও (আরামবাগ) হতে পারে।

(৯) আমদপুর (আহমদপুর)—বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম। আমদপুর রেল ষ্টেশনের মাইল দেড়েক দূরে বেলে গ্রামের ধর্মরাজ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। বেলের তেল এবং এখানকার একটি পুকুরের মাটি বাত-ব্যাধির মহৌষধ।

আমদপুরের হরিচরণ দাস বৈরাগী "মহাভারত" অনুলেখন করেছেন পার্শ্ববর্তী বেলে গ্রামের হরি ঘোষের জন্য। পুথির লিপিকাল ১২২৫ সাল। (পু.ক্র.সং—৬৬২)। সে যুগে পাশাপাশি দুটি গ্রামের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ লক্ষ্যণীয়। উনবিংশ শতকে 'মহাভারত' পাঠের বহুল প্রচলন এর অন্যতম কারণ বলে মনে হয়।

(১০) ইলামবাজার—বীরভূম জেলার সিউড়ী মহকুমার ইলামবাজার থানার অন্তর্গত গ্রামটি সিউড়ী শহর থেকে চব্বিশ মাইল দক্ষিণে বীরভূম এবং বর্ধমানের সীমান্তবর্তী অজয় নদীর তীরে অবস্থিত। এখানেই বর্ধমান ও বীরভূমের সীমানা নির্দেশ করে। সিউড়ী একসময় লাক্ষা, নীলের কারখানা, পিতলের কাজ, রেশম ও পশম বোনার কাজে উন্নত ছিল। নুরি নামে এক শ্রেণীর কারিগর বংশানুক্রমে গালার কাজ করত। গালা'র অলঙ্কার ও খেলনার জন্য অঞ্চলটি প্রসিদ্ধ।

একাধিক পুষ্পিকাসূত্রে ইলামবাজার অঞ্চলের হারাধন গরাঞ্রির নাম পাই পাঠক এবং লিপিকর হিসেবে। আলোচ্য ব্যক্তি পুথিপাঠে এবং অনুলেখনে আগ্রহশীল ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর অনুলিখিত পুথিগুলি যথাক্রমে (১) "হরধেনুভঙ্গ" (পু.ক্র.সং—৬১৭), (২) "মহাভারত" (পু.ক্র.সং—১৬৪৬), (৩) দানখন্ড (পু.ক্র.সং—১৬৪৭)। ১২০৩ সালে অনুলিখিত বৃন্দাবন দাসের 'আনন্দলহরী' (পু.ক্র.সং—৬৬৪) পুথির লিপিকর ছিলেন ইলামবাজার নিবাসী সনাতন দাস। এই বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা নন। 'ঈশ্বরের শতনাম' পুথিতে (লিপিকাল ১২২৫) (পু.ক্র.সং—৯২৪) সেনভূম পরগণার ইলামবাজার মোকামের উল্লেখ রয়েছে; লিপিকর বা পুথির অধিকারী বা পাঠকের নাম নেই।

(১১) কড়িধ্যা ও কালিপুর—সিউড়ী থানার অন্তর্গত সিউড়ী শহরের পাশে কড়িধ্যা গ্রাম। কড়িধ্যা ও কালিপুর পাশাপাশি গ্রাম। তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। একাধিক পুষ্পিকা সূত্রে আমরা কড়িধ্যা এবং কালিপুর গ্রামের উল্লেখ পেয়েছি কয়েকটি পুথিতে। ১২১১ সালে 'ধ্রুবচরিত্র' (পু.ক্র.সং—৭৩৭) পুথির লিপিকর রামবল্লভ দেবশর্মার সাকিম ইন্দ্রগাছা এবং মোকাম কড়িধ্যা বলে জানিয়েছেন। পাঠক পরেশনাথ কুলৈ একই গ্রামের লোক। 'ইন্দ্রগাছা' গ্রামটি বীরভূমের সদর মহকুমার সিউড়ী থানার অন্তর্গত গ্রাম।

'প্রসাদচরিত্র' (লিপিকাল ১২১৭ সাল) এবং 'মোহমুদ্গর উপাখ্যান' (লিপিকাল ১২২৫ সাল) পুথি দুটির লিপিকর শ্রীচিনাথ রায়ের সাকিম কড়িধ্যা। 'প্রসাদচরিত্র' পুথিতে কড়িধ্যা অঞ্চলটির পরিচয়ে বলা হয়েছে পরগনা খটঙ্গা, থানা সিউড়ী জেলা বীরভূম। 'মোহমুদ্গর উপাখ্যান' পুথিতে বারের উল্লেখে "রুজ বিসপবার" অর্থাৎ 'রোজ বৃহস্পতিবার' বলা হয়েছে ধরে নেওয়া যায়। (পুষ্পিকার ক্র.সং

যথাক্রমে—১৬৬০, ৭৮৬)।

অপর পুথি 'রামায়ণে'র (লিপিকাল ১২১৮ সাল) পাঠক আদিত চন্দ্র দেবশর্মা এবং লেখক গোপাল চন্দ্র হাজরার সাকিম ও মোকাম কড়িধ্যা। (পু.ক্র.সং—৭৭৪)। 'মহাভারত' গ্রন্থের লিপিকর বেণীমাধব শর্মা কড়িধ্যা গ্রাম নিবাসী। পাঠক ভুবনমোহন রায়ের বাস বড়মহুলা গ্রামে। গ্রামটি সিউড়ী থানার অন্তর্গত। (পু.ক্র.সং—৭৭১)

একাধিক পুথির লিপিকর এবং পাঠক দ্বারকানাথ সৌ কালীপুর নিবাসী। পুষ্পিকাতে বলা হয়েছে বীরভূম জেলার খটঙ্গা পরগণার অন্তর্গত কালীপুর গ্রাম। (পু.ক্র.সং—১৬৫৬, ১৬৫৭, ১৬৫৮, ৭৭৯) পুথিগুলি যথাক্রমে 'মহাভারত' (১২৩৮ সাল), 'দিবারাস' (১২৩৭), 'কংসবধ' (১২৩৭ সাল), 'মহাভারত' (১২৩৭)। 'দিবারাস' পুথির লিপিকর এর নাম ক্ষেত্রনাথ দেবসর্মণ।

(১২) কেন্দুলি—সেনভূম পরগণার ইলামবাজার থানার অন্তর্গত কেন্দুবিল্লি বা জয়দেব কেঁদুলী অজয়নদীর তীরে অবস্থিত। ইলামবাজার থেকে অল্প কয়েক মাইল দূরে এবং সিউড়ী থেকে প্রায় বাইশ মাইল দক্ষিণে এই গ্রাম বৈষ্ণব কবি জয়দেবের জন্মস্থান বলে প্রখ্যাত। ইনি দ্বাদশ শতকে গৌড়ের অধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভাকবি বলে অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধি আছে।

"কেন্দুবিল্লি গ্রাম আছে অজয় কিনারে।
জয়দেবের বাস সে (থা) গ্রামের (বা) হিরে।।
জয়দেব রাখেন করয়া কৌপিন।
বৃক্ষের তলেতে বাস সদা উদাসীন।"

এই কেন্দুবিল্লির অদূরেই অজয়ের ওপারে 'সেনপাহাড়ীগড়' রাজা লক্ষ্মণ.সেনের প্রথম বয়সের দুর্গ আবাসরূপে জনসাধারণ কর্তৃক চিহ্নিত।

১১৪৮ সালে অনুলিখিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' পুথির লিপিকর লক্ষীকান্ত দেবশর্মণের সাকিম রাণীগ্রামঃ মোকাম কেন্দুবিল্ল উল্লেখ পাই। (পু.ক্র.সং—৮০৭)

নরোত্তম দাসের 'বৈষ্ণবামৃত' পুথির লিপিকাল ১১৬৩ সাল। আলোচ্য পুথিতে লিপিকর গদাই মন্ডলের সাকিম কেন্দুলি খটঙ্গা পরগণার অন্তর্গত উল্লেখ হয়েছে। (পু.ক্র.সং—৭৯১)

অপর পুথি 'মহাভারতে'র (লিপিকাল ১২০৭ সাল) লিপিকর বদনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মোকাম কেন্দুলি সেনপাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত দেখা যায়। (পু.ক্র.সং—৭৭২)।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'কেন্দুলি' গ্রামের নাম নয়। এই মত ভ্রমাত্মক। জয়দেব কেন্দুলি মন্দিরের মহান্ত এস্টেটের অনেক দলিলপত্রে (বর্তমানে এগুলি বিশ্বভারতীর সম্পত্তি) গ্রাম হিসাবে 'কেন্দুলি' শব্দ উল্লিখিত হয়েছে।

(১৩) গোয়ালপাড়া (১)—বোলপুর থানার অন্তর্গত শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী কোপাই নদীর তীরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। (পু.ক্র.সং—৫২০, ৫৫০, ৯০৮ দ্রঃ)

গোয়ালপাড়া (২)—দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত একটি সরকার। বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। (এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ: ৭-৮)। পু.ক্র.সং—১৬৮৬, ৬৮৩, ৮৮৯, ৫৯৫, ১২৯, ৩৯৫, ৫৫২)।

(১৪) গোপালগঞ্জ—বীরভূমের রাজনগর থানার অন্তর্গত গ্রাম। ১১৭২ সাল এবং ১২২৬ সালে অনুলিখিত যথাক্রমে 'গোপালবিজয়' ও 'মহাভারত' এই দুটি পুথির পুষ্পিকাতে গোপালগঞ্জের নাম পাই।

(১৫) দুবরাজপুর—সিউড়ীর চোদ্দ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত শহর। এখানকার মুন্সেফ কাছারী হেতমপুর রাজাবাহাদুরের অধীনে। দুবরাজপুরের পাঁচ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কৃষ্ণনগরে মাটির গড় আছে।

ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে 'যুবরাজ'কে 'দুবরাজ' বলা হয়েছে। 'হংসদূত' পুথির পুষ্পিকাতে দুবরাজপুরের উল্লেখ আছে। পুথির লিপিকাল ১২৫৫ সাল। (পু.ক্র.সং—৭৫৬)

(১৬) নানুর—বোলপুর মহকুমার নানুর থানার অন্তর্গত গ্রাম। অনেকেই এই গ্রামটিকে 'চন্ডীদাস-নানুর' বলে থাকেন। বোলপুর ও কাটোয়া থেকে বাসে যাতায়াত করা যায়। বোলপুর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার। বৈষ্ণব কবি চন্ডীদাসের সাধনার স্থান বলে গ্রামটি প্রসিদ্ধ। দোলযাত্রা উৎসবের সময়ে নানুরে 'চন্ডীদাস-মেলা' নামে ১ মাস ধরে খুব বড় মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে একটি ঢিবি আছে। কথিত আছে যে ঐ স্থানে চন্ডীদাসের বাসভূমি ছিল।

পুষ্পিকা সংগ্রহে দেখা যায় নানুর গ্রামনিবাসী জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার 'আগমনী গান' পুথির রচয়িতা এবং লিপিকর। ১২৪৩ সাল পুথির লিপিকাল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় দক্ষিণ বীরভূমের দিকপাল রূপে বর্তমান ছিলেন। (পু.ক্র.সং—৫২৬)

৬০৩ নং পুষ্পিকাটি এখানে উল্লেখযোগ্য। নানা কারণে সেকালে বহুজনে মিলে যে একটি পুথি নকল করা হোত এটি তার উদাহরণ। পুষ্পিকাটি "মহাভারত / (অরণ্য পর্ব) / কাশীরাম দাস...। লিখিতং শ্রী রামলোচন দাস তথা শ্রী ব্রজকিসোর দাস তথা শ্রী গয়াচান্দ ব্রর্হ্মন তথা শ্রী বিজয়রাম দাষ সাঃ বিষ্ণুপুর তথা শ্রী অমিয় চন্দ্র দাস তথা শ্রী অদ্বৈত চরণ দাস সাঃ নানৌর পরগণে বারবকসিংহ সন ১২০০ সাল সকাব্দা ১৭১৫ তা—৯ শ্রাবন রোজ সোমবার তিথী পূর্ন্নমাশী রাত্র ১ প্রহরের সময়ে শ্রী বলরায়ের বাটীতে লেখা সমাপ্ত হইল।।"

(১৭) বড়চাতুরী—শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী বীরভূম জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামটি বোলপুর থানার অন্তর্গত। পুষ্পিকা সূত্রে উল্লিখিত এই গ্রামের লিপিকর পঞ্চানন আস দীর্ঘকাল ধরে একাধিক পুথি নকল করেছেন দেখা যায়। এমনকি পুথি নকলের বিষয়টি তাঁর কাছে এত বেশী আকর্ষণীয় ছিল যে তিনি জন্ম জন্মান্তরে পুথি নকলের বাসনা পুষ্পিকাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। বড়চাতুরী-গোয়ালপাড়া গ্রাম ছাড়াও সামাঞ্রীদহে তাঁর বাড়ী ছিল লিখেছেন। সামাঞ্রীদহ গোয়ালপাড়া সংলগ্ন কোপাই নদী তীরবর্তী গ্রাম। পুষ্পিকাসূত্রে সংগৃহীত তাঁর অনুলিখিত লিপিকাল সহ বহু মূল্যবান প্রাচীন পুথিগুলি[১২] হল (১) 'হংসদূত' (১১৮৩ ও ১১৯২ সাল), (২) 'নিগম গ্রন্থ' (১১৮১ সাল), (৩) 'ভক্তিরসাম্রিকা' (১১৮৪) 'পদাবলী' (১১৮৪), 'স্মরণমঙ্গল' (১১৮৪), (৪) 'আগম' (১২২৩ সাল), (আলোচ্য পুথিতে নকলকারের জন্মসন লেখা আছে) ১১৬৩ সাল), (৫) 'প্রার্থনার পদ' (১২৩০), (৬) 'রাধারস কারিকা' (১২৩৩), 'আত্মজিজ্ঞাসা' (১২৩৩, ১২৩৩), (৭) 'বৃন্দাবন লীলা স্থান বর্ণম' (১২৩৮) 'বৃন্দাবন পটল' (১২৩৮), (৮) 'সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা' (১২৪০), (৯) 'বৈষ্ণবামৃত' (১২৪২), (১০) 'অক্ষরবর্ণন' (১২৪৩), (১১) 'পদাবলী' (১২৪৩, ১৭৫৮ শকাব্দ)।

(১৮) বড়রা—খয়রাশোল থানার অন্তর্গত গ্রাম। বড়রা গ্রামের তিন/চার মাইল অদূরে অজয় নদী। দৈবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব বন্দনা' পুথির পাঠক এবং লিপিকর উভয়ের বাস বড়রা গ্রামে। পুথিটি ১১৮৯ সাল অর্থাৎ ১৭৮২ খ্রীঃ বৈদ্যনাথ দাস তন্তুবায়ের ঘরে বসে লেখা হয়েছিল পুষ্পিকাতে আছে। সেকালের শিক্ষাদীক্ষা যে কেবল সমাজের ওপরের স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না এর থেকে তা প্রমাণিত হয়। (পু.ক্র.সং—৬৪৯)

বড়রা গ্রামের আরও অনেক পাঠক এবং লিপিকরের নাম অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের বিভিন্ন পুথি থেকে জানা যায়। পুথিগুলি হল—(১) 'বৃন্দাবন স্থান নির্ণয়' (১১৯০ সাল) পুথির অধিকারী অভয় চরণ মন্ডল, (২) 'সুদাম চরিত্রের' (১২২৫ সাল) লিপিকর ও পাঠক যথাক্রমে হলধর দাস ও রতিকান্ত মিত্র, (৩) ১২৬৬ সালে 'বৃন্দাবন ধ্যানে'র লিপিকর হরচন্দ্র রাঅ (রায়), (৪) 'বত্রিশ পুত্তলি

কথা'—'বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান', লিপিকর ধ্বজাধারি দাস—এঁদের নিবাস বড়রা গ্রামে। (পু.ক্র.সং যথাক্রমে—৬৯৬, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭২২)।

(১৯) বাতাসপুর—সিউড়ী ও সাঁইথিয়া এই উভয় থানার অন্তর্গত বাতাসপুর নামে গ্রাম আছে। ১২০১ সাল, ১২২২ সাল ও ১২৭২ সালে অনুলিখিত 'মহাভারত' পুথির লিপিকরদের বাস বাতাসপুরে। ১২৭৩ সালে অনুলিখিত 'গুরুদক্ষিণা' পুথির পাঠক এবং লিপিকরের সাকিম বাতাসপুর বলে উল্লেখ করা রয়েছে। (পু.ক্র.সং—৬৮২, ৯০০, ৯৯৭, ৭৬৯)

(২০) বাতিকার—ইলামবাজার থানার অন্তর্গত গ্রাম। নরোত্তম দাসের 'উপাসনা পটল' পুথির লিপিকর গোপীচরণ দাস বাতিকার গ্রামবাসী। পুথির লিপিকাল ১১৫৯ সাল। (পু.ক্র.সং—৬০৪)

১১৯৩ সালে অনুলিখিত পরশুরাম দাসের 'মাধব সঙ্গীত' গ্রন্থের দুই লিপিকর রাধারমণ ঘোষ এবং রাধাকৃষ্ণ সিংহ বাতিকার গ্রাম নিবাসী। আদর্শ পুথির লিপিকর শ্রীযুত গোপীচরণ দাস বৈরাগী ঠাকুর এর মোকাম 'পাএড়ের আখড়া'। (পু.ক্র.সং—৮৭৩)

'পাএড়' ইলামবাজারের পাশে অবস্থিত। মহাপ্রভুর পা এখানে পড়েছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। তাই গ্রামটির এই নাম।

(২১) বিপ্রটিকুরি—বোলপুর-লাভপুর রাজপথে লাভপুর থানার অন্তর্ভুক্ত একটি বড় বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে। প্রাচীনকালে এই গ্রামে বিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এখানে অনেকগুলি বাংলা ও সংস্কৃত পুথি লেখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ পুথি বাংলা ও সংস্কৃত পুথির সংগ্রহ শালায় আছে।

আলোচ্য 'অভয়ামঙ্গল' পুথির পুষ্পিকাতে লিপিকর বৈকুণ্ঠ শর্মা মহাশয়ের বাসভূমি হিসেবে বিপ্রটিকুরী গ্রামের উল্লেখ পাই। পুথির লিপিকাল ১১৩৮ সাল অর্থাৎ ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দ। কখনও কখনও যে লিপিকরেরা বঙ্গাব্দ বা সন অর্থে শক শব্দের প্রয়োগ করতেন তার নিদর্শন আলোচ্য পুথির নিম্নে উদ্ধৃত পুষ্পিকা থেকে পাই।

"শক সন ১১৩৮ সালে তারিখ ২৪ জৈষ্ঠ্য পুস্তক সমাপ্ত হইল। ১। এই পুস্তক জে হরিবেক তার মা শুকর পিতা গর্দ্ধক হইবেক। লিখিতং শ্রী বৈকুণ্ঠরাম শর্মনঃ। সাকিম বিপ্রটিকুরী। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকে নাস্তি দোষক। ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। (পু. ক্র. সং — ১৬৯০)

(২২) ভাণ্ডীরবন—সিউড়ী পুলিশ থানার অন্তর্গত ময়ূরাক্ষী নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। পুষ্পিকা গুচ্ছে (পু.ক্র.সং—৭১১, ৭৩২, ৭৪৪, ৭৪৭, ৭৪৮) এই গ্রামে একাধিক লিপিকরের বাস দেখা যায়।

(২৩) মালিবেড়া (মালাবেড়িয়া)—সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম। একটি পুথিতে এই স্থানের উল্লেখ মেলে। পুথির লিপিকাল ১২৪৩ সাল অর্থাৎ ১৮৩৬ খ্রীঃ। (পু.ক্র.সং—১৪২)।

(২৪) রাইপুর (রায়পুর)—বোলপুরের নিকটবর্তী প্রাচীন জনপদ। 'চৈতন্যভাগবত' পুথির পাঠক সফল্লীরাম দাসের বাস রাইপুরে। (পু.ক্র.সং—৮৩২)। পুথির লিপিকর পরীক্ষিত সেনের সাকীম সেনভূম রূপপুর। লিপিকাল ১১৭৯ সাল।

১৭৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৩১ খ্রীঃ নকল করা 'গোবিন্দবিলাস' গ্রন্থের পাঠক নীলকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ও রাইপুর নিবাসী। রাইপুরের জমিদাররাও সিংহ উপাধিকারী। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এঁদের অন্যতম। আলোচ্য পুথির লিপিকর নফরচন্দ্র দাস মহাশয় জানিয়েছেন যে ১৬২৯ শকাব্দের (১৭০৭ খ্রীঃ) পুথি দেখে তিনি পুনঃ অনুলেখন করেছেন এবং আদর্শ গ্রন্থে দু-চার অক্ষর বাদ গেছে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন।

(২৫) রাজনগর—সিউড়ী থেকে প্রায় ষোল মাইল পশ্চিমে রাজনগর। বীরভূমের অতীত ইতিহাসের

কেন্দ্র রাজনগর মুসলমান শাসকদের অন্যতম প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। বখ্‌তিয়ার খলজীর আমলে এই স্থানের নাম ছিল 'লখনোর'। সারা বাংলার স্বাধীন হিন্দু ও মুসলমান সামন্তদের মধ্যে রাজনগরের পাঠান জায়গীরদার বংশের ফৌজদারগণ অন্যতম প্রধান ছিলেন।

রাজনগরের ভগ্ন রাজপ্রাসাদ, ভগ্ন মসজিদ-মন্দির সমূহের ধ্বংসস্তূপে অতীত ইতিহাসের স্বাক্ষর রয়ে গেছে।

পুষ্পিকা সূত্রে মহাভারত গ্রন্থ দুটির মধ্যে (লিপিকাল যথাক্রমে ১২০৪ ও ১২৩৭ সাল) প্রথম পুথি লিপিকর গিরিধর দে মহাশয়ের সাকিম এবং ২য় পুথির পাঠক রামনারায়ণ কর্মকারের সাকিম রাজনগর বলে উল্লেখ রয়েছে। (পু.ক্র.সং—৩৫২, ৩৫৫)

(২৬) রুকুনপুর—বীরভূম জেলার একটি পরগণা। ১৮৫৫ খ্রীঃ বীরভূম ও ভাগলপুরের কিছু অংশ নিয়ে সাঁওতাল পরগণার সৃষ্টি হয়। তার আগে বীরভূম জেলা যে ৩৮টি পরগণায় বিভক্ত ছিল, রুকুনপুর তার মধ্যে একটি। মনে হয়, সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের নামে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে।

'রুকুনপুর' অঞ্চল উল্লিখিত পুষ্পিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুথি 'রামায়ণ' (আদিকান্ড)। রচয়িতা কৃত্তিবাস। লিপিকাল ১৬২২ শকাব্দ। আরও বলা হয়েছে 'আমল সাহাজাদা'। এদিক থেকে পুষ্পিকাটির ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনেক। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি (পৃ. ১৩)। পুথির লিপিকর মণিরাম দেবশর্মা এবং মালিক আত্মারাম গন্ধবণিকের নিবাস রুকুনপুরে। (পু.ক্র.সং—৭৩)।

(২৭) সিউড়ী—বীরভূমের জেলার প্রধান সহর ও সদর। একাধিক পুষ্পিকাতে সিউড়ী অঞ্চলের উল্লেখ দেখে সেখানে একদিকে পুথি পাঠের বহুল প্রচলন, অন্যদিকে নানা বৃত্তিজীবী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তখনকার দিনে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সাধনার জন্যও পুথি রাখা ছিল অপরিহার্য।

কোন কোন পুথিতে সিউড়ী খটঙ্গা পরগনার অন্তর্গত উল্লেখ আছে। উনবিংশ শতকে অনুলিখিত পুথি গুলির নাম হল—(১) 'মহাভারত' (১২০৪ সাল), (২) 'মহাভারত গদাপর্ব' (১২০৭ সাল), (৩) 'বৈষ্ণবমাহাত্ম্য' (১২০৭ সাল), (৪) 'রামায়ণ লঙ্কাকান্ড' (১২১৬ সাল), (৫) 'মহাভারত' (১২২৩ সাল), (৬) 'গুরুদক্ষিণা' (১২২৮ সাল), (৮) 'অর্জুন সম্বাদ' (১২৩৬ সাল, দুটি পুথি), (৯) 'মহাভারত' (১২৫৪ সাল), (১০) 'মহাভারত' (১২৫৯ সাল)। শেষোক্ত পুথি দুটির লিপিকাল অক্ষর এবং সংখ্যা মিশিয়ে লেখা হয়েছে। (পু - ক্র - সং - ৩৫২, ৩৫৪, ১৬০, ২৫৬, ৭৮০, ৭৮১, ৫১, ৪৪৬, ৬৭২, ৬৭৩)

বর্ধমান—

(২৮) কাইতি—কাইতি অতি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামটি বর্ধমান জেলার সমরসাহী পরগণার রায়না থানার অন্তর্গত। পার্শ্ববর্তী শ্রীরামপুর গ্রামের কবি রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য গ্রন্থে কাইতি গ্রামের উল্লেখ করেছেন—

" অনেক দিবস বাড়ী কাইতি শ্রীরামপুর।
বড় সুখে বাস করি বিধাতা নিষ্ঠুর।।"

অথবা কাইতি গ্রামের বন্দনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—

"কাইতি চাপিয়া বন্দো বাণ রাজার পাট।
উষাবালি পোতা বন্দো শ্বেত গঙ্গার ঘাট।।"

উষাপোতার পূর্বদিকে অবস্থিত কাইতি গ্রাম (বাণ রাজার পাট)। উষাপোতার উত্তর-পূর্বে শ্বেত গঙ্গার ঘাট। কাইতি গ্রামের বিভিন্ন পুকুরগুলির নামের ভিতরেও প্রাচীনত্বের ছাপ রয়েছে। যেমন,—জীয়ন্ত কুন্ড, শান্তি কুন্ড, ঘোড়াদীঘি, কলিঙ্গে, তালা পুকুর ইত্যাদি। কাইতি গ্রামের চারপাশে যে গড়ের

চিহ্ন রয়েছে তা অগ্নিগড় নামে খ্যাত। যাদবেন্দ্র দাসের জন্মভূমি বলে কথিত কাইতি গ্রাম।

পুষ্পিকাসূত্রে কাইতি গ্রামের উল্লেখ পাই মহাভারত (আশ্রমিক পর্ব) -এর পুথিতে। পুথির মালিক গোবর্ধন দাস বসু কাইতি গ্রামবাসী। (পু.ক্র.সং—১৯৫)। কৃষ্ণদাসের 'প্রহ্লাদচরিত্র' গ্রন্থের পুষ্পিকায় (পু. ক্র. সং —৫৩৬) 'চৌকি কাইতি', উল্লিখিত। এর লিপিকর ত্রিপুরাচরণ দাস মিত্র 'সেহারা' র (রায়না থানা, সমরশাহী পরগণা) অধিবাসী।

(২৯) কুলীনগ্রাম—হাওড়া বর্ধমান জেলার কর্ড রেলওয়ে লাইনের জৌগ্রাম ষ্টেশনের কাছে এবং জামালপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই গ্রামের কায়স্থ গুণরাজখান বা মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচয়িতা। তিনি রুকনুদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ) কাছ থেকে 'গুণরাজখান' উপাধি লাভ করেন এবং সম্ভবতঃ ঐ সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। কুলীনগ্রাম চৈতন্যপদপূত গ্রাম। চৈতন্যদেব মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং মালাধর বসুর বংশধরদের কাছে এই কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

'তত্ত্ববিলাস' এবং 'রাগময়ী কনা' গ্রন্থদুটিতে লিপিকর রাসবিহারী বসুর সাকিম পূর্বকুলীনগ্রামের উল্লেখ রয়েছে। রাসবিহারী বসু লিপিকৃত অপর পুথি 'বস্তুতত্ত্ব'। পুথি তিনখানির পাঠক শ্রীমতী লালমণি বৈষ্ণব। তিনি বৃন্দাবনপুর নিবাসী। সেকালে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত অনেকেই নামের শেষে উপাধির সঙ্গে 'বৈষ্ণব' যোগ করতেন। (পু. ক্র. সং. — ২৮, ৫৬, ২৩)

(৩০) জামালপুর—বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। গ্রামটি মেমারীর দক্ষিণে দামোদরের পূর্বতীরে অবস্থিত। এটি একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র।

উনবিংশ শতকে অনুলিখিত 'হংসদূত' পুথির পুষ্পিকাতে "গোমস্তা লোক জোমীদ্রার শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ মীত্রি ও রাধাবল্লভ মাহাতো—সাঃ জামালপুর ও সাঃ দুবরাজপুর"—এইভাবে উল্লেখ আছে। (পু.ক্র.সং—৭৫৬)

অপরপুথি 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থের অধিকারী প্রসাদ দাস জামালপুর নিবাসী। (পু.ক্র.সং—৮৫৮)

(৩১) বাগীলা—বর্ধমান মেমারী থানার অধীনে একটি মৌজা। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশনও আছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দর 'মনসামঙ্গল' পুথির লিপিকর গদাধর নন্দী কৃষ্ণপুর নিবাসী। বাগীলা গ্রামে মাতুলালয়ে থাকার সময়ে তিনি একদিকে লেখাপড়ায় শিক্ষা লাভ করেন, অন্যদিকে বাগীলার পাটসালে বসে পুথি অনুলেখনের কথা উল্লেখ করেছেন পুষ্পিকাতে। এমনকি গ্রামের তালুকদার মুস্তফি মহাশয় প্রজাদের শ্রীরামের সমান মর্যাদা দিতেন এমন কথাও বলেছেন।

পুথির লিপিকাল ১২১৩ সাল অর্থাৎ ১৭২৮ শকাব্দে অনুলিখিত। পুস্তকের অধিকারী কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত রতনপুর নিবাসী। (পু. ক্র. সং. — ৮৯৭)

(৩২) বর্ধমান—বর্ধমান জেলার প্রধান শহর। বর্ধমান বা শ্রী বর্ধমান নাম অতিপুরাতন। মহাবীরের মূল নাম ছিল বর্ধমান। তিনি রাঢ়ে এসেছিলেন। সুতরাং তাঁর নামেই 'বর্ধমান'-এর নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয়।

জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গলে" (রচনাকাল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) কবি তাঁর গ্রামকে 'বর্ধমান নিকটে' বলেছেন।

সপ্তদশ শতকে অনুলিখিত (লিপিকাল ১০৮৩ সাল অর্থাৎ ১৬৭৬ খ্রীঃ) আকিঞ্চন দাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থের লিপিকর নরসিংহ দাস বৈরাগী তাঁর সাকিম বর্ধমান এবং মোকাম স্যামঘোষের বাগান উল্লেখ করেছেন। (পু. ক্র. সং—৩৩)

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' (আদিখণ্ড) গ্রন্থে লিপিকর গুরুপ্রসাদ দাস মিত্র মোকাম বর্ধমানকে

'নিজ শহর' বলেছেন। তাঁর সাকিম বিষ্ণুপুর পরগণার ওন্দা চৌকির অন্তর্গত চাবড়া গ্রামে। পুথির লিপিকাল ১০৮৩ সাল অর্থাৎ ১৬৭৬ খ্রীঃ। (পু.ক্র.সং—৮৫)

কৃষ্ণদাসের 'প্রহ্লাদচরিত্র' পুথিতে জেলা বর্ধমানের উল্লেখ পাই। (পু.ক্র.সং—৫৩৬)

(৩৩) মানকর—ইষ্টার্ন রেলওয়ের প্রধান (মেন) লাইনের একটি ষ্টেশন। ঐ নামের সুবিখ্যাত গ্রামটি ষ্টেশনের নিকটেই অবস্থিত। বৈষ্ণব সাহিত্যে ও রবীন্দ্রসাহিত্যে মানকরের উল্লেখ আছে। এখানে খ্রীষ্টান রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পুরানো গীর্জাও আছে। মানকর বর্ধমান জেলার বুদ্‌বুদ্‌ থানায় অবস্থিত।

১১৬৫ সালে অনুলিখিত দ্বিজ ভগীরথ বিরচিত 'তুলসীমাহাত্ম্য' পুথির লিপিকর খেন্ত বারিক মানকর গ্রাম নিবাসী। (পু.ক্র.সং—১৬)

দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'রাধিকামঙ্গল' (লিপিকাল ১২১১ সাল) পুথির লিপিকর এবং নরোত্তম দাসের 'রাধারসবারিক' (লিপিকাল ১২০০ সাল) পুথির অধিকারী মানকর গ্রামের মোহন দাস। (পু.ক্র.সং—৫৩১, ৬৬৯)

অপর এক পুথি 'ব্রাহ্মণবন্দনা'। লিপিকাল ১২১১ সাল। আলোচ্য পুথির পাঠক শ্রীকান্ত নন্দীর নিবাস মানকর গ্রাম। (পু.ক্র.সং—৫৪৪)

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য থাকার ফলে ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে সেকালে স্বীকৃত হতেন। ফলে তাঁদের বন্দনা বিষয়ে পুথি পঠিত হোত।

প্রাচীনকালে কয়েকঘর বুদ্ধিজীবী এবং পন্ডিতরাই পুথি পাঠ করতেন বললে ভুল বলা হবে। ১১৮৭ সালে অনুলিখিত 'মহাভারত' ভীষ্মপর্বে দেখা যায় সরকার মান্দারণের অন্তর্গত গোপভূম পরগণার মানকর গ্রাম নিবাসী পুথির মালিক ছিলেন নিত্যানন্দ দাস তাঁতি। লিপিকর দুর্গাচরণ দাসও মানকর নিবাসী।

(৩৪) সমরসাহী—বর্ধমান জেলার একটি পরগণা। এই পরগণা বর্তমান বর্ধমান জেলার দক্ষিণপূর্ব অংশের (দামোদর নদের দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত) অনেক অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। এই পরগণা ছিল সেলিমাবাদ সরকারের অধীন। সেলিমাবাদ বর্তমান দামোদর নদের উত্তরে বর্তমান জামালপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। পুষ্পিকা সূত্রে সমরসাহী পরগণার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে একাধিক লিপিকরের নিবাস ছিল বলে জানা যায়। সমরসাহী পরগণা উল্লিখিত অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে অনুলিখিত পুথিগুলি থেকে পুষ্পিকা[১৩] সংগৃহীত হয়েছে (১) 'মহাভারত' (১১৯২ সাল), (২) 'শ্রী কৃষ্ণ গেড়ুখেলা' (১১৮৩ সাল) (৩)'মোহমুদগর পালা' (১২০৫ সাল), (৪) 'মহাভারত' (গদাপর্ব, সৌপ্তিক পর্ব—১২০৭ সাল), (৫) 'যযাতির পালা' (১২৩১ সাল), (৬)'গয়ার পালা' (১২৩৪ সাল), (৭) 'নন্দবিদায়' (১২৪৪ সাল), (৮) 'ভাগবতামৃত' (১২৪৬ সাল), (৯) 'দেবীর শঙ্খপরা' (১২৪৬ সাল), (১০) 'অন্ধ মুনির পালা', (১১) 'প্রহ্লাদচরিত্র' (১২৫৭ সাল)। একটি পুষ্পিকাতে (পু.ক্র.সং—১১৮৪) লেখা আছে লিপিকরের সাকিম, "সাং নারায়ণপুর পরগনে সমরসাহি জেলা হুগ্লি। ১২৬০ এবং ১২৬১ নং পুষ্পিকাতেও এই 'নারায়ণপুর'কে পাই। ১২৬১ নং পুষ্পিকায় লিপিকরের বাসস্থান সেহারা-র (সমরশাহী পরগণার অন্তর্গত) নামও পাই।

(৩৫) সেনপাহাড়ী—বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুরের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি পরগণা।

১১৮৪ সালে অনুলিখিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের লিপিকর দর্পনারায়ণ ঘোষ মান্দারণ সরকারের সেনপাহাড়ী পরগণার অমরপুর গ্রামবাসী। (পু.ক্র.সং—৬৮১)

'মহাভারত' গ্রন্থের লিপিকরের বাসভূমি সেনপাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত কেন্দুলি গ্রামে। পুথির লিপিকাল ১২০৭ সাল অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীঃ। এই কেন্দুলি বর্তমানে বীরভূম জেলার অন্তর্গত গ্রাম হতে

পারে। (পু.ক্র.সং—৭৭২)

জগন্নাথ দাসের 'শিবরহস্য আগম' গ্রন্থের লিপিকর বৈষ্ণবচরণ ঘোষ সেনপাহাড়ী পরগণার বল্লালপুর গ্রাম নিবাসী। অঞ্চলটি কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত। লিপিকালের উল্লেখ নেই। (পু.ক্র.সং—৬৪৩)

(৩৬) রায়না—দামোদরের দক্ষিণে অবস্থিত বর্ধমান সদর মহকুমার একটি বিশিষ্ট গ্রাম। বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ে (বি.ডি.আর) এখানেই শেষ হয়েছে। রায়নাতে থানাও আছে। এই থানার অধীন এলাকায় প্রাচীন কালের কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ক্ষেমানন্দ (মনসামঙ্গল রচয়িতা) ধর্মমঙ্গলের রচয়িতা কবি রূপরাম চক্রবর্তীর বাড়ী ছিল।

১২১৮ সালে অনুলিখিত নরোত্তম দাসের 'প্রার্থনাবিলাস' পুথির লিপিকর মথুরানাথ মিত্রী এবং পাঠক রুক্মিণীকান্ত মিত্রী রায়না নিবাসী। (পু.ক্র.সং—৯১০)

বিষ্টুপুর পরগণার সাপুড়া গ্রামের মহেষচন্দ চাটুজ্যার জন্য রায়না গ্রামের রাম গোপাল দাস সরকার সত্যপীরের পালা পুথিটি নকল করেছেন পুষ্পিকা থেকে জানা যায়। (পু.ক্র.সং—৬০৭)

বাঁকুড়া—

(৩৭) পাত্রসাএর—বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী চৌকির অন্তর্গত পাত্রসাএর অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে পুথির পুষ্পিকাংশে। বহু লিপিকরের নিবাস অঞ্চল হিসেবে পাত্রসাএর পরিচিত। আরও লক্ষ্যণীয় যে, এই অঞ্চলে পুথির পাঠ বা লিপি করার কাজে বৃত্তি ও বর্ণভেদ যে ছিল না তা পুষ্পিকার বিশ্লেষণে বিশেষভাবে ধরা পড়ে। বর্তমানে পাত্রসাএর বাঁকুড়া জেলার একটি অন্যতম থানা এবং একটি বিশিষ্ট ও বর্ধিষ্ণু জনপদ। বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ের (বি.ডি.আর) অন্যতম ষ্টেশনও। পুষ্পিকাতে পাত্রসাএর উল্লিখিত ক্রমিক সংখ্যা এখানে তুলে দেওয়া হোল। (৪৬, ১২৬, ১৫৭, ১৩১, ২৪১, ২৯২, ২৯৭, ২৯৯, ৩০৯, ৩১৪, ৩৩৩, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৯)।

(৩৮) বিষ্ণুপুর—বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মহকুমা শহর। এই স্থানে ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লরাজাদের রাজধানী ছিল। মল্লরাজাদের নাম উল্লিখিত বা পুষ্পিকার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। (পৃ. ৮-৯)

নরসিংহ দাসের 'হংসদূত' পুথির পুষ্পিকাতে লিপিকর নিমাইচরণ দাস লিখেছেন, 'এ বাড়ি বিষ্ণুপুর বিশ্বাস পাড়াত্ম ঘর। এখানে শহর বিষ্ণুপুরের উল্লেখ করা হয়েছে মনে হয়। লিপিকালের উল্লেখ নেই। (পু.ক্র.সং—১০১)

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ—সুন্দরা কান্ড' পুথির লিপিকাল ১২৩৪ সাল অর্থাৎ ১৮২৭ খ্রীঃ। এই পুথির পুষ্পিকাতে লিপিকর রামনারায়ণ পালিত-এর সাকিম চাকলা বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত বলা হয়েছে। (পু.ক্র.সং—২৩৮)

আবার সপ্তদশ শতকে অনুলিখিত (১০৮৩ সাল অর্থাৎ ১৬৭৬ খ্রীঃ) বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত—আদিখন্ড' পুথির পুষ্পিকাতে পরগণা বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত ওন্দাচৌকির চাবড়া গ্রামের উল্লেখ পাই। (পু.ক্র.সং—৮৫)

(৩৯) জামকুন্ডি—বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের বারো মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। বিষ্ণুপুর রাজবংশধরদের কেউ কেউ এখানে বাস করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দের রাজা গোপাল সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র জামকুন্ডির জায়গীর লাভ করেন। দামোদর সিং বিষ্ণুপুর রাজাদের দাবীদার হয়ে এখানে বাস করেন অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে।

১১১১ সালে অনুলিখিত 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থের লিপিকর মদনমোহন ধন্য জামকুন্ডি নিবাসী। লিপিকর জীবনকৃষ্ণ সরকার ১২৬৭ সাল এবং ১২৩৮ সালে 'কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড' ও 'উত্তরা কান্ড' অনুলেখন

করেন। প্রথম পুথির পাঠকের পরিচয় লিপিকর দিয়েছেন "শ্রী শ্রী পঞ্চম সিংহ বাবুর মধ্যম পুত্র শ্রী রাধানাথ সিংহবাবু সাং জামকুন্ডির কিল্যা।" দ্বিতীয় পুথির পাঠক পিয়ারীলাল সিংহ মহাশয়ের সাকিমও জামকুন্ডি অঞ্চলে। ১০৯৫ সাল অর্থাৎ ১১৯৫ সালে অনুলিখিত পুথি 'মহাভারত'-এর লিপিকর রামলোচন দাস এবং ১২২২ সালে অনুলিখিত 'মহাভারত' পুথির লিপিকর পতিতপাবন দাস জামকুন্ডি নিবাসী। (পু. ক্র. সং. — ২০, ২৩৪, ২৬১, ৩০০, ২৮৮)

(৪০) সোনামুখী—বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বাঁকুড়া-দামোদর রেলপথে একটি ষ্টেশন। এখানে একটি থানাও আছে। বর্তমানে সোনামুখী একটি শহর এবং এখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে সোনামুখী গ্রামে পুথি পাঠের বহুল প্রচলন ছিল একথা তালিকাভুক্ত পুষ্পিকা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। সোনামুখী গ্রামের বংশীদাস বাউল একাধিক পুথি নকল করেছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে তাঁর আগ্রহ লক্ষণীয়। প্রায় সব গ্রন্থই নিজ পাঠের জন্য অনুলেখন করেছেন একথা পুষ্পিকাতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অনুলিখিত গ্রন্থগুলি হল,—(ক) 'শ্যামানন্দ প্রকাশ' (৬ই অঘ্রাণ), (খ) 'উপাসনাবস্তু বা স্মরণটীকা' (১২৪২ সাল), (গ) 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' (২৪ আসাড়), (ঘ) 'প্রেমদর্পণ' (৩১শে অঘ্রাণ), (ঙ) 'রাসপঞ্চাধ্যায়' (১২৪৬ সাল), (চ) 'আনন্দ লহরী'।

এছাড়া 'মহাভারত' গ্রন্থের পাঠক এবং লিপিকর হিসেবেও পুষ্পিকাতে সোনামুখী গ্রামের বহু ব্যক্তির নাম পাই। (পু.ক্র.সং. দ্রঃ—২৯৪, ৩০৯, ৩৬০)

সোনামুখী নাম উল্লিখিত পুষ্পিকাগুলি হল — (১১ নং, ১৩নং, ১৪নং, ৪৫নং, ৮৯৫নং ১৭, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ২৫)।

(জ) হুগলী—

(৪১) জাহানাবাদ—জাহানাবাদ আরামবাগ শহরের নিকট অবস্থিত। প্রাচীনকালে জাহানাবাদ পরগনা নামে একটি পরগণা ছিল। এই পরগণার অধিকাংশ স্থান নিয়ে ইংরেজ আমলে জাহানাবাদ মহকুমা গঠিত হয় এবং তা প্রথমে হুগলী, পরে বর্ধমান ও তারপরে আবার হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে এই মহকুমার নতুন নামকরণ হয় আরামবাগ। অল্প কিছুকাল আগেও এই অঞ্চল ছিল দুর্গম এবং এখানে কোন পাকা রাস্তা ছিল না।

আমাদের তালিকাভুক্ত একাধিক পুষ্পিকাতে জাহানাবাদ পরগণার উল্লেখ রয়েছে। পুষ্পিকার ক্রমিক সংখ্যা দ্রঃ—(৭৮, ৮০, ১০২৯, ২২৮, ২৯৬, ৩৪০, ৩৫৬, ৩৮২, ৫৮০, ৫৪৭, ৫৫২, ৫৯০, ৬১২, ৮৫৭, ৮৬৩, ৯১৭, ৫৩৬)

(ঝ) মেদিনীপুর—

(৪২) মেদিনীপুর—জেলার সদর। সেন রাজাদের আমলের 'মিধুনপুর' এবং 'মেদিনীপুর' অভিন্ন হতে পারে। মেদিনী কর নামে এক প্রধানের নামে এই মেদিনীপুর নাম হয়েছে বলেও প্রবাদ আছে।

১১৮০ সালে অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীঃ অনুলিখিত 'মহাভারত' পুথির পুষ্পিকায় বলা হয়েছে "সাং ভবানিপুর আমলে পরগণে কুতু(ব)পুর সরকার গোওালপাড়া: চকলে মেদিনীপুর সন ১১৮০..." (পু.ক্র.সং— ৮৮৯)। এই "চকলে মেদনীপুর"-এর অর্থ "চাকলা মেদিনীপুর।" তখনকার দিনে বৃহৎ একটি অঞ্চল নিয়ে একটি চাকলা গঠিত হত। যেমন 'চাকলা বারকাবাদ,' 'চাকলা রোশনাবাদ'; পরবর্তীকালে 'চাকলা মেদিনীপুর' মেদিনীপুর জেলায় পরিণত হয়েছে। এখানে মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্গত গোয়ালপাড়া সরকার এর উল্লেখ পাচ্ছি। উনবিংশ শতাব্দীর একটি পুষ্পিকায় পাই "সাং কৃষ্ণগঞ্জ পরগণে জাহানাবাদ সরকার মান্দারণ।। থানা গড়বেতা জেলা মেদিনিপুর।" (পু.ক্র.সং—১১৪৭)

উনবিংশ শতাব্দীতে নকল করা অন্য যে পুথির পুষ্পিকায় মেদিনীপুরের উল্লেখ আমরা পেয়েছি তা

হল,—ক) মহাভারত—স্বপ্নপর্ব (১২৪০ সাল), খ) রামভক্তিরসামৃত (১২৪৯ সাল), গ) রামায়ণ (১২৭২ সাল)।[১৪]

(৪৩) বীরসিংহ (বিরসিংহা)—মেদিনীপুর জেলার এই গ্রামে পুথির বহু পাঠক এবং লিপিকরের নাম পাই। সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান হিসেবেও গ্রামটি উল্লেখযোগ্য। গ্রামটির প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ 'বীরসিংহা'; শব্দটি 'বীরশিঙ্গা' (বাদ্যযন্ত্র) থেকে এসেছে বলে মনে হয়।

সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে অর্থাৎ ১১০২ সন এবং ১১০৩ সনে অনুলিখিত 'মহাভারত—গদাপর্ব।' কাশীরাম দাস ও 'মহাভারত/ দ্রোণপর্ব'—নন্দরাম দাসের পুথি দুটির লিপিকর রূপচরণ দাসের বাসভূমি হিসেবে বীরসিংহা গ্রামের উল্লেখ পাই। পুথি দুটির পুষ্পিকা নীচে উদ্ধৃত হল,—

(১) মহাভারত—গদাপর্ব/কাশীরাম দাস

"...। লিখিতং শ্রী রূপচরণ দাস। সাঃ...১৯ মাঘ রোজ রোবিবার তিথি দ্বীতিয়া, যথাদৃষ্টমিত্যাদি।" (পু.ক্র.সং—২৯৮)।

(২) মহাভারত—দ্রোণপর্ব/নন্দরাম দাস

"লিখিতং শ্রীরূপচরণ...সাং বিরসিংহা গ্রাম ইতি সন ১১০৩ সাল তাং ৯ জৌষ্ট রোজ সনিবার... পূর্ব্বমুখে বসিয়া লিখিল...।" (পু.ক্র.সং—৪০৮)।

এছাড়া সংগৃহীত পুষ্পিকা সূত্রে উনবিংশ শতকে অনুলিখিত 'মহাভারতে'র—সৌপ্তিক পর্ব, আশ্রমিক পর্ব, আদিপর্ব (দুটি পুথি), ঐষিকপর্ব, সভাপর্ব, শান্তিপর্ব পুথির লিপিকর এবং পাঠকদের সাকিম হিসেবে বীরসিংহা গ্রামের নাম পাই। (পু. ক্র. সং—২৮৮, ২৯১, ৩০৬, ৩২৮, ৩৪৯, ৪০৩, ৪০৪)

(৪৪) চন্দ্রকোণা—মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। এখানে থানা ও মিউনিসিপালিটি দুইই আছে। চন্দ্রকোণায় দেব-দেউলের সংখ্যা অগণিত। অনেকগুলি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

পুষ্পিকা আলোচনায় দেখা যায় চন্দ্রকোণা অঞ্চলে 'মহাভারত' পাঠের প্রচলন ছিল অধিক। চন্দ্রকোণা পরগণার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম নিবাসী লিপিকর এবং পাঠকদের নাম জানা যায়।

দ্বিজ হরিদাসের 'জৈমিনি মহাভারতের—অশ্বমেধ পর্বের' লিপিকাল ১১০৬ সাল (১৬৯৯ খ্রীঃ)। পুথির লিপিকর চন্দ্রকোণা পরগণার মিত্রসেনপুরের দুর্গাচরণ দাষ দত্ত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পুষ্পিকার শেষ ছত্রে লেখা আছে 'মহারাজ সুমেরু সিংহ। দেওয়ন মিহ্রা সিংহ।' (পু.ক্র.সং—৪১১)

'চন্দ্রকোণা' পরগণা উল্লিখিত অন্যান্য পুষ্পিকাগুলি হল—(২০১, ২০৩, ২০৮, ১৬৭২, ১৬৭৩, ৩৬৬)

(ঞ) চব্বিশ পরগণা—

(৪৫) কলিকাতা সুতানুটি—হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত কলিকাতা বা কলকাতা বিখ্যাত সহর। বৃটিশ কমনওয়েলথের দ্বিতীয় নগরী বলে খ্যাত আজকের কলকাতা সহর এককালে ছিল ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা নামের তিনটি গ্রামের সমষ্টি। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে কলকাতা সপ্তগ্রামের অধীন বলে উল্লেখ রয়েছে।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের কয়েকটি পুথির পুষ্পিকাতে আমরা লিপিকরের বাসভূমি হিসেবে কলিকাতার উল্লেখ পেয়েছি। এবিষয়ে ইতিহাস পর্যায়ে যে চারটি পুষ্পিকার আলোচনা হয়েছে তার ক্রমিক নং—৪১৫, ৭৫০, ৯১৪/৯৪৬, ৮৭৪ ও ৯২৩)।

(৪৬) মুলদীঘা—চব্বিশ পরগনা জেলার "হাথীয়াঘর" পরগণার অন্তর্গত গ্রাম বলে একটি 'রামায়ণ' পুথিতে উল্লেখ রয়েছে। পুথির লিপিকাল ১২৩৮ সাল। লিপিকর গৌরমোহন দাস বসু-এর নামের পাশে 'উমেদোয়ার' শব্দটি লেখা আছে। এই উমেদোয়ার অর্থাৎ 'উমেদ + ওয়ার = উমেদার = কর্মপ্রার্থী

বা প্রার্থিত বিষয় লাভের চেষ্টারত। (পু.ক্র.সং—৮৮৪)

(ট) ঢাকা—

(৪৭) ভাওয়াল—পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অন্তর্গত) ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার জমিদারদের মধ্যে চৌধুরী বংশ এককালে বিখ্যাত ছিল।

(১) 'শতস্কন্ধ যুদ্ধ', (২) 'নিমাই সন্যাস' এবং (৩) রামায়ণ-অরণ্যকান্ড ও (৪) কিস্কিন্ধাকান্ড' (পু.ক্র.সং—যথাক্রমে ৮৩,৯১, ৯৮৩, ১৭৭) এই চারটি পুথির অধিকারী হিসাবে ভাওয়াল পরগণার রৌহা অঞ্চলের যুগলকিশোর রায়চৌধুরীর নাম পাই। যদিও শেষোক্ত পুথির লিপিকর যুগলকিশোর দাস বলে উল্লেখ করেছেন। পুথি চারটির লিপিকাল যথাক্রমে (১) ১২৫১ সন, (২) ১২৫৪ সন (৩) ১২৪৫ সন, (৪) ১২৪৩ সন। উল্লিখিত নাম বিষয়ে পুষ্পিকাংশে অন্যান্য বিষয়ের মিল থাকাতে উভয়ে একই ব্যক্তি ধরে নেওয়া হয়েছে। 'শতস্কন্ধ' পুথির লিপিকর "কাশীপ্রসাদ রায় সাং রৌহা ওলদে বিষ্ণুপ্রসাদ রায়চৌধুরী মোতাফা...।"

(৪৮) বিক্রমপুর—ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ জুড়ে বিক্রমপুর পরগণা। স্থানটি প্রাচীন এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ। পদ্মানদীর গতি পরিবর্তনের ফলে বিক্রমপুর পরগণার সীমা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। পাল রাজাদের সময় থেকেই বিক্রমপুর বিখ্যাত। তখন এই স্থানের নাম ছিল 'বিক্রমণিপুর'। বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' বিক্রমণিপুরের রাজপুত্র ছিলেন। তিনি একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক। আধুনিক কালেও বহু বিখ্যাত মনীষীর বাড়ী ছিল এই বিক্রমপুর পরগণায়।

পুষ্পিকাতে উল্লিখিত 'নিলকান্দি' গ্রামটি বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত। (পু.ক্র.সং—৪৪৪) 'শনির পাঁচালী' পুথির মালিক উমাকান্ত শর্মনের হাল সাকিম নিলকান্দি। (পু.ক্র.সং—৪৪৩)।

(ঠ) নোয়াখালি

(৪৯) ভুলুয়া—নোয়াখালি জেলার প্রাচীন নাম 'ভুলুয়া'। ১৮২২ খ্রীঃ পৃথক জেলা গঠনের সূত্রপাত কালে এর নাম ছিল 'জিলা ভুলুয়া'। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালি নামের সূত্রপাত।[১৫]

জেলা নোয়াখালির অন্তর্গত দুটি মহকুমা—(১) নোয়াখালি সদর (সুধারাম), (২) ফেনী।

আমাদের সংগৃহীত পুষ্পিকাতে জেলা সুধারাম এবং বেগমগঞ্জ থানার উল্লেখ পাই। লিপিকরের নাম উল্লেখ নেই। কিন্তু মোকাম জানিয়েছেন মধুপুরা গ্রামে। পুষ্পিকাতে দুটি সন পাওয়া যাচ্ছে। পুষ্পিকাটি নীচে দেওয়া হল,—

"ইতি বাল্মীকীপুরাণে উত্তরাকান্ডে পীতাপুত্রের পরিচয় সমাপ্ত। ... এই পুস্তক সন ১২৩৯ সনে ৫ আশ্বীন বৃহস্পতিবার বেলা দের প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল জিলে শুধারাম থানে বেঘমগঞ্জের উত্তরে জৌলুরগঞ্জের দাবাতে সমাপ্ত হইল তাহার পর (১) ২৫৫ সন মাহে মাঘ মোকাম মধুপুরা জিলে ভুলুয়া সমাপ্ত হইল।" (পু.ক্র.সং—৭৬)

এমনও হতে পারে ১২৩৯ সালে পুথি নকল শুরু হলেও নানা কারণে ১২৫৫ সালে শেষ হয়েছিল।

সুধারাম জেলার প্রধান নগর। স্থানীয় বিখ্যাত জমিদার সুধারাম মজুমদারের নামানুসারে সহরের নাম সুধারাম হয়েছে।[১৬]

(ড) চট্টগ্রাম—

(৫০) আনোয়ারা—মুন্‌শী আবদুল করিম সংকলিত 'বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ' প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি পুষ্পিকাতে 'আনোয়ারা' গ্রামের উল্লেখ পাই। পুষ্পিকাতে বলা হয়েছে পাটিআকড়ি (পাইটকারা) থানার অন্তর্গত গ্রাম। চাকলা দেয়াং।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালাকে যে তিনটি চাকলায় বিভক্ত করেছিলেন তাতে সরকার চট্টগ্রাম 'চাকলা ইসলামাবাদ' নামে পরিচিত হয়। এই চাকলার ১৪৪ টি মহালের একটি দেয়াং। কর্ণফুলী মোহনার অদূরে চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে কর্ণফুলীর অপরতীরে দেয়াং বা দেবগ্রাম। কিছুকাল পূর্বে 'দেয়াং' কাগজপত্রে 'দেবগ্রাম' বলে লেখা হোত। এখন সেখানে 'আনোয়ারা' হয়েছে। পূর্বে এখানে মুন্সেফী আদালত ছিল। পরে পটীয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে।[১৭]

যে সব পুথির পুষ্পিকাতে[১৮] আনোয়ারা গ্রামের উল্লেখ পাই তা হল,— (১) 'মহাভারত' (১২১৪ মঘী), (২) 'গুরুদক্ষিণা' (১২০৬ মঘী), (৩) 'কানাইবন্ধন' (১২০৭ মঘী), (৪) 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'।

৪২৮ নং পুষ্পিকাতে আমরা 'দেবগ্রাম' (চট্টগ্রাম জেলার) এবং ৪৩৫ নং এ 'সাকিম ডিঙ্গারোল মতালুকে দেআং'-এর উল্লেখ দেখি।

(৫১) ধলঘাট—পটীয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম। ধলঘাট নিবাসী কালিদাস নন্দী লিপিকর হিসাবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি একাধিক পুথি অনুলেখন করেন। তাঁর অনুলিখিত পুথি সমূহের মধ্যে পাই— (ক) 'সিরাজ কুলুপ' (১২১৫ মঘি), (খ) 'সাহাদুল্লা পীর পুস্তক' (১২১৫ মঘি), (গ) 'অকাত রছুল' (১২০১ মঘি); (ঘ) 'কেয়ামত নামা' (১২১২ মঘি), (ঙ) 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই' (১২১৭ মঘি), (চ) 'দাকায়েকুল হাকায়েক' (১২১৫ মঘি), (ছ) 'জুলুয়া' (১২১৫ মঘি) — (পুথির রচনাকাল উল্লিখিত হয়েছে ১৮৩৫ মঘি অর্থাৎ ১৭৯০ খ্রীঃ) (জ) 'রাগমালা', (ঝ) 'সেকেন্দর নামা' (১২১৭ মঘি)[১৯]।

লিপিকরের পিতা মধুরাম নন্দী। পেশাদার লিপিকর হিসেবে চট্টগ্রামের কালিদাস নন্দী ও তাঁর পিতা মধুরাম নন্দী এত পরিচিত ছিলেন যে ঐ অঞ্চলে একটি বিশেষ ছাঁদের হাতের লেখার নাম হয়ে গেছে মধুরাম লিপি।[২০]

(৫২) সুচক্রদন্ডী—পটীয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম। ১৮৭১ খ্রীঃ মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সুচক্রদন্ডী গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। পুষ্পিকা সূত্রে দেখা যায় 'সিরাজকুলুপ' (পু.ক্র.সং — ৪২২) পুথির মালিক মহামদ ওআলির সাকিম সুচক্রদন্ডীতে। সুচক্রদন্ডীব অপর লিপিকর মহেশচন্দ্র শর্মা। পুথির নাম "ত্রিলক্ষপীরের সিন্নিবিধি"। (পু.ক্র.সং — ৪৪২)

কাজীদৌলত বিরচিত 'সতীময়না—লোরচন্দ্রানী' গ্রন্থের পুষ্পিকাতে দেখা যায়। —"লিখিতং শ্রীকাদির রাজা সাং সুচক্রদন্ডী। মালিক তৎপুত্র শ্রীসামাদ আলীনস্য।" লিপিকালের উল্লেখ নেই।

কাদির রাজা[২১] আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ। 'কাদির রাজবংশ' নামে পরিচিত এই বংশ শেখ জাতীয় মল্লবংশ বিশেষ। বংশের আদিপুরুষ হাবিলাস মল্ল কোন সময়ে চট্টগ্রামের এক দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেন। এঁর নামানুসারে এই দ্বীপের নাম হয় 'হাবিলাস দ্বীপ'। কয়েকপুরুষ পরে এই বংশের কাদির রাজা ওরফে আবদুল কাদির সুচক্রদন্ডী গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। আবদুল কাদিরের পৌত্র ছিলেন নবী চৌধুরী। ইনি মুন্‌শী আবদুল করিমের পিতামহ।

(৫৩) যুআবিল—চট্টগ্রাম শহরের ফটিকছরি পরগণার ধর্মছরি মৌজার গ্রাম। 'গোর্খবিজয়' পুথির লিপিকর সনাতন সরকারের সাকিম যুয়াবিল গ্রামে। পুথির মালিক দিসাবন্ধ গ্রামবাসী। পুথিটি ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। (পুষ্পিকা, ক্র.সং—৭২)

(চ) ত্রিপুরা—

(৫৪) চম্পকনগর—মুসলমান আমলে চাক্‌লা রোসনাবাদ নামে পরিচিত ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র ২৪টি পরগণায় বিভক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার রাজাদের প্রাচীন কর্মচারীরা নিজেদের নাম স্মরণীয় করে রাখার জন্যে একটি বৃহৎ পরগণার সামান্য অংশ স্বয়ং তালুক-স্বরূপ নিজ নিজ নামে গ্রহণ করে ক্ষুদ্র এক-একটি পরগণার সৃষ্টি করেছিলেন। যুবরাজ চম্পক রায় মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের সময়ে

নুরনগরের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নুরনগরের কিছু অংশ নিয়ে 'চম্পকনগর' সৃষ্টি করেন।[২২]

বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের আসাম-আগরতলা সড়কের ওপর অবস্থিত 'চম্পকনগর' নামে একটি স্থান রয়েছে। স্থানটি আগরতলা শহর থেকে প্রায় ২৮/২৯ কিলোমিটার দূরে। এই চম্পকনগরে ১৯৪৯ সালে 'ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয়' নামে উপজাতীয়দের জন্য সরকারী একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

সেক মহদ্দি রচিত 'চম্পকবিজয়' গ্রন্থ (রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদ) থেকে জানা যায় ঐ সময় ত্রিপুরার রাজধানী ছিল চম্পকনগর। এটি তৎকালীন রাজা রত্নমাণিক্যের খুল্লতাত নরেন্দ্রমাণিক্য অন্যায় করে অধিকার করেছিলেন এবং রত্নমাণিক্যের সেনাপতি তা পুনরুদ্ধার করেন। এই চম্পকনগর সম্ভবতঃ উপরে উল্লিখিত চম্পকনগর। যুবরাজ চম্পক রায়ের নামানুসারে চম্পকনগরের নামকরনের যে কাহিনী প্রচলিত আছে—তা কতখানি সত্য তা বলা কঠিন।

লোচন দাস বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' পুথির পুষ্পিকাতে (পু.ক্র.সং—৮৮১) লিপিকর স্বরূপ দাসের মোকাম চম্পকনগর বলে উল্লিখিত হয়েছে। পুথির লিপিকাল ১৭২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮০৫ খ্রীঃ।

(৫৫) দিসাবন্দ—'গোর্খবিজয়' পুথির অধিকারী রামচরণনাথের সাকিম ত্রিপুরা জেলার দিসাবন্দ গ্রামে। পুথির লিপিকর সনাতন সরকার সহর চট্টগ্রামের ফটিকছরি পরগণার ধর্মছরি মৌজার ষুযাবিল গ্রাম নিবাসী। পুথির লিপিকাল বাংলা ১২৪৯ সাল অর্থাৎ ১৮৪২ খ্রীঃ। পুথিটি রামদাস মোহন্তের বাড়ীর দক্ষিণদিকের ঘরে বসে নকল করা হয়েছিল। তবে রামদাস মোহন্তের নিবাস উল্লেখ করা হয়নি। আলোচ্য সময়ে ত্রিপুরা জেলায় (ব্রিটিশ ভারতের ত্রিপুরা জেলা) শহর চট্টগ্রাম থেকে যাতায়াতের সহজ পথ ছিল অনুমান করা যায়। (পু.ক্র.সং—৮৭৭)

(৫৬) গোপীনাথপুর — চাক্‌লা রোশনাবাদের একটি পরগণা। স্থানটি কসবা ও মোগড়ার মধ্যবর্তী, বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত। এখানে বেশ কিছু বৈষ্ণব পরিবারের বাস ছিল। 'রামায়ণ' গ্রন্থের পুষ্পিকাতে আলোচ্য স্থানটির উল্লেখ রয়েছে। (পু.ক্র.সং—৮৭৫) পুষ্পিকার শেষাংশে মহারাজ দুর্গামাণিক্যদেবের উল্লেখ দেখা যায়।

(৫৭) নূরনগর — চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্গত ত্রিপুরার অন্যতম বৃহৎ পরগণা। জনৈক মোগল শাসনকর্তা—নূরবুল্লা খাঁ—হিউং, বিউং ও কৈলারগড় নামক তিনটি প্রদেশকে একত্র করে নিজের নামানুসারে 'নূরনগর' পরগণা গঠন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থের পুষ্পিকাতে নূরনগর পরগণার উল্লেখ পাওয়া যায়। (পু.ক্র.সং—৮৮০(খ), ১৬৯৯)।

(৫৮) বিদ্যাকূট — ত্রিপুরা জেলার (এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার) অন্তর্ভূক্ত (বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত) বিদ্যাকূট গ্রাম শিক্ষাদীক্ষায় যশোমন্ডিত একটি প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল গ্রামবিশেষ। একদা বহু পণ্ডিত এবং বিদ্বান ব্যক্তির বাস ছিল এই গ্রামে। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭৪২ খ্রীঃ) রচিত 'চম্পকবিজয়' পুথিতে লিপিকর রামনারায়ণ দেবের সাকিম নূরনগর পরগণার অন্তর্গত বিদ্যাকূট গ্রামের উল্লেখ পাই। পুথিটি ১২০৬ ত্রিপুরাব্দে অনুলিখিত হয়। (পু.ক্র.সং—১৬৯৯)।

(৫৯) মিরকালা—জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পুথির লিপিকর মিরকালা গ্রামনিবাসী জগন্নাথ দাস বৈরাগী। পুষ্পিকাতে আছে, "ইতি তারিখ ৯ ভাদ্রঃ শুক্ল পক্ষে তিথৌ শপ্তমীঃ শকাব্দা সন ১২১০ দশ সাল ঃ সাঅক্ষর জগন্নাথ দাস বৈরাগী সাং মিরকালাঃ ২।০।।০।।০।।"

এখানে ১২১০ কে ত্রিপুরাব্দ ধরলে পুথির লিপিকাল দাঁড়ায় ১৮০০ খ্রীঃ। শকাব্দা সন কথাটি উল্লিখিত হলেও সংখ্যা লেখা নেই (হয়ত লেখার সময় বাদ পড়ে গেছে)। (পু.ক্র.সং—৮৮২)

যেহেতু পুথিটি ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া গিয়েছে অতএব এই মিরকালা গ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যেই অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়।

নির্দেশিকা

১। Bibliotheca Indica, Ain-I-Akbari, vol-II, English translation, J.N. Sarkar, 1949, page–127, 129.
২। Ibid, page 127, 128.
৩। History of Ancient Bengal, Dr. R. C. Mazumder. Page–189
৪। পেসোয়া
৫। মারাঠা
৬। ১৯৮৬ সালের ৫ই জুলাই তারিখে 'দেশ' পত্রিকায় 'ইতিহাসের টুকরো' প্রবন্ধ—তারাপদ মুখোপাধ্যায়। আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে উক্ত অংশের সংগ্রাহক অনিমা মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস' গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় অংশবিশেষের অনুমিত পাঠে 'গুয়ার'-এর স্থলে 'প্রহার' পাঠ গ্রহণ করেছেন।
৭। 'করোরী' অর্থাৎ 'খাজাঞ্চী'।
৮। মোগল রাজত্বে কর সংগ্রাহক কর্মচারী।
৯। প্রেরিত প্রতিনিধি।
১০। রাজমালা, কৈলাসসিংহ, বর্ণমালা প্রকাশনী, পৃ. ২০৪, ৪র্থ ভাগ, ৭ অধ্যায়
১১। ভারতকোষ, ৫ম খন্ড,পৃ. ৪৩১
১২। (পু.ক্র.সং—(১) ৫০৯, ৫১০; (২) ৫০৬; (৩) ৫৫১, ৮৯৯, ৫০৫; (৪) ৫১২; (৫) ৫১৭; (৬)৫০৮ ক, খ, ১৬৪৫; (৭) ৫১১ ক, খ, ৫১৯; (৮) ৫১৬; (৯) ৫১৩; (১০) ১৩৫১; (১১) ১৬৪২)
১৩। পু.ক্র.সং—(৩৭১, ৫৩৭, ৮৩৫, ৮৭০, ৮৬৪, ১৬৭৭, ৮৬২, ৬১৫, ৫৯৬, ৫৭১, ১৬৭৮ নং দ্রঃ)
১৪। পু.ক্র.সং—ক) ১৯৯, খ) ২৭৬ গ) ২৬৬।
১৫। ভুলুয়ার রামবংশ ও বারাহী দেবী, প্রবাসী—১৩৫৩, পৃ. ৩৯০।
১৬। বাঙলার কথা – জি চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬, পৃঃ ২৫২, স্বাধীন ত্রিপুরার ভূগোল - চন্দ্রকান্ত ভৌমিক, প্রথম সং ১৩৫৪ ত্রিং পৃঃ ৩৩
১৭। বা.প্রা.পু.বি—আ.ক.মু , পৃঃ ৩৪
১৮। পু.ক্র.সং—১৬৩২, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৬১
১৯। পু.ক্র.সং—(ক) ৪২২, খ) ৪২৩, গ) ৪২৬, ঘ) ৪৭০, ঙ) ৪৭৭, চ) ৯৩৩, ছ) ৯৩৪, জ) ৪৮২, ঝ) ১১৩৯
২০। বা.প্রা.পু.বি—মু, আ.ক, ১ম খন্ড, ১ম সং, পৃ. ১৫৩।
২১। পুথি পরিচয়—ঢা.বি, পৃ. ৬৫০।
২২। রাজমালা, কৈলাস সিংহ, পৃ. ১৯১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

।। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সমাজ চেতনা ।।

বাংলা সাহিত্যে গল্প, উপন্যাস, কাব্য, গাথা, পুরাণ—প্রত্যেকটি বিষয়ের অভ্যন্তরে সমকালীন সমাজ-জীবনের প্রতিফলন পড়েছে। ফলে, সামাজিক আচার-আচরণ, ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কম-বেশী অর্থনৈতিক ব্যাপার। অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ মূলতঃ দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে যুক্ত। অর্থনীতি যে-মানুষ বা সমাজের কথা বলে, সে-মানুষ আমাদের মতো, সে-সমাজ আমাদের প্রতিদিনের সামগ্রী। ফলে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অর্থের রোজগার এবং ব্যবহার অপরিহার্য অঙ্গ।

বর্তমান অধ্যায়ে বাংলা পুথির পুষ্পিকাকে অবলম্বন করে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সেকালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিছু কিছু তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে। প্রাচীনকাল থেকেই অর্থের বিনিময়ে পুথি আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় চলত। শ্রমের মূল্য নিরূপিত হোত মুদ্রা, কড়ি, টঙ্কা, এমনকি পরিধেয় বস্ত্র, গামছা, ধান ইত্যাদির বিনিময়ে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর পুথিতেও এই সকল দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে পাওয়া যায়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। যুগের পরিবর্তনে মুদ্রানীতির পরিবর্তন ঘটেছে; পারিশ্রমিকের হারে তারতম্য হয়েছে। কৃষি এবং শিল্পোৎপাদনের প্রসার এবং সংস্কার সাধিত হয়ে জীবন ধারণের মান এবং দ্রব্যমূল্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনধারার মতো অর্থনৈতিক দৃশ্যপটেও বিস্তর ব্যবধান থাকা স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ তথা ভারতে যখন চলছিল আওরঙ্গজেবের শাসন, তখন বাংলার দেওয়ান ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। তাঁর হাতে ছিল রাজস্ব আদায়ের ভার। বাংলার লেন-দেন, আমদানি-রপ্তানি, ব্যবসায়-বাণিজ্য পুষ্পিকার বক্তব্যবিষয় না হলেও সমকালীন ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র এনে দিয়েছে।

সেকালে পল্লী অঞ্চলে খুব অল্পসংখক লোক লিখতে পড়তে জানলেও পুথি নকল ছিল তখনকার দিনের এক প্রধান পেশা। হাতের লেখা ভাল হ'লে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই পেশা গ্রহণ করতেন। অধোমুখে, স্তব্ধ দৃষ্টিতে, পিঁড়ায় আসীন হয়ে দিনের পর দিন বসে লিখতে গিয়ে লেখকের পিঠ, কোমর বেঁকে যেত যন্ত্রণায়—তবুও বিরাম ঘটত না অনুলেখনে।

পুথি লেখার পারিশ্রমিক গ্রহণের বিষয়টি একাধিক পুষ্পিকাতে রয়েছে। (পু.ক্র.সং—৯৫৪-৬৩)। দেখা যায়, ১১১০ বঙ্গাব্দে (১৭০৩ খ্রীঃ) লিপিকৃত কাশীরাম দাসের 'মহাভারত-বিরাটপর্ব' অংশটি নকল করেছেন দু'জন লিপিকর।

'ইতি মহাভারত বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত সাং...

সন ১১১০ সাল তারিখ ২৮ ফাল্গুন রোজ, রবিবার তিথি সুক্লপক্ষ। অপরান্ন বেলায় সাঙ্গ হৈল পাঠসালে। ...। তিনভাগ লিখিলেন শ্রী মাণিকরাম বিশাষ্য। সিকিভাগ লিখিলেন শ্রী রামলোচন ভট্টাচাজ্য—সাং হামিরহাটি পটনার্থে শ্রী গুসাইদাস পাল সাং হরিনগর।" (পু.ক্র.সং—৯৫৮)

পুথিটি খণ্ডিত, ১-৬৫, ৬৭-৮৪ পৃষ্ঠা আছে। পুথির ৮৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'এ পুস্তকের দক্ষিণা

টং(টঙ্কা) ১ টাকা হইল।' অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পুথি অনুলেখনের পারিশ্রমিক মোটামুটি অনুমান করা যায়। দক্ষিণার রকমফের ছিল। টাকার সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রও দক্ষিণা দেওয়া হ'ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও একটি পুষ্পিকা তারই নিদর্শন। ১১৫৯ বঙ্গাব্দে (১৭৫২ খ্রীঃ) নকল করা কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকা মঙ্গল' পুথির লিপিকর আত্মারাম ঘোষ লিখেছেন,

'ইহার দক্ষিণা একজোড় কাপড় আর দুই তঙ্কা আড়কাট।'' (পু.ক্র.সং—৯৪৬) পুথিটি ৬২ পৃষ্ঠায় ১৫০০ হাজার শ্লোক সম্বলিত। প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে পুঁথি নকলের ক্ষেত্রে দক্ষিণার তারতম্য লক্ষণীয়। আগে টাকাকে 'টঙ্কা' বা 'তঙ্কা' বলা হ'ত। পুষ্পিকায় 'আড়কাট' শব্দ 'আর্কট'-এর অপভ্রংশ। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দক্ষিণ ভারতে তৈরী টাকাকে 'আর্কট' বলা হ'ত, কারণ আর্কটের নবাব এই কোম্পানীকে প্রথম মুদ্রা জারীর অধিকার দেন।

লিপিকালের উল্লেখ না থাকলেও দক্ষিণাস্বরূপ কাগজ ও কড়িদানের উল্লেখ পাই কবিচন্দ্রের 'দাতাকর্ণের পালা' পুথিতে। পুথিটি এগারো পাতাতে সমাপ্ত হ'য়েছে। লিপিকর গরিব দাস মন্ডল। পুষ্পিকাটি,—

'ইহার দক্ষিণা কাগজ সুদ্ধ সাড়ে পাঁচ পৌন কৌড়ি।' (পু.ক্র.সং—৯৭৪)

শ্রমের বিনিময়ে মুদ্রার মতো কড়ির ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে। কড়ি গুনে দ্রব্যের মান নিরূপিত হোত। ভারতবর্ষ তথা বাংলা ভ্রমণকারী বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে মুদ্রার মূল্য হিসেবে কড়ি গুনে দ্রব্যাদি বিনিময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি কথা বলার আছে, যে-কড়ি মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হোত তা এদেশে পাওয়া যেত না। তা ছিল হলদে রং-এর ডোরাওয়ালা এক বিশেষ ধরনের কড়ি; এবং তা চালান আসত মালদ্বীপ থেকে। এর বিনিময়ে বাংলা থেকে মালদ্বীপে চাল পাঠানো হোত। এই তথ্য জানা যায় ইবন বতুতার ভ্রমণ বিবরণে (চতুর্দশ শতক), পর্তুগীজদের লেখা বিবরণী 'সুমা ওরিয়েন্টাল' (ষোড়শ শতক) প্রভৃতি থেকে। সুতরাং এই কড়ি মোটেই সুলভ বস্তু ছিল না এবং তার দুর্লভতার জন্যই এই কড়ি কেনা-বেচার উপযুক্ত মাধ্যম বলে বিবেচিত হোত।

কড়ি বিনিময়ের হার সবসময় সমান ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও খাস কলকাতায় কড়ির প্রচলন ছিল।[১] সাধারণ কেনা-বেচায় কড়ি ব্যবহার হোত। এই সময় চার-পাঁচ হাজার (কারও মতে আড়াই হাজার) কড়ি এক টাকার সমান ছিল।

কড়ি দিয়ে পুথি নকলের কাজ চলত একথা আগেই বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে অনুলিখিত পুথির পুষ্পিকাতে পাই—(পু.ক্র.সং—৯৫৩)

'এমন অপূর্ব্ব কথা সদাকর মন।
শ্রী জগন্নাথ ঘোষ করিল লিখন।।
একলথি গ্রামে বাস ঘোষ কুলম্ভব।
শ্রবন কারণ ইহা লিখিলাম সব।।
শোভাকর ঘোষ গোপ পুস্তক এ হয়।
যত্ন করি লেখাইল কড়ি করি ব্যয়।।
চৌদ্দ পত্রেতে পুস্তক হইল সারা।
জত্নেতে রাখিবে জেন না হয় হারা।।
যথা দৃষ্টমিত্যাদি ইতি সন ১১৮০ সাল আষাঢ় রোজ।'

লিপিকর জগন্নাথ ঘোষ তাঁর নিজ পদবী এবং কুল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে পুষ্পিকাতে। কারণ, পুস্তকের মালিক গোপ জাতীয় ঘোষ এ-কথা পাঠককে জানাতে ভুল করেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাঝি, কায়েৎ, গোপ, ধুপী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের লোকেরা যে পুথির পাঠক বা

লিপিকর ছিলেন তার বহু নিদর্শন আমাদের তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং যথাস্থানে তার আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় পুথির মালিক শঙ্কর ঘোষ গোপ কড়ির বিনিময়ে পুথি নকল করিয়েছেন। লিপিকর কড়ির সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করেন নি। তবে পুথির পৃষ্ঠা সংখ্যা চোদ্দ বলেছেন। এখানে টাকার প্রতিশব্দ হিসাবে কড়ি ব্যবহৃত হতে পারে। তাই লিপিকর কড়িতেই যে পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন এমন না-ও হ'তে পারে।

প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য পাওয়া যেত; অর্থাৎ বদল বিক্রয়ের প্রথা ছিল—ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। শ্রমের মূল্যও দ্রব্য দিয়ে বিবেচিত হ'ত। একটি পুষ্পিকায় লিপিকর সামান্য একটি গামছার আবেদন জানিয়েছেন। অত্যন্ত অনুনয় সহকারে লিপিকরের এই আবেদনটি লক্ষণীয়। "এই পুস্তক তোমায় লিখিয়া দিলাম এহার জন্যের তরে তোমায় লেখিয়া জাতেছি যে একখ্যান গামচা আমায় দিবে আমি গা পুছিব।" (পু.ক্র.সং—১০০৫)। এখানে শ্রমের মূল্য কালের বিচারে যা-ই হোক্ না কেন, মনে হয় যে লিপিকরের পারিশ্রমিক বা দক্ষিণা গ্রহণ মুখ্য ছিল না। ব্যক্তিগত আশু চাহিদার সমাধান হবে এমনই সদিচ্ছা ছিল সম্ভবতঃ। উপরন্তু পাঠক এবং লিপিকরের সম্পর্কও অত্যন্ত সহজ ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

কৃষিজাত পণ্যও অনুলেখনের বিনিময়ে দেবার প্রথা ছিল। নিদর্শন স্বরূপ ১২৩৫ সালে অনুলিখিত 'গুরুদক্ষিণা' পুথির পুষ্পিকাটি তুলে ধরা গেল—

'ইহার দক্ষিণা এক...ধান্য দিয়াছিল আমি সন্তুষ্ট আছে।' (পু.ক্র.সং—৯৩৮)

এই উক্তি থেকে ধরে নেওয়া যায় যে তাৎক্ষণিক সময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়াতে লিপিকরের সুবিধাই হয়েছে। 'আমি সন্তুষ্ট আছে' এমন উক্তিটি সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্থবহ। অন্য দিকে গ্রামবাংলায় অবস্থাপন্ন গৃহকর্তার গোলাভরা ধানের কথাই মনে হয়।

কর্জ বা ঋণ অর্থনীতির একটি অঙ্গ হিসাবে ধরা যায়। গ্রামবাংলার সমাজে কর্জ হিসাবে নেওয়া হত টাকা বা ধান। যথা সময়ে টাকা শোধ দিতে না পারলে ধান, গুড়, গাছ, জমি, অলংকার এমনকি গরু, ছাগল সব দিয়েও ঋণ শোধ দেওয়া হ'ত। কর্জপত্রে সাক্ষী সাবুদও রাখা হ'ত। গ্রামের লোকজনই সাধারণতঃ সাক্ষী থাকতেন। কখনও বা গ্রাম্য দেবদেবীকে সাক্ষী রেখে দেওয়া-নেওয়া চলত। ৯৭১ নং পুষ্পিকাতে লিপিকর ১৫্ টাকা কর্জ নেবার কথা উল্লেখ করেছেন এবং আরও বলেছেন যে টাকার বিনিময়ে ধান ফেরত দেবেন এবং নির্ধারিত পৌষ মাসে না পারলে ফাল্গুন মাসে ফিরিয়ে দেবেন বলে আপন খুসিতে কর্জনামাপত্র লিখে দিয়েছেন। পুষ্পিকাতে উল্লিখিত কয়েকটি নাম সম্ভবতঃ সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত মানুষজনের। পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ—

'...মহামহিম শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ পালকস্য...মিদং... ...স্থানে জত টং মূল...১৫্ টাকা কজ্জ করিলাম ইহার কজর মাহ পোসে বেবাক টাকার ধান্য দিব জদ্যপি না দিতে পারি তবে মাহ ফাগুনে দিব এতদার্থে য়াপন খুসিতে কজারনামা পত লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ১৬ বৈসাগ।। শ্রী শ্রী ইসাদ রামমোহন সোম শ্রী মধুসুদন সোম শ্রী খেতু সোম শ্রী রামনেয়াজ বন্দোপাধ্যায় শ্রী শ্রী রাধাকিষ্ণ।' (পু.ক্র.সং— ৯৭১)

পারিশ্রমিক বা দক্ষিণা নিয়ে যেমন পুথি অনুলেখন হ'ত তেমনি প্রাচীনকাল থেকেই পুথি ক্রয়-বিক্রয় চলত। পুথির মূল্য সম্পর্কে ওয়ার্ড লিখেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে একখন্ড অমরকোষ বা মুগ্ধবোধের দাম ছিল তিন টাকা। বিদ্যাসাগর 'কাব্যাদর্শ' কিনেছিলেন মাত্র পাঁচ সিকেয়। ১৮১২ সালে পূজারী গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' টীকার একখন্ড পুথি দশ আনায় বিক্রয় করা হয়েছিল, এ কথা পুথিতেই লিপিবদ্ধ আছে।'[২] পুষ্পিকা সূত্রেও পুথির মূল্য উল্লেখ রয়েছে। সন তারিখের উল্লেখ না থাকলেও

কাশীরাম দাসের 'মহাভারত—বিরাটপর্ব' পুথির পুষ্পিকাতে আছে,

'ইহার দাম দেড় টাকা লইলাম।' (পু.ক্র.সং—৯৫৬) 'যোগকালন্দর' এবং 'হাজার মস্‌লা' পুথি দুটির মূল্য লেখা আছে যথাক্রমে 'দুই আনা' (পু.ক্র.সং—৯৬০) ও 'ছয় আনা' (পু.ক্র.সং—৯৬১)।

১২১৫ সালে নকল করা 'মহাভারত—আদিপর্বে' লিপিকর বনমালী দাস বসু লিখেছেন, 'এই পুস্তক মথুর সরদার খরিদ করিলেন...সাং...পরগণে বগডিহি তরফ আগড়া সরকার গোয়ালপারা।' (পু.ক্র.সং—৩৯৫)

পরবর্তী সময়ে এই পুথিটি পুনরায় নকল করা হয়েছিল এবং অন্য এক ব্যক্তি কিনেছিলেন অনুমান করা যায় পুষ্পিকা থেকেই। 'ইতি সন ১২৩১ বার সও একত্রিস সাল এই লোকের পাস খোরিদ করিলেক শ্রীগোপাল নাই সাং বাকাদহ' (পু.ক্র.সং—৩৯৫)।

১২০৯ মঘি সনে অনুলিখিত আলাউলের 'সপ্তপয়কর পুথির' দাম ধরা হয়েছে, "৩।।. সাড়ে তিন রূপাইয়া সিক্কা মাত্র।" (পু.ক্র.সং—৯৫৯)

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা), রাজমহল (বর্তমান ভারতের বিহারে), মুর্শিদাবাদ ও আজিমাবাদে তৎকালীন বাংলাদেশের টাকশাল ছিল। দিল্লীর বাদশাহের নামে এই সময়ে উল্লিখিত টাকশালে মুদ্রা বা সিক্কা প্রস্তুত করা হ'ত। (বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস—১৪৭পৃঃ)

সাত শত উননব্বই পাতার বিরাট এক 'মহাভারত' পুথি নকল করতে গিয়ে লিপিকরের যে বহুদিন সময় লেগেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১১২১ বঙ্গাব্দে (১৭১৪ খ্রীঃ) লিপিকৃত আলোচ্য পুথির পুষ্পিকাটি নানা দিক থেকেই বৈশিষ্টপূর্ণ।

"এই অষ্টাদশ ভারথ পুস্তক শ্রী গোবিন্দরাম রায়ের একোয়ান পত্র অঙ্ক সাতশত উননব্বই পাতে সমাপ্ত হইয়াছে। ...ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামান্যতাক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধা হইয়া পুস্তক লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তারপর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আগ্যা হইল।। ৪।। যুভমস্তু শকাব্দ ১৬৩৬ ইতি সন ১১২১ তারিখ ২৫ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত'।। (পু.ক্র.সং—৯৬৪)

ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান অর্থনীতির একটি মূলকথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পুষ্পিকাতে অর্থনীতির বিচারে দুটি বিষয় নজরে পড়ে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে পুথির অধিকারী ব্যক্তিটির আর্থিক স্বচ্ছলতায় সামাজিক প্রতিপত্তি ছাড়াও অন্নসত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্যদিকে জন্মকালীন সময় থেকেই দরিদ্রতাবশতঃ লিপিকর পুথি অনুলিখনের বিনিময়ে নগদ দক্ষিণা ছাড়াও অন্ন বিতরণ শালাতে দিন অতিবাহিত করে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। আরও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পুথির মালিকের বদান্যতা বশতঃই তার সমস্ত বছর জুড়ে রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে।

কোন কোন পুষ্পিকায় সমকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেও অর্থনীতির খোঁজ মেলে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ইত্যাদি দৈব ঘটনার ফলে সামাজিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়; ভোগ্যপণ্য হয়ে যায় দুষ্প্রাপ্য। ফলে দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যায়। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলা দেশ জুড়ে যে মহামন্বন্তর হয়েছিল, তার প্রতিফলন দেখা যায় ১০১৮ নং পুষ্পিকায়। সেখানে দেখা যায় অনাবৃষ্টির ফলে শষ্য উৎপন্ন না হওয়াতে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত সহস্র মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, দেশের অর্থনীতি হয়েছিল বিপর্যস্ত। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে সে সময়ে জিনিষপত্রের যে মূল্য পুষ্পিকাতে লেখা হয়েছে তা তুলে ধরা হ'ল—

'সন ১১৭৬ সাল মহা মন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টী হইল সস্বি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও ২ জলাভূমে হইল টাকায় ১২ সের চালু (চাউল)। ...সাড়ে ছয় পোন চালু সের হইল

তৈল ২।। আড়াই সের লবণ ১৩ সের কলাই এগার ১১ সের তরিতরকারী নাস্তী সাক নাস্তী কিছু মাত্রেক নাস্তী...।" (চিত্র দ্রষ্টব্য—৫নং)

যুগের পরিবর্তনে জীবনধারণের মান পরিবর্তন এবং দ্রব্যমূল্যও কমবেশী ওঠানামা করে থাকে। ১২৭১ সালে অনুলিখিত একটি কৃত্তিবাসী 'রামায়ন (লবকুশের যুদ্ধ)' পুথিতে দেখা যায় তৎকালীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে লিপিকর নিজেই চিন্তিত ছিলেন, ফলে, তার প্রতিফলন দেখা যায়—'ইতি সন ১২৭১ সাল তারিখ ১৫ স্বার্বণ রোজ মঙ্গলবার বেলা এক পোহর। ই বৎসর আরাদ অল্প হইয়াছে। ভাল রকমে হইল ইক্ষু। গোখাদ্য হয় নাই। কাপাস টাকায় ৩।। চোর্দ্দ পুয়া তাই পায় নাই।'
(পু.ক্র.সং—৯৫১)

কবিকঙ্কন-বিরচিত 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের লিপিকর গিরিধর শর্মানায়েক বীরভূম জেলার থুপসরা গ্রাম নিবাসী। পুথি অনুলেখনের সময়ে লিপিকরের আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন, পুথির সমাপ্তিতে দেখা যায়—

"পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল মোদকের দরুন নয়া বাড়ীতে ঘর তৈয়ার হয় নাঞী একখানি দোচালা হইয়াছে তাহাতে বসিয়া লিখিলাম লিখিবার আরম্ভ করিয়াছিলাম বারোসও ওনত্রিশ সালে সাতরই পৌসে লেখা সমাপ্ত হইল সন বারসও ত্রিস সালের উনত্রিসা জৈষ্টে পুস্তক লিখিলাম আমি বহু জত্ন করি সার্ম্মক বিলাতি কাগজ দিয়াছে বেপারি দাম দিতে হয় নাঞী বেদামিতে পাওা কাগজে চিনিব পুঁথি যদি জায় খাওা এই পুস্তকযদি কেহ চুরি করে মাতৃগমন সুরাপান গুরুদারা হবে এই দিব্য থাকিল পুস্তকে নিরোপন তিনসও আটচল্লিস পত্রে হল্য সমাপন।। ইতি সন ১২৩০ বারোসও ত্রিস সাল তারিখ ২৯ উনত্রিসা জৈষ্ঠী বেলা তিন প্রহরে লেখা সমাপ্ত—' (পু.ক্র.সং—৯৭০)

উল্লিখিত পুষ্পিকাটি সমাজ-অর্থনীতির দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দেখা যায় লিপিকর তাঁর নতুন বাড়ীতে ঘর তৈরীর ব্যাপারে মোদকের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। অর্থের অভাব বশতঃই সম্ভবতঃ একটি দোচালা ঘর তৈরী করে পুথি লেখার কাজটি শেষ করা হয়েছে। সেকালে চারচালা বা আটচালা ঘর বর্ধিষ্ণু লোকের আবাসগৃহ বলে মনে করা হত। কাগজের বিষয়েও লিপিকরের ভাবনা-চিন্তা লক্ষ্য করার মত। আলোচ্য পুথি অনুলেখনের কাগজও তাঁর বিনামূল্যে পাওয়া। কারণ, কোন এক কাগজ ব্যবসায়ী তাঁকে বিনামূল্যে এই বিলিতি কাগজ সরবরাহ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক চেতনা বোধসম্পন্ন লিপিকর এই কাগজ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি এমনও বলেছেন যে, 'বেদামিতে পাওা কাগজ চিনিব পুথি যদি জায় খাওা।' এখানে 'খাওা' শব্দ 'খোয়া' শব্দের আঞ্চলিক রূপান্তর মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সমকালে গ্রামেগঞ্জে বিলিতি কাগজে পুথি লেখা কমই হত। ফলে কোন কারণ বশতঃ খোয়া যাওয়া পুথি পাওয়া গেলে প্রামাণিক নিদর্শন হিসেবে লিপিকর কাগজের উপরই নির্ভর করবেন। এখানে কাগজের বেপারী বা ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি সম্ভবতঃ পুথি রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। আবার লিপিকরের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করেও অতবড় (তিনশত আটচল্লিশ) পাতার পুথি লেখা সম্ভব হ'ত কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ জাগে। তবে, ইতিহাসের দিক থেকে এই বিলিতি কাগজের উল্লেখ আমাদের গ্রামজীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশের সাক্ষ্য বহন করে।

নির্দেশিকা

১। বাংলাদেশের ইতিহাস—রমেশ মজুমদার, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯৯।
২। পুথির শেষকথা—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫৭ বর্ষ—৩য়-৪র্থ সংখ্যা ১৩৫৭ বাং।

তৃতীয় অধ্যায়

।। সমাজ ।।

ভারতীয় ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙালী সমাজের রূপ ও রূপান্তরের দীর্ঘ ইতিহাসের পিছনে বহু উত্থান-পতন, বহু বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও গ্রামীণ বাংলার সমাজ জীবন আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। শাসন ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন হলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপ প্রায় একই ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সমুদয় পরিবর্তিত হয়ে বাঙ্গালীকে নবজাগরণে প্রবুদ্ধ করেছিল।

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে সমকালীন সমাজ ও জীবনচর্চা এবং বিবর্তনের রূপ এমন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যা বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে।

পুরোনো বাংলা পুথির পুষ্পিকা অংশেও অনুরূপ সমাজ পর্যায়ভুক্ত বহু উপকরণ পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ব্যক্তিমানস নয়, পুরাতনের প্রতি স্বাভাবিক মোহবশতঃ কালের ব্যবধানে হারিয়ে যাওয়া দিনের ঘটনাবলী, সেদিনের মানুষের ঘর গৃহস্থালী ও গ্রামজীবনের কথা, পেশা ও নেশা, সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ভীতি, দৈব উৎপাত—বহু বিচিত্র খুঁটিনাটি বিবরণ, লিপিকরগণ পুষ্পিকা অংশে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। সেখানে পাঠকের ও মালিকের নাম, পুথি নকল করার সাল-তারিখ, দিন-ক্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে লিপিকর অসঙ্কোচে তুচ্ছতম ঘটনায় আপন সুখ-দুঃখ, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা, দয়া-মায়া, আশা-আকাঙ্খা, কোথাও বা আপন খেয়াল চরিতার্থ করার প্রয়াস ইত্যাদির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা যেন,—পুরাতন কালের মানুষের স্বরূপ উপলব্ধির এক নতুন দ্বারোদঘাটন।

সমাজপর্যায়ভুক্ত পুষ্পিকাগুলিকে (ক) ঘরোয়া, (খ) দৈব-দুর্ঘটনা, (গ) ব্যধি ও উৎপাত—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে আমাদের আলোচনার রূপ বিন্যাস করা হচ্ছে।

(ক) ।। ঘরোয়া ।।

মোগল শাসনের শেষ পর্যায়ে ও ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ে, দেশে কঠোর দারিদ্র্য না থাকলেও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু ছিল না। তবে, সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে ছিল না তা নয়। এ-কালের মানদন্ডে পল্লীবাসী ধনী না হোক, শান্তিসুখ, আমোদ-আহ্লাদ, উৎসাহ-উৎসব ইত্যাদিতে দিন কেটে যেত। 'ঘরোয়া কথার' পুষ্পিকায় এমনি সব বিচিত্র নিদর্শন মেলে।

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের এগারো পালা শেষের মুহূর্তে পিতাঠাকুরের তামাক খাওয়া, ঠাকুরাণ দিদির কুটনা কোটা, নিত্যানন্দ ঘোষের গোলায় কষ দেওয়া ইত্যাদি (পু.ক্র.সং—৯৮২) বর্ণনায় লিপিকর কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় পল্লীবাসী গৃহস্থের সহজ সরল সুস্থ জীবন-চিত্রেরই পরিচয় রেখেছেন। এমনই আর এক চিত্র ফুটে উঠেছে লোচন দাসের 'দুর্লভসার' পুথির সমাপ্তিতে,—

"বুধবার ২।। আড়াই প্রহরের কালে গ্রন্থ পূর্ন্ন হইল (...)

কবীত্ত পড়িতে ছিলা তাহার সাক্ষী শ্রী নারায়ণ সরকার এবং শ্রী সীতারা মন্ডল তামাকু তয়ার করেন পত্রে কর্ণে লেখিব।। শ্রী বৈদ্যনাথ অরাঙ্গা ধুতি পরা শ্রী নিধিরাম মন্ডল তামাকু ভক্ষন করেন। (পু.ক্র.সং—৯৯০) (৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

লোচন দাসের 'দুর্লভসার' গ্রন্থের লিপিকাল ১১৩৭ সাল বা ১৬৫২ শকাব্দ। প্রাচীনত্বের দিক থেকে পুষ্পিকাটির মূল্য রয়ে গেছে। পুথির লিপিকরদ্বয় যথাক্রমে শ্রী কালীচরণ দেবশর্ম্মণ এবং শ্রী শ্রীমন্ত চরণ দেবশর্ম্মণ।. পরিশ্রমসাপেক্ষ এই অনুলেখনের কাজটিতে উভয়ের বহু প্রয়াসে অর্থাৎ যথেষ্ট পরিশ্রমের বিনিময়ে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে বলে পুষ্পিকাংশে উল্লিখিত হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, যে ধর্মপুর নিবাসী রাখালদাস বৈরাগী ঠাকুর তাঁর পুত্রের জন্য গ্রন্থ অনুলেখন করিয়েছেন। এক্ষেত্রে পুত্রকে পুথি পাঠে আগ্রহী করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে এর মাধ্যমে তাকে বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত করার সদিচ্ছাও পূর্ণ হবে এমনই মনে হয়।

ঘরের কথা, নিজের কথা বলার মাঝে মাঝে প্রতিবেশীর খবরটি নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। 'মহাভারত—আদিপর্ব' গ্রন্থের পুষ্পিকাটি এখানে তুলে ধরা গেল,—

'ইতি সন ১২৪১ সাল তাং ১০ মাঘ। বার লক্ষিবার বেলা ১।। ডের প্রহর আপন মেলায় পুবমুক্ষে লেখিয়াছি।। শ্রীরামজীবন গোসামী।। সেই দিনে নিহাল বাড়ুজার মাএর সাঙ্গ।। সেই দিন নিরঞ্জন গোস্বামীর মরাই (...) মোষ শুচে।।" (পু. ক্র. সং. — ৯৮৪)

পারিপার্শ্বিক বিশেষ ঘটনাকে মনে রাখার জন্যেই সম্ভবতঃ পুথির শেষাংশে তা লিখে রাখা হয়েছে। এমনও হতে পারে যে প্রতিবেশী নিহাল বাঁড়ুজ্যে গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং লিপিকরের সঙ্গে সদ্ভাব বশতঃই প্রতিবেশীর মায়ের মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করেছিল। আবার, নিকটবর্তী নিরঞ্জন গোঁসাইর খড়ের মোড়ে বা পাকে নির্মিত বড় গোলাকার ধান রাখার ঘরে তিনি মোষ চরতে দেখেছেন তাও পুষ্পিকাতে উল্লেখ করেছেন।

পুথি অনুলেখনের কাজটি নেশা বা পেশা যা-ই হোক্ না কেন, নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য। তবে, আলোচ্য ৯৯২ সংখ্যক পুষ্পিকাতে লিপিকর যে তথ্য বিবৃত করেছেন তাতে ঘরোয়া এক বিচিত্র ভাবনার সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ হয়েছে। ত্রিলোচনের—"শরীর নির্ণয়" পুথির লিপিকর অভিরাম হালদারের অনুলিপিতে—"...সঅক্ষর শ্রীঅভিরাম হালদার সাং চন্ডীবাড়ীর এই পুস্তক আমী লিখিলাম আমার শুষুর মহাশয়ের দীগার দক্ষিণের ঘরের ভিতরে বসিয়া (এখানে) আসিয়া লিখিলাম কেন না আমার একটি পুত্র সন্তান মরিয়াছিলেন তাথে করিই বড়ই মনস্তাপ হইয়াছিলেন। তা অথেব আমার সাশুড়ী মাতাঠাকুরাণী আমার দীগের আনিয়াছিলেন তাথিই করে কহিলে যে নিতান্ত বসিয়া থাক একখান পুস্তক লিখ। বসে বসে।। ইতি সন ১২৭০ সাল তাং ১৯ বৈসাখ—রোজ ষুক্রবার।" (পু.ক্র.সং—৯৯২)

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ব্যাপার হলেও সহজ সরল পল্লী-জীবনের একটি মর্মস্পর্শী ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুষ্পিকাটি মূল্যবান। শোক দুঃখ মানুষের জীবনে নানা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা অকল্পনীয় রূপ নেয়। মানুষের জীবনের অনেক অজ্ঞাত সত্যের মধ্যে দুঃসহ যে মৃত্যুবোধ, সংসার জীবনে এর আনাগোনায় কোন নিয়ম অনিয়মের ব্যাপার জ্ঞানীর উপলব্ধিতে আছে বলে মনে হয় না। পুষ্পিকায় দেখি স্নেহান্ধ পিতা,—পুত্রের মৃত্যুতে স্বাভাবিক জীবনবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। ফলে, তাঁর মানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে শাশুড়ী-মা তাঁদের নিজের কাছে এনে রেখেছেন। এখানে একদিকে শাশুড়ীমায়ের সুপ্ত চেতনাবোধে সহজ, সরল মমত্ব এবং মাতৃত্ববোধের সঙ্গে সামাজিক অনুশাসনের সুন্দর দিকটিই ফুটে উঠেছে। পুত্রশোকাচ্ছন্ন জামাতাকে নিভৃতে গৃহকোণে শোক করতে দেখে, অন্তরের স্বাভাবিক শূন্যতা পূরণের জন্যে মায়ের নির্দেশ লিপিকরকে নিশ্চিত ভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিল।

লিপিকরের সরলতার আরও এক নিদর্শন মেলে দেড়শত বছরেরও কিছু বেশী সময় কালে অনুলিখিত পুষ্পিকাতে। বর্ধমান জেলার সমরসাহী পরগণার ছোট-বইনান গ্রামের লিপিকর রামচাঁদ কুন্ডু ১২৩৫

সালে দুর্গাচরণ ধাড়ার বৈঠকখানায় বসে অশ্বমেধপর্ব অনুলেখন করেন। স্থানটি কুন্ডু মহাশয়ের পাটচৌপাড়ী বলে উল্লিখিত হয়েছে। পুথি নকল করার সময়ে যে কোন কারণেই হোক, লিপিকর ধাড়া মহাশয়ের ভাই এর পারিবারিক অস্বচ্ছলতা উপলব্ধি করেছেন। পুষ্পিকাতে তিনি নিজের কথার মাঝে তাঁদের কথা জানাতে দ্বিধা করেন নি। লিপিকর সরল প্রকৃতির মনে হয়। এখানে আলোচ্য বক্তব্য না বললেও চলত। তবে এতে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন ইংগিত রয়েছে বলা যায়।

দারিদ্র্য সমাজে সকল যুগেই অবশ্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ তার ব্যতিক্রম নয়। সে যুগে সামাজিক কৌলিকতা রক্ষায় বহুক্ষেত্রে আত্মীয়তার সূত্র বিসর্জিত হত। তার কারণ ছিল বৃত্তি, মর্যাদা, অস্বচ্ছলতা, দরিদ্রতা ইত্যাদি। অর্থবলে বলীয়ান ব্যক্তি নিজের সামাজিক প্রতিপত্তি রক্ষায় বহু ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্ক ত্যাগে প্রবৃত্ত হতেন। এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। লিপিকর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলেছেন,—

"ধাড়া মহাশয়ের মাসতুত ভায়া গরীব অপরাধ মাজ্জনা সকলে করিবেন শ্রী শ্রী দুর্গাচরণ ভরসায় করি মাত্র ইতি"— (পু.ক্র.সং—১০০৯)

মাসতুতো ভাইয়ের দরিদ্রতা বা ভাগ্য বিপর্যয় ধাড়া মহাশয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট করেনি; ফলে, তার যাতায়াত ছিল, এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিষয়েও তিনি যে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন তা অনুমান করা যায়।

যদুনন্দন দাসের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যের এক পুথির লিপিকর জামাতা শ্বশুর মহাশয়ের বিষয়ে যা ব্যক্ত করেছেন তা হয়ত জামাতার উপযুক্ত কাজ হয়নি। কারণ শ্বশুর মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা পাঠক সমাজের কাছে ব্যক্ত না করাই হয়ত ছিল শ্রেয়। তবে পুস্তক অনুলেখনের কাজটি যে লিপিকর শচীনন্দন মিত্র শ্বশুর মহাশয়ের আদেশে করেছেন তা সহজেই অনুমেয়। সন তারিখ বিহীন পুস্তিকাটি উদ্ধৃত করা গেল;—

"বাটী হইতে কার্য অন্তে দিনাজপুর গমন।
আমানিগঞ্জে করিলাম পানি গ্রহণ।।
আমার শ্বশুর বন্ধ আছেন কোম্পানি ফাটকে।
তে কারণে স্থিতি মোর হইল বারমাস।।
তেঁহে আদেশ কৈলা পুস্তক লিখিতে আমাকে।
খালাস হইয়া তেহো গেলেন কলিকাতা।।
এ সনে আমার গ্রন্থ লেখা হইল সমাপ্ত।
স্বাক্ষর মিদ্যং শ্রী শচীনন্দন মিত্র ।।

(পু.ক্র.সং—১০১০)

এখানে উল্লেখ্য যে লিপিকর জামাতার ছন্দোজ্ঞান যেমনই হোক, আমানিগঞ্জে বিবাহের পর শ্বশুরের অনুপস্থিতিতে তাকে বারমাস অর্থাৎ একটি বছর থাকতে হয়েছিল এবং ফাটকবন্দী শ্বশুর মহাশয়ের আদেশেই তিনি পুস্তক অনুলেখন করেছিলেন। তবে শ্বশুর মহাশয় কি কারণে এবং কতদিন কোম্পানী-ফাটকে বন্দী ছিলেন সে কথা যেমন পুষ্পিকাতে বলা হয়নি তেমনি সন-তারিখেরও উল্লেখ নেই। মোটামুটিভাবে এমন ধারণা অসঙ্গত নয় যে লিপিকরণের কাজে তাকে ব্যস্ত থাকতে হলেও শ্বশুর মহাশয়ের ফাটক বাসের বিষয়টি তাঁর মনে প্রতিফলিত হচ্ছিল যা পুথির সমাপ্তিতে রেশ টেনেছে। পুস্তকটি শ্বশুর মহাশয়ের জেল থেকে খালাস হবার বছরেই শেষ হয়েছিল।

মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' বা 'চন্ডীমঙ্গল' পুথির পুষ্পিকায় (পু.ক্র.সং—১৬৯৬) দেখা যায় এখন

যেমন একজন আর একজনকে বই কিনে উপহার দেয়, তখন তেমনি পয়সা খরচ করে পুথি লিখিয়ে একে অন্যকে উপহার দিত। পুষ্পিকাটি নীচে উদ্ধৃত করছি,

"শকাব্দাঃ ।১৬৩০ শক । সন ১১১৫ সাল তারিখ ৮ শ্রাবণে পুস্তক সমাপ্ত হইল।। ই পুস্তক শ্রী জাদবেন্দ্র চাঠয্যার কারণ শ্রী মনিরাম দেবশর্ম্মা লিখিআ দিলেন ই পুস্তক জে হরিবেক তার মাতা শূকরী পিতা গর্দ্ধব হইবেক। জথাদৃষ্ট তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোসক। ভিমস্যাপি রণেভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম।।"

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারে মামা-ভাগনের সুমধুর সম্পর্কের নানা প্রবচন বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত। কোন কোন পুষ্পিকাতে দেখা যায়, পুথি অনুলেখনেও অনুরূপ সম্পর্কিত অর্থাৎ মামা-ভাগনে রামধর্ম চক্রবর্তী ও নীলাম্বর চক্রবর্তী উভয়ে মিলে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত—দ্রোণপর্ব' (পু.ক্র.সং—৯৯৩) নিমাইচরণ পালের চন্ডীমন্ডপে শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সমাপ্ত করেছেন।

কোন কোন পুথি লেখক নিজের নামধামের সঙ্গে পুস্তকের মালিকানায় পিতা, পিতামহ, এমনকি সাতপুরুষের নাম ('শ্রী' যুক্ত), কাস্যব গোত্র ইত্যাদির সঙ্গে তাঁরা যে গদাধর পন্ডিত গোসাই-এর পরিবার তারও উল্লেখ করেছেন। যেমন, রামায়ণ/উত্তরাকান্ড—

" ইতি সন ১২০৫ তেরিখ ১৫ পোউস সহক্ষর শ্রী মাণিক্য দাস প্রগণে দক্ষিণ সাভাজপুর মোকাম ছান্দিয়া...পুস্তক শ্রী মাণিক্য দাস পিসরে শ্রী মুক্তারাম দাস তান পিসরে শ্রী বেণুরাম (দাস) তান পিসরে শ্রী প্রসাদ দাস তান পিসরে শ্রী ভবানি দাস তান পিসরে শ্রী জদ্দু দাস তান পিসরে শ্রী ত্রিঅ রাম দাস তান পিসরে শ্রীভঙ্গ দাস। সাত পুরুষ : কস্যব গোত্র।। গদাধর পন্ডিত গোসাঞির পরিবার।" (পু. ক্র. সং. — ৯৮১)

অনাত্মীয়ের বন্ধন, সামাজিক হৃদ্যতা বা অন্তরঙ্গতা, সম্মান ইত্যাদির বিনিময়েও পুথি লিখে দেওয়া হ'ত। যেমন, জঙ্গলপাড়ার মহাদেব পুরকাইত রামসুন্দর লস্কর দাদামশাইকে 'ধর্মের জাগরণ' পুথিটি ১২৩৪ সালে নকল করে দেন। (পু. ক্র. সং. — ৯৯১)

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে অনুলিখিত দ্বিজ বংশীদাস বিরচিত 'পদ্মপুরাণ' পুথির লিপিকর এবং মালিক যুগলকিশোর দাস দুর্গাপূজার মহাসপ্তমীর দিনে পুথি লেখা শেষ করেন। পূজা অনুষ্ঠানটি তাঁর নিজের বাড়ীতেই হয়েছিল। ১২৩৮ সনের ২৮শে আশ্বিন ছিল মহাসপ্তমীর দিন। তাঁর বাড়ী ছিল রৌহা গ্রামে। গ্রামটি ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় অবস্থিত। বহু লোকের সমাবেশে মহামায়া দুর্গাদেবীর দশভুজা দর্শনে তাঁর মনের আনন্দের কথাও পুষ্পিকাতে উল্লিখিত হয়েছে। দেড়শত বছরেরও অধিক পুরানো পুষ্পিকাতে তৎকালীন বঙ্গদেশের দুর্গোৎসবের সংবাদটি নিঃসন্দেহে ঘরোয়া জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। —

'ইতি পর্দ্দপুরাণ পুস্তক সমাপ্ত।। সকিয় পুস্তক শ্রী যুগলকিশোররায়। বাড়ি মোকাম রৌহা। ...য়াশ্বীনের ২৮ তারিখ গুরুবার হএ। মহা জে সপ্তমী করি সর্ব্ব লুকে কএ।। সেহিদিন পুঁথি সাঙ্গ তিন প্রহর গতে। বহু লুক আসিছিল পূজার বাড়িতে। হেনই সময় পুথি হইলেক সাঙ্গ। দসভূজা দেখি মনে হইলেক রঙ্গ।। সনেতে সন ১২৩৮ সন। ...সকাব্দা ১৭৫০ শাক সমাপ্ত। (পু.ক্র.সং—৯৮৩)

কোন কোন পুষ্পিকাতে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের গার্হস্থ্য পরিবেশ ফুটে উঠেছে। দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পুথিতে দেখা যায় বেল্যাতোর (বেলিয়াতোর) নিবাসী রাইচরণ নিয়োগী মহাশয় জানাচ্ছেন, -

"গোপীনাথপুরে গোকুল গরাঞীর গুয়াল ঘরের উত্তর মোখে মাচাতে বসিয়া গুয়াল ঘর খানি উত্তর

দুয়ারি ও পূর্ব্ব দুয়ারি..." (পু.ক্র.সং—৯৮০)

কাশীরাম দাসের মহাভারত পুথির শেষে পাই, "ভুবনমোহন কোঙারের বাহির বাটির পূর্ব্বদ্বারি ঘরের পীড়ায় উত্তর দিগে পূর্ব্ব মুখে বসিয়া লিখিলাম...।" (পু.ক্র.সং—৯৮৭)

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণে'র পুষ্পিকাটিতে লিপিকর বাড়ীর চতুঃসীমা বিষয়ে লিখেছেন,—

"এ পুস্তক শ্রী মাধব চন্দ্র বিস্বাষ সাং পাত্রসাএর মোকাম রঘুনাথপুর বিস্বাষ পাড়া ঁকালিচরণ ঘোষের বাটীর পূর্ব রাস্তার উত্তর বিদ্যাধর বিস্বাষের বাটীর পশ্চীম সোনাতন ভান্ডারির বাটীর উত্তর সোনার গড়্যার দক্ষীণ। এই চতুঃসীমা।। (পু.ক্র.সং—৯৮৯)

স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন বর্ণনায় পাঠকের কাছেও স্থানটি অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হয়। সেকালের সমাজে পুথির মালিক ব্যক্তিটি যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা তাঁর বাসস্থানের পরিমাপ থেকে যেন সহজেই অনুমেয়। অনুরূপ স্বচ্ছ চিত্রে গৃহের পরিচয় আরও মেলে।

"লিখিতং শ্রী গউরমোহন দাস বৈষ্ণব সাকীম কাঞ্চন নগর বাবুচরা গ্রাম পশ্চিম পাড়ার মধ্যেতে গোপালের আখড়াতে ঘর।" (পু.ক্র.সং—৯৭৯)

আবার দেখা যাচ্ছে,—

"ময়নাপুরের বনমালী দাস বসু মাতুলবাটীতে (৯৯৬ নং) তা কেউবা কালী ঠাকুরানীর চালায় বসে (৯৮৫ নং), বাইর বাড়ীর ঘরেতে[১], দাদামশাদের মোজাতে বসে[২], হরিদাসের ঘরের দক্ষিণী পিড়াতে পূর্বমুখে বসে[৩],—ইত্যাদি স্থানে বসে পুথি অনুলেখনের কাজ সমাপ্ত করেছেন।

১৬৯২ নং পুষ্পিকাতে লিপিকর নিজের কিছু ঘরোয়া সংবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। নীচে পুষ্পিকাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হ'ল—

শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গল নবখন্ড সমাপ্ত।
শকাব্দ ১৫৯২ সন ১০৭৮ সাল
সম্বত ১৭২৭ ফাল্গুন বদী ৭
রোজ রবিবার ফাল্গুন
কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি।
দ্বাদশ দণ্ড রাত্রি
সম্পূর্ণ চৈতন্য মঙ্গল পুথি
স্বাক্ষর শ্রী জগমোহন দাস কাএস্থ।
মোকাম চন্দ্রকোনার ... মোকাম
জদি তুমি সত্য হও চৈতন্য ভগবান।
অচিরাতে দেহ প্রভু ধর্ম্ম-অর্থ-জ্ঞান।
তবেত কপট মনে ... বিশ্বাস
জে বিড়ম্বিল তারে জেন
হৈলে সুপ্রকাশ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে জদি কৈল দিব্যজ্ঞান
চৈতন্য...করি আন।
পতিত তারিতে প্রভু লইলে
অবতার
মোরে ভক্তি দেহ প্রভু চরণে তোমার।
বড়ই অধম আমি দীনহীন জনে
শুনিয়া তোমার নাম পতিত পাবনে।
অন্নবস্ত্রের দুঃখ প্রভু ঘুচাহ সত্বরে
...লইল...কুরুরে।
ধন জন গেলা প্রভু প্রাণ মাত্রে সার
তিন ভাই আছি অন্ন
ভক্ষণ নাহি তার।
...আছেন দুই নামে দুর্যোধন
সভারে দুঃখ প্রভু ঘুচাহ...।"
(পু.ক্র.সং ১৬৯২)

এখানে লিপিকর চৈতন্যদেবের কাছে (যেহেতু তিনি চৈতন্যমঙ্গলের পুথি নকল করেছেন) শুধু ধর্মজ্ঞান নয়, অর্থজ্ঞানও প্রার্থনা করেছেন এবং তাঁকে (!) অনুরোধ করেছেন, " অন্নবস্ত্রের দুঃখ প্রভু ঘুচাহ সত্বরে।"

ভদ্রলোকের অন্নবস্ত্রের খুব অভাব ছিল—তিনি নিজেই লিখেছেন "ধন জন গেলা প্রভু প্রাণ মাত্রে সার। তিন ভাই আছি অন্ন ভক্ষণ নাহি তার।।" তাঁর দু'জন শত্রু (জ্ঞাতিভ্রাতা) ছিল—সে সংবাদও তিনি দিয়েছেন, "...আছেন দুই নামে দুর্যোধন।"

উল্লেখ্য যে জনৈক রামপ্রসাদ দত্ত দাস নামীয় লিপিকর বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে একটি বালকের গৃহশিক্ষক হয়ে থাকার সময়ে পুথি লিখেছেন। যেমন,—

"শ্রী রাধাবল্লভ লাল পদ করি আশ।
ভারতের আশ্চর্য লিখিল শ্রীরাম প্রসাদ দত্ত দাস।।
তারপ(র) কৈনু বাড়ী নিজ সায়ানন (?)
বেহারী পালায়্যা গেল সুকু ঘোষের নন্দন।।
ঘোষের নিকটে আছি নিরাশ্রয় বসি।
এই কথা নিরাশ্রয়ে হইছে লোক হাসি।।
কয়েক জায়গায় আমি চেষ্টা পাইল।
অবশেষে ঘোষ ছাওয়াল পড়াইতে গেল
সংপ্রতিক সেই ছাওয়াল পড়ান অনুসারে
... ... দেবতার বরে।।
(পু.ক্র.সং ১০১১)

(খ) ।। দৈব-দুর্ঘটনা ।।

ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনে জনগণের অনেকে অদৃষ্টবাদী হ'লেও, মানুষের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ পুরুষকারের ক্রিয়াকলাপও গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বিধিলিপি বা মানুষের ভাগ্য নিয়ে বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসকে পৌরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক'রে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সার্বিক সমীক্ষা ও ব্যাবহারিক দিক্‌টি একান্ত অপরিহার্য রূপেই অবশ্য অনুসরণীয়।

একটি বাস্তব সত্য এই যে, মানুষ প্রকৃতির করুণার সৃষ্টি এবং প্রকৃতির দ্বারা প্রতিপালিত। এক্ষেত্রে বিধি ও অবিধি, একই তত্ত্বের দ্বারা বিধৃত বলে মনে হবে। 'যে রাখে সেই মারে' মানবীয় অভিজ্ঞতার এই নৈতিক প্রবাদটিকে উল্টে নিয়ে 'যে মারে সেই রাখে' এই প্রবাদে নিশ্চিন্ত হবার যুক্তিলাভ করলেও মানুষের প্রাণের ক্ষেত্রে দার্শনিক সংশয়ের সত্যকেই প্রকৃত সত্য বলে যেন মনে হয়।

প্রায় শতবর্ষ কালের কাছাকাছি সময়ে পর্তুগালের খৃষ্টানদের ঠিক প্রভাত প্রার্থনার মুহূর্তে ভূমিকম্পের প্রচন্ড এক আঘাতে অজস্র নরনারী ও শিশুর জীবন মুহূর্তের আর্তনাদে ধূলিস্যাৎ হয়েছিল। শোনা যায় এই ঘটনার পর পর্তুগালের মানুষের মন থেকে ঈশ্বর বিশ্বাস বস্তুতঃ অন্তর্হিত হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল ঈশ্বর করুণাময় এবং সর্বত্র বিরাজমান, তবে কেন এই নির্মমতা।[৪]

এই যে ভূমিকম্প, প্রলয় বিচিত্র অকল্পনীয় প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তারই মুহুর্মুহু আবির্ভাবে নিশ্চিন্ত জীবনে যে দুঃসহ পরিণতির একাধিক উদাহরণ আমাদের সমক্ষে নিয়ত বর্তমান হয়ে ওঠে—স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বরের এই কি করুণা? এমনকি নির্মম অভিজ্ঞতায় কখনও কখনও অন্তর্হিত হয়ে যায় ঈশ্বর বিশ্বাস।

মানুষ সুখদুঃখের এবং লাভালাভের বিকার থেকে মনকে মুক্ত করে, অপরিহার্য অমোঘ বিধান মেনে নিয়ে জানা জগতের কার্যকারণ-নীতির অনুসরণে পৌরুষের সহায়তায় আবার সে সচল হয়ে ওঠে। —এই দৃষ্টিতে অদৃষ্টবাদ বা ঈশ্বরবাদ মানুষের মনে নৈরাশ্যের পরিবর্তে বল বা শক্তি এনে দেয়।

ব্যক্তিগত লাভক্ষতি, মানহানি নানা অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্তে করুণাময় ঈশ্বরের নিকট নিজ মঙ্গল কামনায় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে সাবধানে থাকার চেষ্টাকে আধ্যাত্মিক পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

সেকাল এবং একালের জীবনধারায় হাজার তারতম্য থাকলেও আধিভৌতিক উৎপাতে একদিকে যেমন সমাজের সকল মানুষের হাল এক, তেমনি, স্থানকালনির্বিশেষে আধিদৈবিক উৎপাতের বিধিও বোধহয় এক।

"চিঠি-পত্রের সংকলন"-গ্রন্থ ব্যতীত পূর্বে উল্লিখিত সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, সরকারী দলিল পত্রাদির সংকলন গ্রন্থে আধিদৈবিক পর্যায়ভুক্ত ঘটনা, যেমন—ভূমিকম্প, চোরের উপদ্রব, ডাকাতি ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ আমরা পেয়েছি।

প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রাচীন পুথিপত্রের 'পুষ্পিকা' থেকে অনুরূপ দৈব-উৎপাতের এমন সব প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়, যার গুরুত্ব বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের পক্ষেও অস্বীকার করা অসম্ভব।

মূল পুথি নকল করে পুথির লিপিকর মহাশয় আত্মকথা ছাড়াও সেকালের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সাক্ষ্য বা বিবৃতি দিয়েছেন যা পরবর্তী কালে আমাদের কাছে ইতিহাস হয়ে গেছে।

দৈব-ব্যাধি-উৎপাত মানবজীবনে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সামাজিক অবস্থার বিচারে এর আগমন নির্গমন ঘটে না। ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি সবই মানবজীবনে অনাহূত বিপর্যয় এনে দিতে পারে। প্রকৃতির অনিয়মে মানুষের জীবনের পরিবেশ যেভাবে ছিন্নভিন্ন হয়, তা এক স্থূল-রূঢ় ও হিংস্র-মৃত্যুর ক্রিয়াকলাপের রূপ। মানুষের জীবনের অনেক অজ্ঞাত সত্যের এই যাওয়া-আসার কোনো নিয়মকানুন আছে বলে আজও স্বীকৃত হয় নি।

অষ্টাদশ শতাব্দের বাংলাদেশে মন্বন্তরের ফলে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, একটি পুষ্পিকাতে (পু.ক্র.সং—১০১৮) তার দৃষ্টান্ত মেলে। ১১৭৭ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিপিকর নন্দদুলাল দেবশর্মা বর্ধমান জেলার স্বগ্রাম খন্ডঘোষে বসে কবিকঙ্কণের 'মঙ্গলচন্ডী' পুথির অনুলিপি করেছিলেন। পুথিটি ১১৭৭ সালে অনুলিখিত হলেও ১১৭৬ সালের বাংলাদেশের মহামন্বন্তরের বীভৎস স্মৃতি তাঁর মনে তখনও প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে।

জনৈক সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের মতে, এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো অন্য কোন মন্বন্তরের কথা এঁরা আগে শোনেন নি। ১১৭৬ সালে অনাবৃষ্টির ফলে শস্য জন্মায় নি, ভোগ্যপণ্যের দর সাধারণের ক্রয়সীমার ওপরে ছিল। তরি তরকারী, শাক-সব্‌জি, কিছুই ছিল না। ফলে, সারা বাংলা জুড়ে দেখা দিয়েছিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হল, অনেক অবস্থাপন্ন চাষীর ঘরে, বড় বড় লোকের ঘরেও চালের অভাবে হাঁড়ি চাপে নি। লিপিকর মহাশয় আরও বলেছেন ১১৭৭ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত মহাপ্রলয় হওয়া সত্ত্বেও মানুষ বেঁচে রইল, এর ফলে আগামী বৎসর কি হবে কে জানে।

পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ:—

"ইতি শ্রী শ্রী মঙ্গলচন্ডীকার পুস্তক সমাপ্ত।। - ।। জথা
দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক।।
ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। . ।।
ভিম আদি করিয়া যে ভঙ্গ দেয় রণে। অবিস্কক
মতিভ্রম মহামুনিগণে।। জদি বাটী বাড়ী° হয় না
লবে অপরাধ দোষ ক্ষেমা করি সভে করিবে
আসিব্বাদ।। পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির
ঠাঁই।। গবাগুনা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই।।' ।।

ইতি লিখিতং শ্রী নন্দদুলাল দেবশর্ম্মনস্য।
সন ১১৭৭ সালের ২৭ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে

অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত হইল।। নিজ বাটীতে নিজ ঘরে দক্ষিণ দ্বায়রির ঘরে পিড়াতে বস্যা লিখ্যা হইল। শ্রী শ্রী মঙ্গলচন্ডীকায়ৈ নমঃ। শ্রী শ্রী সিবায় নমঃ শ্রী শ্রী জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ সাং খন্ড ঘোষ।। সন ১১৭৬ সাল মহা মন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টী হইল সস্যি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও কোথাও জলাভূমে হইল টাকায় ১২ সের চালু...সাড়ে ছয় পোন চাল সের হইল তৈল ২।। আড়াই সের লবণ ১৩ সের কলাই ১১ সের তরিতরকারি নাস্তী সাক নাস্তি কিছু মাত্রেক নাস্তী এই কথা সর্ব্ব(রে) বৎসরের মুন্বিসী বলেন আমরা কখন এমন ষুনি নাই ইহাতে কত কত মন্বিসী মরিল বড় বড় লোকের হাড়ী চাপে নাই বং সন ১১৭৭ সালের মাহ ভাদ্র তক মহাপ্রলয় হইল এই সন রহিল আর কীবা হয়।

১৮২ একশত বিরাসি পাতে ৪৩০ চারিসও তিরিস লেচাড়্যি সমাপ্ত হইল—শাবন মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল অনেক মনিস্বী নষ্ট হই(ল) মহামন্বন্তর— (পু.ক্র.সং—১০১৮) (চিত্র দ্রষ্টব্য)

সমকালীন ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় অনেক পুষ্পিকাতেই। একটি পুষ্পিকাতে লিপিকর দেবদত্ত দাস অগ্নি-দাহতে তাঁর নিবাসগ্রাম পুড়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ মসনটীতে তাঁর যে বাসস্থান ছিল সেখানে চলে গিয়ে তিনি 'মহাভারত' গ্রন্থের অনুলিপি করেন ১২০৫ সালে। পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ—

"জথা দৃষ্টী তথা লিখিতং...লিখিতং শ্রী দেবদত্ত দাস সাং...অগ্নিদাহাতে গ্রাম দাহন হইয়াছিল একার মোকাম মসনটীতে ছিল তথাকে পুস্তক সমাপ্ত হইল পাঠকং...পুত্র শ্রী সাহেব রাম দাস সাং, ...সন ১২০৫ সাল মাহ বৈসাখ তারিখ ১৬ সোলই রোজ বৃহস্পতি ষুকল পক্ষ একাদশী ডেড় প্রহর হইতে তৈয়ার হইল—" (পু.ক্র.সং—১০১৬)

৮৬ সালে (আনুমানিক ১১৮৬ সালে) লিপিকর পঞ্চানন মন্ডল সাকিম আঙ্গবোল গ্রামে (মেদিনীপুরে) বসে 'রামায়ণ'—ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ পুথি নকল করেছিলেন। দৈব উৎপাতের আরও নিদর্শন লিপিকরের বর্ণনায় রয়েছে।—

"ইতি যথাদৃষ্টমিত্যাদি—শ্রী রামতনু জষ পুস্তক শ্রী পঞ্চানন মন্ডল সাকিম আঙ্গরোল গ্রামে বসিয়া লিখিয়া ছিলাম। ছেয়াসি সালে ইজারা করিয়াছিলাম সে গ্রামে...টোটার দায়ে পলাতক হইয়া আঙ্গরোল গ্রামে গিয়াছিলাম তাহাতে এই পুথি বসিয়া লেখিয়াছিলাম ইতি ভরথের পৃতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত।।" (পু.ক্র.সং—১০১৫)

গ্রাম বাংলার প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। প্রাকৃতিক অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা প্লাবনের ফলে অথবা অর্থনৈতিক কারণেও যদি চাষের কোন ক্ষতি বা উৎপাদন কম হত তাহলে কাজকর্মের অভাবে মানুষ স্বভাবতই জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য পথ বেছে নিত। লিপিকর এখানে অন্য একটি গ্রাম ইজারা নেবার কথা বলেছেন। কিন্তু সেই গ্রামে টোটা পড়েছিল অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলে পোকার আক্রমণ হওয়াতে লিপিকর গ্রাম ছেড়ে অন্যগ্রামে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি পুথি নকল করেছিলেন। লিপিকর মন্ডল মহাশয়ের ধানজমি থাকলেও একথা আমরা ধরে নিতে পারি যে, সেকালে পুথি নকল করেও জীবিকা নির্বাহ করা যেত।

প্রকৃতির অনিয়ম লিপিকরকে চিন্তিত করেছে। তিনি লিখেছেন—

"গত সন দেবতা সুখা করিয়াছে এক্ষণে চালের দর চব্বিশ পচিশ পাই আর কি প্রকার হয়।" (পু.ক্র.সং—১০১৪)

পুথির লিপিকাল ১২২৪ সাল। 'গত সন' অর্থাৎ ১২২৩ সনে অনাবৃষ্টির দরুন পরবর্তী সময়ে চালের

উৎপাদন কম হওয়াতে বাজারদর বেড়ে যাওয়াতে সকলেই চিন্তিত তা লিপিকরের বক্তব্য থেকে অনুমেয়, উপরন্তু দেশের সমকালীন পরিস্থিতি এবং আর্থিক অবস্থার একটা চিত্র সহজেই ধরা পড়ে।

কৃষিনির্ভর এই দেশে ভূমিহীন মানুষের দল অর্থনৈতিক দিক থেকেও দুর্বল। রাজার করের তারতম্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসত নানা বিপর্যয়। মাঝে মাঝেই ছড়িয়ে পড়ত গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে মন্বন্তরের করাল ছায়া, ভূমিহীন প্রজাদের জীবনে নেমে আসত ঘোর অন্ধকারের রূপ।

বাংলা দেশের রাঢ় অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সংবাদ অন্য একটি পুষ্পিকাতে পাই। পুথির লিপিকাল ১২৩৫ সাল। 'সুদামার দারিদ্র ভঞ্জন' পালার লিপিকর এবং পাঠক যথাক্রমে কেনারাম দেবশর্মা এবং সনাতন দে। পুথি নকল করা হয়েছিল সেকালের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দাস চৌকির খন্ডঘোষ পরগণার বোঁয়াই গ্রামে। বসন্তচন্ডীর পীঠস্থান রূপে এই গ্রাম সাম্প্রতিক কালে সুপ্রসিদ্ধ।

ঐ বছরে রাঢ় অঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলে চাষ-আবাদ হয়নি। ফলে কোন কাজকর্ম ছিল না। লিপিকর বেকার অবস্থায় পুথি লিখে দিন কাটিয়েছিলেন। চালের দর বেড়ে টাকায় ২৪ সের হয়েছিল, তাও পাওয়া যায় নি। অনাহারে পেটের জ্বালায় গ্রামের লোকজন স্বগ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, সেখানে গিয়েও পরিচয়ের অভাবে কর্মসংস্থান হয়নি। শুধু অপরিচয়ের জন্য নয়, অন্যদিকে বাড়ীর কাজের লোক্ ছেড়ে দিয়ে, এদের রাখা হলে, পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ কার্তিক মাসে দেবতার আশীর্ব্বাদে বৃষ্টি হলে, এরা চাষ আবাদের অজুহাতে স্বগ্রামে ফিরে আসবে,—এবং এটাই স্বাভাবিক মনে করে, তাদের কাজে নিয়োগ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে গ্রামসমাজের নৈতিক মানের অবনতি হওয়ায় ধর্মে-কর্মে লোকের মনোভাব সুস্থ ছিল না। দরিদ্র মন্ডল-মুখ্যগণ ধনীর মোসাহেবে পরিণত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে কর-সংগ্রহের জন্য উৎপীড়ন চলত জমিদারী তহশীলদারদের। যেমন, "সন ১২৩৫ সাল যুক বছ্যর দেবতা বরিসিল না য়(ত)এব পুতি লিখিছিলাম কোন কম্ম নাই আর গ্রামের লোক গৈতন(পুর) জাইতে লাগিল য়তএব চেলে ভাউ চব্বি(শ) সের হইল তাহ মেলে নাই আর গ্রামের লোক অন্যগ্রাম দিয়া জাই(তে) লাগিল পেটের খাতিরে পলাইতে লাগিল অন্য গ্রামের লোক বলে বেলভেক লোক এ লোকে রাখা হবে না জদি রাখ(া) হয় তবে আপনদের জদি চাকর ছাড়িএ রাখ(া) জায় তবে ওই লোক মাহ কার্ত্তিক মাসে জদি দেবতা জল হৈলে ওই লোক বলিবে কি আমা(দের) দেসে জল হয়্যাছে বাড়ী জাই চলরে কপ্প বসাইতে হবে য়তএব রাখে না আর জে গ্রামের ধম্মকম্ম নাই আর মনুস্য নাই আর গ্রামে মন্ডল খোসামুদে হয় আর বোঙাগ্রিও গ্রামে য়নেক কুড়খেক মন্ডল আছে ইতি—সন ১২৩৫ সাল ১৬ আসার —

দেখ ভাই খপরদার আয়ছে। তৈসিলদার তারাচাঁদ আর তালুক নারায়ণ পোদারের আর কি কহিব পউস মাসে লাগ্যাঁ জোড়ে—

পউস মাসে নাগলি চাটুজ্য ফ(জ্জ)দার গোমস্তা আর গোমস্তা রূপন নেউকি জোরে নাইরে, নাই মানিক মন্ডলের লাগীল সুয়া এতখানেই—" (পু.ক্র.সং—১০১৭)

(গ) ।। **ব্যাধি ও উৎপাত** ।।

দৈব ঘটনা যেমন মানুষকে বিব্রত বিপর্যস্ত করে তেমনি শারীরিক উৎপাতেও কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। রক্তমাংসে গড়া মানব দেহে, রোগাক্রমণ স্বাভাবিক। ঘা, ক্ষত, ফোঁড়া এই সমস্ত আধিভৌতিক পর্যায়ভুক্ত ব্যাধির উপলব্ধিতে ব্যক্তি-বিশেষের তারতম্য থাকতে পারে না। ১২৪০ বঙ্গাব্দে লিখিত একটি পুষ্পিকাতে লিপিকর রামধন বসু মহাশয় পুথি নকল করার সময় লিখেছেন,—

"ঘাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম—এহি পুস্তক আর কেহর

এলাকা নহি...।" (পু.ক্র.সং—১০১৩)

লিপিকর দৈহিক কষ্ট স্বীকার করেও অনুলিখনের কাজ সমাপ্ত করেছেন। 'সাল' এক জাতীয় ফোঁড়া। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও আঞ্চলিক শব্দ হিসাবে 'শাল গোটা' বলা হয়ে থাকে। পুথির মালিকানায় একমাত্র তাঁরই অধিকার বিষয়ে বসু মহাশয় অত্যন্ত সচেতন।

উৎপাতের প্রকারভেদে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়। চোরের উৎপাতে গ্রামজীবনে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ গ্রামবাসীরা চোরের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সতর্ক থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে চৌর্যবৃত্তি আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এখানে লিপিকর ব্রজলাল সিংহ চোরের উৎপাতে সম্ভবতঃ উদ্বিগ্ন ছিলেন। ফলে,আত্মকথা লিখতে গিয়ে চোরকে জব্দ করার অভিপ্রায় হিসেবে থানা-পুলিশের কথা মনে হয়েছে। কারণ, আলোচ্য চোর ব্যক্তিটি মনে হয় উৎপাত সৃষ্টিতে বেশ নামী ছিলেন। পুষ্পিকাংশে লিপিকরের উক্তিটি আদেশ জারী করার মত,—

"আমাদের গ্রামের যে চোরা থাকে তাহাকে ফাড়ীতে সুআইয়া জব্দ রাখিবে। ইতি তাং ২৬ অগ্রহাণ।" (পু.ক্র.সং—১০১২)

সেকালে গ্রাম্য সাধারণ বাঙালী সমাজের মানসিকতার বিচিত্র প্রতিফলন রয়েছে এই পুষ্পিকা গুলিতে।

।। শিক্ষা।।

বাঙালী সমাজে শিক্ষার সমাদর এবং আগ্রহ চিরকালের। সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি জাতির শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সমকালীন সাহিত্য। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের নানা স্থানে টোল, চতুষ্পাঠী ইত্যাদি শিক্ষাদান কেন্দ্র ছিল। এই সমস্ত চতুষ্পাঠী ও টোলে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হোত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া বা নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নবদ্বীপের অনুকরণে রাঢ়ে-বঙ্গে বর্ধিষ্ণু প্রায় সব গ্রামেই বিদ্যায়তন বা টোলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এই তিন জাতিরই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল গুরুমহাশয়দের পাঠশালা। পাঠশালার পাঠ হিসেবে অক্ষর জ্ঞানের সঙ্গে বহুল প্রচলিত শুভঙ্করের আর্যা ও নামতা প্রভৃতি মুখস্থ করতে হ'ত।

মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা ছিল না, তবে কোন কোন গ্রামে পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।[৬] ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' বইতে লিখেছেন, "দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে স্থানে এখনও ডোম ও বাগ্দী পন্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদি পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে।"[৭]

সে যুগে পাঠশালার লেখাপড়া শিক্ষায় পড়ার ব্যাপারটা প্রধান স্থান অধিকার করে নি; লিপি কুশলতার লক্ষ্য থাকত, এবং দৈনন্দিন গৃহকার্য-নির্বাহের জন্য হিসেব শেখাই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল।[৮] কালের পরিবর্তনে শিক্ষা-প্রণালী কিছু পরিবর্তিত হলেও উনবিংশ শতাব্দের গ্রামাঞ্চলে পল্লীতে চৌপাড়ী বা চতুষ্পাঠী বর্তমান ছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা পুথির বিভিন্ন পুষ্পিকাতে টোল-চৌপাড়ীর খবর পাই। এই সমস্ত টোল, চৌপাড়ীতে বসে দিনের পর দিন পুথি লেখা হত। 'হরিশমঙ্গল' পুথির পুষ্পিকাতে রয়েছে,

"ইতি সন ১২৩৩ সন তারীখ ২৯ জৈষ্ঠ্য রোজ সনিবার বেলা ছত্র দন্ড থাকিতে হুপারিয়া* ঘরে বসিয়া পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল।" (পু.ক্র.সং—১২০৮)

১২৪৭ সালেও সমরসাহী পরগণার পুইন-গ্রামে গয়ারাম দে মহাশয়ের যে চৌপাড়ী ছিল তা লিপিকরের বক্তব্যে স্পষ্ট। লিপিকর কৃত্তিবাস দে উক্ত চৌপাড়ীতে বসে পুথি অনুলেখন সমাপ্ত করার কথা জানিয়েছেন। (পু.ক্র.সং—১২৫৪)।

পুষ্পিকাতে লিপিকর, পাঠক, মালিক এঁদের পরিচয়ের সূত্রে শিক্ষার বিচিত্র নজীর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা গদ্যশৈলীর ইতিহাসের পক্ষেও এই পুষ্পিকাগুলি মূল্যবান। এখানে আমাদের আলোচ্য—পুষ্পিকার মাধ্যমে তৎকালীন বাংলা সমাজের শিক্ষার চেহারা কেমন ছিল তার বিচার।

সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সমাজে বিদগ্ধ শ্রেণীর কথাই আমরা মনে করি। কিন্তু বর্তমান সমীক্ষায় একথা সহজেই বলা চলে যে, আগেকার যুগের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যদের মতো কয়েকঘর পন্ডিত আর বুদ্ধিজীবীরাই নন, সাধারণ মানুষের মধ্যেও লেখা-পড়ার চল কোনো অংশে কম ছিল না। পুথিপাঠ, সাহিত্যানুশীলনে কোনো রকম জাত-ধর্মের বিচার ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, 'ধর্মমঙ্গল' রচয়িতা হৃদয়রাম সাউ জাতিতে শুঁড়ি ছিলেন। 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা কেতকদাস ক্ষেমানন্দের জাত-পরিচয় কিছু জানা না গেলেও তাঁর পিতার নাম ছিল শঙ্কর মন্ডল। এঁরা জাতিতে সম্ভবতঃ ছিলেন কৈবর্ত।

সমাজের উঁচু স্তরেই যে কেবল শিক্ষা-দীক্ষা আবদ্ধ ছিল না তা সহজবোধ্য। প্রায় দেড়শো-দুশো বছর আগে বাংলাদেশের রাজা-মহারাজাদের[১০] মতো গোপ, দুলে, সর্দার প্রভৃতি জাতির লোকেরা নিজেরা ব্যয় করে পুথি নকল করাচ্ছেন এরকম দেখতে পাই। (পু.ক্র.সং—১২০৩) পাঠক বা শ্রোতা হিসেবে রাজাদের চেয়ে এঁরা কোন অংশে কম ছিলেন না। শুধুমাত্র ধর্মভয়ে এঁরা পুথি নকল করাতেন, একথা মনে করলে ভুল করা হবে। ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতাবশতঃই শুধু নয়, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দে বাংলাদেশের বিভিন্ন বর্ণ ও বৃত্তিজীবী সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা যে সাহিত্যরসিক ছিলেন তার বহু প্রমাণ রয়েছে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে। যেমন, লোকনাথ দত্তর 'নৈষদ' গ্রন্থ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মাঝি-কায়েৎ, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাদাস সেনের 'দেবযানী উপাখ্যান', রামনারায়ণ গোপ, দ্বিজ ভবানন্দ কর্তৃক অনুদিত 'হরিবংশ' ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাগ্যমন্ত ধূপী প্রভৃতি নিম্ন-বর্ণজাত লোকেরা অনুলেখন করেছেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন নাপিত 'নলদময়ন্তীর কাহিনী' কবিতায় বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর পিতা এবং পিতামহ সাহিত্য জগতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পিতামহ বিখ্যাত কবি হয়েও জীবিকা ত্যাগ করেন নি।[১১] পুষ্পিকার সাক্ষ্যে বলা যায়, শ্রমজীবী বা সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্যে অল্পবিস্তর লেখাপড়া অনেকেই জানতেন। ফলে, পুথি-অনুলেখন এবং পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল সমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। আমাদের তালিকায় দেখি, ১১৯৮ সালে বাঞ্ছারাম দে-কে দিয়ে 'গুরুদক্ষিণা' (পু.ক্র.সং—৮০৬) পুথি নকল করান রাধানগরের মোহনলাল রজক। লম্বোদরপুরের হারাধন রজকের জন্যে ১২৩২ সালে 'তুলসীচরিত্র' (পু.ক্র.সং—৭০৩) নকল করেন রাজবল্লভ দাস বৈদ্য। বিভিন্ন পুথির পাঠক এবং লিপিকর ছিলেন ভৈরব সিংহ ধোবা। মেহেরকুল পরগণার চন্ডীপুর নিবাসী রামনারায়ণ ধূবী ছিলেন ১২০৪ ত্রিপুরাব্দে 'রামায়ণের' লিপিকর। বৃত্তি যেমনই হোক না কেন বড় বড় বৈষ্ণব গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় বা সাহিত্যানুরাগ সমগ্র বাংলায় ছিল।

শুধু রজক নয় ১১০৫ সালে 'রামায়ণ' (পু.ক্র.সং—১২১১) নকল করেছেন কমলাকান্ত নাপিত। ১১৬৬ সালে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' (পু.ক্র.সং—১২৩৯) রাজনারায়ণ ঘোষ লিখে দিয়েছেন রামদেব পরামাণিককে। ১২১১ সালে নারায়ণ পরামাণিক ছিলেন 'মদনমোহন বন্দনা' পুথির (পু.ক্র.সং—১২৭৬) পাঠক। এমনি আরও বহু পুথির অনুরাগী পাঠকের মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন নাপিত, রাধাশ্যাম প্রামাণিক প্রমুখ ব্যক্তিগণ। (পু.ক্র.সং—১২০৭)।

অষ্টাদশ শতকে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের মধ্যে তন্তুবায়, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক জাতীয় ব্যক্তিরা বাণিজ্য ক'রে একদিকে যেমন ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী হতেন তেমনি অন্যদিকে বিদ্যাচর্চা ও গ্রন্থরচনার প্রতিও তাঁরা কেউ কেউ যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন বলা যায়। ১১০৩ সালের একটি পুষ্পিকায় লেখা আছে,"এ পুস্তক শ্রী সৃষ্টিধর তন্তুবায়।" (পু.ক্র.সং—২৮৪)

১১৩৩ সালে মথুরামোহন মজুমদার 'মহাভারত' লেখেন বলাই তাঁতির জন্যে। (পু. ক্র. সং. — ৫৮৯)। 'দ্রৌপদির বস্ত্রহরণ' নকল করেছেন পাঁচু তাঁতির জন্যে ১১৩০ সালে রামকৃষ্ণ সরকার। (পু. ক্র. সং. — ১২৬)। জাহানাবাদ পরগণার বসন্তপুরের আশানন্দ দত্ত ১১৮৬ সালে 'মহাভারত' লিখে দেন দয়ানন্দ তাঁতিকে। (পু. ক্র. সং. — ২৯৬)। মানকরের দুর্গাচিরণ দাস ১১৮৭ সালে 'মহাভারত'-এর ভীষ্মপর্ব নকল করেন, পাঠক নিত্যানন্দ দাস তাঁতি (পু.ক্র.সং—৩৯০)। অর্থাৎ সেকালে অনুবাদ গ্রন্থ পাঠ তথাকথিত নিম্ন-বর্ণের ভিতর বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা যায়। আবার তাঁতির ঘরে বসে পুথি-অনুলেখনের নজিরও দুর্লভ নয়। ১১৮৯ সালে গোবিন্দচন্দ্র দাস বৈদ্যনাথ দাস তন্তুবায়ের ঘরে বসে 'বিষ্ণু-বন্দনা' অনুলেখন করেন। (পু.ক্র.সং—১২৪৫)। একটি পুষ্পিকায় আছে "লিখিতং পঞ্চানন দাস বৈদ্যী, এ পুস্তক আত্মারাম হাঁসি তাতির পাঠ্য...হইল। সন ১০৪৮(মল্লাব্দ) সাল..।। (পু.ক্র. সং—১২০৬)।

শুধু তন্তুবায় নয়, বণিক সমাজের একটি বৃহৎ অংশ লেখা-পড়ার চর্চা করতেন। যেমন, ১১৬১ সালে 'গুরুদক্ষিণা' পুথির লিপিকর সোনাতড়ি অঞ্চলের জয়দেব শর্মা পুস্তক অনুলেখন করেন তাঁর গ্রামের নেহাল স্বর্ণকারের জন্যে। (পু.ক্র.সং—৮০১)। বিশ্বভারতী সংগৃহীত 'সুদামার চরিত্র' ও 'বৈষ্ণব বন্দনা' দুটি পুথির লিপিকর হিসেবে নেহাল স্বর্ণকারের নাম পাই। লিপিকাল একই সনে অর্থাৎ ১১৬১ সালের উল্লেখ দেখে উক্ত নেহাল স্বর্ণকার একই ব্যক্তি মনে করা যায়।

১১৮৫ সালে 'মহাভারতে'র পাঠক হিসেবে পাই সাহাবাজারের ভগীরথ সুবর্ণবণিককে। (পু.ক্র.সং—২৭৯) 'দাতাকর্ণের' পাঠক বিষ্ণুপুর চাকলার পাত্রসাহের সাহেবগঞ্জ অঞ্চলের গুরুচরণ দত্ত গন্ধবণিক। (পু.ক্র.সং—১৩১) বালিগ্রাম-নিবাসী প্রাণবল্লভ দত্ত শঙ্খবণিক 'রামায়ণ' নকল করেছেন ১০১৯ সালে (মল্লাব্দ)। (পু.ক্র.সং—১২১২)। ১২১৩ সালে বায়রা পরগণার বেহালাবাজার অঞ্চলের জগমোহন দাস গন্ধবণিকের জন্যে 'মহাভারত' নকল করেন রামপ্রসাদ ঘোষ। (পু.ক্র.সং—১২৭৯)।

বাংলাদেশের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের মধ্যে কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি বর্ণের অনেকেই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দে পুথি লিখেছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সেকালের তথাকথিত উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা এঁদের পাঠের জন্য পুথি লিখেছেন। পুথি লিখন ও পঠন নিঃসন্দেহে পুণ্যার্জনের লালসা, তবে, ধনী ব্যক্তিরা আর পাঁচটা জিনিসের মতো পুথি সংগ্রহ করেও তৃপ্তি পেতেন। পুষ্পিকার তালিকা থেকে সমাহৃত তথ্যের কিছু কিছু সংকলন করা গেল।

১১২০ সালে 'সুদামা চরিত্র' লিখেছেন কৃষ্ণপ্রসাদ শর্মা হরেকৃষ্ণ কুম্ভকারের জন্যে। (পু.ক্র.সং—৭৭৬)। লাহিরীগঞ্জের গণেশ দাস ১১৫০ সালে গোপাল কুম্ভকারের জন্য লিখেছেন 'রামায়ণ'। (পু.ক্র.সং—২২৭)। 'প্রহ্লাদচরিত্র' গ্রন্থের পুষ্পিকায় দেখি বর্ধমান জেলার সেহারা গ্রামের ত্রিপুরাচরণ দাস মিত্র ১২৫৭ সালে পুথি অনুলেখন করেছেন হুগলী জেলার জাহানাবাদ থানার মিলিকর বেড়ের সনাতন কুম্ভকারের জন্যে। (পু.ক্র.সং—৫৩৬)।

১১৩৭ সালে বেলাপুরের বুধাই কর্মকারকে পুথি লিখে দেন চন্দনপাড়া নিবাসী রামকৃষ্ণ দেবশর্মা। (পু.ক্র.সং—৮২৬)।

১২৩৫ সালে স্বরূপচন্দ্র মুখাজ্যা 'মহাভারত' লিখেছেন নারায়ণ কর্মকারের জন্যে। 'মহাভারতের'

অপর পাঠক রামধন কর্মকার। লিপিকর হরগৌরী দেবশর্ম্মণ। সন ১২৩১ সাল। (পু.ক্র.সং—৭৬৫, ৩৬২)।

এমনি আরও পুথির পাঠকের সংখ্যা অনেক। যেমন এ পুস্তক রামকান্ত যুগী[১২], পুস্তক গঙ্গানারায়ণ কৈবর্ত্তী[১৩], পুথি জনার্দ্দন গায়েনের[১৪], পুস্তক জয়দেব মাঝি[১৫], পুস্তক লক্ষ্মণ খাঁ[১৬], পাঠক কালীচরণ গোপ, ইত্যাদি আরও কত।

পুষ্পিকাতে দেখা যায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মালিক মধুসূদন ডোম। লিপিকর গাজীপুর নিবাসী দুর্গাদাস দাস। (পু.ক্র.সং—১২৮০)।

প্রায় আড়াইশো বছর আগে গ্রন্থানুরাগী পাঠকের তালিকায় দেখি, গদাইচন্দ্র ময়রার জন্যে 'রাধিকামঙ্গল' পুথি নকল করেছেন রাধানগরের মধুসূদন ঠাকুর। (পু.ক্র.সং ১২৮)।

১০৮৩ (মল্লাব্দ) সালে বিষ্ণুপুরের পঞ্চানন্দ মোদক লিখেছেন 'বৃন্দাবন-ধ্যান'। (পু.ক্র.সং—৮৪২।

১৬৮৫ শকাব্দে অনুলিখিত 'রামায়ণ' গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিপিকর ঈশ্বরী দাস নিজেকে 'কৈবর্ত' কুলোদ্ভব' বলে উল্লেখ করেছেন। (পু.ক্র.সং—১২২)।

পুথি যে শুধু হিন্দুরাই লিখতেন এমন নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রতি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মমত্ব ছিল। সুতরাং বাংলা পুথির লিপিকর হিসেবে মুসলমানদেরও নাম পাই। যেমন, কৃত্তিবাসী 'রামায়ণের—সুন্দরাকাণ্ডে'র পুষ্পিকাতে, "শ্রী সাহ মোহাম্মদ শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩১ তারিখ জিলহজ মাহে ২৭ মাঘ।"[১৭] আরও দেখা যায়, কবিচন্দ্রের 'গুরুদক্ষিণা' পুথির পুষ্পিকাতে, "মহামহিম শ্রীযুক্ত রামমোহন পান কস...কাজনঞ্চ আগে আমি মোহাসএর শ্রীচরণা-আশীর্বাদে এজন্য... সেবক শ্রী শেখ রেজাউদ্দীন।" (পু.ক্র.সং—১২৪১)।

বাংলাদেশে বসবাসকারী অবাঙালী ব্যক্তিরাও যে বাংলা পুথির চর্চা করতেন তার পরিচয় রয়েছে কয়েকটি পুষ্পিকাতে। 'হংসদূত' গ্রন্থে লেখা আছে,—

লিখিতং শ্রীবদ্রীনাথ তেওয়ারী।" (পু.ক্র.সং—৭৫৫)।

৭৩৩ নং পুষ্পিকায় লিপিকরের নাম পাই গিরিধারী লাল পাঁড়ে।

পুথি অনুলেখন এবং পঠন দুয়েরই ব্যাপক প্রচলন ছিল নারী সমাজে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে আচার্য বাড়ীর মেয়েরা অনেকেই ভাল রকম শিক্ষা পেতেন।[১৮] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে হটী বিদ্যালঙ্কার, প্রিয়ম্বদাদেবী, বিক্রমপুরের আনন্দময়ী দেবী, কোটালীপাড়ার বৈজয়ন্তীদেবী প্রমুখ সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিতা কয়েকজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। সম্ভ্রান্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বহুকাল পূর্বেই ছিল। পুষ্পিকা সূত্রে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের রাজমহিষী ও রাজকন্যারাও বাংলা পুথি পড়তেন ও লিখতেন তা তাঁদের স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থ থেকে জানা যায়। বিষ্ণুপুর রানী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' পুথিখানি অনুলেখন করেন।

"ইতি শ্রী প্রেমবিলাস গ্রন্থ সম্পূর্ণঃ।।. ।। লিখিতং শ্রী শ্রী ধ্বজামণি পট্ট (পাটরাণী) মহাদেবী।।ইতি।। প্রেমবিলাস গ্রন্থ সমাপ্ত নিত্যানন্দো জন্মজাত্রা দিবসে সুক্লপক্ষে রবিবারে তিয়দসি অন্তি দিবসে প্রেমবিলাস সংপূর্ন্ন হৈলা দুই প্রহর বেলা ইতি।।" (পু.ক্র.সং—১২০৪)।

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েরাও যে লেখাপড়া কিছু কিছু জানতেন তাও পুষ্পিকা থেকে অনুমান করা যায়। যেমন, 'গুরুদক্ষিণা' পুথির পুষ্পিকাতে, "ইতি সন ১২০৯ সাল তারিখ ৬ কার্তিক কৃষ্ণপক্ষ দশমী—এই পুস্তক শ্রীমতি কৃষ্ণমণি দাসি সাকিম বহুবাজার। (পু.ক্র.সং—১২২২)।

ত্রিপুরার মহিলাকূলে বাংলা ভাষার চর্চা বহু প্রাচীন। বিশেষ করে রাজঅন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে শিক্ষিতা

নারীর সংখ্যা স্মরণ করার মতো। ১২৪৪ (ত্রিপুরাব্দ) সালে, অর্থাৎ ১৮৩৪/৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা'র (পু.ক্র.সং—১২৫২) (৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। একটি পুষ্পিকাতে নাম পাই লিপিকর সুভদ্রা বৈষ্ণবী। আগরতলা তাঁর মোকাম। উল্লেখ্য যে মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৯-১৮৫০ খ্রীঃ) ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। সম্ভবতঃ স্থানান্তরের পরেই এই পুথিটি লেখা হয়েছিল। ১৮৩৪/৩৫ খ্রীঃ কলকাতায় কিছু কিছু স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল ঠিকই তবে ত্রিপুরাতেও যে তা আংশিকভাবে হয়েছিল, সুভদ্রা বৈষ্ণবীর দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয়।

কোন কোন পুষ্পিকা পাঠে এমন সব তথ্য পাওয়া যায় যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ১২৫৪ সালে অনুলিখিত 'মোহমুদ্গর পালা'র পুষ্পিকাতে লিপিকর বেচুলাল সিংহ প্রদত্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতার তালপত্রে লেখা-পড়া করার বিষয়টি উদ্দেশ্যপূর্ণ। কারণ দর্শানো হয়েছে দু-চার মাস বাদে সে পুথি লিখবে।

বস্তুতঃ আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক মুদ্রণ প্রভৃতি আসার পরেও প্রাচীন কালের সব কিছু অনেকদিন পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। পুথি লেখার পদ্ধতিটিও সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকবছর চালু ছিল। পুথি লিখতে হলে তদুপোযোগী কিছু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। আলোচ্য লিপিকর বেচুলাল সিংহ জানাচ্ছেন তার ভ্রাতা সেই শিক্ষা বিষয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল। নতুনের পাশাপাশি প্রাচীনের সহাবস্থানের একটি ছবি এখানে পাওয়া যায়। পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ :—

"...লিখিতং শ্রী বেচুলাল শীহবাবু মকাম বদীনাথপুরের নিজ পুব দারি দরজা অসমাপ্ত মহাসঅ শ্রী কুড়রাম মজুমদারের পাঠক মহাসঅের বাটী সাকীম লাঙ্গুলিয়া আমার বাটীতে থাকিয়া পুস্তক সমাপ্ত হইল শ্রী আর এক পাঠক আমার কনেষ্ট ভ্রাতা খেত্রনাথ শীংহ বাবু লিখাপড়া তালপত্রে করিতেছে দুই চারি মাসে পতি পুথি লেখিবেন জ্ঞাতর্থে নিবেদন করিলাম।" (পু.ক্র.সং—১২৫৯) (৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ দিকে অনুলিখিত পুষ্পিকাটি (পু.ক্র.সং—১২৪৮) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লিপিকর বাংলা এবং সংস্কৃত শব্দ সমন্বয়ে পাঠকের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা ব্যক্ত করেছেন। পুথি লিখন ও পঠনে পুণ্যার্জন বা দান এর উদ্দেশ্য ছিল দেখা যায়। পুথি নিরতিশয় শ্রদ্ধার বস্তু বলে পরিগণিত হত। আলোচ্য ক্ষেত্রে লিপিকর গুরুপদে প্রণতি নিবেদন পূর্বক, পুথি পাঠের এমন কতগুলি নিয়ম বা নির্দেশ ব্যক্ত করেছেন, যা সমাজের যে কোনো পাঠকের শিক্ষণীয় বিষয়। পুষ্পিকাতে লিপিকর নামোল্লেখ করেন নি। মন্ডলঘাট পরগণার কুলটীকরী অঞ্চলের শিবরাম দাস কয়াল মহাশয়ের পাঠের জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের আলোচ্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি ১৭২০ শকাব্দে (১২০৫ সন) নকল করা হয়। পুষ্পিকাটি—

"...ইতি সক ১৭২০ সতের সও কুড়ি সন ১২০৫ সাল তারিখ ১৬ আঘন রোজ শুক্রবার ভাগবন্তমিদং পঠনার্থে শ্রী সিবরাম দাস কয়াল।। সাকিম কুলটীকরী।। পরগণে মন্ডলঘাট।। ইহার নিয়ম।। অশ্বান্ত হবেক নাই নির্ব্বিঘ্ন স্থানে রাখিবে।। গ্রন্থ পাঠের স্থানে তবাক খাবা নাস্তী অন্য কথা নাস্তী দীর্ব্বাসিনে বারাম দীবে গ্রন্থ পাট করিতে করিতে পায় হাথ না দীবে পায়ে কাপড় ঢাকা দীয়া বসিবে সাধুসঙ্গ করিয়া বুঝিবে অন্য হৈতে নয় বিনা সাধুসঙ্গে গোচর নহে। এ সব নিয়ম না করিলে উচ্ছন্নভাব ভাল হবেক নাই ইহা সত্য সত্য সত্য।। ইতি।" (পু.ক্র.সং—১২৪৮)।

জনৈক লিপিকর 'বারমাসী সংগ্রহ' গ্রন্থের শেষ পংক্তিতে লিখেছেন,—

"বারমাস লেখা হৈল আর লেখিব কি
পূর্ব্বে ছিল বাঙ্গালা করিলাম আরবী।"

লিপিকর বাংলা হরফে লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে আরবী হরফে প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছেন। এখানে লিপিকরের উক্তিতে সেকালে আরবী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোত এবং লিপিকর দুটি ভাষাতেই পারদর্শী

ছিলেন বোঝা যায়। অবশ্য বাঙালী মুসলমানদের অনেকেই আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কারণ আরবী ছিল তাঁদের ধর্মের ভাষা।

পুষ্পিকার লিপিকরগণ প্রায়ই স্বীয় জ্ঞানহীনতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে শ্লোক উদ্ধার বা অনুবাদ ভিত্তিক পয়ার রচনা করেছেন। পাঠকদের ওপর শুদ্ধ করে নেবার দায়িত্ব দিতে ভুল করেন নি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় লিপিকরদের রেফ (´) ব্যবহারের দিকে বেশী ঝোঁক ছিল; শুদ্ধ-কে শুর্দ্ধ, অক্ষরকে অর্ক্ষর, জগন্নাথকে জগর্ন্নাথ, যুদ্ধকে যুর্দ্ধ ইত্যাদি বানানে এঁরা যেন বেশী অভ্যস্ত ছিলেন। আবার কোথাও কোথাও (´) চিহ্নটি শব্দের মাত্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এমনও ধারণা করা যায়।

কোথাও বা লিপিকর নিজের অজ্ঞানতা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। যেমন,—

"আমি মুর্খ অকিঞ্চন সাস্ত্র নাহি জানি।
পুস্তক পড়িব জে কহিব যুদ্ধ বানি।।
ভারত লিখিবার সভার সাধ্য নয়।
সমস্ত সুজ্ঞান হইলে পুথি যুদ্ধ হয়।।" (পু.ক্র.সং—১২১৭)।

পুথির চেয়ে পুষ্পিকার মূল্য বা আকর্ষণ যে কোনো অংশে কম নয়, তা এই সমস্ত আলোচনা থেকেই অনুমান করা যায়।

।। ধর্ম ।।

প্রাচীনকাল থেকে অতি আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলার জনমানসে ঠাকুর-দেবতার প্রভাব ব্যাপকভাবে সক্রিয়। ব্যাবহারিক জীবনে উপাস্য দেবতার পূজাই প্রধান; সেই সঙ্গে ব্রত-পার্বণ, ধর্মীয় নানা আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবাদি লেগেই আছে। কথায় বলে 'বার মাসে তের পার্বণ'। মধ্যযুগীয় সমাজে এই সমস্ত ব্রত-পার্বণের প্রতি সাধারণ মানুষের ঝোঁক ছিল প্রবল। যদিও গ্রাম বাংলার বর্তমান সমাজ এই ধারা থেকে মুক্ত নয়। ধর্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, ভক্তি, শ্রদ্ধা বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনাচারের অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ঘরে ঘরে। ফলে, সমাজ-সংস্কৃতিতে ধর্মের অন্তরঙ্গ আধিপত্য বহু পুরাতন।

ধর্মকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য, সমাজ, শিল্পাদি। আবার সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক মতামত, ধর্মীয় আচার-আচরণ, বিভিন্ন পূজা পদ্ধতি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ইত্যাদি গ্রন্থেও ধর্মীয় চেতনা এবং ভাবের প্রকাশ। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থ, মঙ্গলকাব্য, পদাবলী সাহিত্য, এমনকি লৌকিক গাথা-কাব্য-ছড়া অর্থাৎ তৎকালীন প্রায় সমস্ত গ্রন্থই বিষয়গতভাবে ধর্ম সম্পৃক্ত বা ধর্মভাবের দ্বারা আপ্লুত।

আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলা পুথির 'পুষ্পিকা' বিচারে লিপিকরদের আত্মকথনে ধর্মীয় চেতনা বোধের উপকরণ-সংগ্রহ।

পুথি-অনুলেখন বৃত্তি হিসেবে গৃহীত হলেও, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সাধনার জন্য সেকালে ঘরে ঘরে পুথি রাখা ছিল অপরিহার্য। সাধারণ বাঙ্গালীর নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনাচারের ভেতর দিয়ে পুথি পঠন বা লিখন ধর্মীয় চেতনাবোধের পরিচায়করূপে গণ্য হ'ত। যেমন,

"হরিধ্বনি বল ভাই তরিবে সংসারে।
এই পুথি লিখিবেক সে বৈকুণ্ঠ পাইবে;
এই কথা য়ুনে ভাই সর্গ্গকে জাইবে।" (পু.ক্র.সং—১৩০৫)।

১১৪১ মঘি সনে (১৭৭৫-৭৬ খ্রীঃ) লিপিকৃত 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' গ্রন্থে পাই—

"যদি কৃষ্ণপদে ভক্তিমতি চ পদপঙ্কজে।
বিষম দুর্গমে ঘোরে কা চিন্তা মরণে রণে।" (পু.ক্র.সং—১২৮৯)।

কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'-এর শেষ ছত্রে লিপিকর বলেছেন:—

"অদাতা বংসদোসেনঃ সঙ্গদোসেন দুষ্টতাঃ দারিদ্রতা কর্ম্মদোসেনঃ পিত্রদোসেন মুখতা।।" (পু.ক্র.সং—১৩৬০)।

নরোত্তম দাস বিরচিত 'ভক্তি উদ্দীপন' গ্রন্থে পাই,—

"বিনা ধনেন সংসার নয়নেন বিনাবপু ধিয়া বিনু বৃথা জর্ম্ম (জন্ম) বিনা কৃষ্ণেন জিবনং।। জিবনং বিষ্ণুভক্তঞ্চ বরম পঞ্চ দিনানিচ অপীর্বযু সহস্রানি ভক্তি হিনঞ্চ কেষবে।। জেসাং শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণ সময়ে ভক্তি মাত্রং বিলোক্যঃ স্তেসাং জন্মস্য ধন্যং সকল ভুবনেং সত্যং বাক্যং ব্রুনোমি। রোদন্তি সর্ব্ব পাপংচুত সৎ কথনে মুর্চ্ছিতা ব্যাকুলেন হাহাকৃত্বাচ গত্মা বিপথগমনে শুদ্ধিতা ভর্যুবালী।। শ্রীমতী জসোদা যুত পদ কমলে নাস্তি ভক্তি পুরানাং জেসাং মাভির বন্যা প্রিষগুণে নানু রক্তা বসন্ধা জেসাং শ্রীকৃষ্ণগুণ কথনে নৈবকর্ন্ত ধিকতাং ২ ধিকতি ২ কির্ত্তনন্ত মৃদঙ্গ।। লাভ স্থেসাং জয়স্থেসাং কৃতস্তেসা পরাভবে জেসামিন্দ্রিবরষ্যাস হ্রিদয়স্ত জনার্দন।।" (পু.ক্র.সং—১১৪৩)

১১৮৮ সালে অনুলিখিত 'চৈতন্যভাগবত' পুথির শেষে বাতিকার গ্রাম নিবাসী হরিচরণ দাস লিখেছেন,—

"জয়রে জয়রে গোরা শ্রীসচিনন্দন মঙ্গল গটন সুঠাম।
...মঙ্গল শ্রীবাস রামানন্দ মুকুন্দ বাসু গুনগান।।
দাং দৃমিকি দৃমিকি...মন্দিরা বসান।
সত্থ করতাল ঘন্টরি বর ভেল মিলিল পদতলে তাল।।
কেহু কেহু দেই সুগন্ধে চন্দন কেহু দেই ম...
কেহু কেহু বলে জানকিবল্লভ রাধার পৃয় পা চরাণ।
নয়নানন্দের মনে আন নাহিক জানে আমার গদাধরের প্রাণ।।" (পু.ক্র.সং—১৩২৫)।

সংগৃহীত এমনি আরও বহু পুথির পুষ্পিকাংশে লিপিকরের কবিত্ব বা পদকর্তাদের উদ্ধৃতিতে ভক্তিভাবের প্রকাশ রয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যগুলি এক বিশেষ সম্পদ। দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করে অথবা বদান্য ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠপোষকতায় মঙ্গলকাব্য তথা লোকসাহিত্য রচনার রীতি সমাজে বহুদিন চলেছিল। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন-সিদ্ধি ও বিপদ্‌মুক্তির দেবতা। মুসলমান আমলে হিন্দুদের মধ্যে এই সব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা সবিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সে যুগের বাঙালী সমাজের আলেখ্য প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখা যায়।

মনসামঙ্গলকাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী মনসা দেবীর ঐতিহ্য খুব প্রাচীন। মনসার পূজা করলে সাপের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে লোকের বিশ্বাস। মনসার বন্দনা-গান বাঙালীর ঘরে ঘরে আজও শোনা যায়। পুথি-রচনায় কবিরা যেমন কাব্যের সূচনায় দেবী বন্দনা করেছেন, তেমনি পুথির পুষ্পিকা অংশে লিপিকরগণও অনুরূপ মনের আবেগ, বিশ্বাস ও ভক্তি নিবেদন করেছেন। যেমন, ১১২২ সালে অনুলিখিত 'পদ্মপুরাণ' পুথির পুষ্পিকাতে আছে,—

"ফণিফণমণি-মন ভূমিসির মস্তে বিসধর কঙ্কণ হস্তে বহুজনজনিত জয়ধ্বনি শব্দে ভগবতি বিসহরি

দেবী নমস্তে। পদ্মোদ্ভবা নাগমাতা সুরসা হংসবাহিনী। আন না ভবতি মাত্রেণ সন্তুষ্টা বরদা ভব। অস্তিকস্য মুনিঃ মাতা ভগীনি বাসুকি বরে জরৎকার মুনিপত্নী মনসা দেবী নমস্তে।"

(পু.ক্র.সং—১২৮৭)।

১২৬৯ সালে অর্থাৎ প্রায় দেড়শত বৎসর পরে ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' পুথির লিপিকরও অনুরূপ উক্তিতে দেবী মনসাকে স্মরণ করেছেন। এই উক্তি আধুনিক কালের হলেও প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করছে।

"আস্তিকষ্য মণিমাতা ভগ্নি বাসুকিস্থতা
জরৎকার মুনিপত্নি মনসাদেবী নমস্তুতে।" (পু.ক্র.সং—১৩০৬)।

লিপিকরদের সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের বিচার আমাদের আলোচ্য নয়, সেকালের সাধারণ বাঙালী-মানসে মনসার উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন-পূর্বক গ্রন্থপাঠ শুরু এবং শেষ প্রাচীন ধর্মীয় রীতি হিসেবেও বিবেচিত হ'ত।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক্ অনুবাদ-সাহিত্য। সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শকে সর্বসাধারণে পরিব্যাপ্ত করাই ছিল এই সমস্ত সংস্কৃত পুরাণ মহাকাব্য অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য। রামায়ণের প্রধান নায়ক শ্রীরামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতাররূপে, মুক্তিদাতারূপে ভারতের বহুস্থানে লক্ষ লক্ষ লোক উপাসনা করে থাকেন। রামচন্দ্রের পুণ্য লীলাকাহিনীর কোনো কোনো অংশ ভক্তিপূর্ণ চিত্তে হিন্দু-গৃহে প্রত্যহ পাঠ ও শ্রবণের কথা আজও শোনা যায়। সত্যনিষ্ঠার জীবন্ত দৃষ্টান্ত মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের লোকোত্তর জীবনে বিকশিত মহত্ত্ব, পবিত্রতা ও ধর্মভাবের আদর্শকে এবং সুগভীর ধর্মভাবকে আত্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রতিদিন সাধনা ও অভ্যাস বাঙালীর সহজাত বৈশিষ্ট্য। বাংলা পুথির পুষ্পিকাতে লিপিকরের উক্তিতে রামনামের সুফল, শ্রীরামের পাদ-বন্দনা রয়েছে। ১২১০ সালে অনুলিখিত গ্রন্থের একটিতে 'রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ' পর্বে লিপিকর শ্রীরামের পাদবন্দনায় বলেছেন,—

"শ্রীরামের পদে মোর সহস্র প্রণাম।
তাহার চন্দ্র পদ ছায়া দেঅ ভগবান।।
তোমার মহিমা প্রভু কি বলিতে পারি।
মুরমতি তোমার চরণ মাত্র ভাবি।।
তুমি না তরালে প্রভু কে তরাবে আর।
পতিতেরে না তরালে লোকে উপহাষ।
জ্ঞান মান ভরিবেক তোমার আভাস।।" (পু.ক্র.সং—১২৮৬)।

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' এবং বাল্মীকির 'রামায়ণ' গ্রন্থ দুখানিতেও লিপিকরের হাতে অনুরূপ রামনামের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লিপিকর হরগোবিন্দ দাস বৈরাগী চিরকাল রামের পাদসেবা করার বাসনা জ্ঞাপন করেছেন। অন্যদিকে বাল্মীকির রামায়ণের লিপিকর গঙ্গাগোবিন্দ বর্ধন মহাশয় জন্মান্তরে গোঁসাই হবার জন্যে রামের নিকট প্রার্থনা করেছেন। (পু. ক্র. সং. — ৮৭৫, ৮৭৯)।

কেবলমাত্র ধর্মের প্রতি দুর্বলতা বশতঃই যে পুথির রচয়িতা বা লিপিকরের উক্তিতে ভক্তিভাবের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে, তা নয়। একদিকে পুথির বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা; অন্যদিকে, নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ইষ্টদেবতার নির্বাচনে ধর্মসাধনা করার অধিকার সকলেরই আছে। পুষ্পিকাংশে এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিফলন স্বাভাবিক। জনৈক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লিপিকর বলেছেন,—

"শ্রীগুরু পাদপদ্ম মনেত ভাবিয়া।
লিখিল যে এই গ্রন্থ আনন্দিত হৈআ।।

বৈষ্ণব পদে মন রহুক অনুক্ষণ।
সভার চরণে এই করি নিবেদন।।" (পু.ক্র.সং—১৩২৮)।

মুসলমান সমাজেও এই ধারা যে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান ছিল তার নিদর্শন স্বরূপ বলা যায়, আলাউল-বিরচিত 'তোহফা' গ্রন্থে লিপিকর আচমত আলী লিখেছেন,—

"শ্রীছৈদ ওয়াশীল পর উপকারী।
সদা মন ধ্যানে তান ধর্ম কর্ম করি।।
তান আজ্ঞা পাই জন্য হিন আচমত আলী।
প্রিতিবাসী ইলসাবাসী লেখিল পাঞ্চালি।।" (পু.ক্র.সং ১২৯১)।

ভিন্ন ভিন্ন রুচি বা সংস্কার, বিশ্বাস এবং প্রবৃত্তির পার্থক্য বাহ্যতঃ সৃষ্ট হলেও কতকগুলি ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বজাতীয় জনমনের ভিতরে একটা আশ্চর্য মতৈক্য ভগবতৎচেতনায় লক্ষ্য করা যায়। নানারূপে বিভিন্ন ধর্মমতের এই অপূর্ব সমন্বয় আমাদের দেশের ধর্মজীবনের একটি বৈশিষ্ট্য।

মূল বিষয় থেকে অসম্পৃক্ত পুথির এই অংশে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ বিভিন্নভাবে হয়েছে। এখানে একটি পুষ্পিকাতে দেখি, দুর্গাপূজা বিষয়ে মন্তব্য বা সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। ১২৩০ অমলি সনে (এখানে অমলি বঙ্গাব্দের নামান্তর) অনুলিখিত মহাভারতের সভাপর্বে দেখা যায় উড়িষ্যা প্রদেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথজীর মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজা এবং বিমলাঠাকুরাণের পূজা-বিধানের মতপার্থক্য সর্বসমক্ষে তুলে ধরাই লিপিকরের উদ্দেশ্য। পুষ্পিকাসূত্রে দেখা যায়, শ্রীশ্রী জগন্নাথজীর মন্দিরে নদীয়া এবং কাশীর পণ্ডিতদের মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে বাঙালী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ দুই শ্রেণীর লোকেরাই উক্তমত কার্তিক মাসে দুর্গাপূজা করেছেন। অন্যদিকে বিমলা ঠাকুরাণের পূজা দো-আশ্বিনীর বিধান না মেনে পূর্ব প্রথানুযায়ী আশ্বিন মাসের ১৬ দিন পুজো করে দশেরা (বিসর্জন) করা হয়েছে। লিপিকর নাম-ধাম বা পরিচয় জ্ঞাত করেন নি। কিন্তু আলোচ্য কর্মে উক্ত সংবাদ লিপিকরের মনে প্রাধান্য পেয়েছিল।

পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ:—

"ইতি শ্রীমহাভারত সভাপর্ব্ব সমাপ্ত ।। [৫৫খ ইতি

তাং ২ হিমাহ আশ্বীন রোজ শুক্রবার সন ১২ স ৩০ অমলি তিথৌ পঞ্চমি এ পুস্তক সম্পূর্ন্ন হৈলা।। এই সম্বৎসরে দো আশ্বিনি হৈবাতে শ্রী শ্রী দুর্গোৎসব কাশি ও নদিয়ার পণ্ডিতদের বেবস্থা অনুসারে বংদেশি ব্রাহ্মণ ও কায়স্ত সকলে কার্ত্তিক মাসে পূজা করিলেন উড়িশ্যা দেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথজির শ্রীমন্দিরে।। শ্রী বিমলা ঠাকুরানের পূজা দো আশ্বিনির বিধান না মানিএগ্রা।। পূর্ব্বানুসারে আশ্বিন মাসে ১৬ দিন পূজা করিয়া দশেরা করিলেন।। এ পুস্তক খোরদা মোকামে শ্রীল শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের বাসায় লিখি সম্পূর্ণ করিলাম।। শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি।।" (পু.ক্র.সং—১২৯৯)

পৌরাণিক বিধানমতে অনুষ্ঠিত এই পূজা বহু প্রাচীন। প্রাচীনকালে আশ্বিন ও কার্তিক মাসদ্বয়ই শরৎ ঋতু বলে পরিচিত ছিল। দেশান্তরভেদে দুর্গাপূজা বা নবরাত্রের ব্রত বলে শরৎকালের এই পূজা ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত। যে দেশে দেবী যে নামে পরিচিতা, সে দেশে দেবীর উৎসব সেই নামেই হয়ে থাকে।

কাশীতে অন্নপূর্ণা চক্রমধ্যে বা দুর্গাবাড়ীর আয়তনের ভিতর বসবাসকারী সকলেই দেবী-মন্দিরে পূজা পাঠিয়ে দেন। নিজ বাড়ীতে ঘটও কেউ স্থাপন করেন না। মহাশক্তির মহাপীঠস্থানে তন্ত্রের বিধানমতে স্বতন্ত্রভাবে মায়ের বোধন, মায়ের পূজা হয় না বলে স্মরণাতীত কাল থেকেই এভাবে শারদার্চনা হয়ে আসছে।[১১]

দুর্গা বা চণ্ডী পূজার প্রচলন ভারতে বহুকাল আগে থেকেই। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে থেকে শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালীর প্রধান সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছিল।[২০] আমাদের বাংলাদেশে মাটিতে গড়া দুর্গা-প্রতিমা চতুর্ভুজা, দশভূজা, কিম্বা অষ্টভূজা হ'ত। বাংলাদেশে স্বচ্ছল গৃহস্থ মাত্রেই একসময় দুর্গোৎসব করতেন। পুরুষানুক্রমে চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এই পূজা হ'ত। 'চৈতন্যভাগবতে' বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,—

"মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্ব ঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে।।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই যে দুর্গাপূজা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিজ বংশীদাস-বিরচিত 'পদ্মপুরাণ' পুথির লিপিকর এবং পুস্তকের অধিকারী যুগলকিশোর দাস পুষ্পিকাতে বলেছেন, ১২৩৮ সালের দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী তিথিতে তিনি পুথি অনুলেখনের কাজটি সমাপ্ত করেছেন। পূজা উৎসবটি তাঁর নিজের বাড়ীতেই হয়েছিল। ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার রৌহা গ্রামে তাঁর নিবাস। তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁর নিজ বাড়ীতে আয়োজিত শারদোৎসবে মায়ের দশভূজা মূর্তি দর্শনে তাঁর মন তৃপ্ত হয়েছিল। বহু আত্মীয়, স্বজন-পরিজনের আগমনে পূজাবাড়ীতে এক রমণীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। মাতৃ-পূজার এই বিশেষ দিনে পুথি-সমাপ্তি স্বভাবতঃই লিপিকরের মনকে তৃপ্ত এবং ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রেখেছিল বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শারদোৎসব একটি লোকপ্রিয় অনুষ্ঠান হিসেবে পালিত হত। এই বর্ণনা আধুনিক হলেও প্রাচীন ঐতিহ্য বহনের ইংগিত নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট। লিপিকর দুর্গাপূজা উৎসবের বর্ণনায় বলেছেন,—

" ইতি পর্দ্দ পুরাণ পুস্তক সমাপ্ত।। সকিয় পুস্তক শ্রী যুগল কিসোর রায়। বাড়ি মোকাম রৌহা।... য়াশ্বীনের ২৮ তারিখ গুরুবার হএ। মহা জে সপ্তমী করি সর্ব লুকে কয়।। সেহি দিন পুথি সাঙ্গ তিন প্রহর গতে। বহু লুক আসিছিল পূজার বাড়ীতে।। হেনই সময়ে পুথি হইলেক সাঙ্গ। দশভূজা দেখি মনে হইলেক রঙ্গ।। সনেতে সন ১২৩৮ সন। ...সকাব্দা ১৭৫০ শাক সমাপ্ত।।" (পু.ক্র.সং—৯৮৩।

পুথি অনুলেখনের স্থান নির্বাচনেও কোথাও কোথাও ধর্মের প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হয়। বাঙালী মানসে ধর্মের প্রতি স্বাভাবিক মোহ বা দুর্বলতা বশতঃই সম্ভবতঃ পুথি অনুলেখনের ক্ষেত্র হিসাবেও ধর্মচর্চার কেন্দ্র বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রন্থের বেলাতে অবশ্য তা নয়। পূর্বোক্ত পর্যায়ের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, গোয়াল ঘরের মাচা থেকে শুরু করে বাঙ্গালা ঘর, বৈঠকখানা বা দহলিজ, মুদিখানা, পাঠশালা বা চৌপাড়ি এমনকি নৌকাতে বসেও পুথি লেখা হয়েছে। কোনো কোনো পুষ্পিকাতে পাই— দৌলতপুরের শ্রীশ্রী দেবত্তর জায়গায় বসিয়া,[২১] শ্রীশ্রী নাটমেলাতে সমাপ্ত,[২২] শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীতে,[২৩] চণ্ডীপুরের বৈষ্ণব টোলার আম্রতলাতে[২৪] বসিয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া, চণ্ডীমণ্ডপে বসে একাধিক পুথি অনুলেখনের কথা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ গৃহস্বামীর শারদোৎসবের জন্য চণ্ডীমণ্ডপ নির্মিত হলেও প্রায় সর্বত্রই জনসাধারণের মিলন-মন্দির রূপে তা ব্যবহার করা হ'ত। এই স্থানে নানা ধরনের কাজও যেমন হ'ত তেমনি পুথি লিখনও ছিল তার অন্যতম।

সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী মানসে জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের ছিল অগাধ বিশ্বাস। যাত্রা, বিবাহাদি ব্যাপারে যেমন শুভদিন দেখা হ'ত, তেমনি পুথি-রচনার ক্ষেত্রেও শুভদিন বা শুভক্ষণ দেখে গ্রন্থারম্ভ ও সমাপ্তির প্রতি লিপিকরদের ঝোঁক ছিল। বর্তমানেও ভারতীয়দের মধ্যে এই রীতি বা সংস্কার প্রচলিত আছে। পুষ্পিকাতে দেখা যায়, বিশেষ কোন ধর্মীয় উৎসব বা অনুষ্ঠানের দিনে পুথি সমাপ্তির উল্লেখ রয়েছে। যেমন,

(ক) 'শকাব্দ সন ১১৮৬ শাল তাং ২০ ভাদ্র রোজ শুক্রবার নন্দ উচ্ছবের শএঞ্জমের (সংযমের)

দিনে সমাপ্ত।' (পু.ক্র.সং—১৩১২)।

(খ) লিখিতং শ্রী দুলাল দেবশর্ম্মা।। মাহ আসাড় সুক্রবার রথযাত্রা দিবসে এক প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত।। মোকামো গোর্ন্নাসে জন্দি।। শকাব্দা ১৬৭২।। শ্রী শ্রী হরি।" (পু.ক্র.সং—১৩১৭)।

ধর্ম সাধনায় হিন্দুদের অনুভূতিশীল মন সর্বদা সক্রিয়। ভারতীয় ধর্মসাধনার তীর্থকেন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনে সেকালে নদীপথে নৌকা করে যাতায়াতের উল্লেখ রয়েছে পুষ্পিকাতে। নাজিরপুর নিবাসী রামলোচন অধিকারী মহাশয় বৈষ্ণব-ভক্ত ছিলেন একথা সহজেই অনুমেয়। তিনি ১২৩৭ সালের ৯ই ভাদ্র বৃন্দাবন থেকে দেশে ফেরার কালে উজানগঙ্গায় নৌকাতে বসে পুথিখানি অনুলিখন করেন। ধর্মের প্রতি তাঁর মন অনুরক্ত ছিল। ফলে বৃন্দাবনের স্মৃতিতে তাঁর মন আচ্ছন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। নৌকাতে বসে সম্ভবতঃ সেই স্মৃতি-রোমন্থন করেছিলেন এবং মানসিক তৃপ্তি লাভের বাসনায় লিপিকর মহাশয় সেই সময়ে কৃষ্ণদাস বিরচিত 'বৃন্দাবন বর্ণনা ও ধ্যান' নামীয় পুথি অনুলিখন করেন। পুথিখানি স্বরূপচন্দ্র সাহার পঠনার্থে লেখা হয়। সেকালে যত্রতত্র পুথি অনুলিখনের নজির হিসেবেও পুষ্পিকাটি মূল্যবান। আরও বলা যায়, ধর্মকর্মের নিমিত্তে, পুণ্যার্জনের আকাঙ্খায় সেকালে শ্রীবৃন্দাবন পরিদর্শনের ঝোঁক ঘরে ঘরে ছিল। গার্হস্থ্য-জীবনে ধর্মচিন্তা বা ধর্মসাধনার সঙ্গে তীর্থ-পরিদর্শনে ভগবৎ কৃপালাভের চেতনা বাঙালী মানসকে যুগ যুগ ধরে অভিভূত করে রেখেছে। এই ধারা বিংশ শতাব্দেও অবলুপ্ত নয়। পুষ্পিকাটি উদ্ধৃত করা গেল,—

"ইতি বৃন্দাবন ধ্যান সংপূর্ন্ন। স্বাক্ষর শ্রীরামলোচন দেবশর্ম্মাধিকারী। সাকিনে নাজিরপুর পরগণে তরফ...। সন ১২৩৭ সালে ৯ ভাদ্র লিখা শ্রী বৃন্দাবন হইতে দেশে আইসার কালে নৌকার পর পাটনার ওজান গঙ্গাজিও মধ্যে লিখা জাএ।। পুস্তক শ্রীস্বরূপচন্দ্র সাহার পাটার্থে।।" (পু.ক্র.সং—১৩৬৩)।

জনৈক কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব লিপিকর গুরুপদে প্রণতি নিবেদন-পূর্বক পারিবারিক মঙ্গলকামনায় সব দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়েছেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের পুষ্পিকাতে রয়েছে,

"শ্রী গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব গোসাঞীর্ত্তো নমঃ নমঃ।।
স্বপরিবারের সহিতে সর্ব্ব দেব র্তো নমঃ নমঃ।। (পু.ক্র.সং—১৩৬৭)।

পরিবারের কর্তা হিসাবে লিপিকরের আচরণ স্বাভাবিক। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বা ভোগ বিলাসের কথা অথবা নিজের বিষয় চিন্তা না করে প্রথমে পরিবারের তারপর গোত্র ও সবশেষে স্বীয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা বা জীবন-যাপন হিন্দু সমাজে প্রত্যেক পুরুষ বা নারীর আদর্শ। এখানে পরিবারস্থ প্রত্যেকটি প্রাণীর কল্যাণচিন্তা তাঁর অবচেতন মনে প্রচ্ছন্ন ছিল। লিপিকরের অন্তরের সেই সুপ্ত চেতনার বাহ্যিক প্রকাশ আমরা দেখি পুথির অনুলিখিত অংশে।

'অর্জুন সংবাদ' গ্রন্থের পুথির লিপিকর আধ্যাত্মিক আদর্শজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেছেন। হিন্দুগণ শ্রীকৃষ্ণকে অপার্থিব প্রেমের সর্বভাবময় ভগবান বলে মনে করেন। এই অপার্থিব প্রেমের আদর্শকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণের নিকট তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরাবতার, মানুষের মুক্তিদাতা। জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান-চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, বিশ্বাস ও তাঁর পূজাই বৈকুণ্ঠলাভের উপায়—এ ধারণার পরিচয় রয়েছে জনৈক লিপিকরের নিম্নলিখিত অভিব্যক্তিতে।

"সংক্ষেপে কহিলাম অর্জ্জুন সংবাদ।
এ সকল দোষ কিছু না লবে অপরাধ।।
গতি কৃষ্ণ মতি কৃষ্ণ গতি বৃন্দাবনে।
জীবন মরণে কৃষ্ণ বলহ বদনে।।

রাধাকৃষ্ণ ভজ মন জন্মি এ পৃথিবীতে।
পার্থ সব সমান হইয়া চলে বৈকুণ্ঠেতে।।
জন্মে জন্মে আমি হরি আশা করি।
বদন বলিয়া সভে বল হরি হরি।।" (পু.ক্র.সং—১৩৪৫)।

বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ — 'ক্রমদীশ্বর' পুথির পুষ্পিকাতে আছে,

"উল্লাসনিক মহামহোপাধ্যায় গোয়ীচন্দ্র বিরচিতায়াং টীকায়াং ষষ্ঠ সুবন্ত পাদঃ সমাপ্ত।। ইতি বন্দ্যোঘটীয় শ্রী বামনদেব শর্ম্মণ সরাক্ষ...পুস্তকঞ্চ।। শকাব্দা ১৭২৮ সন ১২১৩ সাল তারিখ ৪ জ্যৈষ্টী রোজ শুক্রবার যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো দোস নাস্তিক ভীমস্যাপী রণেভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম।। নিবাস শ্রী ভাগিরথি সমীপে শ্রীমদ্গোপীনাথ যত্র বিরায়তে নিবাস কলসা গ্রামে বি... স্থানে। ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠ পুস্তক শ্রী কৃষ্ণমোহন ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্যের ইতি— (পু. ক্র. সং. — ১৬৯৭)।

আলোচ্য পুথির লিপিকর বামন দেবশর্মন তাঁর বাসভূমি কলসা গ্রাম বলেছেন। এই কলসা গ্রাম বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। এখানে লিপিকর আরও উল্লেখ করেছেন 'শ্রীমদ্গোপীনাথ যত্র বিরায়তে (বিরাজতে) নিবাস কলসা গ্রামে।' এখানে উল্লেখ করা যায় অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের মন্দির (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে চৈতন্য-সহচর গোবিন্দ ঘোষ কর্তৃক স্থাপিত) আলোচ্য সময়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল এবং অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী স্থানের লোকেরা গোপীনাথের উল্লেখ করে নিজেদের বাসস্থানের পরিচয় দিতেন। কাশীরাম দাসের অনুজ গদাধর দাস তাঁর 'জগন্নাথ মঙ্গলে' (রচনাকাল ১৬৪২ খ্রীঃ) লিখেছেন যে তাঁর পিতৃভূমি ছিল 'অগ্রদ্বীপ' গোপীনাথ রায় পদতলে। আলোচ্য পুথির লিপিকর বামন দেবশর্মণও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন দেখা যায়।

বাংলা পুথির পুষ্পিকা বিচারে সে যুগের সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সত্ত্বেও বাঙালীর মনন এবং চিন্তায় পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর প্রতি ভক্তিভাবের আদর্শ বিশেষভাবেই বিদ্যমান। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপথ, মতবাদ বা স্ব স্ব ইষ্টদেবতার উপাসনায় মূলতঃ ধর্মসংগত আচরণ বা ধার্মিকতার সুস্পষ্ট আলেখ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নির্দেশিকা

১। ৯৭৮ নং পুষ্পিকা
২। ৯৯৫ নং পুষ্পিকা
৩। ৯৯৭ নং পুষ্পিকা
৪। আ.বা.প.—সম্পাদকীয়, ২৩ শে নভেম্বর, ১৯৭৭, পৃ. ৪
৫। বাটী ও বাড়ী প্রসঙ্গে লিপিকরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈংগিত রয়েছে। এখানে দেখা যায়, সেকালের লেখকের বাংলা রচনায় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ প্রয়োগ পরিত্যাগ করে ভাষা-শৈলীর প্রতি সজ্ঞান অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপের প্রচেষ্টা।
৬। ভা. শি. ই.—পৃ. ১৭
৭। পৃ. ৪৩
৮। মু. যু. বাং ওবা, পৃ. ৪৫৬

৯। ছপারিয়া—চৌপাড়ী—চতুষ্পাঠী।

১০। বিষ্ণুপুরের মহারাজা 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের অধিকারী বলে পুষ্পিকাতে উল্লেখ রয়েছে। (পু.ক্র.সং—৮৮) ত্রিপুরার মহারাজ ধর্মমাণিক্যের আদেশে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে মহাভারত, প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের আদেশে 'উৎকল খন্ড', 'যাত্রাকরনিধি', মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের আজ্ঞায় 'বৃহন্নারদীয় পুরাণের' বঙ্গানুবাদ হয়। (ত্রি.ব.প, রবি—২য় বর্ষ, ১ম সং ১৩৩৫ ত্রিং, পৃঃ ২২-২৩) তালিকাভুক্ত পুষ্পিকাতে মহারাজ রাজধর মাণিক্য (পু.ক্র.সং—৮৭৯), মহারাজ দুর্গামাণিক্য (পু.ক্র.সং—৮৭৫), মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য (পু.ক্র.সং—৮৭৮), গঙ্গাধর মাণিক্য (পু.ক্র.সং—২০৫) উল্লেখ পাই পুথির মালিক হিসেবে।

১১। History of Bengal Subah, vol. 1., 1936, p-7-9, Kali Kinkar Dutta.

১২-১৭। পু.ক্র.সং— ১২২৫, ৮১৬, ১২১০, ১২১৬, ১৮২. ১৮৬।

১৮। বা. পু. পু. বি. সা, ১৯৫৬, পৃ. ২১৭

১৯। ম.যু.বা.ও.বা—পৃ. ৪৪

২০। দ্র. দুর্গাপূজার বোধন, শ্রী যোগেশ চন্দ্র দেববর্মা, কায়স্থ সমাজ. ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩১, পৃ. ২৭২-৭৩।

২১। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত বৃহস্পতি মিশ্রের "স্মৃতিরত্নহার" থেকে জানা যায় যে সে সময়ে দুর্গাপূজা (শারদীয়া) হত। অতএব এই পূজা অন্তত আরও একশো বছর আগেই শুরু হয়েছিল।

২২-২৪। পু.ক্র.সং—৫৩৬, ৫৮৮, ১৩১১

চতুর্থ অধ্যায়

।। মনস্তাত্ত্বিক আলোক-সম্পাত ।।

জীবনের বিভিন্ন দিকে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। তার ভালো লাগা, মন্দ লাগা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, দাম্পত্য জীবন, ঘর-গৃহস্থালী—সমস্তই তার চিন্তা এবং কাজে জড়িয়ে আছে। ব্যক্তি-বিশেষের এই বোধ, বিবেচনা, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, সংকল্প, বাসনা, কল্পণা, রূপ নেয় সাহিত্যের আকারে গল্প, উপন্যাস বা কাব্যের চরিত্রে। পাঠকের মনে উদ্ভব হয় বিস্ময়-মেশানো 'কিন্তু'— এবং 'কেন'। কোথাও সদুত্তর মেলে, কোথাও-বা পাঠকের হৃদয় থাকে অতৃপ্ত।

ঠিক্ সাহিত্য না হলেও সাহিত্যের টুক্‌রো টুক্‌রো অংশ বিশেষ ব'লে চিহ্নিত বা সাহিত্য-ধর্মী ব'লে অনুমিত আমাদের আলোচ্য বিষয় 'পুষ্পিকা'—নামক অংশটি এমনি বহু উপকরণে আমাদের মনন এবং চিন্তায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। যুগে যুগে, নব-চেতনায় সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা আজও অব্যাহত। গ্রন্থ-সংরক্ষণ বা গ্রন্থের প্রকৃত মূল্যায়নের দায়-দায়িত্ব পাঠককুলের। বড়ো বড়ো চিন্তাশীল লেখকেরা এ বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন বলা দুরূহ, কিন্তু সহজ, সরল অতি সাধারণ শ্রেণী-হিসাবে পরিচিত অখ্যাত 'লিপিকর' নামীয় ব্যক্তিগণের সচেতন মনের বিবৃতিতে দেখি,— পুথির দীর্ঘ জীবন-কামনা, এর সংরক্ষণ, পুথি-অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ বর্ষণ, লেখক, পাঠক, মালিক সকলের মঙ্গল কামনা ইত্যাদি বহু বিচিত্র এবং কৌতুককর তথ্য সমূহ এতো জীবন্ত যে, এসমস্তই মনোবিদ্যার জগতে এক অদ্ভুত চমক সৃষ্টি করে।

মূল-গ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই অংশে ভুলে-যাওয়া অতীতের এমন সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যা বাংলা-সাহিত্যে সমাজ-ইতিহাসের মূল্যবান সম্পদ। এই সমাজ-ইতিহাসকে পাশে রেখে হারিয়ে-যাওয়া দিনের কথার ভিতর দেখা যায় কোথাও কোথাও ধরা পড়েছে লিপিকরের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব। সহজ, সরল নিরীহ বাঙালী-মানসের স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, ভক্তি, কোথাও বা দ্বন্দ্ব-জিজ্ঞাসা সংমিশ্রিত এই পুষ্পিকাগুলি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দের সমাজ-জীবনকে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সাধারণভাবে মনে হয়, এ সমস্তই যেন ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালী মনের হেঁয়ালী, পক্ষান্তরে মনস্তাত্ত্বিকের মনঃসমীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচ্য। লিপিকরের মন যেন কল্পনার রাজ্যে বিচরণশীল। মনুষ্য জন্মে আশা-আকাঙ্ক্ষার চাহিদা নিতান্ত কম থাকে না বলেই সাধারণ ধারণা। উপরন্তু বর্তমানের ধারায় একটি জীবন তার পূর্ণ উপলব্ধির পাশে আগামীর প্রতি নানা স্বীকারোক্তি করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে পুনর্জন্ম লাভে ব্যক্তি-বিশেষের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় কিনা তা একেবারে অজানা থাকে। তবুও বিস্ময়কর এমনই একটি উদ্ধৃতি পুষ্পিকাসূত্রে আমরা তুলে ধরছি যা আলোচ্য ভাবনাকে অনুরূপ ইংগিতবহ করে তোলে। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে জনৈক লিপিকরের মানস-দর্পনে জন্মজন্মান্তরে লিপিকর-জীবনের যে ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়েছে আমাদের মনে তা চমক জাগায়।

"অতি বৃদ্ধ মুঞি নিকটে মরণ।
লোভে মাত্র লিখি কিছু না জানি মরম।।
জদি জন্ম হয় পুনঃ সংসার ভিতর।
ইহাতেই লোভ জেন থাকে নিরন্তর।।" (পু.ক্র.সং—১১৪১)।

আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রচার এবং প্রকাশের মাধ্যম যে মুদ্রাযন্ত্র, তার প্রবর্তনের পর উনবিংশ শতাব্দের ব্যক্তিমানসে, লিপিকরের পুনর্জন্ম আমাদের ভাবনাকে সহজেই আলোড়িত করে। ছাপা বই-এর সুলভতার ফলে হাতে লেখা পুথির সমাদর কতদূর থাকবে—এ নিয়ে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা লিপিকরকে বিব্রত করেনি, পরপারের হাতছানিও তাঁকে বিচলিত করেনি, বরং লিপিকরের জীবন যেন তাঁর বহু-আকাঙ্ক্ষিত চেতনার একটি রূপ। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এক বাঙালী-মানসে পার্থিব জীবনের রূপ, রস, গন্ধের মাদকতায় অনুলেখনের বৃত্তিই যেন তাঁর আগামী জীবনের পাথেয় স্বরূপ। অসীম ধৈর্য এবং বহু পরিশ্রমজনিত এই অনুলেখন-বৃত্তি তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির পরিচায়ক স্বরূপ।

উল্লিখিত পুষ্পিকা সূত্রে জানা যায় ১২৩৮ সন (১৭৫৩ শকাব্দ) লিপিকৃত 'বৃন্দাবন লীলাস্থান বর্ণন' গ্রন্থের লিপিকর পঞ্চানন আস বড়চাতুরী গ্রাম নিবাসী। বড়চাতুরী গ্রামটি বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত। শান্তিনিকেতন সন্নিহিত এই অঞ্চলটি প্রাচীন কালের গৌরবোজ্জ্বল একটি গ্রাম হিসাবে পরিচিত। লিপিকর এই গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। একাধিক পুথির লিপিকর হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাত ছিলেন অনুমান হয়। পুষ্পিকাতে তাঁর নিবাস বড়চাতুরী গোয়ালপাড়া গ্রাম বলে উল্লেখ আছে কোথাও, কোথাও বা সামাএ্রীদহে বাড়ী ছিল বলেও জানা যায়। সামাএ্রীদহ গোয়ালপাড়া সংলগ্ন কোপাই নদী-তীরবর্তী গ্রাম। ১২০০ সালে লিপিকৃত 'অঙ্গদের রায়বার' পুথির পুষ্পিকাতে লিখেছেন সাকিম দৈবকীনন্দনপুর। সংকলিত পুষ্পিকা থেকে দেখা যায় লিপিকর আস মহাশয় ছিলেন একাধিক ধর্মীয় গ্রন্থের অনুলেখক। যেমন,—বৈষ্ণব বন্দনা (১৬৭৮শক, ১১৬৩ সাল)[১], স্মরণমঙ্গল (১১৮৪ সাল)[২], নিগম গ্রন্থ (১১৮১ সাল)[৩], হংসদূত (১১৮৩ সাল)[৪], বৃন্দাবন লীলা স্থান বর্ণন (১২৩৮ সাল)[৫], আগম (১২২৩ সাল)[৬], বৈষ্ণবামৃত (১২৪২ সাল)[৭]। সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা (১২৪০ সাল)[৮],প্রার্থনার পদ (১২৩০ সাল)[৯], বন্দাবন পটল (১২৩৮ সাল) [১০], অঙ্গদের রায়বার (১২০০ সাল)[১১], ভক্তিরসমল্লিকা (১১৮৪ সাল)[১২], পদাবলী (১১৮৪ সাল)[১৩], আত্মজিজ্ঞাসা (১২৩৩ সাল)[১৪], অক্ষর বর্ণন (১২৪৩ সাল)[১৫], পদাবলী (১২৪৩ সাল)[১৬], রাধারস কারিকা (১২৩৩ সাল)[১৭]।

একটি পুষ্পিকাতে আছে, "নিজ গায়ে যখন ধান্য মাপাইতে জাইছিলাম তখন এ পুস্তক সমাপ্ত হইল।" একই ব্যক্তি মানসে পাশাপাশি দুটি সচল ক্রিয়া রীতিমত লক্ষণীয়। এ বিষয়টি একদিকে স্বাভাবিক যে নানা কাজের ভেতর দিয়েই আমাদের দিন অতিবাহিত হয়। সেখানে কোন একটি মনের তাগিদে পরবর্তী কাজের কথা স্মরণেও যেমন থাকতে পারে তেমনি ভুলে যাওয়াও স্বাভাবিক। বিশেষতঃ পুথি অনুলেখনের বিষয়টি যেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আলোচ্য ক্ষেত্রে ভাষার গরমিল থাকলেও পুথি লিখ্‌তে লিখ্‌তে লিপিকরের নিজের গাঁয়ে বা খামার বাড়ীতে ধান মাপতে যাবার কথা স্মরণ হয়েছিল এমনও হতে পারে। বিশেষতঃ সেকালে ধানজমি প্রায় সকলেরই ছিল। এখানে ধান-মাপার পরিকল্পনা তাঁর পূর্ব-নির্ধারিত হতে পারে অথবা পুস্তক সমাপ্ত হতেই তাঁর পরবর্তী কাজের কথা মনে এসে ভিড় করেছে। তাই 'চেতন' এবং অবচেতন মনের এই ক্রিয়াকে মনোবিদ্যার পর্যায়ে ফেলা যায়।

'ঘরোয়া' বিষয় আলোচনায় আমরা 'শরীর নির্ণয়' পুথির পুষ্পিকাটির (পু.ক্র.সং—৯৯২) উল্লেখ করেছি। পুথির লিপিকর অভিরাম হালদার যে পরিবেশ বা যে মানসিকতায় অনুলেখনের কাজ করেছেন তা মনস্তত্ত্বের বিষয়ভুক্ত। পুত্রের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান পিতাকে জীবনের স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার জন্য শাশুড়ী মা অনুরোধ করেছেন জামাতাকে লিপিকরণের কাজে বৃত হতে। একদিকে ঘটনার গুরুত্বে মনের যে প্রক্রিয়া এখানে কাজ করছে তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। লিপিকর তাঁর শাশুড়ী মায়ের অনুপ্রেরণায় একদিকে যেমন মনের গভীরে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের পথ পেয়েছেন তেমনি উনবিংশ শতকের এক গ্রামীণ মায়ের উন্নত মানসিক চিন্তার ধারাটিও স্মরণীয়।

পুথি লিখতে লিখতে ভালোলাগা বা না-লাগার নজিরও দুর্লভ নয়। পরিশ্রম-জনিত কাজের পর শ্রান্তি বা ক্লান্তি স্বভাবতই দেখা দেয়। লিপিকর তাঁর কাজ সমাপ্ত করেছেন ঠিকই; কিন্তু এমন কথাও লিখেছেন, "আর কত লেখব, আমার সাধ্য নয়, আমি পারব না।" তারপরই বলছেন, "কিন্তু পুথি লেখা হল না পুথির এ অক্ষর নয় তাহাও লিখিলাম।" (পু. ক্র.সং—১০৬৮) এখানে লক্ষণীয় যে মুহূর্ত কাল মধ্যেই সচেতন মনে তার অনীহার প্রকাশ হয়েছে, প্রবৃত্তি অচলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর মনের গভীরে আন্দোলিত সামান্য বিষয়টি সম্পর্কে যে অনুভব তা তিনি পুথির শেষ পাতায় লিখে রেখেছেন। অর্থাৎ কৃতকর্ম সমাপ্ত না করেই পুথি বহির্ভূত অক্ষর লেখার বিষয়ে তিনি ভাবনা করেছেন। অনেক সময়েই আমরা অনুভূতিপ্রবণ মনের কথা বলতে পারি না, লিখে রাখা তো দূরের কথা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিচেতনার প্রবৃত্তি এবং অনুভবশক্তির সহাবস্থান মনস্তত্ত্বের ইংগিত দিচ্ছে।

পুথি পড়তে নিয়ে বা নকল করতে নিয়ে ফেরত না-দেবার রীতি আগেও ছিল। অ-সাবধানী পাঠক নির্দিষ্ট সময়ে পুথি ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করত না। কখনও কখনও ইচ্ছা বা অনিচ্ছাবশতঃ ফেরত দেওয়া হ'ত না। লিপিকর তাই উপযুক্ত পাঠক নির্বাচনে সচেতন হয়ে বলেছেন,
"এ পুস্তক জাহার পাট ও শ্রবণ করা আবিস্ক হইবেক তেহ উক্ত সরকারের বাটী হইতে লইয়া জাইয়া পাট ও শ্রবণ করিয়া এই পুস্তক এ আপষ ফিরিয়া দীবেন ইতি।" (পু.ক্র.সং—১০৫২)।

পুথি -হস্তান্তর বিষয়েও বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা পছন্দ-অপছন্দের সাক্ষ্য রয়েছে।

"এই গ্রন্থ নিজ শিষ্য বিনে অন্যেরা না দিবে
প্রাণের সমান করি গোপনেতে থোবে।।" (পু.ক্র.সং—১১৬৬)।

একালের বিচারে বা চিন্তায় উক্ত নির্দেশসমূহ হাস্যরসের খোরাক জোগায় ঠিকই, কিন্তু, সেকালে একটি পুথি লিপিকরের নিকট মহামূল্যবান ধনসম্পত্তির সামিল। প্রাণ-রক্ষার্থে মানুষ যেমন নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা নেয়, তেমনি, পুথি রক্ষার্থে গোপনীয়তাও প্রয়োজন। এই উক্তি লিপিকরের দুর্বল মনোভাব সূচিত করলেও, একথা ভাববার যে, একান্ত নিষ্ঠা এবং কঠিন শ্রমের বিনিময়ে যে কার্য সম্পন্ন করা হয় তার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত বা দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক। কেবলমাত্র বিশ্বাসভাজন শিষ্যদের পুথি দানের নির্দেশ দেখে, লিপিকর মহাশয়, পূর্বে পুথি-হস্তান্তর করে কখনও প্রতারিত হয়েছেন কিনা, তা অনুমান সাপেক্ষ। এমনও দেখা গেছে, লিপিকর বলেছেন—

"পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির ঠাঞি
গবাগুনা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাঞি।।" (পু.ক্র.সং—১০১৮)।

অর্থাৎ সুবুদ্ধি ব্যক্তি মাত্রই যেন পুথি পাঠের উপযুক্ত; অন্যথায় স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির হাতে গ্রন্থ মসীলিপ্ত হ'তে পারে। আবার, গ্রন্থের বিরুদ্ধ সমালোচকদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ বলেও লিপিকরের উক্তিটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে স্থান পায়।

পুথিতে উল্লিখিত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রাচীন রীতি হিসাবে বিবৃত প্রায় সমস্ত পুথিতেই ভুল-ভ্রান্তির জন্য ত্রুটি স্বীকার, চোরের হাত থেকে পুথি রক্ষা, হরণ করায় রৌরব-নরক-প্রাপ্তি হওয়া, হরণকারীকে মাতা-পিতার শূকরী ও গর্দভ হবার, কিম্বা, সমাজ-বিগর্হিত অপকর্মের জন্য বা গো-ব্রাহ্মণ বধের অভিশাপ, নকলে ভুল থাকলে মুনির মতিভ্রম, ভীমের রণে ভঙ্গ, সরস্বতীর কথায় বিচলিত হওয়া—হাতীর পা-টলা ইত্যাদি নজির গ্রামীণ মানসিকতার পরিচয় বাহক।

সুপরিচিত এবং বহুল-প্রচলিত 'যথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষক:'—ইত্যাদি কবিতাটি একাদশ শতাব্দের একখানি পুথিতে[১৮] পাওয়া যায়। 'লেখকো নাস্তি দোষক' : এই অংশটি পুরুষোত্তম

দেবের (আনুমানিক দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর) 'পরিভাষাবৃত্তি' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। 'প্রশস্তিসংগ্রহে' উল্লিখিত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর একাধিক গ্রন্থেও কতগুলি কবিতা পাওয়া যায় (১/৪, ১৪, ১৫, ১৭, ২৩, ৯২, ১১১, ১৫৪ প্রভৃতি)।[১৯]

কয়েক শত বৎসরের প্রাচীন একাধিক পুথিতে এই কবিতার উল্লেখ রয়েছে। বাংলা পুথিতে এদের অনেকগুলি বিকৃতরূপে বা অনূদিত আকারে স্থান পেয়েছে। লিপিকরের এই ত্রুটি স্বীকার বিচিত্র মনোভাবপুষ্ট। 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' বলেও, লিপিকর যেন বিশেষ সচেতন থেকে বলছেন,— "জে আদরষ পুথি দেখিয়া লেখা গেল তাহাতে সকল অযুর্দ্ধ একারণ লিক্ষকে দোষ নাস্তী ইতি।।" (পু.ক্র.সং—১০৭১)

আবার দেখা যায়,—

"লেখিল পুস্তক আমি দিষ্টী অনুসারে,
লিক্ষকের দোষ নাই জ্ঞানির গোচরে।
তবে জদি কদাচিত হয় ভুল ভাস্তি,
ভিমের সমরে যেন মনের ভমতি।।" (পু.ক্র.সং—১০৬২)

দেবী সরস্বতীর কথায় বিচলিত হওয়া প্রসঙ্গে,—

"সাস্ত্র অধিকারী দেবী সরস্বতি মাতা।
তথাপি তাহার বিচলিত হয় কথা।
মহাবল [হয়] হস্তি মহাশয়।
তথাপি তাহার পদ বিচলিত হয়।।" (পু.ক্র.সং—১২১৪)

অক্ষরজ্ঞানহীনতাও সেকালের ব্যক্তি-মানসকে দুর্বল করে রাখত। ফলে, পুথির ভুল-ভ্রান্তি বিষয়ে পাঠকের কাছে নানা আবেদন-নিবেদন হয়েছে। লিপিকরের অজ্ঞানতা তাঁর মনন এবং চিন্তায় দানা বেঁধে উঠেছিল। বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে তার প্রকাশ রয়েছে।

"অজ্ঞানে লিখিল পুতি জানিয় কারণ।
পড়িতে পন্ডিত জনে করিয়া শূদন ।।
অবুদের দুষ কিছো না ধরিবা মন।
অক্ষর না হয় ভাল জানিবা কারণ।। (পু.ক্র.সং—১০৫৫)

কথায় বলে, অনভ্যাসে বিদ্যা-হ্রাস। এক্ষেত্রে বিদ্যা হ্রাস না হলেও, অনভ্যাসবশতঃ অনুলেখনে নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও লিপিকরের কুণ্ঠাবোধ স্পষ্ট রূপ পেয়েছে স্ব-কবিত্বে।

"ষুন গুণিগন কহি য়নুরাগে। অসুদ্ধ পাইলে পদ সুদ্ধ অনুরাগে।।
অসুদ্ধ পাইলে সবে করিবা খেমন। গালি না পারিবা মোরে করম নিবেদন।।
আর এক কথা কহি ষুন সভা সএ। আছল অব্যাস নাহি জানিয় নিশ্চএ।।
তে কারণে অসুদ্ধ হইল সুন গুনি মএ। গুণিজন চরণে মোর সহস্র বিনএ।।
(পু.ক্র.সং—১১০৩)

অপরাধীর অপরাধ-মার্জনা গুণীর আচরণ-বৈশিষ্ট্য। আবার অপরাধী যদি অন্যায় বিষয়ে সচেতন হয়, তাহ'লে ভালো-মন্দ দুয়েরই প্রতিক্রিয়া মনে হতে পারে। এখানে অতীতের বিস্তর অশুদ্ধ লেখা সম্বন্ধে সচেতন লিপিকরের অনুতপ্ত মন বলেছে,

"আর এক কথা কহি ষুন গুণিগন। ক্ষেমার কারণে আমি হই দুক্ষ মন।।
অসুদ্ধ লেখীআ আছি পুস্তক বিস্তর। মিনতি করিএ আমি সভার গোচর।।"

(পু-ক্র-সং-১১০৩)

আদর্শ পুথির অনুরূপ প্রতিলিপিতে ভুল-ত্রুটির দায় লিপিকরের নয়। অশুদ্ধকে শুদ্ধ করার দায়িত্ব যেন পাঠকের। পেশাদার লিপিকর ব'লে খ্যাত ধলঘাট নিবাসী কালিদাস নন্দী অসঙ্কোচে বলেছেন, তিনি গরীব, অতএব তাঁর দোষ ক্ষমার্হ। লিপিকরের মনোজগতে তাঁর দারিদ্র্য দোষ স্খলনের উপায় হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পুষ্পিকাটির উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল। —

"ইতি 'ও চিয়ৎ' নামা পুস্তক সমাপ্ত।

এবে কালিদাস দোস খেমিবা গুণিগন
যপরাদ মাগি য়ামি সভার চরণ।।
ইকার আকার অক্ষর পরিয়া থাকএ।
পন্ডিত সকলে দোষ ক্ষেমিবা নির্চএ।।
আসলেত জেই য়াছে লেখীছি সেই পদ।
গালি না পারিয় সবে করিএ তেমৎ।।
যদি সে য়সুদ্ধ হএ সুদ্ধ করি দিবা।
গরিব দেখিতে দোস সব ক্ষেমিবা।। (পু.ক্র.সং—১১০৮)

বৃদ্ধ লিপিকর ফাতে মহম্মদ তাঁর দৃষ্টিশক্তিহীনতাবশতঃ ভুল-ভ্রান্তির জন্য আবেদন করে বলেছেন,—

"শ্রী ফাতে মুহাম্মদ মনছুর সন্তুতি।
গুনিগণ চরণেত করিআ প্রনিতি।।
অযুদ্ধ অক্ষরে গালি না দিবা কদাচন।
বৃদ্ধ কালে হিন হৈল আক্ষির রোসন।।
রজব চান্দের ১৯ দিন ভেল।
সনিবারে দু পহরে পুস্তক সমাপ্ত হইল।।
ইতি সন ১১৭০ মঘি তারিখ ২৮ শ্রাবন।" (পু.ক্র.সং—১১১০)

সৈয়দ সুলতান রচিত 'নবীবংশ' পুথির লিপিকর মহম্মদ আনিচ লিখেছেন,—

"অল্পবুদ্ধি সিসু মতি পুস্তক সমুদ্র।
পন্ডিত গ্রহণ অর্থকি বুঝিমু খুদ্র।।
অশুদ্ধ দেখিলে ধীরে সিগ্রে শুদ্ধ করে।
হীনজন উপহাস্য ন করএ ধীরে।। (পু.ক্র.সং—১৩৪৬)

পুষ্পিকা মাত্রেই যে অশুদ্ধকে শুদ্ধ করে পড়ার নির্দেশ বা শুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে তা নয়। কোথাও কোথাও লিপিকর খেয়ালের বশে বলেছেন,—

"এক দুই য়ক্ষর জদি না থাকে পুস্তকে।
ডিএগ্রা পড়িবে দোস না দেবে য়ামাকে।।

ভুল-ত্রুটির জন্যে ক্ষমা-প্রার্থনা করেও ব্যক্তি-মনের অন্তর্নিহিত চেতনা যেন সদা জাগ্রত। হরফের ভুলচুক শুদ্ধ করার জন্য জ্ঞানী-গুণীর প্রতি যে আবেদন-নিবেদন, তা যদি ব্যর্থ হয়, বা বিনিময়ে যদি কখনও গালমন্দ তার প্রাপ্য হয়, সেই ভয়ে লিপিকর যেন সদাশঙ্কিত। ফলে, শাপ-শাপান্তে দ্বিধা ছিলনা।

"সার না করি যদি গালি দাও মোরে
পাইবা বহুল দুঃখ গোরের ভিতরে।।" (পু.ক্র.সং—১১২১)

সাম্প্রদায়িক বৈষম্য বা স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকলেও মনোজগতের প্রতিক্রিয়ার রূপ অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

সেকালে বিভিন্ন উপদ্রব যেমন ঝড়-জল, পোকায়-কাটা ইত্যাদি থেকে পুথি রক্ষা যেমন-তেমন ভাবে হলেও চোরের হাত থেকে রক্ষা করার বিষয়টি যেন লিপিকরদের বিশেষ ভাবে ভাবিয়ে তুলত। সেই জন্যে প্রায় সমস্ত পুথিতেই অপহরণকারীর প্রতি তিরস্কার, দিব্য বা অভিশাপ বর্ষণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কটুক্তি করা হয়েছে। —উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—

(ক) "জত্নেন লিখিতং গৃন্থ্য জস্‌চোর অতি পুস্তকং
মাতাচ খুকরি তস্যা পিতা ভবতি গন্ধরপ।।" (পু.ক্র.সং—১১৯৪)

(খ) "এই পুস্তক যে হরে তার চোদ্দ পুরুষ নরকে পড়ে।" (পু.ক্র.সং—১০৫৭)

(গ) "এই গ্রন্থ জে জানিবার স্বরূপ চুরি করিয়া রাখিবেক
সেই মহা পাপের পাতকি।। সেই বিয়ান্যা হইবেক।" (পু.ক্র.সং—১০৪১)

(ঘ) "এ পুস্তক জে হরিবেক তাহাকে গো ব্রাহ্মণ বধ লাগিবেক।।" (পু.ক্র.সং—১০৮০)

(ঙ) "এ গ্রন্থ যে চুরি করিবেক সে আপনার সাশুড়িকে লইবেক।" (পু.ক্র.সং—১১৮২)

(চ) "জদ্যপি লিখিল পুথি চুরি করে যে
মহাঁপাপে ভুক্তমান করে তবে সে।
পরকালে রৌরব নরকে হয় স্থিতি
জেই জন হরিবেক আদিকান্ত পুথি।।" (পু.ক্র.সং—১১৪৬)

(ছ) "এই পুথি যে চুরি করিয়া লইয়া জাইবে সে সাসুড়ে হইবে এবং স্ত্রী হত্যা গো হত্যা বধের ভাগি হইবে।" (পু.ক্র.সং—১১৭৬)

কোনো কোনো পুথির পুষ্পিকাতে লিপিকর নিজেকে বা যার জন্য পুস্তক লেখা হচ্চে তাকেও 'সাষুড়ে' (পু.ক্র.সং—১৩৩২) বা আরও নিম্নমানের কটুক্তি করেছেন, যা, মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। মনে হয়, পুথি লেখার সময়ে ভুলচুক বশতঃ যাতে লৌকিক দেব-দেবীর রোষ দৃষ্টিতে না পড়েন, তার জন্যে এই আত্মকথনের শুরুতেই নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা ছিল। কোনো কোনো গ্রন্থ আবার শুধু চুরি নয়. পড়ে নিন্দে করলেও নিস্তার নেই। সেখানেও অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। যেমন,—

" এ পুস্তক জে চুরি করিবেক সে সাসুড়া হইবেক।। এবং এ পুস্তক যে পড়িয়া নিন্দা করিবেক সে বওয়া হইবেক, ইতি—" (পু.ক্র.সং—১১৭২)

আবার এমনও দেখা গেছে চোরের জন্য বিচিত্র শাস্তির ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে—

"চুরি করি জিনি নিবেন তাহার এই বেবথা এই গঙ্গার বন্দনা পুতি জেনি নিবে তিনি মসাএর থানে বেত খাবে—আর আমিই কান মলিএ দিব আর এবং তাহার মাতা ধরে কিল...মারিবে এবং ইতি তারিক খঃ—৬ আশাড়" (পু.ক্র.সং—১১৭৭)

বর্তমানকালের আদর্শ-অনুসারে এই সমস্ত অভিশাপ, দিব্য, কটুক্তি ইত্যাদি কুরুচি এবং নীতির দিক থেকে সমাজের অসাড়-অবস্থাই সূচিত করে। যুগের বিচারে কোন্‌টি মন্দ, তা অপ্রাসঙ্গিক, তবে পুত্র-সমতুল্য পুথি-রক্ষার্থে লিপিকরগণ সংস্কারাচ্ছন্ন দুর্বল সমাজের প্রত্যেকটি পাঠককে এই অভিশাপ বা তিরস্কারের মাধ্যমেই সচেতন করে দিতেন মনে হয়। পক্ষান্তরে, লিপিকরদের অদ্ভুত মনোভাব কখনও কখনও হাস্যরসের খোরাক যোগায়। কারণ, চুরি করা চোরের স্বভাবধর্ম। তার সাক্ষাৎলাভ সহজলভ্য নয়। অবশ্য নির্বুদ্ধিতার ফলে, বা গৃহ-কর্তার সজাগ দৃষ্টিতে যে কখনও কখনও চোর ব্যক্তিটি হাতে নাতে ধরা পড়ে না, তা নয়। আবার ধরা পড়লে তার ভাগ্যে উত্তম-মধ্যম কিছু জুটবে, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। লিপিকর মহাশয় মনে হয়, চোরের সাক্ষাৎ পাবেনই এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজের হাতে কর্ণ-মর্দন ক'রে দেবার যে আশা পোষণ করেছেন তা রসজ্ঞ পাঠককে চমৎকৃত করে।

সে-যুগের সমাজে প্রচলিত নানা সংস্কার মানুষের মনে আচ্ছন্ন ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। পুষ্পিকাতে বিবৃত এত দিব্য, এত অভিশাপ স্বভাবতঃই পাঠককে বিচলিত করতে এবং সমাজ-বিগর্হিত কর্ম থেকে তাঁরা নিরত থাকবে, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই যেন লিপিকরগণ উক্ত উক্তি করেছেন।

'পুথির শেষকথা' (সা.প.প. ৫৭বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সং) প্রবন্ধে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন, "চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই জাতীয় দিব্য বাঙালীর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। মনে পড়ে, আমরা বাল্যকালে আমাদের ছাপা বইয়েও এইরূপ কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতাম। এখনও আধুনিক ধরনের কিছু কিছু ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতেও বই সম্বন্ধে নানারূপ ছড়ার প্রচলন আছে বা ছিল, কয়েক বৎসর পূর্বে Willson Bulleting for Books নামে পত্রে কয়েকটি ছড়া বা Book Rhyme সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তুলনার জন্য আমি এখানে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"Steel not this book, my honest friend
For fear the gallows should be your end,
And when you die, the Lord will say,
And where's that book you stole away?
Look ye, my friend,
If this book I lend,
Be sure to return or in-hell you will burn.
Remember Book,my cony shelves
From which my friends help themselves
And like a dove with wings unloosed
Return, come back,fly home to root."

পন্ডিতদের প্রতি ভুল-ভ্রান্তি করার দায়িত্ব অর্পণ ব্যতীতও কোথাও কোথাও হেঁয়ালির উদ্ধৃতি সমূহ লিপিকরের রসবোধের পরিচায়ক। পূর্ব-মগুরা-নিবাসী লিপিকর হরগোবিন্দ দাস বিশ্বাস নিজের নাম-পরিচয় জানাবার পরে বলেছেন,

"ষুন ২ পন্ডিত এক অপূর্ব অভেদ।
তিন দিনের কন্ধে তার ছয় মোটের পেট।
ছয় গেলে এক রহে লক্ষ হইল পেটে।
কি কর সষুর হে শ্বামি নাহি ভেটে।
শ্বামির সহিত জদি হইত দরসোন।
দিন প্রিতি জথাইতাম লক্ষ এজন।
অসম্ভব কথা এক ষুন বির নর।
পুত্র বলে মোর হউক বিস্ত(র)।
বধু বলে সষুর করুন আলিঙ্গন।
জামাতা স্বামি হনু স্বাষুড়ির মন।
পক্ষ নহে পক ধরে কাননে জনমঃ।
দেবন ধরল হে কুঞ্জর বদন।
জামিনি...নহে কবি করে পান।
হেঁয়ালি প্রবন্দে কবিকঙ্কনে গান।" (পু.ক্র.সং—১৩৮৮)

মনে হয়, হেঁয়ালিটির মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ রয়েছে।

কোনো কোনো পুষ্পিকাকে লিপিকরের দিনপঞ্জী হিসাবে ধরে নিলে ভুল হবে না। দিনপঞ্জীতে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গেলে আবেগপূর্ণ মনের প্রতিফলন স্বাভাবিক। লিপিকরগণও ঠিক্ তেমনি আবেগভরে, কখনও প্রবৃত্তির বশে, কখনও বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভালো-মন্দ অনেক কথা ভবিষ্যৎ পাঠকদের জন্যই যেন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ব্যক্তির আচরণ বা ব্যবহার দিয়েই তাঁর অন্তর্নিহিত মনকে চেনা যায়, বা যাচাই করে নেওয়া যায়। পুষ্পিকার বক্তব্য-বিষয়গুলো যেন তাঁদের পরিচয়-পত্র। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোচ্য পুষ্পিকাটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রসাদের চরিত্র এ অপূর্ব্ব কথন সুনিলে কলুসনাশ বিঘ্ন বিমোচন।
অনেক প্রসঙ্গ ইতে বুঝে বিজ্ঞজন মুর্খ ইহা কি বুঝিব ভারত কথন।
পুন্যবান জন ইহা করয়ে শ্রবন পাপ ধ্বংসে হয়্যা হয় বৈকুণ্ঠে গমন।
ধনবান দু( )ত নাহিক ইথে ভিন্ন জে বুঝে ইহার মর্ম সেই জন ধন্য।
জাহার গুরুর দয়া দৃঢ় রূপে হয় সেই সে বুঝিতে পারে অন্য হৈতে নয়।
লিখিলা পুস্তক দত্ত সদাসিব দাস সংপ্রতি কৃষ্ণরামপুরে নকুন্ডে নিবাস।
আদরসে করিয়া দৃষ্ট লিখিলাম পুথি শোধন করিবে লিপি দোস থাকে জদি।
ভিম হেন ক্ষেত্রি তাঁর রণে ভঙ্গ হয় মুনির মনে ভ্রম হয় সাস্ত্রে হেন কয়।
সর্ব্বেতে সকলে বিজ্ঞ নাহিক সংসারে লিখিলাম আপনার জ্ঞান অনুসারে।
কৃষ্ণরামপুরে ঘর বর্ন্যে সুতকার কৃষ্ণভক্ত পৃয় সদা স্বভাব তাহার।
ভক্তি মার্গ সতন্তর স্বভা হৈতে নয় ভক্তিতে প্রবিন সুতকারের তনয়।
লিখাইলা প্রহ্লাদ চরিত্র ভক্তি করি পুস্তক সংপুর্ন্ন হৈল বল হরি হরি।
রুদ্র পিঠে সমুদ্র সমুদ্র পিঠে বান সনের গননা এই বুঝ সমাধান।
ধনুমাসের ত্রয়োদস দিনে দ্বি প্রহর গ্রন্থ পুর্ন্ন হৈল সভে ভজ হরিহরে।
শ্রী শ্রী জাকর।।

আক্ষান তাহার মুখময় ষুভঙ্কর বড় ভাগ্যবান তাঁর চারিটি কোঙর।
জেষ্ট ষুত শ্রীচৈতন্য মধ্যম জুগল তসানুজ কীসোরে সর্নদ অনুবল ।
সর্ব্বানুজ ইস্বরি এ ভাই চারিজন চারিজনে সর্ব্বার্থে রক্ষীবে নারায়ণ।
চারিপুত্রে ভাগ্যবান শ্রী সুখময় দাস পুর্ন্নকর গোবিন্দ তাহার অভিলাস।

(পু.ক্র.সং—১৩৫৫)

পুষ্পিকাটির অভ্যন্তরে যে বিবিধ বিষয়ের অবতারণা রয়েছে অর্থাৎ ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদানের সংমিশ্রণে লিপিকরের নৈপুণ্য, যে চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে তার সার্বিক মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন কবিপ্রেরণার বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনায় লিপিকরের চিন্তাশীল মনের রূপটি আমাদের বিস্মিত করে।

ঘর-গৃহস্থালী থেকে শুরু করে সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে মনস্তত্ত্বের সূত্রগুলো। তাঁদের রুচি-প্রবণতা-বয়স-পেশা—সব কিছুর মধ্যেই ব্যক্ত হ'য়েছে একটি ব্যক্তি-মনের প্রতিফলন। পুথি অনুলেখনের মতো বিরাট কাজের বিনিময়ে জনৈক লিপিকরের সামান্য গামছার আবেদনে নিরহঙ্কারী সরল প্রকৃতির একটি ব্যক্তিত্ব আমাদের কল্পনায় রূপ পায়। আবার পাশাপাশি যখন দেখি, পুথির মূল্য-আদায়ে হুমকির সুর, তখন যেন সেই কল্পনা দ্বিধাগ্রস্ত হয়। পর মুহূর্তেই নজরে প'ড়ে বাঙালী মনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্মীয় অনুভূতি বা চেতনা—

"হরি গুন গায় গাওয়ায় জেবা জন
অবশ্য জাইবে সে বৈকুণ্ঠ ভুবন।।
ভজরে ভজরে ভাই গোরাচান্দের শ্রীচরণ।
বদন ভরিয়া হরি বল সর্ব্ব জন।।
অবশ্য জাইবে দিন দুঃখ বা সুখে ।
কলিযুগে হরিনাম যে বিস্মৃত হবে।।
জমের তাড়না দুঃখ গ্রন্থে এই লিখে।। (পু.ক্র.সং—১০৩৭)

আবার এমনও দেখা যায়, লিপিকরের অভিমত রয়েছে, সাধু সঙ্গ ব্যতীত জীবনে পরিত্রাণ লাভ কখনই সম্ভব নয়।

"ভজন সাধন বিনে; মিছা মোর জায় দিনেঃ নাহি জানি আপন হিতাহিত।
এ দুখ কহিব কাকেঃ কে সুনিবে মন সুখেঃ কিশে মোর হইবে নিশ্চিত।।
জে জানে মনের দুখঃ সে জানে আপন সুখঃ তাহা আমি নাড়িনু জানিতে।
সাধু সঙ্গে হয় বাসঃ তবে হয় মনোল্লাসঃ তবে জানি সব হিতাহিতে।।
জগন্নাথ দাসে কয়ঃ মোর মনে এই হয়ঃ সাধু সঙ্গ বিনে নাহি ত্রাণ।
ইতি শ্রী সাধনামৃত সংপূর্ন্ন।। ইতি তারিখ সন—
মাহ জৈষ্ট তারিখ বুক্রবার তিথি চতুর্থি।।" (পু.ক্র.সং—১৩৯১)

পরিপূর্ণ জৈবিক সত্তা-সংমিশ্রিত পুষ্পিকাগুলি থেকে যে সহজ-প্রশ্ন উদয় হয়, তা হল, কেন লিপিকর নামীয় ব্যক্তিরা পুথির শেষাংশে নানা ধরনের কথা লিখতেন। একথা স্বাভাবিক যে পুথির বিশিষ্ট রচয়িতাদের সম্বন্ধে অনেকেই নানা কথা জানতেন বা শুনে শুনে জ্ঞান সংগ্রহ করে থাকতেন। এমন কি স্বাভাবিক চিন্তায় মনে হওয়া বিচিত্র নয়, যে, লিপিকরগণ কখনই লেখকের পরিচিতি নিয়ে পাঠকের দরবারে খ্যাতি অর্জন করতে পারবেন না। তাই পুথির শেষাংশে বা অধ্যায় শেষে পরিবেশিত সমকালীন বিশেষ ঘটনার পরিবেশনে কৌতূহলী পাঠকের মন নিঃসন্দেহে চমৎকৃত হয়ে তাঁদের স্মরণে রাখবে। অন্যদিকে ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণাদি হিসেবেও এর মূল্য অপরিসীম। এই সমস্ত লিপিকরদের ব্যক্তিজীবনের কথা ছাড়াও পরিবেশিত অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে সমাজ-সাহিত্যের আসরে বিশেষ মূল্যায়ন পেতে পারেন, এমনও ভাবনাও বিচিত্র নয় বা অমূলক নয়। সেদিক থেকে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী আগের মানুষজনেরা তাঁদের ভালো লাগা না লাগা বা ঘটনার বিবৃতিতে শুধু বিস্ময়করই নন, একালের জগৎ-সাহিত্যেও তাঁদের প্রসঙ্গ বিশেষ এক আলোচনার বিষয়েও পরিগণিত।

নির্দেশিকা

১। পু.ক্র.সং—১১৪৪, ২। পু.ক্র.সং—৫০৫, ৩। পু.ক্র.সং—৫০৬, ৪। পু.ক্র.সং—৫০৯, ৫। পু.ক্র.সং—৫১১, ১১৪১, ৬। পু.ক্র.সং—৫১২, ৭। পু.ক্র.সং—৫১৩, ৮। পু.ক্র.সং—৫১৬, ৯। পু.ক্র.সং—৫১৭, ১০। পু.ক্র.সং—৫১৯, ১১। পু.ক্র.সং—৫৩৪, ১২। পু.ক্র.সং—৫৫১ ১৩। পু.ক্র.সং—৮৯৯, ১৪।পু.ক্র.সং—১৬৪৫, ১৫। পু.ক্র.সং—১৬৪২, ১৬। পু.ক্র.সং—১৬৭১, ১৭। পু.ক্র.সং—৫০৮, ১৮। সোসাইটি ৮/৬১১০, দ্র. সা. প. প.—৫৭ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা।
১৯। পু.শে.ক.—সা.প.প., ৫৭বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা।

পঞ্চম অধ্যায়

।। পুষ্পিকা রচয়িতাগণের পদবী, উপাধি ও জাতি বৈচিত্র্য।।

বাংলা প্রাচীন পুথির পুষ্পিকাতে নানা রকমের পদবী, উপাধি ও জাতির উল্লেখ দেখা যায়। বলা দরকার যে, আলোচ্য অধ্যায়ে 'পদবী' ও 'উপাধি' এই দুটি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'পদবী' হচ্ছে বংশগত আখ্যা। কিন্তু 'উপাধি' অর্জিত বা আরোপিত জিনিস। কোন কোন ক্ষেত্রে 'উপাধি' বংশানুক্রমিক ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং পদবীর স্থান অধিকার করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে পদবী লুপ্ত হয় না। যে কোন সময়েই তার পুনরুজ্জীন ঘটানো সম্ভব।

হিন্দুদের ক্ষেত্রে 'পদবী' বা তার স্থলাভিষিক্ত 'উপাধি' সাধারণতঃ নামের শেষে লেখা হয়ে থাকে। মুসলমানদের অনেকেরই 'পদবী' বা 'উপাধি' নেই। যাঁদের আছে তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা নামের আগে লিখে থাকেন। যেমন, কাজী নজরুল ইসলাম। এখানে 'কাজী' উপাধি, 'নজরুল ইসলাম' নাম।

বর্তমান অধ্যায়ে পুষ্পিকা সূত্রে প্রাপ্ত পদবী, উপাধি ও জাতি বৈচিত্র্যের যে নির্দেশ পাওয়া যায় তার বর্ণনানুক্রমিক বিশ্লেষণ করা হল। ক্রমিক সংখ্যা জ্ঞাপক পুষ্পিকার সংখ্যাগুলি পাদটীকাতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) অদিকারি—'অধিকারী' শব্দের অপভ্রংশ। পর্ষদের অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ পাত্র। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সাধারণ উপাধি। আবার যে কোন জাতির গানের দলের বা যাত্রা সম্প্রদায়ের কর্তা বা মালিককে বোঝায়।

(২) অর্সো, অস্য, আস, আস্য—'আস' শব্দের অপভ্রংশ। সাধারণতঃ তাম্বুলী জাতির পদবী।

(৩) আইচ, আউচ—'আদিত্য' শব্দজাত। সম্ভবতঃ এঁরা সূর্যোপাসক ছিলেন। সাধারণতঃ কায়স্থ জাতির পদবী।

(৪) আকুলি—সম্ভবতঃ তাম্বুলী জাতির পদবী।

(৫) আগরি, আগুরি—'অগ্রহারি' শব্দের অপভ্রংশ। জাতিবাচক শব্দ। আগুরি উগ্রক্ষত্রিয় বলেও অনেকে ব্যাখ্যা করেন।

(৬) আচাজ্য, আচার্য—ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও গণৎকারগণের উপাধি।

(৭) কবিরাজ—আদিতে কবিত্বের জন্য কবিরাজ উপাধি দেওয়া হত। যেমন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ ইত্যাদি। বৈদ্যজাতীয় অনেকে এইভাবে 'কবিরাজ' উপাধি পান বলে কালক্রমে বৈদ্যজাতীয় যে কোন লোককেই কবিরাজ বলা হতে থাকে। এরপর এই শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত হয়। বৈদ্যগণ যে বিদ্যায় পারদর্শী সেই আয়ুবের্দ-শাস্ত্রের পন্ডিত বা আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক মাত্রকেই 'কবিরাজ' বলার প্রথা চালু হয়।

(৮) কয়াল—যে ব্যক্তি মহাজনের ধান মেপে ক্রেতাকে দেয়। এটি একটি বিশেষ পদবী। পোদ বা পৌন্ড্র-ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে প্রচলিত। চাষী, কৈবর্ত বা মাহিষ্য জাতির মধ্যেও এই পদবীর প্রচলন আছে।

(৯) কর, করচৌধুরী—কর তন্তুবায় কায়স্থগণের শ্রেণী বিশেষের উপাধি।

(১০) কর্মকার—লৌহকার বা কামারগণের সাধারণ উপাধি। এঁরা লোহার জিনিষ তৈরী করেন।

(১১) কুন্ডু—'কুন্ড' শব্দের অপভ্রংশ। তিলি বা অন্য কোন জাতির পদবী বিশেষ।

(১২) কুম্ভকার—কুমোর জাতির সাধারণ পদবী। এঁরা মাটির জিনিস তৈরী করেন।

(১৩) কোঙর—এর অর্থ হল ছেলে। কোঙর-কোঙার-কুমার-কোঁনার-কোনোয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে পদবীটি পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আগরি ও সদ্‌গোপ জাতির পদবী।

(১৪) কোটাল—তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জাতির মধ্যে এই পদবী প্রচলিত।

(১৫) কোল্যা—কোলে সাধারণতঃ তিলি জাতির পদবী। মৌলিক 'কোল' শব্দজাত হতে পারে।

(১৬) কৈবর্ত্তী, কৈবর্ত—কৈবর্ত>কেওট>কেবট, কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী দুই ধরনের কৈবর্তবাংলায় আছে।

(১৭) খাঁ—খান বা খাঁ। খঙ্গ-জাতির পদবী। শব্দটি মূলে মোঙ্গলীয়দের উপাধি ছিল। যেমন, চেঙ্গিস খান, কুবলাই খান। এঁরা মুসলমান ছিলেন না। পরে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে পদবীটি চালু হয়।

(১৮) গঙ্গোপাধ্যায়—বাঙালী ব্রাহ্মণগণের 'পদবী' বিশেষ। রাঢ়ী শ্রেণীর পাঁচটি কুলীন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর অন্যতম। এঁদের মূল নাম 'গাঙ্গুলী'।

(১৯) গন্ধবণিক (গন্ধবেনে)—গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী জাতি।

(২০) গরা, গরাই, গরাঞী—কাপড়ের ব্যবসায়ী, 'গড়াই' নামেও পরিচিত।

(২১) গায়েন—গায়ক। বিশেষতঃ যারা পালাগান করে থাকেন। গোয়ালাদের মধ্যেও গায়েন পদবী দেখা যায়।

(২২) গিরি—বর্তমানে মেদিনীপুর জেলায় 'গিরি' পদবীধারী বহু লোক আছে।

(২৩) গুপ্ত—বৈদ্য জাতির পদবী।

(২৪) গুরু ঠাকুর—গুরুদেব বা কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা। পদবীর স্থলাভিষিক্ত উপাধিও হতে পারে।

(২৫) গুহ—কায়স্থ জাতির পদবী।

(২৬) গোপ—দুগ্ধ-ব্যবসায়ী জাতি। পদবী হিসেবেও প্রচলিত।

(২৭) গোসাই, গোস্বামী—গোসাঞী<গোস্বামী, (রাজা অর্থে)। পরে বৈষ্ণবদের 'মহারাজ', 'গোঁসাই' প্রভৃতি সম্মানসূচক বিশেষণে সম্মানিত করা হয়। ফলে গোঁসাই শব্দটি বৈষ্ণবদের উপাধি হয়ে দাঁড়ায়।

(২৮) ঘোষ, ঘোষ কায়স্থ, ঘোষ মন্ডল, ঘোষ হাজরা—কায়স্থ জাতিও হতে পারে, অন্য জাতিও হতে পারে। কায়স্থ জাতীয়েরা কুলীন বলে গণ্য। গোয়ালা, চাষী প্রভৃতি জাতির মধ্যেও ঘোষ পদবীর প্রচলন আছে।

(২৯) ঘোশাল, ঘোষাল—বাৎস্যগোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের পদবী।

(৩০) চক্‌কোত্তি, চক্রবর্তী—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের উপাধি। এঁদের মূল পদবী অন্য যা তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেন না।

(৩১) চট্টোপাধ্যায়—কুলীন ব্রাহ্মণদের পদবী।

(৩২) চন্দ—বণিক, নাপিত ও কায়স্থ জাতির পদবী।

(৩৩) চৌধুরী—জাতি সমাজ বা 'মণ্ডলের' মুখ্য ব্যাক্তি, মুসলমানদের দেওয়া উপাধি। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উপাধি হিসেবে শব্দটি প্রচলিত।

(৩৪) চৌং—চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত পদবী।

(৩৫) জষ (যশ), জাশ—বর্ধমান বীরভূম অঞ্চলে আগরি, সদগোপ জাতির মধ্যে প্রচলিত পদবী বিশেষ।

(৩৬) ঠাকুর—পূজনীয় বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঠাকুর বলা হয়। কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই শব্দটি পদবীর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং বংশানুক্রমে তা পদবীর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে প্রচলিত হয়।

(৩৭) ডোম—তপশীল জাতি বিশেষ। অতীতে এরা নিম্নশ্রেণী বলে গণ্য হোত।

(৩৮) তন্তুবায়—তাঁতি, তন্ত্র বা তাঁত ব্যবসায়ী।

(৩৯) তা—আগরি জাতির পদবী।

(৪০) তাঁতি—তন্তুবায় বা তন্তুবয়নকারী।

(৪১) তেয়ারী—<তেওয়ারী<ত্রিবেদী। উত্তর ভারতের হিন্দিভাষী বৈদিক ব্রাহ্মণদের উপাধি। এঁদের অনেকেই বাংলায় এসে বংশানুক্রমে বাস করে বাঙালী হয়ে গেছে।

(৪২) দত্ত, দত্তজা, দত্ত কবিরাজ, দত্ত গন্ধবনিক, দত্ত পোদ্দার—বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত পদবী বিশেষ। কায়স্থ জাতীয় দত্তরা কুলীন না হলেও কুলীনদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অধিকারী।

(৪৩) দাঁ—বর্ধমান-বীরভূমের আগরি জাতির মধ্যে এবং কলকাতা, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলের গন্ধবণিক জাতির মধ্যে প্রচলিত পদবী।

(৪৪) দাস, দাস চন্দ্র বাহাদুর, দাস তন্তুবায়, দাসদেব, দাস ফজদার, দাস বাবাজী, দাস বিশ্বাস, দাস বৈদ্য—অতীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য জাতি বাদে সমস্ত জাতির লোকেরাই নামের সঙ্গে দাস লিখত। যদিও প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁদের অন্য পদবী থাকত। যেমন কায়স্থ জাতীয় কাশীরাম দাসের পদবী ছিল দেব। বৈষ্ণবরা বিনয়বশতঃ নামের সঙ্গে দাস যোগ করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তা পদবীর স্থলাভিষিক্ত হত। যেমন অকিঞ্চন দাস, লোচন দাস। বৈদ্যদের অন্যতম পদবী দাশগুপ্ত। অনেকে গুপ্ত বাদ দিয়ে দাশ লেখেন কিন্তু সেক্ষেত্রে শব্দটি 'শ' দিয়ে লেখা হয়। মেদিনীপুর এবং আরও কোন কোন জায়গায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে দাস পদবী দেখা যায়। এটি সম্ভবতঃ উড়িয়া সংস্কৃতির প্রভাব। উড়িষ্যায় দাস পদবীধারী ব্রাহ্মণ অনেকেই আছেন। দাস তন্তুবায় সম্ভবতঃ তাঁত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত দাস পদবীধারী ব্যক্তি।

(৪৫) দাস (দ্বাদস তিলি)—তেলি বা তিলি জাতির দ্বিতীয় ভাগ। তেলি বা তিলিগণ (১) একাদশ তিলি, (২) দ্বাদশ তিলি, (৩) গঙ্গারাঢ়ী ও (৪) ঘোনা—এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত।

(৪৬) দাসি (দাসী)—নামের সঙ্গে পদবীর উল্লেখ না করে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য জাতির মহিলারা বাদে অন্যরা সাধারণতঃ 'দাসী' লিখতেন।

(৪৭) দে—>দেব। কায়স্থ জাতির অন্যতম পদবী। কখনও কখনও পূজণীয় লোককে সম্মান করে দেব বলা হয়। কিন্তু তা পদবীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না।

(৪৮) দেওয়ান—রাজার বা জমিদারের রাজস্ব-সচিব।

(৪৯) দে করণিক—'দে' উপাধীধারী করণিক বৃত্তিজীবী বলে মনে হয়।

(৫০) দেঘুরা—দেঘরা>দেওঘরিয়া। প্রধানতঃ বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের ভিতর প্রচলিত উপাধি।

(৫১) দেব—দ্র. দে।

(৫২) দেবনাথ—যুগী বা যোগী জাতির পদবী। আদিতে এঁরা নাথ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

(৫৩) দেবশর্মা, দেবশর্মণ—সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের উপাধি। ব্রাহ্মণরা অনেক সময় নিজের নামের সঙ্গে পদবী না লিখে এই শব্দটি লেখেন।

(৫৪) ধুপী, ধোবা—রজক।

(৫৫) নন্দী, নন্দী বিশ্বাস—কায়স্থ, তিলি প্রভৃতি জাতির অন্যতম পদবী।

(৫৬) নস্কর, নশকর—লস্কর থেকে এসেছে বলে মনে হয়। নস্কর, পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জাতির

মধ্যে প্রচলিত অন্যতম পদবী। অন্য জাতির মধ্যেও প্রচলিত থাকতে পারে, তবে লস্কর রূপটি বেশী পাওয়া যায়।

(৫৭) নাই—নাপিতদের অন্যতম পদবী।

(৫৮) নাএক, নায়েক—<নায়ক। ময়রা জাতির অন্যতম পদবী। অন্যান্য জাতির মধ্যেও দেখা যায়।

(৫৯) নাগ—কায়স্থ ও মোদক (ময়রা) জাতির অন্যতম পদবী।

(৬০) নাত, নাথ, নাথ কুলে, নাথ পন্ডিত—অতীতে এঁরা ছিলেন নাথ ধর্মাবলম্বী। বর্তমানে এঁরা হিন্দু এবং যোগী বা যুগী জাতির লোক বলে গণ্য।

(৬১) নাপিত—ক্ষৌরকার।

(৬২) নিওগী, নেওগী (নিয়োগী)—মুসলমানদের দেওয়া অন্যতম উপাধি। বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা যায়।

(৬৩) ন্যায়ালঙ্কার—নৈয়ায়িক পন্ডিতগণের অন্যতম উপাধি।

(৬৪) পট—পট প্রদর্শনকারী পটুয়াদের পদবী।

(৬৫) পাটনাএক—<পট্টনায়ক। উড়িষ্যায় রাজপুরুষদের এই উপাধি দেওয়া হোত। বাংলায় এই পদবীধারী যাঁরা আছেন বা ছিলেন, তাঁরা বা তাঁদের পূর্বপুরুষরা উড়িষ্যা থেকে এসেছেন।

(৬৬) পড়্যা—< প্রতিহার? বিশেষ ভাবে সদ্‌গোপ জাতির পদবী।

(৬৭) পন্ডিত, পন্ডিত কর্মকার—অতীতে যে কোন ব্রাহ্মণকেই পন্ডিত বলা হোত। কালক্রমে শব্দটি মূল অর্থ অর্থাৎ বিদ্বান অর্থে প্রযুক্ত হতে থাকে। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও 'পন্ডিত' দেখা যায়। এই উপাধি লাভ করতেন প্রধানতঃ এই সব জাতির পুরোহিতরা।

(৬৮) পন্ডা, পান্ডা—পীঠস্থানের দেব-পুরোহিত।

(৬৯) পরামাণিক, প্রামাণিক—গ্রামের প্রধান বা মোড়ল। সাধারণতঃ নাপিত্ জাতির পদবী। ডোম প্রভৃতি জাতির মধ্যেও এই পদবী প্রচলিত আছে।

(৭০) পরিখা—দুর্গকে বেষ্টনকারী খাল বা Ditch। সম্ভবতঃ কোন পরিখার তত্ত্বাবধানকারী পরিখা উপাধি পেয়েছিলেন।

(৭১) পাটারী—<পাটোয়ারী। গ্রাম্যকর সংগ্রাহক কর্মচারী, গোমস্তা, মুন্‌শী, মালা প্রভৃতি গ্রন্থনশিল্পী কর্মচারী।

(৭২) পাড়ই—হিন্দুদের মধ্যে অন্যতম জাতি।

(৭৩) পাতর, পাত্র—মূল অর্থ রাজসভাসদ বা রাজপুরুষ।

(৭৪) পান, পানু—রাঢ়ের সদ্‌গোপ জাতির মধ্যে প্রচলিত পদবী।

(৭৫) পাল, পাল পোদ্দার—'পাল' ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও সুপ্রচলিত পদবী। 'পোদ্দার' এর মূল অর্থ মুদ্রাপরীক্ষক। স্বর্ণ রৌপ্য রত্নাদির কৃত্রিমতা মূল্যাদির পরীক্ষাকারী। অর্থ বণিক : মহাজন। বর্তমানে বণিক বা বেনেদের অন্যতম পদবী।

(৭৬) পালিত—কায়স্থ জাতির অন্যতম পদবী।

(৭৭) পাঁড়ে—<পান্ডে। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদের (বর্তমানে অনেকেই বাঙালী হয়ে গিয়েছেন) পদবী।

(৭৮) পুন্ডরী<পুন্ডরীক। ব্রাহ্মণদের পদবী বলে মনে হয়।

(৭৯) পুরকাইত—< পুরকায়স্থ। আক্ষরিক অর্থে Head clerk.

(৮০) পোদ্দার—৭৫ নং দ্রষ্টব্য।

(৮১) ফদিকার—মারাঠাদের মধ্যে প্রচলিত পদবী। এঁদের অনেকেই বাংলায় বসতি স্থাপন করেছেন।

(৮২) বক্সী—<ফা, বখ্‌সী (বেতনভোগী রাজকর্মচারী)। বর্তমানে প্রধানতঃ কায়স্থ জাতির পদবী।

(৮৩) বড়াল—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণী ও স্বর্ণবণিকের সাধারণ পদবী বিশেষ।

(৮৪) বণিক—পণ্য আমদানী-রপ্তানীকারক সদাগর জাতি।

(৮৫) বন্দোপাধ্যায়, বাড়ুজ্যা—মূলরূপ বন্দ্যঘটীয়। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের অন্যতম পদবী।

(৮৬) বরা—বরাভূমের বরাজাতি?

(৮৭) বর্ধন দাস—কায়স্থ সুবর্ণবণিকদের অন্যতম পদবী।

(৮৮) বর্মন—হিন্দুদের নানা জাতির মধ্যে প্রচলিত পদবী।

(৮৯) বল—বাঙালী হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত।

(৯০) বসাখ—তাঁতি, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত পদবী।

(৯১) বসু, বসু মুন্সী—কুলীন কায়স্থ জাতির পদবী। পদবী বসু, উপাধি (মুন্সী অর্থ কেরানী)।

(৯২) বহুড়া (বহড়া)—প্রধানতঃ ময়রা জাতির পদবী।

(৯৩) বাউল, বাউল ঠাকুর—বাংলার বিখ্যাত সাধক সম্প্রদায়। এঁদের সাধন সঙ্গীত অত্যন্ত মনোরম এবং গভীর ভাবোদ্দীপক।

(৯৪) বাঙক—<বাঁকা?

(৯৫) বাগ্দী—তপশীলভুক্ত অন্যতম হিন্দু জাতি।

(৯৬) বাড়ুই, বাড়ই—সূত্রধর, ছুতার।

(৯৭) বারিক, বারিকা—নাপিত, তিলি প্রভৃতি জাতির পদবী।

(৯৮) বিশ্বাশ, বিশ্বাষ, বিশ্বাস—বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত অন্যতম পদবী।

(৯৯) বেজ—নাপিত ও বৈদ্য জাতির পদবী।

(১০০) বেহারা, বেহারী—বিহারের অধিবাসী। পাল্কি-বাহকদেরও এই শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়।

(১০১) বৈরাগি, বৈরাগী, বৈরাগী ঠাকুর, বৈরাগ্য—আক্ষরিক অর্থে বাংলায় বৈষ্ণবদের অন্যতম উপাধি।

(১০২) বৈষ্ণব, বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণবী—বিষ্ণুর উপাসক এবং উপাসিকা।

(১০৩) ব্রহ্মচারী—যাঁরা ব্রহ্মচর্য পালন করেন তাঁরা ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী। শব্দটি হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির পদবী হিসেবে প্রচলিত।

(১০৪) ভকত—<ভক্ত। অর্থ ভক্তিপরায়ণ। বিভিন্ন জাতির পদবী হিসেবেও প্রচলিত।

(১০৫) ভট্টাচার্য—ব্রাহ্মণগণের উপাধি। কিছু ব্রাহ্মণ পদবীর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ব্যবহার করেন।

(১০৬) ভঞ্জ—প্রধানতঃ কায়স্থ জাতির পদবী। শব্দটি উড়িষ্যা থেকে আগত বলে মনে হয়।

(১০৭) ভুই, ভুই মালিক, ভুঞ্যা, ভুঞ্যামালি—ভুইঞ্যা (ভূমিপ)। নানা জাতির পদবী হিসাবে প্রচলিত।

(১০৮) মজুমদার—ফার্সি শব্দ। মুসলমানদের দেওয়া অন্যতম উপাধি বিশেষ। বর্তমানে বিভিন্ন জাতির পদবীর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে প্রচলিত।

(১০৯) মন্ডল—মোড়ল বা গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। বিভিন্ন জাতি বিশেষতঃ সদ্‌গোপদের উপাধি হিসেবে প্রচলিত। মুসলমানদের মধ্যেও এই উপাধি দেখা যায়।

(১১০) ময়রা—মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী ও ব্যবসায়ী জাতি।

(১১১) মল্ল—পালোয়ান। কোন কোন জাতির পদবী হিসাবে শব্দটির এবং এর থেকে জাত মাল শব্দের প্রচলন আছে।

(১১২) মল্লাবনীনাথ মহারাজাধিরাজ—মল্লভূমির (রাজধানী বিষ্ণুপুর) রাজা।

(১১৩) মল্লিক—<(আ. 'মালিক'—রাজা) বিভিন্ন জাতির পদবীর স্থলাভিষিক্ত উপাধি।

(১১৪) মহন্ত—মূল অর্থ মহৎ লোক। বর্তমানে শব্দটি মঠের বা মন্দিরের অধ্যক্ষ হিসেবে প্রচলিত।

(১১৫) মহাপাত্র—রাজার প্রধান সভাসদ। ওড়িয়া এবং উড়িষ্যা থেকে আগত ব্রাহ্মণদের পদবী হিসেবে প্রচলিত।

(১১৬) মাইতি—<মহান্তি। উড়িষ্যা থেকে আগত কোন কোন জাতির পদবী।

(১১৭) মাজী, মাঝি—নৌকা-পারাপার যাদের জীবিকা। বিভিন্ন জাতির পদবী হিসেবে শব্দটির প্রচলন আছে। সাঁওতালদেরও মাঝি বলা হয়।

(১১৮) মাণিক্য—ত্রিপুরার রাজাদের উপাধি।

(১১৯) মান্না—তিলি প্রভৃতি জাতির পদবী।

(১২০) মালা, মাল—মল্ল শব্দের অপভ্রংশ। সাপুড়িয়া, বেদে, মৎস্যজীবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ও অনেক জায়গায় 'মাল' নামে পরিচিত।

(১২১) মাল্লা<মাল্লা, 'মালো' ও বলা হয়। মালিক = মল্লিক-মলি, মালী মালাকার—পুষ্প ব্যবসায়ী জাতি। তাঁদের প্রধান পদবী হিসেবে শব্দটি পরিচিত।

(১২২) মাহাতো—পুরুলিয়া, ধানবাদ ও পূর্ব সিংভূম জেলার একটি প্রধান জাতি। তাদের পদবী হিসেবেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বিহারের গোয়ালাদেরও অনেকসময় মাহাতো বলা হয়।

(১২৩) মাহিন্তি<মহান্তি?

(১২৪) মিত্র—কুলীন কায়স্থদের অন্যতম পদবী।

(১২৫) মিস্ত্রী, মিস্তিরি—যন্ত্রের কারিগর।

(১২৬) মুখুজ্যা, মুখোপাধ্যায়—অন্যতম কুলীন ব্রাহ্মণদের পদবী। মুখুটী, মুখুজ্যে এরই অন্যতম রূপ। মুখটী (গাঞির নাম) শব্দটিই মূল রূপ বলে মনে হয়।

(১২৭) মুস্তফি, মুস্তাফি—মুসলিম শাসকদের দেওয়া প্রধানত কায়স্থদের উপাধি (আরবী শব্দজাত)।

(১২৮) মুহুরী—লিপিকর। মুন্‌শী।

(১২৯) মেট্যা—মেটে বা মেট্যা বা মেটিয়া বা মাতিয়া। বাগ্দী জাতির সাধারণ পদবী।

(১৩০) মের্দ্ধা—বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত পদবী।

(১৩১) মোদক, মদক—ময়রা দ্রষ্টব্য।

(১৩২) মোদি—অবাঙ্গালী। 'মোদক' শব্দজাত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মোদী = মুদী হতে পারে।

(১৩৩) মোলিক<মৌলিক। অন্যতম বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের পদবী।

(১৩৪) যস্য—জষ দ্রষ্টব্য।

(১৩৫) যুগী, যোগী—অতীতে এঁরা ছিলেন নাথ ধর্মাবলম্বী। বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম জাতি বলে গণ্য।

(১৩৬) রক্ষিত—হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই পদবীর ব্যবহার দেখা যায়।

(১৩৭) রজক—ধোপা দ্রষ্টব্য।

(১৩৮) রাউত—রাজপুত থেকে আগত বলে মনে করা হয়, যদিও ওড়িয়াদের মধ্যে এর প্রচলন আছে। কিছু বাঙ্গালীর উপাধি হিসেবেও পাওয়া যায়।

(১৩৯) রাজ—সাধারণতঃ অট্টালিকা প্রস্তুতকারকদের রাজ বা রাজমিস্ত্রি বলা হয়।

(১৪০) রায়, রায়চৌধুরী, রায়বৈদ্য—'রাজা' শব্দজাত। মুসলমানরা হিন্দু জমিদারদের 'রাজা' বলত।

বর্তমানে শব্দটি হিন্দু জাতির মধ্যে পদবীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

(১৪১) রায় বাহাদুর—ইংরেজ সরকার প্রদত্ত উপাধি বিশেষ।

(১৪২) লস্কর—শব্দটি ফার্‌সী। মূল অর্থ সৈন্য। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় এই শব্দের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় সামরিক শাসনকর্তা। বর্তমানে শব্দটি হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেরই পদবীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

(১৪৩) লাই—'নাই' দ্রষ্টব্য।

(১৪৪) লায়েক—ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত পদবীর স্থলাভিষিক্ত উপাধি।

(১৪৫) লুহার—লোহার বা লৌহকারদের পদবী।

(১৪৬) শঙ্খবণিক, সঙ্খবণিক—শাঁখারি জাতি। এরা শাঁখা ও শঙ্খের বিবিধ বস্তু তৈরী করে।

(১৪৭) শর্মণ, শর্মা, শর্মণ রায়—ব্রাহ্মণদের নামের শেষে পদবী অনুল্লিখিত রেখে ব্যবহার করা হয়।

(১৪৮) শীল—সুবর্ণবণিক, তাঁতি, নাপিত এবং জেলেদের মধ্যে এই পদবী দেখা যায়।

(১৪৯) শীহ—'সিংহ' শব্দের প্রাচীন বাংলা রূপ। দ্রঃ চর্যাগীতি।

(১৫০) শূর—প্রধানতঃ সদ্‌গোপদের ভিতর প্রচলিত।

(১৫১) শৌ, সৌ—'সাহু' মূল অর্থে। বাংলায় বর্তমানে শব্দটি শুঁড়ি জাতির অন্যতম পদবী হিসেবে প্রচলিত।

(১৫২) সর—আগরি জাতির অন্যতম পদবী।

(১৫৩) সরকার—মুসলমানদের দেওয়া উপাধি। শব্দটি ফার্সি। এর মূল অর্থ প্রভু, অথবা রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী। বর্তমানে শব্দটি বিভিন্ন জাতির পদবীর স্থলাভিষিক্ত।

(১৫৪) সর্দার—জাতির বা দলের প্রধান। কোন কোন জাতির মধ্যে পদবীর স্থলাভিষিক্ত উপাধি হিসাবে পাওয়া যায়।

(১৫৫) সাঁ, সাঞী, সাঁই, সা—হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত উপাধি। মূল শব্দ সাঞী। শব্দটি দ্বারা মুসলমান ফকির, হিন্দুদের কোন কোন সম্প্রদায় বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে বোঝায়। এর মূল রূপ অজ্ঞাত। অনেকের মতে শব্দটি স্বামী থেকে এসেছে। কিন্তু চর্তুদ্দশ শতাব্দীতে জারী করা ফিরোজ শাহ তুগলকের ফরমানেও মুসলমান ফকির হিসেবে 'সাঁই'দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১৫৬) সাধু, সাধ্য—সেকালের সওদাগরদের পদবী। বর্তমানে শব্দটি হিন্দুদের কোন কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায়।

(১৫৭) সান্যাল—বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের অন্যতম পদবী।

(১৫৮) সাবুই—অনুমান হয় 'সামুই' শব্দের পাঠান্তর। বাংলায় তিলি এবং অন্যান্য কোন কোন জাতির মধ্যে এই পদবী আছে।

(১৫৯) সামন্ত—সার্বভৌম নৃপতির অধীনস্থ ভূস্বামীদের 'সামন্ত' বলা হয়। বর্তমানে শব্দটি কোন কোন জাতির পদবী হিসেবে [illegible]হৃত হয়।

(১৬০) সাহা, সাহু—বাংলার শুঁড়ি জাতির সর্বপ্রধান পদবী। পূর্ববঙ্গে বণিক জাতির মধ্যেও 'সাহা' পদবী দেখা যায়। 'সাহু' ও 'শৌ' শব্দ দ্রষ্টব্য।

(১৬১) সিল—'শীল' দ্রষ্টব্য।

(১৬২) সিহু—'শীহ' দ্রষ্টব্য।

(১৬৩) সিং, সিংহ—বাংলার হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত পদবী। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উত্তর ভারত থেকে আগত ক্ষত্রিয় এবং বাঙ্গালী কায়স্থদের মধ্যে এই পদবী আছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও

নানা জাতির মধ্যে এই পদবীর প্রচলন দেখা যায়।

(১৬৪) সুঙ্গ—'সুঙ্গ' বংশ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। মৌর্য বংশ পতনের পরে তাঁরা রাজা হন। জাতিতে তাঁরা ব্রাহ্মণ। ৩২৭ নং পুষ্পিকাতে পদবী হিসেবে 'সুঙ্গ' শব্দের ব্যবহার আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে এবং এই রাজবংশের সঙ্গে লিপিকরের কোন যোগ আছে কিনা সে সম্বন্ধে কৌতুহলের উদ্রেক করে। সুঙ্গ<তুঙ্গ (পদবী হিসাবে এখনও প্রচলিত) ও হতে পারে।

(১৬৫) সূত্রধর—ছুতোর, কাঠের মিস্ত্রি। পেশাগত পদবী।

(১৬৬) সেন—বাংলার বৈদ্য এবং কায়স্থদের বিশিষ্ট পদবী এবং অন্যান্য কোন কোন জাতির মধ্যেও প্রচলন দেখা যায়।

(১৬৭) সর্ন্নকার—স্বর্ণকার, সেকরা। স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী জাতি।

(১৬৮) স্বর্ণবণিক—সোনার বেনে। বণিক বা বেনে জাতির বিশিষ্ট শাখা। এঁদের মূল জাতি-ব্যবসা ছিল স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করা। বর্তমানে এঁরা নানা পেশায় যুক্ত।

(১৬৯) হাজরা—সমাজের বিভিন্ন স্তরে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে তপশীলভুক্ত নানা জাতির মধ্যে এই পদবী দেখা যায়।

(১৭০) হাটী, হাটীই—বর্ধমান ও বীরভূম জেলার প্রধানত সদগোপদের মধ্যে প্রচলিত পদবী।

(১৭১) হালদার—<হাবিলদার (মুসলমানদের দেওয়া উপাধি)। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বারুই, নাপিত এবং মুসলমানদের মধ্যে এই পদবী দেখা যায়।

।। মুসলিম পদবী, উপাধি ও জাতি।।

(১৭২) খলিফা—'খলিফা' শব্দের অর্থ স্থলাভিষিক্ত। মুসলিম সম্প্রদায়ের খলিফাগণ ইতিহাস-বিখ্যাত। বাংলায় কোন অজ্ঞাত কারণে দর্জিদের বোঝায়। ১৫২৭ নং পুষ্পিকার 'খলিফা' একটি বংশানুক্রমিক উপাধি।

(১৭৩) খোন্দকার—মুসলমানদের একটি সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক উপাধি।

(১৭৪) গাজী—'গাজী' শব্দের দ্বারা মুসলমান ধর্মযোদ্ধাকে বোঝায়। পরবর্তীকালে এই শব্দ অনেক মুসলমানের বংশগত উপাধিতে পর্যবসিত হয়েছে।

(১৭৫) ছৈয়দ—সৈয়দ। মূলে হজরৎ মুহম্মদের কন্যা ফতিমা বিবির গর্ভজাত সন্তানের বংশধরদের উপাধি। পরবর্তীকালে বহু মুসলমান নিজের উদ্‌যোগে সৈয়দ উপাধি নিয়েছেন এবং তা বংশানুক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১৭৬) জমাদার—অর্থ সিপাহীদের অধ্যক্ষ। বর্তমানে শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১৭৭) তালুকদার—মুসলমানদের দেওয়া উপাধি। মূল অর্থ তালুক বা রাজার দেওয়া ভূখণ্ডের অধিপতি। বর্তমানে শব্দটি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বংশানুক্রমে প্রচলিত।

(১৭৮) দরজি—ফারসী শব্দ। যাঁরা সূঁচের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

(১৭৯) মিছক্লিম—(মিস্ কিম্) এক শ্রেণীর মুসলমানদের উপাধি।

(১৮০) মিঞা, মিআজি—যে কোন মুসলমানকেই ভদ্রতার খাতিরে এই শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়। কেউ কেউ পদবীর স্থলাভিষিক্ত করে ব্যবহার করেন।

(১৮১) মির্জ্জি, মির্জা—ফাঃ/ মিরজা। সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের উপাধি।

(১৮২) মুন্‌সি—মূল অর্থ কেরানী। আরবী শব্দ 'মুন্‌শী'। বর্তমানে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়

সম্প্রদায়ের মধ্যে পদবীর স্থলাভিষিক্ত।

(১৮৩) মুলবি, মৌলবী—(ফাঃ মৌলবী) মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞ ও পুরোহিত।

(১৮৪) মৌলানা—ইস্‌লামী শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভের পরে মৌলানা উপাধি লাভ করা যায় এবং এই উপাধি লাভকারীরা ধর্মের ব্যাপারে উচ্চ স্থান লাভ করে।

(১৮৫) শেখ্, সেক—আরবী শব্দ। মূল অর্থ প্রাচীন ব্যক্তি, বৃদ্ধ ব্যক্তি, প্রধান ব্যক্তি। মুসলমান দরবেশ নামের সঙ্গে শব্দটি যুক্ত হয়ে থাকে। বর্তমানে অনেক মুসলমানের বংশগত উপাধি হিসাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(১৮৬) হোছেন — 'হুসেন' শব্দের অপভ্রংশ। হো এবং হুর মধ্যবর্তী উচ্চারণ। এই জন্য বাংলায় হুসেন ও হোসেন দুইই প্রচলিত।

---

(১) ৪০৭, ৫৪৩, ৬৫৯, ১৪৩৬

(২) ৬৯৭, ৭৭, ১৫১, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৮, ৫০৯, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৯, ৫২৮, ৫৩৪, ৫৫১, ১১৪১, ১১৪৪, ১৫০২, ১৬৪২, ১৬৪৫

(৩) ৪২০, ৪২৮, ৪৪১, ৪৪৯, ১১০৬, ১২৮৭, ১২৮৮, ১৪৮১, ১৫১০

(৪) ১০৫

(৫) ১২৩২

(৬) ৪১৪, ৭৯৯, ১১৭৯, ১৩৩৪, ১৪৩০, ১৪৯০

(৭) ১৬১, ১১৬৩, ১৪০৯

(৮) ৫৫৮, ৬০৮, ৬৩২, ১১৪৮

(৯) ৯৩, ২৮০, ২৯২, ২৯৭, ৩৯৪, ৪০৪, ৭৫১, ১৪৯, ১০১৪

(১০) ৪৩, ৬০, ১২৯, ১৪৪, ১৪৯, ২২৭, ২৩৮, ২৫৪, ২৫৮, ৩২৬, ৩৫৫, ৩৬২, ৫৩২, ৬৫৪, ৭৬৫, ৭৯৪, ৮৪৩, ৯৭৬, ১০২০, ১২৪২, ১৪০৩

(১১) ১৩, ১৩৮, ২০৭, ৩০৪, ৫৭১, ৬২৮, ৮২৯, ৮৬৪, ৯৮৮, ১০০৯, ১১৮৪, ১২৫৯, ১২৬১, ১৬৭৭

(১২) ৫৩৬, ৭৭৬

(১৩) ১৪৩, ৫৩৭, ৬২১, ৯১৯, ১২৩৭

(১৪) ৫৪০

(১৫) ৫৮১

(১৬) ৮১৪, ১২২৭

(১৭) ১৩৭, ১৮২, ১৮৬, ১৯৩, ৩৫৪, ৮৬২, ১১৭৬, ১৬৭৮, ৪৭৩, ৪৯৬, ৯৩৮

(১৮) ৬৩৯, ৮৪৫

(১৯) ৭৩, ১২৭৯

(২০) ২১৮, ২১১, ২৫৬, ২৬১, ৩৮৯, ৫৩৩, ৬১৭, ৬৯৫, ৭০৫, ৭১০, ১০৪৫, ১০৪৬, ১১৪৮, ১৪৩৯, ১৪৪০, ১৬০৯, ১৬৪৬, ১৬৪৭

(২১) ৩৮, ৫২৩, ৮৬৬, ১২১০

(২২) ৬২৫

(২৩) ৮৪, ২৫৩, ৪৫১, ১০৬৭, ১৪৯১

(২৪) ৪৬৮

(২৫) ৬৪৫, ১১০৫

(২৬) ৬৬৩, ১২০৩

(২৭) ৫৭৭, ৫৮৮, ৬৬০, ৭২৯, ২৫৯, ৪০৯, ৫৬৮, ৫৮৭, ৭৪০, ৮৯৩, ৯৮৪, ১০৭৩, ১০৭৫, ১১৬৩, ১১৬৪, ১১৯৩, ১৩০৭, ১৪৪৪

(২৮) ৪, ৬, ৮, ১৫, ৪০, ৬৮, ৭৪, ৯৯, ১০০, ১১৩, ১৫২, ১৫৩, ১৮৩, ১৮৮, ১৯৬, ১৯৮, ২০১, ২১৬, ২২৮, ২৪৪, ২৭৮, ২৯৫, ৩১১, ৩২৮, ৩৩৭, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৪, ৩৭৭, ৩৯৯, ৫১৪, ৫১৮, ৫২৯, ৫৫৩, ৫৫৬, ৫৭৬, ৫৭৯, ৬৯২, ৬৩৫, ৬৪৩, ৬৫৩, ৬৬১, ৬৬২, ৬৭৮, ৬৮০, ৬৮১, ৬৯৩, ৭০৮, ৭৩৪, ৭৪৯, ৭৬৮, ৭৭০, ৭৭৩, ৭৭৫, ৭৮১, ৭৮৭, ৭৮৯, ৭৯২, ৭৯৮, ৮০০, ৮৩৩, ৮৭৪, ৮৯২, ৮৯৬, ৯০০, ৯১২, ৯১৪, ৯৫১, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৮৫, ১০০৭, ১০৩৬, ১০৪৭, ১০৬৩, ১১৮৫, ১২৩৯, ১২৭৯, ১৩০৪, ১৩৯৪, ১৪২০, ১৪৩৭, ১৪৭১, ১৪৭৬, ১৫৪৩, ১৫৫০, ১৫৬০, ১৫৮৯, ১৫৯০, ১৬০০, ১৬০৭, ১৬২২, ১৬৬১, ১৬৬২, ১৬৬৩, ১৬৭৬, ১৬৮২, ৯১৪, ৭৬৯, ১৭১, ২০৪, ২১০

(২৯) ৭৮, ৮০, ২৮১, ৩৬৩, ৫৭০, ১০২৯, ১০৬৮, ১২৪৪

(৩০) ৮০২, ১৫৪, ১৫৫, ২৮০, ৪০৭, ৪৪৪, ৬০২, ৭১৫, ৮২৩, ৯৯৩, ১০২২, ১০৬৫, ১০৯৮, ১১৮১, ১১৮৬, ১২৪৩, ১৩০৫, ১৩২৪, ১৫৯৫, ১৬০০, ১৬৫০, ১৬৫১, ১৬৫২

(৩১) ১৩৯, ৫২২, ৫৩৯, ৫৬৩, ১১৭৩, ১২৪৪, ১৫৩৪, ১৫৮৮

(৩২) ৭৪, ১৮৮, ৫৪৩, ১০৪৪, ২৪২, ২৯৪, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫৬, ১৪৭০, ১৪৭৬

(৩৩) ১৯, ৬৯, ১৮১, ২২০, ২৭০, ২৮৫, ২৯২, ২৯৭, ৩৬২, ৪১৭, ৪২১, ৪২৫, ৪৬১, ৬৫২, ৬৬৭, ৭০৮, ১১৫২, ১১৮৬, ৪৬৫, ৪৭২, ১১২৪, ১১২৬, ১১৩৪

(৩৪) ১৪৭৯, ১৪৮৫

(৩৫) ১০১৫, ৮১১, ৯৫৬

(৩৬) ১২৮, ১০২৬, ১১৮৯, ১৩০৪, ১১৮

(৩৭) ১২৮০

(৩৮) ৩০৭, ৫৭৪, ৭৪৫, ১২৫৬

(৩৯) ৬১৩

(৪০) ২৭৭, ২৮৪, ২৯৬, ৩৯০, ৫৫৯, ৫৮৯, ৭৯৫, ১২০২, ১২১৩, ১২২৮, ১৩০৬

(৪১) ৭৫৫

(৪২) ৫২, ৭২, ১২৪, ১৪০, ১৪৫, ১৫৭, ১৭৫, ১৭৯, ১৯২, ২০৩, ২৪০, ২৪১, ২৭৬, ২৯৬, ৩১২, ৩২০, ৩৩৩, ৩৫৫, ৩৭১, ৩৮০, ৪১১, ৪৪৫, ৫১০, ৫৬৩, ৫৪৮, ৫৫৬, ৫৬২, ৫৬৫, ৫৭৮, ৬০১, ৭১৪, ৭১৬, ৭১৭, ৭২৬, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৮৮০, ৯০৯, ৯১০, ৯৯৮, ১০১১, ১০১৪, ১০১৬, ১০৬৫, ১০৮১, ১১৫৩, ১১৫৪, ১১৫৬, ১১৫৭, ১১৫৯, ১১৬০, ১১৬১, ১১৬৯, ১১৭৪, ১২১২, ১২৬৯, ১২৮৫, ১২৯৯, ১৩০৮, ১৩১৩, ১৩২৪, ১৩৯২, ১৫৪৩, ৩১০, ১৩১, ৩৪৪

(৪৩) ৭২৮

(৪৪) ৭, ১৮, ২১, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪১, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯২, ১০১, ১০৩, ১১০, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১২৩, ১৩৪, ১৪০, ১৪৭, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৫, ১৯৭, ২০৬, ২২৭, ২৩০, ২৩১, ২৪২, ২৫৫, ২৬৫, ২৮৯, ৩০৯, ৩১৭, ৩২০,

৩২২, ৩৩০, ৩৩২, ৩৪০, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৭০, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৯০, ৪২৫, ৪৪৫, ৪৫৬, ৪৫১, ৫০৪, ৫২৪, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৭, ৫৬৭, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৮৫, ৫৯২, ৬০৩ ৬০৪, ৬০৯, ৬১৪, ৬২৯, ৬৩৬, ৬৪৪, ৬৪৮, ৬৫৮, ৬৬৪, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭৪, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৮২, ৬৮৪, ৬৮৭, ৬৮৮, ৭০৬, ৭১১, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৯, ৭২১, ৭২২, ৭২৫, ৭২৮, ৭৩০, ৭৩২, ৭৩৮, ৭৪০, ৭৪১, ৭৫০, ৭৫৩, ৭৬০, ৭৬৪, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৮৪, ৭৯৬, ৮০৩, ৮১৮, ৮২০, ৮২৪, ৮৩২, ৮৩৭, ৮৫৬, ৮৫৮, ৮৭০, ৮৮০, ৮৮১, ৯০১, ৯১৬, ১০১৬, ১০২৮, ১০৩১, ১০৩৮, ১০৪২, ১০৫১, ১০৫৩, ১০৫৫, ১০৫৭, ১০৮০, ১০৯১, ১০৯৫, ১১০৫, ১১১১, ১১৬৮, ১১৭১, ১১৭৫, ১১৮০, ১১৮২, ১১৮৮, ১১৯৯, ১২০০, ১২০৯, ১২১৪, ১২১৮, ১২৬৮, ১২৭০, ১২৮০, ১২৮২, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১১, ১৩১৪, ১৩১৮, ১৩২০, ১৩২৫, ১৩২৭, ১৪১০, ১৪৩৪, ১৪৩৮, ১৪৪৫, ১৪৪৮, ১৪৪৬, ১৪৭৮, ১৪৮০, ১৪৮৪, ১৪৮৫, ১৫৩৮, ১৫৫৬, ১৫৫৭, ১৫৬০, ১৫৬২, ১৫৬৫, ১৫৬৭, ১৫৭২, ১৫৭৩, ১৫৭৭, ১৫৮০, ১৫৮২, ১৬২০, ১৬৭১, ৩০২, ২৮৪, ৬৯৭, ১২৪৫, ৮১০, ১৫৯, ৬৬৬, ১০৩২, ২৪, ৩০৫, ৫৭৫, ৭০৩, ১২০৬, ৯৬, ৩৮১, ৫৯৫, ৭৬১, ৮৩০

(৪৫) ৮৬০

(৪৬) ১২২২, ১৫১২-১৫১৭

(৪৭) ৯৮, ১৫৩, ২৪৭, ২৬৭, ২৯৩, ৩৫২, ৩৬৬, ৪০১, ৪২৯, ৪৫৫, ৪৬৬, ৫৩৫, ৫৬৪, ৫৭২, ৬০৬, ৬২১, ৮০৬, ৮২৯, ৮৫৫, ৯৩৯, ১০১৭, ১১০২, ১২৫৪, ১২৮৯, ১৪২১, ১৪৮২, ১৪৮৯, ১৪৯৭, ১৬২৩, ৪১৫, ৪১৭, ৪৪৮, ৪৮২, ৫৪৬, ৬৬০, ৭২০, ৭৬০, ১০৯৯, ৯৭৫

(৪৮) ১৫০১

(৪৯) ৪৬৭, ১৪৮২

(৫০) ৭৬১

(৫১) ১৬০, ১৭৫, ৮১৬

(৫২) ১২৩৫

(৫৩) ২৭, ৩২, ৩৭, ৭৩, ১১৯, ১২৫, ১২৭, ১৬৯, ১৯৪, ১৯৯, ২০২, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৬৮, ২৬৯, ২৭৫, ৩১৮, ৩২১, ৩২৯, ৩৪৫, ৩৫০, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৭, ৩৭২, ৪৩১, ৪৩২, ৪৫৬, ৫০৩, ৫২৭, ৫৫২, ৫৭১, ৫৯৩, ৬২৩, ৬৪০, ৬৪৯, ৬৫৪, ৬৫৭, ৬৮২, ৬৯২, ৭০৪, ৭০৯, ৭২৪, ৭৩৭, ৭৪৪, ৭৫৪, ৭৭৪, ৭৮২, ৭৮৮, ৭৯৩, ৭৯৪, ৮০৭, ৮১৪, ৮১৭, ৮১৯, ৮২৪, ৮৮৭, ৯৪২, ৯৯০, ৯৫৫, ১০০১, ১০০৬, ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, ১০৩৪, ১০৪৯, ১০৫০, ১০৭৭, ১০৮৩, ১০৮৬, ১০৮৮, ১১০৭, ১১৪২, ১১৭০, ১১৭১, ১১৭৭, ১১৭৮, ১১৯৫, ১২৭৪, ১৩১৭, ১৩২২, ১৩২৩, ১৩৩৬, ১৩৮৯, ১৪০৪, ১৪১৫, ১৪২৯, ১৪৩৬, ১৪৪৫, ১৪৫৪, ১৪৫৬, ১৪৬৮, ১৪৬৯, ১৪৭২, ১৪৯৪, ১৫০৬, ১৫০৭, ১৫৫৮, ১৫৬৯, ১৫৭৪, ১৫৭৬, ১৬০০, ১৬০১, ১৬১২, ১৬১৩, ১৬১৮

(৫৪) ৮১, ৬৩৪, ১২৭৮, ১৬৪৮

(৫৫) ৩, ৩৯, ২৭৩, ৩১৬, ৩৪২, ৩৪৬, ৪১০, ৪২২. ৪২৩, ৪২৬, ৪৭০, ৪৮৬, ৫৩১, ৫৪৪, ৫০৪, ৫৯৬, ৮২৮, ৮৫৭, ৮৯৭, ৯৩৩, ৯৩৪, ১১৩৯, ১২১৪, ১৪১৩,

(৫৬) ৬২০, ৬২৪, ৮২৫, ৮৪১, ৮৫৩, ৯৯৪, ১২৪৯, ১২৬৭

(৫৭) ৩৬৪, ৯৫৭

(৫৮) ৬৫০, ৬৫৬, ৭৩৯, ৯৭০, ১৫৬১

(৫৯) ৮, ৪০, ১৪৭

(৬০) ৮২, ৪৫২, ৫৪৬, ৫৪৯, ৮৭৭, ৭৩৭, ৫৫৪

(৬১) ১২১১

(৬২) ২১১, ৯৮০, ১০৪৬, ১৪৬১
(৬৩) ৫২৬৪
(৬৪) ৬৩০
(৬৫) ১৭২
(৬৬) ৫৪৭, ৫৫২, ৫৬০, ৯৬২,
(৬৭) ২২, ৬৬, ৫২১, ৫২৩, ৫৮৪, ৮১২, ৮৩০, ৯১৭, ১২২৪, ১২৩০, ১৫৩৭, ১৬৪৩, ১৪৪৪, ১২০১
(৬৮) ৮৩৫, ৮৮৫, ১১৯১
(৬৯) ৬৫, ৯৬৮, ১১৮৩, ১২৩৭, ১২৩৯, ১২৭৬
(৭০) ৮২১
(৭১) ১১১২
(৭২) ৮৩৪
(৭৩) ৬৪১
(৭৪) ৪৪, ৬১১, ৯৬৭, ১১৮৫, ৩৪১
(৭৫) ১৬, ১৩২, ১৪৮, ১৫২, ১৫৭, ২০৫, ২৩১, ২৫০, ২৭৪, ২৯০, ২৯১, ৩০০, ৩০৬, ৩১৩, ৩২৩, ৩৪৪, ৪৪৭, ৫৪৫, ৫৫৫, ৫৮২, ৬১২, ৬৯১, ৮৮৮, ৯৩৭, ৯৪৪, ৯৪৭, ৯৪৯, ৯৫৮, ৯৭১, ১০৬১, ১২০৫, ১৩০৬, ১৪১১, ১৪৬৪, ২৬২
(৭৬) ২৩৮, ২৫৮, ৩৮৪, ৮৭৪, ১২৬০, ১২৬১, ১২৮১
(৭৭) ৭৩৩, ৭৫৬, ৭৫৭, ১৬২২
(৭৮) ৯৫
(৭৯) ৫৬৬, ৯৭৩, ৯৯১
(৮০) ১১, ৬৮, ১৩৮, ২৮২, ৩২১, ৩২৪, ৭২৪
(৮১) ৯৭২
(৮২) ২২২
(৮৩) ২৮১
(৮৪) ৩৮৫, ৭৩৯, ১৬৫৫
(৮৫) ২২৩, ২২৯, ২৩২, ৫২০, ৫৩৯, ১১৭৩, ১৪৬৫, ১৪৭২
(৮৬) ৭৮০
(৮৭) ৮৭৬
(৮৮) ৮৮০
(৮৯) ১২২৬
(৯০) ৮৭৪
(৯১) ২৩, ২৮, ১১১, ১৭৬, ১৯৫, ২৪৯, ৩৯৫, ৬৮৩, ৮৩৬, ৮৩৯, ৮৯১, ৮৯৪, ৯১১, ৯৯৬, ১০৯৬, ১১৫০, ১১৬৯, ১৪৪১, ১৪৪২, ১৪৪৭, ১৪৫৮, ১৫৪২, ১৫৮৪, ১১৬
(৯২) ৭৮০, ৭৮১
(৯৩) ২৫, ৫৭, ৫৯, ১১৬৬, ১৬৭৯, ৮১৯
(৯৪) ৫৫৫
(৯৫) ১২২৬
(৯৬) ৫৩, ৬৪, ৯০৮, ১০৭০, ১১৯৮
(৯৭) ১৬, ৫৯৯, ৬১৮, ৮১০, ৯৬৩

(৯৮) ১৪৬, ২৫০, ২৬৬, ২৭১, ২৭২, ২৮০, ৩৩৯, ৩৫৯, ৩৭৩, ৪১৮, ৮৩৮, ৯৫৮, ৯৮৯, ১০৬৯, ১০৮৪, ১২৬৭, ১৩৮৮, ১৪১৪, ১৫৫৯, ১৬৭৫

(৯৯) ১৮৯

(১০০) ৬২৩, ১২৯৮

(১০১) ৩৩, ১০৪, ১০৬, ৫৮৩, ৬৬২, ৬৬৫, ৮৪৮, ৮৫৯, ৮৬৭, ৮৭৩, ৮৭৫, ৮৭৯, ৮৮২, ৯১২, ১০৩৫, ১০৫৩, ১১৮৯, ১২৩৮, ১৫০৪, ১৫৬৩, ১৫৬৪, ১৫৭৩, ১৫৯৪, ১৬১৯, ১৬২১, ১৬২৫, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ৯৯০, ৯৪, ১১৫, ১৩৬, ৭১২, ৭৪২, ৭৪৭, ৮০৫, ৯২৫, ১২৪৬. ১৩১৫, ১৩১৬, ১৪৪৬

(১০২) ১০৮, ১৭৪, ৩৩১, ৯৭১, ১২৭৪, ১৪০৮, ১২৩৪, ২৩, ২৮, ৪২, ৫৬, ১২৫২

(১০৩) ৯৭

(১০৪) ৫

(১০৫) ৫০৭, ৪১৩, ৫২২, ৬৩৮, ৯৫৮, ১৩৯৮, ১৫৫৫, ১৫৭৫

(১০৬) ৩৮২

(১০৭) ৫১৪, ৬২৮, ৪৮৬, ৬৮৩, ৬৪৭

(১০৮) ৪৯, ১৯০, ৩২৬, ৩৯২, ৫৮৯, ৫৯৮, ৬৭৯, ৬৯০, ৮০৪, ৯২৩, ৯৫২, ৯৭৫, ১২৫৮

(১০৯) ১২, ৫৬, ৭১, ১১৯, ২৫১, ৩৫১, ৩৮৩, ৪৫১, ৫৫৮, ৫৭০, ৬৩০, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৬৩, ৬৭৫, ৬৮০, ৬৯৮, ৭০১, ৭০৯, ৭১৯, ৭২৩, ৭৬৭, ৭৮৫, ৭৯১, ৮০৯, ৮১৫, ৮২২, ৮৪৭, ৮৫২, ৮৬৮, ৮৬৯, ৯১৫, ৯২২, ৯৩৫, ৯৬৬, ৯৭৪, ৯৯৭, ১০১৩, ১০১৫, ১১৪৯, ১২৬৬, ১২৭৩, ১৪০৪, ১৫০৯, ১৫৯১, ১৬৬৪

(১১০) ১২৮

(১১১) ১৬৬, ২৩৫

(১১২) ৮৮

(১১৩) ৬০৬, ১০২৫

(১১৪) ১৬১১. ৮৭৬

(১১৫) ১৩০, ৫৭৮

(১১৬) ২১৫, ৮১৩, ৮৪০

(১১৭) ১৭২, ২২১, ১২১৬

(১১৮) ৮৭৫, ৮৭৮, ৮৭৯, ১২০৫

(১১৯) ৩৭৫, ৫৬৩, ৬২৬, ৯৪৮

(১২০) ৩৪, ৫৮, ১০৭, ১৪১, ১৫৬, ১৬৬, ১৩১৯

(১২১) ১৪১৩, ৫৪০

(১২২) ৭৫৬

(১২৩) ৫৮৬

(১২৪) ৫০, ৮৫, ১০৯, ১৩৫, ১৮৪, ৩১৬, ৩৯৩, ৩৯৭, ৫৩৬, ৬৫৫, ৬৯৯, ৭১৮, ৭৫৬, ৭৬৮, ৮০৩, ৮০৪, ৮৯৮, ৯১০, ৯৩৫, ৯৪০, ৯৪৯, ৯৬৯, ১০০৪, ১০১০, ১০২৪, ১১৪৩, ১১৯৯, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩২১, ১৩২৭, ১৩৮৫, ১৩৮৬, ১৪২৮, ১৪৬১, ১৫৪৬, ১৫৭১, ১৫৯২, ১৫৯৫, ১৬১৪, ১৬৫৪, ১৬৭০, ৯৭৭

(১২৫) ২, ২৮২, ৬৭২, ৬৭৩, ৭০৫, ৭৯০, ১২৩৮, ১২৪৭, ১২৫১, ১৬০৪

(১২৬) ১৭০, ৫০৭, ৭৪৫, ৭৬৫, ৭২২, ৯৮২, ১১৯৪, ১২১৩, ১২২৮, ১২৪৪, ১২৯৭, ১৩৯৬

(১২৭) ৮৯৭, ১৪২৪

(১২৮) ৪৭৩
(১২৯) ৬৪৫
(১৩০) ১২৫৩
(১৩১) ২৬৩, ৩১৯, ৩৪৫, ১৩৭৪
(১৩২) ২০৯
(১৩৩) ১৩৯
(১৩৪) ৮১
(১৩৫) ৯৮, ১২২৫, ১৪৯৬
(১৩৬) ৯৮৭
(১৩৭) ৭০৩, ৮০৬
(১৩৮)
(১৩৯) ২২৬
(১৪০) ২৩৩, ২৪৪, ২৭৭, ২৮০, ৩৩৮, ৩৭৪, ৩৭৮, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৯৬, ৪০২. ৪০৫, ৫৯৯, ৬৭৬, ৬৭৯, ৬৯৬, ৭০৬, ৭২৯, ৭৮৬, ৭৯৭, ৮৮৯, ৮৯০, ৯০৪, ৯২১, ৯৬৪, ৯৮৩, ১০৭০, ১০৭৪, ১০৭৭, ১১১১, ১১৪৮, ১২২৯, ১৪৮৭, ১৪৮৮. ১৫৭৯, ১৬৬০, ১৬৮৩, ১৬৮৪, ৮৩, ৯১, ৬১৯, ৮১৫, ১৪
(১৪১) ১, ১৭৩
(১৪২) ৮৭২
(১৪৩) ৬৫, ২৪৭
(১৪৪) ৫৯৬, ৬৪২, ১৩৩২, ১৬০২, ১৬০৮, ৮০৮
(১৪৫) ২৬৬
(১৪৬) ৪৬, ১২১২, ১৪৭৩, ১৪৭৫
(১৪৭) ৯, ১৯, ৩০, ৪৮, ৬১, ৬২, ৯০, ১৭৪, ২১১, ২৮৭, ৩১৮, ৪২৪, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৫৬, ৫১৫, ৫২৯, ৫৬৫, ৬৪৬, ৬৬১, ৬৯০, ৭৪৬, ৭৪৮, ৭৬৩, ৭৭৬, ৮০১, ৮০৮, ৮৭৮, ৯৪৮, ৯৬৪, ১০২১, ১২৭৭, ১২৮৩, ১৩৩৭, ১৪০১, ১৪৩৩, ১৪৭৬, ১৫০৮, ১৫০৯, ১৬০৩, ১৬৪৯, ৭৭১
(১৪৮) ১৪২২
(১৪৯) ৭৫৬, ১২৫১
(১৫০) ৩৮, ৩২৮
(১৫১) ১০৮, ৬৪০, ৬৭৬, ৭৩৬, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৭৯, ৯৫৭, ১০০০, ১৩৭০, ১৬৫৬, ১৬৫৭, ১৬৫৮
(১৫২) ১৬৬৪, ১৬৬৬
(১৫৩) ৩, ৫, ৪৩, ৪৬, ১২৬, ১৪২, ১৪৭, ১৫০, ১৫৮, ২১৫, ২১৯, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৪৪, ২৫২, ২৫৯, ২৬১, ২৮০, ২৮৩, ২৮৯, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩৩১, ৩৪৯, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৮০, ৩৮৭, ৩৮৯, ৪০০, ৪২৫, ৫২৫, ৫৮১, ৫৮৭, ৫৯৪, ৬০০, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬১০, ৬১১, ৬৩১, ৭৯৭, ৮২৭, ৮৩০, ৮৩১, ৮৫০, ৮৫২, ৮৬৩, ৮৬৫, ৮৭৬, ৯০২, ৯১৩, ৯১৬, ৯৪৩, ১০০৮, ১০৪০, ১০৫২, ১০৭২, ১০৮৯, ১১৪৬, ১২১৫, ১২৬২, ১২৬৪, ১৩১৯, ১৩৯৯, ১৪০২, ১৫১৮, ১৬৬৪, ১৬৬৬, ১৬৬৯, ১৬৮০, ১৬৮১
(১৫৪) ৩৯৫, ৪৪১, ৪৬৯, ৯৪৯
(১৫৫) ১১৪২, ১২১৩, ২২৪, ৪০৬, ৮৬১
(১৫৬) ২০৯, ৩১১, ৩৯১, ৫৩০, ৬৮১, ১২৫৬

(১৫৭) ১০৫৪
(১৫৮) ১০
(১৫৯) ১২০, ১০৮৫
(১৬০) ৭৪২, ৮৪০, ৮৪৬, ৯২০, ১৩৩৫, ১৪৯৫
(১৬১) ১১৮, ১৪২২
(১৬২) ৭৪৩, ৭৮৩, ১২৫৮, ১৪২৬
(১৬৩) ১০, ২৯, ৩৬, ৪৫, ৭০, ৮৮, ১৭৩, ১৮৭, ১৯১, ২৩৪, ২৬১, ৩৩৫, ৩৪৩, ৩৬০, ৫৪৬, ৬৮৬, ৭৪৩, ৭৫৭, ৮০৪, ৮৫৪, ৯০১, ৯৪১, ৯৫০, ৯৮৬, ১০১২, ১০৫৬, ১০৫৮, ১০৬০, ১০৭৬, ১২৫৮, ১২৫৯, ১২৭৮, ১৩৮০, ১৩৮১, ১৪২৬, ১৪২৭, ১৪৫৭, ১৫৯২, ৪১৫, ১১৭২, ২১২, ৫৮৫, ৫৮৬, ২৩৯, ৮১৭,
(১৬৪) ৩২৭
(১৬৫) ১২০১, ১২৩৬, ১৩১২
(১৬৬) ৬৭, ১২১, ২১৭, ২৮৬, ৩২৫, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৮৩, ৩৯৬, ৩৯৮, ৪১৬, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৫৪, ৫৬৭, ৬৮৫, ৯০৩, ৯৫৭, ১০৫৯, ১১০০, ১১০২, ১১০৪, ১২৮২, ১২৮৩, ১২৮৬, ১৫০৩, ১৫৫৩, ১৫৫৪, ১৬৩১, ১৬৩৯, ১৬৮৩, ৬৫১, ১০৩৫, ৪৭১, ৬২১, ৮৩২, ১৪৭৭, ৭০২
(১৬৭) ৮০১
(১৬৮) ২৭৯
(১৬৯) ২০৮, ২৬০, ৬২২, ৭৭৪, ৮৪৩, ৮৪৪, ১২৪০, ১৩৯৬, ১৬৭২, ১৬৭৩
(১৭০) ৬১৫, ৯০২, ১২০১
(১৭১) ২৯৯, ৩০৯, ৩৬৩, ৭৬২, ৭৬৩, ৮৪৬, ৮৫৩, ৯৯২, ১০০৫, ১২৪৩, ১৫৮৪
(১৭২) ১৫২৭
(১৭৩) ৪৮৪, ৪৯৭
(১৭৪) ৪২২, ৪৮৭, ১১১৫, ১১৩৭
(১৭৫) ৪১৯, ১২৯১
(১৭৬) ৪৭২
(১৭৭) ৪৯০
(১৭৮) ৪৯২, ১০৯৪, ১৫২২
(১৭৯) ৪৩৩
(১৮০) ৪৭৯, ৫০১, ৯২৯, ১১১৫, ১১২৫, ১১৩৫
(১৮১) ১২২০
(১৮২) ১৫২৪
(১৮৩) ৪৭৩
(১৮৪) ৪৭৮
(১৮৫) ৪৭৫, ৪৮৬, ১১২২, ১২৪১, ১২৯২
(১৮৬) ১৫২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

।। লিপিকাল-জ্ঞাপন-পদ্ধতি।।

পুথির পুষ্পিকায় লিপিকরগণ বিভিন্নভাবে লিপিকালের উল্লেখ করেছেন। বর্ষ গণনার রীতি অনুযায়ী সৌর ও চান্দ্র বর্ষ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সৌরবর্ষ গণনা করা হয়ে থাকে। মুসলিম পঞ্জিকায় চান্দ্রবর্ষ ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সনের (era) প্রচলন ছিল। বর্তমানে এদের মধ্যে কয়েকটি সনের প্রচলন এখন থাকলেও কোনো কোনো সন কালের বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অধুনা প্রচলিত কয়েকটি সনের উল্লেখ প্রাচীন পুথি-পত্র, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদিতে দেখা যায়। ইতিপূর্বে অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাংলা পুথির লিপিকাল' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুথির সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন সনের উল্লেখ নানাভাবে দেখিয়েছেন।

যে সব পুথি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তাদের লিপিকাল শকাব্দ, সংবৎ, বঙ্গাব্দ, খ্রীষ্টাব্দ, অমলি সন, জমিদারী সন, ত্রিপুরাব্দ, মঘী, মল্লাব্দ (অপর নাম রাজড়া সন), হিজরী প্রভৃতি দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এখানে আমাদের সংগৃহীত পুষ্পিকা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সনের উল্লেখ দেখানো গেল।

(১) অম্‌লি সন—সাধারণতঃ মেদিনীপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত অম্‌লি সনের উল্লেখ পুষ্পিকাতে রয়েছে। অম্‌লি সনের সঙ্গে শকাব্দের উল্লেখ দেখে বঙ্গাব্দ এবং অম্‌লি সন অভিন্ন বলে মনে হয়। বঙ্গাব্দের সঙ্গে শকাব্দের পার্থক্য ৫১৫ বছরের। এখানে অম্‌লি সনের সঙ্গে শকাব্দের ৫১৪ এবং ৫১৫ বৎসরের পার্থক্যের দুটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

(ক) "সন ১১৮৫ অমলি সকাব্দ ১৬৯৯"।। (পু. ক্র.সং—১১৫৬)

(খ) "সন ১১৮৫ অম্‌লি সকাব্দ ১৭০০ সালে লিখা হইল"।। (পু.ক্র.সং—১১৫৩)

আবার কোনো কোনো পুথিতে শুধু অমলি সনের উল্লেখ দেখা যায়।

(ক) "লিপি সমাপ্ত করিলাঙ ঃ ৩ হি মাহ পৌস ঃ রোজ
রবিবার সন ১২স ২৯স অমলি।" (পু.ক্র.সং—১১৬৯)

(২) ইংরাজি সন বা খৃষ্টাব্দ—বর্তমানে খৃষ্টাব্দ একটি আর্ন্তজাতিক সন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই সন প্রচলিত। যীশু খৃষ্টের জন্মের সময় থেকে এই সন গণনা শুরু হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যদিও যীশু খৃষ্টের জন্মের সঠিক বৎসর সম্বন্ধে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। বাঙালীদের কাছে খৃষ্টাব্দ ইংরেজী সন নামে পরিচিত। পুথিতেও খৃষ্টাব্দকে ইংরেজী সন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) "ইতি সন ১৮৯৮ ইং তাং ২২শে জুলাই শুক্রবার বেলা ১ ঘটিকার সময় এই পুতিখানি শ্রী দুর্গাকুমার দ্বারা লিখা সমাপ্ত হইল।।" (পু.ক্র.সং—১৪৯৮)

(৩) জমিদারি সন—বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে ব্যবহৃত সন। আলোচ্য পুথিসমূহে উল্লিখিত জমিদারি সন, রাজড়া সন, বিষ্ণুপুরী সন এবং মল্লাব্দ অভিন্ন। প্রত্যেকটি সনের সঙ্গে ১০১ যোগ করলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়। এখানে পুথি থেকে উক্ত সনগুলির উদাহরণ দেওয়া গেল।

(ক) "২২ বৈসাগ সমাপ্ত নবার্ম্ম পর রোজ বুদিবার জমিদারি সন ১১১০ সাল" (পু.ক্র.সং—১৬২৫)

(খ) "ইতি রাজ শন ১১২১ শা(ল) সদর সন ১২২২ শ(ল)।" (পু.ক্র.সং—৩৬৪)

(গ) "তারিখ ২০ আসার সন বিষ্ণুপুরি ১১৩১ সাল ইত্যাদি।" (পু.ক্র.সং—৩৮৪)

(ঘ) "মল্ল শক সন ১০৯২ সাল।" (পু.ক্র.সং—৮৮)

(৪) ত্রিপুরাব্দ—ত্রিপুরা রাজ্যে 'ত্রিপুরাব্দ' নামে একটি নিজস্ব সন সরকারীভাবে দলিল পত্র, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদিতে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বঙ্গাব্দের সঙ্গে তিন বৎসর যোগ করলেই ত্রিপুরাব্দ পাওয়া যায়। আমাদের ব্যবহৃত অন্যতম পুথিতে ত্রিপুরাব্দের উল্লেখ রয়েছে এইভাবে—

(ক) " ইতি সন ১২০৪ ত্রিপুরা তারিখ ১৬ আশ্বিন।" (পু.ক্র.সং—৮১)

(৫) বঙ্গাব্দ বা বাঙ্গলা সন—ভারতে মুসলিম শাসনের প্রথম কয়েকশত বৎসর চান্দ্র হিজরী সন ধরে যাবতীয় শাসনকার্য ও নানারকম বৈষয়িক কার্য নিষ্পন্ন হোত। মোগল-আমলে এদেশে হিজরীর পরিবর্তে সৌর বঙ্গাব্দ অনুসারে সব কাজ করার রীতি প্রচলিত হয়। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, আকবরের আমলে বঙ্গাব্দ প্রচলিত ছিল এবং তখন পর্যন্ত যত হিজরী ছিল তত বঙ্গাব্দ ধরে সেই সময় থেকে সৌর-মতে বঙ্গাব্দের গণনা হ'তে থাকে। অনেকে মনে করেন, হিন্দু নরপতি শশাঙ্ক বাঙ্গালা সন প্রবর্তিত করে গেছেন। কেউ কেউ আবার, তিব্বতীয় রাজা TSON-কে বাঙ্গালা সনের প্রবর্তক বলে মনে করেন। আবার কারও কারও মতে, হোসেন শাহ্ বাঙ্গালা সনের প্রবর্তয়িতা। মোটের উপর বঙ্গাব্দের উদ্ভবের ইতিহাস রহস্যাবৃত। এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মীমাংসা এ পর্যন্ত হয়নি। বাঙ্গালা পুথিতে সাধারণতঃ বাঙ্গালা সন বা বঙ্গাব্দের উল্লেখ বেশী।

(ক) "ইতি সন ১১০৪ সাল তারিখ ৮ই ভাদ্র বার মঙ্গলবার। (পু.ক্র.সং—৩)

(খ) "সন ১১০৭ সাত সাল তারিখ ১৫ আসিন।" (পু.ক্র.সং—৩১৪)

(গ) "ইতি সন ১২০৭ বার সও সাত সাল।। তাঃ ১৯ আগ্রন রো(জ) ষুক্রবার।।"

(পু.ক্র.সং—১৬০৮)

বাঙ্গালা সনকে কোনো কোনো পুথিতে বাদসাহী সন, মন্দারণ সন ও সদর সন হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। শকাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দের ৫১৫ বৎসরের তফাৎ সাধারণতঃ হয়ে থাকে। বাদশাহী সনের উল্লেখ সম্বলিত একটি পুষ্পিকা থেকে দেখা যায় যে, বাদশাহী সনের সঙ্গেও শকাব্দের এই ব্যবধান।

(ক) "ইতি শকাব্দা ১৭০৮ বাদসাই সন ১১৯৩ সাল তারিখ ১৯ আসার সনিবার...।।"

(পু.ক্র.সং—১৩২৪)

সুতরাং শকাব্দ - ৫১৫ = বাদসাই সন এবং বঙ্গাব্দ এক মনে করা হয়। আবার, মন্দারণ ও বাঙ্গালা সন যে এক তারও প্রমাণ আছে। একটি পুথির পুষ্পিকাতে পাই—

(খ) "রাজড়া সন ১১৩৫ সাল মন্দারন সন ১২৩৬ সাল।" (পু.ক্র.সং—৯৭৬)

এখানেও দুটি সনের তফাৎ ১০১ বৎসরের। রাজড়া সন অর্থাৎ রাজাদের সন 'মল্লাব্দ'। 'মল্লাব্দে'র সঙ্গে 'মন্দারণ সনে'র ব্যবধান এখানে ১০১ বৎসরের আমরা দেখতে পাচ্ছি। বঙ্গাব্দের সঙ্গেও 'মল্লাব্দের' ১০১ বৎসরের ব্যবধান। অতএব মন্দারণ সন ও বঙ্গাব্দ অভিন্ন।

'সদর' সনের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার আমরা দেখি। একটি পুথির পুষ্পিকায় দেখি,—

(গ) "ইতি রাজ শন ১১২১ শা(ল) সদর সন ১২২২ শা(ল) তারিখ ১৪ চৈত্র রোজ শোমবার।।"

(পু.ক্র.সং—৩৬৪)

রাজ সন অর্থাৎ 'মল্লাব্দে'র সঙ্গে 'সদর সনে'র ১০১ বৎসরেরই তফাৎ। অতএব সদর সনকে'ও বঙ্গাব্দের নামান্তর বলা যায়।

বঙ্গাব্দের সঙ্গে শকাব্দের পার্থক্য ৫১৫ বছর না হয়ে ৫১৪ বা ৫১৬ বছর হচ্ছে—এরকম দৃষ্টান্তও

পাওয়া যায়। পু.ক্র.সং—১৬৮৬, ৮৮

(৬) মঘী সন—আরাকান দেশে প্রচলিত সন। প্রায় ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল ছিল আরাকানের অধীনে। তখন থেকে চট্টগ্রামে মঘী সন প্রচলিত হয়। মঘী সনের সঙ্গে ৪৫ বৎসর ও ৬৩৮ বৎসর যোগ করলে যথাক্রমে বঙ্গাব্দ ও খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। আমাদের ব্যবহৃত একটি পুষ্পিকা থেকে মঘী সনের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গেল।

(ক) "ইতি ১৮৫০ ইংরাজী...১২৫৭ বাং মোং ১২১২ মঘি তাং ২৪ ভাদ্র মোং ৭ সেতাম্বর বেহান বেলা..." (পু.ত্র.সং—১৬৪০)

(৭) শকাব্দ— খ্রীষ্টাব্দ সূচনার ৭৮ বৎসর পরে শকাব্দের শুরু। একটি পুষ্পিকা থেকে এর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(ক) "লিপিকাল শকাব্দা ১৬২৫।" অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ দাঁড়াচ্ছে ১৭০৩ খ্রীঃ। (পু. ক্র.সং—৫২৯)

(৮) সম্বৎ—'সম্বৎ' বা সংবৎ শব্দের আভিধানিক অর্থ বৎসর। ফলে, 'সাল' অর্থেও সম্বতের প্রয়োগ কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য প্রবর্তিত বলে কথিত সনই 'বিক্রম সম্বৎ' বা শুধু 'সংবৎ' নামে পরিচিত। খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে ৫৭ বৎসর যোগ করলে সম্বৎ পাওয়া যায়। বাংলা পুথির পুষ্পিকায় এর উল্লেখের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

(ক) "ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ২০ ভাদ্র সম্বত ১৮৮৯।" (পু.ক্র.সং—১১৬) অর্থাৎ ১৮৩২ খ্রীঃ।

আর একটি পুষ্পিকায় পাই,

(খ) "সন ১৩১৬ সাল শকাব্দা ১৮৩১ সম্বত তারিখ ১৫ শ্রাবণ সনিবার তিথি চতুর্দ্দশি।"
(পু.ক্র.সং—৯১৭)

হিসেব অনুযায়ী ১৩১৬ বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৬৫০ যোগ করলে (১৩১৬ + ৬৫০) = ১৯৬৬ সম্বত হবার কথা কিন্তু লেখা আছে শকাব্দা ১৮৩১। অর্থাৎ বঙ্গাব্দ + ৫১৫ = শকাব্দ। এখানেও ১৩১৬ সনের সঙ্গে ৫১৫ বছর যোগ করলে পুষ্পিকাতে উল্লিখিত শকাব্দা ১৮৩১ সনই দাঁড়ায়। ফলে, শকাব্দা ১৮৩১ এর পরবর্তী 'সম্বত' শব্দের অর্থ এখানে 'সাল' হিসেবেই ধরা হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(৯) হিজরী সন—৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই থেকে হিজরি সন গণনা আরম্ভ হয়। হজরত মোহাম্মদের মক্কা থেকে মদিনায় গমনের সময় থেকে এই সন প্রবর্তিত হয়। বাংলা দেশে মুসলমান বিজয়ের পর হিজরী সনের শুরু হয়। বাংলা পুথিতে এই সনের উল্লেখ দেখা যায়।

(ক) সন ১২১৬ মঘি তারিখ ৮ ফাল্গুন সন ১২৭১ হিজরি ৩ মাহে...। (পু.ক্র.সং—৪৮৩)

লিপিকরগণ বাংলা পুথির লিপিকাল নির্দেশক একটি অব্দের স্থলে দুই বা ততোধিক অব্দেরও উল্লেখ করেছেন। আগেই এর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এখন আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হোল।

(১) অমলি—শকাব্দ (অমলি + ৫১৫ - শকাব্দ) "মাহ আষাঢ় ১৫ সন ১১৮৫ অমলি সকাব্দা ১৭০০ সমাপ্ত তেসাং"। (পু.ক্র.সং—১১৬৭)

(২) ইংরাজী (খ্রীষ্টাব্দ)—বঙ্গাব্দ (খ্রীষ্টাব্দ — ৫৯৩ = বঙ্গাব্দ) "সন ১২২৫ সাল তারিখ ৩১আসাড় মতাবকে ইঙ্গিরাজী সন ১৮১৮ সাল ১৩ জুলাই সমাপ্ত।।" (পু.ক্র.সং—২৬৪)

(৩) খ্রীষ্টাব্দ—মঘী (খ্রীষ্টাব্দ — ৬৩৮ = মঘী) "সন ১৮৪৬ ইংরেজি তাং ২২ জানুআরি সন ১২০৭ মঘী তারিখ ৪ মাগ রোজ বুধবার।" (পু.ক্র.সং—৪৮০)

(৪) ত্রিপুরাব্দ—বঙ্গাব্দ (বঙ্গাব্দ + ৩ = ত্রিপুরাব্দ) "সন ১২১৪ বাঙ্গালা সন ১২১৭ ত্রিপুরা তারিখ

২০ ভাদ্র চান্দরজ্জব তারিখ ১ রোজ সুক্রবার...।" (পু.ক্র.সং—৪৬৫)

(৫) ত্রিপুরাব্দ—শকাব্দ (ত্রিপুরাব্দ + ৫১২ = শকাব্দ) "ইতি সন ১২(০) ৬... তারিখ ২৯ কার্ত্তিক বুক্রবার চতুর্দ্দশ দন্ড বেলাতে সমাপ্ত। সকাব্দ ১৭১৮... পত্র লিক্ষ্যা ৪৬৯ পুস্তক সমাপ্ত।।" (পু.ক্র.সং—৮৭৯)

এখানে সালটির সঙ্গে শুধুমাত্র সন শব্দটি উল্লিখিত থাকলেও তা-যে ত্রিপুরাব্দই এ-কথা জোর করে বলা যায়। এর সঙ্গে শকাব্দের ৫১২ বছরের ব্যবধান থাকে।

(৬) বঙ্গাব্দ—মঘি (মঘি + ৪৫ + বঙ্গাব্দ) "সন ১২৫১ বাং মতাবেক সন ১২০৬ মঘি তাং ১৫ চৈত্র।" (পু.ক্র.সং—৪৩৪)

(৭) বঙ্গাব্দ—জমিদারি (জমিদারি + ১০১) = বঙ্গাব্দ। "সন ১২২২ সাল।। জমিদারি সন ১১২১...।" (পু.ক্র.সং—৩৪৩)

(৮) বঙ্গাব্দ—শকাব্দ (বঙ্গাব্দ + ৫১৫ = শকাব্দ)

"শ্রী রস্তু শুভমস্ত শকাব্দা ১৫৪৬ শকে ১০৩১ সাল। তারিখ ১৩ মাহ শ্রাবণ।" (পু.ক্র.সং—৯২০)

আগেই বলা হয়েছে শকাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দের ব্যবধান সাধারণতঃ ৫১৫ বৎসরের হয়ে থাকে। কিন্তু কখনও কখনও এই ব্যবধান ৫১৪ এবং ৫১৬ বৎসরেরও হয়ে থাকে।

(ক) ৫১৪ বৎসরের দৃষ্টান্ত—

রামেশ্বরের 'শিবায়নের' একটি পুথির পুষ্পিকায় এই লিপিকাল পাওয়া যায়, "শকাব্দ ১৬৭১ ইতি সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৫ই মাঘ রোজ বুধবার...।" (পু. ক্র.সং—১৬৮৬)

(খ) ৫১৬ বৎসরের দৃষ্টান্ত—

বিশ্বভারতীর ১৫৯ নং পুথির পুষ্পিকায় এই লিপিকাল পাওয়া যায়, 'ইতি সন ১১৯৫ সালের আখেরি তারিখ ২৯ জৈইষ্ট রোজ মঙ্গলবার। সক ১৭১১ সতের সও এগার। লিখিতং কাসিনাথ দাস বসু।" (পু.ক্র.সং—১১৪৫)

(৯) শকাব্দ—মঘি (মঘি + ৫৬০ = শকাব্দ) "ইতি সন ১১৩৮ মঘি সকাদিত্য সন ১৬৯৮ তারিখ ১৮ মগি রোজ সনিবার তিথি দুতিয়া বেলা এক দন্ড থাকতে।" (পু.ক্র.সং—১৩৪৪)

(১০) শকাব্দ—মল্লাব্দ (মল্লাব্দ + ৬১৬ = শকাব্দ) শকাব্দ ১৭০৮ সতের সও আট ।।০।। মল্ল শক সন ১০৯২ সাল..।" (পু.ক্র.সং—৮৮)

বিভিন্ন পুথির পুষ্পিকায় তিনটি অব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(১) খ্রীষ্টাব্দ—বঙ্গাব্দ—মঘি

"ইতি সন ১২১৪ মঘি সং সন ১৮৫২ ইঙ্গরেজি সং সন ১২৫৯ বাঙ্গালা তারিখ ২৯ ভাদ্র রোজ সোমবার বেহান বেলা সমাপ্ত হইল।" (পু.ক্র.সং—১৬৩১)

(২) (ক) খ্রীষ্টাব্দ—বঙ্গাব্দ—মল্লাব্দ

"ইতি সন ১২৩২ সাল। তারিখ ৬ আগষ্ট...মল্লসন ১১৩১ সালে ইঙ্গরেজি সন ১৮২৫ সাল তারিখ ১৯ জুন।" (পু.ক্র.সং—১৩২৬)

(খ) খ্রীষ্টাব্দ—বঙ্গাব্দ—বিষ্ণুপুরী

"সন ১৮২৫ সাল তারিখ মতাবক বাঙ্গালা সন ১২৩২ সাল। তারিখ ২০ আসার সন বিষ্ণুপুরি ১১৩১ সাল ইত্যাদি।" (পু.ক্র.সং—৩৮৪)

(৩) খ্রীষ্টাব্দ—বঙ্গাব্দ—শকাব্দ

"ইতি সন ১২০৮ সন বারসও আট সাল তারিখ ১৬ সালগ্রি জেষ্ঠী রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ত্রিতিয়

প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল। ইতি সকাব্দা ১৭২৩ সতের সও তেইস সক ইঙ্গিরাজী সন ১৮০১ আঠার সও এক সাল।" (পু.ক্র.সং—২৮৫)

চার অব্দ উল্লেখযুক্ত পুষ্পিকা—

(১) খ্রীষ্টাব্দ—জমিদারি (মল্লাব্দ)—বঙ্গাব্দ—শকাব্দঃ—

"শকাব্দ ১৭৫৮ সক সন ১২৪০ সাল জমিদারি সন ১১৪২ সাল ইঙ্গিরাজী ১৮৩৬ সাল তারিখ ৬ জৈষ্ঠী।" (পু.ক্র.সং—১২৯৭)

(২) খ্রীষ্টাব্দ—বঙ্গাব্দ—মঘি—শকাব্দ

"ইতি সন ১৭৩৯ শকাব্দ সন ১২২৪ বাঙ্গালা সন ১৮১৭ ইং(রা)জী সন ১১৭৯ মঘী তারিখ ১৭ জৈষ্ঠ রোজ বৃহষ্পতিবার তিথি চতুর্দ্দশী।" (পু.ক্র.সং—১৪৭৮)

বাংলা পুথির লিপিকরগণ লিপিকাল প্রসঙ্গে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। কোনো কোনো পুথিতে দেখা যায়।—

(১) অঙ্কের সঙ্গে অক্ষর দ্বারা অব্দ নির্দেশ করা হয়েছে।

(ক) "সন ১১০৮ এগার সও আট সাল।" (পু.ক্র.সং—১৪১৩)

(খ) "সকাব্দা ১৭০২ সতের সও দুই সন ১১৮৭ সাল এগার সও সাতাসী অদ্য মাস তারিখ ৩০ আসাড় মঙ্গলবার।" (পু.ক্র.সং—১৫৯৩)

(২) শুধু অক্ষরে অব্দ নির্দেশ—

"সন বার সও এগার সাল...।" (পু.ক্র.সং—১২৯৮)

(৩) কখনও গাণিতিক শব্দযোগে কবিতার মাধ্যমেও পুথির লিপিকাল বর্ণিত হয়েছে।

(ক) "সনে রুদ্র গ্রহে সন্বী তাহে দিঞা।
বুঝহ জে অঙ্ক সাল তাহেরি করিঞা।।
সকে বিধু সুমদ্র সন্বী বামাদি দক্ষিণে।
প্রবর্ত্ত করিলে হয় সকের গণনে।।" (পু.ক্র.সং—১২৫৭)

এখানে বঙ্গাব্দ ও শকাব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ—

সনে (১১)রুদ্র[১] (৯)গ্রহে (০)সন্বী[২] তাহে দিঞা।
বুঝহ যে, অঙ্ক সাল তাহেরি করিঞা।।
সকে[৩] (১)বিধু (৭)সমুদ্র (০)সন্বী বামাদি দক্ষিণে।
প্রবর্ত্ত করিলে হয় সকের গণনে।।

সঙ্কেতের মাধ্যমে লিপিকরগণ লিপিকালের যে নির্দেশ করেছেন তা হল বঙ্গাব্দ ১১৯০ সাল অর্থাৎ ১৭০৫ শকাব্দ (১৭৮৩ খ্রীঃ)।

(খ) "এবে কহি সন মঘী তারিখের গৎ।
(২০)বিংশ (৮)অষ্ট মঘী জান আর (১২)বার শত
তারিখ আষাঢ় জান ১২ দিন হৈল।
সেই দিন এই পুস্তক লেখা হৈল।।" (পু.ক্র.সং—১১২১)

অর্থাৎ ১২২৮ মঘী সনের আষাঢ় মাসের ১২ তারিখ গ্রন্থ সমাপ্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

আরও দেখা যায়, কোনো কোনো পুথিতে অব্দের উল্লেখ নেই। শুধু তারিখ সহ মাসের উল্লেখ রয়েছে।

(ক) "ইতি তাং ২০ আশ্বীন বেলা দুই ঘটী।" (পু.ক্র.সং—১২৩১)

(খ) "ইতি তাং ৫ কাত্তিক রোজ বুধবার তিথু পুর্ন্যমা।" (পু.ক্র.সং—১৫৪৫)

অনেক লিপিকর আবার সাল, তিথি, বার প্রভৃতির উল্লেখ করে খুব পরিষ্কার ভাবে লিপি সমাপ্তির তারিখটি জানিয়েছেন। যেমন, ১৬৯১ নং পুষ্পিকায় পাই,

"শকাব্দেশু (ষু) ১৬০২। সৌর কার্তিকস্য
দশম্যাং তিথৌ কৃষ্ণপক্ষে শুক্রবারে।"

অর্থাৎ ১৬০২ শকাব্দে (১৬৮০ খ্রীঃ) সৌর কার্তিক মাসের কৃষ্ণা দশমী তিথিতে শুক্রবারে এই পুথির লিপি সম্পূর্ণ হয়েছে।

সবচেয়ে পরিস্কার লিপিকাল সমাপ্তির তারিখ-নির্দেশ পাই ১৬৯২ নং পুষ্পিকায়। নীচে সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত হল,

"শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গল নবখন্ড সমাপ্ত।
শকাব্দ-১৫৯২ সন ১০৭৮ সাল সম্বত ১৭২৭
ফাল্গুন বদী ৭
রোজ। রবিবার ফাল্গুন কৃষ্ণা সপ্তমি তিথি।।"

এখানে একই সঙ্গে শকাব্দ, সন (বঙ্গাব্দ) এবং সম্বতে সালটি দেওয়া হয়েছে। তিনটি সালের হিসাবেই ১৬৭০-৭১ খ্রীঃ পাওয়া যায়। এখানে বঙ্গাব্দ হল শকাব্দ - ৫১৪। তাছাড়া এখানে মাস (ফাল্গুন) তিথি (কৃষ্ণা সপ্তমী) এবং বার (রবি) উল্লিখিত হয়েছে।

কবিশেখর 'গোপালবিজয়ে'র একটি পুথির পুষ্পিকায় পুথির লিপিকাল ১৫৯৫ শক অর্থাৎ ১৬৭৩-৭৪ খ্রীঃ ও গ্রন্থের রচনাকাল ("গজাব্দি শরচন্দ্র" অর্থাৎ ১৫৪৮ শক = (১৬২৬-২৭ খ্রীঃ) দুইই পাই। "শ্রী কবিশেখর মুখপদ্মবিনির্গত" উক্তি থেকে বোঝা যায় যে কবিশেখরের শ্রুতিলিখন অনুযায়ী পুথিটি লেখা হয়েছিল। পুথিটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রাচীন। পুষ্পিকাটি নীচে উদ্ধৃত করা গেল,—

(লিপিকাল) সকাব্দা।। ১৫৯৫।।

"শ্রী কবিশেখর মুখপদ্মবিনির্গত 'শ্রীগোপালবিজয়' সম্পূর্ণ শাকে গজাব্দি সর (শর) চন্দ্রমিতে মুকুন্দ জষঃ (যশঃ) প্রদেন শ্রী নরোত্তম নন্দী লিখিত পুস্তক গোপালবিজয় সিষ্ট (শিষ্ট) জন বন্দনায়।" (পু.ক্র.সং—১৭০৪)

কোন কোন সময়ে আবার লিপিকরেরা তাঁদের আদর্শ পুথির লিপিকরের দেওয়া লিপিকাল বিশ্বস্তভাবে নকল করতেন। যেমন, ১৬৯৪ নং পুথিতে লেখা রয়েছে,

"বিধু (১), রস (৬), গ্রহ (৯), বাণ (৫) করহ স্থাপন।
নির্ণয় করিয়া বুঝ সক নিরূপণ।।"

এটি (১৬৯৫ শক = ১৭৭৩-৭৪ খ্রীঃ) যে আর্দশ পুথির লিপিকাল—লিপিকরের নিজের পুথির লিপিকাল নয়, তার প্রমাণ, এর কয়েক ছত্র পরেই লিপিকর স্বীয় লিপিকাল উল্লেখ করেছেন, "২০ ভাদ্র রোজ রবিবার সন ১২১০ সাল" (১৮০৩ খ্রীঃ)। পুষ্পিকাটি তথা পুথিটি যে এই রকম সময়েই লিখিত হয়েছিল তার আর একটি প্রমাণ এতে "কুম্পানী (East India Company) ইংরেজ সাহেব জমিদার"—এর উল্লেখ।

আবার এক 'আদ্য বেকত' (পু.ক্র.সং—১৬৯৬) আদর্শ পুথির লিপিকাল ১১০৬ সন বা ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। বীরভূম থেকে প্রাপ্ত (ডঃ বুদ্ধদেব আচার্য কর্তৃক সংগৃহীত) 'আদ্য বেকত' পুথির পুষ্পিকায় প্রথমে আদর্শ পুথির (লিপিকাল ১১০৬ সন বা ১৬৯৯ খ্রীঃ) এবং পরে প্রাপ্ত পুথির (লিপিকাল ১২৪৫ সন বা ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) লিপিকরদের বক্তব্য পরপর পাওয়া যায়।

আদ্যবেকত ঃ—

<u>সিস্য বদতি</u>

(আদর্শ পুথি)

(৫২৩ গুরুর আজ্ঞা হৈল নকলিতে পোথি।
তেঞিত লেখিল এই আদ্যবেকতি।।
নাই দেখি আদরস নাহি দেখি পোথা।
এক মনে যুনি আমী গুরু মুখে কথা। ৫২৩)

(৫২৪ গুরুদেব মুখে জেই বাক্য নিকষিল
কাগজ লইঞা তাহা নকল করিল।।
নকল করিতে জেবা অক্ষর টুটিবে।
সকল তসকীর গুরু মাফ করিবে।।
কী জানি লেখিতে আমি কীবা বুদ্ধি ধরি।
তুমি সহৃদয় তোঞি নকল উতারি।।
ইঙ্গিতে করিলেন গুরু এতসব বাট।
নকল করিতে মোর গেল বৎসর পাঁচ।।
বড়ই অভগ্য মোর বসি দুর দেসে।
নিকটে পাইল স্থল গুরূর আসিসে।।
সাফল জীবন মোর জানিল কারনে।
বালক করিঞা গুরূ বলিল আপনে।।
সাক্ষের মিদং সেখ সিরাজ মলনা।
সাকীমে মহে সার বান্দি খটঙ্গা পরগনা।।
সক তারিখ গুরু পাচালিতে দিল।
তে কারণে অবসেসে তাহা না লেখিল ।। ৫২৪)

ইতি পুস্তক সোমাপ্ত

(প্রাপ্ত পুথি)

।। কবিতা ।।

(৫২৫ গুরুর চরণ দুই সিরেত বান্ধিঞা।
মন্দির বার্ত্ত কহি যুন মন দিঞা।।
অপরূপ ঘরখানি দেখিতে যুন্দর ।
নিজ করে বানাইল বেঙতি বস্তর ।।
কুন্দের নির্ম্মান জেন চারিখানি চাল।
অরূন বরূন ডোরে খাড়া আছে চাল।।
তার চারিভিতে সোভে নেতের দেয়াল।

ভিতরে বিচিত্র রঙ্গ সোভা করে ভাল।।
মেঘ বর্নে রলা তাহে নিলবর্ণের বাতা।
কত সের লাগিএাছে গাথানিতে ষুতা।।
পীতম্বরণে তাহে থলি এক সাজ।
তাহার নামেতে এক পালঙ্গ বিরাজ।।

আদ্য বেবক—রমজান আলি

৫২৫) তাহার নিকটে সাজে নেতের বিছান।
তাহে বসি গুরুদেব ধরিল ধেয়ান
কত কত লোক আসি লাগিছেন চরণে।
আসিস করিল বসিএা ধেয়ানে।। ৫২৫)

৫২৬) হেনেক অপূর্ব্ব ঘর সঙ্গে চলি জায়।
বিশ্রারামা করিল ঘর সেই খেনে ডম্ভায়।।
সেখ সিরাজ কত জন্ম ভাগ্যে ছিল।
ঘরে বসি তোঞি হেন চরন পাইল ।।
ইতি তামাম যুদ
(প্রাপ্ত পুথির লিপিকরের বক্তব্য)

জথা লেখনং তথা দিষ্টং
নকল লেখিতং শ্রী সেক কানু সাকী নামে।।

দোমদমা ও আলদে শ্রী সেখ বাদুল্লা এবন্যে শ্রী সেখ করিম সাং তস্য সন ১২৪৫ সাল তাং ২ চৈত্রি-বারে ষুক্রবার তিথি ২৭ দিন হুজ জেবা এই পুথি ভেদ বুঝিবে চারি অথ্য বাক আছে সরিয়ত তবিকত হকীকত মারুঘাত। বুঝিবে জে আদ্যের কথনং অথ্য। বুঝিবেক মুরসিদ চেত্ন কথা। অথ্য বুঝিবেক আদ্যের পোথা। নতুবা বেড়াব ভাসিএা ভাসিএা।।

মোছলমান নর হএা আদ্য কথা না বুঝিবে জে। বৃথা জি(ব)ন তার দুনিএা ভিতরে আর কী লেখিব ইহা বুঝে কায্য করিবে লোকা

ইতি।

নির্দেশিকা

১। রুদ্র—একাদশ গণদেবতা (অজ, একপাদ, অহি, ব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু হর, ঈশ্বর)। অন্যমতে (অজৈক, পাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরুপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বসুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর)।
২। সম্ন—শূন্য (০) ৩। সক—শকাব্দ

সপ্তম অধ্যায়

।। পুষ্পিকা-সংগ্রহ ।।

পুষ্পিকা সংগ্রহ বিষয়ে কয়েকটি নির্দেশ ঃ —

(১) প্রথম বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা পুষ্পিকার ক্রমিক সংখ্যা জ্ঞাপক।

(২) পুষ্পিকার শীর্ষে পুথির নাম এবং ক্ষেত্রবিশেষে খন্ড, পর্ব বা কান্ডের উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) প্রথম দাঁড়ির পরে পুথিতে লিপিবদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। যেখানে রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি সেখানে ফাঁক রাখা বা অজ্ঞাত লেখা হয়েছে।

(৪) প্রতি পুষ্পিকার শেষে তৃতীয় বন্ধনীতে গ্রন্থ/সংগ্রহশালা/ব্যাক্তি বিশেষের সংগ্রহের উল্লেখ রয়েছে। একই গ্রন্থে বা সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে 'ঐ' এবং পৃষ্ঠা সহ পুথির সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) রামায়ণ—আদিকাণ্ড। শম্ভুদাস

সন ১২৫৮ সাল শ্রীমায় সত্যাং স্বয়ক্ষর শ্রীবিরসিংহ রায় বাহাদুর। বেসে গ্রামবাসিন পরগণে বিষ্ণুপুর বেলা দুই দন্ড সময়ে পুথি সমাপণ সনিবার অষ্টমি অম্ববাচি আসার মাসের ৮ রোজ ইতি।।
[A Descriptive catalogue of the Vernaculer Manuscripts in the collections of The Royal Asiatic Society of Bengal, vol. IX, পৃ. ৮, পুথি নং—৪৯৯৯]

(২) সীতার বনবাস। উৎসভানন্দ

লিখিতং শ্রীবংশীধর মিস্ত্রী। সাকিম জগন্নাথপুর। সন ১২৩৫ সাল তারিখ ২১ শ্রাবণ রোজ সোমবার তিথি নবমী বেলা দুই প্রহরের সময়ে সাকিম পর্থনা। [ঐ পৃ. ১২, পুথি নং—৪৮৯৬]

(৩) হরিশ্চন্দ্র পালা। কবিচন্দ্র

লিখিতং শ্রীরামকানাই দাস সরকার। সাং ভগবানপুর। পঠনার্থে শ্রীরূপনারায়ণ নন্দী সাকিম নিজগ্রাম রাজতখন্ড—ইতি সন ১১০৪ সাল তারিখ ৮ই ভাদ্র বার মঙ্গলবার। [ঐ পৃ. ১৪, পুথি নং—৫৪৩৯]

(৪) মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব ও অশ্বমেধ পর্ব্ব।

ইতি কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত। লিখিত শ্রীশিবচন্দ্র দাস ঘোষ। সাকিম আনওবপুর নলকুড়া গ্রামে বসতি। আদিবাস শ্রীযুত...সাং সুতানটী এই পুস্তক সাঙ্গ হইল চারি দন্ড থাকিতে ইতি সন ১২০৭ সাল ৮ আষাড় ইংরাজী সন ১৮০০ সাল তারিখ ১৯শে জুন। [ঐ পৃ. ২০, পুথি নং—৫০২৫]

ইতি অশ্বমেধ সমাপ্ত।। হরি হরি বল সবে অশ্বমেধ সাঙ্গ। ইতি সন বারোসয় ১২০৬ (1799 A.D.) ছয় সাল।। শ্রীদুর্গা ২০শে মহা ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার। [ঐ পৃ. ২১, পুথি নং—৫০২৫]

(৫) মহাভারত। সঞ্জয় এবং রাজেন্দ্র দাস

ইতি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীকিশোরমোহন দাস সরকার। নিবাস বুজারগত। পাঠার্থ মিদং শ্রীগঙ্গাহরি ভকত সাং গোপালগঞ্জ। সন ১২২৬ সাল—তাং ২৫শে আষাঢ়। [ঐ পৃ. ৩৪, পুথি নং—৪০৪৮]

(৬) দন্ডীরাজার উপাখ্যান। হরিদেব বসু

সন ১২০৭ (C.1800 A.D.) সালের মাহ ২৭ মাঘ রোজ শনিবার স্বাক্ষর মেতৎ ষষ্ঠীবর ঘোষ সাকিম তাজপুর পরগণে দৌলতপুর তালুক মহেশ ঘোষ হিস্যা কেবলরাম ঘোষের বাড়ীর বাহিরে পূবের বাঙ্গালা ঘরে বসিয়া বেলা ১ প্রহর কালে এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। [ঐ পৃ. ৪১, পুথি নং—৩৭১৫]

(৭) পান্ডব বিজয়-স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। কবীন্দ্র পরমেশ্বর

মহাভারতে পান্ডব বিজয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব সমাপ্ত।...১১৩৪ বিতারিখ ১২ই ফাল্গুন রোজ বুধবার লিখিতং সমাপ্তম্। পরগণে ভাতিসীনা। শ্রীশিবরাম দাষস্য স্বাক্ষর মিদং—৩। [ঐ পৃ. ৪৪, পুথি নং—৪২৫৬]

(৮) মহাভারত—দাতাকর্ণ। কবিচন্দ্র

ইতি দাতাকর্ণ পালা সমাপ্ত। পাঠক শ্রী শ্রীমন্ত নাগ। সাং সালিখা। লিখিতং শ্রীবারানসি ঘোষ। সাং খন্ডঘোষ। সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৮ ফাল্গুন। [A Descriptive catalogue of the Vernaculer Manuscripts in the collections of The Royal Asiatic Society of Bengal, vol. IX, পৃ. ৪৮, পুথি নং—৩৬১৫]

(৯) মহাভারত—দাতাকর্ণ ও মদনমোহন বন্দনা। কবিচন্দ্র

১২২৪ সাল তারিখ ১৫ই বৈশাখ পাঠক শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র শর্ম্মা সাং রূপসাএর বাজার। [ঐ পৃ.৪৯, পুথি নং—৩৬১৫]

(১০) নারদপুরাণ। কৃষ্ণ দাস

লিখিতং শ্রীগোকুলমোহন দাস সিংহ সাকিম গোপালপুর পরগণে খন্ডোঘোষ পঠন অর্থে শ্রীনিবাস সাবুই সাকিম জগদ্বেড় পরগণে বর্দ্ধমান সন ১২২২ বার সও বাইস সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ডেড় প্রহরের কালে সমাপ্ত হইল ইতি। [ঐ পৃ. ৫৫, পুথি নং—৪১২৫]

(১১) যমসংহিতা। কৃষ্ণদাস

সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১৬ মাঘ রোজ রবিবার তিথি দ্বিতিআ বেলা এক প্রহর হইতে সমাপ্ত হইল জানিবে। এই পুস্তক শ্রীপরীক্ষিৎ পোদার সাং সোণামুখী হাটের নয়ে পশ্চিম বাটী জানিবে।। [ঐ পৃ.৬২, পুথি নং—৪৮৭২]

(১২) পারিজাতহরণ। কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২৫৫ সাল ১৬ আষাঢ় লিখিতং শ্রীরামনাথ মন্ডল। সাকিম রামপুর পরগণে বিষ্ণুপুর।। [ঐ পৃ. ৭১, পুথি নং—৪৯৯৬]

(১৩) শিবদুর্গার বিবাহ। রাজীবলোচন

ইতি সন ১২৫৯ সাল তারিখ ১৭ চৈইত্র পাঠক শ্রীশ্যামসুন্দর কুন্ডু সাকিন জাটতালা মোকাম সোনামুখী।। [ঐ পৃ. ৭৬, পুথি নং—৪৮৮৮]

(১৪) প্রহ্লাদ চরিত্র। শ্রীমন্ত দাস

লিখিতং শ্রীশ্যামসুন্দর মিশ্র মজুমদার এ পুস্তক নারায়ণ রায় বৈদ্যের। সাকিম সোণামুখী। সন ১১১৪ সাল তারিখ ২৫ বৈশাখ। [ঐ পৃ. ৮১, পুথি নং—৪৮৫৩]

(১৫) শিবরামের যুদ্ধ। কবিচন্দ্র

সন ১২২২ সাল বিতারিখ ১৩ই অঘ্রাণ পুস্তক শ্রীরূপচরণ ঘোষ সাকিম শরাগ্রাম। [ঐ পৃ. ৯২, পুথি নং—৩৬২২]

(১৬) তুলসী মাহাত্ম্য। দ্বিজ ভগীরথ

জথাদৃষ্টমিত্যাদি।।

সন ১১৬৫ সাল মাহ ১০ ভাদ্র রোজ বুদ্ধিবার তিথি ষষ্ঠী লিখীতং শ্রীখেন্তবারিকা ইদং পুস্তক সমাপ্ত সাকিম মানকর পাঠক শ্রীকুড়ারাম পাল। সাকিম বাইপুরো। [ঐ পৃ. ৯৬, পুথি নং—৪৯৭৬]

(১৭) শ্যামনন্দ প্রকাশ। কৃষ্ণদাস

লিখিতং শ্রীবংশীদাস বাউল সাকিম সোণামুখী তারিখ ৬ই অঘ্রাণ সমাপ্ত। [ঐ পৃ. ১০১, পুথি নং—৪৯০৩]

(১৮) নিগূঢ়তত্ত্বসার। কৃষ্ণদাস

ইতি সন ১০৮২ সাল তারিখ ২৫শে পৌষ মোকাম বিক্রমপুর লিখিতং শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস। [ঐ পৃ. ১০৭, পুথি নং—৫৪৩০]

(১৯) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

লিখিতং শ্রীপদ্মলোচন চৌধুরী সাকিম নাড়িচ্যা পাঠক শ্রীকার্ত্তিকলাল শর্ম্মা সাং জন্তা পঃ বিষ্ণুপুর সন ১২৩১ সাল তারিখ ১৬ই চৈত্র। [ঐ পৃ. ১১১, পুথি নং—৩৬১৭]

(২০) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি সন ১১১১ এগার সত্ত এগার সাল তারিখ ১১ই ভাদ্র। গ্রন্থ বেলা আড়াই প্রহরে সমাপ্ত হইল ইতি। লিখিতং শ্রীমদনমোহন ধন্যস্য সাং জামকুন্ড বিনা ধনেন সংসার। [ঐ পৃ. ১২২, পুথি নং—৩৫৮৬]

(২১) উপাসনা পটল। নরোত্তম দাস

লিখিতং শ্রীসনাতন দাস সাং মনোব্রজ। গ্রন্থাধিকারং পঠনার্থ শ্রীভাগবত দাস। ইতি তাঃ ৯ মাঘ সন ১২২২ শাল বারে মঙ্গল।। রয়না কি স্বপ্না।। সন ১২২১ শাল ১৩ আশ্বীন নাগাদি নবম শন ১২২৯ শাল নাগাদি ১৩ আশ্বীন এতদার্থে প্রভুর্থং বা ন প্রভুর্থঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। [ঐ পৃ. ১১৯, পুথি নং—৫৪৪৩]

(২২) নবরাধা তত্ত্ব। নরোত্তম দাস

শকাব্দা ১৭০৪ সতের সও চারি সন ১১৯০ সাল তারিখ ৪ পৌষ লিপিরিয়ং শ্রীগৌরচরণ দাস পন্ডিত পাঠার্থে শ্রীবলরাম দাস সাকিম মারবাড়ী পরগণে বদ্ধমান্ সরকার মান্দারণ। [ঐ পৃ. ১২০, পুথি নং—৪৯৪৭]

(২৩) বস্তুতত্ত্ব। লোচন দাস

লিখিতং শ্রীরাসবিহারী বসু পাঠক শ্রীমতি লালমুনি বৈষ্ণবিঃ। এই পুস্তক মোকাম পুরুল্যাতে লেখা গেল। সন ১২৪৫ সাল তারিখ ১৭ই আশ্বিন। ইতি— [ঐ পৃ. ১২৭, পুথি নং—৩৯৬৩]

(২৪) সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়। মুকুন্দ দাস

শকাব্দা ১৭৫৪ সন ১২৩৬ সাল (C.1832 A.D.) ২১শে আষাঢ় আরম্ভ ২১শে শ্রাবণ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীপেলারাম দাস বিশ্বাস সাকিম কুশদ্বীপ পর্গণে বিষ্ণুপুর মলপুরী।। [ঐ পৃ. ১৩৭, পুথি নং—৪৯০৫]

(২৫) আনন্দ লহরী। মুকুন্দ দাস

তারিখ ২৩ ফাল্গুণে সাকিম সনামুখী লিখিতং শ্রীবংসীদাস বাউল।। নিজ পুস্তক লিখনম্। ইতি। [ঐ পৃ. ১৪০, পুথি নং—৪৯৪২]

(২৬) রত্নাবলী। প্রেমদাস

সন ১২৪৬ সাল তাং ২৭ ভাদ্রে ২ প্রহরে সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবংশীধর দাস। সাং সনামুখীর মধ্যে রঘুনাথপুর। [ঐ পৃ. ১৪৬, পুথি নং—৪৯৬৭]

(২৭) ভক্তিতত্ত্ব চিন্তামণি। বৃন্দাবন দাস

জথা দৃষ্টম etc. ভীমস্যাপি রণেভঙ্গ etc. শ্রী মতিলাল দেবশর্ম্মা। কেরগঞ্জ রূহশাহ বিশ্বাষ সাকিম রূপসাএর বাজার। শ্রীগোরাচাঁদ দেবশর্ম্মার পিড়ায় বসিয়া সমাপ্ত হইল। [ঐ পৃ. ১৫১, পুথি নং—৩৭২২]

(২৮) তত্ত্ববিলাস। বৃন্দাবন দাস

লিখিতং শ্রীরাসবিহারী বসু সাকিম পূর্ব্বকুলীন গ্রাম সম্প্রতি তোড়কোণা মোকাম বাকুন্ডা। পাঠক শ্রীমতি লাল মুনি বৈষ্ণবি। সাকিম বৃন্দাবনপুর। মোকাম বাকুন্ডা। ইতি সন ১২৪৪ সাল তারিখ ৫ই কার্ত্তিক শনিবার জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো দোস নাস্তিঃ। ভিমস্যাপি রণেভঙ্গ etc, etc. সাকিম পুরুল্যার শ্রীভরত মন্ডলের আদেশ লইয়া এই গ্রন্থ লেখা গেল। ইতি তত্ত্ববিলাস। [ঐ পৃ. ১৫৫, পুথি নং—৩৯৭০]

(২৯) নিগম। গোবিন্দ দাস

পাট শ্রীবৃন্দাবন সিংহস্য মোকাম বর্দ্ধমান সাকিম সেখারিপুকুর ইতি সন ১২৪৬ বার সও ছেচল্লিষ সাল তারিখ ২১ বৈশাখ সুক্রবার। [ঐ পৃ. ১৬০, পুথি নং—৪৯২৬]

(৩০) কালিকামঙ্গল। গোবিন্দ দাস

জথা দৃষ্টং etc. লিখিতা পুস্তিকা চৈষা শ্রীগোপীচন্দ্র শর্ম্মণঃ স্বাক্করমিদং সাং বিনঘর। [ঐ পৃ. ১৬৪, পুথি নং—৪১৩৪]

(৩১) ভক্তিরসোজ্জ্বল চূড়ামণি। মনোহর দাস

পুস্তক নিজ লিখিতং শ্রীবংশীদাস সাং নিত্যস্থান। [ঐ পৃ. ১৬৬, পুথি নং—৪৯১৬]

(৩২) প্রকাশখন্ড। জয়ানন্দ

স্বয়াক্ষ্যর মিদং শ্রীরামলোচন দেবশর্ম্মণঃ। চাকুলে বর্দ্ধমান পরগণে পাহুয়া মৌঃ পোটবাপটী গোবিন্দনগর নিবাসী ইতি সন ১১৯০ বিতারিখ ২৪শে আষাঢ়। [ঐ পৃ. ১৮৩, পুথি নং—৪৮৪৬]

(৩৩) কৃষ্ণলীলামৃত। আকিঞ্চন দাস

লিখিতং শ্রীনরসিংহ দাস বৈরাগী সা বর্দ্ধমান মোকাম স্যামঘোষের বাগান রোজ রবিবার। ইতি সন ১০৮৩ সাল (C.1676 A.D.) তারিখ ১২ ভাদ্র।। [ঐ পৃ. ১৭৫, পুথি নং—৪৯৮০]

(৩৪) হংসদূত। নরসিংহ দাস

সন ১১৮১ এগার সও একাসি সাল তারিখ ১৫ই চৈত্র পুস্তক পাঠক শ্রীশ্যামাচরণ মাল সাকিম বেচার হাট। ইতি— [ঐ পৃ. ১৭৮, পুথি নং—৪৯৬৪]

(৩৫) গোপালবিজয় বা গোবিন্দবিজয়। অভিরাম দাস

লিখিতং শ্রীরাম দাস সাকিম গোপাল গঞ্জ সন ১১৭২ সাল তারিখ ২৬শে শ্রাবণ রোজ বুধবার। [ঐ পৃ. ১৭৯, পুথি নং—৪৯০০]

(৩৬) গুরুদক্ষিণা। সঙ্কর দাস

জথাদৃষ্টমিত্যাদি। সন ১২৫৩ সাল তারিখ ১লা ফাল্গুন। গুরুবার। বেলা এক প্রহর। লিখিতং শ্রীহরিলাল সিংহ সাকিম রাইপুর বাজার। পুস্তক শ্রীজগন্নাথ ভকত। [ঐ পৃ. ১৮০, পুথি নং—৪৯৬২]

(৩৭) গুরুদক্ষিণা। সঙ্কর দাস

লিখিতং দোশ নাস্তীকম্। ভীমসপ রণে ভঙ্গ etc. পাটক শ্রীকার্ত্তিক দেবশর্ম্মণঃ সাং বিষ্ণুপুর মর্দ্ধে পথে গঞ্জ ইতি সন ১৮১৭ সাল ১৫ই আশ্বিন সন ১২২৪ সাল ৫ই বৈশাখ নিবেদন মাত্র।

লিখিতং বাগুতিরাম নামকা In a old Bengali hand. পুথি শ্রীলালমোহ শব মোঃ দোবত শ্রীকাঞ্চী

কশ্যপ + পথী গোত পুমধ্যেমে সমাপ্ত। [ঐ পৃ. ১৮১, পুথি নং—৩৬২৬]

(৩৮) গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর দাস

সন ১১৯৫ সাল তারিখ ১৪ই শ্রাবণ শনিবার এ পুস্তক শ্রীরামলোচন গায়েনের সাকিম উত্তরপাড়া লিখিতং শ্রীরামসুন্দর শূর সাকিম মধুবাটী ইতি সমাপ্ত। [ঐ পৃ. ১৮২, পুথি নং—৯৬৩]

(৩৯) গুরুদক্ষিণা। কবিভুষণ

জথাদৃষ্টমিত্যাদি। পঠনার্থে শ্রীরামতত্ত্ব নন্দী সাঃ সালিকা সন ১১৭০ সাল তারিখ ১২ কার্ত্তিক রোজ সোমবার বেলা ছয় দন্ডে সমাপ্ত হইল। [ঐ পৃ. ১৮৩, পুথি নং—৫৩৬২]

(৪০) মদনমোহন বন্দনা। কবিচন্দ্র

পাঠক শ্রী শ্রীমন্ত নাগ সাকিম কালীঘাট লিখিতং শ্রীবারানসী ঘোষ সাকিম খন্ডঘোষ সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৮শে ফাল্গুন। [ঐ পৃ. ২০০, পুথি নং—৫৩৭৫]

(৪১) ভ্রমর গীতা। যদুনন্দ দাস

জথাদৃষ্ট তথা লিখিতং etc. ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গঃ etc. ইতি সন ১২৫৮ বারসত আটান্ন সাল মাহ ভাদ্র তারিখ ২৩ তেইস।। সাঃ এতর রামপুর নিবাসি। শ্রী গোপাল দাস বাবাজিউ।। [ঐ পৃ. ২১৯, পুথি নং—৫৪০৯]

(৪২) ভ্রমর গীতা। যদুনাথ দাস

সম্পূর্ণম। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং etc. সন ১২৪২ সাল তারিখ ২০শে কার্ত্তিক রাত্রি দেড় প্রহরের সময়।। লিখিতং শ্রীমতি লালমুনি বৈষ্ণবি। সাকিম হাল সহর বাঁকুড়া পুর্ব্ব সাকিম বৃন্দাবনপুর।। পরগনা অম্বিকানগর। [ঐ পৃ. ২২০, পুথি নং—৩৯৬৭]

(৪৩) নারদসম্বাদ। কৃষ্ণদাস

জথাদিষ্টমিত্যাদি। ভীমশ্বাপি etc. লিখিতং শ্রীকৃষ্ণমোহন সরকার। সাকিম পাতবাই। পুস্তক হরিচরণ দাস কর্ম্মকার।। সাকিম ময়নাপুর। সন ১২৫০ সাল তারিখ ২১ কার্ত্তিক রোজ সোমবার বেলা ১ প্রহরের ওক্তে সমাপ্ত হইল। [ঐ পৃ. ২২৪, পুথি নং—৫৩৫৭]

(৪৪) হরিনামতরঙ্গিণী। দ্বিজ রাজরাম

জথাদৃষ্টমিত্যাদি সন ১২৬৭ সাল বিতারিখ ২৬শে ভাদ্র সোমবার লিখিতং শ্রীনীলমোহন পান সাকিম সোণামুখী। [ঐ পৃ. ২২৫, পুথি নং—৪৯২৪]

(৪৫) কৃষ্ণবিলাস। কৃষ্ণকিঙ্কর

সন ১১৩২ সাল তাং ২৫ ফাল্গুন রোজ বুধবার শ্রীবাঞ্ছারাম সিংহ পরগণে বিরভূম। [ঐ পৃ. ২২৮, পুথি নং—৫৩৯৫]

(৪৬) রূপসনাতন চরিত। রাধাবল্লভ দাস

লিখিতং শ্রীগোবিন্দরাম সরকার সাকিম পাত্রসায়ের এ সূচক মোহন সংখবণিকের সাকিম পাত্রসায়ের ইতি সন ১০৯৪ সাল তাঃ ৩১শে শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার। [ঐ পৃ. ২৩০, পুথি নং—৪৯৩৫]

(৪৭) জয়দেব চরিত্র। বনমালী দাস

লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দাস পরগণে আলিনগর সাকিম খএর পাড়া মোকাম সিহতিরমাল ফাটক। পাঠক শ্রীকালীচরণ দত্ত মজুমদার তর্পে সাহানম্পুর সাকিম চৌউড় ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ৩ ফাল্গুন শনিবার একাদশী। [ঐ পৃ. ২৩১, পুথি নং—৫৪০০]

(৪৮) সর্ব্বরস তত্ত্বসার। রসিক দাস

শ্রীগুরুসত্য লিখিতং শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা সাকিম পাকতড্যা গ্রাম মোকাম স্বর্ণমুখী পাঠক শ্রীসনাতন দাস।

[ঐ পৃ. ২৩৭, পুথি নং—৪৮৬৩]

(৪৯) হরিহর মঙ্গল। প্রাণচন্দ্র

ইতি সন ১২৩৭ সাল তারিখ ২৪ ফাল্গুন রবিবার বেলা দশদন্ড সময় পুস্তক লেখা তয়ারী হইল। লিখিত শ্রী খন্ডঘোষ পরগণার মাকারি সাকিমের শ্রীকালিপ্রসাদ মজুমদার।"[০] [ঐ পৃ. ২৫০, পুথি নং—৩৮৬০]

(৫০) অর্জ্জুন সংবাদ। ব্যাস

লিখিতং শ্রীসরূপচন্দ্র মিত্রষ্য মোকাম হাতরাবাজু, পাঠক শ্রীমধু-সূদন ইতি শাঃ বাড়ায় মহেশ নন্দী সন ১২৩৭ সাল (C.1830 A.D.) তারিখ ৩রা মাঘ রোজ শনিবার।। [ঐ পৃ. ২৫১, পুথি নং—৪৮৬২]

(৫১) অর্জ্জুন সংবাদ। অজ্ঞাত

পাঠকতা স্বরূপ লাল দাস সাকিম সিহড় পরগণে খটঙ্গী মতালকে জেলা বিরভাম (বীরভূম) সন ১৮৩০ সাল তারিখ ১৪ই মারচ মঃ সন ১২৩৬ সাল তারিখ ২রা চৈত্র রোজ রবিবার। [ঐ পৃ. ২৫১, পুথি নং—৪৯১০]

(৫২) অর্জ্জুন সংবাদ। অজ্ঞাত

জথাদৃষ্টমিত্যাদি—পাঠকতা কালিচরণ দত্ত সাঃ চুড়ন্ড লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দাস সাং খাএরপাড়া ইতি সন ১২০৮ সাল সোমবার বেলা ১ প্রহর গত মোকাম মালফাটক [ঐ পৃ. ২৫২, পুথি নং—৪৮৭৪]

(৫৩) শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ। অজ্ঞাত

সন ১২৪৭ সাল তারিখ ২৭ বৈশাখ। পঠনার্থে শ্রীগদাধর বাড়ুই সাং ময়নাপুর। [ঐ পৃ. ২৫৩, পুথি নং—৫৪৪০]

(৫৪) কৃষ্ণকেলি চরিতামৃত। অজ্ঞাত

ভীমস্যাপি etc. লিখিতং শ্রীসাধুচরণ দাস সাকিম পুরুলিয়া সন ১২৫৫ সাল তারিখ ১৩ই মাঘ। [ঐ পৃ. ২৬০, পুথি নং—৩৯৬৪]

(৫৫) উপাসনাবস্তু বা স্মরণ টীকা। অজ্ঞাত

লিখিতং শ্রীবংশীদাস সাকিম সোণামুখী সন ১২৪২ সাল। [ঐ পৃ. ২৬৫, পুথি নং—৪৯১৫]

(৫৬) রাগময়ীকণা। অজ্ঞাত

পুরুল্যা নিবাস নাম ভরত মন্ডল।
তার আদরসে গ্রন্থ হইল নকল।।
লিখকের নাম বটে বসু রাস্‌বিহারী।
যার পূর্ব পুরুসের কিয়া পটডুরী।।
হাল বাস তোড়কোণা পূর্ব্ব কুলীন গ্রাম।
বৈষ্ণবদাস বসু রামানন্দের সন্তান।।
লালমণি বৈষ্ণবি পাঠক ইহার।
বৃন্দাবনপুরে পিতৃ আলয় যাহার।।
মথুরা দাসের কন্যা গৌরহরি ভাই।
তার সুখে রাখ প্রভু চৈতন্য গোসাই।।

ইতি সন ১২৪৫ সাল তারিখ ২৫শে কার্ত্তিক। মোকাম পুরুল্যাতে গ্রন্থ সমাপ্ত। [ঐ পৃ. ২৬৬, পুথি নং—৩৯৬৮]

(৫৭) সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়। অজ্ঞাত

তারিখ ২৪ আসাঢ়ে সাং সনামুখী গলগলি পরগণে। লিখিতং শ্রীবংশীধর দাস বাউল।। [ঐ পৃ.২৭০, পুথি নং—৪৯৫২]

(৫৮) উদ্ধবগমন। নরসিংহ দাস

ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ১৪ই বৈশাখ এ পুস্তক পাঠক শ্রীগোপাল মাল সাকিম জশড়া। [ঐ পৃ. ২৭৬, পুথি নং—৪৯৬০]

(৫৯) প্রেমদর্পণ। জগন্নাথ দাস

তারিখ ৩১শে অগ্রাণ মৌজে সোণামুখী লিখিতং শ্রীবংশীধর বাউল। নিজ পুস্তক হইল শ্রীশ্রী গুরুদেব চরণে শরণ।। [ঐ পৃ. ২৯৩, পুথি নং—৪৮৯৬]

(৬০) রাসলীলা। কবিচন্দ্র

পুস্তকমিদং শ্রীরাধাকান্ত কর্ম্মকার সাকিম ময়নাপুর, সন ১২২৮ সাল তারিখ ১৩ অগ্রহায়ণ। [ঐ পৃ. ২৯৮, পুথি নং—৫৩৫৮]

(৬১) ধর্ম্মমঙ্গল। দ্বিজরূপরাম

লিখিতং শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মা সাকিম নৌতুনগ্রাম। [ঐ পৃ. ৩১০, পুথি নং—৪৯২৯]

(৬২) গৌরীবিদায়। রঘুবংশ

ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ১৮ই বৈশাখ লিখিতং শ্রীকানাইলাল শর্ম্মা সাকিম সালালপুর। [ঐ পৃ. ৩২০, পুথি নং—৪৮৮২]

(৬৩) কালিকামঙ্গল। ভারতচন্দ্র

সন ১২১২ সাল লিখিতং শ্রীরাজীবর চঙ্গ। সাকিম সানিঘাট মোকাম কৃষ্ণপুর। [ঐ পৃ. ৩২২, পুথি নং—৫৩৬১]

(৬৪) শিবের কীর্ত্তন। রাম (দ্বিজ রামেশ্বর)

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। ইতি সন ১২৮১ সাল তারিখ ৩১শে বৈশাখ শ্রীমহাভারত বাড়ুই সাং ময়নাপুর। [ঐ পৃ. ৩৪৬, পুথি নং—৫৪১২]

(৬৫) তারকেশ্বরের বন্দনা। দ্বিজ সহদেব

লিখিতং দুর্গাচরণ পরামাণিক। সাকিম খোজানরবেড় পরগণে বর্দ্ধমান সন ১২৪৪ সাল বিতারিখ পাঠক শ্রীযদু লাই।। [ঐ পৃ. ৩৪৮, পুথি নং—৫৩৬৪]

(৬৬) লক্ষ্মীচিরত্রম্। গুণরাজ খান

শ্রীগুরবে নমঃ সরস্বতে নমঃ লিখিতং শ্রীরামসঙ্কর পন্ডিত সাং বসইয়া পুস্তক রামশঙ্কর পন্ডিত সাং বসইয়া।। [ঐ পৃ. ৩৪৯, পুথি নং—৪৯৫৬]

(৬৭) মহামুদ্গার। অজ্ঞাত

শ্রীরতিরাম দাস সেন সাং বেচাবষতে লিখ্যতে। [ঐ পৃ. ৩৪০, পুথি নং—৪১৩৩]

(৬৮) কপালচরিত্র। শ্রীকৃষ্ণচরণ

লিখিতং শ্রীবদনচন্দ্র ঘোষ। সাকিম ডিঙ্গাল তঃ কোতুলপুর মোঃ বিষ্ণুপুর পঠনার্থে শ্রীগোপাল পোতদার। সাকিম কৃষ্ণগঞ্জ। সন ১২২৪ সাল তারিখ ৫ই আশ্বিন। [ঐ পৃ. ৩৬৭, পুথি নং—৫৩৭৭]

(৬৯) সারদামঙ্গলরামায়ণ। শিবচন্দ্র সেন

ইতি সন ১২২৯ তারিখ ১৬ আশ্বিন রোজ সোমবার বৈকাল চারিদন্ড থাকা কালে সমাপন মোকাম সেরপুর দশকাহুনিয়া হিস্যের তিনানি শ্রীযুত কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে... [ঐ পৃ. ৩, পুথি নং—৪৩৫০, গভর্ণমেন্ট সংগ্রহ]

(৭০) মহাভারত—বিরাটপর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি বিরাট পর্ব পুস্তক সমাপ্ত। ভিমচাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীমধুশোদন সিংহ সাং ভৈরবেশ্বর। নৈর্থক দোস নাস্তি সন ১২৫৭ সাতান্ন সাল—তারিখ ১৮ বৈসাখ বেলা আড়াই প্রহরে... সোমবার দিবশে সমাপ্ত হইল ইতি। [ঐ পৃ. ১০, পুথি নং—৫০০৩, ঐ]

(৭১) উদ্ধব সংবাদ। কবিচন্দ্র

ইতি উদ্ধবসংবাদ পালা সমাপ্ত ১৪ সয়ক্ষর শ্রীনিতাই মন্ডল সাং দৌলতচক পরগণে কাং বায়ড়া পুস্তক নিজ। ইতি সক ১৭০৩ সাল সন ১১৮৮ সাল। [ঐ পৃ. ১৫, পুথি নং—২১, ঐ]

(৭২) শুকদেবচরিত। যদুনন্দন দাস

লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত, রুদ্র হইতে সোড়ষ পর্য্যন্ত অষ্টম পত্র কৈল লিখন। পূর্ব্বাঙ্গ লিখিল যে তার নাম কহি ইবে। জার নাম চৈতন্য চরণ।। এক সাকিম আছে শুন আত্মাপুর নামে গ্রাম আর সাকিম নিদ্ধরিতে নরি। শুন শুন সর্ব্বলোক না লইবে মোর দোষ, তোমা সভার চরণে নমস্করি।। মোকাম সানবাদ্য বেলা ছয় দন্ডভ্যন্তরে শনিবারে পূর্ব্বদ্বারি ঘরে তারিখ ৬ জ্যোষ্ঠে—ইতি সন ১১১১ এগারশত এগার। [ঐ পৃ. ৫১-৫২, পুথি নং—৫৬৬৯, ঐ]

(৭৩) রামায়ণ—আদিকান্ড। কৃত্তিবাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি পুস্তক লিখিতং শ্রীমনীরাম দেবশর্ম্মণ বকলম সহি পুস্তক শ্রীআত্মারাম গন্ধবণীকের সমাপ্ত লিখন ৪ মাঘ বৃহস্পতিবার শুক্লা চতুর্থী শকাব্দা ১৬২২ সন হাজার এগার শহ ছয় শাল নীবাশ রুকুনপুর আমল সাহজাদা মোকাম রাজ(হ)মল কবোরি গুলাব রায় শীকদার শ্রীবসন্ত রায়: বৃহস্পতিবারের এক প্রহর বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল পুস্তক ইতি শমাচার হাতিসালার শ্রীমনীরাম ঠাকুরতার সহি। [বি সাহিত্য, বা পু. পুষ্পিকা—সুকুমার সেন, পৃ. ২২৫ ও বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত। প্রথম খন্ড, পৃ. ২, পুথি নং—২]

(৭৪) রামায়ণ—সুন্দরাকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি সুন্দরাকান্ড সমাপ্তং। লিখিতং শ্রীকুড়ারাম দাস চন্দ। সা হাজীপুর।। পঠনার্থে শ্রীগোকুলানন্দ দাস ঘোষ।। সাকিম উদয়গঞ্জ তর্পে বরদা সরকার মন্দারন সন ১১৭৩ সাল তারিখ ১৮ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার জথা দৃষ্টং ইত্যাদি। [ঐ পৃ. ৩০, পুথি নং—৫৪]

(৭৫) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড। কৃত্তিবাস

লিখিতং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মন...ইতি সন ১১৯৪ চৌরানব্বই সাল তারিখ ২১ চৈত্র মোকাম কৃষ্ণপুর পরগণে ইসলামপুর সবকার মাহামুদাবাদ মুতালিকে লস্করপুর। [ঐ, পৃ. ৬৫, পুথি নং—১১৪]

(৭৬) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি বাল্মীকীপুরাণে উত্তরাকান্টে পীতাপুত্রের পরিচয় সমাপ্ত। ...এই পুস্তক সন ১২৩৯ সনে ৫ আশ্বীন বৃহস্পতি বার বেলা দের প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল জিলে শুধারাম খানে বেঘমগঞ্জের উত্তরে জৌহুরগঞ্জের দাবাতে সমাপ্ত হইল তাহার পর সন (১)২৫৫ সন (১)মাহে মাঘ মোকাম মধুপুরা জিলে ভুলুয়া সমাপ্ত হইল। [ঐ পৃ. ৭১, পুথি নং—১২২]

(৭৭) রামায়ণ—উত্তরকান্ড

শ্রীলবকুসের জুর্দ্ধ সমাপ্ত হইল...লিখিতং শ্রীপ্রেমচাঁদ অস্য পাটক শ্রীকালাচাঁদ অস্য সাঃ বঃ দিঘি পরগণে সমরসাহি ইত্যাদি। [ঐ পৃ. ৭৫, পুথি নং—১২৭]

(৭৮) রামায়ণ—অরণ্যকান্ড। কৃত্তিবাস

লিখীতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সাং শেনাই পঃ জাহানাবাদ। [ঐ পৃ. ৭৯, পুথি নং—১৩৩]

(৭৯) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি লঙ্কাকান্ড সমাপ্ত।। এই পুস্তক শ্রীমত্যা মহারাণি আনন্দকুমার ঠাকুরানি তস্য পিতা শ্রীযুৎ গোপালচন্দ্র বাবুজী মহাসয়ের বাটিতে বসিয়া লেখা গেল...লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র বসু সাং অম্বিকানের পাড়া। [ঐ পৃ. ৮২, পুথি নং—১৩৬]

(৮০) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড। কৃত্তিবাস

(ই)তি উত্তরাকান্ড সমাপ্ত হইল জথা দিষ্টং...(পঠনার্থে) শ্রীমত্যা মহারানি...বাটীতে লেখা জায় শ্রীমুক্তরাম ঘোসাল সাকিম সেনাই পরগনে জাহানাবাদ। [ঐ পৃ. ৮৩, পুথি নং—১৩৭]

(৮১) রামায়ণ অযোধ্যা—উত্তরাকান্ড

ইতি শ্রীরা(মা)য়নে শ্রীরামচন্দ্র সর্গ আরোহণ সমাপ্ত।। . ।। স্বহাক্ষরমিদং শ্রীরামনারায়ন ধুপীয়স্য।। প্রগনে মেহারকুল বাড়ি সাকিম চন্ডিপুর।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি সন ১২০৪ ত্রিপুরা তারিখ ১৬ আস্বিন।। রোজ সমবার বেলা দুই দন্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত।। এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথ যস্য প্রগনে সাকিম তথা বাড়ি মৌং রাজাপাড়া।। [ঐ পৃ. ৯৩, পুথি নং—১৫১]

(৮২) শতস্কন্ধরাবণ বধ। কৃত্তিবাস

ইতি সন ১২৩০ সাল বাঙ্গালামাহে ৮ আসাড় রুজ সনিবার দেড় পহর উদন এই পুস্তক সমাপ্ত।। লেখীতং শ্রীমুহননাত প্রগনে জফরগড় মৌজে তেঘরিআ।। অলদে অধাইনাত।। [ঐ পৃ. ৯৪, পুথি নং—১৫২]

(৮৩) শতস্কন্ধ যুদ্ধ (অদ্ভুত রামায়ণ)।

ইতি সমাপ্ত...।। সন ১২৫১ এক পঞ্চাষ সন মাহে ৫ ভাদ্র রোজ সোমবার...স্বকীয় পুস্তক শ্রীল শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর রায় চৈধুরী সাকিন রৌহা পরগনে ভওল হিস্যে।।/. আনী সামীলে জমীদারি শ্রী শ্রীযুক্ত গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় সহক্ষর মেতৎ শ্রীকাশীপ্রসাদ রায় সাং চৌহা ওলদে বিষ্ণুপ্রসাদ রায়চৌধুরী মোতফা... [ঐ পৃ. ৯৫, পুথি নং—১৫৩]

(৮৪) চৈতন্যমঙ্গল—প্রকাশখন্ড। কবি জয়ানন্দ

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রকাসখন্ড। শ্রীজগন্নাথ দেবের উপাক্ষন।। সমাপ্তঃ লিখিতং শ্রীকাসিনাথ গুপ্ত সাং সাহাপুর পরগনে সাতসৈকা সন ১২৩৬ বার সও ছত্তিস সাল তারিখ ১৮ আঠারএগ্রী জৈষ্ঠী সনিবার। বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত। প্রথম খন্ড, পৃ. ১২৬, পুথি নং—২০৩]

(৮৫) চৈতন্য ভাগবত—আদিখন্ড। বৃন্দাবন দাস

সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদিখন্ডঃ।। ইতি সন ১০৮৩ সালে ১৬ অগ্রানে সোমবারে এ পুস্তক লিখ সমাপ্ত হইলেন। মোকাম বর্দ্ধমান।। নিজসহর।। লিখিতং শ্রীগুরুপ্রসাদ দাস মিত্রস্য সাকিম চাবড়া পরগনে বিষ্ণুপুর চোকি ওন্দা।। [ঐ পৃ. ১২৮, পুথি নং—২০৫]

(৮৬) চৈতন্য মঙ্গল—সুত্র, আদি, মধ্য, অন্ত্যখন্ড। লোচন দাস

ইতি চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ (ইত্যাদি)। সাক্ষর শ্রীমুরুলিদাষ দাষ এই গ্রন্থ শ্রীগোবর্দ্ধন জুগী সাং শ্রীরামপুর। ইতি সন ১২০৩ সাল তারিখ ২১ ভাদ্র। [ঐ পৃ. ১৩৫, পুথি নং—২২০]

(৮৭) চৈতন্যমঙ্গল—মধ্য খন্ড। লোচনদাস

এই পুস্তক লিখীতং শ্রীহরিনারায়ণ দেবসম্মনং সাং বামুনপাড়া। জথাদিষ্ট (ইত্যাদি)। [ঐ পৃ. ১৩৯, পুথি নং—২২৯]

(৮৮) চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখন্ড। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখন্ডে যৌবনলীলাসুত্রকথনং নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ ।।.।। শকাব্দা ১৭০৮ সতের শত্ত আট ।।.।। মল্লশক সন ১০৯২ সাল স্বস্তি মল্লমহীমহেন্দ্র মল্লাবনীনাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীচৈতন্য সিংহ দেবস্য পুস্তকমিদং ।।.।।.।। জৈষ্ঠস্য দসঞিং দিবসে রবিবারনবম্যাং তিথৌ দিবা তিন প্রহরাভ্যন্তরে লিখিতং। [ঐ পৃ. ১৪৩, পুথি নং—২৩৮ ও বা.পু.পু.—সু.সে. পৃ.২২৪]

(৮৯) চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখন্ড। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখন্ড...বিংশতি পরিচ্ছেদঃ ।।.।।... স্যাক্ষর শ্রীজগন্নাথ দাস সাং কাটাল শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটীতে ।।.।। [ঐ পৃ. ১৪৮, পুথি নং—২৫৪]

(৯০) চৈতন্যচরিতামৃত—আদি, মধ্য, ও অন্ত্য খন্ড। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

সাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যে হ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ।। সম্পূর্ণমিদং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতং ।।.।। ...কে নেত্রাগ্নিসিন্ধুচন্দ্রে সৌরজ্যৈষ্ঠস্য সপ্তমদিবসে আদিত্য বা... ত্রয়োদশ্যাং নারায়ণগঞ্জ...গ্রামস্থ শ্রীধরনীধর দাসস্য পাঠার্থং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতং বজ্রযোগিনী গ্র... শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মনাহং লিখ্যতে।। [ঐ পৃ. ১৪৫, পুথি নং—২৪৪]

(৯১) নিমাইসন্ন্যাস। রঘুনাথ দাস

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস পুস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২১ মাঘ রোজ বুধবার বেলা ১ প্রহর উদন নিজ বাড়িতে বসিয়া পুস্তক হইল।। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ (ইত্যাদি)। সকিয় পুস্তক শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর রাএ চৌধুরি মালীক সাকীন রৌহা পরগণে ভাওল হিস্যে ।।/. আনীর মোতালক জমীদারি। [ঐ পৃ. ১৫৫, পুথি নং—২৬৮]

(৯২) কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী, (১০ম স্কন্ধ)। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য

ইতি পুরান দশম স্কন্ধ পুস্তক সমাপ্ত।। জথা দৃষ্ট (ইত্যাদি) স্বাক্ষরং শ্রীতুলারাম দাস দাস দাসষ্য।। বসত পরগণে কাটারম...রঙ্গা।। তালুক শ্রীযুত রানিভবানি দেব্যা।। বি তেরিখ ২৫ পচিসা পৌষ সন ১১৭৩ সকাব্দা ১৬৮৮। [ঐ পৃ. ১৫৬, পুথি নং—২৬৯]

(৯৩) ভাগবতসার। দ্বিজমাধব

এত দুরে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীভগবান চন্দ্র কর সাং সানিপুর রামনগর ইতি সন ১২৩৭ সাল তারিখ ১২ জৈষ্ঠ সকাব্দা ১৭৫২।। [ঐ পৃ. ১৫৯, পুথি নং—২৭৭]

(৯৪) কৃষ্ণমঙ্গল—নন্দবিদায়। দ্বিজমাধব

ইতি নন্দবিদাই পালা সমাপ্ত ।।.।। লিখিতং শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সাং বালিয়া সন ১২২৬ সাল তাং ২৯ ভাদ্র রোজ সোমবার মঙ্গলবার। [ঐ পৃ. ১৬১, পুথি নং—২৮১]

(৯৫) জগন্নাথ বিজয়। মুকুন্দভারতী

ইতি ব্রহ্ম পুরানোক্ত জগন্নাথ বিজয় পুস্তক সমাপ্ত ।।.।। ই পুস্তক শ্রীচন্দ্রনারায়ন পুন্ডরি সাং দরিআরপর সন ১১৭৩ সন তারিখ ১৫ ভাদ্র।। [ঐ পৃ. ১৬২, পুথি নং—২৮৩]

(৯৬) জগন্নাথ মাহাত্ম্য। দ্বিজ মুকুন্দ

ইতি শ্রীজগন্নাথ মাহাত্য পুস্তক সোমাপ্ত ।।.।। সহ অক্ষর শ্রীরঘুনাথ দাসদেব।। মোকাম হাঙ্গড়পাড়া ও গোপালবাড়ী।। রাত্রি এক প্রহরকালে পুস্তক সমাপ্ত শ্রীমুকুন্দ দেবসম্মন। [ঐ পৃ. ১৬২, পুথি নং—২৮৪]

(৯৭) জগন্নাথচরিত্র। মুকুন্দভারতী

ইতি শ্রীমৎ জগন্নাথচরিত্র লিখতে।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীদিননাথ ব্রহ্মচারি। পরগনে

সাতসৌকা মৌজে দেনুড়।। সন ১২৪৫ সাল তারিখ ১৩ চৌত্রী রোজ সোমবার তিথি একদসি বেলা আন্দাজি ৫ পাচ দন্ড সময়ে। এই পুস্তক সোমাপ্ত হইল। [ঐ পৃ. ১৬৩, পুথি নং—২৮৫]

(৯৮) ভ্রমরগীতা। যদুনাথ দাস

ইতি ভ্রমরগীতা সমর্পন ।। ৪ ।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। স্বয়াক্ষর মেতা শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ দেয় সাকিম দেসগাওঁ।। পুস্তক শ্রীটোকানি যুগী সাং বড়কুল ইতি সন ১১৯৮ মাহে ২৪ আসাড় রোজ বুদবার বেলা ছত্র দন্ড থাকিতে সমর্পন। [ঐ পৃ. ১৬৫, পুথি নং—২৯১]

(৯৯) গোবিন্দলীলামৃত। যদুনন্দন দাস

ইতি সন ১২৩৯ শাল তারিখ ৩১ আসাড়।। লিখিতং শ্রীনফরচন্দ্র ঘোষ সাক্ষরমৃদং সাং মুন্ডপতোড়ী পরগনে সাহারজোড়া। [ঐ পৃ. ১৬৭, পুথি নং—২৯৬]

(১০০) রসকদম্ব (বিদগ্ধ মাধব)। যদুনন্দন দাস

ইতি রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্বে স্বাধীন তত্ত্বকাবর্ণনে গৌরিতীর্থবেহারো নাম সপ্তমেহঙ্কঃ ।। ৭ ।। সমাপ্তশ্চায়ং গন্থঃ।। ...সন ১১৮২ সাল। সকাব্দা তারিখ ২৮ মাঘ।। রোজ বৃহস্পতিবার।। তিথৌ পঞ্চমী।। লিপিরীয়ং গৌরহরি দাস ঘোষ সাং উদয়গঞ্জ। পঠনার্থে।। নিজের গৃন্থ।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি) বেলা চারি দন্ড থাকিতে গৃন্থ সমাপ্ত হইল।। ইতি ।। ০ ।। [ঐ পৃ. ১৬৮, পুথি নং—২৯৯]

(১০১) হংসদূত। নরসিংহ দাস

ইতি শ্রীহংসদূত গোপিকা সংবাদ সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। এ পুস্তক লিখিতং শ্রীনিমাঞিও চরন দাস। এ বাড়ি বিষ্ণুপুর বিশ্বাস পাড়াঅ ঘর। [ঐ পৃ. ১৭০, পুথি নং—৩০২]

(১০২) চম্পককলিকা। জীব গোস্বামী

ইতি শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিতং শ্রীচম্পককলিকা গ্রহন্থ সংপুন্ন ।। . ।। সঅক্ষর শ্রীরাম্মোহিন গৃহ দ্বিজদাস সাকিম লালাই ।। . ।। [ঐ পৃ. ১৭৬, পুথি নং—৩১৪]

(১০৩) ভক্তিচিন্তামণি। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন দাস বিরচিতং শ্রীশ্রীভক্তিচিন্তামণি গ্রন্থ সংপূর্ন্নং।। লিপি রিয়ং শ্রীমদন গোপাল দাষেণ।। সাং মল্লভৌম জয়বালিয়া সেনাপতি মহল ভাদুলি নামে গ্রাম।। সন ১০৯৬ শাল তাং ১৫ অগ্রহায়ণ।। পুস্তক শ্রীমোহন দাস।। [ঐ পৃ. ১৭৭, পুথি নং—৩১৫]

(১০৪) ভক্তিচিন্তামণি। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীভক্তিচিন্তামণি গ্রন্থ সমাপ্ত।। যথা দিষ্টং (ইত্যাদি) সন ৮৮ আসি বিরাসি ষালঃ।। তারিখ ১৫ বৈশাখঃ। বৃশপত্য বার ১০ম দন্ড সমএ সংপূর্ন্ন।। সাং শোমুদ্রগোড়িঃ লিখিতং শ্রীহরিচরণ দাস বৈরাগি।। সাক্ষী গঙ্গারাম দাস বৈরাগি।। [ঐ পৃ. ১৭৭, পুথি নং—৩১৬]

(১০৫) তত্ত্ববিলাস। বৃন্দাবন দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)।। লিখিতং শ্রীগদাধর আকুলি সাং ভুন্ডরা সন ১১২৫ এগার সও পুচিস সাল।। তাং ৩১ জোষ্ঠি পঞ্চম্যাম্ভিথৌ।। [ঐ পৃ ১৭৮, পুথি নং—৩১৮]

(১০৬) ভক্তিচিন্তামণি। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীভক্তিচিন্তামণি গ্রন্থ সমাপ্ত।। ১৫।। পঞ্চদসোধ্যায়।। . ।। এ পুস্তক লিখিতং হরিচরণ দাস বৈরাগি বাস ও পাড় আম্বিকা ইতি।। . ।। [ঐ পৃ. ১৭৯, পুথি নং—৩১৯]

(১০৭) ভাবাবেশ গ্রন্থ। বৃন্দাবন দাস

ইতি ভাবাবেস গ্রন্থ সমাপ্তঃ।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। পুস্তকমিদং শ্রীসুরত মালের ইতি নিবাস মাদপপুর গ্রাম লিখিতং শ্রীকন্দর্প সন্ন... [ঐ পৃ. ১৮০, পুথি নং—৩২৩]

(১০৮) দেহনিরূপণ। লোচনদাস

ইতি দেহনিরুপন গ্রন্থ সমাপ্ত।। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ (ইত্যাদি)। পুস্তক লিখিতং শ্রীহারাধন সৌং সাঃ বেল্যাতোড়ি পাঠক শ্রীহরিদাস বৈষ্টব সাঃ বেল্যাতোড়ি ইতি সন ১২৩৮ সাল তাঃ ২৬ অগ্রাহন।। সনিবার।। পঃ মালিখাড়া সাঃ চতন্যপুরের পাটসালে বসি লিখনং।। আন্দাজী বেলা দুই পহরের সমএ সমাপ্ত ইতি।। [ঐ পৃ. ১৮৩, পুথি নং—৩২৭]

(১০৯) আশ্রয় নির্ণয়। কৃষ্ণ দাস

ইতি শ্রীআশ্চয়নির্ন্নয় গ্রন্থ সমাপ্ত।। যথা দিষ্টং তথা লিখিতং শ্রীরামমোহন মিত্রী নিবাস: সাং গামিঙ্গাঁ বাবুর বাড়ি।। ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ৪ আসাঢ়: এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। [ঐ পৃ. ১৮৫, পুথি নং—৩৩১]

(১১০) স্বরূপ বর্ণন। কৃষ্ণ দাস

যথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীবলরাম দাস সাং ঝাগরাকাটা। [ঐ পৃ. ১৮৬, পুথি নং—৩৩৩]

(১১১) স্বরূপ বর্ণন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিতং স্বরূপবর্ণনং সমাপ্ত ।। .।। গ্রন্থ শ্রীরামানন্দ বসুর স্বাক্ষর লিখিতং মোকাম কাইগাঁ সন ১১৭২ এগার সও বাহত্তরি সাল তারিখ ২৯ বৈসাখ বেলা তিন প্রহর। [ঐ পৃ. ১৮৭, পুথি নং—৩৩৪]

(১১২) স্বরূপ বর্ণন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

যথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং গ্রন্থ মাধুরী দাস তথাহ শ্রীকুঞ্জবেহারি দাসস্য তার ভাই শ্রীমাধুরি দাস গ্রন্ত লিখিতং ইতি। [ঐ পৃ. ১৮৭, পুথি নং—৩৩৫]

(১১৩) লবঙ্গ চরিত্র। মুকুন্দদেব গোস্বামী

ইতি শ্রীমুকুন্দদেব গোস্বামী বিরচিতায়াং শ্রীলবঙ্গ চরিত্র গ্রন্থ শংপুর্ন্নং ইতি লিখিতং শ্রীগোলকনাথ ঘোষ যথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। শাঃ ভোতা পরগনে বর্দ্ধমান সন ১২১৩ সাল তারিখ ১ জৈষ্ঠি রোজ মঙ্গলবার।। [ঐ পৃ. ১৮৮, পুথি নং—৩৩৬]

(১১৪) রসতত্ত্বকল্প। রাধামোহন দাস

ইতি রসতত্তকল্প সমাপ্ত ।। .।। লিখিতং শ্রীচৈতন্যচরণ দাস সাকীম রামজীবনপুর পরগণে ষরকোনা সন ১১৮৪ সাল তারিখ ১৩ চৈত্র রোজ সোমবার ।। . ।। [ঐ পৃ. ১৯০, পুথি নং—৩৩৯]

(১১৫) নিগম। গোবিন্দ দাস

ইতি।। নিগম গৃন্থ সংপুর্ন্নং হইল। যথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সাং বালিয়া। সন ১২২৬ সাল তাং ১২ অগ্রায়ন।। [ঐ পৃ. ১৯১, পুথি নং—৩৪১]

(১১৬) রসকলিকা। নন্দকিশোর দাস

সমাপ্তেয়ং রসকলিকা গ্রন্থঃ ।। .।। স্বাক্ষরমিদং শ্রীকৃষ্ণদাসস্য মোকাম শ্রীশ্রী ধাম। পঠনার্থ শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বসু মুনসী সাকিম কাইগ্রাম।। ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ২০ ভাদ্র সম্বত ১৮৮৯। মাহ ভাদ্র সুদী নবমী রোজ সোমবার ব্রহ্মকুন্ডে কুটিতে বসিয়া পুর্ন্ন করিলাম মাত্র।। [ঐ পৃ. ১৯৪, পুথি নং—৩৪৬]

(১১৭) সারগীতা। রতিরাম দাস

জত্র দিষ্টং তত্র লিখিতং লিখক নাস্তি দোস।। ইতি।। পুস্তক লিখিতং শ্রীরামানন্দ দাস। ইতি সাকিম সাকলিপাড়া ইতি। সন ১২০৩, ১৩ ভাদ্র সনিবার। [ঐ পৃ. ১৯৫, পুথি নং—৩৪৮]

(১১৮) গুরুতত্ত্বসার। বলরাম দাস

এহি গুরুসার তত্ত্বকথা সমাপ্ত।। ইতি সন ১২০৫ বিতেখ ২১ শ্রাবণ।। লিখিতং শ্রীরামমোহন সিল দাষয়স্য।। পোস্তক শ্রীরাধাচরন রাহুল ঠাকুর।। প্রগনে কাঞ্চনপুরঃ সাকিম বিঘ্যা। রোজ কুজ বাসরে বেলা ৪ চাইর দন্ড থাকিতে পোস্তক সমপুন্ন।। [ঐ পৃ. ১৯৯, পুথি নং—৩৫৭]

(১১৯) কৃষ্ণলীলামৃত। বলরাম দাস

ইতি কৃষ্ণলিলামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত।। .।। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ (ইত্যাদি)। সাক্ষর শ্রীবিজয় গোবিন্দ দেবসর্ম্মনঃ।। সাং ভবানীপুর।। পাঠার্থং শ্রীব্রজমোহন মন্ডল সাং জালালপুর। সন ১২৪৭ সাল তারিখ ২২ বৈসাখ রোজ রবিবার ত্রিতিয় প্রহর বেলা সমএ গ্রন্থ সম্পূর্ন্ন মিতি। [ঐ পৃ. ২০০, পুথি নং—৩৫৯]

(১২০) হরিশচন্দ্রের পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ইতি হরিশচন্দ্রের পালা সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীমহাভারত সামন্ত সাকিম জোৎ রামচন্দ্র পরগণে হাবিলি সরকার শেলেমাবাদ সন ১১৮৬ সাল তারিখ ২১ অগ্রহায়ন। [ঐ পৃ. ২১০, পুথি নং—৩৭৯]

(১২১) কপোতকপোতীর পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)।। লিখিতং শ্রীগোলকনাথ সেন। সাকিম লালবাজার।। ইতি সন ১০৮৯ সাল: তারিখ ২৭ ভাদ্র বার সমবার ৬ দন্ড বেলা।। [ঐ পৃ. ২১০, পুথি নং—৩৮০]

(১২২) অঙ্গদরায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লেখিতং শ্রীলুইধর আমকাশু।। শাং বাল্যাতোড়ী সন ১০৮৮ সাল তাঃ ৬ জৈষ্ঠী বার মঙ্গল জায় নিজ বাটীতে: চারি দন্ডে।। [ঐ পৃ. ২১১, পুথি নং—৩৮১]

(১২৩) প্রহ্লাদচরিত্র। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি প্রসাদচরিত্র পালা সমাপ্তমিদং। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। এ পুস্তক শ্রীরাধাচরণ দাষের সাং মধ্যম য়া...পং বালিয়া বসন্দার সরকার সেলেমাবাদ সন ১১৬৪ সাল তারিখ ২৬ শ্রাবণ রোজ রবিবার বেলা দুই প্রহরের সময় পুস্তক সমাপ্ত হইল।। [ঐ পৃ. ২১১, পুথি নং—৩৮৩]

(১২৪) দাতাকর্ণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি দাতাকর্ণের পালা সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীগৌরচরণ.দাস দত্ত সাং জামশনা পঠনার্থ শ্রীকিশোর দাস ইতি সন ১০৮৪ সাল তাং ২৮ আসাঢ়।। [ঐ পৃ. ২১২, পুথি নং—৩৮৫]

(১২৫) অক্রুরাগমন। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি অক্রুর আগমন সমাপ্ত।। ইতি সন ১১০০ সাল তাঃ ৫ ভাদ্র যথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীনীরঞ্জন দেবসর্ম্মা।। সোনামুনি লালবাজার।। সাঃ পলাসডাঙ্গা।। [ঐ পৃ. ২১৩, পুথি নং—৩৮৬]

(১২৬) দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

যথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। পুস্তক শ্রীপাচু তাঁতি সাং পাত্রসায়ের লিখিতং শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার সাঃ নিজ গ্রাম ইতি সন ১১৩০ সাল তাং ১৬ পৌষ রোজ রবিবার। [ঐ পৃ. ২১৩, পুথি নং—৩৮৭]

(১২৭) অঙ্গদরায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি অঙ্গদ রায়বার সমাপ্তি সন ১১০০ সাল পাঠক শ্রীকমলাকান্ত দেবশর্ম্মা সাঃ পলাশডাঙ্গা তাঃ ২ দুই দিন শ্রাবনের ২ দিনে। [ঐ পৃ. ২১৩, পুথি নং—৩৮৮]

(১২৮) রাধিকা মঙ্গল। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি রাধিকামঙ্গল কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীমোদুষুদন ঠাকুর পাঠক শ্রীগদাইচন্দ্র ময়রা।। সাকিম রাধানগর। সন ১১৪৯ সাল তারিখ ১৪ ভাদ্র।। রোজ সমবার তিথি কৃষ্ণা অষ্টমি। [ঐ পৃ. ২১৪, পুথি নং—৩৮৯]

(১২৯) কংসবধ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

কংসবধ পালা সমাপ্তং ইতি পাঠক শ্রীবিশ্বনাথ কর্ম্মকার সাং গড়বেতা পং বগড়ি সরকার গোওালপাড়া সন ১২২৯ সাল ২৮ অগ্রহায়ন।। [ঐ পৃ. ২১৪, পুথি নং—৩৯০]

(১৩০) প্রসাদ চরিত্র। দ্বিজ শংকর কবিচন্দ্র

ইতি প্রসাদচরিত্র সমাপ্ত পাঠক শ্রীমধবচন্দ্র মহাপাত্র ইতি সন ১২১৪ সাল তারিখ ২৮ আসাড় রোজ রবীবার বেলা ছয় দন্ড ওক্তে পুস্তক সমাপ্ত হইল রঘুনাথ মিত্রীর পুত্র শ্রীজগন্নাথ মিত্র নামে। এ পুস্তক লিখিলাম আমি খুনডাঙ্গা গ্রামে। [ঐ পৃ. ২১৫, পুথি নং—৩৯১]

(১৩১) দাতাকর্ণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

যথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। পাঠক শ্রীগুরুচরণ দত্ত গন্ধবন্নিক সাকিম পাত্রসাহের সাহেবগঞ্জ চাকলে বিষ্ণুপুর। ...ইতি সন ১২০৪ বার সও চারি সাল তারিখ ২৬ কার্ত্তিক।। [ঐ পৃ. ২১৬, পুথি নং—৩৯৪]

(১৩২) গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর কবি

ইতি গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত।। ইতি সন ১২৩৫ সাল তারিখ ৯ কাত্রিকা বারে সনিবার।। সাং রাধানগর।। [ঐ পৃ. ২১৭, পুথি নং—৩৯৮]

(১৩৩) উদ্ধব সংবাদ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি উদ্ধব সংবাদ সংপুন্ন।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীলোকনাথ পাল সাং বাদগাছা মোং মাছখান্ডা পরগণে খন্ডঘোষ সন ১২৫৮ সাল তাং ১৯ কার্ত্তিক বার মোঙ্গল। [ঐ পৃ. ২১৮, পুথি নং—৩৯৯]

(১৩৪) দাতাকর্ণের উপাখ্যান। দ্বিজ কবিচন্দ্র

দাতা কর্ণের পালা সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং (ইত্যাদি)।। লিখিতং শ্রীখুদিরাম দাস সাঃ গত্রষপুর মোঃ বালিয়া নারায়ণপুর সন ১২২৬ বাড় সোও ছাবিষ সাল তারিখ ৪ মাঘ সমবাড় সোধাকালে সমাপ্ত।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত। দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২, পুথি নং—৪০৪]

(১৩৫) গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর দাস

লিখিতং শ্রীতিলকরাম দাস মিত্র তস্য পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস মিত্র।। সাং বাঁকাদহ।। সন ১০৫৪ সাল তারিখ ১৯ শ্রাবণ।। [ঐ পৃ. ৩, পুথি নং—৪০৫]

(১৩৬) কণ্ব মুনির পালা। দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র

লিখিতং শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সাং বালিয়া সন ১২২৬ সাল তাং ১ আশ্বিন রোজ বৃহস্পতিবার বৈকালে। [ঐ পৃ. ৪, পুথি নং—৪০৭]

(১৩৭) উদ্ধব সংবাদ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

এ পুস্তক শ্রীগুরুদাস খাঁএর সাম বিষ্ণুপুর নিজ সহর পাটরাপাড়া।। সন ১২৫২ সাল তারিখ ১৮ চোত। [ঐ পৃ. ৪, পুথি নং—৪০৮]

(১৩৮) কলঙ্ক ভঞ্জন। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি কলঙ্ক ভঞ্জন সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীরামলোচন কুন্ডু মহাসঅ।। সাং নিজগ্রাম।। পুষ্টক শ্রীসুদন পদ্দার সাং বিরসিংহপুর। ইতি সন ১২৩৭ সাল।। ১৪ ভাদ্র তিথি একদসি। [ঐ পৃ. ৫, পুথি নং—৪১০]

(১৩৯) শিবায়ন-মৎস্যধরা পালা। দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২ সও ৩৭ সাল বি তেরিখ ৬ বৈসাখ আখারি।। লিখিতং শ্রীহরিপ্রসাদ চট্টোপাদ্ধায় লিখিত

শ্রীদ্দুর্গাচরণ মোলিক।। সঃ প্রেতাপুরিণ... [ঐ পৃ. ৭, পুথি নং—৪১২]

(১৪০) অঙ্গদের রায়বার। কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীপিতাম্বর দাস বাবাজি।। সাং ছান্দার।। পাটক শ্রীধর্ম্মদাস দত্ত।। সাং কোদালিয়া।। সন ১২৪০ সাল তারিখ ১২ বৈশাখ তিথি চোতুদসি বার সোমবার। যেই পুস্তক লিখিলাম সাং কোদালিয়ার শ্রীবিনন্দ দাস বাবাজীর বাটীতে পশ্চিমদারি মোকাতে বসিয়া উত্তর মুখেতে বসিয়া লিখিলাম ইতি। [পৃ. ৮, পুথি নং—৪১৪]

(১৪১) উদ্ধব সংবাদ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি পটীতং শ্রীসলাগিরাম মাল। সাং রামচন্দ্রপুর ইতি সন ১২৩৬ সাল তাং ১৬ ভাদ্র বেলা আন্দাজী ১৪ চোর্দ্দ হইতে রোজ সমবার তিথি তৃতিয়া শুক্লপক্ষে সংপূর্ন্ন। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ৯, পুথি নং—৪১৭]

(১৪২) দাতাকর্ণের পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি) লিখিতং শ্রীকা...ক সরকার সাং মালিবেড়া সন ১২৪৩ সাল তারিখ ৯ আশ্বিন... দুই পহর বার সমবার ত্রিতি সুক্লপক্ষান্ত— [ঐ, পৃ. ১১, পুথি নং—৪২০]

(১৪৩) উদ্ধব সংবাদ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

শ্রীসেবকরাম কোঙ্কর লিখিলেন সাং নুদিপুর পরগণে ৺নহি চাকলে বর্দ্ধমান সন ১২২৪ সাল ইতি তারিখ ৭ অগ্রহায়ণ রোজ শুক্রবার মোকাম হাটগাছায় লিখিলাম শ্রীশ্রী হরি। [ঐ, পৃ. ১২, পুথি নং—৪২১]

(১৪৪) দাতা কর্ণের পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি কর্ণের পালা সমাপ্ত হইল। সাক্ষরং শ্রীরামধন দাস কর্ম্মকারের।। মোঃ বিষ্টুপুর কৃষ্ণগঞ্জ। [ঐ, পৃ. ১৩, পুথি নং—৪২৩]

(১৪৫) কাপাসের পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি পুস্তক সমাপ্ত।। শ্রীগোপাল দত্ত সাং রায়বাগ্নী মোজে সন ১২৬৭ সাল তাং ২৮ জেষ্ঠী বার মঙ্গল বার বেলা। [ঐ, পৃ. ১৪, পুথি নং—৪২৫]

(১৪৬) রাধিকা মঙ্গল—কলঙ্কভঞ্জন। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি সন ১২৩৬ তারিখ ২২ শ্রাবণ...স্টি ত্রিথি বুধবার লিখিতং শ্রীহরিনারায়ণ বিশ্বাষ সাকীম লালবাজার পরগণে বিষ্ণুপুর ওগয়রহ।। [ঐ, পৃ. ১৫, পুথি নং—৪২৬]

(১৪৭) দাতা কর্ণের পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি দাতা কর্ণের পালা সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২৪০ সাল ৫ ভাদ্র মোঃ খড়দহ হইতে এই পুস্তক হইল। পাটক শ্রীদ্বিনবন্ধু দাষ।। সাং পাতরসাহের জেলা বাকুরা।। চোকি সোনামুখ।। লিখিতং শ্রীউমাকান্ত সরকার সাং ফকিরপুর জেলে বর্দ্ধমান চৌকি সমরসাহি। [ঐ, পৃ. ১৮, পুথি নং—৪৩২]

(১৪৮) অক্রুর আগমন। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি অক্রুর আগমন পুস্তক সমাপ্ত পাটক শ্রীসাধুচরণ পাল সাং কল্যানপুর পরগনে। খন্ডঘোষ সন ১২০৯ সাল তারিখ ১০ অগ্রহয়ন বেলা দুই দন্ড থাকিতে হইল ইতি। [ঐ, পৃ. ২১, পুথি নং—৪৩৭]

(১৪৯) গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর

ইতি শ্রীগুরুদক্ষিণা সংপূর্ণ হইল। সাক্ষরং শ্রীরামধন দাস কর্ম্মকারের।। সাঃ বিষ্ণুপুর আইস বাজার।। এ পুস্তক শ্রীসিনাথ কর চৌধরী।। সাঃ বিষ্ণুপুর বকুলতলার বাজার।। ইতি সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৪ শ্রাবণ।। [ঐ, পৃ. ২২, পুথি নং—৪৩৮]

(১৫০) কর্ণমুনির পরাণ। শঙ্কর কবিচন্দ্র

ইতি কর্ণমুনির একাদসীর পারণ সমাপ্ত হইল। সন ১২৩০ বার সর্ত্ত তিরিস সাল।। তারিখ ২৯ আসাড়।। ভিমাস্মাপী রনে ভঙ্গ (ইত্যাদি)।। লিখিতং পঃ বিষ্ণুপুর তরফ সাহারজোড়া মতাবকে চৌকি সিতিল্যা সাকিম শ্রীগঙ্গা নারায়ণ সরকার সাং মুক্তাতোড়ি।। [ঐ, পৃ. ২৩, পুথি নং—৪৪০]

(১৫১) হরিশ্চন্দ্রের পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)।। লিখিতং শ্রীপ্রেমচাঁদ আস্য পাটক শ্রীকালাচাঁদ আস্য শাঃ বুঃ দীঘী পরগনে খন্ডঘোষ সন ১২৫৮ সাল তারিখ ২৭ আসাঢ়।। [ঐ, পৃ. ২৪, পুথি নং—৪৪১]

(১৫২) অঙ্গদ রায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি অঙ্গদের রাত্রবার সোমাপ্ত।। পটক শ্রীলোকনাথ পাল সাকিম কশ্বানপুর পরগনে খন্ডঘোষ জথা দিষ্টং (ইত্যাদি) লিখিতং শ্রীলোকনাথ ঘোষ সাঃ বাদিগাছা পরগণে খন্ডঘোষ সোন ১২৫২ সাল তারিখ ৩ মাঘ বেলা এক পোহরের মর্দ্ধে সমাপ্ত হইল...। [ঐ, পৃ. ২৬, পুথি নং—৪৪৪]

(১৫৩) দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালা সমাপ্ত হইল জানিবেন ইতি পাটক শ্রীঠাকুরদাস দে সাঃ পাত্রগাতি লিখিতং শ্রীকৈলাশ্চন্দ দাস ঘোষস্য সাঃ সামন্ত খন্ড ইতি সন ১২৪৮ সাল তাং ৪ ফাল্গুন।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয়খন্ড পৃ. ২৬, পুথি নং—৪৪৫]

(১৫৪) অঙ্গদের রায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি তাঃ ৮ শ্রাবণ সন ১১৯৫ সাল। লিখিতং শ্রীসিবনাথ চক্রবর্ত্তী শর্ম্মণঃ সাকিম কৃষ্ণপুর পরগণে জুঝরসিংহপুর। মোকাম দোহাল পরগণে সেরপুর।। শ্রীরস লেখকে সদা। শ্রীগুরবে নমঃ।। [ঐ, পৃ. ২৭, পুথি নং—৪৪৬]

(১৫৫) শক্তিশেলের পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। এই পুস্তক শ্রীমুক্তারাম চক্রবর্ত্তীর হৈল।। লিখিতং শ্রীনন্দকুমার পাল সাং বড়বেল সন ১২৩৪ বার সও চৌত্তীষ সাল তারিখ ২২ বাইসা বৈসাখ। [ঐ, পৃ. ২৭, পুথি নং—৪৪৭]

(১৫৬) অক্রুরাগমন। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি অক্রুরাগমন সায়।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি লিখিতং শ্রীসলার্গিরাম মাল সাং রামচন্দ্রপুর পাটক শ্রীসনালীরাম মাল সাষুড়্যা সাং ঐ সন ১২৩৫ সাল তাং ১৪ ফালগুন বেলা আন্দাজি দুই প্রহর তিথি সষ্টী মঙ্গলবার সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ২৮, পুথি নং—৪৪৮]

(১৫৭) দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দত্ত সাঃ পাত্রসাএর মোজে রঘুনাথপুর এ পুস্তক শ্রীগোকুলচন্দ্র পালের সাঃ নিজগ্রাম গোপীনাথপুর।। সন ১২১৪ সাল তারিক ১ কাত্তিক রোজ সুক্রবার।। [ঐ, পৃ. ২৯, পুথি নং—৪৫২]

(১৫৮) উদ্ধব সংবাদ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। পাটক শ্রীজাগাঞি দাস সরকার। সাং নান্দালি সন ১২২১ সাল তাং ৬ শ্রাবন। [ঐ, পৃ. ৩০, পুথি নং—৪৫৪]

(১৫৯) প্রসাদ চরিত্র। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ৩ স্রাবন বুধবার রোজ তিথি প্রীতিপদ। দিবা গতায়াং পুস্তকং লিখিতং শ্রীপিতাম্বর দাসবাবাজী সাং ছান্দার। [ঐ, পৃ. ৩৫, পুথি নং—৪৬২]

(১৬০) বৈষ্ণব মাহাত্ম্য। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীবৈষ্ণবমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।। লিখীতং শ্রীমদনমোহন দাষ দেবষ্য।। সন ১২০৭ সাল।। তারিখ ২ আশ্বিন মঙ্গলবার সমাপ্ত হইল ইতি জিলা বিরভূম পরগনে খটঙ্গা মোকাম সিহুড়ি। [ঐ, পৃ. ৩৯, পুথি নং—৪৭৩]

(১৬১) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)।। সাক্ষরমিদং শ্রীআনন্দমোহন কবিরাজ সাঃ পঞ্চপুষকর্ম্নি জিলা। বিরভূম।। [ঐ, পৃ. ৪৩, পুথি নং—৪৮৩]

(১৬২) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। সয়ক্ষর শ্রীবদনচাঁদ দাষ সাং সান্তিপুর। [বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪৫, পুথি নং—৪৯৩]

(১৬৩) প্রার্থনা। নরোত্তম দাস

ইতি শ্রীনরোত্তম দাষ ঠাকুর মহাসএর প্রার্থনা সম্পূর্ণ।। সন ১১৯৮ সাল মাহ ৩ পৌষ দস্তখত শ্রীযুকদেব দাষ সাং হুগলি ঘোলঘাট। [ঐ, পৃ. ৪৬, পুথি নং—৪৯০]

(১৬৪) স্মরণমঙ্গল। নরোত্তম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)।। লিখিতং শ্রীকিশোর দাস সাকিম কাইগ্রাম।। ইত্যাদি গৃন্ত সমাপ্ত।। [ঐ, পৃ. ৪৭, পুথি নং—৪৯৯]

(১৬৫) গুরুশিষ্যসম্বাদ। নরোত্তম দাস

শ্রীগুরুশিষ্য সম্বাদ শ্রীবৃন্দাবন নিরূপন নাম দষ পটলং।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। সঅক্ষর শ্রীরামানন্দ দাষ সাং সাফলিপড়া পুস্তক সমাপ্ত সন ১২০৩ মাহে ৭ আশ্বিন। [ঐ, পৃ. ৪৯, পুথি নং—৫০৬]

(১৬৬) বৈষ্ণবামৃত। নরোত্তম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি সন ১০৭৩ সন তাং ১ আসিন।। তিথি কৃষ্ণপক্ষ।। বারে মঙ্গলবার... এ পুস্তক।। শ্রীসুরত মালের ইতি।। নিবাস গড়ভিলা মাধ(ব)পুর।। লিখীতং শ্রীকন্দর্পমল্ল খাওাস।। [ঐ, পৃ. ৫০, পুথি নং—৫০৮]

(১৬৭) স্মরণ মঙ্গল। নরোত্তম দাস

যথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীকরুণাময় দাস মোঃ মহাজটুনি সাং গোহাষ সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৪ আসাড় রোজ সোমবার পোনে দুই প্রহর বেলার সময় লিখা সমাপ্ত হইল ইতি। [ঐ, পৃ. ৫১, পুথি নং—৫১০]

(১৬৮) রাধারসকারিকা। নরোত্তম দাস

যথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস। সাং কাসিনাথগঞ্জ।। তাং ৯ অগ্রায়ন।। রোজ সুক্রুবার।। ইতি সন ১০৭৭ সাল।। [ঐ, পৃ. ৫৩, পুথি নং—৫১৫]

(১৬৯) চন্ডীকাব্য। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

ইতি দেবীমঙ্গল কথা সমাপ্ত।। লিখীতং শ্রীখোসল দেবশর্ম্মনঃ স্বাক্ষরঞ্চ। সাকিম পরগণে দক্ষীন পাড়া।। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৯৯ আরম্ভঃ সমাপ্তঃ শকাব্দাঃ ১৭০০ মাহ বৈশাখ তারিখ ২১ বৈশাখ শুক্রবার পঞ্চমী ইতি।। শ্রীহরেকৃষ্ণ শর্ম্মনাস্তেতু প্রসীদতু জগন্ময়ী।। সন ১১৮৫ সাল।। ...শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং।। [ঐ. পৃ. ৫৭, পুথি নং—৫১৯]

(১৭০) চন্ডীকাব্য। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

১। ইতি শুক্রবারে(র) পালা সমাপ্ত।। এ পুস্তক শ্রীকালিকীঙ্কর মুখোপাধ্যাএর সন ১২২৬ সাল তাং ১৯ বৈশাখ—১৮ পত্রের শেষ।

২। সয়ক্ষর শ্রীকালিকীঙ্কর মুখোপাধ্যায় সাং ফুটীগোদা। —৬০ পত্রের শেষ। [ঐ, পৃ. ৫৮, পুথি নং—৫২০]

(১৭১) চণ্ডীকাব্য। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

লিপিকরের নিজের দীর্ঘ বিবরণের প্রয়োজনীয় অংশ—

গুরুপদে রাখি মন পুস্তকের বিবরণ
জেরুপে লিখন জেই মাসে।
লিক্ষকের গরমাই আজি কাশি কিবা ভাই
স্থির নাহি জানি কৃষ্ণ দাসে।।
... ...
জিলে বীরভোম দেখি মৌজে পাচথোপি লেখি
তার মধ্যে অতি সুসুধীর।
নরপতি ... রাজন প্রয়াগ তস্য নন্দন
তার বংশ বেনীনাথ হাজরা।
তস্যপুত্র ভারথীবর সেই বংশের কোঙর
নাম তস্য রামেশ্বর হাজরা।।
অতি সুখ তার সনে একচিত্ত একমনে
লিখিলাম তাহার কারণে।।

ইতি পুস্তক স্মাপ্ত সকাব্দা ১৭৩৪ সন ১২১৯ সাল ১৩ আশ্বিন...লিক্ষক শ্রীকৃষ্ণমোহণ ঘোষ হাজরা... সাং পাচখোপী। [ঐ, পৃ. ৬১, পুথি নং—৫২৪]

(১৭২) মনসামঙ্গল। ক্ষেমানন্দ দাস

লীখীতং শ্রীপতীত পট্টনাএক সাকিম ডীমডীহা পরগনে নাখদা চাকলে পঞ্চকোট।। জথা দিসটং (ইত্যাদি)। পুস্তকমীদং শ্রীছীরু মাঝী সাকিম রুহড়া পরগনে নাখদা।। ইতী সন ১২২৪ সাল তারীখ ১৪ স্রাবন। [ঐ, পৃ. ৬৫, পুথি নং—৫২৯]

(১৭৩) মনসামঙ্গল। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

বর্ণ(া)যুদ্ধি দোষ লইবেন না লিখিতং শ্রীজগতচন্দ্র সিংহ পুত্র শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সিংহ মজুমদার মহাশয়ের পৌত্র ঁরামকিসোর সিংহ মজুমদার মহাশয়ের সাং পউখড়ার জাগুলীর কপিলেশ্বর আমলে মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিষচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্র রায় বাহাদুর দ্বিজ সাং শ্রীপাট কৃষ্ণ নগর জেলা নদীয়া শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের নায়েব শ্রীযুক্ত নবাব গেবনর মিন্টু লাড সাহেব আমলে সন ১২২৯ বারসও উনত্রিষ সাল বাঙ্গালা সকাব্দা সন ১৭৪৫ সাল মাহ অগ্রহায়ণ তারিখ তং।। [ঐ, পৃ. ৬৬, পুথি নং—৫৩০]

(১৭৪) ধর্ম্মমঙ্গল। গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রী ধর্ম্মায় নমো নমঃ।। গ্রন্থলিপি সাঙ্গ। ইতি শ্রীধর্ম্মরাজের গিত জাগরণ আর স্বর্গ আরোহন শিক্ষা সমাপ্তাঃ।। গিত সিক্ষা শ্রীগোপাল সর্ম্মার ত্রিতিয় পুত্র শ্রীসাফলরাম শর্ম্মন সাং পরমানন্দপুর।। লিখিতং শ্রীনারায়ণদাস বৈষ্ণব সাং পরমানন্দপুর।। সন ১০৭১ সাল।। তারিখ ১৫ পৌষ রোজ যুক্রবার দিবসে তিথি যুক্লপক্ষে পুর্ন্নিমা দিনে লিক্ষা সমাপ্তঃ।। জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)।। বিষ্ণুপুরকে তেলঙ্গা আইল্য।। [ঐ, পৃ. ৭১, পুথি নং—৫৩৫]

(১৭৫) লক্ষ্মীচরিত্র।

ই পুতি লক্ষির চরিত্র হইল সমাপ্ত সহয়ক্ষরে শ্রীমোহনরাম দেব মোকাম জুড়হাট শ্রীহরগোবিন্দ দত্ত

লিখাইলেন সন ১২৩৯ বাঙ্গলা মাহে ১১ জৈষ্ঠ রোজ বুদবার বেলা আন্দাজি দুই প্রহর সমএ পুস্তক সমাপ্ত মোতাবিকে সন ১৮৩২ ইঙ্গরেজি মাহে ২৩ মেই সন ১৭৫৪ সকাব্দা। [ঐ, পৃ. ৭২, পুথি নং—৫৩৮]

(১৭৬) লক্ষ্মীচরিত্র। ভরত পন্ডিত

সন ১২৪৪ সাল জেলা বালেস্বর সাকিম পটী মতিগঞ্জর বাজারে ওর্ত্ত দিগে লিখিত নফরচন্দ্র বসু শাকীন ইন্দাষ তারিখ ১ পৌউ। [ঐ, পৃ. ৭৩, পুথি নং—৫৩৯]

(১৭৭) রামায়ণ—অরণ্যকান্ড।

ইতি অরণ্যকান্ড পুস্তক সমাপ্ত।। সক্ষর শ্রীযুগলকিশোর দাস সাকিম রৌহ; পরগণে ভাওল হিয্যে।।/. নওানী।। জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি সন ১২৪৫ সন তেরিখ ২৫ আসাড় রোজ রবিবার বেলা চারিদন্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত শকাব্দা ১৭৬০ শক।। [ঐ. পৃ. ৭১. পুথি নং- –৫৪৯]

(১৭৮) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড। অদ্ভুত আচার্য্য

সন ১২৪৩ সন বাঙ্গালা তেরিখে ১৪ পৌষ সকীয় পুস্তক সক্ষর শ্রীযুগলকিশোর দাসষ্য সাকীম চাকুলে পরগণে ভাওল হিয্যে।।/. নওআণী।। [ঐ, পৃ. ৮১, পুথি নং—৫৫২]

(১৭৯) শ্রীরামের অশ্বমেধ। কুমুদানন্দ দত্ত

ইতি রামায়ণক্রমে শ্রীরামচন্দ্রের অর্স্বমেদ সমাপ্ত।। ভীমস্বাপি (ইত্যাদি) নিজ পুস্তক শ্রীরাজমঙ্গল দত্ত দাস ওলদে রাধারাম দাস সাকিন প্রগনে প্রতাপগড়ে মৌজে চরগুলা সিঅক্ষর শ্রীজয়মঙ্গল দত্ত দাস ইতি সন ১২২৭ সাল বাঙ্গালা মাহে ২৪ ভাদ্র রোজ বৃহস্পতি বারে পুস্তক সম্পূর্ণ হইল তিথি অমাবস্বা। [ঐ, পৃ. ৮৮, পুথি নং—৫৬৩]

(১৮০) মহাভারত—আদিপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

...দিষ্টং তথা লিখিতং (ইত্যাদি)। ...লি সং...(ভা)দ্র রাসমহনপুর মহল সেঠ পরগনে বিষ্ণুপুর।। ইতি সন ৯৮৫ সাল তেং ৬ কার্ত্তিক।। [ঐ, পৃ. ৯৩, পুথি নং—৫৬৯]

(১৮১) মহাভারত—সভাপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি সভাপর্ব্ব সমাপ্ত হইল। সন ১০৮৪ হাজার চরসি সাল বি তারিখ ৪ কাত্তিক রবিবার তিথি তুয়োদসি দিবা ত্রিতিয় প্রহর বেলাতে সভাপর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত হইল।। লিখিতং শ্রীগুরুপ্রসাদ চৌধুরী সাকিম নাড়িচা পরগণে সিংহহাজারি।। [ঐ, পৃ. ৯৪-৯৫, পুথি নং—৫৭১]

(১৮২) মহাভারত—বনপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১০৩৭ সাল তাং ২২ আশ্বিন এ পুস্তক পঠনার্থে শ্রীলক্ষন খাঁ সাঃ পাটরাপাড়া।। [ঐ, পৃ. ৯৬, পুথি নং—৫৭৩]

(১৮৩) মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত।। পুস্তক শ্রীমদনমোহন দাস ঘোসের সাঃ ৪ গামির্দ্ধা বোলনাড়া গ্রাম।। পুস্তক লিখিতং শ্রীগোবিন্দরাম দাস বোষু।। সাং ময়নাপুর গ্রাম।। ইতি সন ১০৮৬ সাল তারিখ ৩০ আস্বীন মহাতে শুক্রবারেতে দিন ত্রিতিয় প্রহরে সমাপ্ত হইল।। [ঐ, পৃ ৯৬, পুথি নং—৫৭৪]

(১৮৪) মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীনন্দদুলাল মিত্র সাং...পরগনে সরিফবাদ স- ১১৭৬ সাল তারিখ ৩১ জৈষ্টী। [ঐ, পৃ. ৯৭, পুথি নং—৫৭৫]

(১৮৫) মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি সন ১০৮৩ সাল তারিখ ১৮ জৈষ্টী রোজ বুধবার লিখিতং শ্রীকিসোরিচরণ

দাস সাং বালিঠ্যা পূর্ব্বরাড় তরফে জুএভণ অষ্ট তালুক। [ঐ, পৃ. ৯৭-৯৮, পুথি নং—৫৭৬]

(১৮৬) মহাভারত—ভীষ্ম পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি ভিস্ব পর্ব্ব সমাপ্ত।। সঃ রঘুনাথ সাএর পামর পাড়া শ্রীচিনিবাস খাঁ সন ১০৫৭ সাল তাঃ ২৪ আশ্বিন।। রোজ বুদবার।। ৪ চারি দন্ড বেলা তাকথে সমাপ্ত।। [ঐ, পৃ. ৯৯, পুথি নং—৫৭৮]

(১৮৭) মহাভারত—ভীষ্ম পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীরামস্বরণ শীংহ সাকিম বালিয়া পরগণে ধাওয়া সরকার ওড়স্ব বাঙ্গালা য়ামলে ইঙ্গরেজ কুম্পানী ইতি সন ১১৯৮ সন এগার সও আটানব্বই সাল। এ পুস্তক অনেক মিহনতে লিখিলাম জে ইহা চুরি করিবেক তাহার সত্য নাষ হইবেক মিতি তারিখ ৬ বৈসাখ দিতিয় প্রহর সময়ে সমাপ্ত হইল।। [ঐ, পৃ. ১০১, পুথি নং—৫৮১]

(১৮৮) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীকুড়ারাম দাষ চন্দ।। সাকীম হাজীপুর।। পুস্তকমিদং শ্রীগোকুল দাস ঘোষ সাকীম উদয়গঞ্জ পরগনে বরদা সরকার মন্দারণ সন ১১৭২ সাল তারিখ ৬ চৈত্র রোজ রবিবার। বেলা ডেড় প্রহরের কালে সমাপ্তং।। ইতি।। [ঐ, পৃ. ১০২, পুথি নং—৫৮৫]

(১৮৯) মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ দাস বেজ।। সাং বাঁকাদহ।। ...সন ১০০০ সাল তারিখ ২৭ কাত্তিক।। জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। (ইত্যাদি) [ঐ, পৃ. ১০৩, পুথি নং—৫৮৫]

(১৯০) মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। স্বাক্ষর শ্রীজগন্নাথ মজু(ম)দার পুস্তক শ্রীগোকুল চন্দ্র য়গ্রহারি সন ১০৮০ সাল তাঃ ১৫ আসাড় এ পুস্তক জে হরে তাহার চদ্দ পুরুষ নরকে পড়ে।। [ঐ, পৃ. ১০৫, পুথি নং—৫৮৬]

(১৯১) মহাভারত—গদাপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। সন ১০৫২ সাল।। তাঃ ১১ বৈসাখ। গদাপর্ব্ব সমাপ্ত।। ইতি পুস্তক শ্রীমুরুলি সিংহ।। সাঃ নাড়ই শ্রীশ্রীরাম।। [ঐ, পৃ. ১০৭, পুথি নং—৫৮৯]

(১৯২) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সৌপ্তিক পর্ব্ব সমাপ্ত। সন ১১৬৪ সাল মাহ মাঘ রোজে সোম বার দিবা এক প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত হইল। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। সওঅক্ষর মিদং শ্রীরামহরি দত্ত সাকিম বজকাডাঙ্গা পরগনে সাহাবাদ ইতি।। [ঐ, পৃ. ১০৮, পুথি নং—৫৯১]

(১৯৩) মহাভারত—শান্তি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

এ পুস্তকমিদং শ্রীগুরুদাস খাঁএর।। সাঃ বিষ্ণুপুর নিজসহর রঘুনাথ সাএর।। ইতি শান্তি পর্ব্ব সমাপ্ত। সন ১০৬২ সাল (মল্লাব্দ) তাঃ ৯ কার্ত্তিক রোজ সুক্রবার বেলা ৪ দন্ড।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত- দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১১০, পুথি নং—৫৯৩]

(১৯৪) মহাভারত—শান্তি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

স্বাক্ষরমিদং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ। সাকিম দক্ষিণপাড়া।। মোকাম মোইয়া শন ১১৯১ সাল তারিখ ১৪ শ্রাবন রোজ সোমবার শুক্লপক্ষে নবম্যান্তিথৌ ইতী।। [ঐ, পৃ. ১১০, পুথি নং—৫৯৪]

(১৯৫) মহাভারত—আশ্রমিক পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি সন ১০৯৩ সাল তারিখ ১৫ পৌষ রোজ বুধবার বেলা দুই প্রহরে সমাপ্ত হইল এই পুস্তক শ্রীগোবর্দ্ধন দাস বসো সাং কাইথি লিখিতং...। [ঐ, পৃ. ১১৩, পুথি নং—৫৯৭]

(১৯৬) মহাভারত—মৌষল পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীখেত্রনাথ ঘোষ সাং কোটা সন ১০৯২ সাল তাং ২৮ কার্ত্তীক ইতি। [ঐ, পৃ. ১১৩, পুথি নং—৫৯৮]

(১৯৭) মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীবলরাম দাস ২ সাং বালিঠ্যা গ্রাম।। সন ১১০৩ সাল তাং ২১ চৈইত্র।। [ঐ, পৃ. ১১৫, পুথি নং—৬০০]

(১৯৮) মহাভারত—যান পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীহরিমোহন দাস ঘোষ সাকিম বউদা পং উদয়গঞ্জ তপে বরদ সরকার মান্দারন সন ১১৮২ সাল তারিখ ১৪ আস্বিন রোজ বৃহস্পতিবার ইতি।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত—দ্বিতীয় খন্ড,, পৃ. ১১৬, পুথি নং—৬০২]

(১৯৯) মহাভারত—স্বপ্ন পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। লিঃ শ্রীব্রজমোহন দেবসম্মা সাঃ চান্দাবিলা পরগণে কোল্যানপুর। পঠনার্থে শ্রী…সাকিনে জসপুর পরগনে কল্যানপুর মতাবক মেদিনীপুর।। সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৭ জৈষ্ঠী কৃষ্ণপোক্ষ তিথি সপ্তমি রোজ সুক্রবার বেলা চোদ্দ ঘড়ি অক্তে শ্রীশ্রী জীউ গোপালচন্দ্রের মন্দিরের দ্বারায় দক্ষিন মুখে বোসিয়া এ পুস্তক লিখিয়্যা সমাপ্ত কোরিলাম।। [ঐ, পৃ. ১১৭-১১৮, পুথি নং—৬০৪]

(২০০) মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব। কবি সারল

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত লিখিতং শ্রীকৃষ্ণসুন্দর বিশ্বাষ সাং মালীআড়া ইতি সন ১২৬৮ সাল তাং ১৪ ভাদ্র তিথি নবমী রোহণী নক্ষত্র দিবা সাড়ে তিন প্রহরের সময় এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ১২১, পুথি নং—৬০৯]

(২০১) মহাভারত—আদি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিপিরিয়ং শ্রীরামগোবিন্দ দাস ঘোষ সাকিম বালা পরগনে চন্দ্রকোনা… শ্রীশিবচরণ দাস ঘোষ। [ঐ, পৃ. ১২২, পুথি নং—৬১০]

(২০২) মহাভারত—আদি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীরামচরণ দেবশর্ম্মণঃ সাঃ শ্যামপুর…নে কুতুপুর ১২১২ সাল তারিখ ২২ ভাদ্র বৃসপতিবার বেলা তিতিয় প্রহর। [ঐ, পৃ. ১২৩, পুথি নং—৬১২]

(২০৩) মহাভারত—আদি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২৩৪। সাল তারিখ ২৫ আশ্বীন রোজ বুধবাসর পঠনার্থে শ্রীবৈদ্যনাথ পাঠক সাং মাধবপুর পরগনে চন্দ্রকোনা। শ্বাক্ষর শ্রীপেলারাম দত্ত সাং ষ্যামসুন্দর পুর পরগনে বরদা পুস্তক অদরষ ২৬৮ দুই শও আটসাট পাত নিজ ২৫৯ দুই সও উনসাটী পাতে সংপুন্ন হইল ইতি পুস্তক জে চুরি করিবেক সে সুদর্ষন চক্রে পড়িবেক। [ঐ, পৃ. ১২৪, পুথি নং—৬১৩]

(২০৪) মহাভারত—আদি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি আদি পর্ব্ব সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীঈশ্চরচন্দ্র ঘোষ হাজরা জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। …সাকীম পাচথোপী পং…সন ১২৪১ সাল বার সও একচল্লীস সাল তাং ১ আশ্বীন।। [ঐ, পৃ. ১২৬, পুথি নং—৬১৬]

(২০৫) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। …সন ১২৪৪ বার (শ) ও চোয়ালিস সাল তারিখ ৭ সাতই চৈত্রী তিথি কৃষ্ণপক্ষ ৭ সপ্তমী দিবস সোমবার বেলা আন্দাজী আড়াই পহরের সময় আদী পর্ব্ব সমাপর্ন্ন হইল।।

লিখিতং শ্রীসাধুচরণ পাল পাঠক শ্রীলালবিহারী পাল সাং কল্যানপুর পরগনে খন্ডঘোষ।। [ঐ, পৃ. ১২৮, পুথি নং—৬১৯]

(২০৬) মহাভারত—সভা পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

তথা লিখিতং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীগঙ্গানারায়ণ দাস সাং মুক্ততোড়ি।। তরফ বারহা...সন ১২২১ সাল তারিখ ১২ ভাদ্র রোজ বুধবার বেলা...। [ঐ, পৃ. ১৩৩, পুথি নং—৬২৮]

(২০৭) মহাভারত—সভা পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীভুবনমোহন কুন্ডু বেলা তিন পহরের সময় বারির ঘরে বসিয়া সাঙ্গ হইল ইতি সন ১২৫২ সাল। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত- দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৩৪, পুথি নং—৬৩০]

(২০৮) মহাভারত—বনপর্ব্বে সাবিত্রী উপাখ্যান। কাশীরাম দাস

ইতি সাবিত্রীর উপাক্ষন সমাপ্তং। লিখিতং শ্রীমথুরা মোহন হাজরা। সাং গোপালপুর। পুস্তকমিদং শ্রীসনাতন পাল।। সাং কীঃ মাড় পং চন্দ্রকোনা। সন ১২৫০ সাল তারিখ ৬ আশ্বিন বৃহস্পতিবার। [ঐ, পৃ. ১৩৮, পুথি নং—৬৩৭]

(২০৯) মহাভারত—উদ্‌যোগ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২৪৫ সাল ২১ মাহ ফাল্গুন রোজ শনিবার বেলা আন্দাজি আড়াই প্রহরের সময় তৈয়ার হইল তিথি কৃষ্ণপক্ষ দুতিয়া লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ সাধু এই পুস্তকের অধিকার এবং মালিক শ্রীযুত বলাইচাঁদ মোদী সাং গলিজেড়ি।। [ঐ, পৃ. ১৪৭, পুথি নং—৬৫৮]

(২১০) মহাভারত—ভীষ্ম পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ হাজরা সাং পাচথোপী পরগণে...তারিখ ১৮ আসাড়। [ঐ, পৃ. ১৫০, পুথি নং—৬৬৪]

(২১১) মহাভারত—দ্রৌণ পর্ব্ব। নন্দরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। মৌজে বেল্যাতোড় গ্রামের লিখিতং শ্রীমদুষদন শর্ম্মা ও শ্রীগুরুচরণ নিওগী ও কাশীনাথ নিওগী ও শ্রীরাইচরণ নিওগী মোজে ঐ গ্রামের শ্রীগোপাল গরাঞীয়ের পুস্তক।। জাউঘরে পরিচালিতে উত্তর মোখে বসিয়া বেলা এক প্রহরের ওক্তে সমাপ্ত হইল বার সমবার।। সন ১২২৪ সাল তারিখ ২৫ আসাড়। [ঐ, পৃ. ১৫২, পুথি নং—৬৬৮]

(২১২) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। তারিখ ২৮ বৈইসাখ লিখিতং শ্রীভুবনচন্দ্র...সাঃ দেনুড়। [ঐ, পৃ. ১৫৫, পুথি নং—৬৭৩]

(২১৩) মহাভারত—কর্ণ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি কর্ণ পর্ব্ব সমাপ্ত তারিখ ৩ পৌষ রোজ মঙ্গলবার লিখিতং শ্রীরামস্বরণ সিং মজুমদার সাঃ বালিয়া পরগনে ফতে সিং মৎসখালি...সন ১১৮৫। [ঐ, পৃ. ১৫৬, পুথি নং—৬৭৮]

(২১৪) মহাভারত—কর্ণ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

...লিখিত শ্রীরাজিবলোচন সাঃ বালিয়া...সন ১২০২ সাল। [ঐ, পৃ. ১৫৭, পুথি নং—৬৭৯]

(২১৫) মহাভারত—কর্ণ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

সন ১২৪৫ সন বার সত্য পঙতালিস (পয়তাল্লিশ) সাল তারিখ ৬ বৈসাখ লিখীতং শ্রীরামমোহন সরকার সাং কুসমা পরগনে জানাবাজ পটনার্থে শ্রীগয়ারাম মাইতি সাং কীশোরচক পরগনে...। [ঐ, পৃ. ১৫৮, পুথি নং—৬৮১]

(২১৬) মহাভারত—গদা পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

...স্বয়ক্ষয় শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষ সাকিম কোটা পরগনে আমিরপুর ১১৯৩ সাল তারিখ ২ জৈষ্ঠী এক প্রহর বেলাতে সমাপ্ত বার শনিবার...। [ঐ, পৃ. ১৬১, পুথি নং—৬৮৮]

(২১৭) মহাভারত—গদা পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

লিক্ষতে শ্রীভোলানাথ সেন সাকিম তেলাই চাকলে ভুসনা পরগনে মহিমসাহি খারিজা মজকুরি তালুকদার।। মোকাম বাঁস গাড়ার কাচারি বেলা দুই দণ্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত হইল সন ১২০৬ বারো স ছয় সাল ইতি ২৯ ফাল্গুন। [ঐ, পৃ. ১৬১, পুথি নং—৬৮৯]

(২১৮) মহাভারত—গদা পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

...লিখিতং শ্রীসিষুরাম গরা সাং পলাষজাদ।। সন ১২২৮ সাল তারিখ ১২ শ্রাবণ।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত- দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৬২, পুথি নং—৬৯১]

(২১৯) মহাভারত—গদা পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীজগর্ন্নাথ সরকার সাঁপ রাজ। ...ইতি সন ১২০৫ সাল তা ১৭ ফাল্গুন রোজ মঙ্গলবার। বেলা দস দন্ড।। [ঐ, পৃ. ১৬৪, পুথি নং—৬৯৭]

(২২০) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। ...লিখিতং শ্রীরামনারায়ণ চৌধুরী।। ইতি সন ১২১২ সাল তাঃ ২৪ মাঘ। সাঃ পাইক পাড়া। রোজ মঙ্গলবার।। [ঐ, পৃ. ১৬৫, পুথি নং—৭০০]

(২২১) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

...লিখিতং দোস নাস্তি লিখিতং শ্রী কানাই মাজী সাঃ বেলগড়া পাঠক শ্রী রামদাস ইতি সন ১২২০ সাল তাঃ ৬ ভাদ্র। [ঐ, পৃ. ১৬৬, পুথি নং—৭০১]

(২২২) মহাভারত—ঐষীক পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি ঐশীক পর্ব্ব সমাপ্ত বেলা ৬ ছঅ দন্ড সময় শ্রীবেনিমাধব বস্কী সাকিম মাসি আড়া রোজ রোবিবার...ইতি সন ১২৬৮ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র। [ঐ, পৃ. ১৬৭, পুথি নং—৭০৪]

(২২৩) রামায়ণ—আদিকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি আদিকান্ড রামায়ণ সমাপ্ত। সন ১১৬৪ সাল তারিখ ২৬ আসার। পঠনার্থে শ্রী ইশ্চর চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সা০ হরির পুষ্কন্নী। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. I, পৃ. ৪ পুথি নং—৪]

(২২৪) রামায়ণ—আদিকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি পুস্তকমিদং শ্রীগুরুচরণ সাঞী সা বাসুদেব পুর। ইতি সন ১২৪০ সাল তা - ১৩ বৈশাখ বাঃ বৃহস্পতি। [ঐ, পৃ. ১৩, পুথি নং—১৭]

(২২৫) রামায়ণ—অযোধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস

—যথা দৃষ্টমিত্যাদি। লিখিতং পাট্যনাথ শ্রীরামচন্দ দেবসর্ম্মণ ও শ্রীনাথ দেবশম্মন ও পরমানন্দ দেবসম্মন সর্ব্ব সাকিম হরির পুষ্কন্নি পরগণে বিষ্ণুপুর চৌকি রাধানগর জেলা বর্দ্ধমান। ইতি সন ১২৬৫ সাল তারিখ ২৯ অগ্র্যাহায়ণ যুক্রবার তিথি অষ্টমী। [ঐ, পৃ. ২৯, পুথি নং—৩৭]

(২২৬) রামায়ণ—অযোধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ১২ সাবন সনিবার বেলা আন্দাজি এক প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল্য। লিপিকার শ্রীপ্রেমচাঁদ রাজ সাং মোকুন্দপুর পাঠক শ্রীমাণিক রাজ সাকিম মোকুন্দপুর। [ঐ, পৃ. ৩০,

পুথি নং—৩৮]

(২২৭) রামায়ণ—অযোধ্যাকান্ড। কবিচন্দ্র

ইতি পুস্তকস লিখ্যতে। সায় হইল বেলা চারি দন্ডে সংপুর্ন্ন। লিখিতং শ্রী গনেস দাস সাং লাহিরিগঞ্জ। পঠনর্থে শ্রীগোপাল কুম্ভকার সাং নিজ ডিঃ। সন ১১৫০ সাল। [ঐ, পৃ. ৩১, পুথি নং—৩৯]

(২২৮) রামায়ণ—অরণ্যকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি শ্রীবাল্মীক রচিত শ্রীরাম অষ্টক শমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামশঙ্কর ঘোষ সাং বশন্তপুর পরগণে জাহানাবাদ সন ১২২২ সাল তারিখ ১৮ ফাল্গুন রোজ বুধবার। [ঐ, পৃ. ৩৭, পুথি নং—৪৬]

(২২৯) রামায়ণ—গয়াকীর্ত্তি। কৃত্তিবাস

লিখিতং শ্রীরাজারাম বন্দোপাধ্যায় সাং ভাঙ্গামড়া পরগণে হাবিলি সন ১২৩২ সাল ইতি তাং ১৪ জৈষ্ঠী ব্রহসপতিবার বেলা দুই দন্ডের সমএ সমাপ্ত। এই পুস্তক শ্রীমুক্তারাম বন্দোপাধ্যায়। সাং ভাঙ্গামড়া মদনমো(হ)নপুর পরগনে হাবিলি। [ঐ, পৃ. ৪০, পুথি নং—৫০]

(২৩০) রামায়ণ—অরণ্যকান্ড, গয়াপালা। কৃত্তিবাস

লিখিতং শ্রীনবিনচন্দ্র দাস। সাং কেড়। ইতি সন ১২৭১ সাল তাঃ ২৭ আসিন।। [ক.বি. প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol.I, পৃ. ৪৩, পুথি নং—৫৪]

(২৩১) রামায়ণ—অরণ্যকান্ড, সীতাহরণ। কবিচন্দ্র

লিখিতং শ্রীগঙ্গারাম দাশস্য। সাং মদনমোহনপুর পরগনে বালিসড়ি পাঠনাথে শ্রীরামজয় দাস পালষ্য সাং মদনমোহনপুর পরগনে বালিগড়ি। সন ১১৯৭। তাং পৌউস—মোঙ্গলবার বেলা এক পোহ থাকিতে হইল। [ঐ, পৃ. ৪৫, পুথি নং—৫৭]

(২৩২) রামায়ণ—অরণ্যকান্ড, সীতাহরণ। কবিচন্দ্র

লিখিতং শ্রীরাজারাম বন্দোপাধ্যায় সাং ভাঙ্গামড়া মদনমোনপুর। এই পুস্তক শ্রীমুক্তরাম বন্দোপাধ্যায় সাং ভাঙ্গামড়া সন ১২৩২ সাল তা ৮ ভাদ্র রোজ ২ সমবার বেলা দুই ডন্ডের সময়ে সমাপ্ত।। [ঐ, পৃ. ৪৭, পুথি নং—৬০]

(২৩৩) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস

লিখিতং শ্রীশম্ভুনাথ রায় সাঃ ভালুক কান্দি। ইতি সন ১২৬৩ সাল তারিখ ২২ জৈষ্টি সমাপ্ত হইল বেলা আড়াই প্রহরের সময় হইল সায়। [ঐ, পৃ. ৫৬, পুথি নং—৭১]

(২৩৪) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। ইতি সমাপ্ত। ১২৬৭ সাল বিতারিখ ৭ পৌস। বিহস্পতিবার বেলা চারিদন্ড থাকিতে সমাপ্ত। শ্রীশ্রীমিনমই মেলাতে। লিখিতং শ্রীজিবনকৃষ্ণ সরকার সাঃ জামকুন্ডী পাঠক শ্রীশ্রীপঞ্চম সিংহ বাবুর মোর্দ্ধম পুত্র শ্রীশ্রীরাধানাথ সিংহ বাবু সাং জামকুন্ডীর কিল্যা ইতি সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭, পুথি নং—৭২]

(২৩৫) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। ইতি সুন্দরাকান্ড সমাপ্ত হইল। ত ১০৭৩ সাং তাং ২৬ ভাদ্র তিথি সুক্লপোক্ষ। এ পুস্তক মিদং শ্রীকন্দর্প মল্ল খাওয়াসের ইতি। লিখিত নিজেই নিবাস মর্ল্লভুম। কাওস্যাকুল গ্রাম সাং স(া)কিম সামন্তভূম বড়কুড়্যা গ্রাম। [ঐ, পৃ. ৫৮, পুথি নং—৭৬]

(২৩৬) রামায়ণ—সুন্দর কান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি সুন্দরাকান্ড সমাপ্তং। লিখিতং শ্রীগোউরমোহন সরকার। সাং সুনিয়াকোল। [ঐ, পৃ. ৬২, পুথি নং—৭৯]

(২৩৭) রামায়ণ—সুন্দরাকান্ড। কৃত্তিবাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি লিখিতং শ্রীতিতুরাম সরকার সাং মহিষডাঙ্গী পরগনে রানিহাটী মোং কলিকাতা লেন কপালি টোলায় শ্রীযুত বেচারাম সরকারের দালানে বসিয়া পুথি সাঙ্গ তারিখ ১৯ কার্ত্তীক বেলা ছয়দন্ডের সময়, এ পুস্তক শ্রীগৌরহরি দত্ত সাং...সন ১২১৩ সাল। [ঐ, পৃ. ৬৬, পুথি নং—৮৫]

(২৩৮) রামায়ণ—সুন্দরাকান্ড। কৃত্তিবাস

* । * । পটনার্থে শ্রীরামতনু কর্ম্মকার সাং মদনমোহনপুর সন ১২৩৪ বারসত্ত চৌত্রীষ সাল তারিখ ১৬ ফাগুন লিখিতং শ্রীরামনারায়ণ পালিত সাং...চাকলে বিষ্ণুপুর বেলা ডেড় প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল। যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৬৮, পুথি নং—৮৮]

(২৩৯) রামায়ণ—সুন্দরাকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি সন ১২৬৪ সাল তারিখ ৬ পৌস বুধবার দিবসে বেলা সাড়ে তিন পর মর্দ্ধে সমাপ্ত হইল। যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। এই পুস্তক শ্রীসতুঘন সিংহ বসু। সাঃ হরির (পু)ষ্কন্নি।। ইতি। [ক.বি. প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol.I, পৃ. ৭০, পুথি নং—৯১]

(২৪০) রামায়ণ—সুন্দরাকান্ড, অঙ্গুরীসংবাদ। কৃত্তিবাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি লিখিতং শ্রীখেত্রমোহন দাশ দত্ত সাকীম রাউত খন্ড। ইতি সন ১২৪২ সাল তারিখ ১৮ ফাল্গুন পঠনার্থ শ্রীখেত্রমোহন নাপিত। [ঐ, পৃ. ৭২, পুথি নং—৯৪]

(২৪১) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড। কৃত্তিবাস

লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দত্ত। সাঃ পাত্রসাএর এ পুস্তক শ্রীবদন চন্দ্র দাসের সাঃ নিজ গ্রাম। সন ১০২০ সাল তারিখ ৩০ চৈত্র। [ঐ, পৃ. ৭৮, পুথি নং—১০১]

(২৪২) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড। কৃত্তিবাস

জথা দিষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীগদাধর দাস সাং কোটা। পাটক শ্রীগোবিন্দরাম চন্দ্র সাং কোটা। ইতি শন ১২০৪ সাল আরম্ভ ৮ পোষ সংপুন্ন ২৫ মাঘ বেলা আড়াই পহরে সমাপ্ত হইল।। [ঐ, পৃ. ৯৩, পুথি নং—১২২]

(২৪৩) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি সন ১১১০ সাল তা ২৩ ভাদ্র বারে লক্ষিবার সুক্লপক্ষ দিতিয়া। যথা দৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীছতর সিংহ সাঃ ঠাকুর পাড়া বেলা আড়াই প্রহরে পুঁথি সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ১০৮, পুথি নং—১৩৯]

(২৪৪) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, শক্তিশেল। কৃত্তিবাস

...সমাপ্ত হইল। এ সব বিবরণ বাঞ্চারাম লিখিল। জথা দৃষ্টমিত্যাদি। শ্রীবাঞ্চারাম দাস সাং উআল্যা ইজারা। শ্রীকরুণামঅ রাঅ কর্ম্মচারি শ্রীগোকুল সরকার সাং জিআড়া গ্রামের মন্ডল শ্রীদআরাম ঘোস। সন ১০৬৩ সালের মাহ আসাড়ের ২৬ রোজ হইল। দুই প্রহর বেলাঅ সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ১১৬, পুথি নং—১৫০]

(২৪৫) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, মহীরাবণের পালা। কৃত্তিবাস

জথাদিষ্টমিত্যাদি—লিখিতং শ্রীপ্রানকৃষ্ট দেবসর্ম্মা সাঃ রাউত খন্ড।। ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ১৩ শ্রাবন ইতি। [ঐ, পৃ. ১২০, পুথি নং—১৫৪]

(২৪৬) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড। কৃত্তিবাস

জথা দিষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র দেবসর্ম্মা সাং হরির পুস্কনী। পাঠ্যক শ্রীইস্বর চন্দ দেবসর্ম্মা ও রঘুনাথ দেবসর্ম্মা সর্ব্ব সাকিম হরিরপুস্কনী। ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ২৮ কার্ত্তীক সুক্রবার তিথি সপ্তমী নোর্ক্ষত্র পুস্ব্যা বেলা আন্দাজী ২।।. আড়াই প্রহরের সমএ এই পুথী সমাপ্ত হইল। দক্ষীন

দারি চালাতে বোসে। [ঐ, পৃ. ১২২, পুথি নং—১৫৬]

(২৪৭) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, সীতার পরীক্ষা। কৃত্তিবাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। লিপিরিয়ং শ্রীক্ষেত্রমোহন দাষদে সাঃ কুচিয়াকোল। পঠনাৎথ শ্রীরাধামোহন লাই সাঃ জামদিগী। ডিহু শ্রীরাধাকৃষ্ণপুর। সন ১২৩৪ সাল তারিখ ৪ পৌষ সকাব্দা ১৭৪৯। [ঐ, পৃ. ১২৪ পুথি নং—১৫৯]

(২৪৮) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড। কৃত্তিবাস

লিখিতং শ্রীরাধাকান্ত দেবসর্ম্মা—সাকিম সামন্ত খন্ড পরগনে খন্ড ঘোষ—তরফ ভান্ডার হাটী—সন ১২১৯ বারসর্ও উনিস সাল তারিখ ২৩ আসাঢ় রোজ সোমবার ইতি। [ক.বি. প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol.I, পৃ. ১২৭, পুথি নং—১৬২]

(২৪৯) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, অঙ্গদের রায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র

. । সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৭ চৈত্রী রোজ মঙ্গলবার বেলা চার দন্ডর সময় সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রী...চন্দ্র দাষ বসু সাং নাড়িচ্যা পরগণে বিষ্ণুপুর জেলা মল্লভুম রাজা শ্রীলজুক্ত গোপাল সিংহ মহারাজাধিরাজ প্রবল প্রতাপেষু. [ঐ, পৃ. ১৩৫, পুথি নং—১৭৪]

(২৫০) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, তরণী সেনের যুদ্ধ। শঙ্কর

ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৯ আসাঢ় পুস্তক শ্রীরামসদয় পাল সাং মায়াপুর। হাল সাং গালিয়া। [ঐ, পৃ. ১৩৮, পুথি নং—১৭৮]

(২৫১) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, লক্ষ্মণের শক্তিসেল। কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২৩২ সাল তারিখ ৩ মাঘ রোজ বেহস্পতিবার। পঠনার্থ শ্রীনফর চরণ মন্ডল। সাং কাথিয়া। পরগনে বিষ্ণুপুর। তরফ তুঙ্গমহল ওগয়রহ।। [ঐ, পৃ. ১৪১, পুথি নং—১৮৩]

(২৫২) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, লক্ষ্মণের শক্তিসেল। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২৫৩ সাল তারিখ ২ অগ্রহায়ন লিখিতং শ্রীউমাচরণ সরকার সাং ধর্ম্মপুর পরগনে বিষ্ণুপুর। [ঐ, পৃ. ১৪৩, পুথি নং—১৮৫]

(২৫৩) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, মহীরাবণ প্রসঙ্গ। লক্ষ্মণ

ইতি সন ১১৯৬ সাল। তারিখ ২৮ জৈষ্ঠ্য রোজ সোমবার। পুস্তকমিদং শ্রীরামজয় গুপ্ত। সাং মঙ্গলপুর। পরগনে সাহাপুর। সরকার মান্দারন। [ঐ, পৃ. ১৪৬, পুথি নং—১৮৮]

(২৫৪) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, কালনেমির রায়বার। কাশীনাথ

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। ইতি লিখিতং শ্রীদিগাম্বর দাস কম্মকার সাকিম ভগল দিঘি। পটকি সর্ব্বাসর কর্ম্মকার সন ১২৫৯ সাল তারিখ মাঘ ২৪ চবিসে সনবার বেলা এক পহর। [ঐ, পৃ. ১৫১, পুথি নং—১৯৪]

(২৫৫) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, অঙ্গদের রায়বার। দ্বিজ তুলসী

শ্রীগৌরাঙ্গ দাস লিখিতং শ্রীগৌরাঙ্গ দাষস্য, সাং রাইপুর। [ঐ, পৃ. ১৫১, পুথি নং—১৯৫]

(২৫৬) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

ইতি কুম্ভকন্যের নিদ্রাভঙ্গ সমাপ্ত।। পাঠক শ্রীমাধব গরাই সাঃ সিহুর। পরগনে খটঙ্গা। সন ১২১৬ সাল, ১৫ পৌস। [ঐ, পৃ. ১৫৫, পুথি নং—২০২]

(২৫৭) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড। কৃত্তিবাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। সন ১০৭২ সাল তাঃ ২৬ অগ্রায়ন। বারে মঙ্গলবার। বেলা এক প্রহর থাকিতে সমাপ্ত হইল। তিথি সুক্লপক্ষী। পুস্তকমিদং শ্রীকন্দর্প মন্ডল (?) ইতি।। লিখিতং নিজেই।। নিবাস কাস্যাজল গ্রাম। মকাম বড়কুড়া গ্রাম। সামন্তভূম।। [ঐ, পৃ. ১৬২, পুথি নং—২১০]

(২৫৮) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড। কৃত্তিবাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি—ইতি ইহপুস্তক শ্রীরামতনু কর্ম্মকারের, সাং মদনমোহনপুর লিখিতং শ্রীরামনারায়ণ পালিত, সন ১২৩৩ সাল তাং ১৭ ফাল্গুন। [ঐ, পৃ. ১৬৬, পুথি নং—২১৫]

(২৫৯) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড। কৃত্তিবাস

পুস্তক শ্রীহরেকৃষ্ণ গোস্বামী। সাকিম পান্ডগ্রাম। লিখিতং শ্রীগৌরাঙ্গ দাস সরকার সাং আগরা পরগনে বগড়ি। যথাদৃষ্ট মিত্যাদি...ইতি সন ১২৪৫ সাল আখেরি বিতারিখ ১২ চৈত্রী রোজ সনিবার বারূনীজোগ। [ঐ, পৃ. ১৬৭, পুথি নং—২১৬]

(২৬০) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড, লবকুশের যুদ্ধ। কৃত্তিবাস

ইতি যথাদৃষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীপতিত হাজরা সাং লক্ষিপুর বান্ধা। পঠতি শ্রীগুরুচরণ গোরাঐী। সাং বিরসিংহা। [ঐ, পৃ. ১৭৫, পুথি নং—২২৭]

(২৬১) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড, লবকুশের যুদ্ধ। কৃত্তিবাস

জথাদৃষ্ট মিত্যাদি। ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ১৭ আশ্বীন। লিখিতং শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার। পাটক শ্রীশ্রী পিয়ারিলাল সিংহ সাং জামকুন্ড। সাং জামকুন্ডী, শ্রীশ্রীদুর্গামেলাতে বসিয়া সমাপ্ত। বেলা চারি দন্ডের সমএ বুধবার সমাপ্ত।। [ঐ, পৃ. ১৭৭, পুথি নং—২২৯]

(২৬২) রামায়ণ—উত্তরকান্ড, লবকুশের যুদ্ধ। কৃত্তিবাস

...লিখিতং শ্রীগঙ্গানারাণ পাল পোদ্দারি। সাং লএর।। [ঐ, পৃ. ১৭৯, পুথি নং—২৩১]

(২৬৩) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড, লবকুশের যুদ্ধ। কৃত্তিবাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি—সন ১২৫৯ সাল তারিখ ১৫ চৈত্রী। তিথি দ্বিতিয়া বার রবিবার লিখিতং শ্রীবিস্বনাথ মদক সাং জিড়ই। সমাপ্ত করিলাম। [ঐ, পৃ. ১৮০, পুথি নং—২৩২]

(২৬৪) অদ্ভুত রামায়ণ—উত্তরাকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি শ্রীশ্রীরামায়ণ উত্তরাকান্ড সমাপ্ত। জেআদরষ পুথি দেখিয়া লেখা গেল তাহাতে সকল অষুৰ্দ্ধ একারণ লিক্ষকে দোষ নাস্তি ইতি।। মোকাম বৰ্দ্ধমান জেহেল (জেলখানা) খানা মোকাম সন ১২২৫ সাল তারিখ ৩১ আসাড়। মতাবকে ইঙ্গিরাজী সন ১৮১৮ সাল তারিখ ১৩ জুলাই সমাপ্ত। শ্রীযুক্ত মেস্তর পাক সাহেবের আমলে।। [ঐ, পৃ. ১৮৭, পুথি নং—২৪০]

(২৬৫) অদ্ভুত রামায়ণ—শতস্কন্ধ রাবণবধ। কৃত্তিবাস

ইতি সন ১২৫০ সাল তারিখ ৯ ভাদ্র শ্রীগোরাচাঁদ দাষ, সাং কালিকাপুর। [ক.বি. প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol.I, পৃ. ১৮৮, পুথি নং—২৪১]

(২৬৬) অদ্ভুত রামায়ণ—শতস্কন্ধ রাবণবধ। কৃত্তিবাস

সন ১২৭২ সাল তাং ১৬ কার্ত্তিক পাঠক শ্রীগোউরমোহন লুহার সাং মেদনিপুর লিখিতং শ্রীকৈলাসচন্দ্র বিস্বাষ সাং মেদনিপুর। [ঐ, পৃ. ১৮৯, পুথি নং—২৪২]

(২৬৭) রামচন্দ্রের অভিষেক। ভবানীনাথ

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। সাক্ষর শ্রীতপস্যারাম দেয় সাকিম পরগনে অম্বরবাদ মৌজে মুকীল্লা (কুমিল্লা?)। ইতি সন ১২১২ বার সনের তারিখ ১৩ তের জেষ্ঠ রোজ সনিবার। [ঐ, পৃ. ১৯৪, পুথি নং—২৪৭]

(২৬৮) রামায়ণ—সিবরামের যুদ্ধ। লক্ষ্মণ

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। লিখিতং শ্রীমোধুকণ্ঠ দেবসৰ্ম্মা সাং লিগ্যা সক ১৭২৭ তারিক ১৬ অগ্রহায়ন।। [ঐ, পৃ. ১৯৮, পুথি নং—২৫২]

(২৬৯) রামায়ণ—অরণ্যকান্ড। কৃত্তিবাস

লিখিতং শ্রীভবানিচরণ দেবশর্ম্মা সাং গনেষপুর। পাঠক শ্রীদেবি চরণ...সাং ধননগর। ইতি সন ১১৮০। তাং ৩০ আষাড়। তিথি কৃষ্ণ পক্ষে সপ্তমি বার রবিবার তিতৃয় পহর বেলে সমাপ্ত। (...বলরে।) [ঐ, পৃ. ২০৩, পুথি নং—২৫৮]

(২৭০) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, অতিকায়ের যুদ্ধ। কৃত্তিবাস

জথা দৃষ্ট মিত্যাদি। ইতি সন ১১০৩ সাল তারিখ ৭ পোষ। পঠনার্থে শ্রী বলাই চৌধরী সাং মজুকরি। রোজ বুধবার। বেলা এক প্রহর। [ঐ, পৃ. ২১৬, পুথি নং—২৭২]

(২৭১) রামায়ণ—হনুমানের রায়বার।

লিখিতং শ্রীজগন্নাথ বিস্বাস। সাঃ পাত্রসায়র। ইতি সন ১১৯৮ সাল তাং ১৭ মাঘ রোজ রবিবার তিথি পুর্ণিমা। [ঐ, পৃ. ২২১, পুথি নং—২৭৯]

(২৭২) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড, পাতালে রাবণের যুদ্ধ। কৃত্তিবাস

লিখিতং শ্রী...মোহন বিস্বাস। সাঃ পাত্রসাএর সন ১২৯২ সাল তারিখ... ১৯...।। [ক.বি. প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol.I, পৃ. ২২৩, পুথি নং—২৮২]

(২৭৩) রামায়ণ—অঙ্গদের রায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দৃষ্টমিত্যাদি। ইতি সন ১০৮৪ সাল বিতেরিখ ২৯ ফাল্গুন রোজ বৃহস্পতিবার। লিখিতং শ্রীতিলকরাম নন্দি নিবাস তরুপবাসুই মোঃ দক্ষিনপাড়া পুস্তক শ্রীরঘুনাথ সুঁ সাং নারঙ্গির বাঙ্গাগধার। [ঐ, পৃ. ২২৯, পুথি নং—২৮৭]

(২৭৪) রামায়ণ—অঙ্গদের রায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথাদৃষ্ট মিত্যাদি। এ পুস্তক শ্রীলোচন পাল। তন্ত্রবায়ের শাকিম পাত্রসায়ের গোপিনাথপুর। লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন পাল ইতি সন ১০৯০ শাল তারিখ দোসরা চইত্রে রোজ সণীবার তিথি শুক্লপক্ষে প্রিতিপদ আড়াইপর সময়ে সমাপ্ত হইল। গতং জর্ম্ম ইত্যাদি শ্লোক। [ঐ, Appendix, পৃ. ২৯, পুথি নং—৬৮৮]

(২৭৫) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড, ইন্দ্রজিৎ বধ। কৃত্তিবাস

জথাদৃষ্টং ইত্যাদি।। পুস্তক পঠনার্থে শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মনঃ।। বাটী সাং কামারবেড়া গ্রাম।। ইতি সন ১১০০ সাল।। তাং ৫ আশাড়।। [ঐ, পৃ. ২৩৪, পুথি নং—১৯১৮]

(২৭৬) রামভক্তি রসামৃত উত্তরাকান্ড। কমললোচন দত্ত

সন ১২৪৯ সাল তারিখ ১৮ শ্রাবন রবিবার বৈকালে। সাক্ষর শ্রীকমললোচন দত্ত সাং কোলকুড়্যা পঃ সাহাপুর মুঃ মেদিনিপুর। জে কেহ লিখিতে কিম্বা পড়িতে লইয়া নাদে সে বেক্তী শ্রীরামদ্রোহী হঅ এবং মহাপাতকের ভাগী হইবেক। [ঐ, পৃ. ২৪৪, পুথি নং—৩২৪৬]

(২৭৭) রামায়ণ—সীতার বারমাস্যা। কৃত্তিবাস

ইতি লিখিতং শ্রীজগন্নাথ রায় সাং বিষ্ণুপুর নিজ সহর গোপালগঞ্জ পাঃ শ্রীস্বামচাঁদ তাঁতি ইতি সন ১২৫৮ সাল তারিখ ২৪ কার্ত্তিক। [ঐ, পৃ. ২৫০, পুথি নং—৩৬৮৫]

(২৭৮) মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীকাসিনাথ ঘোষ, সাকিম হাজায়ারবাদ সাঅক্ষর মিদং। শ্রীকাসিনাথ ঘোষ। [ঐ, পৃ. ৪৯৩, পুথি নং—৯৩৫]

(২৭৯) মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব। কাশীরাম দাস

সন ১১৮৫ সাল পঠনার্থে শ্রীভগীরথ স্বর্ণবনিক, সাং সাহাবাজার, মাহ ২১ আশ্বিন, রোজ মঙ্গলবার।

[ঐ, পৃ. ৪৯৫, পুথি নং—১৩২২]

(২৮০) মহাভারত—আদিপর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। আদরস লিখিতং শ্রীবাঞ্ছারাম চক্রবর্ত্তী। সার...আদরস পাটক শ্রীমথুর মোহন কর সাঃ সিবতলা...পাটক শ্রী... সাঃ নয়াগ্রাম।। লিখিতং... ও শ্রীমদনমোহন রায়... তস্যপর শ্রীরামকান্ত দন্ত্য রানিখামার তস্যপর শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার শ্রীরামকানাই বিশ্বাষ।। সন ১১১২ সাল আরম্ভ ২২ চৈত্রে সমাপ্ত মাহ আসাড়ে ১৬ সাল রোজে দিবা আড়াই প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৪৯৬, পুথি নং—১৩২৯]

(২৮১) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। কাশীরাম দাস

...। লিখিতং শ্রীরায় প্রসাদ ঘোসাল সাং মোচাই, পুস্তক শ্রীকৃষ্ণমোহন বড়াল সাং ভগবানবাটী, সন ১২২৮ সাল আখেরি, তারিখ ৭ বৈশাখ তিথি দসমি বৃহস্পতিবার ইতী— [ঐ, পৃ. ৫০০, পুথি নং—১৩৫৬]

(২৮২) মহাভারত—দ্রৌণ পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রী বংসীধর মিস্ত্রী সাং পানিগ্রাম...সংপ্রীতি (সম্প্রতি) জগন্নাথপুর পঃ বারহাজারি চৌকী সিতল্য পাটক শ্রীরামধন পতদার সাং গোপালবাটী ইটপোড়া পরগনে বিষ্ণুপুর চৌকী তুঙ্গা সন ১২৪৫ সাল তারিখ ৩০ শ্রাবন রোজ সোমবার তিথি জন্মাষ্টমি রোহিনি নক্ষত্র ৩৮ দন্ডর পর হইবেক। ইতি বেলা আন্দাজী দশ দন্ডর সময় সাং দেউল গোড়ায় শ্রীযুত আনন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বৈঠক খানাতে লিখিলাম জানিবে। পুস্তকং শ্রীগোউর পতদার সাং গোপালবাটী জেলা বাকুড়ার অন্তপাতি। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. III, পৃ. ৫০১, পুথি নং—১৩৬১]

(২৮৩) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২৪৪ সাল তারিখ ২৬ পৌষ লিখিতং শ্রীরামধন সরকার সাং পাতরাই খানা...বেলা দুই প্রহরে ওদ্ধে সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ৫০২, পুথি নং—১৩৬৫]

(২৮৪) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১১০৩ সাল তারিখ ১২ আশ্বীন রোজ সমবার।। এ পুস্তক শ্রীশ্রীস্টিধর দাস তন্তুবায়ের সাকিম সাহেবগঞ্জ। [ঐ, পৃ. ৫০৫, পুথি নং—১৩৭৩]

(২৮৫) মহাভারত—আদি পর্ব। কাশীরাম দাস

...ইতি সন ১২০৮ সন বার সও আট সাল তারিখ ১৬ সালঞি জেষ্ঠী রোজ বৃহস্পতি বার বেলা ত্রিতিয় প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। ইতি সকাব্দা ১৭২৩ সতের সত্ত তেইস সক ইঙ্গিরাজী সন ১৮০১ আঠার সত্ত এক সাল। লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ চৌধুরী সাকিম গুড়্যাঘর পরগনে হাবেলি...। [ঐ, পৃ. ৫০৭-৫০৮, পুথি নং—১৩৮৩]

(২৮৬) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২২২ বার সত বাইস সাল লিখিতং শ্রীকাশীনাথ দাস সেন সাকিম ময়নাপুর। [ঐ, পৃ. ৫০৮, পুথি নং—১৪০৬]

(২৮৭) মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি স্বর্গ আরোহন কাসিদাস বিরচিতং অষ্টাদস স্বর্গ পর্ব্ব সংপুর্ন্ন বকলম শ্রীগোবর্দ্ধন সর্ম্মা।। সাকিম কুইল্যাকুড়ি। [ঐ, পৃ. ৫১১, পুথি নং—১৪২৭]

(২৮৮) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২২২ সাল তারিখ ৬ অগ্রহায়ন লিখিতং শ্রীপতিতপাবন দাস সাং জামকুন্তি পাঠক শ্রীরূপচরন সাং বিরসিংহা। [ঐ, পৃ. ৫১১, পুথি নং—১৪৩৪]

(২৮৯) মহাভারত—স্বর্গ পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণমোহন সরকার সাঃ পাচ্‌বাই পাঠক শ্রীসিতল দাষ। ইতি সন ১২৪৪ সাল তারিখ ৬ ভাদ্র বেলা এক প্রহের আমলে সমাপ্ত হইল রোজ সমবার ৪ জাষ্ঠী। [ঐ, পৃ. ৫১২, পুথি নং—১৪৬১]

(২৯০) মহাভারত—ঐষীক পর্ব। কাশীরাম দাস

এ পুস্তক শ্রীবৃন্দাবন পাল। সাকিম পাত্র শাএর। গোপিনাথপুর ইতি সন ১০৮৪ সাল তারিখ ৩ রোজ মঙ্গলবার ১৪ চদ্যই চৈইত্র বারুনির দিনে এ পুস্তক শাড়ে তিন পর শমএ সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৫১২, পুথি নং—১৪৬২]

(২৯১) মহাভারত—আশ্রমিক পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। ইতি সন ১২৫৯ সাল তাং ২২ পৌউস লিখিতং শ্রীনন্দকুমার পাল। পঠনার্থে শ্রীবলাই চন্দ্র পাল ও শ্রীতারাচাঁদ পাল সাং বিরসীংহা রোজ মঙ্গলবার। [ঐ, পৃ. ৫১৪, পুথি নং—১৪৭৫]

(২৯২) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। এ পুস্তক শ্রীঅম্বিকাচরণ কর সাং পাত্রসায়ের। রঘুনাথপুর করপাড়া। লিখিতং শ্রী সুদাম চৌধুরি সাং পাত্রর রঘুনাথপুর। ইতি সন ১২৬৪ সাল তারিখ ৬ আসাড়। [ঐ, পৃ. ৫১৫, পুথি নং—১৪৭৭]

(২৯৩) মহাভারত—কর্ণ পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীস্বরূপ দে সাং ময়নাপুর ইতি সন ১২০০ সাল তারিখ ১৮ আসীন। [ঐ, পৃ. ৫১৬, পুথি নং—১৪৭৮]

(২৯৪) মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২১১ সাল তারিখ ৫ আসাড় সনিবার। পুস্তক পাঠক শ্রীকুসাইচন্দ্র সাকিম সোনামুখি স্যামবাজার।। [ঐ, পৃ. ৫২১, পুথি নং—১৫২০]

(২৯৫) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব। কাশীরাম দাস

সন ১১৫৮ সাল তারিখ ৩০ ভাদ্র রোজ সোমবার তিথি একাদসী লিঃ শ্রী নিত্যানন্দ দাস ঘোষ সাঃ রামজীবনপুর। [ঐ, পৃ. ৫২১, পুথি নং—১৫২২]

(২৯৬) মহাভারত—যান পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। লিখীতং শ্রীআশানন্দ দত্ত সাকিম বশন্তপুর পরগনে জাহানাবাদ সরকার... পুস্তক পাঠক শ্রীদয়ারাম তাতি সাকিম দশআঞ্চাতলে ইন্দাশ সরকার মল্লভূম সন ১১৮৬ এগার ছিয়াসি সাল তারিখ ২ চৈত্র রবিবার তিথি সষ্ঠী পুস্তক সমাপ্ত হইল মধ্যান্নকালে—মধ্যান্নকালে। [ঐ, পৃ. ৫২৮, পুথি নং—১৫৩৮]

(২৯৭) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীসুদাম চৌধুরী। পাঠক শ্রীগোবিন্দরাম কর সাঃ পাত্রসায়ের সন ১২৬৪ সাল তারিখ ২৪ কার্ত্তীক। [ঐ, পৃ. ৫২৯, পুথি নং—১৫৪১]

(২৯৮) মহাভারত—গদা পর্ব। কাশীরাম দাস

...। লিখিতং শ্রীরূপচরন দাস। সাঃ বিরসিংহা গ্রাম ইতি ১১০২ সাল তাঃ ১৯ মাঘ। রোজ রবিবার তিথি দ্বীতিয়া। যথাদৃষ্টমিত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৫৩১, পুথি নং—১৫৭২]

(২৯৯) মহাভারত—কর্ণ পর্ব। কাশীরাম দাস

সন ১২৫৮ সাল তারিখ ৬ পৌস। এই পুস্তক শ্রীসম্ভনাথ হালদার সাং পাত্রসাএর। [ঐ, পৃ. ৫৩৩, পুথি নং—১৬২৮]

(৩০০) মহাভারত—কর্ণ পর্ব। কাশীরাম দাস

...স্বাক্ষর শ্রীরামলোচন দাশ পালস্য সাঃ জোঙ্গালন মোঃ জামকুন্ড্রী সন ১০৯৫ সাল তাঃ ১২ আশার সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৫৩৩, পুথি নং—১৬২৯]

(৩০১) মহাভারত—দান পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি শ্রীকুড়ারাম মন্ডল সাঃ ডামরা পরগনে মন্থব্বর সন ১২৪৩ সাল ২০ জ্যেষ্ঠী বার বুধবার বেলা চারি দন্ডর সমএে সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৫৩৭, পুথি নং—১৭০৩]

(৩০২) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীরামধন সরকার সাং পাতরাই পাঠক শ্রীমন্নব দাষ চন্দ্র বাহাদুর সাং সাত্রাগাচি সন ১২৪৫ সাল তা—২১ চৈত্রী। [ঐ, পৃ. ৫৪০, পুথি নং—১৭২৬]

(৩০৩) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। কাশীরাম দাস

...। লিখিতং রামমোহন সরকার সাঃ গোপীনাপুর সন ১২০১ বার সত্ত এক সাল তারিখ ৩১ভাদ্র রোজ সনিবার। শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ। [ঐ, পৃ. ৫১৩, পুথি নং—১৭৩৮]

(৩০৪) মহাভারত—ভীষ্ম পর্ব। কাশীরাম দাস

যথা দৃষ্টমিত্যাদি ইতি ভিষ্মপৰ্ব্ব সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামমোহন সরকার সাং ডিঙ্গাণ পাটক শ্রীশ্বরূপ চন্দ্র কুন্ডু সাকিম রামবাগ্নি পরগনে বিষ্ণুপুর চৌকী কোওলপুর সন ১২৬২ বার সও বাশট্টি সাল তাং ২৫ ফাগুন রোজ সুক্রবার। [ঐ, পৃ. ৫৪৪, পুথি নং—১৭৩৯]

(৩০৫) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

...লিখিতং শ্রীকান্তমোহন দাষ বিস্বাষ। পঠনার্থে শ্রীগোপাল চন্দ্র দে সহর বিষ্ণুপুর মহনবেড়া সন ১১৪০ সাল তারিখ বিতারিখ ৩০ বৈসাখ। রোজ সনিবার। বেলা আড়াই প্রহর ওক্তে একাসি পত্রে সমাপ্ত। সকাব্দা ১৭৫৬ সতের সত ছাপান্ন। [ঐ, পৃ. ৫৪৫, পুথি নং—১৭৪১]

(৩০৬) মহাভারত—আদি পর্ব। কাশীরাম দাস

...যথা দৃষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীরামবিহারি...। সাং বিরসিংহা শ্রীবৃন্দাবন পাল সাঃ পাত্রসাএর গ্রাম।। [ঐ, পৃ. ৫৪৬, পুথি নং—১৭৪৩]

(৩০৭) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

যথা দৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীজনার্দ্দন সরকার সাঃ পাড়ুয়া পুস্তকমিদং পাঠক শ্রীসিবনাথ তন্ত্রসাএর সাঃ গোপীনাথপুর ইতি সন ১২০৮ সাল তাং ১২ আগন রোজ সুক্রবারে বেলা দস দন্ডে সমাপ্ত মোঃ মিঠের তলার চৌপাড়ি ইতি— [ঐ, পৃ. ৫৪৮, পুথি নং—১৭৪৯]

(৩০৮) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

যথা দৃষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণমোহন সরকার। সাং পড়বাই পুস্তক শ্রীআনন্দ...ষ্ট সাং পাত্রপাতি। সা ১২৫৮ সাল তাং ২০ আশীন [ঐ, পৃ. ৫৪৯, পুথি নং—১৭৫০]

(৩০৯) মহাভারত—ভীষ্ম পর্ব। কাশীরাম দাস

যথা দৃষ্টমিত্যাদি পাঠক জেলা বাকুড়া চৌকি শোনামুখি শামিলশয় পাত্রশাএর নিবাসি শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ হাল্‌দার সন ১২৫৮ বার সত আটান্য সাল তারিখ ২৭ অঘ্যায়ন সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ৫৫০, পুথি নং—১৭৫৩]

(৩১০) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথা দৃষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীগদাধর দাস, সাকিম কোটা। পাঠক শ্রীহরিপ্রসাদ দত্ত কবিরাজ, সাকিম কোটা। ইতি সন ১২১৩ সাল, তারিখ ২৭ ফাল্গুন, তিথি অমাবস্যা বার সোমবার। [ঐ, পৃ. ৫৫৬, পুথি নং—১৭৭২]

(৩১১) মহাভারত—গদা পর্ব। কাশীরাম দাস

যথা দৃষ্টমিত্যাদি স্বাক্ষর শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষ, সাঃ খড়দহা মোকুলচোড়া শ্রীযুত কৃষ্ণচরণ সাধুর বাড়িতে পুর্ব্ব দ্বারি ঘরের পিড়াতে বস্যা লিখিল রোজ রবিবার তারিখ ১৪ চোদ্ব অগ্রায়নে কৃষ্ণপক্ষে সন ১১৭০ সাল। [ঐ, পৃ. ৫৬১, পুথি নং—১৮৩৭]

(৩১২) মহাভারত—কর্ণ পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখীতং শ্রীষুকলাল দত্ত সাকিম রাধানগর। মোকাম...সন ১১২০ সন তারিখ ২৬ জেষ্ঠী। [ঐ, পৃ ৫৬৪, পুথি নং—১৮৭১]

(৩১৩) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

যথা দৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীজনার্দ্দন সরকার সাকিম চক্রদহ পুস্তকমিদং পাঠক শ্রীমথুরামোহন পাল সাকীম পাত্রসহর মালিবেড়া ইতি সন ১১০৯ সাল তারিখ ৪ অগ্রহায়নে সুক্রবারে বেলা এক প্রহরে সমাপ্ত মোঃ মিধির তলার চৌপাড়িতে ইতি।। [ঐ, পৃ. ৫৬৯, পুথি নং—১৯১০]

(৩১৪) মহাভারত—শৈল্য পর্ব। কাশীরাম দাস

যথা দৃষ্ট মিত্যাদি লিখিতং শ্রীমহন সরকার সাঃ পাত্রসাএর।। সাঃ পাত্রসাএর এ পুস্তক শ্রী... সাঃ নিজ গ্রাম সন ১১০৭ সাত সাল তারিখ ১৫ আসিন। [ঐ, পৃ. ৫৬৯, পুথি নং—১৯১২]

(৩১৫) মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব। কাশীরাম দাস

...। লিখিতং শ্রীরামমোহন সরকার সাং ডিঙ্গাণ পাটক শ্রীস্বরূপচন্দ্র বসু (?) সাং রায় বাঘ্নী পরগনে বিষ্ণুপুর চোকী কোতলপুর সন ১২৬১ বার সও একসষ্ঠী তা ১৩ জৈষ্ঠী। [ঐ, পৃ. ৫৭৩, পুথি নং—১৯৯৪]

(৩১৬) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ মিত্র। পুস্তক শ্রীতিলকরাম নন্দী সাকিম কয়তাগ্রাম, পুস্তক ১০১ একসত এক পাত সন ১০৮৫ সাল তারিখ ২৫ ভাদ্র। [ঐ, পৃ. ৫৭৪, পুথি নং—১৯৯৫]

(৩১৭) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। লিখিতং শ্রীতৈলক্ষ নাথ দাস সাং শিতারামপুর থানা কৃষ্ণনগর ইতি সন ১২৫৯ সাল শুরু তা ১০ বৈশাখ—বেলা আন্দাজী চারিদন্ড থাকীতে পুস্তক শোমাধা করিলাম রোজ বুধবার। [ঐ, পৃ. ৫৭৫, পুথি নং—১৯৯৬]

"ইতি বিরাট পর্ব্ব সোমাপ্ত।। সন ১২৫৯ সাল শুরু তা—১০ বৈশাখ সকাব্দা ১৭৭৩।০।১০ সাল লিখিতং শ্রীতৈলক্ষ নাথ দাস সাং বরকতি পুর" [ঐ, পৃ. ৫৭৫, পুথি নং—১৯৯৬]

(৩১৮) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টম ইত্যাদি...লিখিতং শ্রীগোপিনাথ দেবশর্ম্মা পাটনার্থে শ্রীকৃষ্ণলাল শর্ম্মা শাং বিষ্ণুপুর নিজ পাড়া বেলা চারিদন্ড বেলা সমএ সমাপ্ত হইল ইতি সন ১২৪৫ সাল তাং ১২ শ্রাবন শ্রীরামধন দেয়... বার বিরশপত্তি। [ঐ, পৃ. ৫৭৯, পুথি নং—২০০৩]

(৩১৯) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। কাশীরাম দাস

...। লিখিতং শ্রীবিশ্বনাথ দাস মদক সাকিম জিড়ই পরগনে সবিক মোড়েশ্বর নাট জিড়ই জিলা

বিরভোম থানা মৌড়েশ্বর সন ১২৫৫ শাল তারিখ ১২ পৌষ রোজ শোমবার তিথি অমাবস্যা ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৫৭৯-৫৮০, পুথি নং—২০০৫]

(৩২০) মহাভারত—আদি পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীগোবিন্দরাম দাস সাঃ কোটা এ পুস্তকমিদং শ্রীরঘুনাথ দত্ত সাং কোটা সন ১২০০ সাল তারিখ ৮ শ্রাবন। [ঐ, পৃ. ৫০০, পুথি নং—২০০৬]

(৩২১) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। কাশীরাম দাস

...যথাদৃষ্টম ইত্যাদি—ইতি সন ১১০৪ সাল তা ৭ ভাদ্র লিখিতং শ্রীপতিত পাবন দেবসর্ম্মা সাং বালি পাথর পুস্তক শ্রীগোবর্দ্ধন পোদ্দার সাং রাইপুর। [ঐ, পৃ. ৫৮১, পুথি নং—২০০৭]

(৩২২) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব। কাশীরাম দাস

...এ পুস্তক শ্রীহরিপ্রসাদ দে এর সাঃ পাত্রসাএর স্বাক্ষর মিদং শ্রীজনার্দ্দন দাস সাং চক্রদহ ইতি সন ১২০৮ বার সত আট সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন। [ঐ, পৃ. ৫৮৩, পুথি নং—২০১৮]

(৩২৩) মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব। কাশীরাম দাস

...লিখিতং শ্রীনন্দলাল পাল পাটনার্থে শ্রীবলরাম পাল সাং ব্রাহ্মন ডাঙ্গা ইতি শন ১২৬০ সাল তারিখ ৬ মাঘ। [ঐ, পৃ. ৫৮৫, পুথি নং—২০২৩]

(৩২৪) মহাভারত—কুন্তীর বাণ-ভিক্ষা। কাশীরাম দাস

...। সন ১২৫৮ সাল তাং ১০ই ভাদ্র সমবার পাটক শ্রীরাধাবল্লভ চন্দ্র পোতদার সাং পাত্রসাএর। [ঐ, পৃ. ৫৮৬, পুথি নং—২০২৬]

(৩২৫) মহাভারত—কুন্তীর বাণ-ভিক্ষা। কাশীরাম দাস

...সোন ১২৫৭ সাল তারিখ ১৯ মাঘ লিখিতং শ্রীশ্রীনাথ সেন সাঃ পাত্রসাএর জেলা বর্ধমান। [ঐ, পৃ. ৫৮৮, পুথি নং—২০৩১]

(৩২৬) মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব। কাশীরাম দাস

সায়ক্ষর শ্রীদর্প্পনারায়ণ মজুমদার। সাং বালিট্যা। পাঠক শ্রীগোপাল দে কর্ম্মকার, সাং বায়রা, পরগনা বিষ্ণুপুর, সন ১২৪৩, সাল বিতারিখ ৮ চৈত্রী রোজ সমবার, বৈকাল সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৫৯৩-৯৪, পুথি নং—২০৫২]

(৩২৭) মহাভারত—শল্য পর্ব। কাশীরাম দাস

...লিখিতং শ্রীমোদুসুদন সুঙ্গ...দক্ষীনপাড়া সন ১২৪৮ সাং তারিখ ১৮ পোশ রোজ, সুক্রবার। [ঐ, পৃ. ৫৯৪, পুথি নং—২০৫৩]

(৩২৮) মহাভারত—আদিপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীকালিচরণ দাশ ঘোশ এই পুস্তক শ্রীনফরচন্দ্র শূর, সাকিম বিরশীংহা হালদারপাড়া সন ১২৬৩ সাল, তারিখ ১৮ আশ্বীন, শুক্রবার তিথি পঞ্চমি, বেলা আন্দাজী তিন প্রহরে সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ৫৯৫, পুথি নং—২০৫৫]

(৩২৯) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

...লিখিতং শ্রীমথুর দাস এ পুস্তক বিপ্রচরণ দেবসর্ম্মা। সাং আয়াতনগর। সন ১২০৬ শাল তাং মাসের ২২ বাইস্য বারে সনিবার। [ঐ, পৃ. ৫৯৫, পুথি নং—২০৫৬]

(৩৩০) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীরামদুয়াল দাষ, সাং বেওটী, সন ১০৮৪, সাল তাং ২৬ অগ্রাণ। [ঐ, পৃ. ৫৯৭, পুথি নং—২০৬৪]

(৩৩১) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি—লিখিতং শ্রীনিসাঞী সরকার সাঃ তালসাগড়া পঠনার্থে শ্রীলক্ষিচরণ দাসের নাতি শ্রীবংসিদাস বৈষ্ণম।। সাঃ পায়রাসোল গ্রাম।। ইতি সন ১১০০ এগার সও সাল।। তাঃ ৯ বৈসা ঐ,পৃ. ৫৯৮, পুথি নং—২০৬৬]

(৩৩২) মহাভারত—শোক—শান্তিপর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি—লিখিতং শ্রীকুড়িরাম দাস সাং ধর্ম্মপুর পরগনে খন্ডঘোষ এ পুস্তক শ্রী সাং...সন ১১৮৯ এগার সও ওননাব্বি শাল বিতারিখ ২৩ কাত্তিক রোজ বুধবার। [ঐ, পৃ. ৫৯৯, পুথি নং—২০৮৩]

(৩৩৩) মহাভারত—দ্রৌণপর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীরোমাকান্ত দত্ত সাকিম পাত্রসায়ের। ইতি সন ১২২৪ তারিখ ১২ অঘ্রান রোজ সোমবার তিথি কৃষ্ণা ছিতিয়া ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৬০১, পুথি নং—২০৮৬]

(৩৩৪) মহাভারত—দ্রোণপর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি—পুস্তকমিদং শ্রীআনন্দীরাম...সাং ইন্দাষ সন ১০৭৩ সাল তা ২৮ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার। পুস্তক সমাপ্ত বেলা ১২ ডেড় পহরে সমাপ্ত।। [ঐ, পৃ. ৬০৩, পুথি নং—২১০৭]

(৩৩৫) মহাভারত—উদ্যোগপর্ব। কাশীরাম দাস

...। ইতি, সন ১১১৮ সাল তারিখ ১০ আসাড় রোজ সোমবার তিথি ত্রিয়োদসি বেলা আড়াই প্রহর। সামপ্ত। এ পুস্তক শ্রীছতর সিংহয্য সাং ঠাকুরপাড়া— [ঐ, পৃ. ৬০৩, পুথি নং—২১১০]

(৩৩৬) মহাভারত—মুষল পর্ব। কাশীরাম দাস

সন ১২৪৩ সাল তারিখ ৩রা ফাল্গুন রোজ রবিবার দিবা আন্দাজী ১ প্রহর লিখিতং শ্রীবলেশ্বর রাউত সাকীম পাটতোজ্যা পরগনে বরাহভোম ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৬০৪, পুথি নং—২১১৩]

(৩৩৭) মহাভারত—শান্তি পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি—ইতি সন ১২৩২ বার সও বর্ত্তিষ সাল তারিখ ২৩ কাত্তিক রোজ সোমবার তিথি হরে মুরারে ইত্যাদি লিখিতং শ্রীরামধন ঘোষ সাং বাসুদেবপুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় জয়তি ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৬০৫, পুথি নং—২১৩১]

(৩৩৮) মহাভারত—কর্ণ পর্ব। কাশীরাম দাস

...লিখিতং শ্রীগদাধর রায় সাঃ ঢাড়িয়া ইতি সন ১২৮২ সাল তারিখ ১৩ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রতিপদ।। [ঐ, পৃ. ৬০৭, পুথি নং—২১৩৯]

(৩৩৯) (ক) মহাভারত—শাসন পর্ব। কাশীরাম দাস

...লিখিতং শ্রীমথুর বিশ্বাষ সাং ইন্দাষ। সন ১২২১ সাল তারিখ ১৩ ফাল্গুন। যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৬০৯, পুথি নং—২১৫১]

(খ) মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীমথুর মোহন বিশ্বাস। সাঃ ইন্দাষ ইত্যাদি সন ১২১০ সাল তারিখ ২৮ অগ্রান ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৭৩১, পুথি নং—৩৫৩২]

(৩৪০) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব। কাশীরাম দাস

সন ১১৮৮ এগার সও অষ্টআষি সাল তাং ৪ মাঘ রোজ সোমবার লিক্ষকো দোষ নাস্তক।। এ পুস্তক শ্রীমানিকরাম দাস সাং আখন্দ পং জাহানাবাদ— [ঐ, পৃ. ৬১৭, পুথি নং—২২০১]

(৩৪১) মহাভারত—জ্ঞান পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীমোকর পানুই সাং গোপালপুর পাটনার্থে শ্রীপিআরি পানুই সাঃ গোপালপুর। সন ১১১১ সাল তারিখ ২১ পৌস রোজ বুক্রবার দিবস পাঠ অন্তে সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ৬৩০, পুথি নং—২২৩৯]

(৩৪২) মহাভারত—শান্তি পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীমধুসুদন নন্দি শাঃ রায়নগর সন ১২৫২ সাল তারিখ ২ ফাল্গুন।। [ঐ, পৃ. ৬৩৫, পুথি নং—২২৪৭]

(৩৪৩) মহাভারত—আদি পর্ব। কাশীরাম দাস

অদিরস লিখা শ্রীযুত উমেদ সিংহ রাজা ঠাকুর সাঃ... বিষ্ণুপুর পঠনার্থে শ্রীযুত বৈদ্যনাথ সিংহ বাবুজী মহাসয় সাঃ... বিষ্ণুপুর ইত্যাদি সন ১২২২ সাল।। জমিদারি সন ১১২১ সাঃ ইত্যাদি— [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol.III, পৃ. ৬৩৭, পুথি নং—২২৪৯]

(৩৪৪) মহাভারত—শান্তি পর্ব। কাশীরাম দাস

জথাদৃষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীগুরুপ্রসাদ দত্ত পোতদার শাং আমরাই গ্রাম পাঠক শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল শ্রীসশিচরন চন্দ্র শাং গঙ্গাপুর। সন ১২০৮ বার সও আট শাল মাহ ২৫ জইষ্টি রোজ শনিবার। তিথি দশমী পছিম দুআরি বাঙ্গলাতে বেলা ২ দুই দন্ড থাকিতে লিখীলাম। [ঐ, পৃ. ৬৪২, পুথি নং—২২৯৮]

(৩৪৫) মহাভারত—বনপর্ব। কাশীরাম দাস

...লিখিতং শ্রীভারতচন্দ দেবশর্ম্মা সাকিম ফুলতড়ি পাঠক শ্রী বিশ্বনাথ মদক সাকিম জিড়ই সন ১২৫৫ সাল তারিখ ১৭ ভাদ্র রোজ বৃহস্পতিবার তিথি তৃতীয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিগের চন্ডিমন্ডপে দক্ষিণমুখে বসিয়া সমাপ্ত করিলাম ইতি শকাব্দা ১৭৭০।। [ঐ, পৃ. ৬৪৭, পুথি নং—২৩২৩]

(৩৪৬) মহাভারত—আশ্রম পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১০৮৬ সাল তারিখ ১০ আশ্বীন। পুস্তক শ্রীতিলোকরাম নন্দী সাকিম কয়ড়া রাধাকৃষ্ণপুর। [ঐ, পৃ. ৬৪৮, পুথি নং—২৩২৫]

(৩৪৭) মহাভারত—স্ত্রী পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীগোকুল ঘোষ সাং বাসুদেবপুর সন্ন ১০৯৯ সাল তারিখ ৭ আশ্বীন রোজ শুক্রবার ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৬৪৯, পুথি নং—২৩২৮]

(৩৪৮) মহাভারত—কর্ণ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীরামধন ঘোষ সাকিম বাসুদেবপুর সন ১২৩৫ বার সও পোত্তিস সাল তারিখ ৪ শ্রাবণ যথাদিষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীব্রজমোহন সিংহ সাঃ সোনামুখী লালবাজার বারে বৃহস্পতিবারে সমাপ্ত হইল্যা। ইতি সন ১২৩৭ সাল বিতারিখ ১৫ মাঘ সুক্লপক্ষের তিথি ত্রিয়োদসিতে সমাপ্ত হইল। বেলা যুল দন্ডে সমএ সমাপ্ত হইল ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৬৫১, পুথি নং—২৩৩৩]

(৩৪৯) মহাভারত—ঐষীক পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীউমাচরণ সরকার সাঃ ধর্ম্মবির পাঠক শ্রীতারাচাঁদ চন্দ্র সাঃ বিরসিংহা নতুন গ্রাম। সন ১২৫৩ সাল তারিখ ২৩ পৌষ বুধবার তিথি পঞ্চমি বেলা একপ্রহরের সময় সমাপ্ত হইল ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৬৫৬, পুথি নং—২৩৭৪]

(৩৫০) মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীযুগল দেব শর্ম্মা। পাঠার্থং শ্রীভবানি ধর। সাং পারুন্ডি তারিখ ১৮ মাঘ। [ঐ, পৃ. ৬৫৭, পুথি নং—২৪১৫]

(৩৫১) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি তারিখ ১৫ বৈশাখ রোজ শুক্রবার তিথি পূর্ণমা সন ১২৫৭ সাল সুরু এ মাসটি মলমাস লিখিতং শ্রীগোপীনাথ দাষ। সাং পাত্রসায়র। [ঐ, পৃ. ৬৫৮, পুথি নং—২৪১৮]

(৩৫২) মহাভারত—মুষল পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীগিরিধর দে সাং রাজ নগর মোকাম সিউড়ি রবিবারে দুই প্রহর দিবহে পুস্তক সমাপ্ত ইতি সন ১২০৪ সাল তাং ৭ ভাদ্র। [ঐ, পৃ. ৬৫৯, পুথি নং—২৪১৯]

(৩৫৩) মহাভারত—ঐষীক পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীগোপীনাথ দাস পাত্রসাএর ইতি ১২৫৭ সাল তাং ১৩ আসার রোজ বুধবার। তিথি দ্বিতীয় বেলা ত্রিতিয়া প্রহর সমএ সমাপ্ত হইল, এ পুস্তক শ্রীপরমানন্দ দাষ। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts,Vol.III, পৃ. ৬৫৯, পুথি নং—২৪২০]

(৩৫৪) মহাভারত—গদা পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীসখিচরণ ঘোষ সাকিম লোম্বা পাঠক শ্রীসম্ভুনাথ খাঁ সাকিম সিহুড়ি ইতি সন ১২০৭ সাল তারিখ ৩১ আসাড়। [ঐ, পৃ. ৬৬০, পুথি নং—২৪২১]

(৩৫৫) মহাভারত—শল্য পর্ব। কাশীরাম দাস

...। লিখিতং শ্রীরামচরণ দত্ত সাকিম নোবাএ পরগনে শাহালামপুর পাঠক শ্রীরাম নারায়ণ কর্ম্মকার শাকীম রাজনগর। হালশীহুড়ী পরগনে খটঙ্গা ইতি সন ১২৩৭ শাল তারিখ ২৯ ফাল্গুন শুক্রবার... চতুর্দ্দস।। [ঐ, পৃ. ৬৬১, পুথি নং—২৪২৪]

(৩৫৬) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

সন ১২০৫ চৈইত্রশ্য চতুর্দ্দষ দিবসে সনীবারে শমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থ। লিখিতং শ্রীরামকল্প দেব শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং।। শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ চন্দ্রষ্য পুস্তকং শাকিম বশন্তপুর পঃ জাহানাবাদ শরকার মান্দারন ইতি তারিখ। [ঐ, পৃ. ৬৬৫, পুথি নং—২৪৩৩]

(৩৫৭) মহাভারত—কুন্তির বাণ-ভিক্ষা। কাশীরাম দাস

ভিমস্যাপি রণেভঙ্গে ইত্যাদি। জথাদৃষ্ট মিত্যাদি লিখিতং শ্রীকৈলাষ নাথ দাষ। সাং গোহানি . . . ইতি সন ১২৩৮ সাল তাং ১৯ আসাঢ় ইতি। [ঐ, পৃ. ৬৬৬, পুথি নং—২৪৩৭]

(৩৫৮) মহাভারত—মুষল পর্ব। কাশীরাম দাস

জথাদৃষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীরামকান্ত দাষ সাং বাদল্ল কোণ পরগনে হাগুস্বাফ সরকার মন্দারন। সন ১১৭০ এগার সত সত্তরিসাল ইতি তাং ৩১ ভাদ্র। [ঐ, পৃ. ৬৬৬, পুথি নং—২০৩৯]

(৩৫৯) মহাভারত—গদা পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস। সাঃ পাত্রসাএর ইতি সন ১০৯৮ সাল তাঃ ২৭ পোস রোজ মঙ্গলবার। তিথি পঞ্চমী। [ঐ, পৃ. ৬৭৭, পুথি নং—২৬৯১]

(৩৬০) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদিষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীব্রজমোহন সিংহ সাঃ সোনামুখী লালবাজার বারে বৃহস্পতিবারে সমাপ্ত হইল্যা। ইতি সন ১২৩৭ সাল বিতারিখ ১৫ মাঘ সুক্লপক্ষের তিথি ত্রিয়োদসিতে সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৬৮১, পুথি নং—২৭০৯]

(৩৬১) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

জত্নেন লিখিতং গ্রন্থং ইত্যাদি। সন ১২২৬ ছয় বিস সাল বাঙ্গলা তারিখ ২১ পোস রোজ মঙ্গলবার তিথি পঞ্চমীতে দুই প্রহরে সময়ে বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।। লিখিতং শ্রীস্বামানন্দ চৌধরি ও লোকানাথ

দাস সকল সমাপ্ত শ্রীরঘুনাথ দাস সাং বাচামারি পরগনে... জিলা দিনাজপুর। [ঐ, পৃ. ৬৮৯, পুথি নং—২৮৫৫]

(৩৬২) মহাভারত—শ্রীপর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীহরগোরী দেবসর্ম্মন। পাঠক শ্রীরামধন কর্ম্মকার। সাঃ তেলিপাড়া সন ১২৩১ সাল তারিখ ২০ মাঘ রোজ সমবার। [ঐ, পৃ. ৭১৩, পুথি নং—৩২১১]

(৩৬৩) মহাভারত—আদি পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীহরি ঘোষাল সাকিম পাত্রসায়ের এই পুস্তক শ্রীসম্ভুনাথ হাল্দার সাকীম... সন ১২৪৩ সাল, তারিখ ২৫ আশ্বীন রোজ সনিবার— [ঐ, পৃ. ৭১৫, পুথি নং—৩২৬৫]

(৩৬৪) মহাভারত—গদা পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীগঙ্গানারায়ণ দাস সরকার সাং বাঘাজোলা পঠত্যা শ্রীমোহন নাই সাং চন্দড়া পং বিষ্ণুপুর ইতি রাজশন ১১২১ শা(ল) সদর সন ১২২২ শা(ল) তারিখ ১৪ চৈত্র রোজ শোমবার। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol.III, পৃ. ৭১৬, পুথি নং—৩২৯৫]

(৩৬৫) মহাভারত—ভীষ্ম পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট ইত্যাদি, সাক্ষর শ্রীপদ্মলোচন সরকার। সাঃ কুমার ডুবি। পঃ বিষ্টুপুর, জেলা পশ্চিমাংস বাকুন্ড।। এই পুস্তক সাঙ্গ হইল। সাং খাতরায় চোপাড়িতে পঃ ষুপুর, জেলা পুরুলিয়া। সন ১২৬৬ সাল তারিখ ২৮ জষ্টী বৃহস্পতিবার বেলা ৬য় ছয়দন্ড ইত্যাদি— [ঐ, পৃ. ৭১৯, পুথি নং—৩৩৩৯]

(৩৬৬) মহাভারত—স্বর্গারোহন পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। সাক্ষর শ্রীজগন্নাথ দে। মোঃ চন্দ্রকোনা। সাঃ গোবিন্দপুর...।। ইতি ১২১৩ সাল তারিখ ২৯ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার। বেলা ছয় দন্ডের কালে সমাপ্ত।। [ঐ, পৃ. ৭২২, পুথি নং—৩৩৯৪]

(৩৬৭) মহাভারত—পয়ান পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২৩১ সাল তাঃ ৬ আশ্বীন শকাব্দা ১৭৪৩। যথাদৃষ্টমিত্যাদি...লিখিতং শ্রীখিরদ·দেবসম্মা। পাঠক শ্রীরামতনু সেন সাঃ বাঁকাদহ। মল্লভূম। [ঐ, পৃ. ৭২৩, পুথি নং—৩৩৯৬]

(৩৬৮) মহাভারত—কর্ণ পর্ব। কাশীরাম দাস

এতদুরে কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত হৈল। সরকার মল্লভূম, পরগনে বিষ্ণুপুর। ইতি সন ১১০৪ সাল তারিখ ২৯ ভাদ্র। [ঐ, পৃ. ৭২১, পুথি নং—৩৩৫৭]

(৩৬৯) মহাভারত—ভীষ্ম পর্ব। কাশীরাম দাস

সাক্ষরং শ্রীক্ষেত্রমোহন শ্বরকার। সাঃ বিষ্ণুপুর গোপালগঞ্জ।। এ পুস্তক শ্রীরামধন...সাঃ ঐ।। সন ১২৬৯ সাল তারিখ ৩ মাহ ফাল্গুন।। রোজ শনিবার তিথি একাদশী।। [ঐ, পৃ. ৭২৪, পুথি নং—৩৪০১]

(৩৭০) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

জথাদৃষ্ট ইত্যাদি। লিখন করিলা শ্রীমথুর মোহন দাস। পরগনে বিষ্ণুপুর চাতারা নিবাস সন ১২২৬ বার সও ছাব্বিস সাল। তারিখ ৫ আশ্বিন রোজ। [ঐ, পৃ. ৭২৬, পুথি নং—৩৪১৭]

(৩৭১) মহাভারত—মুষল পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীমধুসুদন শেন। সাকিম রক্ষইখন্ড পরগনে সমর সাহি জথাদৃষ্ট মিত্যাদি এ পুস্তক পাঠনার্থে শ্রীরাম প্রসাদ দত্তকে লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৯২ সাল তারিখ ১০ দষএী চৈত্র। [ঐ, পৃ. ৭২৭, পুথি নং—৩৪২১]

(৩৭২) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। দ্রোণ পর্ব্ব সংপুর্ণ সন ১১৯৩ সাল তারিখ ২৭ বৈশাখ রোজ রবিবার বেলা দুদন্ড সময়ে সমাপ্ত হইল।। সকাব্দা ১৭০৮ লিখিতং শ্রীচৈতন্যচরণ দেবসর্ম্মা সাকীম মল্লভূম ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৭২৮, পুথি নং—৩৪২৭]

(৩৭৩) মহাভারত—স্ত্রী পর্ব। কাশীরাম দাস

জথাদিষ্ট ইত্যাদি। লিখিতং শ্রীবদ্দিনাথ বিশ্বাষ পুস্তকমিদং ইত্যাদি সাং হরিনগর ইতি সন ১০৭৮ তাঃ ৩০ ভাদ্র রোজ সনিবার বিতারিখ ৩০ ভাদ্র। [ঐ, পৃ. ৭২৯, পুথি নং—৩৪৪৩]

(৩৭৪) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি লিখিতং শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র রায় সাঃ গোসাঞীপুর পরগনে বিষ্টুপুর।। ইতি ১২৮২ সাল তারিখ ১৮ বৈসাখঃ এই পুস্তক সমাপ্ত করিলাম ইত্যাদি— [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts,Vol.III, পৃ. ৭২৯, পুথি নং—৩৪৪৪]

(৩৭৫) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীজগমোহন দাস সাঃ বেতাগড় পঠিতং শ্রীপঞ্চানন মান্না সন ১২০৫ সাল তাঃ ২৪ মাঘ। [ঐ, পৃ. ৭৩০, পুথি নং—৩৪৮০]

(৩৭৬) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। লিখিতং শ্রীরামনারাঅন ঘোস সাকিম উত্তরবাড় পরগনে বুগ্রিতন পুস্তক সন ১২৬৯ সাল তারিখ ৯ মাঘ।। [ঐ, পৃ. ৭৩১, পুথি নং—৩৫০৫]

(৩৭৭) মহাভারত—শল্য পর্ব। কাশীরাম দাস

লিঃ শ্রীসরূপ ঘোস সাঃ সালবনি পঃ মেদিনিপুর সন ১২৩৮ সাল তারিখ ২৬ শ্রাবণ রোজ বৃহস্পতিবার যথা দৃষ্টমিত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৭৩২, পুথি নং—৩৫৩৪]

(৩৭৮) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীশুমন্ত রায় সাং দ্বারিকা পরগনে বিষ্ণুপুর জেলা জঙ্গলমহল ইতি দ্রোন পর্ব্ব সমাপ্ত। সন ১২৩২ বার সও বত্তিশ সাল তারিখ ১৩ তেরঞী মাঘ বারে বুধবার। [ঐ, পৃ. ৭৩৩, পুথি নং—৩৫৪৯]

(৩৭৯) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীজগমোহন দাস।। সাঃ স্যামনগর মোকাম বিষ্ণুপুর গোপালগঞ্জ এ পুথি শ্রী...সাঃ ইতি সন ১২৩০ সাল তারিখ ৩০ ভাদ্র তিথি দশমী বেলা একপ্রহর থাকিতে পুথি সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৭৩৩, পুথি নং—৩৫৫৯]

(৩৮০) মহাভারত—স্ত্রী পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীবংসিধর দাস স্বরকার সাঃ কোতআল বেড়া। পুর্ব্ব নিবাস পরগনে বিষ্ণুপুর পাঠার্থমিদং শ্রীনিমাঞি চরন দত্ত সাঃ শ্যামনগর। ইতি সন ১২০২ সাল। তারিখ ২২শে চৈত্র রোজ রবিবার। বেলা এক প্রহরের ওক্তে সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৭৩৪, পুথি নং—৩৫৬০]

(৩৮১) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং ইত্যাদি। লিখিতং শ্রীনিলাম্বর দাস দেব দেবস্ম সাকিম নোহারি পঠিতং শ্রীবংসিধর মন্ডল সদ্ধগোপ। ইতি সন ১০৯৮ সাল তারিখ ৮ পৌষ রোজ বৃহস্পতি বার। তিথি সপ্তমি।। [ঐ, পৃ. ৭৩৮, পুথি নং—৩৬২৬]

(৩৮২) মহাভারত—ভীষ্ম পর্ব। কাশীরাম দাস
যথাদৃষ্টং ইত্যাদি। লিখিতং শ্রীভৈরব চন্দ্র দাসভঞ্জস্য সাং গোবিন্দপুর পং জাহানাবাদ। সন ১২৫২ সাল তাং ৮ অঘ্রান রোজ সুক্রবার তিথি দ্বাদসী ইত্যাদি— [ঐ, পৃ. ৭৩৮, পুথি নং—৩৬৩৪]
(৩৮৩) মহাভারত—উনশান্তি পর্ব। কাশীরাম দাস
সন ১২৬৬ সাল তারিখ ৬ই জেষ্ঠী সাক্ষর শ্রীরামগোপাল সেন শাং জুজুড়। শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র মন্ডল সাং বাকাদহ পং বিষ্ণুপুর। [ঐ, পৃ. ৭৪০, পুথি নং—৩৬৮১]
(৩৮৪) মহাভারত—গদা পর্ব। কাশীরাম দাস
যথাদৃষ্ট মিত্যাদি লিখিতং শ্রীভাগবত পালিত। সাকিম গোসাঞীপুর পরগনে বিষ্ণুপুর জেলা জঙ্গলমহাল সন ১৮২৫ সাল তারিখ মতাবক বাঙ্গলা সন ১২৩২ সাল। তারিখ ২০ আসার সন বিষ্ণুপুরি ১১৩১ সাল ইত্যাদি। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts,Vol.III, পৃ. ৭৪১, পুথি নং—৩৬৮৭]
(৩৮৫) মহাভারত—কর্ণ পর্ব। কাশীরাম দাস
লিখিতং শ্রীতুলসীরাম রায় সাং গোসাঞীপুর পুস্তক শ্রীহরিচরন বনিকের হইল ইতি সন ১২২১ বার সর্ও একুষ সাল তারিখ ৯ কার্ত্তিক সমবার দিবসে বেলা এক প্রহরের সময়ে ইত্যাদি— [ঐ, পৃ. ৭৪২, পুথি নং—৩৭০৪]
(৩৮৬) মহাভারত—শান্তি পর্ব। কাশীরাম দাস
সন ১২৭২। বার সও বাহাত্তোর সাল। তারিখ ৯ অগ্রহায়ন। রোজ বৃহস্পতিবার পঠনার্থে শ্রীরামচাঁদ রায়। সাকিম সন্ড্যা।। [ঐ, পৃ. ৭৪৩, পুথি নং—৩৭০৭]
(৩৮৭) মহাভারত—কর্ণ পর্ব। কাশীরাম দাস
লিখিতং শ্রীজদুনন্দন সরকার সাং মহেসপুর পাঠক শ্রীরামধন সরকার সাং ঐ গ্রাম সন ১২৪৩ সাল তাং ১৩ শ্রাবন। [ঐ, পৃ. ৭৪৫, পুথি নং—৩৭৩৭]
(৩৮৮) মহাভারত—ভীষ্ম পর্ব। কাশীরাম দাস
লিখিতং শ্রীহলধর রায় পাঠক শ্রীরামচাঁদ রায় সাং বাজষুল সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২২ জেষ্ঠী রবিবার বেলা দুই প্রহর উক্তে লেখা মায় হইল। [ঐ, পৃ. ৭৪৮, পুথি নং—৩৭৬৮]
(৩৮৯) মহাভারত—মুষল পর্ব। কাশীরাম দাস
জথাদৃষ্ট মিত্যাদি। লিখিতং শ্রীবংশীবির দাস স্বরকার।। সাং কোতত্তাল বেড়া। পাঠার্থমিদং শ্রীস্বরূপ চরন গরাই। সাং পাত্রবাখড়া ইতি সন ১১১০ সাল বিতারিখ ১৪ কার্ত্তিক রোজ রবিবার ইত্যাদি।। বেলা দুই প্রহরের ওক্তে সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৭৪৯, পুথি নং—৩৭৮৩]
(৩৯০) মহাভারত—ভীষ্ম পর্ব। কাশীরাম দাস
পুস্তক শ্রী নিত্যানন্দ দাস তাঁতি সাকিম মানকর সাঅক্ষর শ্রীদুর্গাচরন দাস সাঃ মানকর পরগনে গোপভূম সরকার মন্দারন ১১৮৭ এগার সত্তসতাসি সাল।। তারিখ ২৫ পচিসা বৈশাখ বেলা একপ্রহর। [ঐ, পৃ. ৭৪৯, পুথি নং—৩৮১৬]
(৩৯১) মহাভারত—। কাশীরাম দাস
ইতি শ্রীমহাভারথে পান্ডবিজএ কাসিদাষ বিরচিতং চতুর্থে বিরাট পর্ব সমাপ্ত।। জথাদৃষ্টমিত্যাদি সন ১২৪২ সাল তাং ১৪ আশ্বিন তিথি মহায়ষ্টমী রোজ সনিবার বেলা...দন্ড সমএ সমাপ্ত হইল।। পাঠক শ্রীগৌউর মোহন সাধু সাঃ মোদ্ধডিহী। লিখিতং শ্রীগৌউরমোহন সাধু সাঃ মোদ্ধডিহি।। [ঐ, পৃ. ৭৫২, পুথি নং—৪০০০]

(৩৯২) মহাভারত—আশ্রম পর্ব। কাশীরাম দাস

সিবনাথ মজুমদার সাকীম সাওতা পরগনে কোতবপুর। মৌজে সাওতার মধ্যে আমার কিসমত পটীজানুকীপুর।। মোজাহামের গোমস্তা। [ঐ, পৃ. ৭৫৪, পুথি নং—৪০৪৭]

মহাভারত—শান্তি পর্ব। কাশীরাম দাস

সন ১২০৯ সাল তারিখ ৬ আশ্বিন লিখিতং শ্রী ব্রজনাথ মিত্রস্য মোকাম...। পরগনে কাশীপুর ইতি সোমবার পচ্ছিম দুয়ারি ঘরে সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ৭৫৫, পুথি নং—৪০৪৮]

(৩৯৪) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীরামলোচন কর সাকীম কয়ড়া পাঠক শ্রীদ্বারকা নাথ রাজ সাকীম ধানসা সন ১২৫৩ সাল মাহ্‌ মাঘ তারিখ ১৯ রোজ রবিবার ইত্যাদি— [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol.III, পৃ. ৭৫৬, পুথি নং—৪০৯৭]

(৩৯৫) মহাভারত—আদি পর্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীবনমালি দাষ বোসু সাং বোড় পাঠনার্থে সোরূপচন্দ্র দাস বোসু ইতি ১২১৫ বার সও পনের ষাল তারিখ ৩ ফাগুনে বেলা সুক্রুবারে বেলা ২।।. আড়াই প্রহরের মোদ্ধে শ্রীযুত সার্থক রাম যেনের নৌতন বাথুনের দরজাতে...হই। ইতি যথাদৃষ্ট ইত্যাদি এই পুস্তক শ্রীমথুর সরদার খরিদ করিলেন। সাং আগেবনি পরগনে বগডিহি, তরফ আগরা সরকার গোওালপাড়া ইতি সন ১২৩১ বারসর্ত্ত একুত্রিষ সাল এই লোকের পাসখোরিদ কোরিলেক শ্রীগোপাল নাই সাং বাকাদহ। [ঐ, পৃ. ৭৫৯, পুথি নং—৪১০১]

(৩৯৬) মহাভারত—কর্ণ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি লিখিতং শ্রীলালমোহন রায় সাং বাকাদহ পঠনার্থে শ্রীরামতনু সেন সন ১২৩০ সাল— [ঐ, পৃ. ৭৫৯, পুথি নং—৪১০২]

(৩৯৭) মহাভারত—অনুনাসিক ও উনশান্তি পর্ব। কাশীরাম দাস

সআক্ষর শ্রীগোউর মোহন দাস মিত্র সাং আস্বীন কোটা পং বিষ্ণুপুর তরফ বুএ্রীতন লেখিকার বরাত সাং বাকাদহের মোং রামডিহাতে লেখা গেল ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১২ জেষ্ঠী রোজ বুধবার তিথি ত্রিতিআ কৃষ্ণপক্ষ বেলা আন্দাজী দুই পহরের উক্তে লেখা সমাধান ইত্যাদি— [ঐ, পৃ. ৭৬০, পুথি নং—৪১০৪]

(৩৯৮) মহাভারত—শান্তি পর্ব। নিত্যানন্দ ঘোষ

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। পরগনে নিশ্বঙ্ক খন্ড ঘোষ সরকার সরিফাবাদ। এগার সও একাসি সাল।। তারিখ ১০ মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ছয় দন্ড হইতে পুস্তক...পাঠার্থক শ্রীভাগবত সেন। সাং রাতরা লিখিতং শ্রীসুর্যরাম দাস সাং ছাথার খন্ড ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৭৬৪, পুথি নং—১৭০৮]

(৩৯৯) মহাভারত—নারী পর্ব। নিত্যানন্দ ঘোষ

জথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীপ্রেমচাঁদ ঘোষ সাং খ্যাএ্রা পাটক শ্রীজিবন ঘোষ সাং খ্যাএ্রা। সন ১২৬৯ সাল তারিখ ১৬ অগ্রান রোজ রোবিবার দিবসে বেলা ডের পহরো সময়ে সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ৭৬৫, পুথি নং—২০৩০]

(৪০০) মহাভারত—নারী পর্ব। নিত্যানন্দ ঘোষ

স্বাক্ষর শ্রীসদানন্দ সরকার। সাং ডাওাপাড়া সন ১০৮২ সাল তাং ৯ শ্রাবন। [ঐ, পৃ. ৭৬৬, পুথি নং—২১৮৭]

(৪০১) মহাভারত—সল্য পর্ব। নিত্যানন্দ ঘোষ

লিখিতং শ্রীশ্রীকান্ত দে পাঠক শ্রীছিদাম দে সাং ধগল দিঘী ইঙ্গরাজী সন ১১৫৩ (?) শাল বাঙ্গালা সন ১২৫৩ সাল সকাব্দা ১৭৬৮। তারিখ ২২ ভাদ্র রোজ বুধবার। [ঐ, পৃ. ৭৬৬, পুথি নং—২১৯০]

(৪০২) মহাভারত—বৃহৎ শান্তি পর্ব। নিত্যানন্দ ঘোষ

জথাদৃষ্টমিত্যাদি শ্বয়ক্ষর লিখিতং শ্রীক্ষেত্রমোহন রায় সাং নাড়ীচ্যা পরগণে শিংহ হাজারি বিষ্টুপুর সন ১২৫১ সাল তারিখ ৮ অঘ্রান সুক্রুবার তিয়দশী বেলা আন্দাজী...তিন প্রহরের ওক্তে সোমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৭৭২, পুথি নং—২৮৯৭]

(৪০৩) মহাভারত—সভা পর্ব। নিত্যানন্দ দাস

জথাদৃষ্টং ইত্যাদি পঠনার্থ শ্রীহরিচরন সাং বিরশীংহা মহচ্ছবতলার দক্ষীন বাটী সন ১২৫১ সাল তারিখ ২৬ আশার বারসও একান্ন সাল তারিখ ছাব্বিশ আসাড়— [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts Vol. III, পৃ. ৭৫৫, পুথি নং—১৭৪৪]

(৪০৪) মহাভারত—শান্তি পর্ব। নিত্যানন্দ দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি—লিখিতং শ্রী ঠাকুর দাস কর পাঠক শ্রীবলরাম কর সাকিম বিরসিংহ।। সন ১২৫৭ সাল তারিখ ২৯ ভাদ্র স্বমাপ্ত সুক্রবারে বেলা ১২ দন্ডে সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ৭৭৫, পুথি নং—১৭৮১]

(৪০৫) মহাভারত—নারী পর্ব। নিত্যানন্দ ঘোষ

লিখিতং শ্রীবিপ্রদাশ রায় সাকিম ডোঙ্গানল। পাঠকস্য...সাং বিরসিংহা। সন ১২৫০ বারসও পঞ্চাষ সাল তারিখ ২ ভাদ্র রোজ বৃহস্পতিবার। [ঐ, পৃ. ৭৭৭, পুথি নং—২২২৭]

(৪০৬) মহাভারত—দন্ডি পর্ব। রাজারাম দত্ত

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীনফরচন্দ সাঐী সাকিম বাষুদেবপুর পরগনে জরষুন্ডা...সন ১২৫১ সাল ৩০ আশ্বীন। [ঐ, পৃ. ৭৮০, পুথি নং—১৫৭৩]

(৪০৭) মহাভারত—দন্ডি পর্ব। রাজারাম দত্ত

...। পরগনে বিষ্ণুপুর মৌজে কান্তোড়ি এই পুস্তক শ্রীকুসদ্ধজ চক্রবর্ত্তী সাং কান্তোড়ি লিখিতং নিজ সাং ঐ পরগনা ঐ।। সন ১২৩৭ বার শও সাইতিস সাল তারিখ ৫ কার্ত্তীক রোজ বুধবার তিথি চতুর্থী সুক্লপক্ষ বেলা আন্দাজী তিন প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল এই পুস্তক লিখিলাম রঘুনাথ পুরের শ্রীযুত রামগোপাল অধিকারির দক্ষিন ধারের মেলায় পুর্ব্বমুখে বশীআ সমাপ্ত করিলাম—ফকৎ। [ঐ, পৃ. ৭৮১, পুথি নং—১৮৪৪]

(৪০৮) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। নন্দরাম দাস

লিখিতং শ্রীরূপচরণ...সাং বিরসিংহা গ্রাম ইতি সন ১১০৩ সাল তাং ৯ জৌষ্ঠ রোজ সনিবার... পুর্বমুখে বসিয়া লিখিল...। [ঐ, পৃ. ৭৮২, পুথি নং—২১৪০]

(৪০৯) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। নন্দরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। ইতি সন ১২৬২ শাল তারিখ আশ্বিনের দবুই সমাপ্ত হইল। আশ্বীন মাষ বেলা ১ এক পহর বেলা হইতে সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীসী(তা)নাথ চন্দো গোস্বামী সাকিম বেল্যা ঠাকুরবাড়ি ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৭৮২, পুথি নং—২১৯২]

(৪১০) মহাভারত—কর্ণ পর্ব। দেবকীনন্দন নিমাই

জথাদৃষ্টমিত্যাদি ইতি সন ১২১৮ সাল। ৩ ভাদ্র রোজ রোবিবার দিতিঅ পহরে পাছ দুআরি ইত্যাদি পুস্তক পঠনাতে শ্রীসন্ধদাষ নন্দি। লিখিতং শ্রীসিবপ্রসাদ দাষ নন্দি। [ঐ, পৃ. ৭৮৯, পুথি নং—২৮০৭]

(৪১১) জৈমুনি মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। দ্বিজ হরিদাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। সন ১১০৬ সাল তারিখ ১৯ জৈষ্ঠী রোজ বৃহস্পতি বার। মোকাম চন্দকোনা মৌ

মিত্রসেনপুর...। লিখিতং শ্রীদুর্গাচরন দাস দত্ত...পঠনার্থে শ্রীপরান দাস। মহারাজ সুমেরু সিংহ। দেওয়নমিহাসিংহ। [ঐ, পৃ. ৭৯১, পুথি নং—৩৫৯২]

(৪১২) তন-তেলাওত।

হস্তলিপির তারিখ ১১৫৬ মঘী ১১ই বৈশাখ। লিপিকরের নাম শ্রীবছির মাহাম্মদ সাং গোরণ খাইন। [মুন্‌শী আব্দুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড—প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৪, পুথি নং—২১]

(৪১৩) নিমাই সন্যাস। শঙ্কর ভট্ট

"ইতি সন ১২২৩ মঘী তারিখ ৩ শ্রাবন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ (ভট্ট) পীং সদানন্দ ব্রাহ্মণ সাং কন্দলপুর।" [ঐ, পৃ.২৭, পুথি নং—৪৪]

(৪১৪) কালিকা মঙ্গল।

লেখকের নাম—শ্রীমান আচার্য্য, পীং দুর্গারাম আচার্য্য সাং পাটনাকোটা (জেলা চট্টগ্রাম)। [ঐ, পৃ.৩১, পুথি নং—৪৭]

(৪১৫) ভারত সাবিত্রী

"ইতি ভারত সাবিত্রী সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। বিষ্ণুনমো অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে নবম্যাঃ তিথৌ বাশ্ব গোত্রস্য শ্রীরামহরি সিংহ দাস স্বঅক্ষরং মিদং শাস্ত্রং। এই পুস্তকের মালিক শ্রীরাম তনু দেঅ দাস সাং ধর্ম্মপুর। লিখনং পুস্তক মোকাম কৈলকাতা বাসা খিদিরপুর। ইতি সন ১১৫৬ মঘি তারিখ ৩১শে আশ্বিন রোজ রবিবার।" [ঐ, পৃ. ৩৫, পুথি নং—৫১]

(৪১৬) জয়মঙ্গল চন্ডীর পাঞ্চালী।

"ইতি সেবক শ্রীমাগনদাস সেন সাং বরমা (জেলা চট্টগ্রাম)। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ।।" [ঐ, পৃ. ৪৭, পুথি নং—৬৬]

(৪১৭) শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন

ইতি শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ মাহে ১৮ ফাল্গুন রোজ বুধবার বেকাল বেলা। এই বৈইর মালিক শ্রীকাশীনাথ দেয়দাস পীচরে রাম মোহন চৌধুরী।" [সাকিন সম্ভবত আনোয়ারা]। [ঐ, পৃ. ৫৬, পুথি নং—৭৬]

(৪১৮) জ্ঞান-চৌতিশা।

" স্বাক্ষর শ্রীদাতারাম বিশ্বাস, সাকিন মাধবপুর, থানা সাতকানীয়া সন ১২০১ মঘী তাং ৮ আশ্বিন।" [ঐ, পৃ. ৫৭, পুথি নং—৭৯]

(৪১৯) ফাতেমার ছুরত্-নামা।

লিপিকারের নাম– শ্রীছৈয়েদ আছহাবদ্দিন পীং ছৈয়দ রকিয়দ্দিন সাকিন বাবুপুর।" [ঐ, পৃ. ৬৪, পুথি নং—৮৭]

(৪২০) তালমালা

এই পুঁথির মালিক শ্রীছত্র নারায়ণ আউচ চৌং (সাং আনোয়ারা) স্বাক্ষর লিখনং– আদরসর (আদর্শের) মালিক শ্রীবাবুরাম মুং সাং রাগনি আ। ইতি সন ১১৯০ মঘী তারিখ ২ আগ্রাণ রোজ কুজবার। " [ঐ, পৃ. ৬০, পুথি নং—৮২]

(৪২১) দূতী সংবাদ

"ইতি সন ১১৮৭ মঘী তারিখ ৩০ পৌষ রোজ বৃসুতবার বেহান বেলা ... শ্রীকাশীনাথ পীং রামমোহন চৌধুরী সাং সুচিআ মতালোকে চাকলে পটিআ জিলে চাটি গ্রাম ... মোকাম ফিরিঙ্গি বাজার সমাপ্ত। "

[ঐ, পৃ. ৭১, পুথি নং—৯৮]

(৪২২) সিরাজ কুলুপ

"লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাঠ সন ১২১৫ মঘি তাং ৮ আশ্বিন। এই পুস্তক মালিক শ্রীমাহামুদ ওআলি পিং বোচা গাজী সাকিন সুচক্রদণ্ডী।" [ঐ, পৃ. ৭৭, পুথি নং—১০৭]

(৪২৩) সাহাদল্লা পীর পুস্তক।

ইং সাহাদলা পুস্তক সমাপ্ত। লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাট সন ১২১৫ মঘি তাং ৪ য়াসিসন। এই পুস্তকের মালিক শ্রীমামুদালী পিং বোচাগাজি সাং সুচক্র দণ্ডী। [মুন্‌শী আব্দুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৮১, পুথি নং—১১৫]

(৪২৪) লক্ষ্মী দেবীর পঞ্চালী। রঞ্জিৎরাম দাস

রচনা কাল - বসু যুগ সিন্ধু শশী শক পরিমাণ।
কমলার চরিত্র কথা হইল সমাধান।।

ইতি লক্ষ্মীদেবীর পাঞ্চালি সমাপ্ত। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ স্বাক্ষর (সাং পবৈকোড়া)। [ঐ, পৃ. ৮২, পুথি নং—১১৭]

(৪২৫) মহাভারত—আদিপর্ব। সঞ্জয়

"ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত। ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক। লিখিতং শ্রীতারিণীচরণ দাস পিছরে কালীচরণ দাস জ্ মৃত আকিম কুএপাড়া এলহান দেবগ্রাম। সন ১২১১ মগির মাহে ৩ চৈত্র সনিবার তারিখে মোকাম সহর (চট্টগ্রাম) জামাল খা শ্রীরামগোবিন্দ সরকার পিছরে ভোলানাথ সরকার সাং কুএপাড়া তাহার বাটীতে বেহান বেলা ২ ঘন্টার সময় লিখন সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৮৯, পুথি নং—১২৭]

(৪২৬) অকাত - রছুল।

" ইতি য়কাতরছুল পুস্তক সমাপ্ত। সোয়ক্ষর শ্রীকালিদাস নন্দী সাং ধলঘাট সন ১২০১ মুঘি তাং ১৪ পউস।" [ঐ, পৃ. ৯৩-৯৪, পুথি নং—১৩৮]

(৪২৭) সবে মেহেরাজ্।

হস্তলিপির তারিখ ১১৬৫ মঘি। লেখক শ্রীসমসের সাং সাহামিরপুর (চট্টগ্রাম)। [ঐ, পৃ. ৯৫, পুথি নং—১৪০]

(৪২৮) শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যান।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান সম্পুর্ণ। ইতি সন ১১৯৫ মঘি তারিখ ২২ শ্রাবণ। সোক্ষর শ্রীগোকুলচন্দ্র আইচ দাস জেলে চাটীগ্রাম সাং দেবগ্রাম। [ঐ, পৃ. ৯৬, পুথি নং—১৪২]

(৪২৯) সীতার বনবাস। কৃত্তিবাস

ইতি সন ১২১৬ সাল বাঙ্গালা তারিখ ১৫ য়াশ্বিন রোজ মঙ্গলবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত। সোয়ক্ষর শ্রীশিবচরণ সেন দাসস্য সাকিমে নয়াপারা। এই পুস্তক শ্রীরামতনু দাস দেয়দাসস্য সাং মাসুর খাইন। [ঐ, পৃ. ৯৭, পুথি নং—১৪৪]

(৪৩০) মৃগলুব্ধ

লিপিকরের নাম—"শ্রীরাম শঙ্কর সাং মহিড়া"। তারিখাদি নাই। [ঐ, পৃ. ৯৯, পুথি নং—১৪৯]

(৪৩১) কৃষ্ণমঙ্গল। মুকুন্দ মুরারী

১২০৬ মঘির লেখা। লিপিকরের নাম শ্রীকৃষ্ণমণি দেবশর্ম্মা ও গঙ্গাধর দেবশর্ম্মা [সম্ভবতঃ সাং ভাটীখাইন, চট্টগ্রাম]। [ঐ, পৃ. ১০৮, পুথি নং—১৫৯]

(৪৩২) কৃত্তিবাস রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড)

ইতি ১২০৫ মঘি তাং ত আসার শ্রীকৃষ্ণমণি দেবশর্ম্মা মৌজে ভাটিখাইল জিলে চট্টগ্রাম। [ঐ, পৃ. ১০৯, পুথি নং—১৬১]

(৪৩৩) হজরত মহম্মদ চরিত।

" এ পুস্তক আদএ। লিখিতং শ্রীআজমওল্লা মিছ্‌কিন্ ওং (দুষ্পাঠ্য) গাজী ইব্‌নে ইআর মহাম্মদ সাং ওআহেদপুর পুস্তক আদএ ইতি সন ১১৬৯ মঘি মাহে ২৫ মাগ রোজ শনিবার এক পহর ওদনে। " [ঐ, পৃ. ১১৬, পুথি নং—১৭০]

(৪৩৪) গুরু-দক্ষিণা। শঙ্কর

" এই গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত। শ্রীনিত্যানন্দ সেন পীসরে গোকুলচন্দ্র সেন সাকিম আনোআরা। সন ১২৫১ বাং মতাবেক সন ১২০৬ মঘি তাং ১৫ চৈত্র"। [মুন্‌শী আব্দুল করিম সঙ্‌কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড—প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১১৬, পুথি নং—১৭০]

(৪৩৫) রাগনামা।

"লিখিতং শ্রীসাহাং বক্‌সা আলি পীং নাহাং হীরি পন্ডিত সাং ভিঙ্গরোল মতালুকে দেআং। এতি সন ১১৭৪ মঘি তারিখ ১৭ ভাদত সমাপ্ত সাদ । " [লিপিকর গণের খামখেয়ালীতে কোন কোন পদের কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে]। [ঐ, পৃ. ১১৮, পুথি নং—১৭৪]

(৪৩৬) সয়ফল মুল্লুক বদিয়ুজ্জামাল। আলাওল

"ইতি সহর মুলুক পুস্তক সমাপ্ত লেখিতং শ্রীহিন তোফর আলি পীং মাং সফি তাং পদরে মন গাজী গং হাবিল সহর মৌং পতেঙ্গ আমলে মেস্তর পিছিল সাহেব।" [ঐ, পৃ. ১২৩, পুথি নং—১৭৯]

(৪৩৭) কানাই-বন্ধন—খালাস।

" শাঙ্গ। শ্রীনিত্যানন্দ সেন দাস পীছরে গোকুলচন্দ্র সেন দাসস্য সাকিন আনোআরা। ইতি সন ১২০৭ মঘি। " [ঐ, পৃ. ১২৫, পুথি নং—১৮৩]

(৪৩৮) রাহাতুল্ কুলুপ।

" তামাম সোত্ এই পুস্তক কারক সোত্। লিখিতং শ্রীমাং সফি পীং আসানি সাং ফতেপুর জীলাহা চটিগ্রেরাম পং উরঙ্গাবাদ রোজ সনিবার বেলা দুই পহর হইতে এই পুস্তক পারকসোদ্। তারিখ ৬ ভাদ্র ইতি সন ১১৮১ মঘি সউআল 'চান্দের আখেরিত্ আমাবৈস্যা যুকুরবার পরদিবত্ সনিবার।" [ঐ, পৃ. ১৩৫, পুথি নং—২০২]

(৪৩৯) কদ্রু-বিনতা সংবাদ।

" ইতি সন ১১৩৬ তারিখ ২০ আসার রোজ চন্দ্র বার বিকাল বেলা সমাপ্ত। ... জগন নাত ... সাং দেআনের হাট।" [ঐ, পৃ. ১৪৪, পুথি নং—২১৬]

(৪৪০) তালনামা।

নকল নবিসের নাম শ্রীমাহাম্মদ কারকন, সাং চাতরি, জেলা চটগ্রাম। [ঐ,পৃ. ১৪৫, পুথি নং—২১৯]

(৪৪১) হরিবংশ

ইতি শ্রীমোহাভাগবতো হরিবংশ তিলোত্তমা শ্রীকৃষ্ণবেহার সমাপ্ত। এই পুস্তক লিখনং য়ুয়ক্ষর শ্রীরামসেবক দাস আঞিচ অস্য পুস্তক মালিক শ্রীরামহরি সর্দ্দার সাকিন পদুআ। ইতি সন ১১৯২ মঘি মাহে দুইঅ ফাল্গুন রোজ রবিবার বেহান বেলাতে লীখন সমাপ্ত।" 'পদুআ' গ্রাম চট্টগ্রাম—সাতকানীয়া থানার অধীন। [ঐ, পৃ. ১৪৭, পুথি নং—২২০]

(৪৪২) ত্রিলক্ষ পীরের সিন্নি-বিধি।

"ইতি ত্রিলোক্ষ পিরের সিন্নি বিধি সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৯ মঘি তাং ২৬ শ্রাবণ স্বাক্ষরং শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা সাং সুচক্রদণ্ডী।" [ঐ, পৃ. ১৫০, পুথি নং—২২৬]

(৪৪৩) শনির পাঁচালী। দ্বিজ বিনোদ

"ইতি সনির পাচালী সমাপ্ত। শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মন হাল সাকিন নিলকান্ধি এই পুস্তক।" [ঐ, পৃ. ১৬৮, পুথি নং—২৫৩]

(৪৪৪) প্রসাদ-সঙ্গীত।

"এই বহির মালিক শ্রীষষ্ঠীচরণ চক্রবর্ত্তী সাং নিলকান্দি ষ্টেসন পালঙ্গ পরগণে বিক্রমপুর ইতি সন ১২৮৪ তাং ১লা বৈশাখ।" [মুন্‌শী আব্দুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড—প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৬৮, পুথি নং—২৫৪]

(৪৪৫) অর্জ্জুন গীতা (অর্জ্জুন সংবাদ)।

"ইতি বৈষ্ণব কথামত ভাগবত অর্জ্জুন সংবাদ পুস্তক সমাপ্ত। যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখোকো দোষ নাস্তি। পাঠক শ্রীকালিচরণ দত্ত সাং চুড়ন্ত লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দাস সাং খাএর পাড়া। ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ২১ পৌষ সোমবার বেলা এক প্রহরের গত। মোকাম মালকটক।" [ঐ,পৃ. ১৬৯, পুথি নং—২৫৬]

(৪৪৬) অর্জ্জুন—সংবাদ।

"ইতি অর্জ্জুন সংবাদ সমাপ্ত। পাঠক শ্রীসরূপ লাল দাস সাং সিউড়ী পরগণে খটাঙ্গা মতালগে জেলা বিরভোম সন ১৮৩০ সাল তাং ১৪ মার্চ্চ সন ১২৩৬ সাল তাং ২২ চৈত্রী রোজ রবিবার।" [ঐ, পৃ. ১৭০-১৭১, পুথি নং—২৬৩]

(৪৪৭) শতস্কন্ধ-বধ।

সাঙ্গ। ...সং তাং ২৫ শ্রাবণ রবিবার। শ্রীজগত চন্দ্র পাল সাং পাটনীকোটা। [ঐ, পৃ. ১৮১, পুথি নং—২৮৩]

(৪৪৮) প্রাচীন গীতাবলী। চাম্পাগাজী

"সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ২৫ আশার রোচ যুর গুরুবার বসু ৮ রিতু ৬ দিনাঅ অজ (?) মৌজে ধলঘাট লিখন ছিরি শ্রীকাঁসিনাথ দেঅ দাস সাকিম তথা।" [ঐ, পৃ. ১৮৬, পুথি নং—২৯৪]

(৪৪৯) ত্র্যহিকপুস্তক।

"ইতি এক্ষা জর পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীহরিশরণ এই পুস্তকের স্বাক্ষর মালিক শ্রীপ্রাণকৃশন আইচ পীং শ্রীযুক্ত রামদয়াল আইচ সাং বিল পারা থানা বাশখালী, আউট পোষ্ট আনআরা পুস্তক লিখন মোকাম বারমাশীয়া পটীক (ফটিক) ছরি থানার মোতালক শ্রীশদারাম শর্ম্মারি বাড়ীতে তাহান ডেঅরি ঘরের বারিন্দাতে বৈকালি বেলায় পূর্ব্বমুখে বসিয়া লেখন সমাপ্ত করিলাম। ইতি সন ১২৪৪ মং তাং ২২ বৈশাখ খেম হরি অপরাধ শরণ লইলাম। [ঐ, পৃ. ১৮৮, পুথি নং—৩০২]

(৪৫০) নামহীন পুঁথি।

"জথা দিষ্ট তথা লিখিতং শ্রীহোয়াসাঙ্গ সাং হর্শ্চা (সম্ভবতঃ সুচিয়া চট্টগ্রাম।)" [ঐ,পৃ. ১৯০, পুথি নং—৩০৪]

(৪৫১) চৌত্রিশাক্ষরী বর্ণনা।

"ইতি চৌতিস অক্ষরি বর্ম্ননা সমাপ্ত। শ্রীনীলমণি দাস গুপ্তস্য। সোক্ষর শ্রীরামদুলাল মন্ডল পীছরে সুধারাম মন্ডল মৃত সাং সিহ্‌রা (সিংহরা) পাটকর্ত্ত দুঃখেন লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক। ১২২৭ মঘি তাং ২৫ ফাল্গুন।" [ঐ, পৃ. ১৯৩, পুথি নং—৩০৯]

(৪৫২) মনসাষ্টক শ্লোক।

শ্রীরুহিদাস নাথ পীং তিতারাম (বৈদ্ধ) মৃত সাং তেকোটা। ১২৩৫ মঘি ২০ চৈত্র।" [ঐ, পৃ. ১৯৪, পুথি নং—৩১০]

(৪৫৩) কবিরাজী পুথি

"শ্রীতনুরাম পীছর লক্ষন নাত সাকিমে বাদ্রুসত [বারশত] মোকাম কন সাহার [?] ডিহিরপার সুঅক্ষর পুস্তক।" [ঐ, পৃ. ১৯৪, পুথি নং ৩১২]

(৪৫৪) দশ অবতার। কৃষ্ণদাস

"ইতি দশ অবতার পোস্তক শমাপ্ত। সন ১২১৪ মাঘি তাং ১০ ভাদ্র স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ দে মালিক নিত্যানন্দ দে।" [মুন্‌শী আব্দুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ২১১-২১২, পুথি নং—৩৩৯]

(৪৫৫) স্বপ্নাধ্যায়।

"ইতি শপ্নআদ্ধা পোস্তক লীক্ষতে। ইতি সন ১২১৪ মং তারিখ ২৪ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরণ সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম। এই পোস্তকর মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দেঅস্য।" [ঐ, পৃ. ২১২, পুথি নং—৩৪০]

(৪৫৬) কাল–বেল–কুমারের ব্রত–পাঁচালী। অভয়াচরণ

ইতি পাঞ্চালি সমাপ্ত।। ইতি সন ১২৩২ মঘি ২২ আশ্বীন ।। শ্রীদুর্গা ।। শ্রীপীতাম্বর দেবশর্ম্মনঃ স্বায়াক্ষরং পুস্তকঞ্চেতি।। মালীক শ্রীকালী কিঙ্কর সর্ম্মা সাং আনোয়ারা।। [ঐ, পৃ. ২১৮, পুথি নং—৩৫৪]

(৪৫৭) (নামহীন পুথি)

"শ্রী মাং আরপ থং সাং জএ কৃষ্ণনগর পীং ধুয়াবর খেলিফা দাদা আলী সা (মাং?) ফকির বর বাব (বাপ) ধনবর সাহা, ইং সন ১১৯৪ তারিখ ২৭ বৈসাগ রোজ রবিবার ছেপহরি পুস্তক আদাএ সমাপ্ত হইলেন।। [ঐ, পৃ. ২২৫, পুথি নং—৩৬৬]

(৪৫৮) জ্ঞান—সাগর। আলিরাজা (কানু ফকির)

"ইতি গ্যান সাগর পুতি সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৩৭ (?) মগি তাং ৩ আগ্রান লিখনং শ্রীকমর আলি পীং আলি মাহাং সাকিম হুলাইন স্তানে পটিআ।" [ঐ, পৃ. ২৩০, পুথি নং—৩৭৪]

(৪৫৯) সুলতান জম্‌জমার পুঁথি!

"ইতি ছোল্‌তান জম্‌জমার পুতি সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৩ মং তাং ২২ কাত্তিক লেখীতং শ্রীজিন্নত আলি পীং ভেলা খাঁ সাং হুলাইন লষ্ঠানে পটীয়া।" [ঐ, পৃ. ২৩৩, পুথি নং—৩৭৮]

(৪৬০) আম্‌ছেপারার ব্যাখ্যা। ফকির হোসেন

"তামাক্কত আম্‌ছুরার বেক্যা সমাপ্ত। আদাএ ইতি সন ১২০৯ মং তাং ১৬ কাত্তিক রোজ সোমবার। শ্রীকমর আলি পীং মাহাং আলি সাং হুলাইন।" [ঐ, পৃ. ২৩৫, পুথি নং—৩৮২]

(৪৬১) সত্য–নারায়ণ–পাঁচালী। দ্বিজরামকৃষ্ণ, দীনহীন দাস

"ইতি সত্যনারায়ণ পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীরাজ কিশোর চৌধুরি পীং কাশীনাথ চৌধুরি সাং আনোয়ারা। [ঐ, পৃ. ২৪৩, পুথি নং—৩৯৫]

(৪৬২) ইমাম চুরি।

"ইতি সন ১২৩২ মং তাং ছয় বৈসাখ শ্রীজিন্নত আলি সাং হুলাইন।" [ঐ, পৃ. ২৫৭, পুথি নং—৪০৯]

(৪৬৩) ইমাম-সাগর।

" জিঃদার বনীজ মহাম্মদ সাং গোপাল রায়। জথা দিশ্টং তথা লিখিতং। লিখিকো দোসক নাস্তি। ইস্তক সন ১২৭৪ সাল চৈত্র নাগাদ সন ১২৭৫ সালের বৈশাখ। তারিখ ৩৯ (?) বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার। মোকাম কাকিনা পুস্তক লেখা হইল। বেলা আছর সমে। আমলদারি কাকিনা শ্রীজুত সেভু কুল্যা বাটী তালুক গোপাল রাএ চাকোলে কাকিনা হস্তয়ক্ষার শ্রীজুত রাজে মহম্মদ। বসত মোকাম বাণীনগর বাটী জানিবা। আর অধিক কি লিখিব আমি গুণগার। আমার পুতির সঙ্গে দুইশত সাত পাত জানিবা।" [মুন্‌শী আব্দুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৪৩, পুথি নং—৫০০]

(৪৬৪) ফাতেমা—ছুরৎ নামা।

"এই ৩ বিবি ফাতেমার ছুরত সমাপ্ত ইতিন সন—১২০৩ মঘি তারিখ ১৯ বৈশাখ রোজ যুক্রবার লেখীতং শ্রীসাহাং আলি সাকিমে খড়না। এই পুস্তক মালিক শ্রীমহিজল্লা পীছরে দেবান আলি সাং মাহাদাবাদ।' [ঐ, পৃ. ৪৯, পুথি নং—৫১১]

(৪৬৫) নামহীন পুথি।

" ইতি পুস্তক সমাপ্ত জথা দিষ্টং তথা লিখিতং স্বঅক্ষর মিদং শ্রীমাহামাদ আনিচ ওলদে শ্রীআলি মহম্মদ চৌধুরী সাকিন পরগণে পণ্ডল মৌজে উত্তর গুথুমা সন ১২১৪ বাঙ্গালা সন ১২১৭ ত্রিপুরা তারিখ ২০ ভাদ্র চান্দরজ্জব তারিখ ১ রোজ যুক্রবার এহি পুস্তকের মালিক শ্রীহাসিম মল্ল ওলদে শ্রীএমন গাজী সাং তথা।।" [ঐ, পৃ. ৫৮, পুথি নং—৫১৮]

(৪৬৬) বাজে কবিতার পুথি।

" লিক্ষ্যতি শ্রীশষ্টিচরণ দে সাং সাকপুরা ... ইতি সন ১২৩৯ মঘি তাং ১৭ আশ্বীন।" [ঐ, পৃ. ৬০-৬১, পুথি নং—৫২১]

(৪৬৭) ক. বিবিধ সন্দর্ভের পুথি।

১১৭৯ মঘী সনের লেখা। নরোত্তম কেরাণীর হস্তলিপি। অল্প কয়েকস্থানে তৎপুত্র রামচন্দ্রের হাতের লেখাও আছে। ইহা "সাণ্ডিল্য গোত্র গোবিন্দ রাম তনঅ শ্রীনরোত্তম কেরানি দেঅস্য তান পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৈলাশ চন্দ্র ছুহ স্বকিঅ বহি। সাং কধুরখীল" (জেলা চট্টগ্রাম)। [ঐ, পৃ. ৭৭, পুথি নং—৫৫৩]

খ. কৃষ্ণের চৌতিশা।

" ইতি কৃষ্ণের চৌতিসা সমাপ্ত। শ্রীনরোত্তম কেরানির পুত্র শ্রীরানচন্দ্র স্বকিঅ বহি। ইতি ১১৭৯ মঘি তারিখ ২২ মাঘ।" [ঐ, পৃ. ৮১, পুথি নং—৫৫৫]

(৪৬৮) বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন শ্লোক।

সন ১২৩১ মঘীর হস্তলিপি।" সোয়ক্ষর শ্রীরামজয় গুরু ঠাকুর সাকিনে কুএ পাড়া থানে রাউজান (জেলা চট্টগ্রাম)।" [ঐ, পৃ. ৮৩, পুথি নং—৫৬১]

(৪৬৯) (লক্ষ্মণ) শক্তিশেল।

" ইতি ছক্তিছেল পুস্তক সমাপ্ত। লিখীতং শ্রী তিলক সর্দ্দার সাং কৈপুরু সহর সন ১১৯৭ মঘি তাং ১৫ পৌষ রোজ মঙ্গলবার।" [ঐ, পৃ. ৯৮, পুথি নং—৫৮৪]

(৪৭০) কেয়ামত নামা।

" ইতি কেয়ামৎনামা পুস্তক সমাপ্ত। মোয়ক্ষর লেখিতং শ্রীকালিদাস পীং মধুরাম নন্দি মৃত সাং ধলঘাট সন ১২১২ মঘি তাং ২২ শ্রাবণ।" [ঐ, পৃ. ৯৮, পুথি নং—৫৮৫]

(৪৭১) অষ্টমঙ্গলার চতুষ্পহরী পাঞ্চালী।

" ইতি অষ্টমঙ্গলার চতুষ্পহরী পাঞ্চালী সমাপ্তঃ। ইতি সন ১১৭৪ মঘি তারিখ ১০ ভাদ্র রোজ সোমবার।। শ্রীরাধামোহন সেন দাস সাং বরমা সোয়ক্ষর মীদং।। " [ঐ, পৃ. ১১৩, পুথি নং—৫৯৯]

(৪৭২) নলোপাখ্যান বা নৈষধ। লোকনাথ দত্ত

"ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাথ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা লিখীতং লিখকো নাস্তি দোসকং শ্লোক। পন্ডিতেষু গুণা সর্ব্বে মুখে দোসাশ্চ কেবলং তস্বাত মুক্ষ সহস্রেন প্রাঙ্গামেকং বিশেসত। শ্রীসাহেবর্দ্দি জমার্দ্দারিস্য। শ্বঅক্ষরমিদং শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দেয়স্য প্রগনে রোসনাদ চাকলে খন্ডল মৌজে উর্ত্তর তালবাড়িয়া। এহি পুস্তকর হক মালিক শ্রীসাহাবর্দ্দি জমার্দ্দার ওলদে মাহাম্মদ আরপ ইবিনে মহোম্মদ মুলতান সাকিমে ইছিলাম বাদ মৌজে বাকলিয়া তরপ শ্রীযুত হাম্জাহা চৌধুরি আমলে শ্রীযুত মেস্তর কেওল সাহেব চাটীগ্রামের মুবা শ্রীযুত স্যামলেন সাহেব আমলে। ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক। পুস্তক সমাপ্ত মাহে চৈত্র ৪ চাইর তারিখ এক প্রহর বেলা হইতে চান্দ ছকর পনর তারিখ মোকাম দক্ষিণ সিক কাচারি।। " [মুন্‌শী আব্দুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড—প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৪৯, পুথি নং—২২৪]

(৪৭৩) পদ্মাবতী। আলাউল

আলাঅলে কবি পদ অষ্ট অঙ্গে প্রনামি।
উদ্ধেসে তাহানে গুরু মানিলাম আমি।।

এই পুস্তক মালিক শ্রীডোমর মন্থরী। সাং খিতাপচর। বকলম মিং হিন শ্রীকোনখা সাং হুলাইন আমলে শ্রীযুত মেস্তর (মিষ্টার) ভানসীং সাহেব। মোতালুকে সরকারে ইচলামআবাদ চাকলে চক্রশালা। কমিসীনরী আদালত কাচারি শ্রীযুত মুলুবী স্যাবদ্দিন। ইপতিজাএ ... সন ১১৫৬ মং ইতি সন ১১৫৮ মং তারীখ ১৬ আগ্রান। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি, পৃ. ৩৪৬, পুথি নং—২৬০]

(৪৭৪) ফক্কর নামা। শেখ সেরবাজ চৌধুরী

লিপিকরের পরিচয়—

সোনাছরি পূর্ব্বকূলে ভাঙ্গা এক ঘর।
সাকির মাহাম্মদ হিনে লেখিল অক্ষর।

[ঐ, পৃ. ৩৬৪, পুথি নং—১২৬]

(৪৭৫) মক্তুল হোসেন। মোহাম্মদ খান

ইতি মক্তুল হোচন পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্যাপি ভবেত ভ্রম মুনিরপি। জথা দিষ্টি ... তথা লেখিতং লীখীক নাস্থিক দোসং লেখীতং অক্ষ্যর শ্রীহিন মাহাম্মদ ফাজীল নস্য হক মালিক শ্রীসেক মাহাম্মদ আবজল ওং মাং ফাজীল মৌং হুলাইন ইতি সন ১১৪১ মাহে ২৯ অগ্রেরন রোজ রবিবার আমলে শ্রীযুত মেস্তর সামনর ফেরাঙ্গি দেবান শ্রীমদন হালদার।

লিপিকর : (১৩৭ পৃষ্ঠা)

ন বুজি লেখিআছি বুদ্ধি নাহি ভাবি।
অসুদ্ধ লেখিলে সুদ্ধ করিঅ পঞ্চালি
নিরবধি ব্যাম মনে মজুনু চরিত।
মিচকিন ফাজীল আর ক্ষুদ্র পাপ অতুলিত।।
মোর সম পাপি নাহি সংসার ভিতরে।
মুনি মুক্তা ছর্দ্ধা করিব পাপ (ডরে ?)

দয়ালে করিলে দয়া সেই মোর আসা।
সরিরে নাহিক মোর পুন্যের ভরসা।।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি, পৃ. ৩৯০, পুথি নং—৪৩০]

(৪৭৬) মোহাম্মদ হানিফার লড়াই। মোহাম্মদ খান

" লিখিতং শ্রীমাহাং আসরপ সাকিম পরগনে বেদরাবাদ দোস নাস্তি ভিমসামি মতি ভ্রর্ম্ম ... ওলদে সাহা মোহাম্মদ ইবিনে নাছির মোহাম্মদ মতফা ... রোসনাবাদ ত্রিপুরা সাকিম পরগনে মেহার (কুল) সন ১১৩৪ তারিক ২০ কুড়ি আগ্রহান ... দোস নাস্তি ভিমসামি মতিভর্ম্ম।।" [ঐ, পৃ. ৪০৭, পুথি নং—২৮৬]

(৪৭৭) মোহাম্মদ হানিফার লড়াই। মোহাম্মদ খান

"লেখীতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাট সন ১২১৭ মঘি তাং ১৮ য়াসার।।" [ঐ, পৃ. ৪১০, পুথি নং—২০২]

(৪৭৮) মল্লিকার হাজার সওয়াল বা ফক্কর নামা। শেখ সেরবাজ চৌধুরী

"ইতি মল্লিকার ছএয়াল সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীসএখ সরফদ্দীন পীং আকিল মাহাম্মদ মোলনা পরগনে সন্দিপ সাং হারামীয়া হক মালিক শ্রীজান মাহাম্মদ পীং মাহাম্মদ হোছএন পরগনে নেজামপুর সাং মাএনি জীলে চাটীগ্রাম ইতি " ১২৩২ তারিখ ১১ কার্ত্তিক মঘী সন ১১৮৭ মাহে। [ঐ, পৃ. ৪২৪, পুথি নং—১১০]

(৪৭৯) মিছিরী জামাল। মোহাম্মদ আলি রাজা

"এহি পুস্তক সমাপ্ত হইলেক। এহি পুস্তকের হক মালিক শ্রীমিআ নেছারুল্লা পীং রজিআদ্দিন মুন্‌সি সাকিন রহমত নগর লিখীতং শ্রীফেজা ওরপে নেছার উল্লা ও রমজান আলি মিআজি পীং চান্দ গাজী সাং টেরিআইল এলাহান রহমত নগর চাকলে জোরার গঞ্জ জিলে চটগেরাম। ইতি সন ১২০৯ মগি তারিক ২৩ মাহে মাগ রোজ সুক্করবার সমাপ্ত হইল দিন আখেরে রাত্রিত ৬ ঘড়ি।" [ঐ, পৃ. ৪৩০, পুথি নং—২৮৪]

(৪৮০) সপ্তজ্ঞান প্রদীপ। শেখ চান্দ

ইতি 'সপ্তজ্ঞান প্রদীপ' লেখিতং। শ্রীমেকরাজ বরকনন্দাজ সাঁও। লেখিতং শ্রীমেকরাজ বরকনন্দাজ সাং গোপাল পারা জিলা চাটিগ্রাম। এলাহাল আকিআপ থানে কোলাদাই। এই পুস্তক ৫ পাচ বাজে দিবসে সমাপ্ত হৈল এই পুস্তকর মালিক শ্রীমতিউল্লা মিজাদার সাং কদলপুর জিলা চাটিগ্রাম। এলাহাল আক্যাপ রোসাঙ্গ জানিবেন। সন ১৮৪৬ ইংরাজি তাং ২২ জানআরি সন ১২০৭ মঘী তারিখ ৪ মাগ রোজ বুদবার। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি, পৃ. ৪৪০, পুথি নং—৯৮]

(৪৮১) যোগকালন্দর। অজ্ঞাত (সৈয়দ মর্ত্তুজা)। পিয়ার মোহাম্মদ

লিখিতং শ্রীপেয়ার মাহাম্মদ দস্তখতি।
স্তান স্তিতি আছে জান চিপবারি বসতি।।

সন ১১৯১ মং মাহে ১৫ কার্ত্তিক রোজ সনিবার তিন প্রহর ভেলাত ইতি যুগ কালন্তর পুস্তক সমাপ্ত আদাএ। [ঐ, পৃ. ৪৪৭, পুথি নং—৫৪৩]

(৪৮২) রাগমালা। চম্পাগাজী

শেষ — সন ১৯৮৫ মঘি তারিখ ২৫ আশার রাচ সুরগুরুবার বসু রিতু, দিনা অঙ্গজ মৌজে ধলঘাট লিখন ছিরি শ্রীকাঁসিনাথ দেঅ দাস সাকিম তথা। [ঐ, পৃ. ৪৬৩, পুথি নং—৪৪৭]

(৪৮৩) রাশি গণনার পুথি। হোসেন ফকির

" সন ১২১৬ মঘি তারিখ ৮ ফাল্গুন সন ১২৭১ হিজরি ৩ মাহে জুমাদীলাউআল শোআকর শ্রীশরাফতোল্লা মহরের পীছরে হজরত সাহা ছুগী আলী রজা মস্তান কদ্‌ছল্লা হোছের রুহুল আজিজ নিবাস ওসখাইল ফান্ডএ আনোআরা চাকলে দেবগ্রাম জিলে চট্টগ্রাম। "

অতএব, লিপিকর শরাফত উল্লাহ্ কবি আলিরাজা। (রজা) ওরফে কানু ফকিরের পুত্র। [ঐ, পৃ. ৪৯২, পুথি নং—৪৩৮]

(৪৮৪) লালমতি — সয়ফুলমুলুক। শরীফ শাহ

লিপিকর—"শ্রীমোহব্বল্লা খোন্দকার পীং বদরচ্ছলিম খোন্দকার সাং নওয়াপাড়া হাল ধোপাঘাঠ রাউজান ফারিয়ে রাঙ্গনিয়া জিলে চটীগ্রাম মালীকখোত।" [ঐ, পৃ. ৪৯৯, পুথি নং—১২০]

(৪৮৫) শাহাদৌলা পীর বাতালিব নামা। শেখ চান্দ

লিপিকর—

'শাহা দৌলা পীরের পুথি সমাপ্ত হইলেন।
গলত হইলে লেখা না দিবা জে গালি।
সকলের জুনাবে আমি করএ ভগতি। ...
আমার মোকাম জান সাত কাইনা গেরাম।
কোন লোকে পুছিলে কাতিবের নাম।
হীন অধীনের ইছিম আবদুল হাকিম নাম।
সন বারশ জদি গুজারিয়া গেল।
এগত্তিশ মঘীর মধ্যে পুথি তামাম হইল।
পোন্দর তারিখ জদি হইল আষাঢ়েতে।
তামাম করিলুম আমি আছরের অক্তে।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, পৃ.—৫১১-১২, পুথি নং—২০৫]

(৪৮৬) সতী ময়না–লোরচন্দানী। কাজী দৌলত

ইতি ছাতন - মনার বারমাস সমাপ্ত। সোয়ক্ষর শ্রীকালিদাস নন্দী সাং ধলঘাট ইং সন ১১৯৮ মং তাং ১৭ মাগ। এই পুস্তকর মালিক শ্রীরামধন পীং বিনদ ভুই মালিক। [ঐ, পৃ. ৫২৪, পুথি নং—৪৬৯]

(৪৮৭) সবে মেরাজ। সৈয়দ সুলতান

এই পুথির মালিক শ্রীছফর আলী পীং টোনা গাজী সাং হাওলা লেখিতং শ্রীহাধিওলা মীআজি পীং সামপণ্ডিত মুন্ত সাং পোমরা। [ঐ, পৃ. ৫৫২, পুথি নং—৪৩৩]

(৪৮৮) সয়ফুল মুলুক—বদিউজ্জামাল। আলাউল

পুথির নাম পৃষ্ঠায় আছে :

জ্ঞানবন্ত ধেনবন্ত শ্রীয়ামান য়ালী পীং জীবন চৌধুরী ... লিখীতং শ্রীযুত মকবুল য়ালি পীছরে মুডিজান চৌধুরী ... সাকিন হুলাইন প্রকাশ বেলমুরি, স্থানে পটীআ জিলে চাটীগ্রাম। [ঐ, পৃ. ৫৭৬, পুথি নং—১১৯]

(৪৮৯) সয়ফুল মুলুক — বদিউজ্জামাল। আলাউল

লিপিকর—

এবে নিবেদন করি সুন গুনিগন।
পুস্তক হইল সঙ্ক (সাঙ্গ) জান এই সন।।
বাঢ় সত বান জান সন লেখি মঘি।
কার্ত্তিকের আঠার দিবস হএ লখি।।

সৌয়াল চান্দের নব দিবস প্রচার।
সমাপ্ত হইল লেখা রোজ যুমার।।

শ্রীহাছন আলি পীছরে আবুল হোছন ফকির বেরাদর জাএ শ্রীমাহাম্মদ হারি মীয়াজী কারে মহ্‌রির সাং রানিগ্রাম। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ৫৭৭, পুথি নং—২৪১]

(৪৯০) সয়ফুল মুলুক—বদিউজ্জামাল। আলাউল

পুতি সহর মুলুক পুস্তক সমপ্ত লেখীতং শ্রীহিন তোফর আলি পীং সাং মফি তালুকদার। মনগাজী পুং হাল্লিসহর মৌং পাতঙ্গা ... (পর পৃষ্ঠায়) সন ১২২৯ মং [ঐ. পৃ. ৫৭৯, পুথি নং—১৭১]

(৪৯১) সৃষ্টি পত্তন। মুহম্মদ হারি

সন ১১৯১ মঘি তারিখ মাহে ১৭ কার্ত্তিক রোজ বং আরহামল্লা পীং সাকির মাং গাং জিরি মতাবে সোমবিম তলু কথ জিলে চাটিগ্রাম, আমল থানে পটিআ। [ঐ, পৃ. ৬০২, পুথি নং—৮২]

(৪৯২) সুলতান জমজমা। মোহাম্মদ কাসিম

"ইতি সমাপ্ত পুস্তক ছোলতান জমজমা।

লেখে হিন হেছামদ্দি পুস্তক ...।
আমার নিবাস জান নিচিন্তপুর ধাম।
ফতে মাহাম্মদ খোন্দকার তাহ্বান নন্দন।
ভোলা দরজী ভ্রাতিসুত জান সর্ব্বজন।।

[ঐ, পৃ. ৬০৬, পুথি নং—৩৪৩]

(৪৯৩) মোহাম্মদ হানিফার লড়াই। মোহাম্মদ খান

বকলম শ্রীসাহাং আকবর আলী পীং মাহাং জোরওআর ওরফে জাফর আলী সাং হাওলা মৌজে ধরন্দিপ। ... সন ১২০১ মঘী তারিখ ১০ বৈসাখ। [ঐ, পৃ. ৬১৫, পুথি নং—৪১৬]

(৪৯৪) মুরসিদের বারমাস। মিসকিন নুরুদ্দিন

লিখন সমাপ্ত বং শ্রীআকবর আলী মিআজী সাং হাওলা মৌং খরন্দিপ। ইহার লেখা অতি বিশ্রী ও দুষ্পাঠ্য। [ঐ, পৃ. ৬১৭, পুথি নং—৪১৮]

(৪৯৫) হর-গৌরী সংবাদ। লেখ চান্দ

ইতি হর গৌরী সম্বাদ সমাপ্ত। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখোক নাস্তিক দুসং। ভিমস্যাপি রণে বঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সোয়ক্ষর মিদং শ্রীফকির সিং এলাহান কুমিড়া (?) মোং মোটরা (?)। মোং বিবির গঞ্জ।। ইতি ... প্রহর সমএ পুস্তক সমাপ্ত।। ইতি সন ১২৩৩ বাং তারিখ ... ভাদ্র রোজ বৃহস্পতিবার।। [ঐ, পৃ. ৬২১, পুথি নং—৫৫৯]

(৪৯৬) রাগমালা। সম্ভবতঃ ফাজিল নাসির মুহম্মদ

শেষ—
এতি রাগমালা পুতি হইল সমাপ্ত।
লেখে হিন মতিওল্লা পোস্তকের বিতান্ত।।
চক্রশালা প্রগনেত জিলা এ পটিআ।
মৌজাএ আরলিয়া সহরে চাঁটিয়া।।
মোর নাম মতিওল্লা শুন গুনিগন।
পিতা মোর খান মোহাম্মদ হএ জান।।
যুগ সন বাণ মঘি তারিখ এহার।
ফাল্গুনে কলা চন্দ্র রোজ শুক্রবার।।

এই তারিখেত পুথি সমাপ্ত হইল।
হিন মতিওল্লা এই পোস্তক লেখিল।।

[ঐ, পৃ. ৬৩৩, পুথি নং ৬৮৮]

(৪৯৭) হাযরাতল ফেকাহ। মোহাম্মদ আলী

শেষ----

ফেকা উত্তর জান সমাপ্ত হইল।
বিরচিলুম জত কথা কিতাবে আছিল।
আর জত মছায়েল আছে বহু স্থানে।
না রচিলুম সে সব কথা কিতাব ন পাওনে।।

সন ১২০০ মঘি মাহে বৈশাখ তারিখ ১৯ ... (লেখক) খোন্দকার রইছদ্দিন পিং বানু খোন্দকার সাকিন ইছাপুর (স্থানান্তরে "নানুপুর")। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, পুথি- পরিচিতি, পৃ. ৬৩৮, পুথি নং—৪৯৫]

(৪৯৮) সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী। কাজী দৌলত

লিখিতং শ্রীকাদির রাজা সাং সুচক্রদন্ডী। মালিক (তৎপুত্র) শ্রীসামাদ আলী নস্য। [ঐ, পৃ. ৬৫০, পুথি নং—২৩২]

(৪৯৯) কেফায়তুল মুসল্লিন। লেখ মুতালিব

" লিখিতং শ্রীআছদ আলী পীং রহমত আলী সাং হুলাইন।" [ঐ, পৃ. ৬৫৩, পুথি নং—১৭৫]

(৫০০) তালিব নামা। শেখচান্দ

তালিব নামা পুস্তক সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২১১ মঘী তারিখ ১৮ মাঘ লেখীতং শ্রীহিন তুফান আলি সীআজী পীছরে ছালে মাহাং মীআজি মতফা সাকিন বার আউলিআ মৌজে সানাইছরি খানে ভাষীআরি জিলাএ চাটিগ্রাম প্রগণে (পরগণে) ইছিলামআবাদ। [ঐ, পৃ. ১৯৬, পুথি নং—৬৩৪]

(৫০১) জেবলমুলুক সামারোখ। সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি

লিপিকরের পরিচয় — হীন জ্ঞান আমি চুন্নুমিয়া নাম।
বসতি জান আমার চরন্দীপ গ্রাম।।
পিতা মোর জান মিয়া শরফদ্দিন নাম।
তানবীর্যে জন্ম আমি শুনহ উপাম।।

[ঐ, পৃ. ১৫৯-১৬০, পুথি নং—৬১]

(৫০২) মোহাম্মদ হানিফার লড়াই। মোহাম্মদ খান

শেষ—

মুক্তল হোছন কথা অগ্রতের ধার।
জে পরে জে সুনে হএ পাপ তু উদ্ধার।। ...
আমির হোছন (বংশে?) জন্ম গুননিধি।
সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারধ জেন গুন নিধি।
সাম নব জলধর সোন্দর সরির ।
দানে কল্পতরু প্রীথীম্বি সম স্থিব।।
পূর্ণ চন্দ্র ধিক মুখ কমল নয়ান।
বিজুলি ছটকে হাসি মুকুতা সমান।
শাহা ছোলতান পীর কৃপার সাগর।
সোবর্ণ রছুল প্রভু গুনের সাগর।।

তাহান আদেস মনে (মাল্য) সিরেত ধরিআ।
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি রছিআ।
অপরাধ মাগী আমি গুনিগন পাএ।
দোস তেজী গুন বিচারএ সর্ব্বথাএ।।
গুরু জনের পদেত সহস্র প্রনাম।
সমাপ্ত হইল জান পঞ্চালি অনুপাম।।
অসুদ্ধ পাইলে তবে সুদ্ধ করি দিবা।
গালি ন পারিবা সবে দোস খেমিবার।।
অসদ্ধ সুদ্ধ জদি করি দিতে পার।
বহু ভাল হএ জান আখেরে উদ্ধার।

"ইতি মোহাম্মদ হানিফার লড়াই সমাপ্ত। হিন ঐক্ষর শ্রীমহাম্মদ মুনাপ পীং লাল মাহাম্মদ নবিরে আবদুস মহতি চৌধুরি মৌজে ঈশ্বরখাইন সাং ধলঘাট পরগনে চক্রসালা।। ইতি সন ১১৬৮ মঘি তারিখ ১৫ জৈষ্ঠ রোজ মঙ্গলবার দিন তিন পহরে পুস্তক সমাপ্ত। তামাম সোদ।" [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, পুথি - পরিচিতি, পৃ. ৪১৫-১৬, পুথি নং—৪১৯]

(৫০৩) সত্যনারায়ণ পাঁচালী। দ্বিজ শিবরাম

লিপিকর বৈদ্যনাথ দেবশর্ম্মা, সাং নালবি। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত, পুঁথি-পরিচয়, ১ম খন্ড, পৃ. ৩, পুথি নং—৫]

(৫০৪) স্যাখত। নারায়ণ দাস, শুভঙ্কর দাস, গোপাল, হরেকৃষ্ণ ঘোষ, রামনারায়ণ, (দ্বিজ) রামদুলাল রায়, শোভারাম, কিঙ্কর, নন্দরাম, কৃপারাম (দাস) দেব।

লিপির তারিখ ১০৮৯-৯৩ সাল (মল্লাব্দ নহে) ১২ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার। লিপিকর—গোপীচরণ দাস, সাং কোণা-কৃষ্ণপুর, তৌজি বর্দ্ধমান আখড়া নন্দনপুর, তৌজি বিষ্ণুপুর [ঐ, পৃ. ৯, পুথি নং—১৭]

(৫০৫) স্মরণ মঙ্গল। নরোত্তম দাস

সন ১১৮৪ সাল, ৪ কার্ত্তিক, শনিবার। পঞ্চানন আস, সাং সামাএগ্রীদহ। [ঐ, পৃ. ১২, পুথি নং—২০]

(৫০৬) নিগম গ্রন্থ (বৈষ্ণবামৃত)। গোবিন্দদাস

সন ১১৮১ সাল, ৬ ফাল্গুন, রোজ রবিবার ... সন্ধ্যাকাল। লিখিত রাশিনাম শ্রীগদাধর আস, পাঠক শ্রীপঞ্চানন আস, সাং সামাএগ্রীদহ। [ঐ, পৃ. ১৩, পুথি নং—২২]

(৫০৭) সত্যদেব সংহিতা। রামভদ্র

লিপিকাল ১২৯৬ সাল, ২৮ অগ্রহায়ণ। লিপিকর রামকিঙ্কর ভট্টাচার্য। উক্ত প্রতিলিপি হইতে সুরুলের ভৈরবনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সন ১৩১৪ সালের ১৩ই কার্ত্তিক, বুধবার। [ঐ, পৃ. ১৫, পুথি নং—২৫]

(৫০৮) ক. রাধারস কারিকা। কৃষ্ণদাস

লিপিকর ১২৩৩ সাল ২৮ মাঘ। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড় চাতুরি। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, ১ম খন্ড, পৃ. ২০, পুথি নং—৩১]

খ. আত্মজিজ্ঞাসা। কৃষ্ণদাস

লিপিকর সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১০ মাঘ। লিপিকর পঞ্চানন আস দাসস্য দাস। [ঐ, পৃ. ৫৩, পুথি নং—৯৬]

(৫০৯) হংসদুত। নরসিংহ দাস

লিপিকাল সন ১১৮৩ সাল, ৩০ তিরিস্যা কার্ত্তিক। রোজ মঙ্গলবার, তিথি দ্বিতীয়া, বেলা চারি দন্ড

থাকিতে। লিপিকর পঞ্চানন আস। সাং সামাত্রিওদহ। [ঐ, পৃ. ২১, পুথি নং—৩২]

(৫১০) হংসদূত। নরসিংহ দাস

লিপিকাল সন ১১৯২ সাল, তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ। লিপিকর সনাতন দত্ত, সাং রূপপুর। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩, পুথি নং—৪৬]

(৫১১) ক. বৃন্দাবন লীলাস্থান বর্ণন। কৃষ্ণদাস

লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, তারিখ ১৬ মাঘ, শকাব্দা ১৭৫৩। নকলকর অতি দীনহীন পঞ্চানন আস। সাকিম বড়চাতুরি। [ঐ, পৃ. ২৮, পুথি নং—৪৬]

খ. চৈতন্য তত্ত্বসার। কৃষ্ণদাস

লিপিকাল সন ১২৩৮, তারিখ ১২ মাঘ, শকাব্দা ১৭৫৩। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড়চাতুরি। [ঐ, পৃ. ৩৭, পুথি নং—৫৬]

(৫১২) আগম। যুগল কিশোর দাস

লিপিকর পঞ্চানন আস দাস, সাকিম গোয়ালপাড়া দিগর বড় চাতুরি। লিপিকাল শকাব্দ ১৭৩৮, সন ১২২৩ সাল, তারিখ ৩০ ফাল্গুন, রোজ বুধবার। নকলকারের জন্মসন ১১৬৩ সালে প্রবর্ত্ত ১২২৩ সাল ... পূর্ণ ৬০ বর্ষ। [ঐ, পৃ. ২৯, পুথি নং—৪৭]

(৫১৩) বৈষ্ণবামৃত। নরোত্তম দাস

লিপিকাল সন ১২৪২ সাল, তা ২ কার্ত্তিক, রোজ রবিবার। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড় চাতুরী। [ঐ, পৃ. ৩৮, পুথি নং—৫৭]

(৫১৪) শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিবল্লী। রসময় দাস

লিপিকাল সন ১১৭২ সাল, তারিখ ২৬ ভাদ্র, রোজ রবিবার। লিপিকর গোলাম ঘোষ, সাকিম সামাঐীদহ। পাঠক ভাগবত ভুই, সাকিম সামাঐীদহ। [ঐ, পৃ. ৪০, পুথি নং—৫৯]

(৫১৫) সত্যপীর-পাঁচালী। ফকিররাম দাস

লিপিকাল সন ১২০৮ সাল, তাং ১৫ বৈশাখ, সোমবার বেলা দুই প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত। লিপিকর বক্র ... র সর্ম্মা, সাং সুরুল। [ঐ, পৃ. ৪৩, পুথি নং—৬৭]

(৫১৬) সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

লিপিকর পঞ্চানন আস দাসস্য দাস, সাং বড়চাতুরি। লিপিকাল শকাব্দা ১৭৫৫, সন ১২৪০ সাল, তারিখ ৩ অগ্রহায়ণ, রোজ রবিবার, শুক্লপদ। [ঐ, পৃ. ৪৭, পুথি নং—৮২]

(৫১৭) প্রার্থনার পদ। নরোত্তম দাস

লিপিকাল ১২৩০ সাল, তাং ৩১ আষাঢ়, রোজ শুক্রবার। লিপিকর পঞ্চানন আস দাস সাকিম বড়চাতুরি। [ঐ, পৃ. ৫৫, পুথি নং—৯৭]

(৫১৮) রসাল দর্পণ। গোবিন্দ দাস

লিপিকাল সন ১২২৩ সাল, ১৮ ভাদ্র, রোজ রবিবার। লিপিকর মুরলিমোহন ঘোষ, সাকিম নেংটিখালি, মোকাম নিজবাটি। মালিক পুস্তক শ্রীঘোষ মজুন্দর কেহ দাবি করে বাতিল। [ঐ, পৃ. ৫৫, পুথি নং—৯৮]

(৫১৯) বৃন্দাবন পটল। দামুদর দাস

লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, তারিখ ৭ মাঘ। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড়চাতুরি। [ঐ, পৃ. ৫৮, পুথি নং—১০১]

(৫২০) বানের কবিতা। দ্বিজ দ্বারকানাথ

লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, ২৪ শ্রাবণ। লিপিকর শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং গোয়ালপাড়া। [ঐ, পৃ. ৭২, পুথি নং—১২৭]

(৫২১) শ্রীধর্ম্মপুরাণ। রামাঞী পন্ডিত, রামদাস, শ্রীরাম পন্ডিত, দ্বিজ শ্রীরাম পন্ডিত, পন্ডিত দ্বিজ, পন্ডিত রাম।

লিপিকর কুড়ারাম পন্ডিত, সাকিম গবপুর, কৃপারাম পন্ডিত, গণেশ পন্ডিত। লিপিকাল সন ১১৫১-১১৬০ সাটীসাল, মাসে চৈত্র, রোজ শুক্রবার। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৬, পুথি নং—১২৯]

(৫২২) জন্মাষ্টমী ব্রতকথা। অজ্ঞাত

লিপিকাল সন ১২৮১, তারিখ ৬ জ্যৈষ্ঠ। লিপিকর বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য। এই পুস্তক দ্বিজনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাং গোবরআড়া। [ঐ, পৃ. ৯১, পুথি নং—১৫৭]

(৫২৩) নিরঞ্জন মঙ্গল। ধর্মদাস

লিপিকাল শক ১৬৪৩। লিপিকর (স) ন্যাসি পন্ডিত। রামকান্ত পন্ডিত গায়েন। [ঐ, পৃ. ৯৮, পুথি নং—১৮৯]

(৫২৪) হরিনাম কবজ। গোপীকৃষ্ণ দাস

লিপিকাল সন ১২৬১ সাল, তারিখ ৩১ আষাঢ়, শুক্রবার বেলা শেষভাগ। পাঠক শ্রীকাঙ্গালিচরণ দাষ, সাং গোপালপুর, পরগনে চমপানগরী, তৌজী পোরনা (?), জেলা বর্দ্ধমান। [ঐ, পৃ. ১৩৪, পুথি নং—২৫১]

(৫২৫) রসপুর বারিকা। শ্রীকৃষ্ণদাস

লিখিত রামমোহন সরকার, সাং লোয়া, পরগণে চম্পানগরী; পাঠক মাণিকচন্দ্র দাসবৈরাগ্য, সাং ছয়তা। ইতি তারিখ ২৫ শ্রাবণ, সন ১২১৪ সাল, শকাব্দ ১৭২৯।৫।২৫। বেলা আন্দাজী এক প্রহর, বার রবিবার, তিথি সষ্ঠী, নক্ষত্র পুস্‌সা। [ঐ, পৃ. ১৩৫, পুথি নং—২৫৩]

(৫২৬) আগমনী গান। জগদ্দুর্লভ ন্যায়লঙ্কার

লিপি ও রচনার তারিখ আ. ১২৪৩ সাল। লিপিকর ও রচয়িতার জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার। সাকিম নানুর। [ঐ, পৃ. ১৪২, পুথি নং—২৬৭]

(৫২৭) রামায়ণ। কৃত্তিবাস

লিপিকর গোপীনাথ দেবশর্ম্মা। লিপিকাল ১৭০৩। সুন্দরকান্ড। পুষ্পিকা পদ.

[১৭খ কৃষ্ণ পক্ষের দ্বাদশী ফাল্গুন (মা) স

সুন্দরকান্ড সংপূর্ণ গাইল পন্ডিত কির্ত্তিবাস।
রাক্ষস বধ করিতে রঘুবংশের অবতার
অদ্ভুত পাচালী রচিল শুনিতে চমতকার।
বাপের দেশ রত্নগ্রাম নামে মহাপুরী
সুনুর কান্ডে (র) গীত তথি সাঙ্গ করি।
রামায়ণ গীত শুনে জে (ই) জন
ধনে জনে পুত্রেপৌত্রে বাড়ে সর্ব্বক্ষণ।।

[ঐ, পৃ. ১৭৪, পুথি নং—৩৯৫]

(৫২৮) সনৎ কুমার পটল। অজ্ঞাত

লিপিকাল সন ১১৬৫ সাল, তারিখ ৯ কার্ত্তিক। লিপিকরের পরিচয় এইভাবে দেওয়া আছে, শ্রীদ্বিজ

পাঁতত দাষ কৃষ্ণচরণ আষ, সাকিম কৃষ্ণচরণ পুর। [ঐ, পৃ. ১৭৬, পুঁথি নং—৩৯৮]
(৫২৯) নিরঞ্জন পুরাণ। ধর্মদাস বণিক, শ্রীশ্যাম পণ্ডিত
লিপিকর রামদেব (শ) র্ম্মা। লিপিকাল শকাব্দা ১৬২৫। পুস্তকমিদং (ধ) র্ম্ম দাস ঘোষ, সাকিম শ্রীরামনগর। [ঐ, পৃ. ১৭৭, পুথি নং—৪০৮]
(৫৩০) ভন্ডরামের পদ। দিগম্বর
লিপিকাল সন ১১৮৩ সাল। লিপিকর গদাই সাধু, মো. কমলাকান্তপুর। [ঐ, পৃ. ১৮৫, পুথি নং—৪৩০]
(৫৩১) রাধিকামঙ্গল। দ্বিজকবিচন্দ্র
এতদ্দুরে রাধিকামঙ্গল হৈল সায় ।। লীখিতং শ্রীমোহন দাস।। পাঠক শ্রীশৃকান্ত নন্দি।। সাং মানকর।। সন ১২১১ সাল। তারিখ ৯ বৈসাখ।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৩]
(৫৩২) ভক্তিচিন্তমণি। বৃন্দাবন দাস
ইতি শ্রীভক্তি চিন্তামুনি সমাপ্ত ।। শ্রীহরিঃ শ্রীশ্রী ।। পাঠার্থ শ্রীসনাস্বীরাম কর্ম্মকার সা. নাড়বেড়্যা লিখিতং শ্রীকাসিনাথ দাস সাং হজরত পুর।। সন ১১৮৬ সাল। তারিখ ২৬ কাত্তিক।। হস্তি বিচলিত পাদেন যুভা বিচলিত সরস্বতী। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনি নাঞ্চ মতির্ভম্।। যথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যকো দোস নাস্তিক ।। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।। শ্রীচৈতন্য চন্দ্র।। শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র।। শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র ।। শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৩]
(৫৩৩) কপিলা মঙ্গল। কবিচন্দ্র
ইতি কপিলা মঙ্গল সমাপ্ত।। জথা দিষ্ঠং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তিক ভিমস্বাপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। বৈকন্ঠ গরাই। সন ১২৫২ সাল তাঃ ১৯ বৈসাখ।। সাঃ ভবানিপুর।। [ঐ, পুথি নং—৩৪]
(৫৩৪) অঙ্গদের রায়বার। কৃত্তিবাস
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোস নাস্তিং লিখিতং।। শ্রীপঞ্চানন আস।। সাকিম দৈবকিনন্দন পুর।। সন ১২০০ সালে ইতি তারিখ ২৬ আস্বিন রোজ বুধবার সমাপ্ত হইল ইহা জানিবেন ইতি।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, ১ম খন্ড, পৃ ২০৯, পুথি নং—৬০]
(৫৩৫) মনুষ্য তত্ত্ব সারাবলী। রাধাদাস
লিপিকাল ১২৪৮ সাল। তারিখ ৯ ভাদ্র। লিপিকর বিশ্বম্ভর দে, সাং সোনাপটি, শ্যামবাজার। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৮৬]
(৫৩৬) প্রহ্লাদচরিত্র। কৃষ্ণদাস
প্রহ্লাদ চরিত্র সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীত্রিপুরাচরণ দাষ মিত্র পরগনে সমরসাহী থানা রায়না চোকী কাইতি সাংকিম সেহারা জেলা বর্দ্ধমান।। পাঠনার্থ শ্রীসোনাতন কুম্ভকার জেলা হুগিলি থানা জাহানাবাদ চোকী বালি সামিল মিলিকিরবেড়।। দৌলাতপুরের শ্রীশ্রী ̐দেবওর জাওগায় বসিয়া পুস্তক লেখা গেল।। বৃহস্পতিবার বেলা।। ডের প্রহরের সময় সায় হইল।। ইতি সন ১২৫৭ বারসও সাতান্ন সাল তারিখ ১৪ অগ্রহায়ন।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, প্রথমখন্ড, পৃ. ২১১, পুথি নং—১১৯]
(৫৩৭) শ্রীকৃষ্ণের গেড়ু খেলা। কবিচন্দ্র
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো পস্তি দোসক ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। স্বাক্ষর শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাষ সাকিম বেজপুর পরগনে সমরসাহী সংকার মান্দারণ সন ১১৮৩ সাল পঠনার্থে পুস্তক শ্রীরমাকান্ত কোঙর সা ছোট বুইনান শ্রীবলাই পোতদারের দহলিজে সমাপ্ত হইল – তারিখ ১ মাঘ রোজ

রবিবার বেলা এক প্রহরের সময়ে। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, প্রথমখন্ড, পৃ. ২১১ পুথি নং—১৬১]

(৫৩৮) ১৮৩।

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তি।। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। পুস্তক শ্রীসাধুচরন দর্ত্ত সাকিম রসিকবাজার।। তর্পে সাহাযামপুর খারর্জি। জিলা বিরভোম।। ইতি সন ১২০৪ বার সও সাল তারিখ ২ মাঘ সুক্রবার : কৃষ্ণপক্ষে : সমাপ্ত।। [ঐ, পৃ. ২১১ পুথি নং—১৮৩]

(৫৩৯) ৮৯। সত্যনারায়ণ লীলা। হরিচরণ শর্মা

রচনাকাল সন ১৩০৩ সাল। লিখিতং শ্রীহরিচরন বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠার্থে মাতুল শ্রীউমাচরন চট্টোপাধ্যায় নিজগ্রাম—যশাইকাটী, মাতুলালয়—রামনারায়ণপুর। পং বালিয়া কাথুলিয়া, চব্বিশ পরগনা, বসিরহাট মহকুমা। লিপির তারিখ ২২এ চৈত্র, ১৩৪৯। [ঐ, পৃ. ২০৯ পুথি নং—৮৯]

(৫৪০) যোগাদ্যার বন্দনা। দ্বিজ বাঞ্ছারাম

ইতি জুগ বন্দন সমাপ্ত।। লিখিত শ্রীনবিন মালিক।। সাং লউগ্রাম পঠক শ্রীমুচিরাম কোটাল সাষুড়ে।। সাং লাউগ্রাম ইতি।। তারিখ ১১ বৈসেখ।। রোজ রবিবার মোদ্ধ পহর কলে হই এ করিতে। সমাপ্ত ইল [ঐ, পৃ. ২১৬, পুথি নং—৪০৩]

(৫৪১) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

ইতি প্রেমভক্তী চন্দ্রীকা গ্রন্থ সমাপ্ত।। জথাদিষ্টং তথা লিখিত লিক্ষকো নাস্তি দোসক ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চৌ মতিভ্রম ।। লিখিত ।। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ সাঃ তপষপুর।। সন ১১৭৫ এগার সও পচাত্তর সাল গত পুনশ্চ ১১৭৬ সাল হইল চৈত্র হইতে গণসদরে কে বে নাঞ্চ তাং ৫ চৈত্র মো উ ...।। [ঐ, পৃ. ২১৭, পুথি নং—৫০০]

(৫৪২) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

লিপিকাল ১১৪৯ সাল, ২৭ বৈশাখ। রচনার তারিখ, মাকে সিদ্ধাগ্নিবানেন্দৌ জৈষ্টে বৃন্দাবনান্তরে, সুর্য্যাঙ্গি সিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং সম্পূর্ণতাং গতঃ। [ঐ, পৃ. ২০৯, পুথি নং—৭]

(৫৪৩) উজ্জ্বল কিরণ। অজ্ঞাত

পুস্তক মিদং শ্রীযুত মদনমোহন অদিকারি সাং বিরভূম পরগনা মদ্ধে আদিত্যপুর। সাক্ষর শ্রীরামসঙ্কর দাষ চন্দ সাং হাজীপুর পং জাহানাবদ, সন ১১৮৮ সাল, তারিখ ২৩ শ্রাবন। জথা দৃষ্টং ... নাস্তি। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয়, প্রথম খন্ড, পুথি নং—৭০, পৃ. ২০৯]

(৫৪৪) ব্রাহ্মণ বন্দনা। কানাইদাস

পাঠক শ্রীশ্রীকান্ত নন্দি, সাং মানকর, সন ১২১১ সাল তারিখ ২৪ আগন। [ঐ, পুথি নং—৯২]

(৫৪৫) ৪। অর্জুনের পুমানভঞ্জন। দ্বিজ কবিচন্দ্র

লিখিত শ্রীকাসিনাথ পাল সাং কআপাট পরগনে বগড়ি : সামুড়ে [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪, পুথি নং—৮৪৯]

(৫৪৬) একাদশী পাঁচালী। বড়ু শ্রীধর

ষুনহ ভকত্ত ভাই হরি হরি বল। সন ১১৪৭ সাল তারিখ ২৮ মাঘ রোজ রবিবার তিথি দসমি।। পুস্তকমিদং আদরস শ্রীদয়ারাম নাথ সাং পাড়পাড়া।। স্বাক্ষরমিদং অযোধ্যারাম দাস দেব সাং নাদিয়াল।। দুই প্রহরের মধ্যে।। [ঐ, পৃ. ২৪, পুথি নং—৯২৮]

(৫৪৭) গোবিন্দমঙ্গল। কবিচন্দ্র

দাতা কর্ন্নের পালা সমাপ্তং। সাক্ষর শ্রীযৎ রঘনাথ ভএ্যামালি সাকিম সামবাজার পরগনে জাহানাবাদ

পাঠনান্তে শ্রীদিন দয়াল পড়্যা সাকিম নিজ গ্রাম পরগণে জাহানাবাদ সন ১২০৩ সাল তারিখ ২২ আশ্বিন রোজ বুধবার তিথি উপধ্যাত্ম বেলা চারি দন্ড বেলা থাকিতে সমাপ্তং। [ঐ, পৃ. ৮৬, পুথি নং—৭৫৪]

(৫৪৮) তরণীসেনের পালা। রামশঙ্কর

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লিক্ষকো দোস নাস্তি। ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ ... ভ্রম। সাঅক্ষর শ্রীগুরুপ্রসাদ দাস দত্তস্য। সাং মোহনপুর। পরগনে বায়ড়া। সরকার মন্দারন সমাপ্ত। বেলা এক প্রহর থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত হইল ইতি তাং ১৯ (আ) সিন সন ১২০৭ সাল রোজ সুক্রুবার আসাদভ্যং ন দাতারং সমাপ্ত। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয়খন্ড, পৃ. ১১৩, পুথি নং—৭০১]

(৫৪৯) পঞ্চাননমঙ্গল (জাগরণ)। দ্বিজ রঘুনন্দন

এইতি। লিখিতং শ্রীরামকান্ত নাথ পন্ডিতং সাকিম খুরুট ২৫ অগ্রান ষুকুর বার এক প্রহরের বেলা ত্রিয়দসি এহ সাং দার্থং। এইতি সন ২২০২ সন সয় ১২ সাল (সন ১২২২ সাল)। অক্ষর দোস নাস্তিকং। ইতি বরণং লিখিতং। [ঐ, পৃ. ১৫৪, পুথি নং—৮৬৫]

(৫৫০) বক্রনাথের বন্দনা। সন্ন্যাসী কৃষ্ণগিরি

... " পাঠক শ্রীরামকানাই কাড়াই সাকিম গোয়ালপাড়া।। সন ১২১৬ সাল তারিখ ২ আশাড়।। [ঐ, পৃ. ২৪১, পুথি নং—৫২৫]

(৫৫১) ভক্তিরসার্ম্বিকা। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস

জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিখোক দোস নাস্তিং।। লিখিতং পঞ্চানন য়াস। সাঃ সামাগ্রিদহ। ইতি সন ১১৮৪ এসার সওাঁ চৌরাসি সাল। তারিখ ২৯ উনতৃসা কার্ত্তিক সংকৃান্তি।। রোজ বুধবার।। তিথি দোয়াদসি।। সময় ছয় দন্ড রাত্রিতে সংপুর্ন্ন হইল।। [ঐ, পৃ. ২৬৪, পুথি নং—৭৪৯]

(৫৫২) মনসামঙ্গল। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসকং ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।। লিখিতং শ্রীপতিতপাবন দেবশর্ম্মা সাকিম ঘোসপুর হাল সাকিম ... পরগনে জাহানাবাদ।। পঠনার্থে শ্রীনদেরচাঁদ পড়্যার সাকিম কয়াপাট পরগনে বগড়ি।। জেলা ... থানা গড়বেতা তরফ কাদড়া সরকার গোওালপাড়া শন ১২৬২ বার শর্ও বাশষ্টী সাল তারিখ ৩১ এক (ত্রিশ) ভাদ্র রোজ সনিবার বেলা তিন প্রহর তিথী ত্রিতিয়া।। [ঐ, পৃ. ২৮১, পুথি নং—৭৯৯]

(৫৫৩) মহলকালি। অজ্ঞাত

হস্তি বিচলিত পাদানাং জিব্ভা বিচলিত পন্ডিত। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ।। ১ ।। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ ঘোষ সাং রূপপুর জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিক।। ইতি সন ১৩৩৭ সাল তারিখ – ১৩ বৈসাখ— [ঐ, পৃ. ২৮৫, পুথি নং—৫৩৯]

(৫৫৪) লক্ষ্মীমঙ্গল। দ্বিজ নরোত্তম

শন বার সাল ২ দু সয় ২১ সাল।। লিখিতং শ্রীরামকান্ত নাথ পন্ডিতং।। গ্রাম খুরুট।। ২ মাগ তিথি চতুর্থি সোমবার ১ পর সাং দাথং।। [ঐ, পৃ. ৩৬০, পুথি নং—৯৩৩]

(৫৫৫) শতস্কন্ধ রাবণ পালা। কৃত্তিবাস

ইতি সতস্কন্ধ যুর্দ্ধ সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীশ্রীদাম বাঁক্ক সাি (ক) ম কয়াপাট এই পুস্তক শ্রীরাজুচরণ পাল।। বেলা দুই প্রহরে সাম্যক।। সাকীম কয়াপাট এগার ৭ সাল।। শ্রীশ্রীদামুদর ঠাকুর জিউ।। শ্রীশ্রীবলরাম ঠাকুর জিউ মাহ স্বাবনে ৮ বেলা দুই প্রহর সমাপ্ত হইল। রোজ সমবার।। [ঐ, পৃ. ৩৬১, পুথি নং—৮৫৩]

(৫৫৬) শিবরামের যদ্ধ। কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিঃ ভিমশ্যাপি রণে ভঙ্গঃ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। পুস্তক সমাপ্ত.হইল বেলা সাড়ে তিন প্রহরের সময় : বেহস্পতিবারে সমাপ্ত হইল : ইতি সন ১২৬৪ সাল তারিখ ২০ চৌত্র লিখিতং শ্রীরামতারক ঘোষ সাং ফুলুই পরগনে জাহানাবাদ জেলা মেদনিপুর পুস্তকমিদং শ্রীকাসিনাথ দত্ত সাং কআপাট পরগনে বগিরি।। এই পুস্তক জিনি ছাপা করিবে তাহাকে ইষ্টদেবের দিব্য।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয়খন্ড, পৃ. ৩৬২, পুথি নং—৮৫০]

(৫৫৭) শিবরামের যুদ্ধ। দ্বিজ লক্ষ্মণ

...। সন ১২২৮ সাল আখেরি তারিখ ২৮ শ্রাবন রোজ শনিবার তিথি ত্রিয়দসি শুক্লপক্ষ বেলা আড়াই পহরের কালে সমাপ্ত হইল পরগনে বগীড়ী তরপ পশ্চিম লিখিতং শ্রীগোবর্দ্ধন পাঠক সাকিম পাথর বাড়্যা।। [ঐ, পৃ. ৩৬৩, পুথি নং—৯৩২]

(৫৫৮) শিশুজ্ঞান চরিত্র। দ্বিজ দুর্গারাম

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লির্খ্যকে দোস নাস্তিঃ ভিম্যাস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।। স্বঅক্ষর মিদং শ্রীসষ্টীচরন মন্ডল। পরগনে মুড় মৌজে পাকুড়তলা।। এই পুস্তক লিখিআ দিলাম। শ্রীশ্রীধর কআলকে। পরগনে মুড় মৌজে দৌলাত পুর।। এই পুস্তক লিখিলাম শ্রীচিন্তামুনি মন্ডলের দরজায় পাট (সালে) ল।। ইতি সন ১২৬৪ সাল তারিখ ৯ ফালুগুন ষুক্রবার। দিন্নমান এক ... তি থাকিতে (স) মাপ্ত হইল।। [ঐ, পৃ. ৩৬৫, পুথি নং—৮২৩]

(৫৫৯) শীতলাকীর্তন, শ্যামাবিষয়। শঙ্কর, দ্বিজ নরচন্দ্র, দ্বিজ রামপ্রসাদ

ইতি সিতলামঙ্গ (ল) পুথি সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীরামনিধি সাং মছিপুর হাল সাং রামকৃষ্ণপুর।। পঠনাং শ্রীকৃষ্ণমোহন তাঁতি সাং রামকৃষ্ণপুর পরগনে বোরো সন ১২৭০ সাল তাং ১৬ চৌত্রী।। [ঐ, পৃ. ৩৬৬, পুথি নং—৯৭৫]

(৫৬০) সত্যপীর পাঁচালী (চন্দ্রকেতু পালা)। লালমোহন

(চন্দ্রকেতু) পালা সমাপ্তং। লিখিতং শ্রীনদেচাঁদ পড়্যার সাকিম কআপাট পর ... স্টধর পড়্যার সাকিম (ক) আ (পা) ট। ইতি সন ১২৫৭ সন বার স সাতান্ন সাল তারিখ ৩ স্বাবন ... সমঅ পুথি সারা হৈল্য। ষুক্লপক্ষ পুথি সারা হল।। [ঐ, পৃ. ৩৭৯, পুথি নং—৭৪০]

(৫৬১) কালিকা মঙ্গল। কবিশেখর

ইতি কালিকামঙ্গল কথা সমাপ্ত ।। ৭৫ ।। ইতি ... ক্রবার।। সাত ঘটী হইলে গুপীনাথের বাটীতে সমাপ্ত হইল। পুস্তকমি ... ৩০ লীখিত নাস্তি দোসনং।। সাং বদরতলা সাতগাঁ মাঘুরা।। জাগর ... ঙ।। [ঐ, পৃ. ৩৫, পুথি নং—৯৪৩]

(৫৬২) গুরুদক্ষিণা। অযোধ্যারাম

ইতি গুরুদক্ষিনা সমাপ্ত। এই পুস্তক শ্রীভাগ্যধর দাশ দত্ত কাষুন্দ্যা পরগনে পোর সন ১২২৭ সাল তারিখ ৪ আসাড়।। [ঐ, পৃ. ৭৯, পুথি নং—৯৭৭]

(৫৬৩) বিদ্যাসুন্দর। ভারতচন্দ্র

ইতি বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় সাং গালিয়া পাঠক শ্রীমধুষুদন মান্না সাং সিরোমনিপুর।। সন ১২১৬ সাল তারিখ ২২ ভাদ্র রাত্রি ... [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৫২৩]

(৫৬৪) চতুর্দশ পটল। নরোত্তম দাস

ইতি চতুর্দ্দস পট্টল সমাপ্ত। ইতি সন ১০৮০ সাল তাঃ ১৭ ভাদ্র রোজ সনিবার এ পুস্তক লিখিতং শ্রীজগন্নাথ দাস দে।। সাকিম সুবর্ণমুখী এ পুস্তক শ্রী [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০০, পুথি নং—৫১৮]

(৫৬৫) চৈতন্য ভাগবত। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদিলীলা সংপুর্ন্ন। পুস্তক শ্রীগৌর হরি দত্ত লীখকঃ শ্রীসুদামচরণ দাস দত্ত সাকে চাঞ্চসভাশ্দ ১২৪৬ রোজ মঙ্গলবার ভাদ্র ৪ হি দিবশ মাহ আশিন্য ইতিঃ।।

ইতি শ্রী চৈতন্য ভাগবত তিন শিলা সমাপ্ত হৈলেন। সিহমাপুর মোকামে বেলা ত্রিতিয় প্রহর সময় লিখন সমাপ্ত হৈল মদনমোহন ঘোষের বঙ্গলাতে। এ পুস্তক স্ব অক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মাঃ নিবাস সিহমাপুর।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয়খন্ড, পৃ. ১০২-১০৩, পুথি নং—৯১৭]

(৫৬৬) ধর্ম্মমঙ্গল। ধর্মদাস বৈদ্য

শ্রীধম্মের জাগরন পুস্তক সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তি ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সঅক্ষর শ্রীমহাদেব পুরকাইত। সাং জঙ্গলপাড়া। শ্রীযুৎ রামসুন্দর দাদা মহাসয়কে লিখিয়া দিলাম।। ইতি তাং সন ১২৩৪ সাল— ৬ অর্গেবান। — বেলা দুই প্রহর হৈতে সমাপ্ত হইল।। [ঐ, পৃ. ১৩৬, পুথি নং—৮১৪]

(৫৬৭) নামসংকীর্তন। নরোত্তম দাস

ইতি রাধাকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন সংপূর্ন্ন। লিখিতং শ্রীকালীচরণ দাশ। সাঃ লম্বোদরপুর পাঠর্থে শ্রীকালীচরণ সেন সাং কাখটীয়া গ্রাম সন ১২০০ সাল তারিখ — ১৪ শ্রাবণ—। [ঐ, পৃ. ১৪২, পুথি নং—৫৪৭]

(৫৬৮) লক্ষ্মী চরিত্র। গুণরাজ খান

লক্ষি চরিত্র সমাপ্ত।। শ্রীসিনাথ গোস্বামী : সাঃ পাথর বেড়্যা : পঃ বগড়ি তরফ পশ্চীম।। ১৫ জষ্টি সমবার ত্তিথি সষ্টী।। সন ১২৬৮ সাল — [ঐ, পৃ. ৩৪৫, পুথি নং—৮৭৭]

(৫৬৯) স্বরূপবর্ণন। কৃষ্ণদাস

ইতি ।।শ্বরূপ বর্ন্নন গ্রন্থ সমাপ্তং।। সকাব্দা—১৬৮৭ তারিখ--২৯ ফাগুন সোমবার সন ১১৭২ সাল- - মোকাম পরগনে ভুরসিট্ট মোজে সিংহটী — [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয়, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩১৫, পুথি নং—১৪৮৫]

(৫৭০) গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর

ইতি ।।গুরুদক্ষিণা সমাপ্তং ।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং শ্রীকাসিনাথ মন্ডল।। সাঃ ধুল্যাপুর পরগনে সিমিল্যাপাল পঠনতে শ্রীজজ্ঞেশ্বর ঘোসাল।

মনিব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।। সেবক শ্রীজজ্ঞেশ্বর ঘোষাল প্রানামা নিবেদঅ য়াগে মহাসএর শ্রীচরন য়াসিবাদে এ জনার প্রানগোতিক সমপ্ত মঙ্গল হঅ বিসিষ্ঠ।। ১১খ] [ঐ, পৃ. ৪৩, পুথি নং—১২২০]

(৫৭১) দেবীর শঙ্খপরা। কৃত্তিবাস

ইতি রণেভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম তিন প্রহর বেলা সার মোদ্ধে পহলানপুর পরগণে সমরসাহি সন ১২৪৬ সাল।। শ্রীরামধন দেবসম্মাঃ – শ্রীসোনাতন কুন্ডু। [ঐ, পৃ. ৯৪, পুথি নং—১৩৭৩]

(৫৭২) মহাভারত। দ্বিজ কবিচন্দ্র

সায়ক্ষর শ্রীভূপতি দে হাল সাং কাটিগড়্যা পরগণে বায়ড়া সন ১২৬৯ সাল – তাং ২৮ জ্যৈষ্ঠা – ৬ ক] [ঐ, পৃ. ২১৫, পুথি নং—১৪২৮]

(৫৭৩) রামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ)। কবিচন্দ্র

ইতি সিবরামের যুর্দ্ধ সমাপ্তা—ইতি সন ১২২৮ সাল তাং—২ ভাদ্র—রোজ—ব্রহস্পতিবার—স (াং) রামকৃষ্ণপুর : বেলা দুই পোহর তিনটা রাজগিয়াঃ ।। শ্রীদুর্গা ... [ঐ, পৃ. ২৪৭, পুথি নং—১১০৭]

(৫৭৪) ইতি আদিকান্ড সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীবংসিধর সরকার।। সাং শ্যামসুন্দরপুর।। এ পুস্তক

শ্রীনবিনমোহন তন্তুবায়।। সাং স্যামনগর।। ইতি সন ১২২৯ সাল বিতারিখ ২৯ কার্ত্তিক।। ৩৭ক]
[ঐ, পৃ. ২৫৩, পুথি নং—১২৫২]

(৫৭৫) শ্রী রূপসনাতন - সংবাদ স্মরণটীকা। অজ্ঞাত

ইতি সন ১২২১ সাল তারিখ—১৭ পৌশ যুক্রবার পটনার্থে শ্রীঅর্য্যুন দাশ লিখিতং -- শ্রীহরেকৃষ্ণ দাশ বিশ্বাষঃ সাং হাম্বীরহাটী পরগণে বিষ্‌টপুর তঃ বারহাজারি— [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, তৃতীয়খন্ড, পৃ. ৩০৩, পুথি নং—১৪৮২]

(৫৭৬) স্মরণমঙ্গল (ভাষা), মনঃশিক্ষা (ভাষা)। হরিরাম দাস

শ্রীনিত্যানন্দ দাসের পুস্তক মিদং সন ১০৯১ সাল মোকাম চিছড়িয়া শ্রীসবল রায় মহাশয়ের বাড়ি লিপিরিয়ং শ্রীকুঞ্জদাস ঘোষস্যঃ।। ৭খ] [ঐ, পৃ. ৩২৫, পুথি নং—১৪৭০]

(৫৭৭) দাতাকর্ণ পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র

[৯খ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং দৌস নাস্থি।। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীসামাচরন গোসাই।। পঠনাত্য শ্রীমতিরাম গোসাই সাকিম পাথরবাড়্যা তঃ রঘুনাথবাটী।। পঃ বগড়ি।। ইতি ২৮ স্রাবন।। বার।। সুক্রবার।। আদ আরম্ভ।। প্রথম ।। [ঐ, পৃ. ৩৪২, পুথি নং—১০৩৭]

(৫৭৮) মহাভারত। কাশীদাস

ইতি মহাভারথের কর্ন্নপর্ব সমাপ্ত পঠিতং শ্রীভলানার্থ মহাপ্রাত্র সাকিম ভাদ্রা পঃগণে সিমিলাপাল।। লিখীতং শ্রীসীতারাম দাস দর্ত্তস্ব ... সাঃ রাইপুর পঃগণে গড়গড়্যা।। সন ১২৬৭ সাল তারিখ ১৬ চৈইতি বেল্যা দুই প্রহরের সময় সমাপ্ত রোজ গুরুবার ২০খ] [ঐ, পৃ. ৩৪৭, পুথি নং—১০৪৮]

(৫৭৯) সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা (পীরের কীর্তন)। রামেশ্বর

ইতি সত্তিনারানের ব্রতকথা সমাপ্তঃ।। ইতি সন ১০২৯ সাল তাং ১৩ স্থাবনে মঙ্গলবারে বেলা তিন প্রহরে সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীবেচারাম ঘোষ সাং আগরহাট পাড়া—১৮ক] [ঐ, পৃ. ৩৪৮, পুথি নং—১০৬২]

(৫৮০) মহাভারত (জান পর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখোকো দেস নাতিকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।। পঠনাতে শ্রীমধুসুদন গোস্বামী সাঃ চেম্যা পরগনে জাহানাবাদ ইতি রোজে মঙ্গলবার বেলা এক পহর থাকিতে সমাপ্ত ইনতি ১২৫৩ সাল তারিক ১১ জেষ্ঠিঃ।। ১৪খ] [ঐ, পৃ. ৩৪৮, পুথি নং—১০৭২]

(৫৮১) মনসামঙ্গল (ধন্বন্তরি পালা)। ক্ষমানন্দ

ইতি ধনন্তরি পালা সমাপ্তঃ।। জথা দৃষ্টীং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্থিকং।। লিখিতং শ্রীমদনমোহন স্বরকার সাং বৈক্রীপ্যর্ত্তীথ হারি পরগনে বিষ্টুপুর চৌকী কোতুল পুর সন ১২৪৫ সাল— পাটক শ্রীবিপ্রদাস কোল্যা সাং কোড়ল্যা।। ১৬খ]

(৫৮২) মহাভারত (শল্য পর্ব)। কাশীদাস

ইতি সন ১২৩৬ সাল তা ২৪ ফাল্গুন সনিবার সন্ধের সময়। শ্রীরামমোহন পাল সাং খরনেন(গঞ্জ) ৬খ) ১৪৫ নং পুথি মহাভারত (ঐশিক পর্ব)। ঐ । ১০৯১—একই লিপিকর ... ১৪ ফাল্গুন বুধবার একঘন্টা বেলা থাকিতে...। [ঐ, পৃ. ৩৫১, পুথি নং—১০৮৬]

(৫৮৩) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সংপূন্ন।। – তাং – ২৯ ফাগুন।। – রোজ সমম্বার ।। — লিখিতং শ্রী প্রেমদাষ বেরাগী সাং সাতঘরা লির্ক্ষ (তে) ...গ্রহস্ত শ্রীসোনাতন দাষের সাং সাতঘরা। ইতি প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সংপুন্ন ১৪খ] [ঐ, পৃ. ৩৫৪, পুথি নং—১০৯৭]

(৫৮৪) গঙ্গার বন্দনা। দ্বিজ নিধিরাম

এ ইতি গঙ্গার বন্দনা সমাপ্তঃ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং দোষ নাস্তিকঃ।। সমাপ্ত ১৮ আঠারুই অগ্রান খুকুল্ল পক্ষ্য রবীবার ত্রিতিএ বেলা আটার সময় সাঙ্গ এই পুস্তক লিক্ষতে শ্রীবিস্যনাথ পন্ডিতঃ মৌজে সাকিম কাষুন্দে বোরো পরগনে : সন ১২৩৩ সাল : এই পুস্তক সমাপ্ত : ঠাকুর তিলক পন্ডিতের পৌইতুর তার পোইতুর শ্রীরামকান্ত পন্ডিতের ২খ] [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৫৪, পুথি নং—১০৯৮]

[ঐ পুষ্পিকাকে শুদ্ধ করলে হয়, 'ইতি গঙ্গার বন্দনা সমাপ্তং যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং দোষ নাস্তি। সমাপ্ত ১৮ 'আঠারই অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষ রবিবার তৃতীয়া বেলা আটটার সময় সাঙ্গ এই পুস্তক লিখতি শ্রীবিশ্বনাথ পণ্ডিতঃ মৌজে সাকিম কাসুন্দিয়া বোরো পরগণেঃ সন ১২৩৩ সাল ঃ এই পুস্তক সমাপ্তঃ ঠাকুর তিলক পণ্ডিতের পৌত্র, তাঁর পৌত্র শ্রীরামকান্ত পণ্ডিতের'']

(৫৮৫) মহাভারত (মুষল পর্ব)। কাশীরাম দাস

পঠনার্থে শ্রীভোলানাথ শাঁই মহাপাত্র। সাঃ ভেদা পরগনে শীমীলাপাল তরফ ধুলাপুর।। লিখিতং শ্রীরামধন দাস পরগনে রাইপুর সাঃ সীতারামপুর।। বেলা দুই প্রহর শমপস্তং। ইতি সণ ১২৬৯ সাল তারিখ ১৩ ফাল্গুন—১২খ] [ঐ, পৃ. ৩৪০, পুথি নং—১১১৩]

(৫৮৬) মহাভারত (সৌপ্তিক পর্ব)। কাশীরাম দাস

[৯খ ইতি সৈহতিক পর্ব্ব সংপুন্ন।। লিখিতং শ্রীহরিহর সিংহ মহাপাত্র। সাঃ ভেদুআ পরগনে সিমলাপাল তরফ ধুল্যাপুর পঠনাতে শ্রীরঘুনাথ মাহিন্তি সাং তরুপুর পরগনে ঐ ৯খ] [ঐ, পৃ.৩৬০, পুথি নং—১১১৪]

(৫৮৭) শিবরামের যুদ্ধ। দ্বিজ শ্রীযুত লক্ষন

ইতি সিবরামের যুদ্ধ সমাপ্ত—জথা দিষ্টং তথা লিখীতং লিখো দশ নাস্তি কি ইতি।। লিখিত শ্রীরামধন স্বরকার সাঃ বাযুত্তা পরগনে পটনাথে শ্রীমেদুযুদন গোস্বামী সাঃ চেম্য পরগনে ঐ সন ১২৫০ সাল তা-৩ ফাল্গুনী রোজ বৃহস্পতিবার বেলা এক প্রহরের অক্তে সমাপ্ত হইল ইতি—১১ক] [ঐ, পৃ. ৩৬০, পুথি নং—১১২৭]

(৫৮৮) ভাগবতামৃত (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ)। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি দ্রৌপদির লজজ্যানিবারণ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীসামচরণ গৌসাই।। সাং পার্থরবাড়্যা।। পঠনাত শ্রীমতিলাল গোসাই।। সাং পার্থরবাড়্যা।। ইতি ২২ আশ্বিন।। সন ১২১২ সাল বিতারিখ রবিবার শ্রীশ্রীনাটমেলাতে সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দৌস নাস্থি ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ৯খ] [ঐ, পৃ. ৩৬৪, পুথি নং—১১৫৪]

(৫৮৯) মহাভারত (বিরাট পর্ব)। কাশীরাম দাস

ইতি-লিখিতং শ্রীমথুরমোহন মজুমদার পঃ বিষ্টুপুর তঃ বৈত্রিতল মৌজে উত্তরবাজ——পুস্তক শ্রীবলাই তাঁতি——পঃ সিমলাপাল মৌজে——জামবেড়্যা সন ১১৩৩ সাল ...। ৯৯খ] [ঐ, পৃ.৩৭০, পুথি নং—১১৯৪]

(৫৯০) মোহমোচন। বাণীকণ্ঠ

লিখিতং শ্রীরামলোচন দাস সেন সাকিম মোজে নসিরবাটী পরগনে জাহানাবাদ স্বরকার মন্দারন সন ১২১৮ সাল।। ১৮ক] [ঐ, পৃ. ৩৭৩, পুথি নং—১২১৩]

(৫৯১) ঐ (অশ্বমেধ পর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্ট তথা লিখিতঃ লিক্ষৌকং দোস নাস্তি ভিমস্বাপি রণে ভঙ্গ মুনেণাঞ্চ মতিভ্রম।। হস্তি টলতি

পদেণ জুভা টলতি পন্ডিত।। ইতি য়স্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।। বেলা চারি দন্ড আমলে সমাপ্ত হইল।। শ্রীকোমলাকান্ত রায়ের পুর্ব্বদারি ঘরের দরজায় বসিয়া লিখিলং স্বয়ক্ষর শ্রীদারিকানাথ রায় সাং চক পঞ্চানণ পরগণে সমরসাহী—সন ১২৫৫ সাল—ইতি তারিখ—৬ কাত্তিক।। ৮৭ স্বীঃ সাতাসী পাত মাত্র ।। ৭৪।। ৮৭ক] [ঐ, পৃ. ৩৯৭, পুথি নং—১৩২০]

(৫৯২) ক্রিয়াযোগসার। অনন্তরাম দত্ত

ইতি ক্রয়াজোগে অষ্টদসম অধ্যা সমাপ্ত।। শ্রীগুরবে নাম।। স্বআক্ষর মিদং শ্রীরাম দুর্ল্লভ দাস সাং—"পরগনে চৌর্দ্ধগাও।। কিসম নরহরিপুর—।। ইতি সন ১২০৬ সন মাহে ২৯ ফাল্গুন রাত্রি এক প্রহর কালে মোকাম গকুলগঞ্জে শ্রীশ্রীকীষ্ণ সাহার গোলাতে সমাপ্ত হইয়াছে পুস্তক শ্রীরামদুর্ল্লভ দাষ - ৫০ক] [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৯৮, পুথি নং—১৩২৭]

(৫৯৩) মহাভারত (স্ত্রীপর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টঃ তথা লিখীতঃ লিক্ষকো দোস নাস্তিকঃ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিণাঞ্চ মতিভ্রমঃ।। লিখিতং শ্রীজহ্নেজয় দেবসম্মাংণ সাং কলাগ্রামঃ।। পরগনে মেদনিপুরঃ।। পঠনার্থ শ্রীধঞ্জঅ দেবসন্মানে।। সন ১২৩৭ সাল তারিখ ৩০ বৈসাখ রোজ মঙ্গলবার বেলা তিন ঘড়ির মোর্দ্ধে সমাপ্তঃ।। ৪৩ক] [ঐ, পৃ. ৩৯৮, পুঁথি—১৩৪০]

(৫৯৪) মহাভারত (শল্যপর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখীতঃ লিক্ষকো দোস নাস্তিকঃ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিণঞ্চ মতিভ্রম ।। এ পুস্তক লিখীতং।।

শ্রীকুবিরচরন সরকার।। সাং কলাগ্রাম পরগনে মেদনিপুর সন ১২৪৩ সাল—তারিক—১৪ পোষ রোজ - সনির বেলা চারিচন্ড।। ১২ক] [ঐ, পৃ.৩৯৮, পুঁথি নং—১৩৪১]

(৫৯৫) মহাভারত (মুষল পর্ব)। কাশীরাম দাস

ইতি মহাভারত মোসল পর্ব্ব সমাপ্ত হইল ঃ।। জথাদ্রিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনি নাস্তি মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রী গোসামীচরন দাস দেব সাং কলাগ্রাম।। পরগনে মেদনিপুর।। সরকার গোআলপাড়া।।

এ পুস্তক জে হরণ করে তাহাকে কোটু দিব্বি আছে। ইতি সন ১১৯৯ সাল তাং ৭ কাত্তিক রোজ বৃস্পতিবার বেলা তিন প্রহরে সমাপ্ত হইল ১৫খ] [ঐ. পৃ. ৩৯৯—৪০০, পুথি নং—১৩৫০]

(৫৯৬) ভাগবতামৃত। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি দিবারাসের পালা সমাপ্ত।। সাঃ পহলানপুর পরগনে সমরসাহি সন ১২৪৬ সাল। —শ্রীনবিনচাঁদ লাএক ২৪ কাত্তি সনবার সায়ণ শ্রীগোরাচাঁদ নন্দি। —সেবক শ্রী...। ৬খ] [ঐ, পৃঃ ৪০১, পুথি নং—১৩৭৫]

(৫৯৭) মহাভারত (আশ্রমপর্ব)। কাশীরাম

ইতি আশ্রমপর্ব... তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তিকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ।। ... পন্ডিত সাং বাতালন পঠর্ন্নাথে শ্রীসত্তিরাম [বাগতি] সাং বেঙ্গা বিষ্ণুপুর পঃ [] সাহি . . . সন ১১৭১ সাল তাং ২৬ মাঘ রোজ ষুক্রবার - তিথি [ঐ, পৃ. ৪০১, পুঁথি নং—১৩৮৮]

(৫৯৮) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম

লিখিতং শ্রীরাম রাম মজুমদার সাকিম দেয়াড়া - পরগণে রাণিহাটী - চাকলে - বর্দ্ধমান - ইতি - সন ১২২২ সাল - তারিখ - ৭ শ্রাবণ - ষুক্রবার - মোকাম মেদগাছী রাত্রি দুই প্রহর সময়ো হইল ইতি - ৪০ক] [ঐ, পৃঃ ৪০১, পুথি নং—১৪১৮]

(৫৯৯) কপিলামঙ্গল। কবিচন্দ্র

কপিলাঙ্গ পুথিঃ হইল সমাপ্ত।। জথাদৃষ্ট তথা লিখিতং শ্রীনআন বারিক সাং লোহাই ইতি সন ১১৮৫ সাল - তারিখ - ৩০ শ্রাবন - রোজ - ভোগ করহ - ইতি - তাং - ১৫ পোনরঞিঃ - শ্রাবন - ১১ক] [ঐ, পৃ. ৪০২, পুথি নং—১৪২০]

(৬০০) রাধিকামঙ্গল। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি রাধিকা মঙ্গল কলঙ্ক ভঞ্জন সমাপ্ত।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষুকো দোসকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীয়ক্রুর সরকার —সাঃ পহলানপুর মোকাম পহলানপুর এ পুস্তকের মালিকি শ্রীয়ক্রুর সরকার সাঃ পহলানপুর সন ১২০২ সাল ২০ আসাড়—১৩ক] [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৪০২, পুথি নং—১৪২২]

(৬০১) ভাগবতামৃত। কবিচন্দ্র

ইতি নন্দবিদায় পালা সমাপ্তঃ।। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্ত্ত সাং হরিপুরঃ। ইতি সন ১১৭০ এগার সও সত্তরি সাল বিতারিখ ২৫ ফাগুন রোজ সোমবার।। ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ : মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। [ঐ, পৃ. ৪০২, পুথি নং—১৪৩৩]

(৬০২) ধর্ম্মমঙ্গল (আখড়া পালা)। দ্বিজ রূপরাম

ইতি - সন ১২৭১ সাল তা - ১৮ জোষ্ঠী বক্তারর্নগরের চোপাড়িতে লেখা শ্রীবিস্বনাথ চক্রুবর্ত্তী সাঃ কাজড়া - ৩ - ৬খ] [ঐ, পৃ. ৪০৩, পুথি নং—১৪৪৩]

(৬০৩) মহাভারত (অরণ্যপর্ব)। কাশীরাম

ভিমস্বাপী রণে ... মতিভ্রম।। জথা ... নাস্তিক। লিখিতং শ্রীরামলোচন দাস তথা শ্রীব্রজকিশোর দাস তথা শ্রীগয়াচান্দ ব্রর্ম্মণ তথা শ্রী বিজয়রাম দাষ সাঃ বিষ্ণুপুর তথা শ্রী আমিরচন্দ্র দাস তথা শ্রীঅদ্বৈতচরণ দাস সাঃ নানৌর পরগণে বারবকসিংহ সন ১২০০ সাল সকাব্দা ১৭১৫ তা - ৯ শ্রাবন রোজ সোমবার তিথি পুর্ন্নমাশী রাত্র ১ প্রহরের সমএ শ্রীবল রায়ের বাটীতে লেখা সমাপ্ত হইল।। ১৩৮ক] [ঐ, পৃ.৪০৪, পুথি নং—১৪৭৪]

(৬০৪) উপাসনা পটল। নরোত্তম দাস

ইতি উপাষনা পটল সংপ্রুন্ন।। লিখিতং শ্রীগোপীচরণ দাষ সাকীম বাতিকার - সন ১১৫৯ এগার সও উনসাটী সাল তারিখ - ২৬ ছব্বিষা যৈষ্ঠী—৬খ] [ঐ,পৃ.৪০৯, পুথি নং—১৪৮৮]

(৬০৫) বিরাটপর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি বিরাট পর্ব্ব সমপ্ত। জথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোসনাস্তি : ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। স্বায়ক্ষর মিদং শ্রীমোনসারাম সরকার। সাকিম কাচিড়্যা পরগনে বায়ড়া সন ১২০৬৪ বারসর্ও চোষটি সাল তারিখ ১০ চহএ রোজ বুধবার।। ... [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি, পুথি নং—১৫১০]

(৬০৬) গয়াক্ষেত্র। কাশীরাম দাস

ইতি গয়াক্ষেত্র সমাপ্ত। জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষ্যক দোস নাস্তি মনিনাঞ্চ মতিভ্রমে সাক্ষর শ্রীনফর দে সাং নিজে গ্রাম এ পুস্তক পটনার্থে শ্রীবাবুরাম সরকার সাং কাচিগড়ে সন ১২৬৪ সাল তারিখ ৩১ আশাড় :। বাবুরাম। [ঐ, পুথি নং—১৫১১]

(৬০৭) সত্যপীরের পালা। রামেশ্বর

ইতি সত্যপিরের পালা সাঙ্গ। ইতি সন ১২৫১ সাল তারিখ ২২ মাঘ রোজ সমবার লিখিতং শ্রীরামগোপাল দাষ সরকার সাং রায়না পাঠক শ্রীমহেষ চন্দ চাটুজ্যা সাকিন সাপুড়া পরগনে বিষ্টুপুর। [ঐ, পুথি নং—১৫১৪]

(৬০৮) সুদামাচরিত্র। পরশুরাম

জথাদ্রিষ্ট তথা লিখিত লিক্ষ্যক দোস নাস্তি ঃ। ভিমস্বাপী রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্যুম ঃ। কৃষ্ণ (২) বল মোর মনঃ। সঅক্ষর মিদং শ্রীযুত হরিমোহন কয়াল সাং জঙ্গল পাড়া ঃ। পরগণে ঘুড় শন ১২৭৫ শালে এই পু(স্ত)ক শমতপ ৮ খানা পাথা ঃ। [ঐ, পুথি নং —১৫৫৪]

(৬০৯) রাধিকামঙ্গল। কবিচন্দ্র

এ পুস্তক শ্রীগঙ্গাধর দাষ। নাগুড়ু। ইতি সন ১২১৩ সাল। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লিক্ষকো দোষ নাস্তি । [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৫৬৩]

(৬১০) রামায়ণ। কৃত্তিবাস

ইতি শ্রীকির্ত্তিবাস বিরাচিত শীরামের গয়া কির্ত্তি শমাপ্ত। জথা দ্রিষ্টং তথা লিখিতং শ্রীরামভদ্র সরকার সাঃ কাচিগড়্যা পরগণে বায়ড়া সন ১২৩৫ সালের ২৮ আশ্বিন। [ঐ, পুথি নং—১৬০৮]

(৬১১) মহাভারত। কাশীরাম ও কবিচন্দ্র

জথাদিষ্ট তথা ...মতিভ্রম। স্বাঅক্ষর মিদং শ্রীনুইধর সরকার সাং কাচগড়্যা পরগনে বায়ড়া তরফ ভান্ডারহাটী এ পুস্তক নিজ সন ১২২১ সাল তাং ৭ ভাদ্র রোজ রবিবার বেলা ছয় দন্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত হইল ইত। [ঐ. পুথি নং—১৬১১]

(৬১২) বৈষ্ণব বন্দনা। দৈবকীনন্দন

ইতি শ্রীদৈবকি নন্দন বিরচিতং। শ্রীল শ্রীবৈষ্ণববন্দনা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীধরণীধর দাস ঘোষ সাং খন্ডঘোস মোকাম বদনগঞ্জ। পঠনার্থে শ্রীরামতনু পাল সাং বদনগঞ্জ পরগণে জাহানাবাদ সন ১১৮৪ এগার সও চরাসি সাল তারিখ ২৫ জৈষ্ঠ রোজ ব্রহ্পতিবার।। [ঐ, পুথি নং—১৬৪৪]

(৬১৩) হরিনাম কবচ। গোপীকৃষ্ণ

ইতি শ্রীহরিনাম কবচ সংপুর্ন্ন। লিখিতং শ্রীধনকৃষ্ণ তা। সাকিম নলা। লিক্ষকো দোস নাস্তি। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। ভিমস্বাপী রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। ইতি সন ১২৪০ বার সও চল্লীষ সাল তারীখ—১২ ফালগুন সনিবার বেলা একপহর। [ঐ, পুথি নং—১৬৪৩]

(৬১৪) রসপুরকারিকা। শ্যামানন্দ দাস

ইতি শ্রীরসপুরকারিকা সমার্পন হইল ইতি জতৃদিষ্ট তাং তত্লিখীতং লিখক দোষ নাস্তি গ্রন্তহা প্রিতরম দাসের সাকিম স্মনগ্রাম।। ইতি শ্রীকৃষ্ণ ...। [ঐ, পুথি নং—১৬৮৫]

(৬১৫) নন্দবিদায়। কবিচন্দ্র

লিখিতং শ্রীক্ষেত্র মোহন ঘাটী সাং মইগ্রাম পরগনে সমরসাহি সন ১২৪৪ সাল তারিখ ৪ কাত্তিক। [ঐ, পুথি নং—১৭১৩]

(৬১৬) মহাভারত (কর্ণ পর্ব)। কাশীরাম

লিখিতং শ্রীবেচারাম মল্লিক সাং গৌরহাটী ইতি সন ১২০৭ সালের তাং ১৮ বৈশাখ। [ঐ, পুথি নং—১৭১৯]

(৬১৭) হরধেনু ভঙ্গ। রসিক কবি

ইতি ধেনুক ভঙ্গন সমাপ্ত। জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিখোকো দোষ নাস্তিক পাঠক শ্রী হারাধেনে গরাঞি সাঃ ইলামবাজার শন ১২৩৬ সাল তারিখ ৩০ বৈসাখ। [ঐ, পুথি নং—১৭২৮]

(৬১৮) উপাসনা পটল। নরোত্তম দাস

ইতি শ্রী উপসনা পট্টল গ্রন্থ সংপুর্ন্ন।। ইত্যাদি।। জথাদিষ্টং স্বঅক্ষর শ্রীরামলোচন দাস ফজ্জাদারের সাং মনষুকা।। এ গ্রন্থ শ্রীরাজারাম বারিক্যার সারখিনে পড়িতে দিলাম ইতি সন ১২৩৬ সাল তারিখ

২৬ শ্রাবন বারে সমবার বেলা ছয় দন্ড সময়ে সমাপ্ত।। [ঐ, পুথি নং—১৭৮৯]

(৬১৯) গুরুদক্ষিণা। পীতাম্বর সেন

গুরুদক্ষিণা পুস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৪ সাল তাং - ১ অগ্রহায়ন বেলা এক প্রহরে পুস্তক সমাপ্তঃ। রোজ ব্রহস্পতি বার শ্রীঅনন্তরাম কয়ালের বাটীতে লিখিলাম।। সয়ক্ষর মিদং শ্রীপিতাম্বর সেন নিঃ কেসবপুর পঃ মুড় তালুক শ্রীযুত রাজবল্লভ রায়চৌধুরি মহাসয় শ্রীচরণকমলেষু। [ঐ, পুথি নং—১৭৯৩]

(৬২০) একাদশী পাচালি। বড়ু শ্রীধর

জতা দিষ্ট ততালিখিতং লির্ক্ষকের দোষ নাস্তি।। ভিমস্বপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম সয়অক্ষর শ্রীরাম মোহন নস্কর সাং কৃষ্ণনগর সন ১২১৬ সাল তাং ১০ চৈইতি ব্রহস্পতি বার ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে এই পুস্তক সমাপ্ত ইতি— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৭৯৭]

(৬২১) গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর

ইতি গুরুদক্ষিণা পুস্তক সমাপ্ত সন ১২৩৪ সাল তারিখ ৬ ছই মাঘ সঅক্ষর মিদ শ্রীরামগোপাল দের সাকিম পাকুড়তলা পরগনে মুড় পঠনার্থে শ্রীআনন্দ চন্দ কোঙর সাকিম বুড়ু সন ১১২৪— [ঐ, পুথি নং—১৭৯৯]

(৬২২) ভাগবতামৃত। কবিচন্দ্র

জথা দিষ্ট ... মতিভ্রম এই পুস্তক স্বয়ক্ষর শ্রীরাম কৃষ্ণ হাজরা তাং ৬ জইষ্টী সন ১১৯৩ সাল। [ঐ, পুথি নং—১৮০৪]

(৬২৩) সুদামার চরিত্র। দ্বিজ পরশুরাম

ইতি সুদামার চরিত্র সমাপ্ত।। সয়অক্ষ্য শ্রীনীলাম্বর দেব সর্ম্মরি। পুস্তক শ্রীরামলোচন বেহরার সাকিম নিজগ্রাম বুড়ুর।। [ঐ, পুথি নং—১৮০৫]

(৬২৪) দাতাকর্ণের পালা। অজ্ঞাত

জথাদ্রিষ্ট তথা ... স্বয়ক্ষর শ্রীমৎ দেবনারায়ণ নস্কর সাং গাচা চন্ডিপুর পং সুতাগাছা পুস্তক পঠনার্থে এই নিবে ইতি সন ১২৩৫ সাল তাং - ২৪ কার্ত্তিক রোজ সনিবার এক প্রহরবেলা থাকীতে প্রস্তক সমাপ্ত হইল ইতি শ্রি ৪ পদ [ঐ, পুথি নং—১৮০৭]

(৬২৫) নরমেধ যজ্ঞ। কৃত্তিবাস

ইতি নরমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। সন ১২২৬ সাল ২৬ চৈত্র এই পুস্তক শ্রীরামচাঁদ গিরি সাং সিবপুর পরগনে তুলঘাট সাক্ষর শ্রীভবানীচরণ গিরি। [ঐ, পুথি নং—১৮১১]

(৬২৬) মহাভারত গদাপর্ব্ব। কাশীরাম

পরগণে মুড়াগাছা মৌজে ভাদুরা লিখিতং শ্রী অর্জ্জুন মান্না।। সন ১২৩৭ সাল তারিখ ২৮ শ্রাবন— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৮১৫]

(৬২৭) মহাভারত আশ্রমপর্ব। কাশীরাম দাস

সমাপ্ত।। জথা দিষ্ট তথা ... মতিভ্রম।। ইতি সন ১২২৮ সাল ৭ আসাঢ় বুধবার সর্দ্দার সাং সামাত্রি মৌজে দুর্লভপুর। [ঐ, পুথি নং—১৮৪০]

(৬২৮) মহাভারত স্বর্গারোহন পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি শ্রীমহাভারথের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব সমাপ্ত।। স্বাক্ষর শ্রীসদানন্দ ভুই। পুস্তক শ্রীকিশোর কুন্ডু। সাং সাহেবগঞ্জ সন ১০৮৪ সাল তারিখ ১৩ পৌস রোজ শুক্রবার। [ঐ, পুথি নং—১৮৪৩]

(৬২৯) সিদ্ধ (সিদ্ধান্ত) চন্দ্রোদয়। অজ্ঞাত

ইতি গ্রন্থ জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিখ্যক নাস্তী দোশকং পাটক শ্রীদয়াল দাষ মোঃ কল্যা সমাপ্তি।।

সন ১২৬১ সাল তারিখ ২৪ জৈষ্ট রোজ মঙ্গলবার দিবা অষ্টাই দন্ডে সময়তে ...। [ঐ, পুথি নং—১৮৪৭]

(৬৩০) সত্যপীর পাচালী। শঙ্করাচার্য

লিখিতং শ্রীকৈলাস চন্দ্র পট সাং ফতেপুর হাবিলি পরগনার :। শ্রীরাম সদয় মন্ডল সাং ফতেপুর শ্রী এ পোতা সাঙ্গ হইল সন ১২৭০ সাল তারিখ ২৯ আশ্বিন বেলা দুই পহর সমবার সারা হইল ইতি।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৮৬৩]

(৬৩১) সত্যপীর পাচালী। শঙ্করাচার্য

জথা দিষ্টং... মতিভ্রম শ্রীব্রজমোহন সরকার সাং বায়ড়া সন ১২৭৫ সাল ...। [ঐ,পুথি নং—১৮৬৪]

(৬৩২) শিবরামের যুদ্ধ। কবিচন্দ্র

শিবরামের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। সন ১২৩৯ সাল তাং ৯ ফালগুন এই পুস্তক শ্রীকাসিনাথ মন্ডলের।। সাং অনন্তরামপুর। এই সয়ক্ষর শ্রীকেবল রাম দাষ কয়াল সাং বরখালি। [ঐ, পুথি নং—১৮৭৫]

(৬৩৩) নামসংর্কীর্তন। নরোত্তম

জতা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখক দুস নাস্তি সন ১১০৪ সাল তারিখ ২০ ভাদ্র ডিহি জগতবল্লবপুর ইতি লিখিতং রামতনু মন্ডল। [ঐ, পুথি নং—১৯০০]

(৬৩৪) ২০২৬। মহাভারত (ভীষ্মপর্ব)। কাশীরাম দাস

ভিমবাপে রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। জথাদিষ্ট তথা লিখিত।। লিখিতং শ্রীভৈরব সিংহ ধোবা।। সঃ রামপুর।। ইতি সন ১২৩৬ সাল ১৩ আসাড় বেলা ছয় দন্ডা রোজ লক্ষিবার। [ঐ, পুথি নং—২০২৬]

(৬৩৫) মহাভারত (সভাপর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্ট ... মতিভ্রম।। সন ১২৩৪ সাল রবিবার। লিখিত শ্রীবিশ্বম্ভর ঘোষ সাং খন্ডাকোড়ে। [ঐ, পুথি নং—২০২৭]

(৬৩৬) মহাভারত (বিরাটপর্ব)। কাশীরাম দাস

সন ১২১২ সাল লিখিতং শ্রীপ্রসাদ দাস। সাং বড়জোড়া।।' পাঠক শ্রীগউর দাস। সাং বড়জোড়া। [ঐ, পুথি নং—২০৩৪]

(৬৩৭) হরিশচন্দ্র পালা। কবিচন্দ্র

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং শ্রীরামধন ... সাং কাচিগড়্যা পরগনে রামজ ... পঠন্নার্থে ... সাং পুর্হন পরগনে সমরসাহি সন ১২৫৩ সাল— [ঐ, পুথি নং—১৯১৬]

(৬৩৮) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (নৌকা খন্ড)। জীবন

ইতি নৌকা খন্ড সমাপ্তা। ইতি সন ১২৪৫ সাল তাং ১৩ ফালগুন লিখিতং নফর চন্দ্র ভট্টাচার্জ—সাং নিরিসা পরগনা বারহাজারি জেলা পশ্চিম অংস বর্দ্ধমান চোকী বড়জড়া।। [ঐ, পুথি নং—২০৬১]

(৬৩৯) মহাভারত (সৌপ্তিক পর্ব, ঐসিক পর্ব)

জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং—মতিভ্রম। ইতি সন ১২৬৯ সাল তারিখ ২৫ ভাদ্র/২১ভাদ্র লিখিতং শ্রীজোজ্ঞেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়—সাঃ চুআমেসিনার উত্তরে পাড়াতে বাসস্থান।। [ঐ, পুথি নং—২০৬৬]

(৬৪০) চৈতন্য মঙ্গল। লোচন দাস

ইতি সন্ন্যাস খন্ড সমাপ্ত।। ১৩ শ্রাবন সমপুর্ন্ন ঃ সন ১২১৩ সাল। লিপিরিয়ং শ্রীলক্ষণ দেবশর্ম্মন।। শঅক্ষর মিদং লাংক্কার বাজার। পাঠার্থে শ্রীনফরচন্দ সৌঃ রাধা গোবিন্দজিরঃ ইতিঃ।। হস্তি বিচলিত

পত্রসৌভা ... নীত পন্ডীত ভিমম্মাপী ... [ঐ, পুথি নং—২০৮১]

(৬৪১) রাধারস কারিকা। কৃষ্ণদাস

ইতি রাধারস কারিকা গ্রন্থ সমাপ্ত।! ইতি সক ১৭৪৭ সাল।। তারিখ ২৩ বৈশাখ। লেখীতং শ্রীবলরাম পাত্র সাকীম মকুলপোত।। ইসাদ শ্রীরামসর্ম্মা।। সাকীম সানন্ডিয়া গ্রাম।। [ঐ, পুথি নং—২০৮৬]

(৬৪২) সত্যনারায়ণ। দ্বিজরামকৃষ্ণ

ইতি সত্যনারায়নে পুস্তক পুর্ন্ন হইলা।। লিখিতং শ্রীরাম সুন্দর লাএক শাঃ বড়জোড়া শন ১২৪৪ সাল তাং ৩০ ফাল্গুন বেলা দুই প্রহরের সময়ে শমাপ্ত হইল।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২০৮৮]

(৬৪৩) শিবরহস্য আগম। জগন্নাথ দাস

সাক্ষর মিদং দীনহীন শ্রীবৈষ্ণব চরন ঘোষ সাং বাম্বানপুর।। পরগনে সেনপাহারি।। থানা কৃষ্ণনগর।। জথা দীষ্টং তথা লীখীতং লিক্ষকের দোষ নাস্তী। [ঐ,পুথি নং—২০৮৯]

(৬৪৪) দাতাকর্ণ। অজ্ঞাত

ইতি দাতাকর্ণ সমাপ্ত।।

লিখিতং শ্রীবানিশংকর দাষ সাঃ গোবিন্দপুর মোকাম গনপুর।। শ্রী চন্দ্র য়ধিকারির বাটীতে পূর্ব্বদ্বারে ঘরের পিড়াতে পুর্ব্বমুখে বসিয়া সমাপ্ত।। জথাদিষ্ঞ তথা লিখিতং লিক্ষো দোস নাস্তিকং ভুমেস্বীপে রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। পাঠক শ্রী... নাথ মন্ডল সাকিম গনপুর পরগনে মল্লারপুর মতালকে জেলা বিরভূম।। ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ২৯ বৈসাখ রোজ বুধবার... আমাবস্যা বেলা আন্দাজ আড়াই প্রহরের সমএ সম্পুন্ন হইল।। [ঐ, পুথি নং—২১০৪]

(৬৪৫) মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব।

ইতি বিরাট পর্ব্ব সমাপ্তঃ।। জথা দিষ্টং তোথা লিখিতং শ্রীতারাচাঁদ দাশ গোহ : পুস্তকমিদং শ্রী পোঞ্চানন মেট্যা ইতি শন ১০৮২ শাল তারিখ ৩০ চৈত্র শাঃ বাস্তাজোউ।। [ঐ, পুথি নং—২১০৮]

(৬৪৬) স্বরূপ বর্মন। কৃষ্ণদাস

ইতি স্বরূপ বর্মন সমাপ্ত।। ইতি সন ১২২০ সাল তাং ২০ শ্বাবন।। মোঃ রানাপুর পাঠার্থ লিখিতং শ্রীরামকানাই শর্মা সাঃ সাহাপুর। [ঐ, পুথি নং—২১১৫]

(৬৪৭) স্মরণ মঙ্গল। নরোত্তম দাস

সন ১১৮৫ সাল তাং ১৮ পৌষ লিখিতং শ্রীসার্থক রাম ধর। সাং খায়ো।। [ঐ, পুথি নং—২১১৭]

(৬৪৮) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।' নরোত্তম দাস

লিখিতং শ্রীনারায়ণ দাস। সাঃ রঘু নাথ পুর পাঠার্থ শ্রীগৌর দাস সাং ইসবপুর।। সন ১১৬০ সাল বিতিরিখ ৯ আসাড়ে চন্ডিপুরে বৈষ্ণব টোলাতে আম্রতলাতে বসিয়া গ্রন্থ সংপুর্ন্ন।। [ঐ, পুথি নং—২১২১]

(৬৪৯) স্মরণ টীকা। —

ইতি শ্রী সরন টীকা সমাপ্ত হইল বেলা আখোর।। লিক্ষক দোষ নাস্তে লিখিতং শ্রীগোপাল গোস্বামীজী সাং বড়জোড়া ১২৫৫ সাল তারিখ ১৬ আশ্বিন। [ঐ, পুথি নং—২১৪৭]

(৬৫০) মহাভারত। কাশীরাম দাস

যা দৃষ্ট তথা লিখিতং ... মতিভোম। সম্রাক্ষর শ্রী ... নাএক।। সাঃ বড়জোড়া তালুক সাহারজোড়া কনেষ্ট ভাই শ্রীরাজীবলোচন নাএক সন ১২০৯ তারিখ ১৪ মাঘ।। [ঐ, পুথি নং—২১৫৪]

(৬৫১) চমৎকার চন্দ্রিকা। —

ইতি সন ১২৫২ সাল তারি ১৬ শ্রাবন রোজ বুধবার এই পুস্তক সমাপ্ত হয় বেলা দ্বিতীয় প্রহরে সময়ে সমাপ্তঃ। লিপিরিয়ং শ্রীকুঞ্জবেহারি সেন গুপ্তষ্য সাকিম রামপুর এক্ষান আযুড়্যা এই পুস্তক শ্রীযুত গুরুচন সেন মহাশয়ের পুস্তক সমাপ্ত হইল ইতি ।। ৪।। কুতুহল।। [ঐ, পুথি নং—২১৬৮]

(৬৫২) রামায়ণ (অরণ্যকাণ্ড)। কৃত্তিবাস

ইতি সন ১২৪৮ সাল তারিখ ৮ মাঘ ই লিখিতং শ্রীগঙ্গা নারায়ণ চৌধুরী সাং মাধবপুর পঃ বিষ্ণুপুর ৩: বারহাজারি।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২১৯০]

(৬৫৩) শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত। বৃন্দাবন দাস

জথা দৃষ্টং ... মতিভ্রমঃ। লিক্ষতে শ্রীদ্ব-ঘোষ পূর্ব্ব নিবাস দের্কোচা পবেয়াকেনা সন ১১৬৪ সাল তা ২২ শ্রাবণ। [ঐ, পুথি নং—২২০৫]

(৬৫৪) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

অক্ষর মিদং শ্রীমুলুকচন্দ্র দেবশর্ম্মা। মাঘ বিরভূম। ঠিকানা রাধানগর।। পুস্তক শ্রীতিনুচরণ কর্ম্মকার সাঃ অর্জ্জুন তলা সন ১১৫৮ সাল তা ২৬ শ্রাবন প্রতিপদে তেথৌ। রৌজ সনিবার।। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।। [ঐ, পুথি নং—২২২৬]

(৬৫৫) বৈষ্ণব বন্দনা। দৈবকী নন্দন

লিখিতং শ্রী হলধর দাষ : পাঠক শ্রীযুত শ্রীকান্ত মিত্র সাং বষরা সন ১২১৩ সাল তে ২২ পোষ রোজ রবিবার।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২২২৮]

(৬৫৬) মহাভারত। নিত্যানন্দ ঘোষ

জথাদৃষ্টং ... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ নাএক সাং ক্ষাপচা পরগনে খড়গাঁ সন ১২০৬ সাল বারসো ছয় সাল তারিখ ২ কার্তিক রোজ বুধবার কৃষ্ণ পক্ষে।। [ঐ, পুথি নং—২২৪৩]

(৬৫৭) চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

লিখিতং শ্রীদ্বারকানাথ দেবশর্ম্মা।। সাং খান্দারা।। শকাব্দা ১৭৪৪।১১।১৯ তারিখ।। ১৯ চৈত্রী।। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ চরণে মতিরস্ত।। [ঐ, পুথি নং—২২৪৬]

(৬৫৮) স্মরণ টীকা।

লিখিতং শ্রীধজাধারি দাষ সাকেম বেরা—বাউল দাষ বাবাঁজি সাকিম ... সন ১২৫০ সাল। [ঐ, পুথি নং—২২৫৪]

(৬৫৯) চৈতন্য ভাগবত। বৃন্দাবন দাস

ভিমস্বাপি ... মতিভ্রম।। জথা দিষ্টং ... নাস্তিক।। ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি খন্ড সংপূর্ন্ন।। এ পুস্তক সাক্ষর মিদং।। লিখিতং শ্রীমহেশ চন্দ্র অধিকারী তাথা শ্রীপ্রেমনাথ অধিকারী তাথা শ্রীমথুরানাথ দাস সরকার সাকিম স্যামনগর সাকিম পাচদাড়ো পালাসিপাড়া সাকিম মৌজগ্রাম।। সমাপ্ত।। পুস্তক সমাধা হইল ১২৩৯ বারশোর্ত্ত ওঁন চল্লি সাল তারিখ ১১ চৈত্র রোজ সুক্রুবার দ্বিতিয়া বেলা তিন প্রহর সময় সমাপ্ত হইল। [ঐ, পুথি নং—২২৭২]

(৬৬০) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি তারিখ ৪ শ্রাবন রোজ সনীবার।। লিখিতং শ্রীরাধানাথ দে দাস।। জথা দৃষ্টং ... নাস্তিকং।। পাটক শ্রীবাঞ্চারাম গোসাঞিং।। পরগনে মজফর সাহি সাঃ রামপুর।। [ঐ, পুথি নং—২২৭৬]

(৬৬১) ললিত মাধব (প্রেমকদম্ব)। স্বরূপচরন

লিখিতং শ্রী শ্রীনিবাষ ঘোষ সাকিম কাকন্যা সক ১৭৭২ সাল শ্রাবন মাষস্ত এক বিংশতি দিবসে।। বাকুণ্ডা মোকামে শ্রীরাধাদাষ ঘোষস্য গ্রন্থদৃষ্টে।। [ঐ, পুথি নং—২২৮৩]

চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

লিখিতং শ্রী শ্রীনাথ শর্ম্মণঃ সাক্ষর মিদং পুস্তকং।। ইতি সন ১২৩৯ শাল তাং ২২ অগ্রান।। শকাব্দা ১৭৫৪।। [ঐ, পুথি নং—২২৯৭]

(৬৬২) মহাভারত। কাশীরাম দাস

ইতি মহাভারথে দান পর্ব্ব সমাপ্ত।। লিখিত শ্রীহরি চরন দাশ বৈরাগী সাকিম আমদপুর।। পাঠক শ্রী শ্রীহরি ঘোস সাং বেলে সন ১২২৫ সাল তারিখ—২১ অগ্রাঅন— [ঐ, পুথি নং—২৩২৯]

(৬৬৩) মহাভারত (স্বর্গারোহণ)। কাশীরাম দাস

জথাদিষ্ট তোথা লিখিতঃ লেখোক দোশ নাস্তিকং ভিমশনাপে রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম ইতি লিখিতং শ্রীহরিশচন্দ্র দাশ মন্ডল শাঃ কবিলপুর পাটক শ্রীইশ্বর চন্দ্র গোপ শাঃ মাদ্রার ঘাটে মোকাম মাতুলালয়ে শাঃ কবিলপুর।। ইতি ১২৫৫ শাল তারিখ—১১ ষাট— [ঐ, পুথি নং—২৩৩২]

(৬৬৪) আনন্দ লহরি। বৃন্দাবন দাস

সন ১২০৩ সাল তারিখ ৯ চৈতি লেখা যায়।। বারে রবিবার।। জথা দিষ্টং তথা লিখ্যিং লিখিতং শ্রীসোনাতন দাষ সা—ইলামবাজার।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৩৫১]

(৬৬৫) গীতগোবিন্দ। রসময় দাস

লিখিতং শ্রীগোরাঙ্গ দাস বৈরাগি।। শন ১২১৭ শাল বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষে তিথি শপ্তমি বেলা ৬ ছয়দণ্ডে গ্রন্থ সমাপন।। মোকাম তারাপুর।। [ঐ, পুথি নং—২৩৫৪]

(৬৬৬) জন্মাষ্টমী ব্রতকথা। শ্রীরঘুনাথ

ইতি সন ১২২৭ সাল তারিখ ১৩ মাঘ রোজ বুধবার।। লিখিতং শ্রীমথুরচন্দ্র দায বাবাজি আখাড়াধারি।। সাকিম মাহামদপুর।। ইতি।। [ঐ, পুথি নং—২৩৫৫]

(৬৬৭) হনুমান চরিত্র। —

ইতি সন ১২৫৮ সাল তাং ১০ শ্রাবন শুক্রবার লিখিতং শ্রীশ্যামচরণ চৌধরি সং ছাবনা সাং পরৌণ্ডী শমাপ্ত— [ঐ, পুথি নং—২৪২৬]

(৬৬৮) দাতাকর্ণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি দাতাকর্ণের উপক্ষান সমাপ্তঃ কৃষ্ণকান্ত দাষ সাঃ বাটানে সন ১২৩০ সাল তারিখ ১৯ বৈসাখ - তারিখ ১৪ আসাড় [ঐ, পুথি নং—২৪৩৭]

(৬৬৯) রাধারস কারিক। নরোত্তম দাস

জথা দৃষ্টং ... মতেভ্রম।। ইদং পুস্তক শ্রী মো(হ)ন দাশ সাঃ মানকর লিপিরেয়ং শ্রীমোহন চন্দ্র দাশ।। সাকিম অমরারগড়।। শকাব্দা—১৭১৮।৯।৩ সন ১২০৩ সাল।। তারিখ।। ২৯ শ্রাবন।। সমাপ্ত।। [ঐ, পুথি নং—২৫১২]

(৬৭০) সখি নির্ণয়। —

সন ১১৬১ সাল তারিখ ২৮ শ্বাবন রোজ সনিবার লিখিতং শ্রীগোপীচরন দাস নামাজনস্য সাঃ মাচায়া।। [ঐ, পুথি নং—২৫১৫]

(৬৭১) চৈতন্য মঙ্গল। লোচন দাস

ইতি শ্রীশন্যাশ খন্ড শমাপ্তোয়ং। সন ১২২৪ শাল তারিখ ২৯ পৌশ রোজ রবিবার।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোশ নাস্তিকং।। লিখিতং শ্রী শাধুচরন দাশ।। শাকিম পছিমাগামিনি।। [ঐ, পুথি নং—২৫২৫]

(৬৭২) মহাভারত (দ্রৌণ)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং ... নাস্তিক।। ইতি লিখিতং।। শ্রীসচন্দ মিস্ত্রী চাকৌলে সিউড়ি।। থানা উকুরা।। চৌকি মঙ্গলপির।। সন বারস ৫৪ শাল তারিখ ২৯।। [ঐ, পুথি নং—২৫৫৪]

(৬৭৩) মহাভারত (দ্রৌণ পর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা ...।। ইতি লিখিতং।। শ্রীরামেশ্বর চন্দ্র মিশ্র চাকৌলে সিউড়ী।। ঐ।। ঐ।। ঐ।। সন বারস ৫৯ শাল তারিখ ২৯ আশাড় মাসে শমাপ্ত হইল।। [ঐ, পুথি নং—২৫৫৬]

(৬৭৪) চৈতন্য ভাগবত। বৃন্দাবন দাস

জথা দৃষ্টং... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস সাঃ সারুল মোকাম স্যামদাসপুরে বাঙ্গালা চৌপাড়িতে এ গ্রন্থ লেখা সমাপ্ত।। ইতি সন ১২৪২ শাল তারিখ ৪ পৌষ— [ঐ, পুথি নং—২৫৬০]

(৬৭৫) নারদ সংবাদ। কৃষ্ণদাস

লিখিতং শ্রীদীনবন্ধু মন্ডল সাং চামবা ... জেলা বিরভোম।। [ঐ, পুথি নং—২৬১৭]

(৬৭৬) দাতাকর্ণ। কবিচন্দ্র

জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো ... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীরামকিসোর দাষ রায়।। পাঠক শ্রী বিশ্বনাথ সৌঃ।। সাং ঝিক ডাহা। সন ১২৩৫ সাল তাং ১২ মাঘ। [ঐ, পুথি নং—২৬২৬]

(৬৭৭) শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরতি মঞ্জরী।

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোশ নাস্তিক। লিখিতং শ্রীশাধুচরণ দাস। সাং পছিমগামিনী : সন ১২১২ সাল তারিখ ১৩ চৈত্রী রোজ মঙ্গলবার উত্তর দুআরির পিড়াতে শংপুর্ন্নঃ। পাঠক শাধুচরণ দাস : শাকিম পছিমগামিনী। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৫৭২]

(৬৭৮) মহাভারত (ভীষ্মপর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দ্রিষ্টং ... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীরামমোহন দাস। জেলা বর্ধমান পং আজমৎসাহী সাং পলাসি। এই পুস্তক রাত্রে দুই প্রহরের সময়ে সমাপ্ত রোজ শনিবার ইতি সন ১২১৮ সাল তারিখ ২৭ সাতাসা মাঘ এই পুস্তক শ্রীকাশিনাথ ঘোষের হইল।। [ঐ, পুথি নং—২৬৩৫]

(৬৭৯) মহাভারত (গদাপর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্ঞ ... মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীরামনারায়ন মজুমদার।। সাক্বিম চহট্টা পরগনে ফতেপুর।। মোজে নিত্তনন্দ আবাদ।। চাকলে জিলা খারিজা।। সন ১২১৩ সাল তারিখ ৫ জষ্ঠি সনিবার তিথি আমাবস্বা।। পুর্বুদ্বারি ঘরের পিড়াতে বসিএঞা সমাপত।। আদরস শ্রীরামমোহন রায় সাং চাহট্টা।। ...।। [ঐ, পুথি নং—২৬৩৯]

(৬৮০)ক) মহাভারত (বিরাট পর্ব)। কাশীরাম দাস

লিখীতং শ্রীবিশেস্বর ঘোস সাঃ জোল্ল মোকাম নিজগ্রাম সন ১২৪২ শাল তারিখ ২১ বৈসাখ শ্রীগোপাল চন্দ্র মন্ডল সাঃ জোল্ল মহামহিম শ্রীযুত বিস্বনাথ মন্ডল বরা (ব) রেষু ...।। [ঐ, পুথি নং—২৬৪০]

খ) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিপিকর বিশ্বেস্বর ঘোষ। সাকিম জোল্লা। সন ১২৪২ সাল। [ঐ, পুথি নং—২৭৭৫]

(৬৮১) চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং।। অন্ধলিখ্যতাং শক্তি শুদ্ধ্যতাং শ্রীদর্পনারায়ণ ঘোষ নামজনস্য শ্বাক্ষর মিদং।। সাকিণ অমরপুর পরগণে শেনপাহাড়ি সরকার মন্দারণ।। শ্রীরামহরি সাধব সাকিন নওব শাল পুস্তক মিদং।। সন ১১৮৪ এগার সও চৌরাশী শাল তারিখ সতেরক্রামাহ রোজ শুক্রবার। সমাপ্তোহয়ং আদ খন্ড।। শ্রীশ্রীহরি। [ঐ, পুথি নং—২৬৪৩]

(৬৮২) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জোথা দিষ্ট তথা লিখিত ... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীহর গোবিন্দ দেব মঙ্গান সা ধান্যমুরা মোকাম ... পাচার ... তথা লিখিতং শ্রীভাগবত দাষ সা বাতাষপুর ইতি সন ১২০১ সা তা - ২৩ অঘান রোজ সনিবার সন্ধা সমএ লেখন সমাপ্ত।। [ঐ, পুথি নং—২৭১৪]

(৬৮৩) প্রসাদ চরিত্র। কবিচন্দ্র

ইতি প্রসাদচরিত্র সমাপ্তঃ।। স্বাক্ষর শ্রীরাধাচরণ বসু সাং সাহাপুর এ পুস্তক শ্রীবিরেস্বর দাষ ভুঞার সাং পাচরা পরগনে মেদনিপুর সাকার গোওালপাড়া সন ১১৭০ সাল তারিখ - ২৯ জৈষ্ঠী এহাকে যে কেহ লিখিতে পড়িতে মাগিয়া লইয়া হরণ করে তাহাকে কটু দুর্ব্য আছে। [ঐ, পুথি নং—২৭১৭]

(৬৮৪) চৈতন্যভাগবত। বৃন্দাবন দাস

লিখিতং শ্রীপরমার্থ দাশ শাংকিম পাটবোড়।। ইতি সন ১২০৩ শাল তা—২ আশাড়।। ইতি আদি খন্ড সমাপ্ত।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৭২০]

(৬৮৫) ভক্তিরসমালিকা। কৃষ্ণদাস

সন ১১৮১ এগার সও একাশী সাল স্বাক্ষর মিদং শ্রীলালমোহন সেন সাকিম শ্রীরামপুর।। [ঐ, পুথি নং—২৭২৮]

(৬৮৬) চৈতন্যমঙ্গল। লোঃ দাস

লিখিতং শ্রীসদানন্দ সিংহ সাকিম ফত্তোসহ সন ১১৮১ সাল মাহে চৈত্র।। [ঐ, পুথি নং—২৭২৯]

(৬৮৭) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং ... নাস্তি।। লিখিতং শ্রীভাগবৎ দাশ সাঃ মৌগ্রাম পরগনে মনোহর সাহী সন ১১৯৭ সাল সকাব্দা ১৭১১ তারিখ ১৫ বৈশাখ নিজ বাটীর বাংলাতে বসিয়া লিখিলাম।। তিথিয় প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত হইল। [ঐ, পুথি নং ২৭৬৪]

(৬৮৮) মহাভারত। দ্বিজ কৃষ্ণরাম

জথা দিষ্টং ... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীগুলাব চন্দ্র দাস সাকিম চন্দ্রহাট মোকাম গাহাচী পাটক শ্রীরাম সিংহ দেব সাকীম গাহোচী ... সন ১২০৬ সাল তারিখ ২৩ বৈসাখ ... বেলা আড়াইপ্রহরে পুস্তক সমাপ্ত হইল।। [ঐ, পুথি নং—২৭৬৫]

(৬৮৯) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীগোপাল ঘোস সাকীম জোল্ল মোঃ বোলমা-ডীহী সন ১২২৩ সাল।। [ঐ, পুথি নং—২৭৭৬]

(৬৯০) চন্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরাম

জথা দিষ্টং ... নাস্তি।। এ পুস্তক শ্রীযুত ... মজুমদার মহাসয়ের লিখিলো শ্রীবেচারাম সর্ম্মা সাং সিমল্যাপল সন ১১৯৪ সাল তাং ২১ পৌষ ...।। [ঐ, পুথি নং—২৭৯৩]

(৬৯১) জগন্নাথমঙ্গল। জয়কৃষ্ণ দাস

জথা দিষ্টং ... মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীরামলোচন পাল সাকীম কবিলপুর।। সন ১২২৩ সাল তারিখ ২২ বৈসাখ।। [ঐ, পুথি নং—২৮০১]

(৬৯২) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

শকাব্দা ১৬৩৫ তে—১৮ চৈত্র বুধবারস্য দিবা শুক্ল পক্ষে।।

জথা দৃষ্টং ... মতিভ্রম।। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পদাসোহং।। শ্রী রসিক রাম দেব শর্ম্মা লিপিরিয়ং।। সাকিম পাইকপাড়া গ্রাম নিবাসি।। শ্রীগোপিচরণ দেবশর্ম্মা পুস্তক মিদং।। [ঐ, পুথি নং—২৮৪০]

(৬৯৩) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথাদৃষ্টং ... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীরামকানাই ঘোষ।। সাঃ ভালিয়ান।। সকাব্দ ১৭২৮। সন ১২১৩ সাল - মাহু য়াস্মিন তারিখ ১৬ আস্মিন।। [ঐ, পুথি নং—২৮৭৭]

(৬৯৪) গোবিন্দমঙ্গল। কৃষ্ণদাস

লিখিতং শ্রী নিমাইচন্দ্র রাঅ শাকিম ভুরুকুণা নিবাশী বিরসিংহপুর পাটক ... শন

(৬৯৫) কুম্ভকর্ণের রায়বার। কবিচন্দ্র

সন ১২৪০ সাল লিখিতং শ্রীমধুসূদন গরাঞী সাঃ ফরিদপুর। তারিখ ১৫ কার্ত্তীক বারে বুদবার।। কুম্ভকন্নে রায়বার সমাপ্ত।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৮৯৫]

(৬৯৬) বৃন্দাবনধ্যান। কৃষ্ণদাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান সংপূর্ন্ন। লিখিতং শ্রীহরচন্দ রাঅ।। সাঃ বড়রা।। সন ১২৬৬ সাল তা—৫ জোইষ্টি—সকাব্দা ১৭৮১।১।৫ দিন। [ঐ, পুথি নং—২৯১৯]

(৬৯৭) বৈষ্ণববন্দনা। দৈবকিনন্দন

লিখিতং শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাসস্য পাটক শ্রী অ(ন)ন্ত অর্সো সাকিম বড়রা।। সন ১১৮৯ সাল তা—১৯ অগ্রঅেন।। রোজ সোমবার এ পোস্তক শ্রীবৈদ্যনাথ দাস তন্তুবায়ের ঘরে সম্পূর্ণ হইল।। [ঐ, পুথি নং—২৯২৯]

(৬৯৮) বৃন্দাবন স্থান নির্ণয়। কৃষ্ণ দাস

জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লিখো দোস নাস্তিক ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। পুস্তক শ্রীঅভয় চরণ মন্ডল সাঃ বরডা সন ১১৯০ সাল তা আসাড় রোজ মঙ্গলবার মকাম ইসননগর।। [ঐ, পুথি নং—২৯২২]

(৬৯৯) সুদামের চরিত্র। বিপ্র পরশুরাম

বিপ্র পরসুরামে গায় পুরাণের সার।। কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা জার।। ইতি সুদাম চরিত্র সম্পূর্ন্ন।। লিখিতং শ্রীহলধর দাষ বডরা তৈবাষ পাটক শ্রীরতিকান্ত মিত্র সা বডরা মোকাম ধর্ম্মতলা। ইতি সন ১২২৫ সাল তা - ২৬ ফাগুন। [ঐ, পুথি নং—২৯৭৪]

(৭০০) পদাবলী।

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো দোষ নাস্তিকং।। ভীম স্যাপি রনে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম ইতি।। শন ১২৪৭ শাল শকাব্দা ১৭৬২ তারিক ১৩ মাঘ মোকাম সাঝিয়া হরিবোল হরিবোল হরিবোল।। লিপিরিয়ং শ্রীরাধামাধব দাসভিষক শাকিম ফাকিআ পরগনে বিষ্ণুপুর।। [ঐ, পুথি নং—২৯৭৯]

(৭০১) প্রসাদচরিত্র। কৃষ্ণদাস

লিখিতং শ্রী শ্রীধর মন্ডল সাঃ নানবাসায় সন ১২২৯ সাল তারেখ - ২৬ জষ্টে।। জোথা লিখেতং। [ঐ, পুথি নং—২৯৯৫]

(৭০২) জয়সংহিতা। শঙ্কর দাস

ইতি জয় সংহিত গ্রন্থ সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখক দুশ নাস্তিকং ভিমশেন রনে ভঙ্গ মনিনাধ ভমতিক্রম বকলম শ্রীনবদ্বিপ চন্দ্র শেন পোতদার। পাঠক শ্রীবিপ্লচরণ ধাওড়া শাঃ শগত ভাঙ্গা শন ১২৩৪ শাল ১৪ মাঘ। [ঐ, পুথি নং—২৯৯৯]

(৭০৩) তুলসীচরিত্র। দ্বিজ ভগীরথ

ইতি তুলুসী চরিত্র সমাপ্ত।। জথাদিষ্ট তথা লিখিতঃ লিখক দোস নাস্তিক ভিমস্বামো রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সাক্ষর মিদং শ্রীহারাধন রজক সাঃ লম্বোদরপুর। লিখিতং শ্রীরাজবল্লব দাষ বৈদ্য সাঃ বসন্তপুর। সন ১২৩২ সাল।। [ঐ, পুথি নং—৩০০১]

(৭০৪) প্রসাদ চরিত্র। কৃষ্ণদাস

জথাদৃষ্ট তথা লিখিতং লিখাতে দোষ নাস্তিকঃ। লিখিতং শ্রীসদানন্দ দেব শর্ম্মনঃ সাকিম জম জয়ইকাড়া। [ঐ, পুথি নং—৩০০২]

(৭০৫) অর্জ্জুন সংবাদ। গোবিন্দ দাস

ইতি অর্জ্জুন সংবাদ পুস্তক সংপূর্ন্ন।। জথা দিষ্ট তথালিখন লিক্ষকো দোস বহু ২ মাজনা করিবে পুস্তক অধিপতি কল্যানীয় শ্রীরামপ্রসাদ গরাঞী সাং ধারগোপালপুর ইতি সন ১২০২ সাল তারিখ ২০ পৌষ ১৯ রোজ।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩০০৪]

(৭০৬) চাণক্যশ্লোক।

চার্ন্নক্য সমাপ্ত।। সন ১২৬৩ সাল তারিখ—২৯ ফাগুন মোকাম বড়রা বড ... জন হবিব ইসান বাঙ্গলা লেখক শ্রীরুক্মি কান্ত মিস্ত্রী পাটক শ্রীবিপিন বিহারি মিত্রী। [ঐ, পুথি নং—৩০১৮]

(৭০৭) পাষণ্ডদলন। কৃষ্ণদাস

শ্রীহরি সমাপ্ত সন ১২৩৪ সাল তারিখ ১ অগ্রহায়ণ লিখিত শ্রী রামকানাঞী দাশ। সাঃ ... পাটক শ্রী লক্ষীকান্ত রায় সাঃ গাড়াদহ—। [ঐ, পুথি নং—৩০২০]

(৭০৮) চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোকো দোস নাস্তিকং মনিনাঞ্চ মতিভ্রম ভিমস্যাপ রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্র্যাম।। ইতি সন ১২৫১ সাল বারসর্ও একান্ন সাল তারিখ ২৫ ভাদ্র গ্রন্থ সমাপ্ত হইলো বেলা আন্দাজ দুই প্রহরের সমএ লিখিত শ্রীগুরুদাস ঘোষ সাঃ হজরৎ পুর পাটক শ্রীসাহাজান চৌধুরী সাংগনখয়।। [ঐ, পুথি নং—৩০২১]

(৭০৯) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীচন্ডীচরন দেব শর্ম্মনঃ সা মল্লিকপুর পাটকের শ্রীরাম ঘোষ মন্ডল সা মাঝগ্রাম সন ১১৭৬ সাল তা ১৮ মাঘ—। [ঐ, পুথি নং—৩০৩০]

(৭১০) মহাভারত। কাশীরাম দাস

মৌসল পর্ব্ব সমাপ্ত।। বারে রবিবার তিথি চাপহরে (চার প্রহরে) সময়ে হইল—।। ২১ চাবন (শ্রাবণ) শ্রীমোধুষুদন গরাঞী।। সন ১২৪০ সাল সাঃ ফরিদপুর।। আদরস নবিন মোহ(ন) সিংহ ঘরের।। [ঐ, পুথি নং—৩০৩৪]

(৭১১) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস সাঃ ভান্ডির বন সন ১২৪৭ সাল তা ৪ আশ্বিন।। [ঐ, পুথি নং—৩১১৯]

(৭১২) বৈষ্ণবামৃত। নরোত্তম দাস

ইতি বৈষ্ণবামৃত সংপূর্ন্ন। লিখিতং শ্রীগোপাল দাস বৈরাগ্য সাকিম নিপুর।। [ঐ, পুথি নং—৩১৩৮]

(৭১৩) চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যকো দোস নাস্তিকা ভিমস্বাপো রণেভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রুম।। লিখিতং শ্রীকমলাকান্ত দাস সাকিম আমডাপালন পাঠক শ্রী— সন ১২১২ সাল তারিখ ২৬ চৈত্রে পরগনে খটঙ্গা জেলা বিরভূম [ঐ, পুথি নং—৩১৪২]

(৭১৪) চানক্যশ্লোক।

ইতি চানকো সোলক সমাপ্ত।। সন ১২৩৬ সাল লিখিত শ্রীইস্বর চরন দাস সা সটকি পাটকতং শ্রীরামানন্দ দত্ত সা সটকি তারিক—৬ ভাদ্র বেলা য়ান্দাজি ৩ তিন পহর।। হাল পাটক শ্রীরাম নারায়ণ

দত্ত সা সটকি পরগনে কুগুহীতকরয়া লিঃ শ্রী ইস্বর চরন দাস সাং ঐ—পরগনে ঐ থানা আফজ(ল)পুর সন ১২৫৬ সাল তাং ৭ য়াসাড় বেলা ২ ঘণ্টা পহর সমএ লেখা— [ঐ, পুথি নং—৩১৪৪]

(৭১৫) সত্যনারায়ণকথা। দ্বিজরাম

ইতি ১৩০০ শাল তাঃ ৪ বৈশাখ।। লিখিতং শ্রীনিকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী সাঃ ইন্দ্রগাছা পাঠক শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী সাঃ হাল লম্বোর্দর পুর।। লিখিতং ঐ, পাঠক শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী সাঃ লম্বোদর পুর।। সন ১৩১৮ সাল তাঃ ৪ চৈত্র [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩১৫৮]

(৭১৬) সীতার বারমাস্যা। কৃত্তিবাস

সিতার বার মেস্যা রচিল কির্ত্তিবাসে।। লিখিতং শ্রীহরিপ্রসাদ দত্ত সাকীম সটকী মোকাম দ্বরগাপুর দ্বক্ষিন দুয়ারি ঘরে পছীম মুখে সদাই দত্তর বাসাতে সমাপ্ত হইল।। পাঠক শ্রীভাগবৎ দত্ত সাকীম সটকী ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ - ১১ই বৈসাখ। [ঐ, পুথি নং—৩১৬২]

(৭১৭) সুদাম চরিত্র। দ্বিজ পরশুরাম

ইতি ষুদাম চরিত্র সপুন্য।। লিখিতং শ্রীভাগবৎ দত্ত সা সটকী পাঠক শ্রীভবৎ চন্দ্র দত্ত সা সটকী সন ১২১৬ সাল তা ১৭ আশ্বিন রোজ জিতা বাষ্টি। [ঐ, পুথি নং—৩১৬৫]

(৭১৮) গয়া পালা। কৃত্তিবাস

ইতি গআ পালা সমাপ্ত।। জথাদিষ্ট তথা লিখিতং লিখক্রোধ নাস্তিকং ভিমস্যামি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রুম লিখিতং শ্রীমধুষূদন মিত্রী সাঃ বড়রা পরগনে খান্ডবড় সাঃ সটকি এই সহরেতে শ্রী রামানন্দ দত্ত সন ১২৪৫ সাল তা—১৩ পৌষ শ্রীহরিপ্রসাদ দত্তর খামারে পুর্ব্বমুখে বসিআ সমাপ্ত হইল শ্রীরাম নারাঅন দত্তর জে দাওস করে সে কুট জীনেবো। ... [ঐ, পুথি নং—৩১৬৬]

(৭১৯) মহাভারত (শান্তিপর্ব)। কাসিরাম দাস

ইতি সান্তি পর্ব্ব সমাপ্ত।। জথাদৃষ্ট তথা লিখ্যা আদি।। মিদং পুস্তক সাক্ষর শ্রীকালিচরণ দাষ শাঃ গলার গঞ্জ পাটার্থ শ্রীমোহন মন্ডল সাঃ — ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ১১ ভাদ্র বারে মঙ্গলবার তিথি ত্রিতিয়া [ঐ, পুথি নং—৩১৭৪]

(৭২০) দুর্লভসার। লোচনদাস

ইতি দুল্লভ সার পুস্তক সমাপ্তং লিখিআ শ্রীব্রজকিসোর দেব দাস অম্বক্ষস ... পাত্র ৬ দরিতে বর্দ্ধমান র্প সাতপা গ্রামসরনি। সন ১১৭৮ সাল মাহ মাঘ ইতি।। [ঐ, পুথি নং—৩১৮৬]

(৭২১) হরিশ্চন্দ্রের পালা। কবিচন্দ্র

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখকে দোস নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রুম।। লিখীতং শ্রীসুদামদাস ধামার পরগনে বিষ্ণুপুর সন ১২৫১ সাল তাং ২৫ আশ্বীন—][ঐ, পুথি নং—৩১৯৩]

(৭২২) বত্রিশ পুত্তলিকথা (বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান)।

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তি।। ভিমসাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিত ধ্বজাধারি দাষ সাকিম বড়রা মোকাম ... সন ১২৪৭ সাল তা—১১ পোষ রোজ—বিহস্পতিবার— [ঐ, পুথি নং—৩১৯৫]

(৭২৩) সুদামচরিত্র। দ্বিজ পরশুরাম

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং।। লিখিতং দোস নাস্তিকঃ। ভিমসাঁপে রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতি ভোমঃ। লিখিতং শ্রীভিমচন্দ্র মন্ডল সাঃ বাতাসপুরঃ। মোকাম চন্ডিনগরঃ। সন ১১৭২ সাল তারিখ ২৬ শ্চাবনঃ। [ঐ, পুথি নং—৩২০৪]

(৭২৪) বৃন্দাবন নির্ণয়। কৃষ্ণদাস

শ্রীবৃন্দাবন নিশ্বয় কহে কৃষ্ণদাস।। জথা দিষ্ট্রং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোস নাস্তিক।। ভিমসাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীভাগবৎ দেবসর্মন মোকাম শ্রীপুর পাধাতং শ্রীহেলারাম পোতদার মোকাম শ্রীপুর।। ইতি।। [ঐ, পুথি নং—৩২২৯]

(৭২৫) গোবিন্দরতিমঞ্জরি। —

ইতি শ্রীগোবিন্দ রতি মঞ্জরি সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীফকির চন্দ্র দাস।। সাঃ চোড়োর।। সকাব্দা ১৭২৪।১।১৬।। সন ১২০৯ সাল তারিখ ১৬ বৈসাখ মঙ্গলবার দশমি সন্ধার সময়ে মিতি ইতি।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩২৩৪]

(৭২৬) মহাভারত—দণ্ডীপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

সন ১২৩৮ সাল তা ১৯ মাঘ।। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ... মঙ্গল বার ...। পাটক শ্রীরামানন্দ দত্ত সাকিম সাটকী ... পাটক শ্রীবলরাম দত্ত ...। [ঐ, পুথি নং—৩৩৪৮]

(৭২৭) মহাভারত।

সন ১২৫০ শাল ৮ আশ্বীন। লিখীতং শ্রীগোপালচন্দ্র শাহুই। জেলা বিরভূম পরগনে মহুরিপুর হুদা ডামরা।। [ঐ, পুথি নং—৩২৬০]

(৭২৮) মহাভারত। কাশীরাম দাস

পুস্তক মিদং শ্রীরামহরি দা(স)...। শ্রীমরুলী দা সাং ইলতাম বাজার সঅক্ষর শ্রীবৈষ্ণব দাস সাং খোষ্টীকরি (কুষ্টিকরি) নবগ্রাম সন ১১৭৬ শাল তারিখ ৮ মাহ আস্বীন রোজ বৃহস্পতিবার। [ঐ, পুথি নং—৩২৮৬]

(৭২৯) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথালিখিতং লিখোক দোষ নাস্তিকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সন ১২৪৯ সাল বিতারেখ ৭ পোষ লিখিতং শ্রী শ্রীগোপাল চন্দ রায় পাঠক তস্য। সাং বা ... বেলা তিন দন্ড হৈতে সংপুন্য তিথি তিতিএ রোজ সনিবার নক্ষত ভরনি ... গঙ্গাবি বিপ্রভাবে সংপুর্ন— ইঃ শ্রীমকুন্দ দাস ঘোষাল দা (ঘট) পুরাপূর্ণ পেছস শ্রীগোপাল চন্দ্র গসাই সদা গট পুরাপূর্ণ পেছ [ঐ, পুথি নং—৩২৮৬]

(৭৩০) অঙ্গদের রায়বার।

জথাদিষ্টী তথা লিখিতং লিখকো নাস্তিকং লিখিতং শ্রীহারাধন দাস সাকিম আকনা পাটকং শ্রীভজহরি ঘাটী সাকিম মদনপুর সন ১২০৩ সাল—তারিখ ৮ ফাল্গুন বারে বুধবার লিক্ষতে [ঐ, পুথি নং—৩৩১৪]

(৭৩১) মহাভারত। কাশীরাম দাস

সান্তিপর্ব্ব এতপুর্বে হইল সমাপ্ত।। লিক্ষকের দোস নাঞি কহিল তোমাকে। জাদৃসি দেখিল তাহা লিখিল পুস্তকে।। ভিমস্বামি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীলালমোহন .. সাকিম দক্ষিন বহাল তালুক ভংডর চন্ডী সন ১২৩৭ সাঐীতিস সাল তারিখ ১৫ কার্ত্তেক রোজ সনিস্বর তিথি ত্রিআোদসি, যুক্লপক্ষ্য মোকাম অহল্যাপুরে সমাপ্ত— [ঐ, পুথি নং—৩৩১৯]

(৭৩২) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

জথাদৃষ্টং তথা ... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীবদনচন্দ্র দত্ত। পাঠক শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস সাং ভান্ডিবন।। সন ১২২৬ তাং ৩১ আসাড়।। [ঐ, পুথি নং—৩৩২০]

(৭৩৩) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকোস্তে দোসক নাস্তক। ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। সআক্ষরমৃদং শ্রীগিরিধারি লাল পাঁড়ে: সাঃ বিরভোম তাল্লক পবএল্লা-দরূন। মোজে পাঁড়েডিহ মোকাম উত্তর দুআরি পিড়া : সন ১২২৩ সাল বিতারিখ ৫ শ্রাবন রোজ সুক্রুবার নবমান নিধো সকাব্দা ১৭৩৮

দ্বতিয়প্রহর সমএ সমাপ্তা।।

পাটকত শ্রীরামানন্দ দত্ত সাকিম সটকি তর্ম্মে কুণ্ডহিৎকড়য়া।। খোরিদ ১। য়ানা সন ১২৩৮ সাল তারিখ ১ পোস।। হাল পাটক শ্রীরামনারায়ণ দত্ত সা ঐ পরগনা — ঐ — [ঐ, পুথি নং—৩৩২৩]

(৭৩৪) মহাভারত।

জথা দিষ্টং তথা ... মতিভ্রুম।। লিখিতং শ্রীবিন্দাবন ঘোস সাকিম : করো। ইতি : সন ১২৩৯ সাল বিতেরিখ—২১ ভাদ্র পাটক শ্রীরামনারায়ণ দত্ত সা সটকী পরগনা কুণ্ডহীত কড়য়া। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৩৫৭]

(৭৩৫) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং ... মতিভ্রম।। ইতি সন ১২২৯ সাল তারিখ ১৯ বৈসাখ পাটক শ্রীগোবর্দ্ধন দত্ত সাকিম মল্লিকপুর।। [ঐ, পুথি নং—৩৩৯৭]

(৭৩৬) প্রসাদচরিত্র (ভাগবতামৃত)। কবিচন্দ্র

জথা দৃষ্টং তথা ... নাস্তিক।। লিখিতং শ্রীনদ্যার চন্দ সৌ সাকিম কাদীপুর — সন ১২৩৬ সাল— [ঐ, পুথি নং—৩৪৫৮]

(৭৩৭) ধ্রুবচরিত্র। জয়ানন্দ

লিখিতং শ্রীরামবল্লব দেবসর্ম্মা। সাং ইন্দ্রগাছা মোকাম কড়িধা।। পঠিতং শ্রী পরেস নাথ কুলৈ সাঃ কড়িধা।। ইতি সন ১২১১ সাল তাঃ ১২ আসাড়।। [ঐ, পুথি নং—৩৪৬১]

(৭৩৮) নারদসংবাদ। কৃষ্ণদাস

শ্রীনারদ সংবাদ গ্রহন্থ লিখিতং শ্রীমাধবেন্দ্র দাষষ্ঠ তস্য সাকিম কালিপুর সন ১২৩৩ সাল। [ঐ, পুথি নং—৩৪৯৩]

(৭৩৯) নন্দ বিদায়। দ্বিজ কবিচন্দ্র

লিখিতং শ্রীরামলোচন নাএক সাঃ গোপনা পাঠক শ্রীগুরুচরণ বণিক সাঃ মান্দারবুলি।। সন ১২২৭ শাল তারে ১৮ ফালগুন।। [ঐ, পুথি নং—৩৪৯৬]

(৭৪০) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

সন ১১৪৪ সাল বিতেরিখ ২০ মাঘ।। বৃহস্পতবার শুক্ল পক্ষ একাদশী দিবা চত্তর্ঘট ...রে সংপূর্ণ মস্তু।। স্বাক্ষরঞ্চ শ্রীব্রজকিশোর দাস্য।। সাঁ ভগবতপুর।। ইহ পুস্তক পাঠার্থ মিদং শ্রীযুত লক্ষিকান্ত গোস্বামী জিউ। সাঁ শ্রীপাঠ রাউতাড়া।। ইতি শ্রীশ্রী বৈষ্ণব ঠাকুর গতি।। [ঐ, পুথি নং—৩৪৯৭]

(৭৪১) চৈতন্যভাগবত। বৃন্দাবন দাস

ইতি সকাব্দ ১৭০২ সত্রসও দুই সন সক লিখিত শ্রীহরি চরণ দাষ সাকমে বাতেকার সন ১১৮৯ সাল তারিখ ৭ যৈষ্ঠ— [ঐ, পুথি নং—৩৫১০]

(৭৪২) রাধারস কারিকা। নরোত্তম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং। লিক্ষক শ্রীগৌউর দাস বৈরাগ্য।। সাঃ পাইজ গ্রাম পরগনে সেরপুর পাঠক শ্রীপরেষনাথ সাহা সাঃ মরাবনপুর সন ১২৫৪ সাল তারিখ ৫ কাত্তেক।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৫১৮]

(৭৪৩) মহাভারত। কাশীরাম দাস

সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২১ পোষ সমাপ্ত হইল ... লিখিতং শ্রীবেচুলাল সহু বাবু মোকাম বদ্রীনাথপুর পরগনে তালুক ... সরকার শ্রীনারায়ণ সীংহ বাবু ... [ঐ, পুথি নং—৩৫৫৬]

(৭৪৪) গোপিকামোহনপালা। বৃন্দাবন দাস

জথা লিখিতং তথা দিষ্টং লিখক দোস নাস্তিকং।। লিখীতং শ্রীচন্দ্রমোহন দেবসর্ম্মা সাঃ ভাণ্ডিরবন।। খ—সন ১২২৯ সাল তারিক ২৫ মাঘ—রোজ—রবিবার—শ্রীহরি কবি গাত্রে জদি কাব্য নেন মানিক রতন [ঐ, পুথি নং—৩৫৬১]

(৭৪৫) গুরুদক্ষিণা।

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তিক।। লিখিতং শ্রীসারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তা ও পাঠক শ্রীবেনিমাধব দাষ তন্তুবা সাঃ বিরসিংহ পুর তালক হুকুমাপুর ... থানা লাঙ্গুলিআ সতালকে জেলা বিরভূম সন ১২৫৪ সাল তারিখ ১৩ মাঘ-মঙ্গলবার বেলা আন্দাজি এক পহোরের সমএ সমাপ্ত হইল ইতি — [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৫৬২]

(৭৪৬) বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা।

লিখিতং শ্রীরমাকান্ত শর্ম্মন সাং নড়িচা তাং ৯ ভাদ্র সন ১১৬৫ সাল।। [ঐ, পুথি নং—৩৫৬৯]

(৭৪৭) বৃন্দাবনকারক। বৃন্দাবন দাস

ইতি।। শ্রীকৃষ্ণদাস বৈরাগ্য সাক্ষর মিদং।। সাঃ ভাণ্ডিরবন সন ১২৪৭ সাল তা ২৪ কাত্তিক রোজ রবিবার।। [ঐ, পুথি নং—৩৫৭০]

(৭৪৮) কালিরমাহাত্ম্যকথা। বুধাই দাস

ইতি সন ১২১৬ সাল ১৭ চৈত্রী লিখিতং শ্রীগোপাল সম্মা সাঃ ভাণ্ডিরবন।। [ঐ, পুথি নং—৩৫৭১]

(৭৪৯) চৈতন্যভাগবত। বৃন্দাবন দাস

লিখিতং শ্রীলক্ষীকান্ত ঘোস সাকিম বঙ্গচন্দ্র পরগনে মুজফরসাহী মোকাম বর্দ্ধমান।। সন ১২০৮ বারসও আট সাল তারিখ ২১ একুসা বৈসাখ রবিবার দুই পহরের সময়ে সব পুন্ন হইল ইতি।। [ঐ, পুথি নং—৩৬৪৬]

(৭৫০) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

জথা দৃষ্টং তথা ... নাস্তি।। শ্বাক্ষর শ্রীমদন মোহন দাস সাকিম কলিকাতা সৃতা নটী সন ১২০৩ সাল তারিখ ১২ ভাদ্র রোজ সাম্বার।। [ঐ, পুথি নং—৩৬৫৮]

(৭৫১) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীরামদআল দয়াল কর সাঃ মান্দারবুলি পরগনে সেরগর জিলা বিরভূম চাকল বর্দ্ধমান। পাঠক শ্রী... পঃ সেরগর সন ১২৫০ বার সএ পঞ্চাস সাল তারিখ বেলা এক পহরের পর। [ঐ, পুথি নং—৩৬৮১]

(৭৫২) রতিসম্ভোগবিলাস। রসিক দাস

ইতি শ্রীরতিসম্ভোগবিলাস সম্পোন্ন। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোস না ... সপে রনে ভঙ্গ মুনি নাঞ্চ মতিভ্রম।। সন ১২৮২ সাল তা ১০ চৌত্ত সাকীম মকরমপুরে আখড়ায় সমাপ্ত বেল ... [ঐ, পুথি নং—৩৬৯৪]

(৭৫৩) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সপূর্ন্ন।। জথা দ্রিষ্টং তথা লিখিতং লিখোক নাস্তি দোশক ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মনি নাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীনরহরি দাশ সাকিম সুকুপুরা পরগনে রাজসাই চাকলে বনহাট।। ইতি সন ১১৭৬ সাল তারিখ ২ য়াস্বিন।। রোজ সুক্রবার।। [ঐ, পুথি নং—৩৭০৩]

(৭৫৪) প্রসাদ চরিত্র। কবিচন্দ্র

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক নাস্তি দোসকং। ভিম স্যাপি রণে ভঙ্গ : মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। স্বাক্ষর মিদং শ্রীগৌরহরি দেব সম্মন। সাঃ পত্রপুর। পাঠক শ্রীরামদাষ বৈরার্গ্য সাঃ কয়া ইতি সন

১২০৬ সাল—তারিখ—১৯ শ্রাবন— [ঐ, পুথি নং—৩৭১০]

(৭৫৫) হংসদূত। নরসিংহ দাস

য়থো হংসদ্রত সমপত। সন ১২৩৭ সাল তা ১০ জৈষ্টি রোজ সনিবার সময় তিন পহর।। লিখিতং শ্রীবদ্রীনাথ তেয়ারি।। সাঃ রওগ্রা।।

জথা দিষ্ঠং তথা লিখিতং লিক্ষকো ধস নাস্তি ভিম সাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম... [ঐ, পুথি নং—৩৭১৩]

(৭৫৬) হংসদূত। নরসিংহ দাস

শ্রীযুত খুদিরাম পাড়ে সাঃ বড় গ্রাম—
শন ১২৫৫ শাল তাঃ ২২ পোস—
শনিবার বেলা ২ দুই পহর দেবা শমএ শাঙ্গ—
শ্রীনন্দলাল শীহ সাঃ হালশোত দাওলাতপুর
গোমস্তা লোক জোমীদ্রার শ্রীযুত রামপ্রসাদ
মীত্রী ও রাধাবল্লব মাহতো—
সাঃ জামালপুর ও শাঃ দুবরাজপুর—
[বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৭১৪]

(৭৫৭) লক্ষ্মীচরিত্র।

ইতি লক্ষিচরিত্র সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকের দোষ নাস্তি ভিমসাপে রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ইতি সন ১২৫৩ সাল তারিখ ২২ ভাদ্র রবিবারে তিথি প্রতিপদ লিখিতং শ্রীমাধবচাদ সিংহ পাঠক শ্রীখুদিরাম পাড়ে সাঃ বড়গ্রাম জেলা বিরভূম। [ঐ, পুথি নং—৩৭১৬]

(৭৫৮) কৃষ্ণমঙ্গল। জীবন চক্রবর্ত্তী

ইতি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নৌকা খন্ড সমাপ্ত। সন ১২৭৫ সাল তাব : ২৫ কার্তিক মা লেখক শ্রী উত্তম চন্দ্র শৌ সাঃ কেন্দুলী [ঐ, পুথি নং—৩৭৫৯]

(৭৫৯) গদাপর্ব। কাশীরাম দাস

গদা পর্ব সমাপ্ত।। ইতি। লিখিতং শ্রীউত্তম চন্দ্র শৌ শাকীম কেন্দুলি শন ১২৭৫ সাল তারিখ ২৯ মাঘ। [ঐ, পুথি নং—৩৭৬৯]

(৭৬০) রাগময়ীকণা। কৃষ্ণদাস

ইতি রাগমই কোনা সমাপ্ত।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো দোশ নাস্তি।। স্বাক্ষর শ্রীজয়কৃষ্ণ দে দাশ পোর্তদার সাঃ কুখুট্যা।। পাঠার্থং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাশ : সাঃ তস্য।। সন ১১৮০ ।৩১ ভাদ্র শোমবার।। [ঐ, পুথি নং—৩৭৭৬]

(৭৬১) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

শকাব্দা ১৬৭৭।। সন ১১৬২ সাল ২৮ চৈত্রে বুধবারে সমাপ্তা।। জথাদৃষ্টং তথা লিখীতং লেখকো নাস্তি দোসক। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।। লিখিতং শ্রীদুলাল দেবশ্য বং শ্রীপ্রেম চন্দ্র দাস দেবশ্য।। সাং সেড়ান্দি।। গৃহ্ব শ্রীসভারাম দাসের।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৭৮৩]

(৭৬২) গঙ্গাবন্দনা। দ্বিজ হরিদাস

ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ১৮ ভাদ্র রবিবার সমাপ্ত শ্রীদিনবন্ধু হালদার সাঃ ইপুর।। [ঐ, পুথি নং—৩৮১১]

(৭৬৩) কাগজের আর্য্যা।

ইতি কাগচের আরজা ষমপ্ত লিখিতং শ্রীপতিত পাষন শর্ম্মা - সাং আমডীহা - পাটক শ্রীদুর্গা চরণ হালদার সাং সমন ইতি সন ১২০৩ সাল তাং—২ আসর রোজ মঙ্গলবার। [ঐ, পুথি নং—৩৮১৩]

(৭৬৪) গোবিন্দজিউর সেবাপরিচয়। অজ্ঞাত

ইতি শকাব্দ ১৬৬৭ সন ১১৪৩ সাল মাহ ফাল্গুন ২১ রোজে সমাপ্ত হইল। বৃহসপতিবারে লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ দাস সাং দারিআপুর... থি দোষ না লয় মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। [ঐ, পুথি নং—৩৮৫৬]

(৭৬৫) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখি লেখক দোষ নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিত শ্রীসরূপ চন্দ্র মুখজ্যা পাঠক শ্রীনারায়ন কম্মকার সাং বেনোড়া সন ১২৩৫ সাল তারিখ ১১ চৈত্রি সোমবার ইতি সমাপ্ত।। [ঐ, পুথি নং—৩৯৪৩]

(৭৬৬) সুদাম চরিত্র। দ্বিজ পরশুরাম

... মধুমাস কৃষ্ণপক্ষ তিতিয় দীবশে।। তিয়দশী বেলা পহর ভিতর... বিহসপতি বারে য়ার দিবস সুন্দর।। সেরগড় পরগনা বাসা গৌগনা গ্রাম।। লেখিলেন পস্ত(ক) এই রামলোচন নাম ...শা গোপল—সন ১২২৭ শাল তারে—২৬ ফালগুন।। [ঐ, পুথি নং—৩৯৮৯]

(৭৬৭) অঙ্গদ রায়বার। কবিচন্দ্র

ইতি অঙ্গদ রায়বার সমাপ্ত।। লিখীতং শ্রীনবিনচন্দ্র মন্ডল সাঃ কেউতড়া ইতি সন ১২৭৩ সাল তারিখ ২২ মাঘ পূর্ব্ব দারি ঘরে সারা।। [ঐ, পুথি নং—৩৯৯৯]

(৭৬৮) রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন। কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২৭৩ সাল—তারিখ—২২ আশ্বিন পাটক শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষাল ও শ্রীমধুযোদন ঘোস সাঃ ডামরা লিখিতং শ্রীগোরাচান্দ্র মীত্র সাঃ ভূড়্যা জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকুর দোশ নাস্তিক ভিম স্বামে রনে ভঙ্গ মনীনাঞ্চী মতিভোম— [ঐ, পুথি নং—৪০০৬]

(৭৬৯) গুরুদক্ষিণা। অজ্ঞাত

ইতি গুরু দক্ষিণা সমপ্ত হইল : লিখিতং শ্রীভিমলাল ঘোস মন্ডল সাঃ বাতাষপুর সন ১২৭২ সাল তারিখ ৩ শচাবন— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪০০৮]

(৭৭০) নারদসংবাদ। কৃষ্ণদাস

ইতি নারদ সংবাদ সমাপ্ত। সন ১২৪৮ সাল তাং ২ ভাদ্র লিখিতং শ্রীরামদাস ঘোষ—সাং গারবা— [ঐ, পুথি নং—৪০২৮]

(৭৭১) মহাভারত। কাশীদাস

ভিমসাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোস নাস্তি। পাঠক শ্রীভুবন মোহন শর্ম্মন রায় সাকিম বড়মহুলা লিখিতং শ্রী বেনি মাধব শর্ম্মা রায় সাকিম কড়িধ্যা। সন ১২৪১ সাল তারিখ ১১ কাত্তিক আদ পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। [ঐ, পুথি নং—৪০৬৫]

(৭৭২) মহাভারত। কাশীরাম দাস

ইতি বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীবদনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরগনে সেনপাহাড় মৌঃ কেন্দুলি সন ১২০৭ সাল ২৯ চৈত্রি।। শ্রীশ্রী রাম সীতার চরনে সমপ্রিত মস্তু।। শ্রীদুর্গা [ঐ, পুথি নং—৪০৬৭]

(৭৭৩) রামায়ণ। কীর্ত্তিবাস

জথা দিষ্ঠ তথা লিখিতং লিক্ষকের দোস নাস্তিক ভিম স্যামি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভোমঃ লিখিতং শ্রীবিসনাথ ঘোস সাঃ লাবাব ঘাটী থানা মৌড়েস্বর জেলা বিরভোম সন ১২৪৯ সাল তারিখ - ১৯ অঘায়ন বেলা দুই দন্ড ষুমএ সোমাপ্ত হইল।। [ঐ, পুথি নং—৪০৭১]

(৭৭৪) রামায়ণ। কৃত্তিবাস

ইতি শোন্দরা কান্ড হইল সাঅ।। সন ১২১৮ সাল তাঃ ৯ পোষ পাঠক শ্রীআদিত চন্দ্র দেবশর্ম্মা সাঃ কড়িধা।। লিখিতে মাআ শ্রীগোপালচন্দ্র হাজরা।। গোপাল চন্দ্র দেবসম্মা সাঃ তিলপাড়া মৌঃ কড়িধা বেলা আন্দাজী দন্ড দষ কার্ত্তিকচন্দ্রর দরজাতে বয্যা খোটীর গোড়াতে লিখিলাম পাঁচ বেলা হইল সাঅ— [ঐ, পুথি নং—৪০৯৮]

(৭৭৫) দাতাকর্ণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং তথা লিখিত লিক্ষকে দোষ নাস্তি। ভিম সাপী রোনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভোম এক রাত্রি ... মুনি সিতে।। পাটক শ্রীগোসাএ... সাং খানা পরগনে বারবকাসাহ জেলা বিরভোম থানা কষবা ইতি সন ১২৪৮ সাল তাং ৩ চৈত্র বেলা ৬ ছয় ঘন্ডার সময় সোমাপ্ত হইল লিখিক শ্রীবিপ্রচরন ঘোষ সাং খা... [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪১৩১]

(৭৭৬) সুদাম চরিত্র। দ্বিজ পরশুরাম

শ্রীসুদাম চরিত্র সমাপ্ত।। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ শর্ম্মনঃ স্বাক্ষর মিদং। পাধার্থং শ্রীহরেকৃষ্ণ কুম্ভকারস্য।। সাং নগরখাশ বাজার।। শকাব্দা ১৬৩৫। সন ১১২০ এগার সও বিশাল তাং ৪ ফাল্গুন।। রাধাকৃষ্ণ সত্যং।। শ্রীগুরবে নমঃ।। [ঐ, পুথি নং—৪১৬১]

(৭৭৭) রাগমালা। নরোত্তম দাস

লিখিতং শ্রীচরন দাস মোকাম মানকর গ্রাম।। ইতি তারিখ ২ আসাড় সন ১১৫৭ সাল।। [ঐ, পুথি নং—৪২২২]

(৭৭৮) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

যথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোশ নাস্তিকং। লিখিতং শ্রীশাধুচরণ দাশ : সাকিম পছিমগামীনি।। শন ১২১৯ সাল তারিখ ৯ পৌশ রৌজ মঙ্গলবার।। নিজ বাড়িতে তামাম হইল।।

[ঐ, পুথি নং—৪২২৮]

(৭৭৯) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিপিকর শ্রীদারকানাথ সৌ। লিপিকাল ১২৩৭ সাল তাঃ ২২ পৌষসে বারে বুধবার তিথি জৈষ্ঠে চন্দের দ্বতিআ বেলা এই পহরের সমঅ সমাপ্ত হইল।। [ঐ, পুথি নং—৪২৩৭]

(৭৮০) দান পর্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিক। ভিম স্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মত্তিভ্রম।। লিখিতং শ্রীশোনাতন বরা সাঃ সিউরী মোকাম মজিলিসপুর।। সন ১২২৩ সাল তারিখ ২৪ জষ্ঠী।। বারে বুধবার তিথি দসমির বেলা আড়াই প্রহর হৈতে হৈল।। [ঐ, পুথি নং—৪৩১৮]

(৭৮১) গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর

ইতি লিখিতং শ্রীভৈরব চরন ঘোষ সাঃ নোবা পরগনে সাহালামপুর।। পাঠাস্থে শ্রী খুদিরাম বহুরা। সাঃ সিহুড়ি পরগনে খটঙ্গা ইতি সন ১২২৮ সাল তারি ২৭ জৈষ্ঠী বেলা চারি দন্ডতে সমপ্ত হইল — [ঐ, পুথি নং—৪৩২৪]

(৭৮২) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীলক্ষনচন্দ্র দেবসর্ম্মা।। সাকিম পারসুন্ডী সত্তকামিদং শ্রীশ্রী দুর্গাচরণ দেবসর্ম্মা সাকিম পারসুন্ডী সন ১২৩৮ সালের পূথী সকাব্দা সতরস বায়ত্তর তারিখ ২৩ বৈসাখ। জথা দিষ্টং তথা লিখীত লিখ্যকো দোস নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি শ্রীমহাভারতে সভাপর্ব্ব লিখ্যতে। [ঐ, পুথি নং—৪৩৪৬]

(৭৮৩) আত্মজিজ্ঞাসা। কৃষ্ণদাস

ইতি আত্ম জিজ্ঞাসা সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীসদানন্দ সিহু সাকীম টগরা পরগনে যাত্তে সিহু সন ১০৮৭ সাল। [ঐ, পুথি নং—৪৩৫৬]

(৭৮৪) পদাবলী। বিদ্যাপতি

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণঃ প্রসাদ দাস সাং এজুআর পরগনে মজঃফর সাহে সন ১২০৬ সাল ২৯ আসাড়ে মোকাম ঠিকবাঅ বেলা এক প্রহরের ওক্তে. . দারেতে বশীএগ্র লেখা গেল ইতি—

[বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৪০১]

(৭৮৫) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথাদিষ্ট তোথা লিখিতং লিখিক্রোদশমাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিরনাঞ্চ মতিভম।। লিখিতং শ্রীমদুশোদন মন্ডল—পাঠক শ্রী জগনাথ মন্ডল জেলা বিরভূম ইতি শন ১২৫৯ সাল

(৭৮৬) মোহমুদ্গর উপাখ্যান।

ভিমে স্মাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীচিনাথ রায় সাকী : কড়িধ্যা সন ১২২৫ সাল তারিখ ২৯ আসান।। [ঐ, পুথি নং—৪৪২৭]

(৭৮৭) রূপসনাতন সংবাদ।

লেখিতং শ্রীনয়(গ) ঘোস সাং ওলন্দী সন ১১৮৪ সাল তারিখ ৫ সাবন। [ঐ, পুথি নং—৪৪৪৪]

(৭৮৮) জগন্নাথের বন্দনা। দ্বিজ বাছারাম

ইতি জগন্নাথের বন্দনা শমাপ্ত হইল।। সন ১২৪৮ সাল তারিখ ২৯ জৈষ্ঠী।। লিখিতং শ্রীগঙ্গা পরাঅন দেবসম্মা সাং মাধবপুর ডেড় প্রহরের ওক্তে সমাপ্ত হইল ইতি।। [ঐ, পুথি নং—৪৪৮৫]

(৭৮৯) অক্রুরগমন। দ্বিজ কবিচন্দ্র, ঘনস্যাম দাস

ভিমস্মাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিখিক দোস নাস্তী।। লিখিতং শ্রীনবিনকিসোর ঘোষ সাঃ মুক্তাতোড়ি তাঃ পাহার জোগ সন ১০৯৩ সাল তা ২০ পোষ বেলা আড়াই প্রহরের সময় ইতি— [ঐ, পুথি নং—৪৫২৫]

(৭৯০) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোশ নাস্তিকং ভিম শ্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভম। পাটক শি রামেশ্বর মিস্ত্রী শাকিম মদনপুর জেলা বারৈযুল থানা উকুরা ইতি সন ১২৫৯ সাল। তারিক ১১ আশ্বিন মাস।। [ঐ, পুথি নং—৪৬০৩]

(৭৯১) বৈষ্ণবামৃত। নরোত্তম দাস

জোথা দীষ্ঞ তুথা লিখিত সন ১১৬৩ শাল তারিখ ২৬ ছাবিশ কাত্তিক : লিখিতং শ্রীপদাই মুন্ডল।। সাকীম কেন্দুলি পরগনে খটঙ্গা। ... [ঐ, পুথি নং—৪৬২৩]

(৭৯২) রাধিকা মঙ্গল। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২৩৯ বার সর্ত্ত উনচল্লিশ সাল তারিখ ২১ একুসা পোস রোজ বিহসপতি বার বেলা দুই দন্ড বাকি থাকিতে লেখিতং শ্রীকালিপ্রসাদ ঘোস সাং মুক্তাতৌড় মোকাম বড়জোর ডাকঘরে সমাপ্ত হইল ইতি।। জথা দিষ্টং তথালিখিতং লিক্ষতে দোস নাস্তি ভিমস্মাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভোম।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৭০২]

(৭৯৩) বৈষ্ণববন্দনা। অজ্ঞাত

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখ্যক নাস্থি দোসকং। ভিম সেন রনে ভঙ্গো মুনিনাশ্চ মন্তিভ্রম।। ইতি সন ১১২২ বাইস সাল তারিখ জৈষ্ট রোজ রবিবার। লিখিতং শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবশর্ম্মনঃ।। মোকাম

বিষ্ণুপুর।। শ্রীরাধাচরণ দাষ সম্মনঃ পুস্তকা মিদং।। [ঐ, পুথি নং—৪৭২৪]
(৭৯৪) আশ্রয় নির্ণয়। নরোত্তম দাস
লিখিতং শ্রীদুর্য্যোধিন দেবশর্ম্মা পাঠক শ্রী স্বরূপ কর্মকার শাঃ সিতিলা এই গ্রন্থ লেখা শায় হইল মোকাম পূর্ব্বদুয়ারি দোকান শাল বৃহস্পতিবার ইতি সন ১১৯১ সাল তা—৩১ শ্রাবন।। [ঐ, পুথি নং—৪৭৬১]
(৭৯৫) ভক্তি রসাত্মিকা। কৃষ্ণদাস
ইতি সন ১২৫১ সাল তারিখ ২১ স্বাবন—ভক্তিরসাত্মিকা গুরুচরন দাস তাতি পুথি লেখেছিল - পরগনে সালিয়াড়া মৌজ নিত্যানন্দপুর। [ঐ, পুথি নং—৪৭৬৮]
(৭৯৬) পাষণ্ডদলন। কৃষ্ণদাস
ইতি পাসন্ডদলন গ্রন্থ সংপুর্ন্ন।। সন ১২৪৫ সাল তারেক ২৫ কাত্রেক লিখিতং শ্রীহলধর দাস সা ভান্ডরা—জথা দীটং তথা লিখিতং লিক্ষতে দোস নাস্তিকং ভিক্ষাশাপে রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৭৭৪]
(৭৯৭) বৈষ্ণববন্দনা। দৈবকীনন্দন
সন ১২১৬ বার শর্ত্ত শোল শাল তারিখ—২ জষ্ঠী ভিমশ্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোশ নাস্তিক।। লিখিতং জলেশ্বর শরকার পাঠক শ্রীমদন রায় খয়রা শাং রহড়া যুল্যা পরগনে বিষ্ণুপুর তরফ বার হাজারি... বমা। [ঐ, পুথি নং—৪৭৭৫]
(৭৯৮) ক) মহাভারত। কাশীরাম দাস
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং। ভিমস্মাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সকাব্দা ১৬৯৬ শন ১২২৫ সালের মাহ আসাড় ১৪ রোজর শনিবারে দু দন্ড বেলা ২ প্রহর দেবামদ্ধে শ্রী শ্রীমন্ডপে বসিয়া সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রী শ্রীমন্ত ঘোষ সাকিম সিউর সংপ্রতি কোটা নিবাস চন্ডিপুর।। চারিবেদ সড় সাশ্ত্র জেজন পড়িবে। সেই জন এই পুথি হরণ করিবে।। পাঠক শ্রীদুর্গাচরণ ঘোস সাকিম কোটা নিবাস চন্ডুপুর।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৭৮২। ১৬৯৬ শক (১৭৭৪ খ্রীঃ) আদর্শ পুথির এবং ১২২৫ সন (১৮১৮ খ্রীঃ) প্রস্তুতি পুথির লিপিকার।]
(৭৯৯) রামায়ণ। কৃত্তিবাস
সকঃ ১৭২৯ মাহ ফাল্গুনের ১৫ রোজঃ।। সমাপ্ত।। লেখিতং আচার্জ্য।। সাকিম গদাও ডীহী।। [ঐ, পুথি নং—৪৮০৬]
(৮০০) অঙ্গদ রায়বার। অজ্ঞাত
লিখিতং শ্রীনফর ঘোশ সাং মুক্তাতোড়ি পং সাহারজোড়া সন ১২৪২ সাল তারিখ ১৫ কার্ত্তিক ভিমস্বাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোশ নাস্তিইবে।। [ঐ, পুথি নং—৪৮১৭]
(৮০১) গুরুদক্ষিণা। অজ্ঞাত
লিখিতং শ্রীজয়দেব সর্মা সাং সোনাতাড়ি পুস্তকং শ্রীনেহাল সর্ম্মকার।। সাকিম সোনার্তাড়ি।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোসক। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১১৬১ তা ২৮ জেষ্ঠ।। [ঐ, পুথি নং—৪৮২৩]
(৮০২) মহাভারত। কাশীরাম দাস
জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখিতং কো দোস নাস্তিকং ভিমস্যা রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভূম।। ইতি সন ১২৬৬ সাল ১৫ পোষ লিখিতং শ্রীঅখিল চক্‌কোত্তি সাঃ সিতামুড়ি পাঠক শ্রী— [ঐ, পুথি নং—৪৮২৮]
(৮০৩) মহাভারত (বৃহৎ শান্তিপর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীহরিপ্রসাদ দাশ শাং বড় রা খরিদার শ্রীরাজীবলোচন মিত্র শাং বড় রা সন ১২৫০ সাল তারিখ ২ মাগ— [ঐ, পুথি নং—৪৮৩৭]

(৮০৪) মহাভারত। কাশীরাম দাস

সন ১২২০ সন তা ১৩ মাঘ রোজ মঙ্গলবার।। ষুক্লপক্ষে চতুর্থী।। লিখিতং শ্রী গুরুপ্রসাদ মিত্র। সাঃ বড় রা মোঃ খাণ্ড বড়ুরা—মোকাম বালাগাছ।। ছঅ দন্ড রাত্রির সমত্ত সমাপ্ত হইল।। ইতী শ্রীক্ষেত্র নাথ সিংহ সাঃ রঘুনাথপুর...।। ও দ্বারকা নাথ মজুমদার সাঃ মঅনাডাল।। জথাদিষ্ঞ তথা লখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক।। ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্যম।। ইতী আদরস জন্য পাতকহ্— শ্রী গদাধর গৌরাঙ্গ।। শ্রীরাধাকৃষ্ণ।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৮৪২]

(৮০৫) প্রার্থনা বিলাস। রামচন্দ্র দাস

লিখিতং শ্রীগরিব রাম দাষ বৈরাগ্য সাকীন গুমাই সন ১২৪৭ সাল— [ঐ, পুথি নং—৪৮৪৮]

(৮০৬) গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাসুর বধ কথা। শঙ্কর

জথাদৃষ্ট তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক। ভিম শ্মাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীবাঞ্ছারাম দে সাং পাটুয়া পাড়া।। পাঠাতং শ্রীমোহনলাল রজক সাং রাধানগর।। সন ১১৯৮ সাল তা ২৭ আগন রোজ সনিবার।। [ঐ, পুথি নং—৪৮৭১]

(৮০৭) কৃষ্ণলীলামৃত। যদুনন্দন দাস

যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং মিত্যাদি। এ গ্রন্থ লুপিয়ং শ্রীলক্ষীকান্ত দেব শর্ম্মনং সাং রানিগ্রাম মৌঃ কেন্দুবিল্ল শ্রীশ্রী ঁগ্রন্থ সমাপ্ত : ইতি সন ১১৪৮ শাল তাং ১২ মাঘ।। রোজ বৃহস্পতি বার বেলা চারি দন্ড সময়ে সমাপ্তা।। [ঐ, পুথি নং—৫০০২]

(৮০৮) পদাবলী। ধনঞ্জয়

জথা দিষ্টা ত্যাদি।। লিখিতং শ্রীপতিত পাবন সর্ম্মা সাঃ সং রামপুর - পাঠক শ্রীমোহন লায়েক সাঃ সং রামপুর।। ইতি পদাবলি সমাপ্ত হইল।। ইতি সন ১২৩২ সাল।। মাহ বৈসাখের ৭ রোজ বেল্যা ১ এক পহরের সমএ বারে ২ সমবার শ্রী শ্রী ধম্ম তলায়... পুর্ব্ব মুখে।। বসিয়া সমাপ্ত হইল।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৫৩৪৭]

(৮০৯) গুরুতত্ত্ব সার। নরোত্তম

জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিক্ষক দোস নাস্তি ভিম স্বপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। পরগনে বালেমা মৌজে জগতবল্লবপুর। শক ১২৩৪ সাল তা ১ মাঘ সঅক্ষর শ্রীমধু মূদন দন্ডলঃ।। [ঐ, পুথি নং—৫৫৬৬]

(৮১০) আশ্রয় নির্ণয়। নরোত্তম

সন ১২৩৫ সাল তাং ২৫ চৈত্র।। সঅক্ষর শ্রীরাম লোচন দাষ ফজদার সাং মনষুকা।। পঠনাথ শ্রীরাঘব রাম বারিক সাং খিলা পং ভুরসিট্ট। [ঐ, পুথি নং—৫৫৬৭]

(৮১১) দ্রৌপদিরবস্ত্রহরণ।

জথা দিষ্টং... মতিভ্রম সয়ক্ষর শ্রীপ্রেমচাঁদ জানা পাঠক শ্রীবিপ্রদাষ পান সাং পাপ [ ] খান পরগনে খন্ডঘোষ সন ১২৫৭ সাল তাং ১৪ ভাদ্র [ঐ, পুথি নং—৫৫৭১]

(৮১২) অমর কোষ।...

জথা দিষ্টং ... নাস্তি।। সাক্ষর শ্রীবৃন্দাবন পন্ডিত।। শ্রীরাজারামপুর।। সন ১১৯৪ সাল তারিখ ২৩ ভাদ্র পঠনাৎ শ্রী— [ঐ, পুথি নং—৫৫৭৫]

(৮১৩) মহাভারত (আঁদি)। কাশীরাম দাস

ইতি জথা দিষ্টং তথা লিক্ষিকং লিক্ষকো দোস নাস্তি ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সঅক্ষর শ্রীক্ষেমচন্দ্র মাইতি শাকিনে বৈষ্ণবচক পরগনে দোবোপুর গ্রাম—সন ১২৪৯ সাল তালরখ ৪ মাহ কাত্তিক রোজ বিহস্পতি বার তিথি সপ্তমি ষুল্‌ক্পক্ষ্য বেলা নয় ঘড়ি হইতে সমাপ্ত হইল ইতি শ্রীঅভয় চরণ অধিকারি সাং আসাদোরো সমাপ্ত হইল ইতি— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৫৫৭৮]

(৮১৪) দ্রব্য অভিবান।

লীখিতং শ্রীপ্রেমচাঁদ দেবসম্মন সাং বাক্‌সী নিবাসীনিঃ। পুস্তক মীদং শ্রী সীত্ত্যানাথ দেবসম্মাঃ।। সন ১২৫৬ সাল তাং ২২ শ্রাবন রোজ সোমবার। [ঐ, পুথি নং—৫৫৯৪]

(৮১৫) রামায়ণ। কৃত্তিবাস

জথা দিষ্টীতং তথা লিখিতং দোশ নাস্তি।। তালুক শ্রীযুত কুম্পানি ইঙ্গরেজ শাহেব।। জমিদাস শ্রীযুত তারিনিচরন রায়চৌধুরী মহাশয়।। সঅক্ষর শ্রীঅভিরাম মন্ডল।। পরগনে ঘুড় মৌজে মহাদেবপুর ইতি শন ১২১৩ সাল—তারিখ ১১ জৈষ্ঠী রোজ ব্রহস্পতির।। [ঐ, পুথি নং—৫৬০০]

(৮১৬) রামায়ণ। কৃত্তিবাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখোক দোস নাস্থি।। সয়ক্ষর শ্রীরাধামোহন দেব।। পুস্তক শ্রীগঙ্গানারায়ণ কৈবর্ত্তী সাং রহড়া সাল ১২২৩ সাল বারসয় তৈইশ সাল তারিখ ২৭ আস্বীন বেলা ছয়দন্ড থাকিতে — [ঐ, পুথি নং—৫৬০১]

(৮১৭) শ্রীপাটবন্দনা। রামেশ্বর দাস

ভিমন্ধ মতির দোষ নাই রে আর। অক্ষর জুড়িয়া সভে করিবেন শার।। ইহা হইতে জদি দোস লইবে আমার। আমি শিসু খুদ্রমতি না জানি সাতার।। তথাহি। স্লেকে। জথা দিষ্টং তথা লখিতং লিখকোঃ দোস নাস্তিকঃ।। ভিম স্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মোতিভ্রম।। সঅক্ষর শ্রীলোকনাথ দেব শর্ম্মনঃ।। সাকিমঃ বেকড়াদহঃ পরগনে ষুজানগর। শরকার তাজপুর। জিহ্লা দিনাজপুর। মহারাজ শ্রীগোবিন্দনাথসিংহ বাহাদুর।। পাটক শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী।। পছিম ঘরের ধাপে আদ প্রহর বেল ছিলো : বৈষ্ণব : সাক্ষ্যতে সংপুর্ন্ন।। ইতি সন ১২৪৩ সাল : ।। তারিখ ১০ মাহ শ্রাবন—]ঐ, পুথি নং—৫৬৩৭]

(৮১৮) নিমাইসন্ন্যাস। অজ্ঞাত

ইতি সন ১২২৩ তারিখ ১৫ আশ্বীন ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখক নাস্তি দোশকং সক্ষর শ্রীহরি প্রসাদ দাশঃ সাকিম ব্রাম্মন্নী।। [ঐ, পুথি নং—৫৬৪৭]

(৮১৯) ভক্তিলতিকা। স্বরূপানন্দ

সঅক্ষর শ্রীনিলকণ্ঠ দেব শর্ম্মন অদরষ : বাউল ঠাকুর বৈষ্ণব।। সন ১২৪২ সাল।। ২০ চৈত্র প্রদং।। সাঃ কেবড়দহ জিলা দিনাজপুর।। [ঐ, পুথি নং—৫৬৫৩]

(৮২০) স্বরূপবর্ণন। কৃষ্ণদাস

লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন দাস : সাঃ ... গ্রাম :।। ১৫ তিন পহর বেলয় সঙ্গম্পাত :।। ভিমশ্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। জদ লিখিতং তদএতং লিখিতং দোসনাস্তী।। সন ১০৭৩ সাল তারিখ ২৪ জৈষ্ট রবিবার। [ঐ, পুথি নং—৫৭২৬]

(৮২১) আগজসঙ্গী।

ইতি সন ১২৫৭ সাল তাং ১১ আসাড় লিখিতং শ্রীবংসিবদন চক্রবত্তি সাং তালবান্দি পঃ কুতবর্ধপুর।। এ পুস্তক শ্রীমুচিরাম পরিখা সাং হাবাতলা—জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।। [ঐ, পুথি নং—৫৭৫১]

(৮২২) কর্ণপর্ব। কবিচন্দ্র

ইতি পুস্তক সমাপ্ত। সয়ক্ষর শ্রীকিনু মন্ডল।। সাং জগতবল্লভপুর তারিখ ২৯ জইষ্টী ১২০৮ সাল পুস্তক সমাপ্ত।। [ঐ, পুথি নং—৫৭৫৪]

(৮২৩) বালির পিণ্ডদান। দ্বিজ লক্ষণ

ইতি জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোস নাস্তিকং ভিমশ্বামী রণে ভঙ্গ : মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। স্বঅক্ষর শ্রীযুত গোরাচাঁদ চক্রবর্তি সাং চক কৃষ্ণরাম বষু এই পুস্তক লিখিয়া দিলাম শ্রীজদুনাথ মন্ডলকে ইতি সন ১২৬১ সালের তারিখ ২৬ চৈত্র বেলা এক ডন্ড হইতে সমাপ্ত।। এই বালির পিণ্ডদান ১৩ তের খান পাতে সমাপ্ত ইতি— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৫৭৮২]

(৮২৪) ষটচক্র। অজ্ঞাত

ইতি সটচক্র লিক্ষতে সমাপ্ত।। সয়ক্ষর শ্রীমিদং গুরুচরন দাস সাকিম নলহাজারি পরগনে ... সন ১২৩৪ সাল তা [ঐ, পুথি নং—৫৭৮৫]

(৮২৫) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখীতং লিক্ষকং দোস নাস্তিকং ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। স্বঅক্ষর মিদং শ্রীঅপূর্ব্ব রাম দাস নস্ক পরগনে পেচাকুর্নি মৌজে রাজারামপুর শন ১২২৯ সাল তারিখ ১২ আসাড় রোজ মঙ্গলবার খন্ডা পুথি সমাপ্ত ইতি।। [ঐ, পুথি নং—৫৮০৭]

(৮২৬) সুরিক্ষার পালা। ধর্মদাস বৈদ্য

শ্রীশ্রীগুরু দেবায় নমঃ।। স্বাক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা নিবাস চন্দন পাড়া পুস্তক মিতি শ্রীবুধাই কর্ম্মকার নিবাস বেলাপুর।। সন ১১৩৭ সাল সক ১৬৫২ মাহ ১৮ মাঘ ইতি।। [ঐ, পুথি নং—৫৮১৯]

(৮২৭) লক্ষ্মিচরিত্র। লক্ষ্মীকান্ত

লক্ষিচরিত্রকথা হইল সমাপ্ত।। সায়ক্ষর শ্রীরামচাঁদ সর পটনাথে শ্রীবলাই দাস সরকার সাং কাচিগড়্যা সন ১২৬৫ সাল তারিখ বৈসাখ। [ঐ, পুথি নং—৫৮৮১]

(৮২৮) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোকো দোস নাস্তী। ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। স্বাঅক্ষর মিদং শ্রীলক্ষীনারায়ন দাস নন্দী সাং কীচিগড়্যা পরগনে বায়ড়া সরকার সেলেমাবাদ সরকার ১১৮২ এগারসর্ও বিরীসি সাল তারিখ ১০ দসএগ্রী আসাড় রোজ বুধবার তিথী নবম কুড়ি পাতে সাঙ্গ হইল ডেড় প্রহর বেলা থাকীতে এ পুথি সাঙ্গ হইল।। [ঐ, পুথি নং—৫৮৮৫]

(৮২৯) মহাভারত (স্বর্গপর্ব)। কাশীরাম দাস

ত্থা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তিক ভিমস্যামি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। পুস্তক পঠনার্থ শ্রীসান্তিরাম কুন্ডু সাং মইগ্রাম তাং ২১ আসাড় রোজ ষুক্রবার।। লিখিতং শ্রীবাবুরাম দে সাং ডিকালী ইতি সন ১১৬৫ পএঃসট্টি সাল— ।। — [ঐ, পুথি নং—৫৮৮৬]

(৮৩০) লক্ষিচরিত্র। অজ্ঞাত

ইতি লক্ষিচরিত্র সমাপ্ত।। ইতি সন ১১৭৬ এগার ছেয়াত্তুরি সাল।। তাং ৪ আসাড় রোজ বৃহস্পতি বার।। অদ্যাপক শ্রীপঞ্চানন পন্ডিত লিখিতং শ্রীলক্ষ্মিকান্ত সরকার সাং কীচগড়্যা।।
[ঐ, পুথি নং—৫৮৮৭]

(৮৩১) গঙ্গার জন্মকথা। অজ্ঞাত

জথা দিষ্টঃ তথা লিখিত সায়ক্ষর শ্রী বলাই সরকার।। সাকিম কাচিগড়্যা। সন ১২৭০ বার সও সত্ত সাল ২৮ ভাদ্র সাঙ্গ করিলাম ইতি।। শ্রীনিধিরাম দাস সন্ত— [ঐ, পুথি নং—৫৮৮৮]

(৮৩২) চৈতন্য ভাগবত। বৃন্দাবন দাস

ইতি শেষ খন্ড সমাপ্ত।। সন ১১৭৯ বিরেরিখ ২২ চৈত্রি রোজ বৃহস্পতিবার।। শুক্রপক্ষে ৯ নবমী।। স্বাক্ষর মীদং শ্রীপরিক্ষীত সেন দাস সাকীম সেনভূমরূপপুর।। পাঠার্থ মীদং শ্রীসফল্লীরাম দাস সাকিম রাইপুর।। শ্রীশ্রী।। [ঐ, পুথি নং—৫৯২৮]

(৮৩৩) শ্রীদুর্লভ সার। লোচন দাস

ইতি দুল্লভসার পুস্তক সমাপ্তং।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিত লিখোক নাস্তিকং লিখিতং শ্রী গোলাম ঘোসষ্য সাকিম সামাএগ্রী দহ।। ইতি সন ১১৬৭ এগার সও সাতসষ্টী সাল তারিখ ২১ শ্রাবন।। রোজ সনিবার।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৫৯৩৫]

(৮৩৪) জগন্নাথ বিজয়। দ্বিজ মুকুন্দ

ইতি জগন্নাথ বিজয় সমাপ্ত।। হস্তি টলতি পাদেন জিহ্বাটলতি পন্ডিতঃ ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রুম।। সন ১১৫০ য়েগার সর্ত্ত পঞ্চাশ শাল—তারিখ ৪ আশ্বিন মঙ্গলবার। সঅক্ষর শ্রী রঘুনাথ দাশ পাড়ই।। সাং রামচন্দ্রপুর।। আদ্য অন্ত তিন পত্র নকল করিলাম সন বার সর্ত্ত ১২৫৫ পঞ্চান্ন সালের ১৭ বৈসাখ ইতি।। শ্রীউদয় চন্দ্র দেব সর্ম্মা— [ঐ, পুথি নং—৬০৫৭]

(৮৩৫) তুলসী চরিত্র। দ্বিজ ভগীরথ

ইতি দ্বিজ ভগীরথ কৃতং তুলসী চরিত্র সমাপ্ত।। জথাদৃষ্টং তথা লিখীতং লিক্ষকো নাস্তী দোষকং।। হস্তি টলতি পাদেন জভা টলতি পান্ডিতঃ ভিমস্মাপী রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। স্বাক্ষর শ্রীরামগোপাল দেব সাকীম কল্যানপুর পরগনে মালাকার সরকার মান্দারন পুস্তক শ্রীলক্ষ্মণ পান্ডা সাং মৌজে খারুই পরগনে মালার্কার সরকার মান্দারণ সন ১১৭৩ সাল তারিখ ১২ কার্ত্তিক রোজ সোমবার — গতে এই পুস্তক শ্রীনিলাম্বর পাঞাকে দেয়া জায়— [ঐ, পুথি নং—৬০৬৯]

(৮৩৬) চন্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরাম

সয়ক্ষর শ্রীরাম জয় দাস বসু।। সাং গুজরাট— [ঐ, পুথি নং—৬০৮৬]

(৮৩৭) গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস। বাসুদেব ঘোষ

ইতি শনাশ সমাপ্তং।। সন ১২৪১ সাল তারিখ ১৬ মাঘ রোজ শোমবার বেলা এক হয়ে পুর্ণ্ণ হইল। লিখিতং শ্রীস্বরূপ দাস সাকীম উদয়গঞ্জ পরগনে বরদা সরকার মান্দারণ পঠনার্থে শ্রী— [ঐ, পুথি নং—৬০৯৬]

(৮৩৮) মনঃ শিক্ষা। কৃষ্ণদাস

জথা দীষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষ্যকে দোসম্বানীতং গুনে গনং : স্বয়ক্ষর শ্রীরামধন দাষ বিশ্বাষ : পটনাঅর্থে নিজ সার গোপালপুর হাং সাং পরূইত্রের পাটশ্বালে সন ১২৪৩ শাল তা—২৯ বৈশাখ—রোজ মঙ্গলবার তিথী—কৃষ্ণপক্ষ ১০ দষকী। [ঐ, পুথি নং—৬১০৫]

(৮৩৯) বলিবামন সংবাদ। বিশ্বরূপ

ইতি বলিবামন সংবাদ সংপুর্ন্ন।। সন ১২৫৬ সাল তারিখ ১৯ মাহ পৌষ রোজ রবিবার মোং বনপটনার কাছারি।। সাক্ষর শ্রীষ্যামচরন বষু সাং খানাড় পং নারাঙ্গগজ নিজের পাট কারন ইহা।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬১১০]

(৮৪০) লঙ্কাকান্ডে রাবন বধ। শ্রীলক্ষ্মন

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং সরয়অক্ষর শ্রীকুচিল মাইতি সাং সাতপোতা পঠনাথে শ্রীজিতুসাহু সাং পলমপাই পং ঘাট সন ১২৩৭ সাল তাং ১১ আসিন [ঐ, পুথি নং—৬১১২]

(৮৪১) গঙ্গামঙ্গল। অজ্ঞাত

ইতি গঙ্গামঙ্গল পুস্তক সমাপ্ত।। সয়ক্ষর শ্রীগঙ্গাতারন নস্কর সাং গজাচন্ডিপুর তা ১১ শ্রাবন [ঐ,

পুথি নং—৬১২৬]

(৮৪২) বৃন্দাবন ধ্যান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

সন ১০৮৩ সাল।। তাঃ—২৭ ভাদ্র।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখিকং দোশ নাস্তি।। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মোতিভ্রম।। লিখিতং শ্রী পঞ্চানন্দ মদক সাং বিষ্ণুপুর।। কির্ত্তন... আদরস দেখিআ হইল।। বেল তিন প্রহর সম্পুর্ন্ন।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬১২৫]

(৮৪৩) আঙ্গদের রায়বার। কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২৮২ সাল ১ যুভ আস্বীন লিখিতং শ্রীকৃষ্টচন্দ্র ঘোষ ছাও শ্রীগোবর্দ্ধন কর্ম্মকারের পাটক শ্রীরামেশ্বর হাজরা সাঃ ধাসুট মাতুলালয় ইতি সোমাপ্ত— [ঐ, পুথি নং—৬১৩৭]

(৮৪৪) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস

জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিখতে দুস নাস্তিকং :। ইতি সন ১২৭৪ বার সর্ও চর্ত্তএর সাল তাঃ ৩০ কাতিক যুক্রবার চতুথিঃ। বেলা ৬ ছঅ দন্ড মঘে পুস্তক সাঙ্গ হইল। পাঠক শ্রীরামচন্দ্র হাজরা : সাকিম হিলপাই : পাঠক শ্রীকিদার নাথ হাজরা— [ঐ, পুথি নং—৬১৪৪]

(৮৪৫) লক্ষিরচরিত্র। ভরত পান্ডব

ইতি লক্ষি চরিত্র সমাপ্ত।। সন ১২৪৩ সাল তাং ১৩ কাত্তিক বৃহস্পতি বার ব্যালা দশ দন্ডের মর্দ্ধে সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যতে দোষ নাস্তি শ্রীরামকুমার গঙ্গপাধ্যা সাং রঙ্গিলাবাদ শ্রীশ্রী দুর্গা শ্রীশ্রীদুর্গা ...। [ঐ, পুথি নং—৬১৪৯]

(৮৪৬) নারাদপুরাণ। কৃষ্ণদাস

জথা দিষ্টং তথা লিং লিং।। লিক্ষতে দোষ নাস্তিঃ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ভিমসাপি রনে ভঙ্গ।। সয়র্খর মিদং শ্রীকালি প্রসাদ হালদার।। পটতর্থে শ্রী ইরু সাহা।। সাং গোপালনগর এই পুস্তক হইল ব্রহ্মস্পতিবার বেলা ডেড় প্রহরের মর্দ্ধে সকাবধা ১৭৪৯ সক সোল বাঙ্গালা সন ১২৩৪ সাল তারিখ—১৯ আস্বিন।। [ঐ, পুথি নং—৬১৫৭]

(৮৪৭) অর্জুন সংবাদ। অজ্ঞাত

ইতি অর্জ্জুন সংবাদ হইল তাং ২৭ চৈইত্র বুধবার বেলা ডেড় প্রহর থাকিতে।। তিথি ত্রিতিয়ো ভিম স্বাপি রনে ভঙ্গ মুনি নাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১২২৫ সাল সঅক্ষর শ্রীরামচন্দ্র মন্ডল।। সাং বাহির কুজি [ঐ, পুথি নং—৬১৬৪]

(৮৪৮) নিমাইসন্যাস। গঙ্গাপ্রসাদ সেন

সন ১২৫৭ সাল তারখ ৬ আসাড়; সঅক্ষর শ্রীসরূপ চাঁদ দাষ বৈরাগিঃ। সাং জগদিষপুর।। [ঐ, পুথি নং—৬১৭১]

(৮৪৯) হরিশ্চন্দ্র পালা। কবিচন্দ্র

ইতি হরিশ্চন্দ্র উপর্ক্ষণ সমাপ্ত।। জথা দিষ্টাং তথা লিখিতং লিক্ষোকের দোষ নাস্তি ভিমশ্বামি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সঅর্ক্ষর মিদং শ্রীরামচরণ দাষ সর্দার সাং কাষ্ট মহল। এই পুস্তক শ্রীবৈদ্দিনাথ সর্দারিকে লিখিয়া দিলাম এহার সাকিম পরগনে মুড়াগাছা মৌজে জগদিষপুর সন ১২০২ বার সয় দুই সাল তারিখ ৮ চৈত্র রোজ যুক্রবার ইতি— [ঐ, পুথি নং—৬১৯২]

(৮৫০) মহাভারত (পান্ডবমিলন)। কাশীরাম দাস

ইতি পান্ডব মিলন সমাপ্ত। জথাদ্রিষ্টং তথা লিখিতং শ্রীরামচাদ সরকার পটনাথে শ্রীসিতারাম সরকার সর্ব্ব সাং কাচিগড়্যা : পরগনে বায়ড়া সন ১২৫৭ সাল তারিখ ১১ অগ্রাহান রোজ বৃহস্পতিবার।। শ্রীশ্রী গুরবে নম। [ঐ, পুথি নং—৬২০২]

(৮৫১) মনসামঙ্গল। ক্ষেমানন্দ

ইতি সন ১২৬৮ আশষ্টি শাল তারিখ ৩ অগ্রান স্বঅর্ক্ষতে শ্রীরামশাগর সরকার - এই পুথক শ্রীষামা ... জাগরণ শমাপ্ত হইল—সাং মশ্চখালি—তেশোরা অগ্রান—মেঙ্গলবার—বৈকালে—সমাপ্ত হইল। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬২২১]

(৮৫২) মহাভারত। রামনারায়ণ

ইতি দ্রোন পর্ব্ব সমাপ্তঃ।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকের দোস নাস্তিঃ ভিমস্বামি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্যমঃ।। গুরু শ্রীযুৎ রামনারায়ন মন্ডলষ্যঃ।। সাঃ পোরূস রামপুর সয়ক্ষর মিদব শ্রীছিদামচন্দ্র দাষ মন্ডল সাং খান্দাপিঃ সন ১২৪৯ সাল তাং ১৩ কাত্তিক যুক্রুর বার বেলা এক প্রহর থাকিতে সমাপ্ত হইল নিজবাটিতে পুর্ব্বমুখে বসিআ লিখিলাম [ঐ, পুথি নং—৬২২৪]

(৮৫৩) পাষন্ডদলন। কৃষ্ণদাস

পাসন্ড দলন গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। লিক্ষকের দোস নাস্তি নিবেদন কৈল। সঅক্ষর শ্রী কৈলাশচন্দ্র হালদার সাং হাটতলা পরগনে বরিদহাটী। তরফ বিষ্ণুপুর। সন ১২৭২ সাল তাং ১১ পৌস রোজ সোমবার। এই গ্রন্থ পাটনার্থে শ্রীযুত ভৈরব চন্দ্র নষ্কর বৈরাগী : সাং জগদিসপুর।। [ঐ, পুথি নং—৬২২৮]

(৮৫৪) মহাভারত। কাশীরাম দাস

ইতি দ্রোণ পর্ব্ব সমাপ্ত।। ইতি সন ১১৮২ সাল তারিখ ৭ই বৈশাখ লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ সাং চাকদহ পাটক শ্রী— [ঐ, পুথি নং—৬২৪৫]

(৮৫৫) প্রসাদচরিত্র। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি প্রসাদ চরিত্র সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীরাম লোচক নেঊগী সাং মলিয়াড়া এ পুস্তক শ্রীরাইচরন দাস সে সাং বোডাঁক্রি সন ১১৮৫ সাল তাং ৯ মাঘ রাত্রে [ঐ, পুথি নং—৬২৫২]

(৮৫৬) শরীর নির্ণয়। যুগোল কিশোর দাস

ইতি স্বরির নির্ণ্ণয় গৃন্থ সংপুর্ন্নং।। সক্ষর শ্রীপ্রেমচাঁদ দাষ অধিকারি সাং বর্গাপুর। পাঠকিয় শ্রীযুত ব্রজ মোহন দাষ সাং হাসনাবাদ পরগনে মন্ডলঘাট : সন ১২৩১ সাল তাং ২০ অগ্রহায়ন। [ঐ, পুথি নং—৬২৬০]

(৮৫৭) লক্ষ্মণের শক্তিশেল। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথাদৃষ্টং তথা লিখিত লির্খ্যকো নাস্তি দোশক ভিমশ্যাপি রনে ভঙ্গ মতিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি।। ইতি।। শন ১২০৫ সাল।। সন বারশও পাচশাস।। তারিখ ২৬ আশাড়।। হরি বোল।। বেলা আড়ই প্রহরের পর শমাপ্ত।। পঠনার্থ শ্রীরামলোচন নন্দি।। শাং নবাশন।। পরগনে জাহানাবাদ।। [ঐ, পুথি নং—৬২৬২]

(৮৫৮) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি শ্রী প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থ সংপুর্ন্ন।। ইতি।। স... ৬ সাল তারিখ ১৯ অগ্রান পুস্তকমিদং শ্রীপ্রসাদ দাস সাং জামালপুর পরগনে ... [ঐ, পুথি নং—৬২৬৪]

(৮৫৯) বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থ। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীবৈষ্টব ধম্ম গ্রেন্ত সমাপ্তঃ।। শ্রীগুরু বৈষ্টব পদ প্রেসাদ মিদং।। জতা দিষ্টং তথা লিখনং লির্খকের দোস নাস্তি মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সঅক্ষ্যর অধম শ্রীদয়াল দাস বৈরাগি।। নিবাস আট পাড়া। [ঐ, পুথি নং—৬২৭২]

(৮৬০) মনসামঙ্গল। কেতকাদাস।।

সমাপ্ত হইল মনসামঙ্গল কহে কেতকাদাসে।। জাতি এ কত্রিস্ত ব্রাহ্মনের পদে আস। সাক্ষর মিদং

শ্রীগয়ারাম দাস।। জাতিতে দ্বাদসতিলি নারানপুরে বাস।। পাঠক শ্রীরামজী কুন্ডু মনসা পদে আস।। সন ১২৪৯ সাল তারি ২৮ জষ্ঠী... সাকীম নারায়নপুর— [ঐ, পুথি নং—৬৩০০]

(৮৬১) রামায়ণ। কবিচন্দ্র

ইতি সক্তিসেলের পালা সমাপ্ত।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসকং ভিমস্বাপি রনে ভ্রঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সায়ক্ষর মিদং শ্রীনিত্যানন্দ সাং দিঘলগ্রাম পরগনে খন্ডঘোস তরফ জয়পুর ইতি সন ১২০১ বারসও এক সাল তারিখ ১ ভাদ্র রোজ ব্রহস্পতিবার তিথি ত্রিতিয়া বেলা চারি দন্ডে সমাপ্ত হইল।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬৩০৮]

(৮৬২) গয়ার পালা। কৃত্তিবাস

ইতি গয়ার পালা শমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং বলস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। শায়ক্ষর শ্রী শ্রীমন্ত দাস খাঁ শাংকড়ুই পরগনে শমরশাহি সন ১২৩৪ বারসও চৌঔত্রিস সাল তারিখ ২২ ফাগুন রোজ বুধবার দিবসে শমাপ্ত হইল।। [ঐ, পুথি নং—৬৩০৯]

(৮৬৩) গৌরীমঙ্গল। ভিষক রসিক

ইতি গোরিমঙ্গল স্বপ্ন আরোহণ সমাপ্ত।। জথা ত্রিষ্টঃ তথা—খিত—সায়ক্ষর।। শ্রীরামগোপাল সরকার।। সাং কাচিগড়্যা পরগণে বায়ড়া জাহানাবাদ।। সন ১২৬৬ সাল তাং ২৭ আস্বিন [ঐ, পুথি নং—৬৩১০]

(৮৬৪) গদাপর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি গদা পর্ব সমাপ্ত।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোকো দোষ নাস্তিং ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন দাস পালিত সাং সেহারা গ্রাম।। পঠনাথ শ্রীসেবক রাম কুন্ডু সাং নারায়নপুর পং সমরশাহী সন ১২০৭ সাল তারিখ ১৬ ফাগুন।। [ঐ, পুথি নং—৬৩২০]

(৮৬৫) মোহমুদ্গরপালা। কবিচন্দ্র

লিখিতং শ্রীসাক্ষরাম সরকার সাং দলবায়ড়া পং বায়ড়া।। পুস্তক শ্রীরামকানাঞি কুন্ডু শাং নারায়নপুর সমরসাহী সন ১২০৫ সাল তারিখ ২০ আস্বিন বেলা চারি দন্ড থাকীতে সমাপ্ত।। [ঐ, পুথি নং—৬৩২২]

(৮৬৬) রামায়ণ। শংকর কবিচন্দ্র

ইতি তরনি রহস্য সমাপ্ত হৈলঃ।। লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ গায়েন সাং উদয়রাজপুর মোকাম মানিকপাট।। সন ১২৩৪ সাল।। [ঐ, পুথি নং—৬৩২৩]

(৮৬৭) উজ্জ্বলছায়াকোরক। অজ্ঞাত

লিখিতং শ্রীরামদাশ বৈরাগি সাঃ ভগবন্তপুর সন ১১৫৬ সাল।। [ঐ, পুথি নং—৬৩৪১]

(৮৬৮) হরগৌরি সংবাদ। অজ্ঞাত

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোস নাস্তি ভিমস্বামি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি হর গোরি সংবাদ আগমো সমাপ্ত।। স্বয়ক্ষর শ্রীহরে কৃষ্ণ মন্ডল।। সাং গোষপুর।। সন ১২৯১ সাল তারিখ ১০ স্র্যবন রবিবার বেলা তিন প্রহর।। [ঐ, পুথি নং—৬৩৪২]

(৮৬৯) নাম সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণদাস

শঅক্ষর শ্রীরামতনু মণ্ডল।। শা...ল্লবপুর।। সন ১২৩৩ শাল তাং ১০ [ঐ, পুথি নং—৬৩৫২]

(৮৭০) যযাতির পালা। অজ্ঞাত

ইতি জজাতির পালা সমাপ্ত।। ভিমস্বাপে রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীরামচাদ দাস সাঃ পুইন পরগনে সমরসাহি সন ১২৩১ সালে সমাপ্ত হইল।। [ঐ, পুথি নং—৬৩৬৯]

(৮৭১) দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি দ্রৌপদির বস্ত্র হরন পালা সমাপ্ত।। জথাদৃষ্ট স্তথা লিখিতং শ্রীরামধন শরকার।। পুস্তক পঠনার্থে তস্য পুত্র শ্রী পুর্ন্নানন্দ সরকার সাং কাচিগড়্যা পরগনে বায়ড়া সন ১২৪৮ শাল তাং ১৬ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার : তিথি পুর্ন্নিমা : বেলা ডের প্রহরের সময় শ্রীশ্রী˚তলার পাটশালে দক্ষিণমুখে সমাপ্ত হইল ইতি।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬৩৭০]

(৮৭২) গুরুদক্ষিনা।

ইতি গুরুদক্ষিনা পুস্তক সমাপ্ত।। জথা দৃষ্টাং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোষক নাস্তী ভিমস্যামি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। স্বাক্ষর শ্রীগঙ্গাতারণ দাষ লস্কর সাং গজাবল্লিপুর শ্রীগঙ্গামাধব দাস লস্কর সাং গজাবল্লিপুর প মুড়াগাছা ইতি সন ১২ বার সও বার ৩ কাত্তিক রবিবার।। [ঐ, পুথি নং—৬৪০৫]

(৮৭৩) মাধব সংগীত। পরশুরাম

ইতি শ্রীমাধব সংগীত গ্রন্থঃ সংপূর্ণঃ।। লিখিতং শ্রীরাধারমণ ঘোষ তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ সাকিম বাতিকারঃ। সন ১১৯৩ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র শুক্লাষষ্ঠী মঙ্গলবার।। শকাব্দ : ১৭০৮।৪।১৫।৮ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ আদর্শ শ্রীযুৎ গোপীচরণ দাস বৈরাগী ঠাকুর মোকাম ˚পাএড়ের আখড়া।। লিখিতং বহুজত্নেন যশোথয়তি পুস্তকঃ। শূকরী তস্য মাতা চ পিতা চ ভব গন্ধর্বঃ।। শ্রীশ্রী˚।। শ্রীশ্রী।। একশত সপ্তত্রিংশৎ পত্রে মাধব সংগীত গ্রন্থ সমাপ্ত।। [ঐ, পুথি নং—৬৪২৬]

(৮৭৪) মহাভারত—দ্রোণপর্ব।

ইতি দ্রোণপর্ব সমাপ্ত।। এই পুথিখানি শ্রীযুত মে জানসেন (সিঃ জনসন) সাহেব ইহার মুচ্ছদ্দি শ্রীগোরাচাঁদ বসাখ ও শ্রীভিখারি পালিত। লিখিতং শ্রীআত্মারাম দাস ঘোষ সাং কলিকাতা সহর বসতি জোড়াবাগের পুবে সুতানুটি গ্রাম।। সন ১১৮০ সাল ইংরাজী সন ১৭৭৩ মাহ ভাদ্র ২২ রোজে আগস্ত মদ্ধে।। [Catalogue of the Bengal and Assamese manuscripts in the Library of the India Office by J.E. Rlumhardt.]

(৮৭৫) রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড)। কৃত্তিবাস

ইতি শ্রীরামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড শবংশে রাবণ রাজাক্ষয়ে।। লঙ্কাকাণ্ড পুস্তক সমাপ্ত।। ভিমশ্বাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং।। জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকু নাস্তি দুশকং ।। ১।। ভগ্নদৃষ্টি কটি গৃবস্তম্ভোদৃষ্টিরধুমখং। দুক্ষেন লিখিতং গ্রহস্ত পুত্রবৎ পরিপালাএৎ ।। ২ ।। কাহেস্তের মতিভ্রম জান শর্ব জন। ... করি নিবেদন।। অশোর্দ্ধ হইলে পুনি শোর্দ্ধ করি লৈব। মনের সম্ভ্রমে তাকে কিছো না বলিব ।। ৪।। ৪।। ইতি সয়ক্ষরঞ্চ মিদং শ্রীহরগোবিন্দ দাস বৈষ্ণব ।। ৪।। : রাজধানি হস্তিনাপুড় : সরকারে উদয়েপুর : প্রগনে রোশোনাবাদ : চাক্রে গোপিনাথপুড়। মৌজে নরসিংহপুড়। মৌকাম / জৌৎ গোসাঞির দেবালএ।। ইতি সন ১২২২ সন মাহে পৌন পৌশ ১ : রোজ শমবার : বেলা... দন্ড উদন পুস্তক সমাপ্ত ।। ৪।। ৫।। ৬।। ৭।। ৮।। ৯।। ।। হরিহর।। : বাম : বাম : ...১০৮ অষ্ট উত্তর।। রামনাম বোল ভাই সর্ব্বেভদন ভরি। হরগোবিন্দ বোলে রাম নাম লৈয়া মরি অহে রাম তুয়া পদে করি আছি আস। করজোড়ে করি বোলে হরগোবিন্দ দাস।। হরিহর রাম রোপে এক করি কায়। মুনি দুর্ন্নব জন্ম হএ কিনা হায়।। রামপদে মন রৌক নরদেহ জেবা। ইহ তনু দেহ তাই রাম পদে সেবা।। রাম।। ইতি সয়ক্ষরঞ্চ মিদং শ্রীহরগোবিন্দ দাস বৈরাগি ... দেবালয়েৎ।। ।।৪।।৪।। বাঞ্ছাকল্পতরু তায়বংশপতিতানাং বৈষ্ণঅবর্বং নমো ২ ।।১।। শ্রীশ্রী জৌক্ত রাজা দুর্গামাণিক্য দেব ।। ৪।। আজ্ঞা প্রশাদের পুত্র শ্রীশ্যামদাস ... নিজ পুস্তক অঞ্চ ... ।। সাং নরসিংহ পুড়।। [ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালার পুথি নং—২১]

(৮৭৬) ক) মহাভারত। সঞ্জয়

ইতি শ্রীব্যাস জোবিষ্টির সমাদে শ্রীরামচন্দ্রাভিসেকং সমাপ্তং।। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমং জথাদৃষ্টং তথা লিখীতং লিক্ষকু নাস্তি দুসকং।। সকীয় পুস্তক কর্ত্তাপক্ষ শ্রীকবির মহন্ত গোসাঞি সাং সনাতন গোসাঞির দেবালয়।। সাক্ষরমীদং শ্রীগঙ্গা গোবিন্দ বর্দ্ধন দাষ সাং মনিয়ন্দ।। ইতি সন ১২০৯ ত্রিপুরা মাহে ২৫ ভাদ্র যাদি ৯ বাসরয় পুস্তক লিখনং সমাপ্ত।। [ঐ, পুথি নং—১০১]

খ) মহাভারত (আদি পর্ব)।

ইতি শ্রীমহাভারতে য়াদি পর্ব্ব সমাপ্তং।। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমং জথা দৃষ্টং তথা লিখীতং লিখুক নাস্তি দুসকং।। এই পুস্তকের কর্ত্তাপক্ষ য়াপনে শ্রীকবির মহন্ত গোসাঞি সাং ষনাতন গোসাঞির দেবালয়।। সাক্ষর মীদং শ্রীগঙ্গা গোবিন্দ বর্দ্ধন দাষ সাং মনিয়ন্দ।। ইতি সন ১২০৭ ত্রিপুরা বিতেরিখ মাহে ২৫ বৈসাখ য়াদিত্য বার একাদস দন্ড বেলা গতে দ্বাদস দন্ড মদ্যে পুস্তক লিখনং সমাপ্ত।। [ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালার পুথি নং—১০১]

(৮৭৭) গোর্খবিজয়।

ইতি গোর্খ বিজএ সংপূর্ন্ন : জথা দিস্টং তথা লিকিতং দসকং মিদং শ্রীসহঐক্ষর শ্রীসোনাতন সরকার সাকিম চাটিগ্রাম সহর পরগনে ফটিকছরি মৌজে ধর্ম্মছরি সাকিং ষুআবিল।। পুস্তকের মালিক শ্রীরামচরন নাথ সাকিং দিসাবন্দ : জিলে ত্রিপুরা স্বণত সন ১২৪৯ বাঙ্গালা মাহে ২৮ চৈত্রে রোজ রবিবার বেলা সৌন্দা সমএ সংপুর্ন্ত হইল শ্রীরামদাস মোহন্তের বারির দক্ষিণ গৃহেতে বসিয়া।। [ঐ, পুথি নং—৭২]

(৮৭৮) বৃন্দাবন লীলামৃত। নন্দকিশোর

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলা স্থলি বিবরণ কথনে অনুবাদ কথন নাম পঞ্চাশও-মোহধ্যায় : ।। ৫০।। ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলা মৃত সংপূর্ণ।। জতোয়শ্চন্দ্র বংশে ক্ষিতি পতি তিলক শ্রীল ঈশান চন্দ্রেমানিক্য খ্যাতি যুক্তো নিখিল গুণ নিধী রাজ রাজেন্দ্র কল্প :। শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদাম্বুজ গলিত সুধারাশি সংসিক্ত চিত্তোদীনানাং ত্রাণকারী রিপু কুল দমনো ধার্ম্মিকো দীনবন্ধুঃ।। তস্যৈব ভুপতে বৃন্দাবনলীলামৃতং শুভং। পুস্তকং লিখিতং যত্নাৎ শ্রীরামমণি শর্ম্মনা।। দরইন গ্রামবাসি শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মনা। তর্ক পঞ্চাননাখ্যেন শোধিত তন্ত্রপ্রাজ্ঞয়া।। যুগ্মাব্ধি শৈলেন্দ্রমিতে শকাব্দে কুম্ভংগতে ভাস্বতি চৈকবিংশে। মানে মহী সূকর বাসরেহ্নি সমাপনং পুস্তক মেতদেব।। [ঐ, পুথি নং—৮৯]

(৮৭৯) রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড)। কৃত্তিবাস (সম্পূর্ণ)

ইতি উত্তরাকাণ্ড সমাপ্ত।। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দৃষ্ট তথা লিখীতং লিখক নাস্তি দুশকং।। পদহিন অক্ষরহিনাই ...। জে জন পন্ডিত হও সমবীর ...। অশুদ্ধ হইলে পদ শুদ্ধ করি দিবা। বাল্মীকির অপবাদ সকল ক্ষেমীবা।। রামচন্দ্র পদে আমী কি বিমোহিত লাগি। জনমে গোসাঞি এই সে ভিক্ষা মাগি।। রামকৃষ্ণ নারায়ণ সিব হরহরি লইয়া শ্রীরামের নাম অন্তকালে সরি।। ইতি সন ১২(০)৬ ... তারিখ ২৯ কার্তিক ষুক্রবার চতুর্দ্দশ দণ্ড বেলাতে সমাপ্ত।। রাজধানি হস্তিনাপুর সরকারে উদয়পুর মুতালিকে রূসনাবাদ চাকলে (পুস্তক) ১২০৩.. জমিদার শ্রীশ্রীরাজা রাজধর মাণিক্য দেব মহারাজা শ্রীজীবন দাস বৈরাগি ... শীতলা গোসাঞির দেবালয় সমাপ্ত।। লিখক শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বর্দ্ধন। শকাব্দ ১৭১৮ রসবতী (?) পত্র লিখ্যা ৪৬৯ পুস্তক সমাপ্ত।। [ঐ, পুথি নং—৬৭]

(৮৮০) ক) উপাসনা গ্রন্থ।

ইতি উপাসনার অধ্যা সমাপ্তঃ।। শ্রীহরিনাম জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকোং নাস্তি দুসকং ষাক্ষরমিদং শ্রীলক্ষিনারায়ণ দত্ত সাকিম ষেওড়া।। স পুস্তক মিদং শ্রীপ্রষুরাম (পরশু) কাপ সাং তথা এই য়ক্ষর দেখিয়া জেবা করে রো(ষ) নির্শ্চয় জানিয় তার সাঁষুড়ির দুস ইতি সন ১২১১ তাং ২৭ আঁসাড় পুস্ত সমাপ্ত সমবায় বেলা দস ডণ্ড থাকিতে শ্রীহরিচরণে গতিস্থ হুক (হউক) আমার।।

[ঐ, পুথি নং—২১(সি)]

খ) ভক্তিযোগ।

ইতি শ্রীভক্তিজোগ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন শংবাদ সমাপ্ত।। জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখক দোশ নাস্তিকঃ যুআক্ষর মিদং শ্রীমহাদেব বর্ম্মন : পুস্তক : শ্রীরামস্বরূপ দাস।। সাকিম পরগণে (নুর নগর) মৌং (মাদারপুর) তিথি যুএলা চতুর্দ্দশিতে : মাহে ৬ ফাগুন : রোজ সম্ভার (সোমবার)।। ইতি সন ১২১০ সন ত্রিপুরা ... [ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালার পুথি নং—২১(ডি)]

(৮৮১) চৈতন্যমঙ্গল। লোচন দাস

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শেষ খণ্ড সমাপ্ত।।... সকাব্দা ১৭২৭ শৌর ২৮ জৈষ্টস্য একাদশী তিথৌ সমবার বেলা দেড় প্রহর কালে গৃহ্নসায় : শ্লোক শুত্রখন্ড ২০ আদিখন্ড ১ মধ্যখন্ড ১৩ অন্তখন্ডে ১ একুনে ৩৫।। লাচাড়ি শুত্রখন্ড ২০ আদিখন্ডে ২৪২৯ মধ্যখন্ডে ৪১ ৪২ অন্তখন্ডে ১৬ ১৭ একুনে ১০১।। সাক্ষর শ্রীস্বরূপ দাসস্য মোকাম চম্পক নগর। [ঐ, পুথি নং—৩৪]

(৮৮২) গীতগোবিন্দ। জয়দেব কবিরাজ

ইতি শ্রীকেন্দুবিল্লীয় শ্রীজয়দেব কবিরাজ ... শ্রীগীৎ গোবিন্দাখ্যাং প্রবন্ধ সমাপ্তঃ।। ইতি ৯ ভাদ্র শুক্লপক্ষে তীথো শপ্তমীঃ সকাব্দা সন ১২১০ দশ সাল : সাঅক্ষর জগন্নাথ দাস বৈরাগী সাং মিরকালা : ।। [ঐ, পুথি নং— ৭০, ৮৮, ৯৯]

(৮৮৩) পদসংগ্রহ।

শ্রীরামকুমার শর্ম্মনঃ স্বাক্ষর শ্রীনীলকৃষ্ণ মহারাজ : স্বকীয় পুস্তকঞ্চেতি সন ১২৮০ ত্রিং ২৭ ভাদ্র।। ১।। সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ। [ঐ, পুথি নং—৯৮ বি]

(৮৮৪) রামায়ণ।

ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ১ মাঘ ব্রুসপতিবার জতা দীষ্টান্ত তথা লিখিতং লিখিতে দোস নাস্তি।। ভিমস্বামির নিম ভঙ্গি মনিনাঞ্চ মতিভ্রুম। মোং কাথী মহাশয় সাহেবের বাশায়। এই পুস্তক শ্রীনারায়ন সিং সাকীন দারুয়া।। পরগণে মাজনাঘটা লিখিত সঅক্ষর শ্রীগৌরমোহন দাষবসু উমেদোয়ার সাং মুলদীঘা পীং হাথীয়াঘর জেলা চবিষ পরগনা কেহ পতিবার তরে লইয়া জান শুর্দ্ধ অশুর্দ্ধ ব ( ) ত রোদ করিবেন না। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং ১৮৮৯]

(৮৮৫) সত্যনারায়ণের পালা।

ইতি সত্য নারাঅনের পালা সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোস নাস্তি : ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সক্ষর শ্রীযুৎ কাতিকচরণ পন্ডা সাকিনে গৌরাঙ্গপুর পরগনে মন্ডল ঘাট।। পটনার্থে শ্রীজাদাবিন্দ্র ঘোষ সাকিনে মো ( ) পুর পরগণে মন্ডল ঘাট। ইতি সন ১২ সর্ও ৬৬ সাল তারিখ ৩২ আসাড়। [ঐ, পুথি নং—৬২২০]

(৮৮৬) জৈমিনিভারত। দ্বিজ প্রেমানন্দ

সন ১১৭৫ সাল তাং ১৪ মাঘ।। পুস্তক মিদং শ্রীবলরাম সংখ্য বণিক সাঃ পরগণে জাহানাবাদ মৌজে বেন্দাই।। [A Descriptive catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. ix, পৃ. ৩৯, পুথি নং—৪৮৯৮]

(৮৮৭) হংসদূত। নরোত্তম দাস

হংসদূত উপাক্ষান সমাপ্ত হইল। সন ১২৩২ সাল তারেখ ১০ই সাবন রোজ সমবার বেলা ১ প্রহর থাকীতে সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীকার্ত্তিকরাম দেবশর্ম্মা সাং বৃষ্টুপুর। [ঐ, পৃ. ১২৫, পুথি নং ৩৬২৮]

(৮৮৮) মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্ট (ইত্যাদি) লিখিতং শ্রীসিদাম দাস পাল। সাকিম হরির পুস্কর্নির হাট তলাই। সন ১০০৩ সাল। তারিখ ৪ শ্রাবন। রোজ সমবার। বেলা চারি দন্ড থাকিতে সমাপ্ত হৈল। অস্বমেধ পর্ব্ব চুরি করিবেন জিনি। জনক গর্দ্দপ তার জননি গিধিনি। [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ - পুথিশালায় সংগৃহীত, বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১, পুথি নং—৫৯৫]

(৮৮৯) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লির্ক্ষকো নাস্তি দোসক। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিঃভ্রম এ পুস্তক শ্রীগোপাল রায়—সাং ভবানিপুর—আমলে পরগনে কুতুপুর সরকার—গোওালপাড়া : চকলে মেদনিপুর সন ১১৮০ সাল তারিখ ২০ মাঘ রোজ বুদবার তিথি সপ্তমি ষুকর্ল্লপক্ষ—রাত্রে সাত ঘড়ির সময় সমাপ্ত হইল— এ পুস্তক জে হরিবেক তাহাকে ব্রহ্মবধ পাতকের দোস হইবেক—।।২১ক।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয়, ৩য় খণ্ড, পৃ. , পুথি নং—১২৫৯]

(৮৯০) অষ্টমঙ্গলা। বিষ্টুপাল

লেখক শ্রীগৌউর কিশোর রায়, সাং বরুল, জেলা বীরভূম। [ঐ, পুথি নং—২২২২]

(৮৯১) গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী।

জথা দিষ্টং তথা ... মতিভ্যম।। ইতি শ্রীশ্রীগঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী পুস্তক সমাপ্ত।। সঅক্ষর শ্রীরামমোহন বষু সাং বিখিরা পরগনে মণ্ডলঘাট চাকলে বর্দ্ধমান জেলা হুগলি।। এ পুস্তক শ্রী কাসিনাথ মণ্ডলের হইল সাং নঙ্গি পর(গ)নে পারবানিয়া জেলা হাওালি চাকলে নদিয়া সহর কলিকাতা।। ইতি সন ১২৩৮ বার সও আটত্রিশ সাল।। তারিখ ১১ পোষ রবিবার বেলা ছয় দণ্ড মর্দ্ধে সমাপ্ত হইল।। মোকাম নঙ্গি শ্রীজয়নারায়ন পানের বাটীতে বসিয়া সমাপ্ত হইল। নারায়ন পরা মুক্তি নারায়ন পরাগতি। লিক্ষকের পাপ বিমনে শ্রী ... রনং। [ঐ, পুথি নং—৫৭৪৫]

(৮৯২) বৈষ্ণব বন্দনা। যদুনন্দন দাস

ইতি সন ১২৩০ সাল তারিখ ২১ কাত্তিক লিখিতং শ্রীরামনিধি ঘোস পাঠক শ্রী মহাসয় সাকিম কান্দরা।। [ঐ, পুথি নং—৪২৪৮]

(৮৯৩) লক্ষ্মীচরিত্র। গুণরাজ খান

শ্রীসিনাথচন্দ্র গোস্বামী : সাঃ পাথরবেড়্যা : পঃ বগড়ি তরফ পশ্চীম।। ১৫ জষ্টি সমবার তিথি সষ্টী।। সন ১২৬৮ সাল। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৪৫, পুথি নং—৮৭৭]

(৮৯৪) মহাভারত। কাশীরাম, জিত ঘটক, শম্ভু দাস, কবীন্দ্র, অজ্ঞাত

ইতি মহাভারত আদ্যপর্ব্ব সমাপ্ত।। ইতি সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থং লোকানাং শোকহারকং।। প্রষ্ট ভঙ্গ কটি গ্রিবাতুল্য দ্রষ্ট অধোমুখং।। লিখিতং বহু দুখেন পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ।। ইতি তাং মাহ আশ্বীন রোজ রবিবার তিথৌ আমাবস্যাং বেলা তৃত্বিয় প্রহরে।। সন ১২স ৩০ সালে লিপি সমাপ্ত হৈলা।। এ পুস্তক শ্রীযুৎ শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের মনোনিতে লিপি সমাপ্ত করিলাম।। লিপিরেয়ং মহাগ্রামনিবাসি রামপ্রসাদ দাস বসু।। ইতি স্বস্তি ...।। [ঐ, পৃ. ২৮৬, পুথি নং—৯২০]

(৮৯৫) আশ্রয় কল্প লতিকা। মনোহর দাস

ইতি সন ১২৬৪ সাল তাং ১৭ কার্ত্তিক।। সাং সনামুখি।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪১৮৩]

(৮৯৬) উদ্ধব সংবাদ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

নবিনচন্দ্র ঘোস সাকিম কেউতড়া পাটক শ্রীইস্বর চন্দ্র ঘোস সাকিম কেউতড়া। —

[ঐ, পুথি নং—৩৯৯৮]

(৮৯৭) মনসা মঙ্গল (ভাসান)। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

জথা দিষ্টং তথালিখিতং ইত্যাদি।। পুস্তক কালি প্রসাদ চক্রবর্ত্তী। সাং রতনপুর, চাকলে বর্দ্ধমান।। স্বাক্ষরমিদং গঙ্গাধর নন্দী, সাং কৃষ্ণপুর, মোঃ বাগীলার পাটসালে বেলা এক প্রহর সময় সমাপ্ত ইতি সকাব্দা ১৭২৮।৪।৩১ ।। সন ১২১০ সাল, তারিখ ৩১ শ্রাবন, বৃহস্পতিবার।

ষুন সভে দিয়্যা মন　　এই পুস্তক সমাপন
　　হইলেন জেইখানে বসি
বাগীলা নামেতে গ্রাম　　মহেষতলার বাম
　　পাটসাল বড় সুখরাসি।
সে গ্রাম তালুক জার　　কহি ষুন নাম তার
　　পালে প্রজা শ্রীরাম সমান।
হর হৈমবতি বিনে　　অন্যদেব নাহি জানে
　　ব্রাহ্মনে ভকতি অতিসয়।
ধৰ্ম্মেতে বান্ধিল সেতু　　সদা বষ মিনকেতু
　　ক্ষ্যাত সে মুস্তফি মহাঁসয়।
তাহার তালুকে বসি　　মন হইল অভিলাসি
　　লেখাইনু জগতিমঙ্গল
সাক্ষর লিখিল জেই　　গঙ্গাধর নামে সেই
　　কৃষ্ণপুর তার বাসস্থল।
বাগীলায় মাতুলধাম　　তথা সদা বিশ্রাম
　　মাতুলার্ন্নে সদত পালিত ।
লেখাপড়া সিক্ষ্যাকালে　　লিখিলেক কুতুহলে
　　পাটসালে বসিয়া নিশ্চিন্ত। ইতি শ্রীহরি।।

[বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৩, পুথি নং—১৮১]

(৮৯৮) ভক্তি উদ্দীপন। নরোত্তম দাস

এই গ্রন্থ লিখিতং কুঞ্জবিহারী মিত্র, সাকিম পূর্ব্বে সুনড়্যা পং জাহানাবাদ ইদামন্ত কাইথি - দুর্গাবাটী ; পঠনার্থে সার্থক নন্দীর বাটী চকভুরা, লিপিকাল সন ১১৮২ সাল তারিখ, ৩১ একতিসা স্বাবন, রবিবার দিবা আড়াই প্রহরে সমাপ্ত হইল। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সর্বপাপে মুক্ত হয়।

[ঐ, পৃ. ৮৬, পুথি নং—১৩৭]

(৮৯৯) পদাবলী। লোচন দাস

সন ১১৮৪ সাল তা ৭ আশ্বিন সনিবার লিখীতং পঞ্চানন আষ সাং সামাঐী দহ [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২০, পুথি নং—৬৭৯]

(৯০০) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং ... মতিভ্রম। শ্রীবাস নারায়ন নমস্তে।। তদাস্ত্যসারে কাসে দাসায় নমস্তে।। লিখিতং শ্রীভৈরব ঘোস সাকিম মোজে বাতাসপুর পরগণে দরি মোড়েস্বর সন ১২২২ সাল তারিখ ৪ ফাল্গুন পাঠক শ্রীভৈরব ঘোস সাকিম মোজে বাতাসপুর শ্রীনফর পানের গহন বাড়িতে উত্তর দ্বারে ... দক্ষিণ মুখে বসিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত হৈল তিথি দ্বিতিয়া মঙ্গলবার দিবা ৪ বারে দণ্ডস্থিটে সমাপ্ত। লিখনও আলা জনের কেহু দোয়া না লইবেন জদি কৃস্ব তুটি হয়া থাকে তাহা লইবেন - ক্ষেমা করিবেন। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৭৪৭]

(৯০১) গোবিন্দবিলাস। যশচন্দ্র

ইতি শ্রী গোবিন্দ বিলাস সমাপ্ত।। পুর্ব্ব সকাব্দা ১৬২৯ সন গ্রন্থ দেখিয়া লিখা হইল। ইহাতে দুই এক অক্ষর দৃষ্ট হয়না।। জথা দৃষ্ট তথা লিখিত সাক্ষর মিদং শ্রী নফরচন্দ্র দাষ সাং নবগ্রাম পাঠক শ্রীযুৎ বাবু নীলকণ্ঠ সিংহ সাং রাইপুর ইতি সকাব্দা ১৭৫৩ ।। সাল ১২৩৮ বারসও আটত্তিশ সাল তারিখ ২৫ ভাদ্র শুক্রবার।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৯৪৯]

(৯০২) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীরাধাকান্ত সরকার পাত্রসায়ের পাটক শ্রীঅর্জ্জুন হাট্যুই সাং পাত্রসায়ের সন ১২১৮ সাল।। বর্দ্ধমানের জমিদার সন ১১১৭ সাল মল্লভূমের জমিদারি বিতারিখ ১৩ ফালুগুন রোজ রবিবার তিথি একাদসি শুক্লপক্ষ। [ঐ, পুথি নং—২০৩১]

(৯০৩) মহাভারত - শল্যপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি। লিখিতং শ্রীগৌরমোহন সেন সাকিম লওডিহা পরগনে খটঙ্গা সরকার শ্রীযুত রাজাসাহেব জিউ। সন ১১৮৪ সাল তারিখ ৯ আসাড়... সংপূর্ণ হইল ইতি। জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৬, পুথি নং—৫৮৭]

(৯০৪) মহাভারত—গদাপর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি গদাপর্ব সমাপ্তং। পঠনার্থে শ্রীমাধবচন্দ্র রায় সাং দুন্দিপুর পরগনে বরদা জেলা হুগ্লি সন ১২৪৩ বার সওঁ তেচল্লিষ সাল তারিখ ১৫ চৈত্রী বেলা এক প্রহরের মর্দ্ধে সমাপ্ত হইল জানিবেন ইতি শ্রীবিশ্বনাথ পাঠকের পুথি। [ঐ, পৃ. ১৬৩, পুথি নং—৬৯৩]

(৯০৫) সিরাজ কুলুপ। আলি রাজা ওরফে কানু ফকির

শেষ - পূর্ব্বে মোসরিক বুলি ধরে তার নাম।
পশ্চিমেতে মগরিব নামসে উপাম।
যেই য়াছে সেই লেখি তত নাহি দোষ।
য়সুদ্দ হইলে বাক্য না করিয় রোস।।

এই পুস্তক শ্রীন্যামত য়ালি নীহারে মনছুর য়ালী সাকিন হাইগ্রাও স্তানে পটীয়া জিলে-চট্টগ্রাম ইতি সন ১২১৪ মঘী, তারিখ ১ শ্রাবণ। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ২২৬ , পুথি নং—৩৮৮]

(৯০৬) মোহম্মদ হানিফার লড়াই। আমান উল্লাহ। তিতল সারাঙ্গ

"এহি পুস্তক সমআপ্ত হইল। অক্ষরের মিদং শ্রীতিতল সারাঙ্গ হিন কমতরিক সাং ইছিলামাবাদ জীলে চাটিগ্রাম মোং নিজামপুর হক মালিক শ্রীবাকর আলি পীং মুকীম চৌধুরী এবনে দৌলত চৌং সাং রাউজান মোকাম হাজীপারা এই মাচন আলি সাং চানগাও। এহি পুস্তক কেহ দাবি করে দাবি করাএ বাতিল হইব।" [ঐ, পৃ. ৪১৮, পুথি নং—১৭৫]

(৯০৭) রোযা-নামাযের হাসিদনামা। অজ্ঞাত

'আত্তা হাইয়াত' পড়িয়া একদিক ছালাম ফেরো।
তাহা পরে দুই ছেজদা দিয়া নামাজ তামাম করো।।
"তামাম সোদ ঐ রেছালা বং সেক ফরিদ
গাএান সাং গাবগাছি মৌং কাকীএান
তরফ সুজ্যানগর পরগোনে জ্যাঙ্গরিয়াবাদ
সোন ১২৪৭ মাহে ভাদ্র তারিক ১৩ ব্রেষবতিবার

জিলা রাজসাহী।।" [ঐ, পৃ. ৪৮৬, পুথি নং—৪২]

(৯০৮) গঙ্গা বন্দনা। সঙ্করাচার্য

ইতি সঙ্করাচায্য বিরচিত শ্রীগঙ্গার বন্দনা সমাপ্ত।। পাঠক শ্রী রামকানাই বাড়ই - সাকিম গোয়ালপাড়া সন ১২২৫ সাল তারিখ ১ আসাড় বেলা আঁরা হিপহরে সময়ে সমাপ্ত লিখিত শ্রীতারাধন চষ্ট ... ভাগ্যহি নিকুঞ্জ দাস পাল্যস্য সময়ত... শ্রী... [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৫২৪]

(৯০৯) মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব)। কবিন্দ্র

ইতি শ্রীপাণ্ডববিজই অশ্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্তঃ।। ইতি তাং ৭হি মাহ আসাড় রোজ গুরুবার তিথৌ সুক্লা একাদসি দিশে দেড় প্রহরের সময় এ পুস্ত শ্রীমাহাভারত অশ্বমেধ খোরদা মোকামে : শ্রীল শ্রীযুত শ্রীমান ভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয় মহপ্রতাপে সুর বাসাতে এ পুস্তক লিখিয়া সম্পুর্ন্ন করিলাঙ।। ইতি তাং সন ১২৩০ সাল।। শ্রীরাধিকাই নম।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯২, পুথি নং—৯২০]

(৯১০) প্রার্থনা বিলাস। নরোত্তম দাস

প্রার্থনা বিলাষ কহে দাস নরোত্তমে।। ইতী শ্রীশ্রীপ্রার্থনা বিলাস সংপুন্ন্য।। সন ১২১৮ সাল তা ১৯ পৌষ।। লিখিতং শ্রীমথুরানাথ মিত্রী পাটক শ্রীরুক্‌কিনীকান্ত মিত্রী সাঃ রায়না।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩০১৯]

(৯১১) লিখিতং শ্রীনবকান্ত ঘোষ সাং বৈদ্যনাথপুর পঠিতং শ্রীমোহন বাবু সাং বৈদ্যনাথপুর — [ঐ, পুথি নং—৩৩২৬]

(৯১২) বৈষ্ণব চৌতিশা। দাস গোঁসাই

ইতি বৈষ্ণব চৌতিসাএ।। সয়ক্ষর মিদং শ্রীআনন্দ চন্দ্র ঘোস দাস।। সাকিন করঞ্জলি।। পরগনে হাথিয়াঘর তরফ চৌরমন্য।। সন ১২৩৬ বারোসও ছোত্রিস।। তারিখ ১৫ পোস সকাব্দা ১৭৫১ সতের সও একান বেলা দুই প্রহরের সময় পুস্তক সমাপ্ত।। নারায়ন পুরের কাছারি পশ্চিম চালায়।। এই আদেশ শ্রীযুত রামদাস বৈরাগী।। সাকীন দক্ষীন সাগর সেই আদেশ দৃষ্টী করিয়া লিখিলাম।। এহাতে কোন দোসাদোস নাই।। এই নিবেদন গতরে ঠাপিত করিলাম শ্রীশ্রীদুর্গা - তোমাকে লিখিলা যে চাঁদপুরের তালুকে ... [ঐ, পুথি নং—৬১৭২]

(৯১৩) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি প্রেমভক্তি গৃহস্ত সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)।। সন ১২৬১ সাল তারিক ১০ চৈত্রী লিখিতং শ্রীতারাচাঁদ সরকার সাং কাল বেড়্যা ওরফে গোবিন্দপুর পরগনে বিষ্টুপুর চৌকি বড়জোড়া থানা সিতল্যা সামীল ইতি এই পুস্তক জাহার পাট ও শবন করা আবিস্ক হইবেক তেহ উক্ত সরকারের বাটী হইতে লইয়া জাইয়া পাট ও শ্রবন করিয়া এই পুস্তক আপষ ফিরিয়া দিবেন ইতি। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৩, পুথি নং—৪৮৫]

(৯১৪) কালিকা মঙ্গল। কৃষ্ণরাম

ইতি সমাপ্ত। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ বাবুজীর ইহা জানিবা। স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কায়েস্থ সাং কলিকাতা সুতানটী চড়ক ডাঙ্গার পশ্চিম। ইতি সন ১১৫৯ সাল মাহ শ্রাবন। ২৭ রোজ শুক্রবার। দিবসে সাঙ্গ হইল। ইহার দক্ষিণা ১ জোড় কাপড় আর ২ তঙ্কা আড়কাট। [A descriptive catalogue of the Bengali Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society, Vol. ix, পৃ. ৩২১, পুথি নং—৩৯২৮]

(৯১৫) জাথা দিষ্ট তথা লিখিতং।। লিখোক দোস নাস্তি।। ভিমস্য রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং

শ্রীজগত মন্ডল।। সা বামুটোগ।। শন ১১৬২ সাল।। তা ১ মাহ শ্রাবন। যুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমি।। মোকাম দরিয়াপুর।। শ্রীমবূলি মন্ডলের বাড়ীতে পূর্ব্ব দ্বারি ঘরের পিড়াতে সমাপ্ত সময় গোধুলি।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৪৩৯]

(৯১৬) দাতা কর্ণের পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র

"ইতি দাতা কর্ণের পালা সমাপ্ত হইল।। ইতি সন ১২৪০ সাল ৫ ভাদ্র মোং খড়দহ হইতে এই পুস্তক হইল।। পাটক শ্রীদ্বিনবন্ধু দাষ।। সাং পাতরসাহের জেলা বাকুরা।। চৌকি সোনামুখ।। লিখিতং শ্রীউমাকান্ত সরকার সাং ফকিরপুর জেলে বর্দ্ধমান চৌকি সমরসাহী। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮ , পুথি নং ৪৩২]

(৯১৭) ধর্মমঙ্গল (জাগরন পালা)। রূপরাম

জাগরন পালা সমাপ্ত। [ ] সেনের দেসাগমন : অষ্টমঙ্গলা - সর্গ আরহন : সন ১৩১৬ সাল শাকব্দা ১৮৩১ সম্বত : তারিখ ১৫ শ্রাবন সনিবার তিথি চতুর্দ্দশি : লিখিত শ্রীকেদারনাথ পন্ডিত পাঠক শ্রীকেদারনাথ পন্ডিত সাং জগৎপুর।। থানা গোঘাট জেলা হুগলি।। পরগনে জাহানাবাদ। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং ১৮২৪]

(৯১৮) তুলসীচরিত্র।

ইতি পদ্মপুরাণে তুলসী মাহাত্য সংপুন্ন্য। ... রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীগৌর চন্দ্র দত্তস্য সাং ধাউট্যা সন ১২৩৬ সালং তারিখং ২৭শে জষ্টী। সাং চুরপুনেং লেখিয়াছি এক প্রহর বেলা সময়ে লেখিয়াছি পছিম দুয়ারী পীলাহার ... [ঐ, পুথি নং ২৫৬৭]

(৯১৯) মহাভারত (জৈমিনির অশমেধ পর্ব)। রামচন্দ্র খান

- তারিখ ১১ পৌষ রোজ শুক্রবার তিথি পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণ দিনে এক প্রহরের মধ্যে পুস্তক সমাপ্ত।। শকাব্দা ১৬৯০ - রামপাল তথা শ্রীশান্তিময় কোঙর সাং বিনসরা পরগণে পান্ডুয়া চাকলা বর্দ্ধমান কোঙরের সাকিম নওয়াপাড়া পরগণে [রাণীহাটী? চাকলা] বর্ধমান ও পুস্তক পাঠার্থে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঠাকুরের। ... এ পুস্তক মোকাম পাঁচগেছ্যা নবাবগঞ্জে লেখা মাইল ... সমাপ্ত হয়। [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, শ্রীসুকুমার সেন পঞ্চম সংস্করণ , পৃ. ২৬৬]

(৯২০) অশমেধ পাঁচালী। দ্বিজ রঘুনাথ

ইতি শ্রীমহাভারতে পঞ্চালিকা প্রবন্ধে শ্রীরঘুনাথকৃতৌ অশ্বমেধ পর্বেং সমাপ্তেতি। শ্রীবস্তু শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৪৬ শকে ১০৩১ সাল। তারিখ ১৩ মাহ শ্রাবণ। কৃষ্ণ দশম্যাং তিথৌ বেলা প্রহর তিন উপরান্ত। রোজ সোমবার। ফতেয়পুর গ্রাম নিবাসীয় শ্রীগৌর দাস সাহু পুস্তক মিতি [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পুর্বার্ধ , শ্রীসুকুমার সেন , পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ২৬৮ (পুঁথিটি মালদহ অঞ্চলের এবং প্রাচীন) (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-৫, পৃ. ১৩৮ - ১৪৪)]

(৯২১) স্মরণ মঙ্গল। নরোত্তম দাস

. . . এই গ্রন্থ এক্ষণ শ্রীরাধাবৃন্দ রায় এর সাঃ নাখুরিয়া পরগণে আজমশাহী সন ১২৬১ বারসএ একশষ্টী শাল - তাং - ১৫ আশাঢ়।। —বুধবার তিতিএ পুর্ন্না নক্ষত্র [বিশ্বভারতী পুথিশালায় পুথি নং ৩৩৩৭]

(৯২২) মনসামঙ্গল।

ইতি সন ১২৫৯ চত্র ১৯ উতিরেস।। সাকেম থানা পরগণে বারবুক সিং জেলা বিরভূই।। পাটক শ্রীগোসাই দাস মন্ডল শ্রীগরগরের বক্রনাথ মন্ডল বাটেতে লিকল সাঙ্গ শ্রী — [ঐ, পুথি নং ৩৩৬১]

(৯২৩) গঙ্গামঙ্গল। দুর্গাপ্রসাদ

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লির্ক্ষকো দোস নাস্তী ভিমশ্যাপী রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। এই পুস্তক সমাপ্ত হইল মোকাম কলিকাতার চোর-বাগানে শ্রীযুত রামকৃষ্ণ দে সরকারের বাসায় সঅক্ষর শ্রীখুদিরাম মজুমদার মোকাম হাবসপুর পরগণে হাবেলি চৌকী সেলেমাবাদ জেলা বর্ধমান সন ১৮৩১ সাল ২৩ সেতম্বর ইঃ বাঙ্গালা সন ১২৩৮ সাল তাঃ ৮ আশ্বিন যুক্রবার তিথি কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতিয়া বেলা চারিদন্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল আমি উমেদওয়ারি হালীব লিখিলাম এ পুস্তক যে চুরি করিবেক এবং করাইবেক সে আপনার ভগ্নীকে হরণ করিবেক ইতি — [ঐ, পুথি নং ২৪০৪, 'বর্ধমানের ডাক', শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৭]

(৯২৪) ঈশ্বরের শতনাম। গোপী বল্লভ . বলাই (?)

লিপিকাল ১২২৫ সাল পরগনে সেনভূম মোঃ ইলামবাজার। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪৮, পুথি নং ২৭৩]

(৯২৫) বৈষ্ণব কবিতা। যাদুবিন্দু দাস

লিপিকাল সন ১২৩৭ সাল, ২২ আষাঢ়। পাঠক শ্রীরামকানাই দাস বৈরাগ্য, সাং আনন্দপুর, শ্রীযুত হরিদাস বৈরাগ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। [ঐ, পৃ. ১৭৬, পুথি নং ৪০০]

(৯২৬) আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত। রচয়িতা মোহাম্মদ ফসিহ

"ইতি সমে আপ্ত মুনাজাত সন ১২২২ বতারিখ ২৬ আসাড় রোজ রবিবার বেলা দেড় পহর উদয়ে লিখা সমেয়াপ্ত হইল মবাতেব সাদ"-" ইহা লেখকের কি লিপিকরের উক্তি, তাহা জানিবার উপায় নাই। চট্টগ্রামে মঘী সনই প্রচলিত। অতএব ১২২২ কে মঘী সন ধরিলে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পুথিটি রচিত বা লিপিকৃত হইয়াছিল।

অতি সযত্নে পুথিটি লিখিত হইয়াছে। লালকালি দিয়া রূল টানা প্রথম দিককার কয়েকটি পাতায় ফুলও অঙ্কিত হইয়াছে। অক্ষরও চমৎকার। 'মুনাজাতের বই' বই বলিয়া লিপিকর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও যত্ন লইয়া লিখিয়াছেন। ফারসী হরফে লিপিকর ও মালিকের নাম হইয়াছে। মালিক - হাসেম আলি, পিতা শেখ মোহররম খাঁ, পরগণা ভুলুয়া, সাকিন হরকাঞ্চনপুর।

লিপিকর - শেখ আলিরাজা, পিতা মোহাম্মদ ছবির পাটওয়ারী, পরগণা ভুলুয়া, সাকিন হাটহাজারী, জিলা ত্রিপুরা।" [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ১০ , পুথি নং ৮৭]

(৯২৭) ইউসুফ জোলেখা। রাজ্জাক নন্দন আবদুল হাকিম

" [তি] সন ১২১০ মঘি তারিখ ২৮ মাহে চৈত্র রোজ সমবার দিন গোদস্থে রাত্রি এক প্রহ জাইতে লেখা সমাপ্ত হইল। বং শ্রী আকবর আলী পীং সেক মাহাং জোরাওর সাং হাওলা মোং খরন্দিপ পোস্তক লেখা মোকাম মৌং বারৈপারা এলেকাএ স্থানে পটিয়া জিলে ইছলামআবাদ চট্টগ্রাম। দোছরা কোন জনে দাবি করে করাএ সে দাবি বাতিল।" [ঐ, পৃ. ১৯ , পুথি নং ৪১২]

(৯২৮) কিফায়তুল মুসল্লিন। শেখ মুতালিব

"লেখীতং শ্রীহিন ফএজোল্লা পীং মাং ওআসীল নবিরে ছগীর মাং চৌং বেরাদরে মুছা খাঁ চৌং দবদরে আজিচ খাঁ রাঁআঁধাঁ চাং চাটিগ্রাম। পূর্ব্বে চক্রসালা হ্‌এ একঠাম। জবর্ম্মভূমী হ্‌এ মোর হুলাইন গ্রাম। ইতি সন ১১৭২ মং তাং ১০ বৈসাগ রোজ সনিশ্চর ১১ এঘার বাজে সমাপত।" ভণিতায় লিপিকর 'ফয়জুল্লাহ' নাম বসাইয়া দিয়াছে। [ঐ, পৃ. ৬১, পুথি নং ১৭৯]

(৯২৯) কিফায়তুল মুসল্লিন। শেখ মুতালিব

লিপিকর - আছলে জেমত ছিল সেমতে লেখীল
কীফাইত মছল্লি সামাপ্ত হইল।...

লেখীতং শী মজরউল্লা মীআজি পীং ছনওল্লা মীআজি মতফা ঠিকানা জিলে চাটীগ্রাম সহর থানে হাট। হাজারি সাকে খন্দকীআ প্রকাষ কুলগাঁও বেরাদরে মাহাং আলি হাজি সন ১৮৩৫ ইংরাজি মাহে ১৪ আগস্ত বাঙ্গালি সন ১২১৫ মং মাহে ২৪ শ্রেবন রোজ সুক্কর বারে ৪ বাজে আদাএ হইল। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি , পৃ. ৬২, পুথি নং ৫১৩]

(৯৩০) কিফায়তুল মুসলিন। শেখ মুতালিব

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং সন ১১৮০ মঘী মাহে ২৪ জৈষ্ঠ্য রোজ মঙ্গলবার, হক মালিক বুদ্ধ মিয়াজি। সাং যেখল, বং মোহাম্মদ ইছুপ সাকিন আইজান। [ঐ, পৃ. ৬৮, পুথি নং ১৭৫-৭৬]

(৯৩১) কিফায়তুল মুসল্লিন। শেখ মুতালিব

কিফাএতুল মছল্লিন সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীমজরল্লা পীং মনছুর আলী সাং হাওলা মালিক শ্রীআজগর আলী পীং হারিচান সেক সাং করলডেঙ্গা থানে পটিআ। ইতি সন ১২২৪ মঘি তাং ২৮ কার্তিক। [ঐ, পৃ. ৭১, পুথি নং ৫৭৮]

(৯৩২) কায়দানি কেতাব। শেখ মুতালিব

'এই কাএদানি পুস্তক সমাপ্ত হইল আদাএ। লিখীতং শ্রী আচমত আলী পীং ওলি মাং নবিরে শ্রীযুত নেআজ চৌধুরী বেরাদর শ্রীযুত কাদি ছত্তার থানে সাতকাণিআ জিলে চাটীগ্রাম চাকলে বাসখালি, সাকীনে ইলসাহা সনে ১২০৪ মং তাং মাহে ৪ বৈসাখ। [ঐ, পৃ. ৮১, পুথি নং ১১২]

(৯৩৩) দাকায়েকুল হাকায়েক। সৈয়দ নুরুদ্দিন

লেখীতং শ্রীকালীদাস নন্দি সাং ধলঘাট। ইতি দএকাৎ পুস্তক সমাপ্ত। ইতি দএকাৎ পুস্তক সমাপ্ত। ইং সন ১২১৫ তারিখ ১৫ ভাদ্র।

পুথিখানি ১১৯৭ বাঙ্গালা সনে বা ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। [ঐ, পৃ. ২২৫, পুথি নং ৩৮৭]

(৯৩৪) জুলুয়া।

ইতি জুলুয়া সমাপ্ত। লেখীতং শ্রীকালিদাস নন্দী সাং ধলঘাট (পটয়া-চট্টগ্রাম)। সন ১২১৫ মঘি তাং ১৪ ফাল্গুন। ভণিতা নাই। উক্ত লেখকের পিতা মধুরাম নন্দী উভয়েরই ব্যবসায় ছিল - পুঁথি নকল করা। এই জন্য চট্টগ্রামে প্রাচীন হস্তলিপির লেখাগুলি "মধুরামি লেখা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। [মুনশী আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙলা প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রথম খন্ড - প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৫৩, পুথি নং ২৩৩]

(৯৩৫) মহাভারত (বিরাটপর্ব)। সারলা দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষ্যকে দোস নাস্তিকং ভিমশ্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীগোরাচাঁদ মিত্র সাকিম ভুওড়া পরগণে খটঙ্গা থানা সিহুড়ি মতালকে জেলা বিরভোম ।। পাঠক শ্রীমধুশোদন মন্ডল সাকিন ডামরা পরগণে মল্লারপুর আউটপুষ্ট গনপুর মতালকে জেলা বিরভোম।।

ত্রিপদি ।। ভুওড়াতে বসতি গয়ানাথ মিত্রি গোরাচাঁদাগ্রজ হয়।।
বার পাত থাকিতে সায় হৈল নিশিতে অল্পবুদ্ধি আমার হয়।।
বিজ্ঞ মহাশয় জত পড়িবেন যুদ্ধমত অযুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করিবেন।।
মোর এই নিবেদন শুন শুন সর্বজন অজ্ঞান বলিয়ে ক্ষেমিবেন।।
আমি অতি মুড়মতি কি জানি শুতি মিনতি জ্ঞান অনুসারে কৈল এত।।
যুবুদ্ধি যুধির জন মোর প্রিতি দয়াবান হইবেন বলা মাত্র এত।।

এই পুস্তক লদাই ঘোষের পশ্চিমদারি ঘরের পিড়াতে বসীয়া সমাপ্ত হইল বেলা আন্দাজ ১।। প্রহর হইয়াছিল সে সময় গিরস্ত শ্রীজুধিষ্ঠির মন্ডল বসীয়া লেখিতে ছিল ইতি সন ১২৭৬ বার সও ছেয়াত্তর

সাল তারিখ ৯ আশ্বীন — [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং ৪৮২১]
(৯৩৬) লালমনের কেচ্ছা।
"সমাপ্তঃ। সন ১২১৯ মং তাং ৩০ আষাঢ়। এই পুতির মালিক শ্রীদরবেশ আলি পিং রমজান আলি সাং সৈদপুর লিখিতং।" [মুনশী আবদুল করিম সংকলিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ ১৪৭, পুথি নং ২২১]
(৯৩৭) বৈষ্ণব-বিধান গ্রন্থ।
" ইতি বৈষ্ণব বিধন গ্রহন্ত সংক্ষপে সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯০ তেরিখ ৬ আস্বিন রোজ শনিবার পীং কন্দর্পপাল পুত্র ষুবন (ভুবন ?) পাল সাং বন্দর আসন।" [ঐ, পৃ-১৪৮ পুথি নং ২২২]
(৯৩৮) পদ্মাবতী।
"ইতি পদ্মাবতী পুস্তক সমাপ্ত। ইতি — ১১০৯ সন তৈরিখ ... চৈত্র হক মালেক শ্রীজুত জবরদস্ত খাঁ চৌং ওলদে রুস্তম খাঁ চৌং সরকার ইসলামাবদ প্রগনে দিয়াঙ্গ নৌয়ার শ্রীজুত হছেন আলি খাঁ দেওয়ান শ্রীযুত মোহাসিঙ্গ দেওয়ান লিখীতং হিন শ্রীআবদুল ওহার এক পহর দিন ঘরিতে পুস্তক সমাপ্ত।" [ঐ, পৃ. ১৭৯, পুথি নং ২৭৮]
(৯৩৯) রামায়ণ—সুন্দরাকান্ড। কৃত্তিবাস
লিখিতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সাং শেনাই। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত, প্রথম খন্ড, পৃ. ৮১, পুথি নং ১৩৫]
(৯৪০) কিস্যা পাঁচালী। বাখড়
ইতি কীস্যা সমাৎ শন ১৩৩৬ শাল তারিখ - ৯ জৈষ্টী মো রূপপুর সহরতে বদন মিত্র সাকীম বাদপুর - রাজার আদেষ পাএগ্রা চলিলেন ধাইয়া। ... [বিশ্বভারত্রী প্রকাশিত পুথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৬, পুথি নং ৫১৭]
(৯৪১) নানা বিষয়ের সার সংগ্রহ বহী।
লেখক শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ সাং বাতিকার — যথাদৃষ্টং তথা লিখনং সন ১৩০৯ সাল ১০ শ্রাবন— [ঐ, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৭৬, পুথি নং ১২২৯]
(৯৪২) বৈষ্ণব বন্দনা।
পুঁথির লিপিকাল।। শাক ১৬০৩ সন ১০৮৮ তারিখ ভূমিসুত বারে নিবড়িল। শ্রীহরিচরণ দাসের সাক্ষর মিদং ইতি। শ্রীবৈষ্ণব দাসের পুস্তক মিদং পরগনা উখড়া গ্রামস্য পুখরিকোন।। [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - ৬, পৃ. ২৫৪, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বার্ধ, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪১৫]
(৯৪৩) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস
ইতি দ্রোণ পর্ব সমাপ্ত। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লিখকো নাস্তি দোষক ইত্যাদি। লিখিতং শ্রীগোবিন্দরাজ সরকার। সাকিম পাত্রসায়ের। ইতি সন ১০৯২ সাল তারিখ ২৬ আশ্বিন রোজ সোমবার তিথি কৃষ্ণা দিতিয়া।।
[A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collections of the Royal Asiatic Society; Vol., IX পৃ. ১৯, পুথি নং ৪৮৬৬]
(৯৪৪) জগন্নাথ মঙ্গল। অজ্ঞাত
ইতি শ্রীজগন্নাথ পুর্ন্ন জসমুবারে ও বাদুধির রতই পদ পরং পদ পদ পদং জদবি পদন তেসাং।
সন ১২৩২ সাল (C. ১৮২৫ A.D.)বাং আমলে শ্রীযুত টগর সাহেব হাল আবাদি ও একটিন জোর্জ্জ ও কালেট্টরি ও রিজষ্টরি এক সাহেব মজকুর চাইব কাম বতারিক রোজ সমবার বেলা দেড় প্রহর থাকিতে

পুস্তক সাঙ্গ। মাহে ২৯ ভাদ্র সক্ষর শ্রীছগণকৃষ্ণ পাল ওলদে শ্রীরামশরণ পাল ঐ পত্র অজ করিলাম সন ১২৩৪ বাঙ্গালার ১২ ভাদ্র ঐ বেঙ্গা জরিপ ছিলাম। [A Descriptive Catalogue of the Vernacular manuscripts in the collections of the Royal Asiatic Society of Bengal Vol. IX. পৃ. ২৫৯, পুথি নং ৪০৪৬]

(৯৪৫) নিগূঢ় তত্ত্বসার। কৃষ্ণদাস

ইতি সন ১০৮২ সাল তারিখ ২৫শে পৌষ মোকাম বিক্রমপুর লিখিতং শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস।

নিজগায় ধান্য মাপাইতে জখন জাইছিলাম তখন এ পুস্তক সম্পূর্ণ হইল। [ঐ, পৃ. ১০৭, পুথি নং —৫৪৩০]

(৯৪৬) কালিকামঙ্গল। কৃষ্ণরাম

ইতি সমাপ্ত। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভবাবুজীর ইহা জানিবা। স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কায়স্থ সাং কলিকাতা সুতানটি চড়কডাঙ্গার পশ্চিম। ইতি সন ১১৫৯ সাল মাহ শ্রাবণ ২৭ রোজ শুক্রবার দিবসে সাঙ্গ হইল। ইহার দক্ষিণা ১ জোড় কাপড় আর ২ তঙ্কা আড়কাট। [ঐ, পৃ. ৩২১, পুথি নং—৩৯২৮,। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, ১ম খন্ড, অপরার্ধ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৯১]

(৯৪৭) চৈতন্য মঙ্গল। জয়ানন্দ

জথাদিষ্টী তথা ভাই করিল লিখন।
লিক্ষকের দোষ না লইবে বিজ্ঞজন।।

পুস্তক পঠনার্থে শ্রী সনাতন পাল। সাঃ ঘড়বাঙ্গালা ইতি সন ১০৯৬ সাল ১৯ কার্ত্তিক।।

এই পুস্তক আমি গনেশপাল নবিন লক্ষনকে বিক্রি করিলাম সন ১২৫৫ সাল। মাহ আষাড় ১২ রোজ। [এ.সো. G. Collection G. 5398-6-C-4]

(৯৪৮) রামায়ণ। কৃত্তিবাস

সয়অক্ষর অর্জ্জুন মান্না। ১২১৬ সাল, ২১ ফাল্গুন। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৮১৪]

(৯৪৯) গোপীকার বস্ত্রহরণ।

ইতি সন ১২৭৪ সাল তারিখ ১৮ পৌস।। লিখিতং শ্রীনফরচন্দ্র দাস মিত্র।। পঠনার্থে শ্রীগুপিনাথ দে। শ্রীনটবর পাল ২ দুই আনায় খোরিদ করিলাম। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩১, পুথি নং—৪৫৫]

(৯৫০) মহাভারত—উদ্‌যোগ পর্ব। কাশীরাম দাস

সন ১২৫১ সাল তারিখ ২১ আশ্বিন মঙ্গলবার তিথি নবমী বোধনং বেলা তিতিয় প্রহর গত শ্রীযুত হরিপ্রসাদ সিংহের পীড়াতে বসিয়া লিখিতং শ্রীক্ষেত্রলাল সিংহস্য সাকিনে বসিয়া এই পুথি। কাগজে সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ১৪৫, পুথি নং—৬৫৪]

(৯৫১) রামায়ণ—লবকুশের যুদ্ধ। কীর্তিবাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকৌ দোস নাস্তি।। লেখেয়াছেন য়াদরস উপর। দোস গুন নাই লবে ঘোটিয়ক্ষর।। পবন নন্দন বির রণে ভঙ্গ দিল। মুনি লয়ে মতিভ্রম পুরানে লিখিল ।। হস্তাক্ষরি লিখ্যতে লবকুসের জুর্দ্ধশ্চ্য শ্রীজুক্ত প্রেমচাঁদ ঘোস সাকিম ঝাএগ্রা পাঠ্যনাথে শ্রীজুক্ত জীবনচন্দ ঘোস সাকিম ব্যাএগ্রা। ইতি সন ১২৭১ সাল তারিখ ১৫ স্বার্বন রোজ মঙ্গলবার বেলা এক পোহর। ই বৎসর আবাদ অল্প হইয়াছে। ভাল রকমে হইল ইক্ষু। পোস্যাদ্য হয় নাই। কাপাস টাকায় ৩।। চোর্দ্দ্য পুয়া তাই পায় নাই। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত The Descriptive Catalogue of Bengali manuscripts. Vol. I, পৃ. ১৮১. পুথি নং—২৩৩]

(৯৫২) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

সমাপ্ত পুস্তক ভাদ্র পদ মাসে ত্রিংশতি দিবস বোধনবমী দিবশে।। বারসও চৌত্রিষ সাল। সতবার জানি। কৃষ্ণার দশমী তিথি এই অনুমানি। লিখিত পুস্তক তিন জনে কৈলশার। কমলাকান্ত গোপীনাথ গোপাল মযুমদার। [ঐ, পৃ. ৭৫৪, পুথি নং—৪০৪৬]

(৯৫৩) মহাভারত—গদাপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি গদাপর্ব্ব সমাপ্ত। এমন অপূর্ব্ব কথা সদা কর মন। শ্রী জগন্নাথ ঘোষ করিল লিখন।। একলথি গ্রামে বাস ঘোষ কুলম্ভব। শ্রবন কারন ইহা লিখিলাম সব।। সঙ্কর ঘোষ গোপ পুস্তক এ হয়। জত্ন করি লেখাইল কড়ি করে ব্যয়।। চৌদ্দ পত্রেতে পুস্তক হইল সারা। জত্নেতে রাখিবে জেন না হয় হারা।। যথা দৃষ্টমিত্যাদি ইতি সন ১১৮০ সাল ২০ আষাঢ় রোজ। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত The Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. I, পৃ. ৬২২, পুথি নং—২২১৪]

(৯৫৪) মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথাদৃষ্টী ইত্যাদি—লিখিতং শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাস ভঞ্জ সাঃ গোবিন্দপুর পরগনে জাহানাবাদ পাঠক শ্রীরাজচন্দ্র ঘোস রোজ মঙ্গলবার তিথি সপ্তমি কৃষ্ণপক্ষ্য বেলা এক প্রহর আন্দাজিতে সংপূর্ন্ন হইল। ইহার দক্ষিণ্যা সর্বসুর্দ্ধ ১ এক টাকা পাইলাম ইতি— [ঐ, পৃ. ৭১৬, পুথি নং—৩২৮৩]

(৯৫৫) মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথাদৃষ্ট মিত্যাদি ইতি লিখিতং শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাস ভঞ্জস্য সাং গোবিন্দপুর পরগনে জাহানাবাদ পাঠক শ্রী ... ঘোষ। সন ১২৫৩ সাল তাং ৫ ভাদ্র রোজ কৃষ্ণপক্ষ ইহার দক্ষিন্যা তের আনা পাইলাম। ইতি— [ঐ, পৃ. ৭১৭, পুথি নং—৩৩০৩]

(৯৫৬) মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ভিমস্বাপী রনে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন্দ জানা তাহার পুত্র শ্রীতারাপ্রসাদ জানা সাং মানপাড়বাটি চৌকি প্রগনে খান্দার ...নিজ মেদনিপুর ইহার দাম দেড়টাকা লইলাম। [ঐ, পৃ. ৭৪৭, পুথি নং— ৩৭৬৭]

(৯৫৭) সুদামচরিত্র। দ্বিজপরশুরাম

লিপিকর শ্রীরামকিসোর দাস রায়। সাং ঝিকডাহা। পাঠক শ্রীবিশ্বনাথ সৌ, সাং ঝিকডাহা। সন ১২৩ [ ] সাল তারিখ ১২ মাঘ। [বিশ্বভারতী পুথি শালার পুথি নং—২৬২৯]

(৯৫৮) মহাভারত। বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি মহাভারত বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত সাং [–] সন ১১১০ সাল তারিখ ২৮ ফাল্গুন রোজ রবিবার তিথি সুক্লপক্ষ। অপরান্ন বেলায় সাঙ্গ হৈল পাঠ সালে।। দুজ্জোধন সভাগ্রেন কৃষ্ণস্য দুতমাগতে সমং রূপং তেনং মুর্খ বাবু কৌরবা।।

অর্জ্জুনের দসনাম। অজ্জুন ১ ফাল্গুনী ১ সব্যসাচি ১ ধনঞ্জয় ১ কিরিটি ১ বিবচ্ছ ১ সেতবাহন ১ বিজয় ১ জিষ্ণু ১ বিষ্ণু ১ এ দসনাম।। তিনভাগ লিখিলেন শ্রীমানিকরাম বিশাস্য। সিকিভাগ লিখিলেন শ্রীরামলোচন ভট্টাচাজ্য সাং হামিরহাটি পটনার্থে শ্রীগুসাই দাস পাল সাঃ হরিনগর। ৮৪ পৃ. লেখা—এ পুস্তকের দক্ষিনা টং ১ একটাকা হইল। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত The Descriptive Catalogue of Bengali manuscripts, Vol. III, পৃ. ৫৭২, পুথি নং—১৯২৩]

(৯৫৯) ৫০০। সপ্তপয়কর। আলাউল

"এই সপ্তপয়ার পুস্তক সমাপ্ত হইল।

প্রভুক সরন করি আতিকুল্লা মাজি দেখিল।।

ইতি সন ১২০৯ মঘিতে তাং এ আগ্রান রুজ সুক্রবার ভানুর ১৪ দন্ড গতে মিথুন লগ্নে সমাপ্ত হইলেক।……… পুস্তকের দাম ৩।।· সারে তিন রূপাইঅ সীক্কামাত্র।" [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৫৬৩ পুথি নং—২১৪]

(৯৬০) ৫৬৮। যোগ কালন্দর। অজ্ঞাত [সৈয়দ মর্ত্তুজা]

"ইতি জোক কালয়ান্ত পুস্তক চারি মোকামের কথা সমাপ্ত মুল্ল মং দুই য়ানা।" [ঐ, পৃ. ৬৩৯, পুথি নং—১০৮]

(৯৬১) ৫৬৯। হাজার মস্‌লা। আবদুল করিম খোন্দকার

"ইতি হাজার মছল্লা পুস্তক। মুল্ল। ছএয়ানা।" [ঐ, পৃ. ৬৪০, পুথি নং—১০৯]

(৯৬২) ১১৪। দন্ডীরাজার উপাখ্যান। মাহেন্দ্র

দন্ডিরাজার উপাখ্যান সমাপ্তঃ।। লিখিতং শ্রীপতিতপাবন দেবসর্ম্মাঃ সাং ঘোসপুর পঠনার্থে শ্রীমদনমোহন পড়্যার সাং সামবাজার হাল সাং কয়াপাট সন ১২৪৪ সাল তাং ১৭ আঘন-এহার দক্ষিনা ।।.। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪৭, পুথি নং—৮৪৭]

(৯৬৩) ২৩২। কপিলামঙ্গল। কবিচন্দ্র

এ পুস্তক কপিলামঙ্গল সমাপ্ত হইল।। পঠনার্থে শ্রীসিতারাম বারিক নিবাস তাহার গাম—সন ১২৩৯ বারসও উনচল্লিস সাল তাং ২০ বৈসাখ হরিবোল হরিবোল।। এ পুস্তকের দাম দুই আনা ইতি— লিখিতং শ্রীসেবকরাম সরকার - ২০ ক] [ঐ, তৃতীয় খন্ড, পুথি নং—১৪২৪]

(৯৬৪) মহাভাবত।

এই অষ্টাদশ ভারথ পুস্তক শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একেয়ান পত্র অঙ্ক সাত শত উনান্বই সমাপ্ত হইয়াছে ।। ৪ ।। যুআক্ষর মিদং শ্রী অনন্তরাম শর্ম্মার ইহার দক্ষিণা জন্মবিধি সামান্যতা ক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধা হইয়া পুস্তক লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিনাহ পাইলাম তারপর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আগ্যা হইল ।। ৪ ।। যুভমস্ত শকাব্দা ১৬৩৬ ইতি সন ১১২০ তারিখ ২৫ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত।। [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ, স সুকুমার সেন, পৃ. ৪৬৫]

(৯৬৫) ভাগবতামৃত। কবিচন্দ্র

জথাদিষ্ট তথা লিখিত লিক্ষোক দোস নাস্তি ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মতিনাঞ্চ মতিভ্রম অদ্য সমাপ্ত হইল। দক্ষিণা দুই আনা দিতে হইবে দক্ষিনা না দিলে … [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৫৬৪]

(৯৬৬) গুরুদক্ষিণা। কবিভূষন

জথা দিষ্টং … মতিভ্রম।। সোল্ক।। বরং পন্ডিতং সক্র লাল চোখ … নমহিব্রতা না রনহতো রাজা বিপ্র চোরেন রক্ষ্যতা।। সয়ক্ষ্যর মিদ শ্রীষষ্টীচরণ মন্ডল। সাং পাকুড়।। এই পুস্তক লিখিয়া দিলাম শ্রীইন্দ্র নারাণ মন্ডলকে।। সাং মহাদেবপুর।। এহার দক্ষিনা বস্ত্রদান দিতে হয়।। ইতি সন ১২৬৫ সাল তারিখ ২০ ভাদ্র সনিবার তিথৌ যুক্ক পক্ষ্য ত্রিয়দসি। দিপুমান ডের প্রহর স্থিতি থাকিতে লেখা সমাপ্ত হইল।। [ঐ, পুথি নং—১৮৭৯]

(৯৬৭) কর্ণপর্ব।

জথা দিষ্ট … নাস্তি। এই পুস্তক শ্রীরামপ্রসাদ পান লিখিলেন ইহার বাড়ি পং মগুরা সাং সোনাই পুস্তক লিখিয়া দিলেন পুস্তক সাঙ্গ ৩০ কাত্তিক মঙ্গলবার দুই প্রহরে সাঙ্গ তিথি ত্রয়াদসিতে হইল এই পুস্তকের দক্ষিনা সি।। আট আনা ইতি ১২২২ সাল তারিখ ৩০ কাত্তিক মঙ্গলবার।

[ঐ, পুথি নং—১৮৯৭]

(৯৬৮) গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর

গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত হরিবল সর্ব্বজনে এপুথি লিখিলাম আমি পাট ... বশে। জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোষ নাস্তি। সয়ক্ষর শ্রীগৌরহরি পরামানিকঃ সাং কান্তামনি। এই পুথি রক্ষা ... শ্রীশেখ আওয়জ সাং নেতটানা এহার দক্ষিনা এক ... ধান্য দিয়াছিল আমী শন্তুষ্ট আছে : সন ১২৩৫ সাল তারিখ ১৬ আঘ্রান বেলা চারি ডন্ডে [ঐ, পুথি নং—১৮৭৭]

(৯৬৯) রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব। যদুনন্দন দাস

লিখিতং শ্রীকেনারাম মিত্র ও শ্রীগিরিধর দাষ সরকার ও শ্রীবদনচন্দ্র মিত্র সন ১১৮৯ সাল ১৭ শ্রাবন চারিদন্ড বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং ৩৬৭৫]

(৯৭০) চন্ডিমঙ্গল। কবিকঙ্কন

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীগিরিধর সর্ম্মনায়েক সাকিম থুপসরা পরগনে কাচগড় জিলা বিরভোম পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল মোদকের দরুন নয়া বাড়িতে ঘর তৈয়ার হয় নাঞী একখানি দোচালা হইয়াছে তাহাতে বসিয়া লিখিলাম লিখিবার আরম্ভ করিয়া ছিলাম বারোসও ওনত্রিস সালে সাতরই পৌসে লেখা সমাপ্ত হইল সন বারোসও ত্রিস সালের উনত্রিসা জৈষ্টে পুস্তক লিখিলাম আমি বহু জত্ন করি সার্থ্যক বিলাতি কাগজ দিয়াছে বেপারি দাম দিতে হয় নাঞী বেদ্রমিতে পাওা কাগজে চিনিব পুথি জদি জায় খাওা এই পুস্তক জদি হে চুরি করে মাতৃ গমন সুরাপান গুরুদারা হবে এই দিব্য থাকিল পুস্তকে নিরোপন তিনসও আট জৈষ্টী বেলা তিন প্রহরে লেখা সমাপ্ত— [ঐ, পুথি নং—২২৮৪]

(৯৭১) সত্যনারায়ণ পাচালী।

শ্রীসেবক শ্রীরামহারি পাইক পনাম নিবেদন যাহা যামিহ য়াপন কার স্থানে স্বাজত টং মূল সিকলা হাতি পাহা সয়ক ।। ভজ ।। মহামহিম শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ পালকস্য যজং পত মিদং কাজ্যনঞ্চাগে মহাসএর স্থানে জত টং মুলসিকা ১৫ টাকা কজ্জ করিলাম ইহার কজর মাহ পোসে বেবাক টাকার ধান্য দিব জদ্যপি না দিতেপারি তবে মাহ ফাগুনে দিব এতদাথে য়াপন খুসিতে কজার নামা (খত ?) লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ১৬ বৈসাগ।। শ্রীশ্রীইসাদ রামমোহন সোম শ্রীমধূসুদন সোম শ্রীখেতু সোম শ্রী রামনেয়াজ বন্দোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরাধাকিষ্ণ।। শ্রীশ্রী

[বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৫৭২]

(৯৭২) কলি চরিত্র। দৈবকীনন্দন

জথা দিষ্টং তথা লিক্ষং লিক্ষোক দোশ নাস্তীং ভিমশ্বাপী রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১২৫৪ বারশও চোয়ন্ন সাল তারিখ ১৪ চোদ্দই শ্রাবন বৃহস্পতিবার মোঃ ... কলাগাছ্যার গালের ভিতর ধার্ম্ম খরিদ কারন নৌকায়।। লিখীতং শ্রীরামতনু ফদিকার। পঠনাৎ প্রানাধিক শ্রীরামনারায়ন ফদীকার সাকীম জালালাবাদ পরগনে মন্ডলঘাট তরফ রবি ভাগ সামীল পূরুল পাড়া।। [ঐ, পুথি নং—৬১৫৮]

(৯৭৩) জগন্নাথ মাহাত্ম্য। দ্বিজমুকুন্দ

ইতি জগন্নাথের মহাপ্রসাদের মাহাত্য অগ্রতকোথা সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোসকং নাস্তিঃ মুনিনাঞ্চ মতিভ্যম ভিমস্বামী রনেভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্যম সর্ক্কর মিদং শ্রীমুচীরাম পুরকাইতঃ সাং বেনেশুরঃ এ পুস্তক সাঙ্গ হইল বেলা এক প্রহরের সময় : সাঙ্গ হইল : তিথী ১২ দ্বাদসি বারে সনীবার পুস্তক পটনার্থে শ্রীকালীসঙ্কব মন্ডল সাকীম চক কৃষ্ণরাম বোযু দক্ষীনা এক আনা পুস্তক লিখীলাম শ্রীযুত দুর্গাচরণ বিষ্ণু মহাশএর দরজায় বশীয়া পোটুয়া লিখে ১৮ পালায় ইতি সন ১২২৭ সাল তাং ১৮ অগ্রহায়ন

।। স্লোক ।। লেঙ্গুড় ধরিয়া তার মুল দেই পাক। ভোজনের কালে তার বিপরিত ডাক : শ্রীমন্তিনী কন্ন্যা তার তুল্যা দেই ... না খাইলে ছাড়ে নাঞি মুগ্ধুর মারে মুন্ডে : মুর্খ বুঝিতে পারে দুই চারিমাসে : পন্ডিত বুঝিতে পারে বৎসর পঞ্চাসে।। কহেন কবি কালিদাষ হিয়ালির ছন্দ। থাকুক মুখ পন্ডিতকে লাগে ধন্দ।। ১।।

১ এক জীউ ৫ পঞ্চপদ বাহু ১৪ চোৰ্দ্ধখান। ১৯ উন্নিষ লোচন তার ১৮ অষ্টাদস কান : ৩ তিন পীষ্ট ৪ চোওমুখ নাসা গটা ৯ নয়। সাস্ত্রের পমান এই ষুন মহাসয়।। ইতি [ঐ, পুথি নং—৬১৯৩]

(৯৭৪) দাতাকর্ণর পালা। কবিচন্দ্র

ইতি কন্নদাতার পালা হইল সমাপ্তঃ। লিখিতং শ্রীগরিব দাষ মন্ডলঃ। পঠনার্থ শ্রীনারায়ণ মন্ডল।। ইহার দক্ষিণা কাগজ যুদ্ধ। ।/১০ সাড়ে পাচপোন কৌড়ি।।

[বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৮৮]

(৯৭৫) শ্রীগৌরাঙ্গ মেঘবর্ণন। কৃষ্ণ দাস

লিপিকর সাধুচরণ দাস। লিপিকাল, সন ১২১২ শাল তারিখ ১৭ মাঘ রোজ মঙ্গলবার। [ঐ, পুথি নং—২৫৭৪]

(৯৭৬) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড।

রাজড়া সন ১১৩৫ সাল মন্দারণ সন ১২৩৬ সাল চারকান্ড রামায়ণ, লিপিকর দর্পনারায়ণ।

"সেই মত আনন্দেতে রাখ গুরুচরণ দাসে।
কোন প্রকারে পুস্তক লইলে আমার পাশে।।
দাসবাবু আমাকে দিলেন সাত টাকা।
সেইমত দাসের পাপ খন্ডাহ প্রভু একা।।
পুস্তক লেখাইয়া আমার কৈলেন উপগার।
অনেক জঞ্জালে ত্রাণ করিলে বাবু কর্ম্মকার ।।
কর্ম্মকার বাবুরে রাম কর তুমি দয়া।
পুস্তক সাঙ্গতে বাবু দিবেন বস্ত্র মোয়া।।
আমাকে গামছা দিবেন বহু বাদ ঘুষি।
অতএব রাম দয়া কর সগোষ্ঠী পরিবারে আসি।।
বালিট্যা গ্রামবাসী আমি জাতি যে কায়স্থ।
চারিকান্ড রামায়ণ লিখিলাম সমস্ত।।

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-চিত্তরঞ্জন সংগ্রহ, পুথি নং—৩০৩]

(৯৭৭) মহাভারত—স্ত্রীপৰ্ব্ব। নিত্যানন্দ ঘোষ

ইতি স্ত্রী পৰ্ব্ব সমাপ্ত হইল জানিবেক। ইতি সন ১২২৮ সাল তারিখ ১০ই আবান (?) রোজ লক্ষ্মীবার তিথি দষমি বেলা তিন প্রহরের ওক্তে সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীনফর চন্দ্র মিত্র মজুমদার সাকিন নিজ সোনামুখি জানিবেক। এই পুস্তক [The Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, পৃ. ৩১, পুথি নং—৫৩৯১]

(৯৭৮) যমকম্বল চরিত্র। কালিদাস

ইতি শ্রীজমকবলচরিত্রে পুস্তক সোমাপ্ত জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখক দোষকং নাস্তী। হুস্তিবিচলিতং জ্বিভ্যা চালিতং সরেস্বতি পদে ভিমস্যাপি মণিনাং চ মতিভ্রমঃ। লিখিতং শ্রীমুনিরাম দাসষ্য সাকিম

বাহাদুরপুর শকাব্দা ১৭৩৪ সন ১২১৯ তারিখ ৭ই কার্ত্তিক রোজ ভুদ্ধবার দ্বিতিয় প্রহর সমএে কৃষ্ণপক্ষে ১৭ দ্বিতিয়ান তিথু : ৫ মৃগশিরা নক্ষত্রে বাইর বাড়ীর ঘরেতে পুস্তক লেখা সমাধা হইল। [The Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, পৃ. নং ৪১৩১]

(৯৭৯) চমৎকার চন্দ্রিকা। কৃষ্ণদাস

জথাদৃষ্ট মিত্যাদি। সন ১২৪৮ সাল তারিখ ২৯ ভাদ্র বারে শনিবারে লিখিতং শ্রীগউরমোহন দাস বৈষ্ণব সাকিম কাঞ্চননগর বাবুচরাগাম পশ্চিম পাড়ার মর্ধ্যেতে গোপালের আখড়াতে ঘর।। [ঐ, পৃ. ১০৩, পুথি নং—৫৩৬৩]

(৯৮০) লক্ষনের শক্তিশেল। দ্বিজকবিচন্দ্র

এত দূরে শক্তিশেল হইল সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লিখিতং শ্রীবাইচরন নিওগী সাং বেল্যাতোড় সন ১২২৮ সাল তারিখ ২৪ বৈশাখ শনিবার শুক্লপক্ষে চোথুর্থি বেল্যা আন্দাজী ছয় দন্ডর ওক্তে সাং গোপীনাথপুরে গোকুল গরাঞীর গুয়াল ঘরে উত্তর মোখে মাচাতে বসিয়া গুয়ালিঘরখানি উত্তরদুয়ারি ও পুর্বদুয়ারি লিক্ষক দেখিয়া কেহ দেশে নাঞী নবে। অযুর্দ্ধ হইলে শুভে যুর্দ্ধ করি দীবে।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত প্রথম খন্ড, পৃ. ২১৫, পুথি নং—৩৯২]

(৯৮১) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড।

ইতি সন ১২০৫ তেরিখ ১২ পোউস সহক্ষরং শ্রীমাণিক্য দাস প্রগনে দক্ষিন সাভাজপুর মোকাম ছান্দিয়া ... পুস্তক শ্রীমাণিক্য দাস পিসরে শ্রীমুক্তরাম দাস তান পিসরে শ্রীবেনুরাম [দাস] তান পিসরে শ্রীপ্রসাদ দাস তান পিসরে শ্রীভবানি দাস তান পিসরে শ্রীজদু দাস তান পিসরে শ্রীতিঅরাম দাস তান পিসরে শ্রীভঙ্গ দাস। সাত পুরূসঃ কস্যব গোত্র।। গদাধর পন্ডিত গোসাঞির পরিবার।। [ঐ, পৃ. ৬৭, পুথি নং—১১৭]

(৯৮২) চন্ডীকাব্য। ক. ক. মু. চ.

পালা গিত অতর্পর হৈল সমাধানে।
হরি হরি বল সভে নিসি জাগরন।।

২৮ অগ্রহায়ন রবিবার বেলা আন্দাজি ছয় দন্ডের মর্দ্ধে পাঁচ দন্ডের পর।। এগার পালা গিত হইল তখন শ্রীযুত পিতাঠাকুর মহাশয় তামাক খান শ্রীযুত নিত্যানন্দ ঘোষ গোলায় কষ দেয় শ্রীমতি ঠাকুরাণ দিদি কূটনা কুটেন সয়ক্ষর শ্রীযুত কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় সাং ফুটীগোদা পং হাজিপার। —(১৭১ পত্রের শেষ)। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮, পুথি নং—৫২০]

(৯৮৩) পদ্মাপুরাণ। দ্বিজ বংশীদাস

ইতি পর্দ্দপুরান পুস্তক সমাপ্ত।। সকিয় পুস্তক শ্রীযুগলকিসোর রায়। বাড়ি মোকাম রৌহা।... য়াশ্বীনের ২৮ তারিখ গুরুবার হএ। মহা জে সপ্তমী করি সর্ব্বলুকে কএ।। সেহি দিন পুথি সাঙ্গ তিন প্রহর গতে। বহু লুক আসিছিল পূজার বাড়িতে। হেনই সময় পুথি হইলেক সাঙ্গ। দসভূজা দেখি মনে হইলেক রঙ্গ।। সনেতে সন ১২৩৮ সন। ... সকাব্দা ১৭৫০ শাক সমাপ্ত।। [ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩, পুথি নং—৫২৮]

(৯৮৪) মহাভারত—আদি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি সন ১২৪১ সাল তাং ১০ মাঘ। বার লক্ষিবার বেলা ১।। ডের প্রহর আপন মেলায় পুব্বমুক্ষে লেখিয়াছি।। শ্রীরামজীবন গোস্বামী। সেই দীনে নিহাল বাড়ুজার মাএর সাঙ্গ

।। সেই দীনে নিরঞ্জন গোস্বামীর মরাই বাদে মোস গোচে।। ইতী। [ঐ, পৃ. ১২৫, পুথি নং—৬১৫]

(৯৮৫) মহাভারত—আদি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত।। পাটক শ্রীজয়নারায়ণ ঘোষ লিখিত শ্রীমাধবচন্দ ঘোষ সাং খোসালপুর বারসএ ৬০ সাল তারিখ ১৪ চোইত।। কালিঠাকুরানির চালায় বসে ঔত্তর মুখ খুটি টেস দিয়া সাঙ্গ করিলাম। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৫৪, পুথি নং—৬৭০]

(৯৮৬) মহাভারত—উদ্‌যোগ পর্ব্ব। কাশীরামদাস

সন ১২৫১ সাল তারিখ ২১ আশ্বিন মঙ্গলবার তিথি নবমী বোধনং বেলা তিতিয় প্রহর গত শ্রীযুত হরিপ্রসাদ সিংহের পীড়াতে বসিয়া লিখিতং শ্রী ক্ষেত্রলাল সিংহস্য সাকিনে বাসিয়া এই পুথি। কাগজে সমাপ্ত।। [ঐ, পৃ. ১৪৫, পুথি নং—৬৫৪]

(৯৮৭) মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীতারাচাঁদ রক্ষিত সাঃ দেবগ্রাম পরগনে সাহাবাদ সন ১২৪৪ বার সও চৌতালিষ সাল তারিখ ২৮ কার্ত্তিক শনিবার বেলা এক প্রহরের সময় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কোঙারের বাহির বাটীর পূর্ব দ্বারি ঘরের পীড়ায় উত্তর দিগে পূর্ব্বমুখে বসিয়া লিখিলাম এবং সমাপ্ত করিলাম ইতি।। [ঐ, পৃ. ১৪৯, পুথি নং—৬৬২]

(৯৮৮) মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। এ পুস্তক শ্রীভুবনচন্দ্র কুন্ডু সাঃ দেনোড় সহস্তের লিখন।। রোজ মঙ্গলবার তিথি কৃষ্ণপক্ষ আমাদের নিজ বাসাতে বসিয়া সমাপ্ত করিলাম ইতি।। [ঐ, পৃ. ১৪৯, পুথি নং—৬৬৩]

(৯৮৯) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। কৃত্তিবাস

ইতি কিষ্কিন্ধ কান্ড পুস্তক সমাপ্ত। ইত্যাদি। সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৩ অগ্রহায়ণ। এ পুস্তক শ্রীমাধবচন্দ্র বিস্বাষ সাং পাত্রসাএর মোকাঃ রঘুনাথপুর বিস্বাষ পাড়া ঁকালিচরণ ঘোসের বাটীর পূর্ব্ব রাস্তার উত্তর বিদ্যাধর বিস্বাষের বাটীর পস্‌সীম সোনাতন ভান্ডারির বাটীর উত্তর সোনার গড়্যার দক্ষীণ। এই চতুসীমা।। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol. I, পৃ. ৫৩, পুথি নং—৬৮]

(৯৯০) দুর্লভ সার। লোচনদাস

[৩৪খ সন ১১৩৭ সাল শকাব্দা ১৬৫২ মাহ মাঘ নাগাদি ২৮ রোজ শ্রী দুর্লভসার গ্রন্থ সমাপ্তঃ। শ্রীকালীচরণ দেব শর্ম্মনঃ এবং শ্রীমন্তচরণ দেবশর্মণ এই দুজনাতে পুস্তক সমাপ্ত করিলেন অনেক প্রয়াসে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। শ্রীরাখালদাস বৈরাগী ঠাকুর ধর্ম্মপুর নিবাসী তাহার পুত্রের কারণ গ্রন্থ হইল শ্রীধর্ম্মদাস মন্ডলম শ্রীভাগবত সমাপ্ত ২৯ মকর।। বুধবার ২।।. আড়াই প্রহরের কালে গ্রন্থ পুর্ন্ন হইল শ্রী রাখাল কবীও পড়িতেছিলা, তাহার সাক্ষী শ্রীনারায়ণ সরকার এবং শ্রীসিতাম মন্ডল তামাকু তয়ার করেণ পত্রে কর্ণে লেখিব।। শ্রীবৈদ্যনাথ অরাঙ্গা ধুতি পরা।। শ্রীনিধিরাম মন্ডল তামাকু ভক্ষন করেন।। ৩৪ খ] [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুথিপরিচয় - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৯২, পুথি নং—১৪৮৭]

(৯৯১) ধর্ম্মের জাগরণ। ধর্ম্মদাস বৈদ্য

ইতি শ্রী ধম্মের জাগরণ পুস্তক সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তি ভীমস্যা [পী] রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সঅক্ষর শ্রীমহাদেব পুরকাইত। সাং জঙ্গলপাড়া। শ্রীযুৎ রামসুন্দর লস্কর দাদামহাসয়কে লিখিয়া দিলাম।। ইতি তাং সন ১২৩৪ সাল—৬ অর্গ্রেয়াণ। - –বেলা দুই প্রহর হৈতে সমাপ্ত হইল [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৮১৪]

(৯৯২) ১৩১৪। শরীর নির্ণয়। ত্রিলোচন দাস

ইতি শরীরনির্ণএ-কথা হইল সমাপ্ত।। জতং দীষ্ট ততং লিখিতং সআক্ষর শ্রীঅভিরাম হালদার সাং চাণ্ডীবাড়ীর এই পুস্তক আমী লিখিলাম আমার শুষুর মহাশয়ের দীগার দক্ষীণের ঘরের ভিতরে বসিয়া [এখানে] আসিয়া লিখিলাম কেননা আমার একটি পুক্র সন্তান মরিয়াছিলেন তাথে করিই বড়ই মনস্তাপ হইয়াছিলেম তা অথেব আমার সাশুড়ি মাতাঠাকুরাণী আমারদীগের আনিয়াছিলেন তাথিই করে কহিলে জে নিস্তান্ত বসিয়া থাক একখান পুস্তক লিখ। বসে বসে।। ইতি সন ১২৭০ সাল তাং বৈসাখ — রোজ যুক্রবার— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৩১৪]

(৯৯৩) দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তি। ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি দ্রোণ পর্ব্ব সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামধর্ম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী এই মামাভাগনে দুই জনাতে সন ১২৩১ সালে ২২ বৈশাখ রোজ সুক্রুরবার তিথি সুক্কল পক্ষের পঞ্চমিতে শ্রীযুৎ নিমাই চরন পালের চন্ডি মন্ডবে সমাপ্ত করিলাম। সন ১২৩১ সালে শ্রীযুৎ রামপ্রসাদ মিদ্যা পরগনে স্বয়র্ম্বে শুমহিন্দ মোকামে পূসকর্ন্নি ৬ পৃষ্ঠা হয় কাঁচগেড়ে মোকামে চারিটা হয় ইহা সকলে জানে ইবা [ঐ, পুথি নং—১৫১৩]

(৯৯৪) মহাভারত (উদ্যোগ)। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১১৭১ সাল বতারিখ - ১০ মাঘ রোজ রবিবার এই পুস্তক শ্রীযুৎ জগত রাম নস্কর লিখাইয়া লইলেন। [ঐ, পুথি নং—১৮১৭]

(৯৯৫) ২০১১। চাণক্য শ্লোক। দ্বিজ হরিদাস

ইত্যি সন ১২৩৩ সাল ... বৈশাখ।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং কোনো দোশ নাশ্চিঃ।। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণমোহন দেবসহ্যা সাং গয়াপুর ... বেলা দুই পহরে হইল পূর্ব্ব মুখে দাদামহাশাদের মোজাতে লিখিলাম ইতি সন ১২৩৩ সাল ... ৯ বৈশাখ [ঐ, পুথি নং—২০১১]

(৯৯৬) স্বর্গ আরোহণ পর্ব। কাশীরাম দাস

স্বর্গ আরহন পর্ব সমাপ্তঃ।। ইতি সন ১২১৬ বারসও সোল সাল।। তারিখ ২৪ চৌইত্রি।। এ পুস্তক লিক্ষক শ্রীবনমালী দাস বসু সাং বোড় ময়নাপুরে মাতুল বাটীতে পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল।। [ঐ, পুথি নং—২০৬৯]

(৯৯৭) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং ... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীভিমচন্দ্র মন্ডল সাং বাতাসপুর মোকাম হরিদাসের ঘরের দক্ষিনী পিড়াতে পূর্ব্ব মুখে বসিয়া সমাপ্ত হইল।। সন ১২৭৩ সাল তারিখ ২৪ জষ্টি।।

[ঐ, পুথি নং—২৭০৯]

(৯৯৮) গয়াপালা। কৃত্তিবাস

ইতি গআপালা পুথি সমাপ্ত।। জথাদিষ্ট তথা লিখিতং লিখত্রোধস নাস্তিকং ভিমস্নাপে রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস সা সটকী পরগণে কুন্ডহিত কড়আ।। মোকাম গোদআডিহির শ্রীযুৎ ওমেদরা [...] ত্তালের পূর্ব্ব দারি কুঠা ভাড়ার ঘরের উপর পূর্ব্ব মুখে বসিআ সমাপ্ত হইল।। পাঠক শ্রীরামানন্দ দত্ত সাঃ সটকী এ পুথি অন্য কেহ জে বলে আমার সে মেথা—। সন ১২ সত ৩৪ চৌতিস সাল তারিখ ১৬ স্বাবন রোজ সমবরার।। রস প্রেআলিখতে।। জাত রহিগো খুলী দধিরেচন পাটক কা ... ধরে আচল লুটি নিএ মটুক মনমোহন সেটে ... মুরতি কাজলা বারসরার ফুকারে কহ সাহি মানত রাত করে মসলীটেক চন্দ কহে বস ধেন চড়ে [ঐ, পুথি নং—৩১৭০]

(৯৯৯) ভগবান তত্ত্বকথা। যুগলদাস

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস ... স্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভম।। লিখিতং শ্রীচিনিবাস দাস...১ ঘ ১৩ জষ্ঠিতে বিস্যপতিবারে রত্রিকপহর সমাইএ্য গিন্থ সমাপ্ত হইল।। ... দাসের পুব দারির পিড়াতে সনবার ড়।। ১২২১ সাল।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৪১৬]

(১০০০) নারদ সংবাদ। কৃষ্ণদাস

লিপিকর শ্রীরাম কিসোর দাস রায় সাং ঝিকডাহা। পাঠক শ্রীদ্বারকানাথ সৌঃ।। ঝিকডাহা। সন ১২৪২ সাল ১৪ হৈত্তি।। [ঐ, পুথি ২৬২৮]

(১০০১) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

এ পুস্তক শ্রীবল্লবিকান্ত দেবসর্ম্মনেতি।।... হরি শ্রীবিস্বনাথ দেব সর্ম্মন সাকিম বিরসিংহপুর। মিতি।। জত দিষ্টং ও লিখিতং লেখকোনাস্তি দোসয় ইতি সন ১১৭৯ সাল ... খ ৪ চৈত্রতে সংম্পূর্ন্ন হয় শ্রীশ্রী গোপাল দেবৈর পূর্ব্ব দরোজাতে ৩ তিন দন্ড দিবস থাকিতে সংপুর্ন্ন হইল ইতি।। [ঐ, পুথি নং—৩৫৭৩]

(১০০২) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোশ নাস্তিকং ভিমস্মাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীদিননাথ চক্রবত্তি সাঃ রশোঙা সন ১২৫৭ সাল তারিখ ২১ অগ্রহায়ন যুক্ল পক্ষ দ্বতিয়া বার বিহস্পতি বেলা আন্দাজি ৬ দন্ড দুই সএ উনুচল্লীশ পত্রে সমাপ্ত হইল ইতি—শ্রীশ্রী চন্ডি মন্ডপে উত্তর মুখে বসিয়া সমাপ্ত হইল - ইতি— [ঐ, পুথি নং—৪৩৮১]

(১০০৩) লবকুশের যুদ্ধ। কৃত্তিবাস

জথা দিষ্ট তথা লিখিতং।। লিখোক দোস নাস্তি।। ভিমস্য রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীজগত মন্ডল।। সা বাধুটোগ ।। শন ১১৬২ সাল।। তা ১ মাহ শ্রাবন। যুক্ল পক্ষ তিথি পঞ্চমি।। মোকাম দারিয়াপুর।। শ্রীমুরলি মন্ডলের বাড়িতে পূর্বদ্বারি ঘরের পিড়াতে সমাপ্ত সময় গোধুলি।। পাঠক শ্রীনিত্ত দত্ত - সা সালচাপড়া (?)।। মো - চন্দনপুর গুরুচরণ গোপের পুথি।

[ঐ, পুথি নং—৪৪২৯]

(১০০৪) মহাভারত (জানুপর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোস নাস্তিকং ভিমস্যাপে রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভম।। পাটক শ্রি ভগবতি চরন মিত্রী সাকিম মদনপুর জেলা বারইশুল থানা উকুরা ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিক বৈশাগগের ২ দরা ভজরাম মন্ডলের চন্ডি মন্ডপে সমাপত্র হইল বারবেলা তিথি দসমি চার দন্ড বেলর কালে।। [ঐ, পুথি নং—৪৬০২]

(১০০৫) ভৈম একাদসির পালা। কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষ্যক দয নাস্তিকং হস্তি টলতি পদেন জিভাটলতি পন্ডিতং ভিমশ্বামী রনেভঙ্গ মুনিনাঞ্চমতিভ্রমঃ।। পটনাতে শ্রীযুত প্রাণকিষ্ট হালদার সাং যুলতানপুর পরগনে মন্ডলঘাট তরপ বইনানের সামিল : লিখিতং সয়ক্ষর শ্রীযুত কাত্তিক চন্দ্র ... সাং ... আরসা : সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৯ ফাল্গুন রোজ মঙ্গলবার।। বেলা এক প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল — এই পুস্তক তোমায় লিখিয়া দিলাম এহার জন্যের তরে তোমায় লিখিয়া জাতেছি জে আমায় একখ্যান গামচা আমায় দিবে আমি গা পুছিব অতেব জানাতেছি লিখিয়া ইতি।। [ঐ, পুথি নং—৫৮১০]

(১০০৬) অরণ্যকান্ড। কৃত্তিবাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোস নাস্তি। ইতি লিখিত শ্রী অভয় চরন দেব সম্মন সাকীম পরগনে বালিয়া মৌজে রাজনগর পুস্তক সমাপ্ত খড়ের খটিতে বসিয়া ১৭ শ্রাবন রবিবার বেলা ছয় দন্ডের সময়

সমাপ্ত হইল ইতি - সন ১২২১ সাল তারিখ ১৭ শ্রাবন— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬১১৩]

(১০০৭) বৈষ্ণব চৌতিশা। গোঁসাই দাস

ইতি বৈষ্ণব চৌত্রি সাএ।। সয়ক্ষর মিদং শ্রীআনন্দ চন্দ্র ঘোস দাস।। সাকিন করঞ্জলি।। পরগনে হাতিয়া ঘর্র তরফ চৌরমন্য।। সন ১২৩৬ বারোসও।। ছোত্রিস।। তারিখ ১৫ পোষ সকাব্দা ১৭৫১ সতের সও একান বেলা দুই প্রহরের সময় পুস্তক সমাপ্ত।। নারায়ন পুরের কাছারি পশ্চিমের চালায়।। এই আদেস শ্রীযুত রাম দাস বৈরাগী।। সাকিন অক্ষীনসাগর।। সেই আদেস দৃষ্টী করিয়া লিখিলাম।। এহাতে কোন দোসাদোস লইবেন নাই।। এই নিবেদন সতরে ঠাঞি করিলাম শ্রীশ্রীদুর্গা তোমাকে লিখিলা জে চাঁদপুরের তালুকে ... [ঐ, পুথি নং—৬১৭২]

(১০০৮) গুরুদক্ষিনা। শঙ্কর

ইতি সন ১২৫২ সাল তা ১৮ আসড় এই পুস্তক শ্রীমহেষ চন্দ্র দেব সা. জগ ... সঅক্ষর শ্রীনবিনচাঁদ সরকার সাং - ঐ - এই পুস্তক লিখিলাম শ্রীগিরিধর দাষ পুরকাইতের দরজায় বসিয়া— [ঐ, পুথি নং—৬১৭৪]

(১০০৯) অশ্বমেধ পর্ব।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ। ইতি য়স্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত।। সকব্দা ১৭৪৯ সন ১২৩৫ সাল জথা দিষ্টং তথা লিখিত লিক্ষকো দোষ নাস্তিঃ। ভিমস্বাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম লিখিতং শ্রীরামচাঁদ কুন্ডু সাং ছোট বইনান পরগনে সমরসাহি পাঠক শ্রীগনেস মান্না তথা শ্রী তারাচাঁদ মান্না সাং বালিয়ারপুর পরগনে হাবেলি পুস্তক সমাপ্ত হইল। শ্রীদুর্গাচরণ ধাড়ার বৈটক খানায় পুস্তক আন্দাজি দুই প্রহরের সময় রোজ সমবার তিথু প্রতিপিদ তারিখ ২৮ শ্রাবন শ্রীরামচাঁদ কুড়ুর পাট চৌপাড়ি ধাড়া মহাশয়ের মাসতুত ভায়া অতি গরিব অপরাধ মাজ্জনা সকলে করিবেন শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ ভরসায় করি মাত্র ইতি ১২৬খ] [পল্লীশ্রী সংগ্রহ]

(১০১০) কৃষ্ণকর্ণামৃত। যদুনন্দন দাস

বাটী হইতে কার্য অন্তে দিনাজপুর গমন।
আমানিগঞ্জে করিলাম পানি গ্রহণ।।
আমার শ্বশুর বন্ধ আছেন ফাটকে।
তে কারণে স্থিতি মোর হৈল বার মাস।।
তেঁহে আদেশ কৈলা পুস্তক লিখিতে আমাকে
খালাস হইয়া তেহো গেলেন কলিকাতা।।
এ সনে আমার গ্রন্থ লেখা হইল সমাপ্ত।
স্বাক্ষর মিদ্যং শ্রীশচীনন্দন মিত্র

['বাংলা পুথির পুষ্পিকা'. সুকুমার সেন, বিচিত্রসাহিত্য, ১ম খন্ড, পৃ. ২২৩]

(১০১১) শ্রীরাধাবল্লভ লাল পদ করি আশ
ভারতের আশ্চর্য লিখিল শ্রীরামপ্রসাদ দত্ত দাস।।
তারপ কৈনু বাড়ী নিজ সায়ানন [?]
বেহারী পালায়্যা গেল সুকু ঘোষের নন্দন।।
ঘোষেব নিকটে আছি নিরাশ্রমে বসি।
এই কথা নিরাশ্রমে হইছে লোক হাসি।।
কয়েক জায়গায় আমি চেষ্টা পাইল।
অবশেষে ঘোষ ছাওয়াল পড়াইতে গেল।।

সংপ্রতিক সেই ছাওয়াল পড়ান অনুসারে।
.. . . দেবতার বরে।। [ঐ, পৃ. ২২২]

(১০১২) মহাভারত—নান পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি জ্ঞান পর্ব সমাপ্ত ... লিখিতং শ্রীব্রজলাল সীংহ্ বাবুজী সা. পাত্র সাএরের শ্রীগোপাল সিংহ পরগনে বিষ্ণুপুর চৌকী পাত্রসাএর। আমাদের গামের যে চোরা থাকে তাহাকে ফাড়ীতে সুআইয়া তাহাকে জব্দ রাখিবে। ইতি তাঃ ২৬ অগ্রাহণ। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A Descriptive catalogue of Bengali Manusripts, vol. III, পৃ. ৫৩৩, পুথি নং—১৫৭৬]

(১০১৩) শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মণিহরণ। মালাধর বসু

ইতি সাক্ষর শ্রীকৃষ্ণকান্ত সাধ্য : সাকিম রাজেন্দ্র ... নে হুসেনসাহি। .... এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম বেলা একদন্ড থাকিতে শ্রীজুত রামধন বসু সাক্ষ্যাৎ মাতুল মহাসয়ের বাহির বাটিতে মন্ডপ ... উপরেতে দক্ষিনমুখি হইয়া। ষাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম - এহি পুস্তক আর কেহর এলাকা নাহি ইতি সন ১২৪০ সনের মাহে আশ্বীন তাং ৩ বোদবার কালে সমাপ্ত করিলাম ইতি। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৫৭, পুথি নং—২৭৩]

(১০১৪) রামায়ণ—গয়াপালা (অরণ্যকান্ড)। কৃত্তিবাস

লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দর্ত্ত সাং পাত্রসাএর এ পুস্তক শ্রীনন্দলাল কর তন্ত্রবা (য়) সাং নিজগ্রাম করপাড়া সন ১২২৪ সাল। তারিখ ১৮ বৈসাখ রোজ মোঙ্গলবার নিজবাটী মোকামে সমাপ্ত করিলাম।

গত সন দেবতা সুখা করিয়াছে এক্ষেনে চার্ল্যের দর চর্ব্বিস পচিস পাই আর কী প্রকার হয়। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A Descriptive catalogue of Bengali manuscripts, vol. I পৃ. ৩৯, পুথি নং—৪৯]

(১০১৫) রামায়ণ—আদি কান্ড। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি যথাদৃষ্ট মিত্যাদি - শ্রীরামতনুজষ পুস্তক শ্রীপঞ্চানন মন্ডল সাকিম আঙ্গরোল গ্রামে বসিয়া লিখিয়াছিলাম। ছেয়াসি সালে ইজারা করিয়াছিলাম সে গ্রামে টোটা পড়ীয়াছিল সেই টোটার দায়ে পালাতক হইয়া আঙ্গরোল গ্রামে গিয়াছিলাম তাহাতে এই পুথি বসিয়া লেখিয়াছিলাম ইতি ভরথের পৃতৃশ্রাদ্ধ সামাপ্ত।। [ঐ, প্রথম খন্ড, পৃ. ২০, পুথি নং—২৬ বিচিত্র সাহিত্য, বাং-পু-পু, সু.সেন]

(১০১৬) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথাদৃষ্টী তথা লিখিতং লেখিকো দোশ নাস্তিকঃ কষ্টেতে লিখিতং গ্রন্থং জত্নেত প্রতিপাল মুর্খ হস্থেন না দত্ত ব্যাং বন্দবি লিখিতং শ্রীদেবদর্ত্ত দাস সাং নিজ ... অগ্নি দাহাতে গ্রামদাহন হইয়াছিল একার মোকাম মসনটীতে ছিল তথাতে পুস্তক সমাপ্ত হইল পাঠকং শ্রী ... পুত্র শ্রীসাহেব রাম দাস সাং সাব [ ] সন ১২০৫ সাল মাহ বৈসাখ তারিখ ১৬ সোলই রোজ বৃহস্পতি ষুকলপক্ষ একাদশী ডেড় প্রহর হইতে হৈয়ার হইল [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৩২৩]

(১০১৭) সুদামার দারিদ্র ভঞ্জন।

ইতি শ্রীষুদামার দারিদ্র ভঞ্জন সমাপ্ত পুস্তক শ্রীকেনারাম দেব(শ)ম্মার পাঠক শ্রীসনাতন দে সাং বোঙাঞি খন্ডঘোস চৌকি ইন্দাস জেলা বর্দ্ধমান। ইতি তারিখ ১৬ আশ্বিনি মঙ্গ(ল) বারে প্রায় বেল্যা তিন প্রহর জিতা গৌট সমাপ্ত হইল। তিতি সষ্টী।

সন ১২৩৫ সাল যুক বছ্যর দেবাতা বরিসিল না য়(ত)এব পুতি লিখিলাম কোন কম্ম নাই আর গ্রামের লোক গৈতন (পুর) জাইতে লাগিল য়তএব ঢেলে ভাউ চব্বি (শ) সের ২৪সের হইল তাহ মেলে

নাই আর গ্রামের য়দ্যেখান লোকে অন্য জোটে নাই আর গ্রামের লোক অন্য গ্রাম দিয়া জাই(তি) লাগিল পেটের খাতিরে পলাইতে লাগিল অন্য গ্রামের লোক বলে বেলভেক লোক এ লোকে রাখা হবে না জদি রাখ(া) হয় তবে আপনাদের জদি চাকর ছাড়িএ রাখ(া) জায় তবে ওই লোক মাহ কাতিক মাসে জদি দেবতা জল হৈলে ওই লোক বলিবে কি আমা (দের) দেসে জল হয়াছে বাড়ি জাই চলরে কল্ল বসাইতে হবে য়তএব রাখে না আর জে গ্রামের ধম্মকম্ম নাই আর গ্রামে মনুস্য নাই আর গ্রামে মন্ডল খোসামুদে হয় আর বোঙাগ্রিং গ্রামে য়নেক কুড়খেক মন্ডল আছে ইতি - সন ১২৩৫ সাল ১৬ আসার—

দেখ ভাই খপরদার আয়ছে তৈসিলদার তারাচাদ আর তালুক নারায়ন পোদাররে আর কি কহিব পউস মাসে লাগ্যাঁ জোড়ে

পউস মাসে নাগলি চাটুজ্যে ফ (জ্জ) দার গোমস্তা আর গোমস্তা রূপন নেউকি জোরে নাইরে নাই মাণিক মন্ডলের নাগীল সুয়া এতখানেই [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং— ৬২৩৯]

(১০১৮) মঙ্গল চন্ডী।

ইতি শ্রীশ্রীমঙ্গল চন্ডীকার পুস্তক সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষিক নাস্তি দোসক।। ভিমস্বাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ভিম আদি করিয়া যে ভঙ্গ দেয় রনে। অবিস্কক মতিভ্রম মহামুনিগনে।। জদি বাটী বাড়ি হয় না লবে অপরাধ দোষ ক্ষেমা করি সভে করিবে আসির্ব্বাদ।। পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির ঠাই।। গবাগুনা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই।। ইতি লিখিতং শ্রীনন্দদুলাল দেবশর্ম্মনষ্য। সন ১১৭৭ সালের ২৭শে জৈ্যষ্টে বৃহস্পতিবারে অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত হইল।। নিজ বাটীতে নিজ ঘরে দক্ষিণ দ্বায়রির ঘরে পিড়াতে বস্যা লিখ্যা হইল।। শ্রীশ্রী মঙ্গল চন্ডীকায়ৈ নমঃ শ্রীশ্রী সিবায় নমঃ শ্রীশ্রী জয় দুর্গায়ৈ নমঃ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ সাং খন্ডঘোষ।। সন ১১৭৬ সাল মহা মন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টী হইল সস্থি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও২ জলাভূমে হইল টাকায় ১২ বার সের চালু। ১০ সাড়ে ছয় পোন চালু সের হইল তৈল ২।।. আড়াই সের লবন ১৩ সের কলাই ১১ এগার সের তরিতরকারি নাস্তী সাক নাস্তী কিছু মাত্রেক নাস্তী এই কথা সর্ত্ত (র) বৎসরের মুন্বিসী বলেন আমরা কখন এমন যুনি নাই ইহাতে কত২ মন্বিসী মরিল বড়২ লোকের হাড়ী চাপে নাই বাং সন ১১৭৭ সালের মাহ ভাদ্রতক মহা প্রলয় হইল এই সন রহিল আর কীবা হয়।

১৮২ একশত বিরাসি পাতে ৪৩০ চারিসও তিরিস লেচাড়ি সমাপ্ত হইল—শ্রাবণ মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল অনেক মনিস্বী নষ্ট হই (ল) মহা মন্বন্তর— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং ৬২৪০]

(১০১৯) রামাভিষেক। ভবানীনাথ

ইতি শ্রীরামচন্দ্র অভিষেক সমাপ্ত (সামআপ্ত) সন ১২০৭ মাহে ২ আশ্বিন রোজ মঙ্গলবার স্বাক্ষর মিদং যথা দৃষ্টং শ্রীতিতারাম দেবশর্ম্মন পুস্তকং লিখিতং। [The Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol IX, পৃ. ৩, পুথি নং ৪২৫৯]

(১০২০) রামচন্দ্রের অভিষেক। ভবাণীপন্ডিত

এই পুথি উচ্চারণে লয়ে রাম নাম।
শত অশ্বমেধ ফল অতি গুণধাম।।
অপুত্রার পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
অন্তকালে সেই জন বৈকুণ্ঠে গমন।।

শ্রী দুর্গা চরণে নমঃ। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ। মুণিনাঞ্চ মতিভ্রম। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। ইতি সন ১১৮৭ (c.1780 A.D.) শকাব্দা ১৭০২। তারিখ বিশা পৌষ, রোজ সোমবার, এক প্রহর গতে

সমাপ্ত। স্বকীয় পুস্তক শ্রীসাহাড়ি কর্ম্মকারস্য তথা শ্রীগদাধর কর্ম্মকারস্য সাং ব্রাহ্মণগাও প্রগণে পাঠকার।। শ্রীঃ।। [ঐ, পুথি নং—জি ৫৫৭৩]

(১০২১) রাম স্বর্গারোহণ। কণ্ঠমণি দাস

ইতি শ্রীরাম স্বর্গ-আরোহণ সমাপ্ত। যথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লীখনং দোসক নাস্তি - ইতি সন ১২৩ (-) চৌদ্দমাঘ (মাগ) মঙ্গলবার (মোঙ্গলবার) এক পসরা ওদন সমাপ্ত এহি পুস্তকে মালিক শ্রীপান্ডব রায় সং - এহি পুস্তক লিখিতং শ্রীকণ্ঠমণি নাথ শর্ম্মা (সৌর্ম্মা), সাকিম—হাসিরাবাগ। [ঐ, পৃ. ৯, পুথি নং—৪২৪৮]

(১০২২) সীতার উদ্দেশ। লক্ষ্মন

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্তি ভীমস্যাপি রণে মুণিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি এই পুস্তক সাঙ্গ হইল শ্রী ঁআট চালায় বসিয়া বেলা এক প্রহরে সময় হইল। ইতি সন ১২২১ বারসও একুশ। পাটনার্থে শ্রীকালিনাথ চক্রবর্ত্তী – সাং পালানপুর (?) পরগণে সমরসাহি সন ১২২১ সাল তাং ১১ কার্ত্তিক। [The Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collections of the Royal Asiatic Society of Bengal Vol. IX. পৃ. ১১, পুথি নং ৫৩১৯]

(১০২৩) মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

সন ১০৮৯ সাল তারিখ ৮ই কার্ত্তিক তিথি একাদশী বুধবার, দুই প্রহর ভুক্তে এ পুস্তক সমাপ্ত হইল। এ পুস্তক জে চুরি করে সে শাশুড়ির শৃঙ্গার করে।... গোবধ ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ করেন। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোষ নাস্তি।। [ঐ, পৃ. ২১-২২, পুথি নং—৩৬২৫]

(১০২৪) শান্তি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীলালমোহন দাস মিত্র। পরগণে বিষ্ণুপুর সাং বাহাদুরগঞ্জ। সন ১০৮৯ সাল তারিখ ৮ই কার্ত্তিক তিথি একাদশী বুধবার ২ পহর ওক্তে এ পুস্তক সমাপ্ত হৈল। এ পুস্তক যে চুরি করে সে শাশুড়ির শৃঙ্গার করে। এধতি হোঁ গোবধ বহ্ম বধ স্ত্রী বধ করেন। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোশ নাস্তি। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ।। [ঐ, পৃ. ২৪, পুথি নং—৩৬২৫]

(১০২৫) মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব। নিত্যানন্দ ঘোষ

ইতি তারিখ ৯ ফাল্গুন সোমবার তিথি অষ্টমিঃ। সন ১১৯৯ সাল। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ etc. এ পুস্তক শ্রীনিমাই চরণ মল্লিকের। এ পুস্তক যে চুরি করিবে তাহার হাত কাটা যাবে। [ঐ, পৃ. ৩২, পুথি নং—৪৯৭৯]

(১০২৬) হরিবংশ। ভবানন্দ

ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ etc. ... ক্ষেমস্য পরম ঈশ্বর শ্রীযদুনগর ঠাকুর সাক্ষর মিদং এই পুস্তক পাল্যকর্ত্তা শ্রীউর্দ্ধবখান সমাপী রামসর্দ্দার সাকিম স্যাপারা। ইতি সন ১২০১ তাং অর্ক বাসরে। [ঐ, পৃ. ৩৭, পুথি নং—৪২৬০]

(১০২৭) জৈমিনিভারত। শ্রীকর নন্দী

সমাপ্তাং গ্রন্থ। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখিকো নাস্তি দোসকঃ ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি তারিখ ১৭ আশ্বিন। সন ১১৮৭ সাল। [The Descruptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX. পৃ. ৩৯, পুথি নং ৩৭১০]

(১০২৮) প্রেমভঙ্গি তরঙ্গিণী।

জথা দিষ্টং তথা লিক্ষতেঃ লিখক নাস্তিঃ দোষকং। ভিমস্যাপি রোণেভ মণিনাং চ মতিভ্রমঃ। ইতি

শকাব্দা - সন ১১৯৩ সাল কার্ত্তিক মাসে বুদবারে ২ প্রহর গতে সোমাপ্ত সহয়ক্ষ্যরং শ্রীরামকান্ত দাসের সাকিম সাগুনাগ্রগণে মেহমান সাহি। [ঐ, পৃ. ১১৮, পুথি নং—৪১৩২]

(১০২৯) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস

লিখীতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সাং শেনাই পং জাহানাবাদ। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত, পৃ. ৮০, পুথি নং—১৩৪]

(১০৩০) হরিলীলা। লালা জয় নারায়ণ

স্বাক্ষর পুস্তক শ্রীবিশ্বনাথ সেনগুপ্ত। পুস্তক লিখাতে সন ১২৭০ সনের ২৪শে ভাদ্র সমাপ্ত হইলেক। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতম্। [The Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, পৃ. ১৯০, পুথি নং—৪৩৪৯]

(১০৩১) ভজনতত্ত্ব। অনন্ত দাস

শ্রীগুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব চরণ আশ্রিতং শ্রীনিমাইচরণ তার দাসের দাস লিক্ষ্যতং ... কানপুর চাকুলে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

লিখকের দোষ ন লবে লিপি দোষ থাকিলে শুদ্ধ করি পড়িবে। পাঠকে আমার নমস্কার। অক্ষর বর্ণের দোষ করিবে না।

আপনি শুদ্ধ করি করিবে পঠন।
লিখকের অপরাধ করিবে মার্জ্জন।।

[ঐ, পৃ. ২৩৩, পুথি নং—৪৯০১]

(১০৩২) প্রেম বিলাস। নরোত্তমদাস

লিখিতং শ্রীগোপালদাস বাবাজী লেখকের দোষ নাস্তি। জথাদিষ্টং তথা লিখিতং। লেখকের দায় নাস্তি। ভীমস্তেবি রণে ভঙ্গ etc. [ঐ,পৃ. ২৮৬, পুথি নং—৫৩৬৮]

(১০৩৩) ভজন নির্দ্দেশ। নরোত্তম দাস

তারিখ ১২ মাঘ দাদশী তিথ্যে শুক্রবারে সমাপ্তা তথা দিষ্টং তথা লিখিতম্ লেখকে দোষ নাস্তি।

বাস্তেরণে লিপি আমি বুঝিতে জে নারি।
শুর্দ্ধ অশুর্দ্ধ ইহা করেন হরি।।

[ঐ, পৃ. ২৯৮, পুথি নং—৩৭২১]

(১০৩৪) প্রাপ্তি দুর্লভ। রসময় দাস

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে স্মরণম্। শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ লিপিকৃত শ্রীতিলকরাম দেবশর্ম্মণঃ। জথাদৃষ্ট মিত্যাদি। সন ১১৬৩ (c. 1256 A. D.) তারিখ ১৩ই অগ্রহায়ণ।

[ঐ, পৃ. ৩৬২, পুথি নং—৫০০০]

(১০৩৫) চৈতন্যমঙ্গল—জগন্নাথচরিত। কবি জয়ানন্দ

ইতি শ্রীজগন্নাথচোরিত্র সংপুন্ন জথা দিষ্টং তথা লিখিতং ...।। ইতি সন ১২৫১ সাল তাঃ ২১ মাঘ লিখিতং শ্রীলোকনাথ দাস বৈরাগ্য।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১২৭, পুথি নং—২০৪]

(১০৩৬) চৈতন্যভাগবত—মধ্যখন্ড। বৃন্দাবন দাস

একত্রিস অধ্যায় ।।.।। সমাপ্ত (শ্চায়ং) মধ্যখন্ড ।। ০ ।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। সুভমস্তু সকাব্দা ১৭৮( ) সক ভাদ্রস্য ২৭ সপ্তবিংসতি দিবসে শনিবাসরে গোধুলি সমএ মিতি।। লিপিরিঅং শ্রীহরিদাস

ঘোষ। [ঐ, পৃ. ১৩৩, পুথি নং—২১৮]

(১০৩৭) চৈতন্য মঙ্গল—সন্যাস খন্ড। লোচনদাস

হরিগুন গায় গাওয়ায় জেবা জন।
অবস্য জাইবে সে বৈকুণ্ঠ ভুবন।।
ভজরে ২ ভাই গোরাচান্দের শ্রীচরণ।
বদন ভরিয়া হরি বল সর্ব্বজন।।
অবশ্য জাইবে দিন দুঃখ বা সুখে।
কলিযুগে হরিনাম জে বিস্মৃত হবে মুখে।
জমের তাড়না দুঃখ প্রস্থে এই লিখে।।

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মধ্যের খন্ডের সন্যাষনিলা গ্রন্থ সমাপ্ত।। জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি সন ১১৮৫ সাল তারিখ ৩১ শ্রাবন রোজ বৃহস্পতিবার।। বেলা ছয়দন্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল ।। . ।।

[বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৩৪, পুথি নং—২১৯]

(১০৩৮) চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখন্ড। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

যথা দৃষ্টং ... (ইত্যাদি)। পুস্তক স্বাক্ষর দিন গোপীনাথ দাস। সন ১১৯৯ সাল তাং ২০ বৈসাখ।। [ঐ, পৃ. ১৪৪, পুথি নং—২৪১]

(১০৩৯) হংসদূত। নরসিংহ দাস

ইতি হংসদূত সংবাদ সপূন্য সন ১২৩০ সাল তারিখ ২৯ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ভার্ত দসমী ... প্রহর বেলা গতে।। জৎ দ্বিষ্টং তদ্‌লিখিতং (ইত্যাদি)। [ঐ, পৃ. ১৬০, পুথি নং—৩০১]

(১০৪০) উদ্ধবগমন। নরসিংহ দাস

ইতি উদ্ধব গমন সমাপ্ত।। ইতি সন ... ২৫ চৈত্র। লিখিতং শ্রীসাধুচরন সরকার আমার দোষ নাই নীবে। [ঐ, পৃ. ১৭২, পুথি নং—৩০৭]

(১০৪১) আশ্রয়নির্ণয়। কৃষ্ণদাস

ইতি শ্রীআশ্চয়নির্ণ্নয় গ্রন্থ সমাপ্ত।। যথা দিষ্টং তথা লিখিতং।। শ্রীরামমোহন মিত্রী নিবাসঃ সাং গামিঙ্গ বাবুর বাড়ি।। ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ছ আসাড় : এই পুস্তক সমাপ্ত হইল : শ্রীযুত মোহনলাল হরকরার : বৈটকখানায় পশ্চীম দ্ব্যারি : বসিএ বেলা চারি দন্ডের ওক্তে সেস হইল।। এই গ্রন্থ জে জানিবার স্বরূপ চুরি করিআ রাখিবেক সেই মহাপাপের পাতকিঃ।। সেই বিয়ান্যা হইবেক। [ঐ, পৃ. ১৮৫, পুথি নং—৩৩১]

(১০৪২) স্বরূপ বর্ণন। কৃষ্ণদাস

ইতি স্বরূপ বর্ণন সমাপ্ত ।। ০ ।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)।। লিখিতং শ্রীবলরাম দাস সাং মাগরকাটা। [ঐ, পৃ. ১৮৬, পুথি নং—৩৩৩]

(১০৪৩) দ্রৌপদির বস্ত্রহরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি বস্তহরণ সমাপ্ত। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীলোকনাথ দাস বৈরাগ্য।। ইতি সন ১২৫৯ সাল।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য - পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, প্রথম খন্ড, পৃ. ২১৬, পুথি নং—৩৯৩]

(১০৪৪) দুর্ব্বাসার পারণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি) লিখিতং শ্রীগকুল দাস চন্দ ... পঠনার্থ শ্রী ধরনি দাস।। [ঐ, পৃ. ২১৬, পুথি

নং—৩৯৫]

(১০৪৫) অঙ্গদের রায়বার। কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২৪১ সাল তাং ২১ চৈইত্রি লিখিতং শ্রীতারাচান্দ গরাঞি লিখকে দোষ নাস্তি বেলা আন্দাজি এক পহরের সমএ সমাপ্ত হইল ইতি।। [ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৮, পুথি নং—৪১৫]

(১০৪৬) অক্রুরাগমন। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি অক্রুর আগমন শমাপ্ত।। সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৪ অগ্রাহায়ন রোজ সক্রুবার লিখিতং শ্রীরাইচরণ নিওগী এ পুস্তক শ্রীগোপাল গোরাঞী শর্ব্বসাং বেল্যাতোড় শমাপ্ত হইল চারি দন্ড বেলার য়োক্তে এ পুস্তক জে চুরি করিবেক শে আপনার ঘরের মেয়া শর্ম্পর্কর্কে জত থাকীবেক শে বেটা গোপাল গোরাঞীকে দিবেক ইতি। [ঐ, পৃ. ১২, পুথি নং—৪২২]

(১০৪৭) অঙ্গদ রায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি) লিখিতং শ্রীলোকনাথ ঘোষ সাং বাদিগাছা পরগণে খন্ড ঘোষ সোন ১২৫২ সাল তারিখ ৩ মাঘ বেলা এক পোহরের মর্দ্ধে সমাপ্ত হইল ইতি এই পুস্তক যে চুরি করিবেক সে বধু কথা হইবেক। [ঐ, পৃ. ২৬, পুথি নং—৪৪৪]

(১০৪৮) কুম্ভকর্ণের রায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২২৩ সাল তাং ২৮ অঘ্রাণ পটক শ্রীগোপাল গোরাঞি।। জে নি চুরি করিবেক সে ম্যাসের চানি হাতে করা খাবেক। [ঐ, পৃ. ২৯, পুথি নং—৪৫০]

(১০৪৯) বৈষ্ণব বন্দনা। দেবকীনন্দন

জথা দৃষ্ট (ইত্যাদি)। শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গতি।। শকাব্দা ১৬২৪ সন ১১০৯ সাল তমাঘ রোং শুক্রবার লিখিতং শ্রীমণীরাম দেবশমন পুস্তক মিদং সাকিম চলিশাপাড়া প্রগনে রুকুনপুর সরকার জ ... জ।। শ্রীহরিহর সাধু।। [ঐ, পৃ. ৩৬, পুথি নং—৪৬৩]

(১০৫০) বৈষ্ণববন্দনা। দেবকীনন্দন

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)।। ইতি সন ১২৩৫ বার সএ পত্রিস সাং তাং ২৫ মাঘ।। লিখিতং শ্রীকাত্রিক দেবসম্মা সাঃ ক্যাটাবুনি পঠনাথ জজ্ঞেসর মুস্তুধর সাঃ আেলপর ই পুথি জে চুরি করে তার ...।।

[বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৮, পুথি নং—৪৭১]

(১০৫১) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি।। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সোমাপ্ত ।। ইতি।। জথাদিষ্টং তথা লিখিতং শ্রীদাম দাস ।। ইতি।। আশ্বিন মাসে অষ্টমি দিবসে এই গ্রন্ত পুন্য হইল ।। ইতি।। [ঐ, পৃ. ৪১, পুথি নং—৪৭৮]

(১০৫২) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তমদাস

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তি গৃহস্ত সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি) সন ১২৬১ সাল তারিক ১০ চৈত্রী লিখিতং শ্রীতারাচাঁদ সরকার সাং কালবেড়্যা ওরফে গোবিন্দপুর পরগনে বিষ্টুপুর চৌকী বড়জোড়া থানা সিতল্যা সামীল ইতি এই পুস্তক জাহার পাট ও শ্রবন করা আবিষ্ক হইবেক তেহ উক্ত সরকারের বাটী হইতে লইয়া জাইয়া পাট ও শ্রবন করিয়া এই পুস্তকএ আপষ ফিরিয়া দীবেন ইতি। [ঐ, পৃ. ৪৩, পুথি নং — ৪৮৫]

(১০৫৩) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিক্ষিতং শ্রীবাবুরাম দাস ও কৃষ্ণলাল বৈরাগ্য সাঃ বালিআ মোঃ গোবিন্দচন্দ্র বৈরাগ্যর বাটি ইতি সন ১২২৬ সাল তারিখ ২২ অঘ্রানি সময় সর্দ্ধা। [ঐ, পৃ. ৪৪, পুথি নং—৪৮৭]

(১০৫৪) কবিকঙ্কণ চণ্ডী। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

ইতি শ্রীকবিকঙ্কন ভট্টাচার্য বিরচিত পুস্তকসমাপ্ত।।... সকাব্দা ১৭৭৩ সোতর সও তিয়াত্তরে আরম্ভিয়া। সতর সও চোয়াত্তরে লিখি সমাপিয়া।। উত্রানের (উত্তরায়ণের) পঞ্চ দিন থাকিতে সমাপোন। ভৃগুবারে ত্রিয়োদশী বৃষ্ণায় লিখন। সাক্ষর পঙ্কজলোচন সান্যালের (ক্ষ্যাতি?)। গাঙ্গলির অন্তপাতি ধুবলি বসতি।। জে পড়িবে এই পুথি তারে নিবেদন। দোসেতে বঞ্চতি হয়ে লইবেন গুন।। সন ১২৫৯ শাল তারিখ ২৫ পৌষ সুক্রবার দিবা এক প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল এ পুস্তক শ্রীপদ্মলোচন সান্যালের সাক্ষরমিদং।। [ঐ, পৃ. ৫৫, পুথি তাং—৫১৭]

(১০৫৫) রামের স্বর্গারোহণ। ভবানী দাস

ইতি রাম সর্গারহন সমাপ্তঃ।। অজ্ঞানে লিখিল পুতি জানিয় কারন। পড়িতে পন্ডিত জনে করিবা শুদন।। অবুদের দুষ কিছো না ধরিবা মন। অক্ষর না হয় ভাল জানিবা কারণ।। শ্রীগুরু চরণে সবে সদাএ কর আশ। সক্ষর লিখিল শ্রীচন্দ্রকিষুর দাষ। ইতি সন ১২৫৯ সন। তেরিখ ৩ পৌষ রোজ বৃহস্পতি বার বেলা এক প্রহর সমএ পুস্তক সমাপ্ত হইল। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথর বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ৭৮, পুথি নং—৫৪৭]

(১০৫৬) মহাভারত—সভাপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীসদাসিব সিংহ এ পুস্তক সমাপ্ত করিলেন। ডেড় প্রহর বেলাবসনে এ পুস্তক সম্পূর্ণ হইল। এ পুস্তকে ... কাহার দায়া নাঞি জে দাওা করিতে সে সকল ঝুটা ইতি। সন ১১৫০ সাল তাং ২৭ আসাড়।। [ঐ, পৃ. ৯৫, পুথি নং—৫৭২]

(১০৫৭) মহাভারত—উদ্‌যোগ পর্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। ইতি সন ১০৮৩ সাল তারিখ ১৮ জৈষ্টী রোজ বুধবার লিখিতং শ্রীকিসোরি চরণ দাস সাং বালিঠ্যা পূর্ব্বরাড় তরফে জুএগভণ অষ্ট তালুক। এ পুস্তক জে হরে তাহার চোদ্য পুরুষ নরকে পড়ে।। [ঐ, পৃ. ৯৭—৯৮, পুথি নং—৫৭৬]

(১০৫৮) মহাভারত—উদ্‌যোগ পর্ব। কাশীরাম দাস

সন ১১৮৫ সাল তাং ৭ মাঘ রোজ রবিবার।। গাজন হইএগছে তাহাতে বেলা নিরোপন হইল না।। কাগজ কিছু জিয়াদা ছিল সেই এই পুস্তক শ্রীরাম স্বরণ সিংহ আর ... দায়া করে সে সকল ঝুটা। [ঐ, পৃ. ৯৮, পুথি নং—৫৭৭]

(১০৫৯) মহাভারত—ভীষ্মপর্ব। কাশীরামদাস

ইতি ভিষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত।। সন ১১৮৪ সাল তারিখ ৭ বৈসাখ।। সাঙ্গ হইল।। লিখিতং শ্রীগৌরমোহন সেন সাকিন ওড়িহা জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। এ গ্রন্থ জে চুরি করে তাহাকে গোবধ ব্রহ্মবধের . জে পাপ হয় তাহাই হইবেক। [ঐ, পৃ. ৯৯, পুথি নং—৫৭৯]

(১০৬০) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য খন্ডে কাশীবাশী বৈষ্ণব করনং গুননীলাচলা গমনঞ্চ নাম পঞ্চবিংসতি পরিচ্ছেদঃ।। মধ্যলীলা সমাপ্ত।। শ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যকো নাস্তী দোস ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনীনাঞ্চ মতিভ্রম।। সন ১১৪২ এগার সও বেয়ালীস সাল।। শ্রীরাধাকৃষ্ণ।। শ্রীশ্রীচৈতন্য নীত্যানন্দ অদ্বৈতঃ ১৪৮ক]

[বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথিপরিচয়, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৭৫, পুথি নং—১২২৪]

(১০৬১) ৫৯৫। মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। কাশীরামদাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীসদাম দাস পাল। সাকিম হবিব পুস্কর্ণির হাটতলাই। সন ১০০৩

সাল। তারিখ ৪ শ্রাবন। রোজ সমবার। বেলা চারি দন্ড থাকিতে সমাপ্ত হৈল। অস্মমেধ পর্ব চুরি করিবেন জিনি। জনক গর্দ্দপ তার জননি গিধিনি।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১১১, পুথি নং—৫৯৫]

(১০৬২) মহাভারত—বিরাট পর্ব। সারণ কবি

ইতি ।। অথো সারণ বিরাট ।। পর্ব্ব লিক্ষতে। সমাপ্ত।। লেখিল পুস্তক আমী দিষ্টী অনুসারে। লিক্ষকের দোষ নাই জ্ঞানির গোচরে।। তবে জদি কদাচিত হঅ ভুলভান্তি। ভিমের সমরে জেন মনের ভমতি।। ইতি সন ১২৬৪ সাল তারিখ ৬ পৌস বেলা আন্দাজি ২ দুই প্রহর সমবার লিখিত শ্রীমহাভারত দত্ত সাঃ সাএর বাখড়া গ্রাম। পাটক শ্রীহারাধন দত্ত। [ঐ, পৃ. ১২০, পুথি নং—৬০৮]

(১০৬৩) মহাভারত—আদিপর্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিপিরিয়ং শ্রীরামগোবিন্দ দাস ঘোষ সাকিম বালা পরগনে চন্দ্রকোনা … শ্রীসিবচরণ দাস ঘোষ এ পুস্তক যে চুরি করিবেক তাহাকে গোহত্বা ব্রহ্মাহ্ …।

[ঐ, পৃ. ১২২, পুথি নং—৬১০]

(১০৬৪) মহাভারত—আদিপর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২৩৪। সাল তারিখ ২৫ আশ্বীন রোজ বুধ বাসর পঠনার্থে শ্রীবৈদ্যনাথ পাঠক সাং মাধবপুর পরগনে চন্দ্রকোনা। শ্বাক্ষর শ্রীপেলারাম দত্ত সাং য্যামসুন্দরপুর পরগনে বরদা পুস্তক অদরষ ২৬৮ দুই শত আটসাট্ট পাত নিজ ২৫৯ দুই সও ওনসাটী পাতে সংপুন্ন হইল ইতি পুস্তক জে চুরি করিবেক সে সুদর্ষন চক্রে পড়িবেক ইতি। [ঐ, পৃ. ১২৪, পুথি নং—৬১৩]

(১০৬৫) মহাভারত—শল্যপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

… ১২ বারর পত্রে হইল লিখিতং শ্রীরামকমল চক্রবত্তি সাঃ পাজাএগ্রা সন ১২৪০ সালের ২৪ শ্রাবন বুধবার সমাপ্ত হইল এই পুস্তক জে চুরি করিবে সে সাষুরে হইবেক।।

[ঐ, পৃ. ১৫৯, পুথি নং—৬৮৫]

(১০৬৬) মহাভারত—গদাপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২৪০ সাল তাং ২২ বাইসা বৈসাগ। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। এ গদাপর্ব্ব জে আদরসে লিখিলাম এহাতে পঞ্চজনার সির হানা আছে, তাহা মিথ্যা।। ওঁ লিখিয়াছি কারণ জে সায় পয্যন্ত কোন কথা থাকীবেক।। তাহা কোন উন্বেক নাঞী এ জন্যে লিখা। [ঐ, পৃ. ১২৬, পুথি নং—৬৯২]

(১০৬৭) রামায়ণ—আদিকান্ড। লক্ষ্মণ

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। লিখিতং শ্রীরামনফর গুপ্ত সাং মোঙ্গলপুর পাঠক শ্রীজাহা ইচ্ছা তাহা …

জে এই পুথি চুরি করিবে সে বোবা হইবে ইতি তারিখ ২৮ মাঘ ১২৪৩ সাল। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol. I, পৃ. ২৩, পুথি নং—৩০]

(১০৬৮) রামায়ণ—অযোধ্যাকান্ড (রঘুনাথের গয়াপালা)। কৃত্তিবাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি শ্লোক -

লিখিতং শ্রীযুত ব্রজনাথ শর্ম্মা ঘোশাল সাং ডামরা তালুক মল্লারপুর থানা মৌড়েস্বর। শ্রীজুৎ ঘোশাল মহাসএর উত্ত (র) দ্বারি ঘরের পীড়াত্তে লেখা সাঙ্গ হইল পাঠক শ্রীবদনচন্দ্র মন্ডল। সাং তস্য তালুক। থানা সামীল ইতি সন ১২৩৬ সাল তাঃ ৩ শ্রাবণ রোজ বুক্রবার বেলা তিতিয় প্রহর তিথি পৃদিপদ আর কত লেখব আমার সাধ্য নয় আমি পারিব না। কিন্তু পুথি লেখা হলনা পুথির এ অক্ষর নয় তাহাও লিখিলাম। [ঐ, পৃ. ২৮-২৯, পুথি নং—৩৬]

(১০৬৯) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড।

ইতি সন ১২৫১ বার সও একান্ন সাল। যথা দৃষ্ট মিত্যাদি—। পাঠক শ্রীরামভদ্র বিশ্বাষ পরগনে বালিগাড়িলাট ঘনষ্যামপুর ঃ সাকিম দারাপুর। লক্ষনের সক্তিসেল সাঙ্গ : দিবসের ষেশে : চারিপ্রহর বেলার সময় সাঙ্গ তাঃ ১৭ ভাদ্র।

এই পুস্তক জে চুরি করিবেক তাহাকে তাল্লাক লাগিবেক। [ঐ, পৃ. ১৪২, পুথি নং—১৮৪]

(১০৭০) অদ্ভুদ রামায়ণ—উত্তরাকান্ড। কৃত্তিবাস

...। জে আদরস পুথি দেখিয়া লেখা গেল তাহাতে সকল অবুর্দ্ধ এ কারন লিক্ষকে দোষ নাস্তী ইতি।। মোকাম বর্দ্ধমান জেহেল থানা মোকাম সন ১২২৫ সাল তারিখ ৩১ আশাড়। মতাবকে ইঙ্গিরাজী সন ১৮১৮ সাল তারিখ ১৩ জুলাই সমাপ্ত। শ্রীজুক্ত মেস্তর পাক সাহেবের আমলে।। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts. Vol. I. পৃ. ১৮৭, পুথি নং—২৪০]

(১০৭১) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রীরামকিসোর দাষ রায় সাং ঝিকডাহা। পাঠক শ্রীরামকান্ত বারুই সাঃ ঝিকডাহা সন ১২৪৩ সাল তাং ১৯ ভাদ্র।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৬৩৪]

(১০৭২) মহাভারত—সভাপর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। লিখিতং শ্রীকমলাকান্ত সরকার সাং ঋষিগঞ্জ মোকাম ... সন ১২২৪ সাল। তারিখ ২৬ চৈইত্রি রোজ মঙ্গলবার বেলা এক প্রহরের কালে শ্রীযুৎ বৃন্দাবন রায় মহাশয়ের দালানে উত্তরমুখ করিয়া সমাপ্ত হইল জতনে লিখিলাম . জতনে লিখিল্যাম পুথি জেবা করে চুরি। জনক গন্ধর্ব্ব তার মাতা ... করি। এ গুরু জে নিন্দা করে সে ... শাশুড়্যা হইবেক আর বোআ হইবেক। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts. Vol. III. পৃ. ৪৯৮, পুথি নং ১৩৫১]

(১০৭৩) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব। কাশীরামদাস

ইতি সন ১২৬২ সাল, তারিখ মাহ বৈশাখের ২ দশরা শমাপ্ত হইল বার রবিবার অশ্বমেধ সাঙ্গ হইল পক্ষী মুক্র পক্ষি তিথি শ্রীরাম নবমীতে বেলা ৪। চারি দন্ড শমএ সমাপ্ত হইল।। লিখিতং শ্রীশ্রীনাথ চন্দ গোশ্বামী পঠনাথে শ্রীদিননাথ গোশ্বামী সাকিম বেল্যা ঠাকুর বাড়ি। এই পুস্তক জে চুরি কোরিবেক আর জে চুরি কোরে না দিবেক শে মাতৃ হরণ করিবেক আর জে পুথী পড়িতে আর জে লিখীতে নিএ জে দিবেক নাই সে গুরু পত্নী করিবেক ইহাতে ভেদ নাই।। হস্তি টলতী ইত্যাদি। লিক্ষকের কিছুই দোশ নিবে না তাহা আদিরসে লেখেচে তাহা আমি কিছুই লখেচি অপরাধ নিবে না। মহাশয় অবুর্দ্ধ জদি থাকে তুমরা জ্ঞানি লোক মুর্দ্ধ করিআ লইবেন। [ঐ,পৃ. ৪৯৯, পুথি নং---১৩৫৩]

(১০৭৪) মহাভারত—ভীষ্মপর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি শ্রীমহাভারত পয়ার ছন্দে কাসীদাস বিরচিতং সষ্ট ভিস্ম পর্ব্ব সমাপ্ত।। লিপীরিয়ং মম চতুর্থজন অপ্রকাশ। মিদং পুস্তকং শ্রীঅনুপচন্দ্র ঘোষ সাং ঝেএলা। লিপীকার ক্ষেত্রমোহন রাঅ সাং নাড়ীচ্যা ইতি সন ১২৬৯ সাল তারিখ ২৫ পৌউষ রোজ বিহস্পতিবার। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। এই পুস্তক জে চুরি করিবেক সে পঞ্চম পীতকের পাতকী হইবেক। অনেক তাড়াতাড়িতে লিখিলাম। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, vol. III, পৃ. ৫০১, পুথি নং—১৩৫৮]

(১০৭৫) মহাভারত। কাশীরামদাস

ইতি শমাপ্ত। লিখিতং শ্রীশীনাথ চন্দকে আশীর্ব্বাদ ছিল ব্রাহ্মনগনের ছিল তাই পাদপর্দ্য পাইআ লিখিলাম। লিখিতং শ্রীশীনাথ চন্দ গোশ্যামী শাঃ বেল্যা ঠাকুরবাড়ি পাঠক শ্রীদিননাথ গোস্যামী - ইতি সন ১২৬৩ শাল -- তারিখ ২০ বৈশাখ। [ঐ, পৃ. ৫০০, পুথি নং—১৩৮০]

(১০৭৬) মহাভারত—যানপর্ব। কাশীরামদাস

... লিখিতং শ্রীব্রজলাল সাহু বাবুজী সাঃ পাত্রসাএরের শ্রীগোপাল সিহ পরগনে বিষ্টুপুর চৌকী পাত্রসাএর। আমাদের গামের জে চোরা থাকে তাহাকে ফাড়িতে তাহাকে জব্দ রাখিবে। ইতি তাঃ - ২৬ অগ্রাহণ। [ঐ, পৃ. ৫৩২-৫৩৩, পুথি নং—১৫৭৬]

(১০৭৭) মহাভারত—দানপর্ব। কাশীরামদাস

জথা স্তানং তথা লিখিতং লিখ্যকো নাস্তি দোসকং। লিখিতং শ্রীভবানন্দ দেবশর্ম্মা পুস্তক শ্রীরামসুন্দর রায় সাং কলিকাপুর ইতি সন ১২২৫ সাল ২৩ ফাল্গুন। [ঐ, পৃ. ৫৪১, পুথি নং—১৭৩৩]

(১০৭৮) মহাভারত—ভীষ্মপর্ব। কাশীরামদাস

... লিখিতং শ্রীবিশ্বনাথ মদক দে সাকিম ... পরগনে সাবেক মোড়েশ্বর জিলা বিরভোম সন ১২৫৫ শাল তারিখ ২৬ ফালগুন রোজ বৃহস্পতিবার তিথি দোল পুর্ন্নিমা বন্দোপাধ্যা মহাশএর ... শ্রীশ্রী ঁঠকুরানি বাটীর আঙ্গিনাতে উত্তর মুখে বসিয়া বেলা আন্দাজী আড়াই প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল।। হস্তবিচলিত পাদেসু বিচলিত সরস্বতি ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। জত্নেন লিখিতং গ্রন্থ তৎ চোরেতি পন্ডিত মাতা চ শূকরী স্তস্য পিতা তস্যচ গর্দ্ধব।। ইতি সকাব্দা ১৭৭০ শতর স শত্তরি শকে সমাপ্ত হইল ইতি -- [ঐ, পৃ. ৫৪১, পুথি নং—১৭৩৫]

(১০৭৯) মহাভারত। বিরাট পর্ব

ইতি বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত এবং লাচাড়ি সাএিতিস পুস্তক লিখিল প্রতি ছন্দ অনুসারে।। লিখনের নাএিঃ দোস এইত বিচারি। কদাচিত তায় জদি হয় ভুল ভ্রান্তি। ভিমের সমরে ভঙ্গ মুনি ভ্রমে মতি।। সসির সন্ধান তাহে অমর মিলন। এতদূরে এই পুথি হইল লিখন। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts. Vol. III, পৃ. ৫৫২, পুথি নং—১৭৫৫]

(১০৮০) মহাভারত—আদিপর্ব। কাশীরামদাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। ইতি সন ১১০৮ সাল পুস্তক লিখিতং শ্রীজনার্দ্দন দাষ সাকীম চক্রদহ পাঠক শ্রীহরিপ্রসাদ ... সাকীম পাত্রসাএর। ইতি তারিখ ৯ কার্ত্তিক রবিবারে বেলা ডেড় প্রহরে সমাপ্ত। মোকাম গোপীনাথপুরে সিথির তলার কীর্ত্তন মেলাতে। এ পুস্তক জে হরিবেক তাহাকে গোব্রাহ্মনবধ লাগিবেক। [ঐ, পৃ. ৫৫২, পুথি নং—১৭৫৬]

(১০৮১) মহাভারত—বিরাটপর্ব। কাশীরামদাস

... ...। এক দুই য়ক্ষর যদি থাকে পুস্তকে। য়ুড়িএ্যা পড়িবে দোস না দিবে য়ামারে।। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ দত্ত পোদ্দার সাকিম য়াথুয়াড়া ইতি সমাপ্ত। সন ১১৫১, এগার সও একান্ন সাল তারিখ ১৩ য়াশ্বিন, বেলা দুতিয় পহরে সমাপ্ত হইল। হাল সাকিম মোজে কন্যাপুর থাকীএ্যা পাঠক শ্রী ...। [ঐ, পৃ. ৫৫৬, পুথি নং—১৭৬৬]

(১০৮২) মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব। কাশীরামদাস

...। লিখিতং শ্রী বিশ্বনাথ মদক সাকিম ডিড়েই নাট ডিড়েই পরগনে সাবিক ... জিলা বিরভোম সন ১২৪৬ শাল তারিখ ৩২ জেষ্টী রোজ বুধবার তিথি সপ্তমী ১৪। ৩৪ পরে অষ্টমী বেলা আন্দাজী এক প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল।। হস্তি বিচলিত পাদেসু ভাবি চালিত সরস্বতি। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ

মতিভ্রম।। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts. Vol. III, পৃ. ৫৫৮, পুথি নং—১৭৭৬]

(১০৮৩) মহাভারত—স্ত্রীপর্ব। কাশীরাম দাস

লিখনং পরিশ্রমবেত্তা পুস্তক জৎ চোরমতি মতা চ সুকরি পিতা ভবতি গর্দ্ধপ।। লিখিতং শ্রীদর্পনারায়ন দেবসর্ম্মা সাং খটঙ্গা সন ১১৮৩ সাল বিতারিখ ১২ আশ্বিন তিথি ত্রয়োদসি বৃহস্পতি বার মোকাম শ্রীসহদেব মুদির বাড়ীতে লিক্ষতে যথাদৃষ্টমিত্যাদি— [ঐ, পৃ. ৬২০, পুথি নং—২২০৯]

(১০৮৪) মহাভারত—জানপর্ব। কাশীরামদাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীআলম চন্দ্র বিশ্বাষ সাং পাত্রসাএর পঃ বিষ্ণুপুর এ পুস্তক শ্রীআলম চন্দ্র বিশ্বাসের সাঃ পাত্রসাএর নিজগ্রাম রঘুনাথপুর ইতি সন ১২০৮ বার সত আট সাল তারিখ ২১ কার্ত্তীক বৃহস্পতিবার অমাবস্যা তিথৌ বেলা এক প্রহর মদ্ধে সমাপ্ত হইল এ পুস্তক জে চুরি করিবেক সে বিয়ান্যা হইবেক অবষ্য ২ জানিবে। শ্রীশ্রী কালিঞ্জর চরন ভরসা কেবলমাত্র, পুস্তক সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ৬৬৭, পুথি নং—২৫০৮]

(১০৮৫) মহাভারত বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

জথাদৃষ্টমিত্যাদি ইতি সন ১২৩৩ সাল পাটক গঙ্গানারায়ন সামন্ত সাকিম বাসীর‍্যা ইতি এই সমস্ত ৬ আ... আন্দাজী ১ দুই প্রহর ... জে চুরি করিবেক সে সাসুড়ে হইবেক। [ঐ, পৃ. ৬৮৪, পুথি নং—২৭৫৭]

(১০৮৬) মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব। কাশীরামদাস

লিখিতং শ্রী ভবানন্দ দেবসর্ম্মা সাং কালিকাপুর ইতি সন ১২২৫ সাল। তাং ৮ শ্রাবন জথাজ্ঞানং তথা লিখিতং লিখ্যকো নাস্তি দোসক। [ঐ, পৃ. ৬৯৪, পুথি নং—২৯৮১]

(১০৮৭) যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ।

ইতি মহাভারতে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ পুস্তিকা সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখক নাস্তি দোষকঃ।। শ্রীরামশরণ ঘোষ।। [মুন্‌শী আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড - প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১২, পুথি নং—১৪]

(১০৮৮) লক্ষণ—শক্তিশেল।

ইতি লঙ্কা কান্ডে শক্তিশেল কান্ড সমাপ্ত ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক।

শুদ্ধ অশুদ্ধ কিবা যেই বা দেখিবা।
অশুদ্ধ হইলে মোর অপরাধ ক্ষেমিবা।।

শ্রীরামকুমার দেবশর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং। এই পুস্তকের মালীক নিজ আপন সর্কার। [ঐ, পৃ. ২৭, পুথি নং—৪৫]

(১০৮৯) শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস।

ইতি শ্রীধর্ম্মে ইতিহাস পুস্তক সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। দুঃখেন লিখিতং। ইতি সন ১২১৫ মঘী তারিখ ২৪ আঘ্রাণ রোচ গুরুবার বেহান বেলাতে লেখা সমাপ্ত। শ্রীল শ্রীযুক্ত অভআচরণ শর্ম্মণঃ স্বআক্ষর সাং পাটনি কোটা (জেলা চট্টগ্রাম)। [মুন্‌শী আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিররণ, প্রথম খন্ড - প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৬৯-৭০, পুথি নং—৯৭]

(১০৯০) ধ্যানমালা।

"লেখিত শ্রীমহোম্মদ জামিল সাকিনে গোমদণ্ডী থানে পটিআ। ইতি ১২২১ বারব এগৈশ মঘি তারিখ ১৭ সোতর মাহে জ্যৈষ্ঠ। হক মালেক অআত্রদ কানুর চরণে নিত্য রাখ মন। তুমি বিনে ত্রিভুবনে গতি

নাহি আর।।" (প. স - ৫৮) [ঐ, পৃ. ৭৮, পুথি নং—১০৯]

(১০৯১) ছুটি খাঁর মহাভারত।

"ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্ঠ তথা লিখিতং লিখিতং নাস্থি দোসকঃ। ইতি শ্রীমহাভারতে অশ্বমেধ পার্ব্বনি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৫২ মঘিতে এই পুস্তক লিখা আরম্ভ সন ১১৫৩ মঘিতে পুস্তক লিখ্যা সমাপ্ত তারিখ ১০ বৈশাখ রোজ রবিবার দুই দন্ড বেলা থাকিতে লিখা হইছিল। রামগুণগুণি পাত্র, য়যুদ্ধ লেখিলে দোস ক্ষেমীতে যুয়াএ। অযুদ্ধ দেখীলে পদ করিয়া সোধন। পন্ডিতের ঠাই মোর এই নিবেদন।। শ্রী ফকীরচান্দ দাস দাসস্য যুভ অক্ষরং মীদং সাং কানগোই পারা নতু সাবেক কানগোই পারা রামনারায়ণ অনন্তে মুকুন্দ মধুসুদন কৃষ্ণকেশবকংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন—। জদি কৃষ্ণ পদে ভক্তি মতি চ পদ পঙ্কজে। বিসমে দুর্গমে ঘোরে কা চিন্তা মরণে রণে।। রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতে। অধমানাং কৃপানাথ ত্বমেব শরণং গতিঃ - । রাধে কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালি।। ... [ঐ, পৃ. ১০৭, পুথি নং—১৪৮]

(১০৯২) কৃত্তিবাসী রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড।

"জথা দিষ্টং ইত্যাদি। ক্ষেমস্য পরর ঈশ্বর। য়ত্র গুণিগণ সব পরিয়া চাহিয়া আক্ষার য়যুদ্ধ হইলে দোস দেখা দিবা। ইতি সন ১১৭৯ মং তাং ২৭ শ্রাবণ রোজ রবিবার চাইর দন্ড বেলা থাকিতে পুস্তক লিখিয়া কৃষ্ণ পৈক্ষে ত্রোয়দসি তিথিরে সমাপ্ত হইয়াছে। [ঐ, পৃ. ১২৪, পুথি নং—১৮২]

(১০৯৩) রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

"পুস্তক সমাপত্যঃ লিখিতং যথা দেখিতং তথা লিখিল। এই পুস্তক শ্রীম্নোজাচাং পীং কেয়স্ক বরুয়া সাং রুদ্বরা। "(তারিখ না থাকিলেও প্রাচীন বোধহয়। এই পুথির অন্য দুই পান্ডুলিপি একটিতে তারিখ ও শেষ নাই। অপরটিতে) "ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক। আত্র গুনিগন সব পড়িয়া চাহিবা অশুদ্ধ হইতে দোষ ক্ষমা দিবা।।

"ইতি ১১০৭ সন তারিখ .. পহর বেল সমাপ্ত। সাকিমে রুরুদ্বরা শ্রীকাপুর বরুয়া সুকুমার শ্রীছানাবছু পুস্তক লিখিল। [মুন্শী আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড - প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৩১-১৩২, পুথি নং—১৯৫]

(১০৯৪) কেকায়তোল মোছাল্লন |

"ইতি কাকাইতোল মোছল্লিন্ কীতাব" সমাপ্ত জথা দিষ্ট তথা লিখীআছি সব। ইতি পুস্তক সমাপ্ত রোজ রবিবার বেলা ১০ দস গরি দিন চরনে সমাপ্তর। লিখীলং শ্রীসএখ (সেখ) আমানির ননন্দ (নন্দন) শ্রীমহাম্মদ সকি দরজী জীলাএ চাটিগ্রেরাম চাং উরঙ্গাবাদ সাং ফতেপুর মৌং পচিম পাটি। ইতি সন ১১৮১ মগি তারিখ ২৫ মাহে শ্রাবন রোজ আদিত্তোবার। অধিকারী শ্রীমাহহম্মদ অছিয়র রহমান মতবর সাং দেওতালা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।" [ঐ, পৃ. ১৩৩, পুথি নং—১৯৮]

(১০৯৫) মাধবাচার্য্যের জাগরণ।

"অষ্টমঙ্গলার গীত সমাপ্ত। ভীমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখীকো নাস্তি দোসকঃ ঃ পুস্তক সমাপ্ত সন ১১৮৩ তিরাসী মঘি মাহে ১৯ ফাল্গুন রোজ যুক্রবার শ্রীতনুরাম দাস দাস।" [ঐ, পৃ. ১৪০, পুথি নং—২১০]

(১০৯৬) মোহমুদ্‌গর—চরিত্র।

"ইতি মোহামুদ্‌গর চরিত্র সমাপ্ত। জথা দিপতং তথা লিখীতং। লেখোনং নাস্তি দোষকং।। ইতি সন ১১৮৬।। তেরিখ পৌষ রোজ সমবার বেলা দুই ঢন্ড থাকীতে লিখিয়া সাঙ্গ করিলাম। এহার সাক্ষী শ্রীধর্ম্ম। শ্রীকেবলকৃষ্ণ বমু সাং কোমরয়াটী।" [মুন্শী আব্দুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির

বিবরণ, প্রথম খন্ড - প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৪২, পুথি নং—২১২]

(১০৯৭) মহাভারত—অনুশাসন পর্ব।

"ইতি শ্রীমহাভারথে অনুসাসনিক পর্ব্ব সমাপ্ত। ইং সন ১১৯২ মং তাং ১ ফাল্গুন সিব চতুর্দ্দসি এক বৈঠাতে প্রাত্র এক প্রহরের মৈদ্ধে লিখা হ্এ। মোকাম রাজার হাটবারি নিজ বাসা নিজ সিরীস্তাতে কাজেতে থাকি লিখন সোদ। দুঃখেন লিখিতং" ইত্যাদি শ্লোক। [পৃ. ১৭৪, পুথি নং—২৭০]

(১০৯৮) শনির পাঁচালী।

"সনির পাচালী সমাপ্ত : দুখেন লিখিত প্রহস্ত চোরের নিয়তা জর্দি সুকরি তস্য মাতাচপিতা তস্য সগর্দ্দব শ্রীযুক্ত গিরীষচন্দ্র চক্রবর্ত্তি : সোয়ক্ষরং শ্রীস্বরেসতি মাতরং। " [ঐ, পৃ. ২১৯, পুথি নং—৩৫৬]

(১০৯৯) ষট্‌কবি মনসা।

"ইতি মনসামঙ্গল সট (ষট) কবি রচিত পুস্তিকা সমাপ্ত। ভিমস্যাপি .... জথা দিষ্টাং তথা লেখীতং লিখকো নাস্তি দোসকঃ ইতি সন ১১৬৫ মঘি তারিখ ৪ ভাদ্র রোজ ষুক্রবার বেলা ছএ ডন্ড থাকিতে হইছে। শ্বঅক্ষর মীদং শ্রীশম্ভুরাম দেঅ দাসর্স্য সাং সীকারপুর।" [ঐ, পৃ. ২৩৬, পুথি নং—৩৮৩]

(১১০০) যম-প্রজা-সম্বাদ।

"ইতি জম প্রজা সম্বাদ সমাপ্তঃ।। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গা মুনেরপি মতিভ্রমঃ জথা দিষ্টং তথা লেখিতং লেখকো নাস্তি দোসকঃ।। ইতি সন ১১১০ তাং ২৬ জৈষ্ঠ রোজ মঙ্গল বিকালে সমাপ্ত হইলঃ।। শ্রীরাজারাম সেনস্য লিখনং বরমা শ্রীরাঘব রায় (সেনস্য পুত্র ?) শ্রীযুত মুকুন্দরাম সেনস্য আদরস্য চাহি লেখনং।।" [ঐ, পৃ. ২৫৪, পুথি নং—৪০৫]

(১১০১) রাধিকার মানভঙ্গ।

ইতি রাধিকার মান ভঞ্জন সমাপ্ত। চেত্ লিখন তত্ দোষ এই পুস্তক ৬ আশ্বান তারিখ লেখা হইয়াছে। পরান সেনগ বাসাতে লিখীতং ইতি ১১৬৫ মঘি শ্রীনিলকণ্ঠ সেন দাস।।"

[ঐ, পৃ. ২৫৭, পুথি নং— ৪১০]

(১১০২) কপিলা-মঙ্গল।

"ইতি সন ১২০৬ মঘি তারিখ ২১ জ্যৈষ্ঠ রোজ আদিত্তবার মোকাম তিন চেধিআ (?) শ্রীযুক্ত দেবীদাস সেনর খামার লেখা সমাপ্ত হইল ইতি স্বয়ক্ষরমিদং শ্রীরামদয়াল দে সদ্বর্থে লেখীত জম্বআত্ চোরে নিবাঅতে জদি যুকরি তৈস্য মাতাশ্চ পিতা তস্বঞ্চ গন্ধরঃ।।" [ঐ, পৃ. ১৪৪, পুথি নং—২১৭]

(১১০৩) কিফাইতোল-মোছল্লিন।

মছজিদ চিনি জেবা নমাজ পর এ।
মক্কা মদিনার ফল নিকটে মিলএ।।
পুস্তক সমাপ্ত দিন ইচলাম নাম।
কীপাইতল মোচল্লিন নাম।।
ষুন গুনিগণ কহি য়নুরাগে।
অসুদ্ধ পাইলে পদ সুদ্ধ অনুরাগে।।
অসুদ্ধ পাইলে সবে করিবা খেমন।
গালি না পারিবা মোরে করম নিবেদন।।
আর এক কথা কহি ষুন সভামএ।
আছল অব্যাস নাহি জানিয় নিশ্চএ।।

তেকারণে অসুরা হইল সুন গুনিমএ।
গুণিগণ চরণে মোর সহস্র বিনএ।।
আর এক কথা কহি যুন গুনিগণ।
ক্ষেমার কারণে আমি হই দুক্ষ মন।।
অসুদ্ধ লেখীআ আছি পুস্তক বিস্তর।
মিনতি করিএ আমি সভার গোচর।।

"লেখিতং শ্রীহিন ফএজোল্লা পীং মাং ও আসীল নবিরে (?) জুগীর মাং চৌং বেরাদরে মুচা খাঁ চৌং দরদরে আজিচল্লা রোঁ আঁঝাঁ চাং চাটিগ্রাম। পূর্ব্বে চক্রসালা হএ এক ধাম। জরর্ম্মভূমী হএ মোর হুলাইন গ্রাম।। ইতি সন ১১৭২ মং তাং ১০ বৈসাগ রোজ সনিশ্চর ১১ এঘার বাজে সমাপ্ত। উনাবংস ঘরর্ম্ম জদি ললাটেত তাকে কদাঞ্চিত ধুলা পরে কেনে পারে। [মুনশী আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড - দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ২৭, পুথি নং—৪৯]

(১১০৪) ভানুমতির বিবাহ।

"ইতি ১৮৫২ ইং তাং ১৯ সেপ্তাম্বর মতাবেক সন ১২১৪ মঘি তারিখ ৫ আশ্বিন রোজ রবিবার অযুদ্ধ হইলে পদ যুদ্ধ করি দিবা। মুই অধমের এবং মুর্খরে মন্দ নহি বলিবা। সুজনের পুত্র তোমরা পন্ডিত সুজন। এই পুস্তক লিখীতং শ্রীরামকুমার সেন।। সাং কুএপারা।। সমাপ্ত হইল।।" [ঐ, পৃঃ ৫১, পুথি নং—৫১]

(১১০৫) বত্রিশ পুত্তলিকা।

"ইতি বোত্তিষ পুতিকার প্রস্তাব সমাপ্তঃ। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। জথা দিষ্ট তথা লিখিতং পটীতং নাস্তি দোষকং।। ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ২ আস্বিন রোজ মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে সমাপ্ত হইয়াছে। এই পুস্তকের মালিক শ্রীগোপিনাথ গোহ (গুহ) দাসস্য সাং সাকপুরা। শ্রীরাম মোহন দাসস্য সাং বাশখালি লিখিতঃ।"

[ঐ, পৃঃ ৯৩, পুথি নং—৫৭৫]

(১১০৬) ধর্ম্ম ইতিহাস।

"ইতি মহাভারথে যুধিষ্ঠির সর্ম্মাদ ধর্ম্ম ইতিহাস সমাপ্ত৷ ভিমস্যামি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম্য জথা দেখিত তথা লিখীত নাস্তি দোশ ক্ষেমং স্বঅক্ষর শ্রীরামদআল আউচ দাসস্য সাকিন খিলপাড়া এলাকে কারি আনোআড়া ইতি সন ১২৫৬ বাং সন ১২১১ মঘি তারিখ ১৮ ফাল্গুন রোজ বৃহস্পতি বার।" [ঐ, পৃ. ৯৬, পুথি নং—৫৮০]

(১১০৭) সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা।

"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লেখকে নাস্তি দোষকং। ভীমস্যাপি রণেভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমং হরিস্মরণমাত্রেণ সর্ব্বদুঃখ নিরাপদ। স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমোহন দেবশর্ম্মা। ইতি সন ১২৪৭ ত্রিপুরা তাং ৯ ভাদ্র। শকাব্দা ১৭৫৯।" [ঐ, পৃ. ১০৮, পুথি নং—৫৯৫]

(১১০৮) অছিয়ত নামা। সোলেমান

ইতি ওচিয়ৎ নামা পুস্তক সমাপ্ত।
এবে কালিদাস দোস খেমিবা গুণিগণ।
য়পরাদ মাগি য়ামি সভার চরণ।।
ইকার আকার অক্ষর পরিয়া থাকএ।
পন্ডিত সকলে দোষ খেমিবা নির্চএ।।

আসলেত জেই য়াছে লেখীছি সেই পদ ।
গালি না পারিয় সবে করিএ তেমৎ ।।
যদি সে য়সুদ্ধ হএ সুদ্ধ করি দিবা ।
গরিব দেখিতে দোস সব খেমিবা ।।

এ পুস্তক লেখিয়াছেন শ্রীকালিদাস। পীং মধুরাম নন্দি মৃত সাং ধলঘাট। (চট্টগ্রাম) কৃষ্ণখালির শ্রীযুৎ কালিচরণ দেওয়াজীর দুই তলাহু উত্তর জানিবা। এই পুস্তক মালিক শ্রীমোসরূপ য়ালি নৈস্য। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৩৬, পুথি নং—৫৯]

(১১০৯) ওফাত-ই-রসুল। সৈয়দ সুলতান

এতি রছুলে ফাতেসার পুছক্তক সমাপক্ত। আছলেত জেমত আচিল সমত দি লেখীলাম। জেমত আচিল পদ সে মত লেখীলু সেমত। অশুদ্ধ পাইলে মোরে না বুলীঅ বত।

ইং সন ১২০১ মঘি তাং ১ এক আগ্রান রোজ শনিবার লেখীতং শ্রীদেবান আলী পীং মাং আনীছ মস্তোফা নবিরে সাং আসীআ। [ঐ, পৃ. ৪৪, পুথি নং—৮৯]

(১১১০) কিফায়তুল মুসল্লিন। শেখ মুতালিব

লিপিকর — শ্রীফতে মুহাম্মদ মনছুর সন্ততি।
গুণিগণ চরণেত করিআ প্রনিতি।।
অষুদ্ধ অক্ষরে গালি না দিবা কদাচন।
বৃদ্ধকালে হিন হৈল আক্ষির রোসন।।
রজব চান্দের ১৯ দিন ভেল।
সনিবারে দুপহরে পুস্তক সমাপ্ত হইল।।
ইতি সন ১১৪৩ মঘি তারিখ ২৮ শ্রাবন।

[ঐ, পৃ. ৭৪, পুথি নং—১৭৬]

(১১১১) গোরক্ষ বিজয়। শেখ ফয়জুল্লাহ

জোগ সাধে মিননাথে স্থির কৈল কায়ত্র।
সুন সুন গুণি জন গোর্খের বিজয়াএ।।
বিমর্য্যিয়া চাহ আগে যার পাছে।
জেই দিগে মন করে সেই দিগে বৈসে।।

গোর্খ বি (জ) য়া এ পুস্তক সমাপ্ত। মাহে ৬ আসিন। দেড় পহর। বেলা থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত। মোকাম ভট্টাচার্য্যের তালুক। তালুক য়াইনর মন্ডার। ভিমসাপি মতিভ্রম মনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্ট তথা লিখিতং। লিখনং দোসক নাস্তি। সুয়খর শ্রীডোমন পাট্টারি। পুস্তক মালিক শ্রীবেচিরাম দাস ও শ্রীপরাণ ভঙ্গরাএ ওলদে কশ্ব (কশ্যপ) মনিদাস পরপিতামহ অভিরাম দাস। ইতি ১১৮৪ সন সোষএ বাসর (?)। [ঐ, পৃ. ১৩২, পুথি নং—৩১৬]

(১১১২) ওফাত-ই-রসুল। সৈয়দ সুলতান

সেকালের লিপিকরেরা কবি-যশঃ লাভ করার জন্য কিরূপ লালায়িত ছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ নানা পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, এই পুথিতেও ভণিতার সঙ্গে লিপিকরের উক্তরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায়।

যথা— সৈয়দ সুলতান শুনি সবার কান্দন।
বহু অনুশোচ করি করিলা রোদন।।
রছুলের ভাবেত কান্দিল যে সকলে।

মোহরে গুণিবেক সে সেকল মেলে।।
হীন আবদুল্লা কহে তানপদ ধরি।
রহিবারে আশা মোর নবীপদ স্মরি।।
সরাবুদ্দিন মিএাজি বুলিল পুস্তক লিখিতে।
আমি হীনে লেখিআছি তাহান ইঙ্গিতে।।
এহাতে যদি সে কেহ দেখ বেশ কম।
মন্দ না বুলিয় মোরে যে হও উত্তম।। (পত্র - ১৪)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি , পৃ. ৫১ - ৫২, পুথি নং ৫৭১]

(১১১৩) গোরক্ষবিজয়। দয়াল

লিপিকরের উক্তি : --

সেয়া হোচনের পুত্র অলিদ সুমতি।
লেখাইল পুস্তক জে হরসিত মতি।।
রুসাঙ্গের সহরের বন্দরের স্ত্যন (স্থান?)।
রাজ্যভঙ্গে এক হীন ইলিয়াচ জান।।
দিনে দিনে সেই হীনে মীন গোর্খ নাথ।
লেখি দিল সাঙ্গ হৈল খেম দোষ তাত।।
শ্রিখণ্ড অক্ষর করি লেখিতে ন পারি।
খেম দোষ মনে রোস করওঁ গোহারি।।
এহাতে মুহন্ত আদি পণ্ডিত সকলে।
নিবেদন করম সবান পদতলে।।
দৈবে হীন অতি ক্ষীন বৃধ জরাজীর্ণ।
আখি মোর লাগে ঘোর বৃধ মতিছন্ন।।
তার লাগি খেমা মাগি সবানের পাত্র।
দেখ দোষ খেমরোস মনেহ্ আমাএ।।
লেখিতে অশুদ্ধ জদি হইল অক্ষর।
অশুদ্ধেরে শুদ্ধ করি পড় সব নর।।
কপালে লেখিছে বিধি মাগিয়া খাইতে।
দেশ ত্যাগি লোক আগে দ্বাবেত জাইতে।।
জদি পাএ মাগি খাএ ন পাএ খুদা এ।
দৈব পাকে সহি থাকে বন্দিত সদাএ।।
আয়ু হৈল একাবিংস বচ্ছর আমার।
রাজ্যভঙ্গে বেচা গিয়া হৈয়া ছারখার ।।
জ্ঞাতি গোত্র ইষ্টমিত্র মাও বাপ ভাই ।
নারী পুত্র কন্যা আদি সকল হারাই ।।
ভিন্ন জনে দেখি মনে ঘিন্নাএ আমারে ।
জে কিছু পাইতে দুঃখ দিছে করতারে ।।
দৈব চক্র বিধি বক্র হইছে আমার ।

একশ্বরি বন্দি পড়ি ন পাই উদ্ধার ।।
তেকারণে সর্ব্বক্ষণে ক্ষীণ করি মন ।
কর্ম্মে লেখা শক্র দেখা কর্ম্মে নিষুজন ।।
ভাবি রহি ঘৃনা সহি জেবা জেই বোলে ।
দোষ কৈলে মন্দ হৈলে নিন্দি গঞ্জি বোলে ।।
মায়া ধরি কৃপা করি কেহ না সম্ভাসে ।
বোল ধর কর্ম্ম কর বোলিয়া জিজ্ঞাসে ।।
কিছু দিয়া সন্তোষিয়া ন করে পুছার
ফকির নির্ঘিন হেন মনে ভাবে তার ।।

লিপিকর দুইজন— ওয়াজুদ্দিন ও গরিব মিংকিন ইলিয়াস। শেষোক্ত ব্যক্তির দুঃখ-কাহিনী সম্পূর্ণ বোধগম্য না হইলেও অত্যন্ত মর্মন্তুদ। 'রাজ্যভঙ্গ' অর্থে এখানে সম্ভবতঃ ইংরেজ-কর্তৃক আরাকান-দখলের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ১৩৮-১৪০, পুথি নং—৬০২]

(১১১৪) চৌতিশার পুথি। বালক ফকির

লিপিকর— রবিউদ্দীনের পুত্র হামিদুল্লা নাম।
ভালা কই বুড়া কই শ্রবণে শুনিয়া।
শুদ্ধ অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করিয়া দিবা।

হক মালিক—হামিদুল্লা পীছর রবিউদ্দিন, সাকিন - নোয়াপাড়া। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি , পৃ. ১৪৩, পুথি নং—৬১৩)

(১১১৫) ছহাৎনামা। মুজাম্মিল

শেষ :— এই খণ্ডন বাখান সমাপ্ত। জতা দিসট তথা লিখিতং।
গুণি গণের পদ্দে মর এই নিবেদন।
খণ্ডিবা ওযুদ্ধ পদ জানিয়া এখন।।
দোষ বিছারিতে হেতু সক্‌কলে জানএ।
মোহাজন দোস ডাকি গুণ প্রছারএ।।

হিন্য বকলমি শ্রীরোসন মিয়াজি ওলদে মাহাতাব সরদ্ধার মতুপা এই পুস্তকের হক মালিক শ্রীলস্কর গাজী ওলদে য়ালামগাজী মতপা প্রাগণে পাটিকারা মৌজে হুসনপুর জি ত্রিরপুরা সাকিম বঙ্গাব্যজ। ইতি সন ১২ সত ৬২ মাহে য়াশ্বিন মাস।"

এই পুথির মধ্যে (১২ ও ১৩ পৃ.) পূর্ববর্তী এক লিপিকর নিজের দুইটি ভণিতাসহ আত্মকথা বলিয়াছেন:

গুণিগণের পদ্দে মর এই নিবেদন।
পুস্তকে পাইলে দোষ করিয়া খেমন।।
দোস বিছারিতে হেতু সকলে জানএ।
মোহাজন দোস ডাকি গুণ পর্শ্চারিএ।। ...
জনক জননি সমান ধন বিচারি না পাই।
কহে মহাম্মদ ছপি সুন নরগণ।।
ওকারণে প্রভূ মরে করিল স্রিজন।
ওকারণে পিতা মরে ওরুসে ধরিল।

ওকারণে জননিএ গর্ব্বতু ধরিল।।...
বালক সমএ পীতা গেলেন মরিয়া।
য়ামাকে পালিল মাএ কাটনি কাটিয়া।।...
কএ মহাম্মদ ছপি সুন গুণিগন।
মা বাপের দুক ছিও রাকে সর্ব্বজন।
মা বাপ দুনিয়া ইরামও (হীরামুক্তা) জানিব নির্চ্চএ।। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি -পরিচিতি, পৃ. ১৪৫-১৪৬, পুথি নং—১২২]

(১১১৬) কিফৎ-ই-ইমান। কাজী বদিউদ্দীন

লিপিকর— কেতাব দলিল হেরি বাঙ্গালা পয়ার করি
কহে হীন বদিউদ্দিন।
হীন আবদুল নবি সার বদিউদ্দিন পয়ার
লেখিয়া যে প্রকাশ করিলুম।

[ঐ, পৃ. ১৫৬, পুথি নং—১৭]

(১১১৭) জ্ঞানপ্রদীপ। সৈয়দ সুলতান

"ইতি জ্ঞান পদীপ পুস্তক সমাপ্ত। এই পুস্তকব মালিক শ্রীহেনয়খর শ্রীফাজীল মাহাম্মদ সাং গুলাইন জথা দেখীতং তথা লেখীতং। [ঐ, পৃ. ১৭৬, পুথি নং—৩৬৫]

(১১১৮) জ্ঞান চৌতিশা। সৈয়দ সুলতান

"ভিমস্যাপি ভবেৎ মনিরপীর মতিভ্রম। জথা দিষ্টিতং তথা লিখীতং ইতি জ্ঞান-চৌতিশা সপ্তমাপ্ত। এই পুস্তকর মালিক শ্রীরুস্তম হবরদার বেরাদরে সাছি বহরদার পীং সেক হিলালসাহা সাং সোলুপ বহর হেন য়খর শ্রীফাজীল মাং। সুদ্ধ অসুদ্ধ জদি থাকএ পুস্তকে। পণ্ডিত সকলে তারে সুদ্ধ করি থাকে।। খণ্ড বাক্যে পাইলে জে মন্দ ন বুলিবা। পণ্ডিত সকলে তারে সুদ্ধ করি দিবা।।" [ঐ, পৃ. ১৭৭, পুথি নং—৩৬৬]

(১১১৯) তামিমগোলাল—চতুন্নছিলাল। মোহাম্মদ আলিরাজা

লিপিকর— শ্রীন্যামত আলি ভুনে মধু রসের বানিঁ।
য়যুদ্ধ হইলে পুতি যুদ্ধ কর পুনি।।
নিয়ামত আলী। [ঐ, পৃ. ১৮৭, পুথি নং—১১৮]

(১১২০) সিরাজ কুলুপ। আলিরাজা ওরফে কানু ফকির

শেষ - পুর্ব্বে মোসরিক বুলি ধরে তার নাম।
পশ্চিমেতে মগরিব নাম সে উপাম।।
যেই য়াছে সেই লেখি তত নাহি দোষ।
য়সুদ্দ হইলে বাক্য না করিয় রোস।।

এই পুস্তক শ্রীন্যামত য়ালি পীছরে মনছুর য়ালী সাকিন হাইদগাও স্তানে পটীয়া জিলে চট্টগ্রাম ইতি সন ১২১৪ মঘী, তারিখ ১ শ্রাবণ। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ: ২২৬, পুথি নং—৩৮৮]

(১১২১) দাকায়েকুল হাকায়েক। সৈয়দ নুরুদ্দিন

লিপিকর— লেখে হীন আজিজর রহমানে মনে ভাবি সার।
হাওলা গেরামে জান কধুরখীল মাঝার।।
আবদুল্লার পুত্র আমি সবা হস্তে হীন।

হাওলা গেরাম জান উদ্দেশিয়া চিন।।
মাতাপিতা পীর মুরসিদ জান এই চাইর।
আর বহু আছে জান ওস্তাদ যে সার।।
হীনবুদ্ধি আজিজর রহমান মোর নাম।
ওস্তাদ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণাম।।
পিতাহীন শিশু আমি নাহি মোর বুদ্ধি।
শাস্ত্রহীন অজ্ঞান না বুঝি এ সিদ্ধি।।
পুস্তক লেখিতে আমি দিলে করি এই।
তালাইস করিয়া মুই না পাইলুম ছহি।।
যেই মত দেখি আমি সেই মত লেখি।
অপরাধ ক্ষেম মোর গুণিগণে দেখি।।
হরফের ভুল চুক যদি পাও আর।
গুনিগণে চাহি তবে করি দিবা সার।।
সার না করি যদি গালি দাও মোরে।
পাইবা বহুল দুঃখ গোরের ভিতরে।।
এবে কহি সন মঘী তারিখের গৎ।
বিংশ আষ্ট মঘী জান আর বারশত।।
তারিখ আষাঢ় জান বার দিন হৈল।
সেই দিন এই পুস্তক লেখা হৈল।। [ঐ, পৃ. ২২৭ - ২৭৮, পুথি নং—৬২৪]

(১১২২) দজ্জাল নামা। মোহাম্মদ খান

"এহি পুস্তক সমাপ্ত হইলেক ইতি।।
এহি পুস্তক লিখন সামপ্ত আদাএ।

শ্রীযুত সেএখ বদিঅজ্জমা ভুএগ্রার বাটিতে সাকিন লালানগর মৌং টেড়িআল ফাড়ি সিতাকুন্ড চাকলাএ ভাটীআড়ি জিং চট্টগ্রাম। এহি পুস্তকের লিখ্যকার হক মালীক শ্রীহিন্য রমজান আলী পীছিরে চান্দ গাজি মত্ত নিবাস টেড়িআল ...। কেহএ জাদি ছড়ি (চুরি) করে এই পুস্তক খানি জাহার গর্ব্বে জর্ম্ম হএ সে তার রমণি। ইতি সন ১২১৫ মগি তারিখ মাহে ৩০ ফালগুন রোজ রবিবার জোহরের সমে সমাপ্ত হইলেক।" [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ২৩২, পুথি নং—২১৯]

(১১২৩) দজ্জাল নামা। মোহাম্মদ খান

"জথা দেখীতং তথা লেখীতং।
হিন্যতি খীন ওতি সঙ্গে নিদ্রিদেষ (নিদ্রাদোষ?)।
নবিন লীখন্ হীন জানিয় বিশেষ।।
পণ্ডিতে পাইলে দোষে ঢাকিয়া রাখএ।
মুরুক্ষএ পাইলে দোষ সভাতে কহএ।

ইং দরজালনামা পোস্তক সমাপ্ত। লেখীতং শ্রীহিন দোবানআলী পীং ফেদাই তালুকদার মোতফা সাং নানুপুর ইতি সন ১২০৩ মঘী তারিখ ২৯ পৌষ রোজ বৃহস্পতিবার। এহি পোস্তকর মালীক শ্রীমাহাং সাম পীং মাহং রাজা সাং মাইজভাণ্ডার থানা ফটিকছরি।" [ঐ, পৃ. ২৩৫, পুথি নং—২২২]

(১১২৪) দজ্জালনামা। মোহাম্মদ খান

ইতি দর্জ্যালিনামা পুস্তক সমাপ্ত। অশুদ্ধ অক্ষর গালি নাদিবা আমাকে। জাস্তিক দোসক ইতি ইংরেজী ১৮৫০ তাং ২৪ জুলাই। ইতি সন ১২১২ মঘি তারিখ ১০ শ্রাবন রোজ বুধবার পুস্তক সমাপ্ত হএ। এই পুস্তকর হক মালিক শ্রী ইছপ আলি পীছরে আকবর আলী চৌধুরী সাকিন হাওলা মৌজে আকুপ দণ্ডি থানেপটীআ জিলে চট্টগ্রাম। [ঐ, পৃ.২৩৭, পুথি নং—৫৭৭]

(১১২৫) দ্বিজ নন্দিনী। আসাদ আলী চৌধুরী

পুষ্পিকা— সাঙ্গ করিলাম লেখী এই পুথিখানি।
আসীর্ব্বাদ কর মোকে বিদ্যা হিন জানি।।
লেখীবার যুদ্ধযুদ্ধ পাইবে জখন।
যুদ্ধ করি নিজ গুণ দশাও তখন।। ইতি
সন ১২৬৭ তাং ২৯ মাগ।

লিখক শ্রীচুন্নু মিঞা পিতা ছৈয়দ শাহদুল্লা সাং রাজা নগর প্রকাস খীল ধামাই সমাপ্ত।
[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি , পৃ. ২৩৯, পুথি নং—৭০৯]

(১১২৬) নুরকরামিশ-নামা। আবদুল করিম

ইতি সন ১২২১ ত্রিপুরা (ব্দ) সুএক্ষর মিদং শ্রীমাহাম্মদ আলি উওলাদ আলি মাহাম্মদ চৌধুরী সাকিম পরগনে খণ্ডল মোজে উত্তর গুথুমা জথা দিষ্টং তথা লিখীতং এহি পুস্তকের মালিক শ্রীমাহাম্মদ হাসিম উওলদে সএখ এমন গাজী সাকীম উত্তর গুথুমা। [ঐ, পৃ. ২৬৪, পুথি নং—৫১৯]

(১১২৭) নামায়েব কিতাব। জনাব আলী

জথাদিষ্টং তথা লেখীতং নাহিক উপাম।
পোস্তক লেখিল হীন মহবুত আলী নাম।।

ইতি সন ১২৩০ মং (মঘী) তাং ২৫ পৌষ। [ঐ, পৃ. ২৭৩, পুথি নং—৬৬১]

(১১২৮) ফাতেমার সুরৎনামা। শেখতনু

কিতাবেত এই কথা কর্ণেত শুনিয়া।
আল্লাকে স্বরিয়া কিছু রাখিছে লেখিআ।
গুনিগন পদে আহ্মি করি নিবেদন।
জদি দোস হই থাকে খেম সর্ব্ব জন।।
অশুদ্ধ হইলে তাকে শুদ্ধ করিবা।
গরিব দেখিয়া ... সমুখে খেমিবা।।

ইতি সন ১১৯৬ মঘি ... [ঐ, পৃ. ৩৪৮, পুথি নং—৫৩৪]

(১১২৯) ফক্কর নামা। শেখ সেরবাজ চৌধুরী

"ইতি ফক্কারনামা সমাপ্ত। জথা দিষ্ট তথা লেখিতং। লেখিক নাস্তিক সেস কতং।
পুস্তক পরহ সুনি হইআ এক মন।
ঘাইট পাইলে সবে করিবা খেমন।।
য়সুদ্ধ দেখিলে সুদ্ধ করি দিবা।

এই পুস্তকের মালিক শ্রীফাজিল মাং সাং হুলাইল (চট্টগ্রাম)। [ঐ, পৃ. ৩৬১, পুথি নং—৩৬৭]

(১১৩০) মোহাম্মদ হানিফার লড়াই। আবদুল আলিম (বা হালিম)। খাএর জামান

"মোহাম্মদ হানিফার কথা সমাপ্ত হইল। পোস্তক দেখিআ হিন খাএর জমানে লেখীল।"

লিপিকর— গুরুগন পদ্দে মুই মাগম ভকতি।

অসুদ্ধ হইলে দোস খেম মোহামতি ।।
বাশখালি গ্রামে জান ইলসা জে নাম।
বসতি করিআ আমি থাকী ওবিশ্রাম ।।
তথা বকসী হামীদ আছিল মোহাবলবন্ত।
তাহান ভাত্রির সুত মাং চৌং মোহান্ত।।
মুঞি কুদ্রমতি তাহান তনএ।
নিন্দা চশ্চা নিন্দা হিঙ্গসা না করএ।।
মোহাজনে পাইলে দোস ডাকিয়া রাকএ।
কুদ্রজনে পাইলে দোস প্রচার করএ।।
পোস্তক মাজারে বহু ওসুদ্ধ আছএ।
পণ্ডিতে পাইলে দোস খীপীবা নিশ্চএ।।

সন ১১৯০ মং তারিখ মাহে ১১ ফালগুন রোজ সমবার সোল গরি বাদে জকী চাহাতে পুস্তক সামপ্ত হইআচেহেন জানিবা।।" [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৪১৯ - ৪২০ , পুথি নং— ১০১]

(১১৩১) যোগকালন্দর অজ্ঞাত (সৈয়দ মর্তুজা)

লিপিকরের উক্তি— এই পোস্তক জে মুই সমাপ্ত করিলুম।
আসলেত এহার অধিক না পাইলুম।।
আসলেত জেন মত রচনা পাইলুম।
করি স্বরি মান্য করি জত্তনে রাখিলুম।।
আর এক নীবেধন সুন গুনিগন।
লিপি করিলুম নাম থাকিতে কারন।।
মনবাঞ্চা অধিনের এই মত ছিল।
দিন মারফত এই প্রচার করিল।
নতু কেহ নাম মোর করিলে বিচার।
উপরের পঞ্চপদে পাইবেক সার।।
পদের আদ্যক্ষর একত্রে করিআ।
অধিনের নাম সবে চাহিবে পরিআ।
সাথা মঘি হস্কর (সহস্র) জে কুরুপুত্র জান।
নেত্র সেসে দ্রোর্প-সুতা-পতি হয় মান।।
ফালগুনের রোস দিস তারিখ জে গনি।
এই মতে হিসাব জে লও পরিমানি।।

লিপিকর আলি মউদ্দীনের বাঞ্চ্ছা সিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্তী লিপিকরগণ তাঁহার উক্তিকে গ্রন্থের মূল পাঠের সামিল গ্রহণ করিয়াছেন। আলিমউদ্দীনের লিপির কাল সম্ভবতঃ ১১৩৫ মঘী। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ.৪৪৩-৪৪৪, পুথি নং—৩০০]

(১১৩২) যোগকালন্দর। অজ্ঞাত (সৈয়দ মর্তুজা)

এখানেও লিপিকর আলিমুদ্দিনের উক্তি বিধৃত আছে : পূর্ববর্তী উক্তির সঙ্গে মিল দেখা যায় :—

এই পুস্তক জে মুই সমাপ্ত করিলুম।...

... অধিনের নাম সবে চাহিবা পড়িআ।।

এইতি সন ১২৩৭ মঘি তারিখ ১০ মাহে জৈষ্ঠ্য। এই পুথির হক মালিক শ্রীআলিমদ্দিন পীং ওঅসিল মৃত সাং গোমদণ্ডি লিখিতং শ্রীঅছদ আলী চৌং পীং সেক বাজান আইনদ্দিন সাং খানমোহনা।' অতঃপর আরও ৭টি পৃষ্ঠায় লিপিকর নানা কথা লিখিয়া আপনার লেখন-কুন্ডতি নিবারণ করিয়াছেন : পদ্মাবতীর নানা বাক্য, আভিধানিক পর্যায়, হেঁয়ালি শ্লোক, সপ্তপয়করের কিংদংশ ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ৪৪৫-৪৪৬, পুথি নং—৫৪৭]

(১১৩৩) রাহাতুল কুলুব। সৈয়দ নুরুদ্দিন

জথা দেখিতং তথা লেখিতং
লেখিতং শ্রীপাওছি পীং মাহাম্মদ ভোবন
সাকিন চর আরালিআ রোজ মঙ্গলবার
সমআপপ্ত ওকত জোহর সন ১২০৯
মঘি তারিখ ২০ বিস আসিন।

[ঐ, পৃ. ৪৮৯, পুথি নং—৬৯২]

(১১৩৪) শাহাদৌলা পীর বা তালিব নামা। শেখ চান্দ

শেষ— কুমারে বোলএ মুঞি বিনএ মাগিলুম।
পুস্তকেত জে আছিল দেখিয়া লেখীলুম।।

ইতি পুস্তক সমাপ্ত জথা দিষ্টং তথা লিখিতং স্বঅক্ষর মিদং শ্রীমাহাম্মদ আশ্চি ওলদে শ্রীআলি মাহাম্মদ চৌধুরি সাকিম পরগনে খণ্ডল মৌজে উত্তর গুথুমা ১২১৪ বাঙ্গালা সন ১২১৭ ত্রিপুরা তারিখ ২০ ভাদ্র চান্দ রজ্জব তারিখ ১ রোজ সুক্রবার এহি পুস্তকের মলিক শ্রী হাসিম মল্লা ওলদে শ্রীমন গাজী সাং তথা। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি , পৃ. ৫১০, পুথি নং—৫১৮]

(১১৩৫) সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী। কাজীদৌলত বাচামিয়া

লিপিকর— শ্রীশিশু বাচা মিএগ লেখক সংশয়।
অশুদ্ধর কারনে কিন্তু মনে করি ভয়।
সতী ময়না বারমাস লেখিলুম কাহিনী।
বাকী রৈল নন্দ বর্ম্মা লোর চন্দরানী।। ...
চট্টগ্রাম জেলান্তরে রাউজান থানান্তরে
ভব মধ্যে আন্ধার মানিক নাম।
পিতা মোর আজগর আলী যেহেন উদ্যানে অলি
অল্প বয়সে হইল মরন।।
ভাস্কর উগিত হৈলে চৌদিকে আলোক কৈল
নরগন গতি চলাচল।
শ্রীবাচা মিএগ শিশুমতি লেখিলুম এই পুথি
সর্ব্বমাত্র হরিশ বিকল।।
জুগের দক্ষিণ বেদ পৃষ্ঠে জুগ লইয়া।
মথী অব্দ মিলাইয়া দেখ বিরচিয়া (বিচারিয়া)।।
সমুদ্র লইয়া বিশে জুগে কৈলাম গতি।
মাধবীর শেষভাগে বুধে কৈলাম ইতি।।

সন ১২৫৬ মং তাং ২৭ বৈসাখ। [ঐ, পৃ. ৫৩৫, পুথি নং—৬১৭]

(১১৩৬) সতী ময়না-লোর-চন্দ্রানী। কাজী দৌলত

"ইতি লোর চন্দ্রানি আদিপর্বে সত মএনা সুরস পাঞ্চালিকা সমাপ্ত। জথা দিষ্টং তথা লেখিনং লিখিতং কো দোসক নাস্তি ভিমাস্যপি রনে ভিভঙ্গে। ইতি ১১০৭ এঘার স সাত সন মঘি তারিখ ৩০ কার্ত্তিক রোজ সুক্রবার। পুস্তক হক মালিক শ্রীযুত।" [ঐ, পৃ. ৫৩৭, পুথি নং—৩৬১]

(১১৩৭) সতী ময়না-লোর-চন্দ্রানী। কাজী দৌলত

লিপিকর— বারমাস আদাএ হই (ল) জানিবা।
লেখে হিন সাকর আলী পুস্তক হেরিআ।
আর কিছু লেখি আমি সুন মন দিয়া।
হিন সাগর আলি ওরফে আবদুল আলি নাম।
পিতা মোর সোনা গাজি হলদিয়া মোকাম।।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৫৪০ , পুথি নং—৩৪৭]

(১১৩৮) সবে মে রাজ। সৈয়দ সুলতান

লিপিকরের আত্মপরিচয়—

আজিজর রহমানে কহে আমিন আমিন।
ঘটে আছে নিরঞ্জন কেহ না পাএ চিন।।
হাওলা চাকলাতে জান কধুরখীল স্থান।
আবদুল্লার পুত্র আমি অধীন অজ্ঞান।।
হীন বুদ্ধি আজিজর রহমান মোর নাম।
ওস্তাদ চরণে মোর সহস্র প্রনাম।।
পিতাহীন শিশু আমি নাহি মোর বুদ্ধি।
সাস্ত্র হীন অজ্ঞান না বুঝি এ শুদ্ধি।।
আছলেত যেমত দেখি তেন মত লেখি।
অপরাধ ক্ষেম মোর গুনিগনে দেখি।।
বারশত বাইশ সনের জুমাদিন আউয়ালে।
সুরু করিলাম প্রথম রোজের বিকালে।।
পুস্তক লেখিতে আমি করিলাম আগাজ।
সমাপ্ত না পাই আমি সবে মেহরাজ।।
এবে কহি সন মাঘী তারিখের গত।
বিংশ তিন মঘী জান আর বার শত।।
সওয়ালের শুভ দিন উনত্রিশ শুক্রবার।
সমাপ্ত করিলুম মুই আল্লা ভাবি সার।।

[ঐ, পৃ. ৫৫৪, পুথি নং ৬২১]

(১১৩৯) সেকান্দর নামা। আলাউল

লিপিকর— ইতি সিকন্দর নামা পুস্তক সমাপ্ত।
এই পুথি লেখিয়াছি শ্রীকালিদাস।
বসতি করেন তেনি ধলঘাটের পাস।।

নন্দিবংশে জর্ম্ম হইছে কালিদাস নাম।
দিবা রাত্রি জথ দুখে লেখীছে যবিশ্রম।।
আকার ইকার উকার য়ক্ষর পরিয়া থাকএ।
পণ্ডিত সকলে দোস খেমীবা নিচএ।।
য়াসলেত জেই য়াছে লেখীছি সেই পদ।
গালি না এরিবা ... করিএ তেমদ।।
জদি সে য়সুদ্ধ ... সুদ্ধ করি দিবা।
গরিব দেখিয়া দোস সমুখে খেমিবা।।
লিখীতং শ্রী কালিদাস নন্দি পীং ... নন্দিমিত
সাং ধলঘাট ১২১৭ মঘী তাং ৮ পৌউস।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৫৮৯, পুথি নং—৫৩২]

(১১৪০) সিরাজ-ছবিল (পথের প্রদীপ)। সৈয়দ নাসির

লিপিকরের উক্তি —

এবে শুন গুনিগন অধিনের নাম।
অক্ষর না হএ ভালা কিঞ্চিত লিখিলাম।।
কধুর খিল গ্রামে জান আমার মোকাম।
সামদ আলীর পুত্র জান নচিরওল্লা নাম।।
ভাল লেখি মন্দ লেখি সকলে পড়িবা।
অশুদ্ধ হইলে তাতে শুদ্ধ করি দিবা।।
মুরুক্ষে পাইলে তারে হেলা জে করিবা।
পণ্ডিতে পাইলে তারে জনে রাখিবা।।

ইতি সন ১২২২ মঘি তারিখ ও আগ্রন রোজ মঙ্গলবার তামাম হইলেক পুস্তক লোখিত শ্রী নচিরওল্লা পীং সামদ আলি সাং কধুরখিল মালিক নচিরওল্লা মজকুর সে জানিবেন।

অক্ষর না হএ ভালা লেখিলাম কিঞ্চিত।
আমি অল্প গেআনি (জ্ঞানী) না দোষ পণ্ডিত।

[ঐ, পৃ. ৬০১, পুথি নং—৬০০]

(১১৪১) বৃন্দাবন লীলাস্থান বর্ণন। কৃষ্ণদাস

গ্রন্থ নকল সন ১২৩৮ সাল, তারিখ ১৬ মাঘ, শকাব্দা ১৭৫৩। ইতি পূর্ব গ্রন্থ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং নকল কর অতিদীনহীন পঞ্চানন আস। সাকিম বড়চাতুরি।

"অতি বৃদ্ধ মুঞিও নিকট মরণ,
লোভে মাএ লিখি কিছু না জানি মরম।
জদি জন্ম হয় পুন সংসার ভিতর,
ইহাতেই লোভ জেন থাকে নিরন্তর।

[বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮, পুথি নং—৪৬]

(১১৪২) প্রার্থনার পদ। নরোত্তম দাস, গোবিন্দ দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখকের দোস মাঞ্জনা করিবেন। সন ১২৭১ সালের ৬ জষ্ঠিমাসে বুধবার দিবসে বেলা ত্রিতিয় পেহরের শোমএ সাংঙ্গ হইল। লেখক কন্দর্পনারায়ণ দেবশর্ম্মা। [ঐ, পৃ. ১৩২,

পুথি নং—২৪২]

(১১৪৩) ভক্তি উদ্দীপন। নরোত্তম দাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক ভিমশ্বাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। এই গ্রন্থ লিখিতং শ্রীকুঞ্জ বিহারি মিত্র সাকিম পূর্ব্বে ষুনড়্যা পঃ সাহাবাদ ইদামন্ত কাইথি দুর্গাবাটী পঠনার্থে নন্দীর বাটী চকভুরা।। বিনা ধনেন সংসার নয়নেন বিনাবপু ধিয়া বিনু বৃথা জর্ম্ম বিনা কৃষ্ণেন জিবনং।। জিবনং বিষ্ণুভক্তঞ্চ বরং পঞ্চ দিনানিচ অপীর্বষু সহশ্রানি ভক্তি হিনঞ্চ কেষবে।। জেসাং শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবন সময়ে ভক্তিমাত্রং বিলোক্যঃ স্তেসাং জন্মস্য ধন্যং। সকল ভুবনে সত্যং বাকং ব্রনোমি। রোদন্তি সর্ব্বপাপাচুত সৎ কথনে মুর্চ্ছিতা ব্যাকুলেন হাহাকৃত্বাচ গত্মা বিপথ গমনে শুদ্ধিতা ভর্ষুবাণী।। শ্রীমত জসোদা ষুতপদ কমলে নাস্তি ভক্তিন্নারানাং জেসাং মাভির বন্যা প্রিষগুনে নানু রক্তা বসন্ধাঃ জেসাং শ্রীকৃষ্ণগুণ কথনে নৈবকর্ত্ত ধিকতাং ২ ধিকতি ২ কির্ত্তনস্ত মৃদঙ্গ।। লাভস্থেসাং জয়স্থেসাং কুতস্থেসাং পরাভবেঃ জেসা মিন্দ্রিবরষ্যাম হ্রিদয়স্ত জনার্দ্দন।। ইতি তারিখ সন ১১৮২ তারিখ ৩১ একতিসা স্বাবন রবিবার দিবা আড়াই পহরে সমাপ্ত হইল। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় ইতি— [ঐ, পৃ. ৮৬, পুথি নং— ১৩৭]

(১১৪৪) বৈষ্ণব বন্দনা। দৈবকীনন্দন

নকলকার আস দাসষ্য দাসানুদাস ।। ইতি ।। পূর্ব্বের লিখিত গ্রন্থ পত্র হৈল জরা লিখিতে কাঁপ এ কর আ (মি) য়ন্ধ মারা। সকাব্দা আমার জর্ম্ম ১৬৭৮ সকে জর্ম্ম মধুমাসে, ১৭৪৮ সতের সওা য়ষ্ট চল্লিস সকে গ্রন্থ নকলি ফাল্গুনের পঞ্চদস দিবসে। য়ক্ষরের বুতিক্রমে না করিহ রোস, সব স্রতাগনের পায় মাগ্যা নিলা দোস। য়তি দিনহিন আমি বড় দুরাচার, শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপা করি কর মোরে ভবসিন্ধু পার।। নকলকার শ্রীপঞ্চানন য়াস দাসষ্য।। উমের সন ১১৬৩ সালে চৈতত্র মাসে। জর্ম্ম। ১২৩৩ সালের ১৫ ফাল্গুনে সমাপ্ত। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয়, ১ম খণ্ড , পৃ. ২০৯ , পুথি নং—৮৩]

(১১৪৫) সত্যপীর ব্রতকথা। দ্বিজরামপ্রসাদ

এই পুস্তক শ্রীযুত কাসিনাথ বসুর হইল। সাং গোবরআড়া। যে চুরি করিবেক সে সাষুড়্যা হইবেক। ইতি সন ১১৯৫ সালের আখেরি। তারিখ ২৯ জৈইষ্ট, রোজ মঙ্গলবার। সক ১৭১১ সতের সও এগার। লিখিতং কাসিনাথ দাস বসু। [ঐ, পৃ. ৯২, পুথি নং—১৫৯]

(১১৪৬) রামায়ণ (আদিকাণ্ড)। কৃত্তিবাস, দ্বিজ মধুকণ্ঠ

৩২৬খ জদ্যপী লিখিল পুথি চুরি করে জে
মহাপাপে ভুক্তমান করে তবে সে।
পরকালে রৌররব নরকে হয় স্থিতি
জেই জন হরিবেক আদিকাণ্ড পুথি।।

ইতি আদি কাণ্ড সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীজগর্ন্নাথ সরকার।। সাং কয়াপাট।। পটনাথে শ্রীরাধামোহন সঁ।। তষ্য পুত্র শ্রীনবিন সঁ।। সাং চাকরান।। ইতি সন ১২৪১।। তারিখ ৪ পোউষ।। রোজ বিষ্পতিবার।। রাত্রি।। তিথি ত্রিতিয়া।। শ্রীবিনদ পাঁনের বাটীতে বসিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিলাম।। [বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২৯, পুথি নং—৮০৩]

(১১৪৭) অঙ্গদ রায়বার। কৃত্তিবাস

ইতি শ্রীঅঙ্গদ রাঅবার সং পূর্ণ।। জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লিক্ষকে নাস্তি দোসকং ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। হস্তি বিচলিত পাদান জিহ্বা বিচলিত পণ্ডিত ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সাক্ষর শ্রীঅর্জুন আশ্বিনি সাং কৃষ্ণগঞ্জ পরগনে জাহানাবাদ সরকার মান্দারন।। থানা গড়বেতা জেলা

মেদিনিপুর।। ইতি শ্রী তাং সন ১২৫৮ সাল বার সর্ত্ত আটার্ণ সাল মাহ আশ্বিন।। ১০ আশ্বিন রোজ. বৃষ্পতিবার রাত্রি ৪ চারি দন্ডে সমাপ্ত ।। ইতি ।। [ঐ, পৃ. ২, পুথি নং—৭২৩]

(১১৪৮) একাদশী পাঁচালী। কবিচন্দ্র মিস্ত্রি

জথা দিষ্টং তথা নিত্যং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং (ভি) মস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সাস্ত্র অধিকারি দেখ স্বরস্বতি মাতা। তথাপি তাহার বিচলিত হয় কথা। মহাবলবান (হয়) হস্তি মহাসয়। তথাপি তাহার পদ বিচলিত হয়।। ভিম হেন মহার্জ্জদ্ধা ভঙ্গ দিল রনে। মুনিনাঞ্চ মুতিভ্রম যুনছি পুরানে।। (সন) ১২৪৮ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ। সক্ষর শ্রীযুজি কুঙার রায় সাঃ চাউন্যা। পঠনাথ শ্রীজগমোহন কয়াল সাং মুড়াগাছা।। পরগনে মুড় মৌজে দৌলাতপুর। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪, পুথি নং—৮২১]

(১১৪৯) কথকতার পুঁথি। অজ্ঞাত

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকে দোস নাস্তি।। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সঅক্ষর মিদং শ্রীজুধিষ্ঠি (র) চরন মণ্ডল। বসৎ সাং মহাদেবপুর। এই সোলক লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৬ সাল তারিখ ৫ আস্বিন।। [ঐ, পৃ. ২৫ - ২৬, পুথি নং—৮১৫]

(১১৫০) গোবিন্দমঙ্গল। কবিচন্দ্র

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং। লিক্ষকো দোস নাস্তিক। ভিমস্মাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং মিদং শ্রীরামহরি দাষ বষু ১২০৮ সাল তাং ২৯ মাঘ। [ঐ, পৃ. ৮৬, পুথি নং—৭৭৮]

(১১৫১) চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরাম

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তী ভিমস্বাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিত শ্রীমপস্বল পেষ্টাআর সদর পেষ্টার উপর পূর্বতী শ্রীলক্ষীপুর চন্দ্রকোনার দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী অচিতিস্থ লিখিলাম শদর পেষ্টা দুই পাচি শ্রীরামধণ রায় লিখিলেন সন ১২১৪ সাল ২৪ ফাল্গুন শবানন্দ দেবশর্ম্মন। [ঐ,পৃ. ১৯, পুথি নং—১৪২]

(১১৫২) ভক্তি চিন্তামণি, অজ্ঞাত পদ। বৃন্দাবন দাস, গীতগোবিন্দ দাস

ইতি ভক্তিচিন্তামনী পঞ্চদশোধ্যায় সমাপ্ত।। শকাব্দ ১৬৪৬।। তেরিখ ।। ১৪ পৌষ ।। সন ১১৩১ সাল।। লিখীতং শ্রীকৃষ্ণ কীঙ্করদাস কাএস্থ সাকিম সলেমপুর।। প্রগনে জাহানাহাদ।। পুস্তক শ্রীকৃষ্ণচরণ ভুই সাকিম কনকব্বতী কনকপুর প্রগনে চন্দ্রকোনা সরকার মন্দারন।।ইতি।। হস্তী বিচলীত পাদানং জিভ্বা বিচলীত পণ্ডিত ভীমস্বাপী রনে ভাঙ্গা মনিনাঞ্চ মতীভ্রম।। আদরস শ্রীসীতারাম কল্যারঃ জথাদৃষ্টং তথা লিখীতং দোসক নাস্তীঃ কিমধীকং।। সোমবার মোকাম শ্রীতেঙ্গরাম ভুয়ের বাড়িতে শ্রীশ্রীহরিবোল হরি।। [ঐ, পৃ. , পুথি নং—৫৩৪]

(১১৫৩) ভাগবত (প্রথম স্কন্ধ)। সনাতন বিদ্যাবাগীশ

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোসকং।। ভীমস্যাপি রনো ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রুম ।।১।। প্রষ্ট ভঙ্গো কটী ভঙ্গো তুল দৃষ্টিরধোমুখঃ।।দুঃখেন লিখীতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালএত।। লিখিতং শ্রী মহাদেব দাস দত্ত সাকিন বারুআ পুরুষোত্তমপুর ১১ হি মাহষ্টে সন ১১৮৫ অমলি সকাব্দা ১৭০০ সালে লিখা হইল।। মালিক শ্রীদরপ নারায়ন দত্তাজা নিবাস বারদা সমিপ কৃষ্ণনগর।। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় জয়তাং।। শ্রীগুরুভ্যা নমঃ।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয় , দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৬৫, পুথি নং ৯০১]

(১১৫৪) ভাগবত (দ্বিতীয় স্কন্ধ)। সনাতন বিদ্যাবাগীশ

লিখিতং মহাদেব দত্ত মাহ আষাঢ় সন ১১৮৫।। [ঐ, পৃ. ২৬৬, পুথি নং— ৯০২]

(১১৫৫) ভাগবত (সপ্তম স্কন্ধ)। সনাতন বিদ্যাবাগীশ

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোসক। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রুম। প্রষ্ঠ ভঙ্গোকটি ভঙ্গো তুল দৃষ্টিরধোমুখ।। দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েত।। পুরুষোত্তমপুর ৩১ হি মাহ আষঢ়স্য ১১৮৫ লিখিতং শ্রীমহাদেব দাস দত্ত সাকিন বারুয়া অমাল শুভমস্ত সকাব্দা ১৭০০ সালে সমাপ্ত।। শ্রীগুরু গোপাল সদা স্বহায়।। শ্রীসরশ্বতী চরণে মম শরনং।। [ঐ, পৃ. ২৭৩, পুথি নং— ৯০৭]

(১১৫৬) ভাগবত (অষ্টম স্কন্ধ)। সনাতন বিদ্যাবাগীশ

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকে নাস্তি দোসকং। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। প্রষ্ঠ ভঙ্গোকটী ভঙ্গো তুলো দৃষ্টিরধো মুখঃ।। দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েত।। লিখিতং শ্রী মহাদেব দাস দত্ত সাকিন বাবুআ পুরুসোত্তমপুর মাহ বৈসাখ ৩ হিঁ রবিবার প্রতিপদ তিথৌ সন ১১৮৫ অমলি সকাব্দ ১৬৯৯।। [ঐ, পৃ. ২৭৫, পুথি নং— ৯০৮]

(১১৫৭) ভাগবত (পঞ্চম স্কন্ধ)। সনাতন বিদ্যাবাগীশ

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপোরাণ পঞ্চম স্কন্ধ লিপি সমাপ্ত হৈল।। ইতি তাং মাহ ভাদ্রর রোজ রবিবার সায়ং কালে এ শ্রীভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ খোরদা মোকামে শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের মনোনিতে এ পুস্তক তদ্বিয় শ্রীরামপ্রসাদ দাস বোস ইহা লিখিয়া বিশ্রাম দিলাভ আমার দোশাদোশ ক্ষমা করিবা।। শ্লোক।। প্রিষ্ঠ ভঙ্গ কটি গ্রিবা তুল্য প্রষ্ঠ অধোমুখং।। দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ।। শ্রীসুভমস্তু।। [ঐ, পৃ. ২৭৭, পুথি নং— ৯০২]

(১১৫৮) বিরাট পর্ব।

ইতি।। প্রষ্ট ভঙ্গ কটিঃ গ্রিবা তুল্য দ্রষ্ঠ অধোমুখং।। দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরি পাবসয়েৎ।। ইতি সমাপ্তাশ্চায়াং গ্রন্তং লোকানাং শোকহারকং।। লিখিতং রামবোসেন গৌরচন্দ্রস্য প্রিতয়েৎ।। ৪ হি মাঘ রোজ বুধবার তিথৌ চতুর্থি সন ১২৩০ সালে শ্রীমহাভারত বিরাট পর্ব খোরদা মুকামে লিপি সমাপ্ত করিলাঙ।। ইতি।। [ঐ, পৃ. ২৮৮, পুথি নং—৯২০]

(১১৫৯) মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব। কবীন্দ্র

ইতি শ্রীমহাভারত উদ্যোগ পর্ব সামাপ্তঃ।। শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ ।। ...। ১৫খ ইতি শ্রীমহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৯ হি মাহ মাঘ রোজ শোমবার দিবা এক প্রহরের সময়ে লি (পি) য়া বিশ্রাম দিলাভ জদ্যপি আয়ু সেশ থাকে তবে আর পর্ব লিখিব এ পরে শ্রোতা ঠাকুর দিগকে এই ভেট গ্রন্থ পাঠ করিবেন। কিন্তু কেহো গোপনিয় না করেন।। তথাহি সাস্ত্রবাক্য।। লিখিতং বহুজত্নেন জশ্চোরয়তি পুস্তকং।। মাতা তস্য ভবেৎ গদ্ধীং পিতা তস্য সুকরঃ ।। ১।। অদাতা বংশদোশেন কর্মদোশে দরিদিতা। ঔধুও মাতৃদোশেন পিতৃদোষেন মুর্খতা ।। ১।। ইতি তাং সন ১২৩০ সালে এ পুস্তক খোরদা মোকামে শ্রীল শ্রীযুৎ শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা জিউর চিত্তানন্দের জন্য লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ দাস বোশ সাকিন পরগনে মাতকদ নগর মৌজে মহাগ্রাম লিখি সর্ম্পণ্ণ করিলাঙ।।

[ঐ, পৃ. ২৮৮, - ২৮৯, পুথি নং—৯২০]

(১১৬০) ভীষ্মপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

...।। ইতি তাং তমাহ ফাল্গুন রোজ গুরুবার দিবা দুপ্রহর উপরান্ত শ্রীমাহাভারত ভীষ্মপর্ব লিখিয়া দিলাঙ ইতি।। ইতি তাং সন ১২৩০।। সমপ্ত ।। অংক মহারাজা রামচন্দ্রদেব খোরদা মোকামে শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের নিকটে এ পুস্তক লিপি সমাপ্ত করিলাম।। লিখিতং মহাগ্রামনিবাসি রামপ্রসাদ বোস।। জদ্যপি লিখিবাতে সহ হৈয়া থাকে তবে মহাশয়েরা আমার দোশ ক্ষমা করিবা।। জে অক্ষর ও পয়ার না থাকে তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন ইতি।। [ঐ, পৃ. ২৮৯, পুথি নং—৯২০]

(১১৬১) স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। কবীন্দ্র

ইতি মহাভারতে স্বর্গারোহন পর্ব্ব সম্পুর্ন্নং।। [১১খ ইতি তাং ১৭ হি মাহ আসাড় রোজ রবিবার তিথৌ সপ্তমি কৃষ্ণ পক্ষে দিবা শেশের এক প্রহরের সময় খোরদা মোকামে শ্রীল শ্রীযুৎ শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের বাসাতে লিপি সম্পুর্ন্ন হৈলা।। লিপিরিয়ং মহাগ্রামনিবাসি রামপ্রসাদ বোশ।। শ্লোক।। প্রষ্ট ভঙ্গ কটি গ্রিবাতুল্য দ্রষ্ট অধোমুখং।। দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ।। কিন্তু এক নিবেদন আমার বক্তা ঠাকুরেদিগে লেখিবাতে জে দোশাদোশ আছে তাহা মহাশয়েরান তাহাকে সুদ্ধ করিবেন এ পুস্তক অনেক জত্নে শ্রীভাই দত্তজা মহাশয় লেখাইলেন আমিই কিছুই লেখিতে না জানি।। ইতি সন ১২৩১ সাল। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ২৯২-২৯৩, পুঁথি নং—৯২০]

(১১৬২) ২১৪। বৃহৎ শান্তি পর্ব্ব

হৃদয়ে চিন্তিয়া সদা হরিপদ দন্দ্ব কাশীরাম দেব কহে পয়ার প্রবন্ধ। লিখিল পুস্তক আমি সারদা ক্রপায় হরি হরি বল সভে সান্তিপর্ব্ব সায়। সুন মহাজন সভে মোর নিবেদন অতি ক্লেশে এ পুস্তক করিনু লিখন। দোসাদোস লিখকের না লইবে সভে মোর প্রতি দয়া করি সভাই সুধিবে। এই বৃহদ সান্তিপর্ব্ব জগতের শার ইহার পাঠেতে ভব শংসারেতে পার।

ইতি শ্রীমহাভারত বৃহৎ সান্তি পর্ব্ব সংপুন্ন করিলাঙ। যদাক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহিনঞ্চ জদ্ভেৎ। পুর্ন্নং ভবেৎ সর্ব্বং শ্রীহরিঃ নামানি কীর্ত্তনাদ ।। ১।। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ।। জদি সুদ্ধমসুদ্ধ স্বাম মদোসবিদ্যাতে ।। ১।। ইতি তাং ২৪ মাহ ফাল্গুন অর্ক্ক বাসরে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদসি পতং ত্রিয়োদসি এই তিথির মদ্ধ্যে দিবা তৃতীয় প্রহরে এ পুস্তক লিখিয়া দিলাঙ।। এ পুস্তক সংগ্রহ কতা শ্রীমান শ্রীভাই গৌরিচরণ দত্তজা মহাশয়।। সকিন বারদা পরগনে পহরাজ পুর মতালুকে সরকার কটক।। এ পুস্তক শ্রীরামপ্রসাদ বোস মহাগ্রাম নিবানি বাশি খোরদা মোকামে লিখিয়া সম্পুর্ন্ন করিলা সন ১২৩৩ সালে।। [ঐ, পৃ .২৯৩ , পুঁথি নং—৯২০]

(১১৬৩) কবিরাজী পাতড়া (হারিসের মন্ত্র)। অজ্ঞাত

জথা দিটং তথা লিখিতং লিক্ষোকু দোস নাস্তিকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।। জতনে লিখিলাম পুথি চুরি করে জে ষুক (র) তাহার পিতা গাধা হঅ সে।। ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিক ১৭ আস্বিন বুধবার পঞ্চমি রাত্রি ১ প্রহর লিখিতং শ্রীমধুষুদন গোস্বামি পটনাথে শ্রীরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী সাঃ চাঁদ ... না পঃ বগড়ি।। তঃ পশ্চিম।। মন্ত্র দিআছেন শ্রীগোপাল কবিরাজ পদবি পাতর সাঃ মড়াসোল পঃ বিষ্ণুপুর তঃ ধাক ... [ঐ, পৃ. ১৭ , পুঁথি নং—৯২৪]

(১১৬৪) বৈদ্যক (হারিসের মন্ত্র)।

ইতি সমাপ্তং। জথাদিটং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তিকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। জতনে লিখিলাম পুথি চুরি করে জে ষুক তাহার পিতা গাধা হঅ সে।। ইতি সন ১২৭৫ সাল আস্বিন বুধবার পঞ্চমি রাত্রি ১ প্রহর লিখিতং শ্রীমধুষুদন গোস্বামী পটনাথের শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি সাঃ চান্দ (সি) না পঃ বগড়ি।। তঃ পশ্চিম।। মন্ত্র দিআছেন শ্রীগোপাল কবিরাজ পদবি পাতর সাঃ মড়াসোল পঃ বিষ্ণুপুর তঃ [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয় , দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ২৫৬ , পুথি নং—৯২৪]

(১১৬৫) মহাভারত (স্ত্রী পর্ব্ব)।

ইতি শ্রী মহাভারত স্ত্রি পর্ব্ব সামাপ্তঃ।। ইতি তাং ২৩ স হি মাহ জৈষ্ঠ রোজ মঙ্গলবার তিথৌ দশমি দিবা এক প্রহরের সময় লিখি সম্পুর্ন্ন করিলাঙ ইতি তাং সন ১২৩০ সালে ।। শ্লোক ।। প্রষ্ট ভঙ্গো কটি গিবা তুল্য দ্রষ্ট অধো মুখং।। লিখিতং বহু জত্নেন পুত্রবৎ পরিপালয়েত ।। শ্লোক ।। জাতুজাতু ধনং জাতু প্রানৌ বা জদি জাস্যতি। তদাপি দক্ষিনং হস্তং ন দদ্যাৎ পরহস্তকে।। ১ ।। বেদে রামায়ণে চৈব

পুরানে ভারথে। আদ্যঃ প্রান্তে চ মদ্ধে চ হরি সর্ব্বত্র গিয়তে ।। ১ ।। নারায়ন পরাবেদা নারায়ন পরাক্ষরা। নারায়ন পরা মুক্তি নারায়ন পরা গতি ।। ১।। দোহা সপ্তদ্বিপ নব খন্ডমে ভোজন দাতা জোয়।। ওাকো দেখা নন্দগ্রহমে মাখন মাঁগত রোয় ।। ১।। যোগযাগ মানত নাহি হোম বৃত্ত নাহি লেত। ওাকো ব্রজকে ছোহরি ঝুটি মাখন দেত ।। ১।। [ঐ , পৃ . ২৯১, পুথি নং—৯২০]

(১১৬৬) নবধারাতত্ত্ব নিরূপণ। নরোত্তম দাস

লিখিত ং শ্রীবংশীদাস বাউল সাকিম সোণামুখী তারিখ ২৩ জৈষ্টী —

এই গ্রন্থ নিজ শিষ্য বিনে অন্যেরে না দিবে
প্রাণের সমান করি গোপনেতে থোবে ।। etc . etc.

সন ১২৪১ সাল সাকিম সোণামুখী।। [A Describtive Catalogue of Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal , Vol. IX, পৃ. ১২২ , পুথি নং ৪৮৭৮]

(১১৬৭) ভাগবত (তৃতীয় স্কন্দ)। সনাতন বিদ্যাবাগীশ

ধাতু চন্দ্র কাল সশি সাক পরিমিতে পঙ্কজনি পতি বৈসে রূদ্রবাহনেতে শুক্লপক্ষ তীথিতে দ্বাদশি নিরূপন হইল তৃতীয় স্কন্ধ সাঙ্গ নিরূপন।। সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয় স্কন্ধ ভাষাবন্ধ।। লিখিতং শ্রীমহাদেব দাস দত্ত সাকিন বারুআ পুরূষোত্তম।। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোসকং। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ১ প্রষ্ট ভঙ্গো কটি ভঙ্গো তুল দৃষ্টিরধো মুখ দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েত।। মাহ আষাঢ় ১৫ সন ১১৮৫ অমলি সকাব্দা ১৭০০ সালে সমাপ্ত তেসাং।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয় , দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৬৮, পুথি নং—৯০৩]

(১১৬৮) সূচক। মুকুন্দ গোস্বামী

লিপিকর শ্রীসাধুচরণ দাস, লিপিকাল, সন ১২১৩ সাল তারিখ ১৬ বৈশাগ রোজ রবিবার উত্তর দুআরির পিড়াতে সমাপ্ত।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৫৭৩]

(১১৬৯) ভাগবত (ষষ্ঠ স্কন্ধ)। সনাতন বিদ্যাবাগীশ

প্রষ্ট ভঙ্গ কটি গ্রিবা তুল্য দ্রষ্ঠ অধোমুখ। দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ।। ইতি সমাপ্তাশ্চায়ং গ্রন্থং লোকানাং শোকহারকং।। লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ দাস বসু। শ্রীল শ্রীযুৎ শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশএর মনোনিত হৈলঃ এ পুস্তক মোকাম কিল্লে খোরদাতে। লিপি সমাপ্ত করিলাঙঃ ৩ হি মাহ পৌস : রোজ রবিবার : সন ১২ স ২৯ স অমলি।। শ্রীহরি শরনং ।। ইতি ।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয় , দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৭২ , পুথি নং—৯০৬]

(১১৭০) মহাভারত। (সভাপর্ব)। কাশীরাম দাস

এতর্দ্ধি সভা (প) র্ব্ব সমা (প) তং।। এ পু (স্ত) ক লিখিতং শ্রীমৃত্তঞ্জয় দেবসম্মা- কলাগ্রাম পং মেদনিপুর ... দ্বারে।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখেখা দোস নাস্তিকঃ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সকব্দা -- ১ (৮)৪৬ সন ১২৩৫ সাল - তাং- ৭ চৈত্রি- রোজ রবিবার - শ্রীমিত্তঞ্জয় চক্রবত্তির - চৌপাড়ির সরকার শ্রীকুবির চরন সরকার - সাং ঐ গ্রাম- বেলা দু ২ ই ঘড়ি থাকিতে সমাপ্ত হইল—।। এ পুস্তক জে চুরি করে তাহা মাএর উপর তিন সর্ত্ত গর্দ্ধক চড়ে এবং জেখানে জে পায় সেখানে সে করে। এবং সে মাত্রিরি হরন করে।। ইতি- তাং - । - তাং - ১ - ১ - জেষ্ট - ৭৩খ] [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয় , তৃতীয় খন্ড পৃ. ৩৯৯ , পুথি নং—১৩৪৭]

(১১৭১) মহাভারত। (গদাপর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং ... মতিভ্রম।। ... হস্তি বিচলিত পদে জিভ্রোনস্তুতি স্বরস্বতি।। এক দুই য়ক্ষর জদি না

থাকে পুস্তকে।। ড়িএগ্রা পড়িবে দোস না দেবে য়ামাকে। ইতি সন ১২০০ সাল তারিখ ১৬ ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষে।। লিখিতং শ্রীলক্ষিকান্ত দাসস্য সাং খান্দরাঃ।। ও শ্রীদিগানুর দেবসর্ম্মা।। সা ... [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২১৩৯]

(১১৭২) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকের দোস নাস্তঃ।। ভিমস্যাপে রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীযুমের সিংহ দাসঃ।। সাঃ শ্রীল গ্রাম পঃ ধাএগ্রা সন ১১৮৬ এগার ছেয়াসে সাল তারিখ ২৬ কাত্তেক রোজ মঙ্গলবার তিথি পেতে পদ।। এ পুস্ত জে চুরি করিবেক সে সাযুড়া হইবেকঃ।। এবং এ পুস্তক জে পড়িয়া নিন্দা করিবেক সে বওয়া হইবেক ইতি [ঐ, পুথি নং—৪০৪৪]

(১১৭৩) মহাভারত—বিরাটপর্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্ট তথা লিখিনং নাস্তি দোস কং।। ... রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। পুস্তক সমাপ্ত সন ১২৫৮ আটন্ন সাল তারখ ৯ নঙই মাঘ ..... ধ্বপক্ষী প্রিতি পদ বেলা চারি দন্ড থাকিতে লেখা হইল।। শ্রী হংসেস্বর চট্টোপাধ্যায়।। ...পনাসী জেলা নদিয়া থানা অগ্রদিপ মোঃ মাটীয়ারি তালুক শ্রীযুত বরূরামমোহন বন্দোপাধ্যায় ... জেই জন করিবেন হরন ঃ। যুকর জনিতে তার হইবে জনম ঃ।। ইতি ১০ কাত্তিক ..... শ্রীযুত জগদুর্ল্লভ বন্দোপাধ্যায় দাদা 'মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু [ঐ, পুথি নং—৬২৬]

(১১৭৪) মহাভারত। সারলা দাস

সারন বিরাট পর্ব পুস্তক সন ১২৪৭ সালের ১৭ই বৈসাখ তারিখে আরম্ব হইল বেলা দুই দন্ডর সময়ে লিখিতং শ্রী রামানন্দ দত্ত - সাং নারায়নপুর পশ্চিম পাড়া পরগনে সমরসাহি নিজে পড়িবার কারন লিখীলাম ইতি

সারন বিরাট পর্ব্ব পুস্তক ১০৮ একসও আট পাতা সন ১২৪৭ সালে ১ শ্রাবনে তারিখে সমাপ্ত — রোজ বৃহস্পতিবার এই পুস্তক জে চুরি করিবেক তার বাপ দ্দে পুরূস নরক গ্রামি হবে -- শ্রী রামানন্দ দত্ত ১০৮ পাত - [ঐ , পুথি নং—৬২৯৬]

(১১৭৫) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। কৃষ্ণ দাস

ইতি সন ১২১৭ সাল তারিখ ২২ অঘান লিখিত শ্রীহরিনাথ দাস সা ... পাঠক শ্রীহরিদাস বৈস্য সাহা সাএ এ পুস্তক যে চুরি করিবেক গুরু দন্ড হবেক। [ঐ , পুথি নং—৩১৭২]

(১১৭৬) রামায়ণ। কৃত্তিবাস

ইতি যুন্দরা কান্ড সমাপ্ত।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং ভিমস্মামি রনেভঙ্গ নিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ শায়ক্ষর মিদং শ্রী শ্রীমন্ত সদাগর দাস খাঁ পঠনাতে শ্রী অহং আপনি।। আমি সাযুরে।। ইতি সন ১২৩৬ বারসও ছোত্তিষ সাল তারিখ ২২ বাইসে ফাগুন রোজ বৃহস্পতিবার দিবসে বেলা দুই দন্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল।।

এই পুথি জে চুরি করিয়া লইয়া জাইবে সে সাযুড়ে হইবে এবং স্ত্রী হত্ত্যা গো হত্ত্যা ব্রহ্ম হত্ত্যা বধের ভাগি হইবে।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬৩০৪]

(১১৭৭) গঙ্গা বন্দনা। দ্বিজ নিধিরাম

ইতি গঙ্গার বন্দনা সোমাপ্ত হইল। সয়েক্ষর শ্রীযুধারাম দেব সর্ম্মনঃ পঠনাথ শ্রীমহেসচন্দ্র দেব সর্ম্মনং সাং গোপালপুর পরগনে সমরসাহি সোন ১২৩২ সালঃ।। অহারিসিতা দস কন্দ রেন বন্ধ পয়ধি শ্রীরঘুনন্দনেন কোতলপস্বামি ইদং বিচিতং পরাপরাধেন পর অপমান।। গঙ্গার বন্দনা লিক্ষতো --

চুরি করি জিনি নিবেন তাহার এই বেবথা -- এই গঙ্গার বন্দনা পুত্তি জেনি নিবে তিনি মসাএর স্থানে বেত খাবে -- আর আমিহ কান মলিএ দিব আর এবং তাহার মাতা ধরে কিল্ল হাড়িতে মারিবে এবং

ইতি- তারিক খঃ- ৬ আশাড় - [ঐ, পুথি নং—৩৮৬]

(১১৭৮) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

লিখিতং বহু যতেনে যশ্চ্যোবয়তি মুস্তক।। মাতাচ মাতাচ শুকরি তস্য পিতা তস্য গন্ধব।। পুস্তক শ্রীলক্ষিকান্ত দাস সম্মন।। লিখনং পাঠদ্ধায়াদ্ধভ্যা।। সন ১১৮৫ সাল তারিখ ১০ শ্রাবন রোজ সুক্রবার তিথি চতুদ্ধশী।। [ঐ, পুথি নং—৩২৩২]

(১১৭৯) দণ্ডাত্মিকা পদাবলী। গোবিন্দ দাস

জথাদিষ্ট তথা লিখিত লিক্ষকো নাস্তি দোষক ভিমস্যাপি রণেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীলোহারাম আচাজ্য পঠ্যতে শ্রীরামকান্ত আচাজ্য ... পুর্ব্ব দ্বারের মদ্ধ (?) দিতেয় পুছরে সংপুন্ন করেন এ গুস্থ জে চোর এত মাতা তষ্য ষুকারা পর্তষ্য গদ্ধক ইহা বুঝিবে মন তাই করিবে।। সন ১১৮১ সাল ... [ঐ, পুথি নং—২৭৯৮]

(১১৮০) ভক্তিচিন্তামনি। বৃন্দাবন দাস

তারিখ ২ জৈষ্ট সনিবার তিথি ৩য় যুকলা সন ১১৮২ সাল লিখিতং শ্রীগোপাল প্রসাদ দাস সাং পাওলা প্রগনে সাতসৈকা ... এই ... জে চুরি করিবেক পিতা ষুকর মাতা ষুকরি তৃতিয় প্রহর বেলা সমএ সমাপ্তঃ।। জথা দিটং তথা লিখিতং ইতি [ঐ, পুথি নং—২৮৫৫]

(১১৮১) শিব রামের যুদ্ধ।

ইতি ১২৫৮ সাল তারিখ ৬ হইতে পুর্ব্ব মুক করিআ লেখা যায়।। এই পুস্তকের মালিক শ্রীমহন্ত মহারাজ রামদয়াল চক্রবত্তি।। এই পুথি শ্রী হারাধন বিস্বাষের পুথি দেখে লেখা জায়।। এই পুস্তক জেনি চুরি করিবেক তেনি আপনার মাএর মারিবেক [ঐ, পুথি নং—৪৭৭৮]

(১১৮২) মুক্তা চরিত্র। নারায়ণ দাস

ইতি শ্রীমুক্তা চরিত্র সংপুর্ণ্ত।। লিখিতং শ্রীবিনোদ প্রসাদ দাশশ্য সাকিম বহড়ান পরগনে মনোহর সাহী চাকলে বর্দ্ধমান।। এ গ্রন্থ লিখা জায় মোং ... টি প্রতাপপুর তপ্পে বরদা সামিল তরফ ঘাটাল। তালুকদার শ্রীবিদ্যাধর শেনের উপর সাজো আনী তে আ ... লিখা গেল সকাব্দা ১৭২৭ সন ১২১১ সাল আখেরি সন ১২১০ দশশালের তারিখ ১৪ চৌর্দ্দএঁী জেষ্ট।। এ গ্রন্থ যে চুরি করিবেক শে আপনার সাশুড়িকে লইবেক ইতি — [ঐ, পুথি নং—৪৮৫৯]

(১১৮৩) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তী দোষক ভিমস্মাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। নাকল মোকামের শ্রীযুত গোবর্দ্ধন দত্তজার আদ্রর্স দেখিয়া নকল করিলার্ম ইতি শ্বাক্ষর শ্রীরঘুনাথ দাষ শেনষ্য সাং মনোহরপুর তরফ কালগোয় পং মন্ডলঘাট মোতালকে চাকলে বর্দ্ধমান পঠনার্থে শ্রীশৃষ্টীধর পরামানিক সাং কুলটীকীরি পং খানড় শোন আনি সরকার সাতগা - এ পুস্তক সন ১১৯৬ মাঘ সোমবার বেলা ৭ সাতঘটী সময়ে তামার্ম হইল ইতি— জে হরণ করিবেক মাতাতস্য গর্দ্ধবি পিতাতস্য শুকর ইতি— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬০৮৩]

(১১৮৪) মহাভারত। ব্যসদেব

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোস নাস্তী। ভিমস্বামী রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। এই পুস্তক জে চুড়ী করিবেক তাহার চর্দ্দপুরূস অধগ্রামী হেবেক।। এই পুস্তক পরিবার কারন লেখা গেল শ্রী চ (...) লাল কুন্ডু সাং নারায়নপুর পরগনে সমর সাহি জেলা হুগ্নি সন ১২৭২ সাল তারিখ ৩০ আস্বীন বেলা ... ময় সাঙ্গ হইল দিবা অবসান লিখিতং শ্রীব্যামাচরণ কুন্ডু সাং নিজবোটী - জানিবেন- [ঐ, পুথি নং—৬২৯৮]

(১১৮৫) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোষ নাস্তিক ভিমস্যাপ রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রুম। শ্রীব্যাস নারায়ন নমস্তে।। তদান্ত সারে কাসেদাসায় নমস্তে।। লিখিতং শ্রী ভৈরব ঘোস সাকিম মোজে বাতাসপুর পরগনে দরিমোড়েসুর সন ১২২২ সাল তারিখ ৪ ফালগুন পাঠক শ্রীভৈরব ঘোস সাকিনান মোজে বাতাসপুর শ্রীনফর পানের গহন বাড়ীতে উত্তর দ্বারে ... দক্ষিণমুখে বসিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত হৈল তি থি দ্বিতীয়া মঙ্গলবার দিবা - ৪ বারে দন্ড ছিটে সমাপ্ত। লিখনওআলা - জনের কেহু দোয়া না লইবেন জদি কুসু তুটি হয়া থাকে তাহা লইবেন - ক্ষেমা করিবেন।। [ঐ, পুথি নং—২৭৪৭]

(১১৮৬) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখীতং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং ভিমস্যাপে রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীরামধন চৌধুরি পাঠক শ্রীগুপিনাথ চক্রবর্ত্তি সাং ... সন ১২৪৪ সাল তা - ১৩ কার্ত্তীক বেলা আন্দাজী এক পহরের সময় — [ঐ , পুথি নং—৩৪৬৬]

(১১৮৭) রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব। যদুনন্দন

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং।। ইতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ মহং।। সকাব্দা ১৭২৮ সন ১২১৩ সাল মাহ মাঘ ৩ তেষরা রোজ তিথি বৃহস্পতিবার।। [ঐ , পুথি নং—৩৪৭৩]

(১১৮৮) চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যকেত্যাদি।। লিখিত শ্রীস্বরূপ চন্দ্র দাস্য।। [ঐ, পুথি নং—৩৬৪৭]

(১১৮৯) বৈষ্ণব নিবন্ধ।

ইতি এই গন্ত শ্রীভৈরব চন্দ্র ঠাকুরকে লিখিয়া দিলাম সঅক্ষর শ্রীসরূপ দায বৈরাগি। সন ১২৫৩ সাল তারিখ ২৫ কার্ত্তিক।। [ঐ , পুথি নং—৬১৭৬]

(১১৯০) মনঃশিক্ষা। কৃষ্ণদাস

ইতি শ্রীমনসিক্ষা বলি দ্বিপিকা সংপূর্ন্ন ।। মিতি ।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকোঃ ভিমস্বামেঃ রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি - সন ১২৭৬ সাল তা ২৬ জেষ্ট— [ঐ , পুথি নং—৬১৯৬]

(১১৯১) সত্যনারায়নের পালা। রুক্‌কিনীকান্ত

ইতি সত্য নারাঅনের পালা সমাপ্তঃ।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোস নাস্তিঃ ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সক্ষর শ্রীযুৎ কাতিকচরন পন্ডা সাকিনে মো... পুর পরগনে মন্ডল ঘাটঃ।। পঠনার্থে শ্রীজাদবিন্দ্র ঘোস সাকিনে মোপুর পরগনে মন্ডলঘাটঃ। ইতি সন ১২ সর্ও ৬৬ সাল তারিখ ৩২ আসাড়।। এ পুস্তক জে চুরি করে কিম্বা ছাপাঅ্যা রাখে তাহার মা এর উপর তাল্যাক এই দিব্যি জ্ঞান করিবাঃ।।

একপদ লঅ চোক্ষ প্রিকিতি ধিগ্যানঃ তার কান্তা সস্যাপতি জগতে বাখানঃ তার অর্দ্ধেক রূপ বল্য জেই দ্রব্য হুএঃ সেই দ্রব্য অবস্য পাঠাবে মহাসএঃ।। রোজ যুক্রবারে বেলা সাত ঘটিতে সমাপ্ত ইতি ...।। [বিশ্ব ভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬২২০]

(১১৯২) শিব রহস্য। যুগলপানি দাস

ইতি সিব রহস্য সমাপ্ত।। জথা দৃষ্টীতং তথা লিখিতং ।। লিক্ষকো দোস নাস্তি ।। ইতি সন ১২১১ সাল তা ৩ ফাগুন — [ঐ , পুথি নং—৬২৭৯]

(১১৯৩) অদ্বৈত সূত্র কড়চা। কৃষ্ণদাস

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকের নদোষ নাস্তিকং ভিমস্যামি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।। লিখিতং শ্রীবিপীন বিহারী গোস্বামী।। পঠনান্ত নিজহা ...।। শন ১২৯৯।২।৭। সৌম বাসরে কৃষ্ণ

পক্ষীয় দ্বাদষি বেলা দুই প্রহরের পর সমাপ্ত।। নিবাস ইন্দুপুত্র জেইজন চন্দ্রে বিন্দু মঘাশন তাহাদের ... কুমদ বান্ধব পুরে দক্ষিনেতে বসাইবে সেই গ্রামে বসত জানিহ্ নিশ্চয়ই— [ঐ, পুথি নং— ৬২৯১]

(১১৯৪) রামায়ণ—লঙ্কা কান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি লঙ্কাকান্ড সমাপ্ত।। জথাদিষ্ট তথা লিখিতং ইত্যাদি।। লিখিতং শ্রীলালমোহন মুখপাধ্যাঅ পুস্তক শ্রীআনন্দ চন্দ্র মুখপাধ্যায়।। ইতি তারিখ ২৯ কার্ত্তিক বিরষ্পতিবারে ছয় দন্ড বেলা থাকিতে রামাঅন লঙ্কা কান্ড হইল।। বহু জত্নেন লিখিত গ্রন্থ জশ্চোর অতি পুস্তকং মাতাচ ষুকরি তস্যা পিতা ভবও গদ্দবপ।। নিবাশ খুজটি পাড়া সন ১২২৪ সাল ইতি [ঐ, পুথি নং—২২২১]

(১১৯৫) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস

ওঁ শ্রীরামচন্দ্রয় নম। সিতা লক্ষনায় নমঃ। শ্রীহনুমতা অনম। মোকামে মানেক চান্দরের বৈইঠ খানায় সংপূর্ন্ন এক প্রহর বেলা থাকিতে।। সন ১২১৮ সাল আ (খো) র তারিখ ১৬ ফাল্‌গুন ষুক্ল পক্ষ বুধবার।। লিখিতং শ্রীলালমোহন দেবসর্ম্ম সাং সামুখা (?) এই পুস্তক আনন্দ চন্দ্র মুখপাধ্যায়।। এ পুস্তক জে চুরি করিবে তার বাপ গাধা মা যুখার।। জথাদৃষ্ট তথা লিখিত লিখ্যকো দোশ নাস্তি।। ভিমস্বাপে রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। শ্রীহরি।। [ঐ, পুথি নং—২২২১]

(১১৯৬) রামায়ণ (অযোধ্যাকান্ড)। কৃত্তিবাস

অযোধ্যা কান্ড সমাপ্ত রচিলা কিত্তিবাশে।। প্রোষ্ট পদ্যাং পুর্ন্তমাস্যাং সপ্তায়াং শনিবারয়া। লিখিতং বহু জত্নেন আনন্দেনদ্বিজেন্চ।। যত্নেন লিখিত গ্রন্থয়শ্চোরয়তি পুস্তিকং মাচাত সূকরি তস্য পিতা ভবতি গর্দ্দভ।। পিতৃ আজ্ঞায় গ্রন্থ লিখিলাম আমি। ছন্দভঙ্গে দোস আমার না নিয় ভ্রমু মুনে।। ভিম স্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ জত্নেন লিখিতং গ্রন্থ লিখকেন দোস নাস্তিক।। অজোধ্যাকান্ড এতদ্বরে সমাপ্ত।। তারিখ ৮ ভাদ্র তিতৃয় প্রহর বেলার সমএ গ্রন্থ সমাপ্ত হইল সন ১২১৮ বারসও আঠারো সাল। সকাব্দা ১৭৩৩ সতরসও তেতৃষ ইতি— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২২২১]

(১১৯৭) মহাভারত (দ্রোণ)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখক দোষ নাস্তিক ভিমস্যাপে রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্যম।। ইতি সন ১২৪২ সাল তা ৯ য়াসাড় বেলা চার দন্ড সমএ সমপ্ত হইল।। পাঠক শ্রীইশ্বর চন্দ দাস সাঃ রসোঙা— যাথাদেক তেথা লেখে মোর দশো নয় য়াদরসে ভোল বলে সব্ব লোকে কথা তখ হয় ভেম ভঙ্গ রনে। সেব নাহি পায় জার হস্ব বদনে।। ... এই গ্রন্থ করে চুরি জনক গদ্দব জননে সুকরি।। দ্বারকা নাথ দাষ সাঃ রসোঙ ...।। [ঐ, পুথি নং—২৬৫০]

(১১৯৮) যযাতির নরমেধ যজ্ঞ। কৃত্তিবাস

ইতি জজাতি জজ্ঞ পালা সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২৫৭ তারিখ ৯ চৌইত্রি লিখিতং শ্রীরামচরণ বাড়ুই পঠনা শ্রীবিপ্রদাস বাড়ুই।

লিখিবার দোষ ভাই কখনা লবে।
অষুর্দ্ধ থাকিলে তাহা ষুর্দ্ধ করে লবে।।

[A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society, Vol IX, পৃ. ৭৭-৭৮, পুথি নং—৫৪০৩]

(১১৯৯) ভজনতত্ত্ব। অনন্ত দাস

শ্রীগুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবচরণ আশ্রিতং শ্রীনিমাইচরণ তার দাসের দাস লিক্ষ্যতং ইতি বেলা দুই প্রহর বাকী থাকিতে ত্রিয়োদশি তিথি বার সোম পহিলা কাত্তিক মাসেতে সন ১১৮৯ সাল শ্রীযুত গঙ্গাধর মিত্র তার বাটীতে সাকিম কানপুর চাকুলে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

লিখকের দোষ ন লবে লিপি দোষ থাকিলে শুদ্ধ করি পড়িবে। পাঠকের আমার নমস্কার। অক্ষর বর্ণের দোষ করিবে না।

আপনি শুদ্ধ করি করিবে পঠন।
লিখকের অপরাধ করিবে মার্জ্জন ।।

[ঐ, পৃ. ২৩৩. পুথি নং ৪৯০১]

(১২০০) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

লিপিকর সাধুচরণ দাস। সন ১২১৫ সাল তারিখ ৬ অগ্রায়ন রোজ রবিবার তিথি তৃতিআ। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৭২১]

(১২০১) ধর্ম্ম মঙ্গল। প্রভুরাম এবং রামচন্দ্র

[অষ্টম খন্ডের শেষে আছে]

সন ১০৭৩ সাল। ৩০ ফাল্গুন। তিনই রোজ পালা সমাপ্ত। লিক্ষীত শ্রীগৌরাঙ্গ সূত্রধর।

[দশম খন্ডের শেষে]

শুভমস্তু। শ্রীশ্রীধর্মায়। সন ১১০২ জথাদৃষ্ট মিত্যাদি।

[বিংশ খন্ডের শেষে]

লিখিতং শ্রীঅর্জ্জুন কর্ম্মকার পন্ডিত। জথাদৃষ্টমিত্যাদি! কর্ম্মকার কুলেজাতঃ শ্রীদঅরাম পন্ডিতঃ। তস্যাত্মজং মর্দ্ধম শ্রীমদর্জ্জুনদাস পন্ডিতঃ।। শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীমল্লাবনীনাথঃ। শকাব্দা সন ১১০১৭ (১১১৭) সাল মাহ শ্রাবণ ৩২ রোজ। সংক্রান্তি ইতি।

[একবিংশ খন্ডের শেষে]

সন ১০৭৩ সাল ৩০ আশ্বিন। লিখিত শ্রীবৃন্দাবন ছাটুই।

[A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol IX, পৃ. ৩০৭-৩১০. পুথি নং ৫৪৪১]

(১২০২) মহাভারত—কর্ণপর্ব। নিমাই পন্ডিত

জথা দিষ্ট তথা ভাই করিল লিখন।
লিক্ষকের দোষ না লইবে বিজ্ঞ জন।।

ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ।। জৈষ্ঠী - পুস্তক পাঠরতা শ্রীমন্ত দাস তন্তুবায় (তন্দ্রবাএ) সাকিম পাত্রসাএর। [ঐ, পৃ. ৩০, পুথি নং—৫৩৯২]

(১২০৩) ক্রিয়াযোগসার। অনন্তরাম

ইতি সন ১২০৩ সন তারিখ ৫ই ভাদ্র রোজ শনিবার। জথাদৃষ্টং তথা লিখিত মিত্যাদি ।।

অক্ষর দেখিয়া যেবা করে রোষ।
নিশ্চয় জানিবা তার শাশুড়ীর দোষ অবশ্য ২

শ্রীলক্ষীকান্ত দেব শর্ম্মনঃ স্বাক্ষরঞ্চ পাঠার্থং শ্রীকালীচরণ গোপ ও জুদিষ্টির গোপ ও রামকেসব গোপ সাং মাছিমন গড় দিগির দক্ষিণ পাড়ে বাড়ী মেরুখন্ডে শ্রীদুর্গা শ্রীরাম [A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in The Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol IX, পৃ, ৫৪, পুথি নং—৪০৪৫ এ]

(১২০৪) প্রেমবিলাস। নিত্যানন্দ

ইতি শ্রীপ্রেম বিলাস গ্রন্থ সম্পূর্ণঃ ।।. ।। লিক্ষিতং শ্রীশ্রীধজামনি পট্টমহাদেবি।। ইতি ।। প্রেম বিলাস গ্রন্থ সমাপ্ত নিত্যানন্দো জন্ম মাত্রাদিবসে সুক্লপক্ষে রবিবারে তিয়দসি অস্তি দিবসে প্রেমবিলাস সংপূর্ণ

হৈলা দুই প্রহর বেলা ইতি।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৫১ , পুথি নং—২৬২]

(১২০৫) মহাভারত—১৮ পর্ব্ব। সঞ্জয় কবীন্দ্র

ইতি মহাভারথে য়াঠার পর্ব্বনিয় যুধিষ্ঠির স্বর্গয়ারোহন সমাপ্ত।। ইতি সন ১২২৩ ত্রিপুরা তারিখ ২৮ ফাল্গুন।। এহি পুস্তক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দেয়স্য রাএ মহাসয় অধিকার দুক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি মাতা গাধিং পিতা সুকরং জর্ম্মে ইত্যাদি। শ্রীরামসরণং পাল লিখিতং পুস্তকং স্বাক্ষরং চেতিং শ্রীশ্রীযুক্ত গঙ্গাধরং মাণিক্যয়ং অধিকাং ... য্যধিকারং।। দিষ্টং লিখিতং জথা ।। সমাপ্ত ।। ৪ ।। [ঐ , পৃ . ১০৬, পুথি নং—১৭২]

(১২০৬) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন দাস বৈদ্যী।। মোকাম ... শ্রীযুত লোচন ... রের বাড়ি।। এ পুস্তক শ্রীআত্মারাম হাঁসি তাতির পাঠ্য .. হইল।। ইতি সন ১০৪৮ (?) সাল তারিখ ৮ আটই জৈষ্টী।। [ঐ , দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৪১, পুথি নং—৬৪২]

(১২০৭) মহাভারত—আদি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

এই পুথি আরম্ব করি লিখিতে মোং শান্তিপুরে ৩৪ শালে ২০ পৌষে এই পুথি লিখিলেন শ্রীরাধাশ্যাম দাস প্রামানিক নিবাস শান্তিপুর কারণ প্রজুক্ত পড়িবার এতদার্থে। জিনি পড়িবেন তেহোঁ ভুল ধরিবেন না। জদি বল কীতদার্থে। ভিমশ্বাপি (ইত্যাদি)। পৌষ মাশে প্রাতকালে চারি দন্ড বেলার সময় বুধবার দুতিএ সেই দিবস এই পুথি সাঙ্গ হৈল ... সেই দিবস কুয়াশা বড় হৈয়েছিল তখন কুয়াশা নাস হইনি।। ... ইতি সন বার সও গ্রহ শাল তারিখ ২৫ পৌষ বুধবার ... [ঐ , পৃ. ১২৪, পুথি নং—৬১৪]

(১২০৮) হরিশমঙ্গল—চন্ডী - পাঁচালী।

"ইতি সন ১২৩৩ সন তারীখ ২৯ জৈষ্ঠ রোজ সনিবার বেলা ছএ দন্ড থাকিতে ছপারিয়া ঘরে বসিয়া পুস্তক লেখা স্মাপ্ত হইল ।। .. ।।" [মুন্‌শী আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ , প্রথম খন্ড - দ্বিতীয় সংখ্যা , পৃ . ৫২ , পুথি নং—৫১৪]

(১২০৯) রামের স্বর্গারোহন। ভবানী দাস

ইতি রাম স্বর্গারহন সমাপ্তঃ।। অজ্ঞানে লিখিল পুতি জানিয় কারন। পন্ডিত জনে করিবা শুদন।। অবুদের দুষ কিছো না ধরিয়া মন। অক্ষর না হয় ভাল জানিবা কারণ।। শ্রীগুরু চরণে সবে সদাএ কর আশ। সক্ষর লিখিল শ্রীচন্দ্র কিষুর দাষ। ইতি সন ১২৫৯ সন। তেরিখ ৩ পোষ রোজ বৃহস্পতি বার বেলা এক প্রহর সমএ পুস্তক সমাপ্ত হইল। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ , বঙ্গীয় সাহিত্য - পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড , পৃ . ৭৮, পুথি নং-—৫৪৭]

(১২১০) ২৪৯। শিবরামের যুদ্ধ। কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২২৫ সাল তারিখ ৮ আশাড় সক্রুবার বেলা এক প্রহরের সয় ইতি।

সিব রামের যুদ্ধ সমাপ্ত ইতি এ পুথী জনার্দ্দন গাএনের। জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লির্ক্ষকে দোস নাস্তাকঃ।। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts , Vol I , পৃ - ১৯৫, পুথি নং—২৪৯]

(১২১১) রামায়ণ, শিবরামের যুদ্ধ। লক্ষ্মণ

লিখিতং শ্রীকমলা কান্ত নাপিত পাঠক শ্রী ... কার্ত্তিক সন ১১০৫ পাঠকস্য রোজ লক্ষ্মীবার। [ঐ , পৃ. ২২৫, পুথি নং—২৮৪]

(১২১২) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড। কৃত্তিবাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।। বানর বেষ্টিত লঙ্কা বন্ধনশ্চ মহোদধি। ভীমস্যাভিরনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি লঙ্কাকান্ড সমাপ্ত।। সন ১০১৯ সাল মাহ ২৩ শ্রাবন রোজ বৃহস্পতি বার ।।. ।।. ।।. ।। লিখিতং শ্রীপ্রানবল্লভ দত্ত সাধু বনিকশ্য।। ।।. ।। শ্রী দুর্গায়েণম ।।. ।।. ।।.।। মোকাম বালিগ্রাম ।।. ।। [ঐ, পৃ. ২৩৪, পুথি নং—১৭১৯]

(১২১৩) মহাভারত—বৃহৎ ভীষ্মপর্ব্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। লিখক শ্রী মহেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর মাধব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সন ১২৬৭ সাল তারিখ ২১ আশ্বিন বেলা ৩।৷ সাড়ে তিন প্রহর সমএ সমাপ্ত হইল। পাটক শ্রীমাধব চন্দ্র সঁ তাঁতি।। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol I, পৃ. ৫৫০, পুথি নং—১৭৫২]

(১২১৪) মহাভারত—মুষল পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি সাস্ত্র অধিকারী দেবী স্বরস্বতি মাতা তথাপি তাহার বিচলিত হয় কথা।। মহাবল হ দেখ হস্তি মহাশয় তথাপি তাহার পদ বিচলিত হয়।। লিখিতং শ্রী সুরত রাম দাস সাং নওগ্রাম সন ১০৮৫ সাল তাং ৩০ বৈশাখ রোজ সোমবার। এ পুস্তক শ্রীভরথ নন্দি সাং কয়তা রাধা কৃষ্ণপুর। [ঐ, পৃ. ৬৫৪-৬৫৫, পুথি নং—২৩৭০]

(১২১৫) মহাভারত—আদি পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীবংসীধর দাস সরকার সাং স্যামনগর এ পুস্তক শ্রী রাধাকান্ত মদক সাং জামকুন্তি ইতি সন ১২৪৫ সাল বিতারিখ ১৫ কার্ত্তিক রোজ মঙ্গলবার।

তিথি শুক্লপক্ষের ত্রিয়োদসী। প্রথমে নার্জীতং বিদ্যা দ্বীতিয়ে নার্জীতং ধনং। তৃতীয়ে নাজীতং পুন্যং চতুর্থে কীং করি সুতি।। ভাত্রি বর্ষ্ঠনেনৈব চৌরে নাপী ন নিঅর্তে। দানে নৈব ক্ষয়ং জান্তি বিদ্যারত্ন মহধন।। [ঐ, পৃ. ৫৭৮ , পুথি নং—২০০২]

(১২১৬) মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব্ব। নিত্যানন্দ ঘোষ

জথাদৃষ্টমিত্যাদি এ পুস্তক শ্রীজয়দেব মাজির এ পুথি যে হরিবেক সে সাসুড়্যা হইবেক। সন ১১৮১ সালের আখেরি। ইহা জ্ঞাতো করিলাম য়ামি সাসুড়্যা হই মাহে ২ পৌষ। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol I, পৃ. ৭৬, পুথি নং—১৫২১]

(১২১৭) মহাভারত—স্ত্রী পর্ব্ব। নিত্যানন্দ ঘোষ

আমি মুর্খ অকিঞ্চন সাস্ত্র নাঞি জানি। পুস্তক পড়িব জে কহিব যুদ্ধ বানি। ভারথ লিখিবার সভার সাধ্য নয়। সমস্ত সুজ্ঞান হইলে পুথি বৃদ্ধ হয়। স্ত্রীপর্ব্ব লিখিলাম অনেক জতনে। ... জেই জন ... ইতি ১০৮৩ সাল তাং ১০ অগ্রহায়ন। [ঐ. পৃ. ৭৭৭, পুথি ২৭১৩]

(১২১৮) পাষন্ডদলন। বৃন্দাবন দাস

লিপিকরণ সাধুচরণ দাস।। তারিখ ১৬ ভাদ্র রোজ শোমবার।। [বিশ্বভারতী পুঁথিশালার পুথি নং —২৭১৮]

(১২১৯) পদ্মাবতী। আলাউল

লিপিকরের স্বকবিম্ব প্রকাশের নিদর্শন —

কহে কবি আলাওলে পুস্তক উপমা।
সমাপ্ত হইল পদ্মাবতী অনুপামা।।
বহু কষ্টে বহু দুঃখে বহু পরিশ্রমে।

সমাপ্ত করিল পুতি লেখী জেষ্ট রামে।।

মঘী সন, ইংরেজী সন, বাংলা সন ও শকাব্দ দেওয়া আছে। তন্মেধ্যে একটি :

ইংরেজ শকের কথা কর অবদান।
অধভাগে বঙ্গসন করিমু বয়ান।।
ছলছা আৰ্ব্বা লই রুদ্র জোগ করি।
তাহার দক্ষিনে আদ্রা রাখিলাম হরি।।
অতি রাত্র গগন রাখিবা তার পীঠে।
ইংরেজী শকাব্দ এই বুজ বুধ শ্রেষ্ঠো জানরি মাহে। ...
কহে হিন আজগর আলি রছিআ পয়ার।
নানুপুর গ্রামে ধাম বসতি আমার।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭, পুথি নং ২৬৭]

(১২২০) ফরায়েজ-নামা। ইসমাইল

অত্র ফরাএজ নামা সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৭ মঘি তারিখ ৩ কাৰ্ত্তিক মোং রামজানল মোবারক রোজ মঙ্গলবার দ্বিপহর সময়ে লিখাপরা সমাপ্ত। বং শ্রীআলিমদ্দিন পীং শ্রীহায়েদর আলী খোং সাং ডেঙ্গাপাড়া মালিক খোদ বটী।। [ঐ, পৃ. ৩৫৭ , পুথি নং—৫২৮]

(১২২১) বারমাসী সংগ্রহ।

(লিপিকর) : বারমাস লেখা হৈল আর লেখিব কি ?
পূৰ্ব্বে ছিল বাঙ্গালা করিলাম আরবী।।

শেষ পংক্তিদ্বয়ের দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে, লিপিকর বাংলা হরফে লিখিত পান্ডুলিপি হইতে আরবী হরফে প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। [ঐ, পৃ. ৩৭৪, পুথি নং—৬৯৯]

(১২২২) গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর আচার্য

ইতি সন ১২০৯ সাল তারিখ ৬ কাৰ্ত্তিক কৃষ্ণপক্ষ দশমী-এই পুস্তক শ্রীমতি কৃষ্ণমনি দাসি সাকিম বহুবাজার। রোজ বৃহস্পতিবার।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৪১]

(১২২৩) দক্ষিনরায়ের পুস্তক (জাগরণ)। কৃষ্ণরাম কাএস্ত

ইতি য়াসিৰ্ব্বাদি।। ইতি সমাপ্ত।। সন বারসশো ১২২৭ সাল : অগ্রনি ১১ ষুর্কুর বার তিথি পঞ্চমি।। য়ক্ষর দোস নাস্তিকং। লিখিতং শ্রীরামকান্ত নাথ পন্ডিতং পুত্রং বর্দিনাথ গায়নে য়াসিৰ্ব্বাদং রায় করিবেন। ইতি সমপ্ত ১১খ [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১২৪ পুথি নং—৮৮৫]

(১২২৪) পঞ্চাননমঙ্গল (জাগরণ)। দ্বিজ রঘুনন্দন

এইতি। লিখিতং শ্রীরামকান্তনাথ পন্ডিতং সাকিম খুরুট ২৫ অগ্রান মুকুর বার এক প্রহরের বেলা ত্রিয়দসি এই সাং দার্থং। এইতি সন ২২০২ সয় ১২ সাল। (সন ১২২২ সাল)। অক্ষর দোষ নাস্তিকং। ইতি বরনং লিখিতং।

[৩১ক রঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায় ভকত নাএকে প্রভু হবে বরদায়।।

লিখিতং শ্রীরামকান্ত নাথং তিলকনাথং পন্ডিতের পুত্র রামদেব নাথ পন্ডিতে পৌত্র শ্রীবৰ্দ্ধিনাথ পন্ডিত গাএনে রক্ষং দেব পঞ্চাননং শ্রীবিস্যনাথং পুত্রেং রক্ষং দেবগনং বংসং বিৰ্দ্ধি দিয়ং দেবং দিবিংগনৈ এই নিবাদনং ইতি।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি - পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৫৪ পুথি নং—৮৬৫]

(১২২৫) মনসার সারী। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

ইতি বানযুর্দ্ধের পালা সাঙ্গ হইল ইহা পর জাগরন হইবেক ইতি সন ১২২৭ বার সও সাতাইষ সাল। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। এই পুস্তক শ্রীরামকান্ত যুগি সাং কাষুন্দে তারিখ - ২৬ শ্রাবন বেলা ডের প্রহরের মর্দ্ধে সমাপ্ত।। [ঐ, পৃ. ২৮৩ - ৮৪. পুথি নং—৯৮৬]

(১২২৬) গোবিন্দমঙ্গল। কবিচন্দ্র

বাছনে করিয়া কোলে করিল স্বথন এত দূরে পালা সায় কবিচন্দ্রে গান।।
এই পালা কৃষ্ণ লিলা জে জন গাওয়ায় অধিক পরম যুখ অন্ত মক্তি পায়।
এইখানে রহৈ ... ই এই উপাক্ষন হরি হরি বল সর্বে পালা হইল সায়।।

ইতি সন ১২২৮ সাল তারিখ ২৭ মাঘ রোজ ব্রহস্পতিবার শ্রীবিস্বনাথ বল বেহার থানা শ্রীশ্রীভাগ্যিধর বাগ্দী। [ঐ, পৃ. ৮৭, পুথি নং—৯৮৯]

(১২২৭) রামায়ণ (লঙ্কাকান্ড)। কৃত্তিবাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং— মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সতক্ষর মীদং শ্রীঈশ্বরীদাস।। কৈবর্ত্ত (কু) লম্ভব।। সক ১৬৫৮।। কর্কট রাসৌ কৃষ্ণ পঞ্চমী ভ্রগুবারে দুই প্রহর সমএ ১৪১ক [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি - পরিচয়, তৃতীয় খন্ড , পৃ . ৩৪৭, পুথি নং—১০৪৭]

(১২২৮) রামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ)। কবিচন্দ্র

ইতি সিবরামের জুর্দ্ধপালা সমাপ্তঃ। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লির্ক্ষকে দোস নাস্তিকঃ।। ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। এই পুস্তক সন ১২৩৯ সাল তারিখ ২১ মার্ঘ রোজ যুক্রবার - বেলা এক প্রহরের সময় ১০ ক] [১০খ সেবক শ্রীমাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় - সেবক শ্রীহরচন্দ্র তাতির পুতি সাকিম বলহাটি শ্রীপরাণ সরকারে লেখা বাড়ি বসেই জে পড়িবেক সে সাসুড়ে হইবেক— ১০খ] [ঐ, পৃ. ৩৫০, পুথি নং—১০৮৪]

(১২২৯) গোবিন্দ মঙ্গল, পদাবলী। দ্বিজ কবিচন্দ্র, বিশ্বম্ভর, শিবরাম

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখোককো দোস নাস্তি। ভিমস্য রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি সন ১২২৭ সাল। ১২ মাঘ। রোজ মঙ্গল বার।। এই পাট লইবে শ্রীতিনকড়ি রায় সবংসে পতিতো রাজান্মুখ পুত্রঞ্চ পন্ডিতা অধোনেন ধনং প্রাপ্তি ত্রিন বৎসর তেজৎ। লঙ্কা দগ্ধ বোনং ভগনং লাঙ্গ তাস্থ দধিঃ জৎ কৃৎ সামান্য ...। ১১খ] [ঐ, পৃ . ৩৫২ , পুথি নং—১০৯৫]

(১২৩০) কালিকা মঙ্গল, বলরাম কবিশেখর

এ ইতি কালিকা মঙ্গলকথা সমাপ্তত ।। পুস্তক সমাপ্ত সন ১২২৪ সান্দ তারিক ৮ কার্ত্তি রোজ বুদবার। তিথি ত্রিয়দসি। আড়াই প্রহর হইলে শ্রীরামকান্ত নাথং পন্ডিতং। পুস্তক লিক্ষিতং দোস নাস্তিং। অক্ষরং দোসা নং। সাং সাংকিম। খুরুট দরজায় সিবস্তানে পূর্ব্বমুখ সাপ্তাথং জাগরন' নাচাড়ি রাত্রি পালা' পালাচ।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি - পরিচয়, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৩৮-৩৯, পুথি নং—১০০২]

(১২৩১) মহাভারত (জানপর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোকো দোস নাস্তীকং ভিমস্বামী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। অতএব মহাশয় দির্গে বলা জায় জে এহার দোশ জেন না লহ আমী অতি মুর্খু কীছুই জানা নাই আর বিযেস জানা নাই আর পাচটি জানা নাই : — অতএব কেহ দোশ দিবে নাই।। সরকাব গোহালপাড়া শাং কলাগ্রাম - ইতী - তাং - ২০ আশ্বীন - বেলা দুই ঘটী ২৬ক]

[২৬খ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ। -

স্বহায় ।-
এহা পুস্তক যে চুরি করে
তাহাকে ঐ ঠাকুরজির দির্ব্ব
[ঐ, পৃ. ৩৯৯, পুথি নং—১৩৪৩]

(১২৩২) গিরি সংবাদ। দ্বিজ গোলক ভট্টাচার্য

ইতি গিরি সংবাদ সমাপ্ত হইল।। ইতি তাং ৩০ ভাদ্র বেলা আড়াই দন্ড থাকিতে সমাপ্ত হৈল এই পুযতক শ্রীযুত দুর্গা চরণ ধর নিজের হস্তের অক্ষর।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং।। লির্ক্ষক দোষ নাস্তিঃ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। এই পুস্তক মোঃ কলিকাতার সেখারি টোলার শ্রীযুত হরে কৃষ্ণ আগুরির বাটিতে বসিয়া ... ৭ক] [ঐ, পৃ . ৩০ পুথি নং—১০৭৫]

(১২৩৩) বৃন্দাবন জ্ঞান। কৃষ্ণ দাস

ইতি শ্রীকোবিরাজ গোঁস্বামি বিরচিতং শ্রীবিন্দাবনর্জ্জান সংপুর্ন্ন।। লিখিতং শ্রী নেবু বেওস্যা পুস্তক শ্রীখোতাস দারুনি।। যথাথা দিষ্টং তথা লি (খি) তং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং ভিমস্যাঁপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১২৪১ সাল - তারিখ ২৯ জোষ্টী ৬খ] [ঐ, পৃ . ১৭৯ ,পুথি নং—১৩৬৪]

(১২৩৪) বৈষ্ণব মাহাত্ম্য। বৃন্দাবন দাস

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য সমাপ্ত ইতি সন ১১৩৩ সাল মাহ অগ্রায়ন সোমবার দিবসে বিকালে পুস্ত লেখা সমাপ্ত মোকা শ্রীশ্রীমন্দির আদর শ্রীযুত লালদাস বৈষ্ণব ঠাকুর লিতং শ্রীআনন্দীরাম দাসঃ।। ১২ক] [ঐ, পৃ. ১৮৪, পুথি নং—১৪৮৯]

(১২৩৫) অন্নদামঙ্গল (কালীব্রত) ভারতচন্দ্র

ইতি। জথাদিষ্টং তথা লিখিতং ... মতিভ্রম। ইতি লিখিতং শ্রীশ্রীরামকান্ত দেবনাথ। ইতি। সন বার ১২ সয় ৩৬ সাল ১৮ কার্ত্তিক সমবার তিথি চতুদ্দসি।। ৫৭খ] [ঐ, পৃ. ৩৩৯, পুথি নং—১০০৬]

(১২৩৬) মহাভারত (বিরাট) কাশীরাম দাস

ইতি শ্রীমহাভারত অজ্ঞাতবাস বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত।। লিখিতং মদুযুদন দেঘুরা পাঠক শ্রীসদু সত্র্ধর - ইতি - সন ১২৩৮ সাল তাঃ ২৪ আসাড় - বিরাট পর্ব্ব আসি পাতে সংপুর্ন্ন - ৮০ ক] [ঐ, পৃ., পুথি নং—১৩০৮]

(১২৩৭) গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী। দুর্গাপ্রসাদ

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তী শ্রীরামচন্দ্র কোঙর লিখিয়া দিলেন শ্রীচন্ডিচরণ কোঙর ভাইজিকে লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৫২ সাল তারিখ ১ আসাড় [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬১৭৮]

(১২৩৮) শিক্ষাপটল।

ইতি সিক্ষ্যে পট্যল গ্রন্ত সমাপ্ত : সঅক্ষ্যর শ্রীসরূপ চাঁদ দাষ বৈরাগি :। নিবাষ জগদিষপুর : শ্রী ভগবান মিস্তিরিকে এই লিখিয়া দিলাম : নিবাস মুন্দ্যে :।। ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ২০ পৌষ :।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬১৮৩]

(১২৩৯) চৈতন্যমঙ্গল। জয়ানন্দ

ইতি গোরাচন্দ্র স্যামসন্যাস খন্ড সমাপ্ত। ইতি সন ১১৬৬ সনে তারিখ ১৪ বৈসাখ লিখিতং শ্রীরাজ নারায়ন ঘোষ শাং শ্রীমৎ রামদেব পরমানিককে লিখিয়া দিলাম।। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চন্দ্র [ঐ, পুথি নং— ৬১৮৯]

(১২৪০) অঙ্গদরায় বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র

দোষ নাহি দিবে কেহ হবে অবসত : ।। ইতি মদ্ধৌ বুদ্ধ অবুদ্ধ ...।। ... নাহি দিবেক দাশেন সাধু শ্লোকে।। এই পুস্তক শ্রীগগনচন্দ্র হাজরা আগেহি সউক্ষর।। এই অঙ্গদ রায়বার রাত্রি ইত্তী ইংরাজী দয ঘন্টা রাত্রির সমএ সমাপ্ত হইল ।। শ্রীমধুদন পানের মুদিখানাএ হইল।। ইতি সন ১২৪৮ সাল।। ইতি।। - তাং - ২৮ - আশ্বীন।। - বুধবার - ।। শ্রীদুর্গা ।। এই পুস্তক শ্রী ... চন্দ হাজরা।। সাং ... মৌজে ...।। [ঐ, পুথি নং—৫৭৭০]

(১২৪১) গুরুদক্ষিণা। কবিচন্দ্র

অ মহামহিম শ্রীযুত রাম মোহন পান কোস্য কার পাত্র কাজনঞ্চ আগে আমি মোহা সএর শ্রীচরনা আসিব্বাদে এজনা প্রণমতক আগে হরবখ : সেবক শ্রীশেখ রেজাউদ্দিন। [ঐ, পুথি নং—১৫০৭]

(১২৪২) মহাভারত (গদাপর্ব)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিখকো দোষ নাস্তিকং ভিমস্বামি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিত শ্রীগোপাল চন্দ কম্মকার পাটকত সাং ডামরা - ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৫ পৌষ রোজ রবিবার তিথি সপ্তমী নিজবাড়ীর অগিনেতে বশীএ্যা লিখিলাম বেলা ৪ চারি দন্ড থাকিতে সংপূন্য হইল।। শ্রীযক্ত মুকুন্দ লাল মৌসল সাং ডামরা ইসাদ শ্রী নিত্যানন্দ মুখুপাধ্যায় সাং ডামরা - ইতি।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩২৪৮]

(১২৪৩) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দ্রিষ্টং তথা লিখিতং লিখিত এষ নাস্তিক ভিমস্যামরণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভুম। - ইতি সন ১২৭২ সাল তারিখ ১২ ভাদ্র সনীবার তিয়দশি তিথী লিখিতং শ্রী লালবেহারি হালদার পাঠক শ্রী ঐ বাপ এই পুস্তক সমাপ্ত হইলা শ্রীতারানন্দ চক্রবর্ত্তির টাকুরন বাঙ্গালায় বেলা য়ান্দাজী ২ দ্রই দন্ড থাকীতে হইল তাহার সাক্ষী শ্রীচন্ডী চরণ মুখর্জী সায়ক্ষর মিদং জিবন বাড়ুজ্যা — মনুহন্দুআখন - [ঐ, পুথি নং—৩২৬৫]

(১২৪৪) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথাদুসান তথা লিখীতং লীখক দোশ নাশীকং ভিমস্বামী রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভূম - লিখিতং শ্রীগোপাল শ্বালুই সাং ডামরা সন ১২৪৫ সাল ২৫ পোষ তারিখ ইশাদ শ্রীবৈকল্য বিশ্বাষ সাং ডামরা শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোসাল নিতাই চন্দ মখোপাধ্যায় ঈশান চন্দ ঘোসাল জগবন্ধু চট্যোপাধ্যায় শ্রীশমাপ্ত দক্ষীন দ্বয়ারী ঘরো প্রভাতে বশীয়া পাপা .. মা আমার ৩ মাতা বো ... করীতো পুন তাহা জানাবেন — শ্রীনিরঞ্জন মখোপাধ্যায় হরেকষ্ণ মখোপাধ্যায় দিনবন্ধু মখোপাধ্যায় সাং ডামরা ইহা জানাবেন। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩২৬৭]

(১২৪৫) বিষ্ণুবন্দনা। দেবকিনন্দন

ইতি বৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসস্য পাটক শ্রীঅজঅ সৌ সাকিম বড়রা।। সন ১১৮৯ সাল তা অগ্রাসন।। রোজ সোমবার এ পুস্তক শ্রীবৈদ্যনাথ দাস তন্তুবায়ের ঘরে সম্পূর্ণ।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৯২১]

(১২৪৬) গৌরগণোদ্দেশ। শ্রীরামদাস

সন ১২৩৩ সাল।। লিখিতং শ্রীজগমোহন দাষ বৈরাগ্য।। জার সোমা পৃথিবিতে নাঞী হতভাগ্য।। মাহ ফালগুন বুধবার।।... প্রহরের সময়।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখক দোষ নাস্তি।। ইতি পুস্তক শ্রীহারাধন দাস বৈরাগ্য।। [ঐ , পুথি নং—২৩১৭]

(১২৪৭) ভারত পুরাণ। কাশীরাম দাস

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং কালাস্তেকং : । ভিমসীপে নর ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১২৫৪ সাল তারিক তিরিসে নাগাদ্রে লেখাপড়া করেতেছে এক প্রহর বেলা মদ্রে সমাপ্ত হইল শ্রীভগবতি চরন

মিস্ত্রি মহাসঅ বরাবরেষু লিখিতং শ্রীবিস্বনাথ দাস লেখাপড়া করাএছেন এ তা পুথি জেনেয় বেআনা দানমান সমান স্বাবশোদব পালনতা।। [ঐ, পুথি নং—২৫৭৫]

(১২৪৮) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

ইতি চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্পন্নমস্তু।। জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিখিকো নাস্তী দোসক।। জদি শুর্দ্ধম সুদ্ধর্স্বা যোবসিষ্যন্তি বৈষ্ণবা।। গোবিন্দ গোপীনাঞ্চ মদন মোহন মোহো রাধাদামোদরং বন্দেশখি পৃয় স্যামশুন্দর ।। ইতি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রায়নম শ্রীবৈষ্ণব গোস্বামিচরনেভ্যোনমঃ।। ইতি সক ১৭২০ সতর সর্ত্ত কুড়ি সন ১২০৫ সাল তারিখ ১৬ আঘন রোজ - শুক্রবার ভাগবস্তু মিদং পঠনাথে শ্রীসিবরাম দাষ কয়াল।। শাকিম কুলটীকরী।। পরগনে মন্ডল ঘাট ইহার নিয়ম।। অশ্বান্ত হবেক নাই নির্ব্বিঘ্ন স্থানে রাখিবে।। গ্রন্থ পাটের স্থানে তবাক খাবা নাস্তী অন্য কথা নাস্তী দীর্ব্বাসনে বারামদীবে গ্রন্থ পড়ি দিতে ২ পায় হাথ না দীবে পায়ে কাপড় ঢাকাদীয়া বসিবে : সাধু সঙ্গ করিয়া বুঝিবে অন্য হেতে নয় বিনা সাধু সঙ্গে গোচর নহে। এসব নিয়ম না করিলে উচ্ছন্ন তব ভাল হবেক নাই ইহা সত্য সত্য সত্য।। ইতি।। [ঐ , পুথি নং—২৮৪১]

(১২৪৯) মহাভারত (গদাপর্ব)। কাশীদাস

জথা দিষ্টং তথা ... মতিভ্রম ইতি স্বঅক্ষর শ্রীযুৎ গোলক চাদ নস্কর পং মুড়াগাছা মোজে গজাচণ্ডিপুর পঠনাথ শ্রীযুৎ ঐ সন ১২৩৩ সাল তাং ২৯ অগ্রান।। এই ১৮ পর্ব্ব যে চুরি করিবেক তার শ্রী স্বরেশ্বতি তাম্বাক। [ঐ, পুথি নং—১১৮৫]

(১২৫০) রামায়ণ।

ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ১ মাঘ ব্রসপতিবার জতাদীষ্টাস্ত তথা লিখিতে দোস নাস্তি। ভিমস্যামির নিম ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। মোং কাথী মহাশয় সাহেবের বাশায়। এই পুস্তক শ্রীনারায়ণ সিং সাকীন দারুয়া।। পরগনে মাজনাঘটা লিখিত সঅক্ষর শ্রীগৌরমোহন দাষ বসু উমে দোয়ার সাং মুলদীঘা পীং হাথীয়াঘর জেলা চবিষ পরগনা।। কেহ পতিবার তবে লইয়া জান শুর্দ্ধ অশুর্দ্ধ (..) রোদ করিবেন না। [ঐ, পুথি নং—১৮৮৯]

(১২৫১) মহাভারত—গদাপর্ব্য। কাশীরাম দাস

ইতি পাঠক শ্রী ভগবতিচরন মিস্ত্রী লেখিলেন ইতি শন ১২৫৫ সাল তারি আশড়ের ষুক্রান্তি দিনে শমাপ্ত হইল বিশ্বনাথ মহাশয় এর কাছে পাট লেখিলাম ইতি— [ঐ, পুথি নং—২৫৫৭]

(১২৫২) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি সন ১২৪৪ ত্রিপুরা মাহে কার্তিক রুজ বৃষ্পতিবার বেলা এক প্রহর ... সমাপ্ত মকাম আগরতলা সঅক্ষর শ্রীমতি সুভদ্রা বৈষ্ণবি ।।. ।।

[ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালার পুথি নং—৫৮]

(১২৫৩) ইতি সায়য়ক্ষর শ্রী যুধিষ্ঠীর মের্দ্ধা সাং পুইন পঠনা শ্রীবাবুরাম মের্দ্ধা সাং পুইন পরগনে সমর সাহি সন ১২৫৭। – সাল তাং ৩২ শ্রাবন – এই পুস্তক শ্রীশেখ তোফেল মন্ডলের খানকায় বসিয়া সমাপ্ত করিলাম।

[পল্লীশ্রী - সংগ্রহ]

(১২৫৪) শ্বায়ক্ষর মিদং শ্রীকিত্তিবাস দাশ দে শাং পরগনে সমরসাহী শন ১২৪৭ সাল তাং ১৫ চৈত্রী রোজ শনিবার তিথী প্রত্তিপদ বেলা দুই প্রহরের সময়ে শ্রীযুৎ গয়ারাম দেব চৌপাড়িতে বশীয়া শাঙ্গ করি (লাম)। [ঐ]

(১২৫৫) পাষন্ডদলণ।

এই পাষন্ড দলন পুস্তক শ্রীকৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের বাটী ফতেপুর।। সন ১১৮৪ সালের ৫ জৈষ্টে শুক্রবার সাঙ্গ হইল — জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোষক ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র সাং পুর্ব্বে বাটী ষুনড়া ছিল ইদনান্তে কাইথির দুর্গাবাটী -- পঠনার্থে শ্রীকৃষ্ণদাস বৈরাগী দিবা আড়াই প্রহরে সমাপ্ত হইল শ্রীসলাগ্যরাম বকসির পিড়াতে (দুয়ার-বাঁকুড়া বৰ্দ্দমান) বসিয়া লিখিলাম ইতি।। বিনা ধনেন সংসার নয়নেন বিনা রপু ধিয়া বিনু বৃথা জান্মর্থ বিনা কৃষ্ণেন বিজনং।। জস্য তস্য প্রস্ততোশী গুনবান পূজ্যতে নর স্বদেস পুয্যতে রাজা বিদ্যা সৰ্ব্বত্র পুয্যতে।। নারায়ন হরে রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু জনার্দ্দন গোবিন্দ সাধবানন্দ বাশুদেব নমস্ততে।। ইতি সন ১১৮৪ সাল তারিখ ৫ জৈষ্ঠ যুক্রবার ইতি।। [ঐ]

(১২৫৬) মহাভারত। কাশীরাম দাস

এক দুই অক্ষর জদী না থাকে পুস্ত্রকে। যুড়িয়া পড়িবে দ্বস না দিবে আমাকে।। ইতি শ্রীমহাভারথে পান্ডব বিজয়ে শ্রীকাসিদাস বিরচিতং আদী পর্ব্ব নাম গ্রন্থ সং পুর্ন্ন।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তি।। ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। হস্ত্রাক্ষর শ্রীকান্ত সাধু।। সাকিম নারায়নপুর।। পাঠকথং শ্রী কুচিল চন্দ্র দাস তন্ত্রবায় ও শ্রীনবকান্ত ঘোস সাং রঘুনাথপুর।। সন ১২১৬ সাল তারিখ ২৩ শ্বাবন রোজ সোমবার।। বেলা দুই দন্ড স্থিরে।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৩২২]

(১২৫৭) চৈতন্যভাগবত। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীঅন্ত খন্ড সংপুন্ন। সপ্তদষ অধ্যায়।। শ্রীচৈতন্য ভাগবত অমৃতের সার। পান কর সর্ব্বজন ভবাব্ধী হবে পার। আদি মধ্য অন্ত তিন খন্ডে হইল সায়।। জথা সক্তী লিখিল ভক্ত জনের কৃপায়।। সাক্ষর মিদং হরিচরণ দাসাক্ষাণ। নিবাস হয়ত বাতিকার গ্বামে নাম।। জথা দৃষ্টং তথা লিখীল গুরুর কৃপায়।। যুধ্যাযুধ্য জ্ঞান নাহি ইশ্বর জানয়।। সনে রুদ্র গ্রহে সম্বী তাহে দিএগা। বুঝহ জে অঙ্ক সাল তা হেরি করিএগা।। সকে বিধু সুমদ্র সম্বী বানাদি দক্ষিণে প্রবর্ত্ত করিলে হয় সকের গননে।। মাহ ভাদ্র কৃষ্ণ পক্ষ তীথি ব্রহ্মার আনন। বতারিখ মাহের অৰ্দ্ধ বেদের গনন ।। ১৭।। সএ অধ্যা সংপুন্ন হইল।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৫১৬]

(১২৫৮) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখং কং দোসা নাস্তে।। ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভুম।। অসক্ষর শ্রীবেচারাম সিংহ। সাকিম বদিনাথপুর।। পরগনে লোলি নাট হাসি গন সন ১২০৪ সাল তারিখ ১৯ আসাড় বেলা আন্দাজি দুই পহরে সমঅ রোজ মঙ্গলবার।। মহাসঅ—সরকার। সকিম লাঙ্গুলিআ।। মুকাম বদিনাথপুর।। থানা লাঙ্গুলিআ। মতালকে জেলা বিরভূম ইতি : এই পুস্তক সমাপ্ত হইল— শ্রীনারায়ন সীসু বাবু দোয়াগা বটে:—

এই পুস্তক শ্রীবেচারাম সীহ ... বটে সকলেই জানিবা আমী শ্রীজ ( ) বাম রায় আমার নিকট সীহু ব্যক্তি অধ্যাঅন করেন সর্ব্বলোকে ... কীপ হইবেন ইতি সন ১২৫৪ সাল সকাব্দা ১৭৬৯ বর্ষ। ইং ১৮৪৭ সন তাং বা ৯ আসার ইংরেজি তা ২২ জুন রোজ মঙ্গলবার তৃথি নবমী হস্তা নক্ষত্র।।

এই পৰ্ব্ব জেকেহু পাঠ করিবেন ভুলভ্রান্ত দোষ লইবেন না কারণ আরষ গলচি আছে এবং সিক্ষ্যা নবিসের লেখা বটে— ইহা জানিআ ষুধরে পড়িবেন।। [ঐ, পুথি নং—৩৫৫৩]

(১২৫৯) মোহমুদগর পালা। কৃষ্ণদাস

ইতি মহামুদগর পালা সমাপ্ত।। সন ১২৫৪ শাল তারিখ ১৩ ভাদ্র সনিবার তিথি ১৭ দিতিআ লিখিতং শ্রীবেচুলাল শীহ মকাম বদীনাথপুরের নিজ পুবদারি দরজা অসমাপ্ত মহাসঅ শ্রীকুড়রাম মজুন্দারের পাঠক মহাসঅের বাটী সাকীম লাঙ্গুলিআ আমার বাটীতে থাকিআ পুস্তক সমাপ্ত হইল শ্রীআর এক পাঠক আমার

কনেষ্ঠ ভাতা ক্ষেত্রনাথ শীহবাবু লিখাপড়া তাল পত্রে করিতেছেন দুই চার মাসে পতি লেখিবেন অতএথে নিবেদন করিলাম— [ঐ, পুথি নং—৩৫৫৭]

(১২৬০) মোহমোচন। বানীকণ্ঠ

ইতি মহামোচন গ্রন্থ সমাপ্ত।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তিকং ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন দাষ পালিত। সাং সেহারা।। দোসা দোষ বন্ধু ভাই ক্ষেমিবে আমারে। লিখিলাম এই গ্রন্থ দৃষ্ট অনুসারে।। এ পুস্তক পাঠকার্থে শ্রীসেবক রাম কুন্ডু।। সাং নারায়ন পুর পং সমরসাহী সন ১২০৮ সাল তারিখ পক্ষের পিষ্টে বান ধন্ন।। শ্রীশ্রীহরি।। যুক্রপক্ষ তিথী সট পঞ্চমী [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬২৯৭]

(১২৬১) পাষন্ড দলন। রামগোপাল দাস

ইতি শ্রীপাসন্ড দলন গৃন্থ সমাপ্ত।। লিখিলাম এই গৃন্থ দিষ্ট অনুসারে দোসাদোষ বন্ধু ভাই ক্ষেমিবে আমারে।। আমি অল্প ক্ষীন মুড় নাই জানি ফল। মোরে আসির্ব্বাদ কর বিস্তর সকল।। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন দাষ পালিত সাং সেহারা পরগনে সমরশাহী পঠনাথে শ্রীরামকানাঐী কুন্ডু সাং নারায়নপুর পরগনে সমর শাহী - সন ১২০৭ সাল তারিখ ২৫ অগ্রান রোজ রবিবার তিথি অষ্টমি কৃষ্ণপক্ষ্য।। বেলা এক প্রহরের সময় সাঙ্গ হৈল ইতি— [ঐ, পুথি নং—৬২৯৯]

(১২৬২) চৈতন্যমঙ্গল। লোচন দাস

ইতি সন ১১৮৯ সাল তারিখ ২১ ভাদ্র ডের প্রহর বেলার সমএ সমাপ্ত হইল বকলম শ্রীগিরিধর সরকার ও শ্রীবদন চন্দ্র মিত্র।। [ঐ, পুথি নং—৩৬৭৮]

(১২৬৩) চৈতন্য মঙ্গল। লোচনদাস

ইতি চৈতন্য মঙ্গল আদি খন্ড সমাপ্ত।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যকো দোশ নাস্তিকঃ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১২০৫ সাল ১৮ পৌষ [ঐ, পুথি নং—৩৮০০]

(১২৬৪) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং দোশ নাস্তী।। ভিমস্বাপিরনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভুম।। লিখিতং শ্রীসিব প্রশাদ মিত্র নিজ জন্নে লিখিলেন বেলা ছয় দন্ডর শময় দরয়াজাতে বসিয়া সমাপ্ত হইল সন ১২২৯ বারসও উন্তিষ সাল তারিখ— ১৫ ভাদ্র সুক্রবার — সকাব্দা— ১৭৪৪। [ঐ, পুথি নং—৩৮৩৭]

(১২৬৫) মহাভারত। কাশীরাম দাস

ইতি স্বর্গ আরোহন পর্ব্ব সং পুর্ন্ন। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং।। লিখকের দোস নাস্তিকং। ভিম স্যা রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। যন্তেন লিখিতং গ্রন্থ : যশ্চোর য়তি মানব। ইতি সন ১২৩৫ সাল তারিখ ১৩ আস্বীন বেলা দুই পহরের সমএ সমাপ্ত হইল ইতি শ্রীশ্রী গুরুবে নম।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং ৩৮৩৮]

(১২৬৬) গুরু দক্ষিনা। শঙ্কর দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোশকং।। ভিমস্বাভি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। নাহং বস্থামি বৈকন্ড্যে জোগিনাঃ হৃদয়্যা নচ মদ ভক্তা জএ গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠাথি হে নারদ।। স্বাক্ষর শ্রীরামতনু মন্ডল।। ইতি সন ১২১৪ সাল তারিখ ৮ বৈইশাখ রোজ শনিবার বেলা ডেড় প্রহরে পুস্তক সমাপ্ত ইতি- [ঐ, পুথি নং—৫৫৭০]

(১২৬৭) গুরুদক্ষিনা। কবিভূষণ

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোসক নাস্তি ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।। ইতি।। স্বাক্ষর শ্রীরামকীসর দাস বিস্বাষ সাং পহিলাবাউ প্রস্তক পঠনান্ত শ্রীসার্ব্বক খাড়া সন ১১৪১ চন্ডিপুর

পরগনে সুতাগাছা ইতিঃ।। ইতি আদরোষ শ্রীবিস্যাষ মহাসএর সঅক্ষরের দীষ্টিতে দিষ্টী করিয়া পুস্তক লিখিলাম ইতিঃ। সঅক্ষর শ্রীনবিন চাঁদ দাষ নস্কর পঠনান্ত লিখীয়া লইলাম এহাতে কোন ২ মহাজেনে লোক কেহ্ কখন দীষ্টী করেন তবে জশ্যপীস্বাৎ সোদ্ধসোদ্ধ মজ্জেদা করিবেন নাই আমীহ মহাসব দীগের দাষ মাত্র দাষ।। ইতি সন ১২১২ বার বারসয় আদরোষ তারিখ ২৫ পৌষ মঙ্গলবার সুয্যু অস্ত সময়ে সমাপ্ত শ্রীযুত রাম তনু ঘোসের বাটীতে বসিয়া হইল সন ১২৪২ সাল তাং ২৯ কার্ত্তিক শনিবার আড়াই প্রহর গতে পুস্তক সমাপ্ত হইল আমাদিগের নিজ ভদ্রাসন বাটীতে বসিয়া পুর্ব্ব দ্বাবায় বৈটক খানায় বসিয়া ইতি।। সাং এই পরগনে এই।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৫৫৮০]

(১২৬৮) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

য়থাদৃষ্টীত তথা লিখিতং।। শ্রীল শ্রীমৎ শ্রীগুরুবে আসিব্বাদে লিখিত শ্বাক্ষর শ্রীপ্রানবল্লভ দাসস্য।। সকাব্দা ১৬৫৭। সন ১১৪২ সাল মাহ ১৬ ভাদ্র।। সমবার।। [ঐ, পুথি নং—৫৫৯২]

(১১৬৯) বস্ত্রহরণ পালা। আকিঞ্চন দাস

জথা দিটং তথা লিখিতং লিখিতে দোস নাস্থি — লিখিতং শ্রীগঙ্গারাম দত্ত সাং খিদিরপুর।। ভিমশ্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১১৫৭ সাল এগারশয় সাতানই শাল - তাং ২৯ চৈত্র রোজ সনিবার।। পটপুত্র সদা নিত্যং অক্ষরং হিদে অঙ্কুর। স দেসে পুজ্যতে রাজা বিদ্যান সর্ব্বর্ত্তরে পুজ্জতেঃ।। [ঐ, পুথি নং—৬১৪৮]

(১২৭০) প্রার্থনা। নরোত্তম দাশ

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যকের দোশ নাস্তীকং।। আমি অতি মূর্খ মতি কি জানি লিখিতে। কৃপা করি দোশ গুন না কহিবে সভার অর্গেতে।। এই গেন্‌র্থ লিখিতে আনিলাম রায়ের্দর ঘরে। আপনার জর্ম্মের আমি লিখিলাম সত্তরে।। নাম মোর সিব দাশ বশতি নাখরিয়া গ্রামেতে। আপনার পরিচয় দিলাম সভাথ র্গেতে।। আমি জে বই লিখিলাম কেহ্ না লইবে দোশ। এই জে লিখিলাম আমি অনেক পাই য়াখ্যাস।। ইতি তারিখ ২৮ পোশ ইতি নরোত্তম দাশ ঠাকুরের প্রার্থনা নিজ য়র্স্তে লিখিলাম সন ১২৩২ সন বার সও বত্তিষ সাল তারিখ পোশ রাত্রী মঙ্গলবার তিথি দ্বিতীয়া নিজবাটীতে বশীয়া বড় দক্ষিন দ্বারির পিরাতে পহর্ছিম মুখ হইয়া লিখিলাম রাত্রী আন্দাজী ছয় ঘড়ির সময় সংপুর্ন্ন হইল।। ভিমস্যামি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৮৫৬]

(১২৭১) জগন্নাথবন্দনা। জয়ানন্দ

জদি কোন অশুদ্ধ থাকে এ কোন খানে। সুধিবেন পুর গন আপনার গুনে। ইতি সন ১০১২ সাল তাং ২৭ অগ্রহায়ন রবিবার।। [ঐ, পুথি নং—৪৭৫৫]

(১২৭২) রসচন্দ্রিকা। রামচন্দ্র দাস

জথা দিটং তথা লিখিতং লিখকে দোস নাস্তি মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ এই গ্রহন্ত লিখ্যতে জদি অবুর্দ্ধ হয় : অবুর্দ্ধ হইলে দোস না লবে মহাসএ : ইথে জদি অবুদ্ধ হয় : জতো য়পরাধ মর শ্রীগুরুর পায়। ইতি। — [ঐ, পুথি নং—৬১৮০]

(১২৭৩) শ্যামানন্দ প্রকাশ। কৃষ্ণচরণ দাস

শ্যামানন্দ প্রকাষ গ্রন্থ হইল সমাপ্ত।। ইতি ৫ পাঁচই আশ্বিন শনিবার সন ১২৯৭ সাল - সমাপ্ত হইল। পলকেনং মনং ভ্রান্তি পদ্মপত্রজ্বকম্বিতা। ভৈমসেনরণে ভঙ্গ মণিনাঞ্চ মতিভ্রম।। পাঠকগণ শ্রোতাগণ তোমা তোমাদের বিনয় করিতেছি। আমার লিখিবার দোস কোন ধরিবেন না লিখক শ্রী রমানাথ মন্ডল। শাং বেলাড়ি [ঐ, পুথি নং—৬২৬৯]

(১২৭৪) রাগময়ী কণা। শ্রীকৃষ্ণদাস

জথা দ্রিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোস নাস্তিকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। স্লেকঃ।। আমি সিস্ব অল্পে মতি কি জানি ভকতিঃ। দ্রিষ্টি মাত্রে লেখিলাঙ শুন বুধু মতিঃ।। বাড়টুটা অক্ষর হইয়াছে অনেক ঠাইঃ।। অক্ষর জুরিয়া তবে পড়িবে সব ভাইঃ ।। হস্তাঅক্ষর শ্রীলোকনাথ দেব সম্মন।। পাঠক শ্রীপ্রেমদাস বৈষ্ণবঃ ।। ইতি ।। বাঙ্গালা : উত্তর পিন্ডার : পুর্ব ধাপে : পুর্ব্বমুখে : বেলওদি সময়ে : দসদন্ড হৈয়াছিলোঃ ।। শ্রী গুরুজী সাক্ষাতে সম্পুর্ন্ন।। ইতি ।। গৃন্থ : রোজ ব্রহস্পতি বার : ।। তারিখ : ৩ তেসরা অঘানঃ।। জিল্লা দিনাজপুর : সরকার তাজ : নিজ গৃমা : বড়বেকড়া : দহঃ ।। সন ১২৪৩ সাল : ।। ইতি : ।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৫৬৩৩]

(১২৭৫) লক্ষ্মির চরিত্র। অজ্ঞাত

লক্ষির চরিত্র পুস্তক সমাপ্ত।। জথা দ্রষ্ট তথা লিখিত শ্রীমতি মায়া স্বরেশতি ঠাকুরাণী : সাকিম শ্রী মৌজে মত্তখালি।। শ্রীবুধাই মন্ডলের বোড় পুত্র শ্রীদাতারাম মন্ডলের সঙ্গে দুই সহদেব শ্রীবেলাতি প্রাহরে লক্ষির চরিত্র পুস্তক সমাপ্ত সন ১১৫৮ সাল তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ রবিবার [ঐ, পুথি নং —৫৭৯২]

(১২৭৬) মদন মোহন বন্দনা। রতন কবিরাজ

ইতি শ্রী২ মদন মোহন বন্দনা সমাপ্ত হইল।। পাটাত এ পুস্তক শ্রীযুত নারায়ন পরামানিক : সাঃ নএবগ্রাম ইতি সন ১২১১ বারসও এগার সাল আব্দে তাঃ ১১ কাত্তীক রোজ গুরুবার।। [ঐ, পুথি নং— ৬০৯৭]

(১২৭৭) রামায়ণ—উত্তরাকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি শ্রীবংসপন্ডিত শ্রীকির্ত্তিবাস বিরচিতং সুকবি সুদ্ধমতি উত্তরকান্ড রচিতং। যথা দৃষ্টামিত্যাদি। শাকে ১৫০২।। ইতি তারিখ ২৫ মাঘ শ্রীনরসিংহ সর্মন সাক্ষর মিদং। [বর্তমানে এই পুথিটি পাওয়া যায় না। পুষ্পিকায় প্রদত্ত লিপিকাল সঠিক কিনা এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন] [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত The Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. I, পৃ. ১৬০, পুথি নং ২০৮]

(১২৭৮) অঙ্গদরায়বার।

ইতি সন ১২৩৫ সালের মাহ ২৮ ভাদ্র ভাই পহর বেলা সমএ হইল।। শ্রীভৈরব সিংহ ধোবা পাটক শ্রীরাম সিংহ ধোবা।। ইতি— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৮১৬]

(১২৭৯) মহাভারত (বিরাট পর্ব)। কাশীরামদাস

জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোশ নাস্তিকং ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। জেমত দেখিল পুথি লিখিল তেমন। ইহার দোশ না হয় জে হয় মহাজন।। ভিম পরাজয় হৈলা কর্ন্নের যুর্দ্ধেতে। সেকর্ন্ন নিপাত হইল অর্জুনের হাথে।। মুনিগন তপশ্যা করেন নানামতে। সেই তপ ভঙ্গ হয় চিত্ত বিচলিতে।। অতএব দোশ না লইবে বঁধুগন। বদন ভরিয়া কহ হরির কির্ত্তন। লিখিত শ্রী রামপ্রসাদ ঘোষ। সাং গৌরহাটী। পঠনান্তে শ্রীজগমোহন দাশ গর্ন্ধ বন্নিক সাং বেহুলাবাজার পং বায়রা সন ১২১৩ তারিখ ২৩ আশ্বিনে [ঐ, পুথি নং—১৭১২]

(১২৮০) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আধি খন্ডে চৈতন্যবতারে মনশ্রীবন কথন ০ নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদ।। লিখিত শ্রীদুর্গাদাষ দাষ নিবাস গাজীপুর।। এই পুস্তক শ্রীমধুসুদন ডোমের।। লিখিত হইল ইতি।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩০৭৪]

(১২৮১) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তিকং ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন দাস পালিত সাং সেহারা গ্রাম পরগণে সমর সাহী। এ পুস্তক শ্রীরামকানাই কুন্ডু ... তাং ৮ আশ্বিন রোজ মঙ্গলবার দিবস পুন্নীমা তিথি।। শ্রী সেবক রাম কুন্ডু।। ইতি।। [ঐ, পুথি নং—৬৩০১]

(১২৮২) স্মরণদর্পন। রামচন্দ্র দাস

শকাব্দা ১৭১৯ সাতর সও উনিশ শাল সন ১২০৩ (C. 1796 A . D.) সাল তারিখ ১৩ই আশ্বিন রোজ সোমবার লিখিতং শ্রীকানাই দাস সাকিম ভগবান্‌পুর হরে র্ণাম হরে র্ণাম হরের্ণামের কেবল মিত্যাদি। [A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol IX, পৃ. ২০৭, পুথি নং—৫৪২৬)

(১২৮৩) হরিনাম কবচ। গোপীকৃষ্ণ দাস

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তোন শ্রীযাদবচন্দ্রেণ শর্ম্মণং পুস্তকং শ্রীনন্দলাল শর্ম্মণঃ। শকাব্দা ১৭০৫ সন ১১৯০ নব্যে সাল শ্রীরাধায়ৈ নমঃ।। [ঐ, পৃ. ১৮৫, পুথি নং—৪৮৯০]

(১২৮৪) সতীময়নাবতী ও লোরচন্দ্রাণী।

ইতি সতি মএনাবতির পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্য ইত্যাদি শ্লোক। ইতি সন ১২১৩ সাল বাঙ্গালা সন ১১৬৮ মঘি সন ১৮০৬ ইংরেজি তারিখ ১২ ফাল্গুন বাঙ্গালা তারিখ ২২ ফিরবেল ইংরেজি রোজ রোবিবার রাত্রি ছএ ডন্ড সমএ পুস্তক লিখনং সমাপ্ত। [আবদুল করিম মুন্‌শী সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ , প্রথম খন্ড -প্রথম সংখ্যা , পৃ. ২৪৭, পুথি নং—৩৯৬]

(১২৮৫) মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। এই পুস্তক শ্রীযুত মহাশয়ের আজ্ঞায় সমাপ্ত।। সুন ২ ওরে ভাই পন্ডিত সুজন। পুস্তক লিখিল জেবা তাহার কখন।। বর্দ্ধমান চাকেলা হাবিলি পরগনা। পাচড়া গ্রামে বাস জানে সর্ব্বজনা।। সয়ক্ষর মিদং শ্রীকাশীনাথ দত্ত। অন্য কর্ম্ম নাহি সদা কীতবত তত্ত।। অন্যায় করিয়া জেবা দোস দিবে খোরে। বিচার করিবেন গুরু কি বলিব তারে ইতি সন ১২২৯ বার সও উনতি রিষ সাল তারিখ ৯ ফালগুন রবিবার সমাপ্ত হইলো। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৪০, পুথি নং—৬৪১]

(১২৮৬) রামচন্দ্রের স্বর্গারোহন। ভবানী দাস

ইতি সন ১২১০ সাঃ তাং ২৪ শ্রাবন বৃহস্পতিবার এই পুস্তকের মালিক তাহারচন্দ্র পাং কালিশঙ্কর মোহরি হাটহাজারি জিলে চট্টগ্রাম স্বঅক্ষর শ্রীশ্রীহরচন্দ্র ও রামশোন্দর শেন সাং ফতেপুর জিলে চট্টগ্রাম।

শ্রীরামের পদে মোর শহস্র প্রণাম।
তাহার চন্দ্র পদ ছায়া দেঅ ভগবান।।
তোমা মহিমা প্রভূ কি বলিতে পারি।
মূরমতি তোমার চরণ মাত্র ভাবি ।
তুমি না তরালে প্রভু কে তরাবে আর ।
পতিতেরে না তরালে লোকে উপহাষ ।
জ্ঞান মান ভরিবেক তোমার আভাস।।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscript V-1. পৃ. ২৩১, পুথি নং—১৫১৪]

(১২৮৭) পদ্মপুরাণ। নারায়ণ দেব ও অন্যান্য

"ইতি পদ্মাপুরাণ তক্তপাণি (?) সমাপ্ত ।

'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং ইত্যাদি শ্লোক ইতি শকাব্দা ১৬ মঘি ১১২২ তারিখ ১১ আশিন । ফণিফণ মণি-মন ভূমিসির মস্তে খরতর বিসধর কঙ্কণ হস্তে বহুজন জনিত জয়ধ্বনি শব্দে ভগবতী বিসহরি দেবী নমস্তে। পদ্যোদ্ভবা নাগমাতা সুরসা হংস বাহিনী। আন না ভবতি মাত্রেণ সন্তুষ্টা বরদা ভব। আস্তিকস্য মুনিং মাতা ভাগীনি বাসুকি বরে জরৎকার মুনি পত্নী মনসা দেবী নমস্তে ।

শ্রীজএনারায়ণ (জয়নারায়ণ) আইচদাস সয়ক্ষরং কুরুঃ। শ্রীবাঞ্ছারাম আইচ দাসস্য। শ্রীকৃষ্ণ।" [মুন্‌শী আবদুল করিম সঙ্কলিত , বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ , প্রথম খন্ড - প্রথম সংখ্যা , পৃ. ৮৭ পুথি নং— ১২৩]

(১২৮৮) শ্রীবৃন্দাবন—ধ্যান।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান সম্পূর্ণ। ইতি ১১৯৫ মঘি তারিখ ২২ শ্রাবণ। সোক্ষর শ্রীগোকুলচন্দ্র আইচদাস জেলে চাটীগ্রাম সাং দেবগ্রাম। সদা এ শ্রীহরি চরণে মম ভক্তিরস্তু। [ঐ, পৃ. ৯৬, পুথি নং—১৪২]

(১২৮৯) প্রহ্লাদচরিত্র।

"ইতি পরাদের চরিত্র সমাপ্ত। ইতি সন ১১৪১ মঘি তারিখ ২৬ কার্ত্তিক। যদি কৃষ্ণপদে ভক্তিমতি চ পদপঙ্কজে। বিষমে দুর্গমে ঘোরে কা চিন্তা মরণে রণে।। রোজ মঙ্গলবার, শ্রীরামপ্রসাদ দেয়স্য চাং দিআঙ্গ সাং খীল পারা ।" [ঐ, পৃ. ১০০, পুথি নং—১৫০]

(১২৯০) রাগমালা। গোল মোহাম্মদ খলিফা

(লিপিকর) কমল চরণ জোগে কটী নিবেদন।
তান সাস্ত্র পড়ি মনেতে স্যরিআ
সম্প্রতি আযু গুরুকে ভজীআ ...।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৪৬৬, পুথি নং—৪৭১]

(১২৯১) তোহ্‌ফা। আলাউল

লিপিকর— শ্রীছৈদ ওয়াশীল পর উপকারী।
সদা মন ধ্যানে তান ধর্ম্ম কর্ম্ম সরি।।
তান আজ্ঞা পাই জন্য হিন আচমত আনী।
প্রিতিবাসি ইলসাবাসি লেখীল পঞ্চালি।।

লিপিকর চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি থানার ইল্‌শা গ্রামবাসী সৈয়দ ওয়াশীল। [ঐ, পৃ. ২১০, পুথি নং—৬৪৩]

(১২৯২) মুসা নামা। মোহাম্মদ আকিল

লিপিকর— হিন সেক ফাজীলে লেখে পুস্তক পরিআ দেখে
তবে জান আখরের গতি।...
এ ঘোর নরক হতে মুক্তি পাপি তরিতে
এহি মাগম চরনে তোহ্মার।

ইতি সন ১১৩৮ এঘারসহ আটতেইস সন তারিখ ১০ আগ্রহন রোজ সুক্রবাড়। পুস্তক মালিক শ্রীফাজীল মাহাম্মদ। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৩৮৫, পুথি নং—৩৭১]

(১২৯৩) মক্তুল হোসেন। মোহাম্মদ খান

লিপিকর : ন বুঝি লেখিআছি বুদ্ধি নাহি ভাবি।
অসুদ্ধ লেখিলে সুদ্ধ করিঅ পঞ্চালি।

নিরবধি ব্যাস মনে মজুনু চরিত।
মিচকিন ফাজীল আর ক্ষুদ্র পাপ অতুলিত।।
মোর সম পাপি নাহি সংসার ভিতরে।
মণি মুক্তা ছর্দ্ধা করিব পাপ (ডরে ?)
দয়ালে করিলে দয়া সেই মোর আসা।
সরিরে নাহিক মোর পুন্যের ভরসা।।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত পুথি-পরিচয়, পৃ. ৩৯০, পুথি নং ৪৩০]

(১২৯৪) পদ্মাবতী। আলাউল

লিপিকরের আত্মপরিচয়—

দেয়াঙ্গ সহরে গুপিন্দ নগরে
জাফর আলি নাম জান।
য়তি ভার্গবন্ত কুলিন মহন্ত
পুস্তক লেখীলুঁ তান।।
ওয়াসিল হিন হইয়া য়ধীন
ভাবের সমুদ্রে পার। ...
কহে ওয়াসিলে ভাব দিনে ২
মাওলার নামখানি সার। [ঐ, পৃ. ৩৩৫, পুথি নং—২৩৮]

(১২৯৫) সতীময়না - লোর চন্দানী। কাজী দৌলত

লিপিকর লিপিকাল লিখিতে গিয়া লিখিয়াছেন : -

গুরু পদে ভজি কহে মাং তআরিস্য।
অপরাদ পাইলে খেমীবা গুনি রস্যে।।
লেখন সকল দোস হৃদে ভাবি আছি।
দোস গুণ পাইলে খেমিবা পুনি পাছি।।
গুনিগন সব তোহ্মা করি বাখান।
ইঙ্গার (?) না করি গুনি মনে ভাবি ত্রান।।
ভক্তি করি বহুতর কীঞ্চিত লেখীলুম।
পোস্তক ছাতন ... বাখান মএনার ...

কুটুনি রম্ভা মালিনী। এই পুস্তক শ্রীমাং ওআরিস পীং ছাছন আলী ... ইতি ১১৬৭ মঘি তারিখ মাহে ২৮ ফালগুন রোজ সনিবার। দিগ [১০] চতুর [৪] গুণ করি বাণে[৫] পুরি বসুএ[৮] হরি সেই মোর ললাট লিখন। সাগর জে রাম পুরি নিসাপতি দুর করি সেই মুঞি করিমু ভক্ষণ।। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৫২৬, পুথি নং—২৩১]

(১২৯৬) সতীময়না - লোর - চন্দ্রাণী। কাজী দৌলত

সমাপ্ত (লিপিকর) — হিন অতি ভোর মতি ঔক্ষর লিখক
হিন কলা নুরজ্জমা প্রভুর ভাবক ।।
সেই মতে সৈত্যাসৈত্য অপছয় লাব

[ঐ, পৃ. ৫৩৪, পুথি নং ২৩৫]

(১২৯৭) মহাভারত- মুসল পর্ব। কাশীরাম দাস

পুস্তক শ্রীনিলকমল মুখোপাধ্যায়। শকাব্দ ১৭৫৮ সক সন ১২৪৩ সাল জমিদারি সন ১১৪২ সাল ইঙ্গরাজী ১৮৩৬ সাল তারিখ ৬ জৈষ্ঠী ।। ১৮ মারচ।। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscript V-III. পৃ. ৬১০, পুথি নং—২১৭০]

(১২৯৮) মহাভারত। কাশীরাম দাস, বসু কৃষ্ণানন্দ

সান্তিপর্ব্ব পুস্তক সংপূর্ণ এত দূরে, লিখিল শ্রীগোকুল বেহারি নিজ স্বাক্ষরে। পরগনে সমরসাহি বুইনানেতে ধাম, পাঠক শ্রীরামধন মণ্ডল তার নাম। সন বার সও এগার সাল সন দিয়া তায়, দুসরা চৈত্রে পুস্তক হইল সায়। হরিবোল : হরিবোল : হরি হরি বোল।। পুস্তক লিখিয়া জেবা না দেয় জেই জন, সাক্ষাতে নরকভোগ করে সেইজন।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৮, পুথি নং—১৪৮]

(১২৯৯) মহাভারত (সভাপর্ব)। কাশীরাম, জিত ঘটক, শম্ভু দাস, কবীন্দ্র, অজ্ঞাত

ইতি শ্রীমহাভারত সভাপর্ব্ব সমাপ্ত। [৫৫খ ইতি তাং ২ হিমাহ আশ্বীন রোজ শুক্রবার সন ১২স ৩০ অমলি তিথৌ পঞ্চমি এ পুস্তক সম্পুর্ন্ন হৈলা। এই সম্বৎসরে দো আশ্বিনি হৈবাতে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব কাশি ও নদিয়ার পণ্ডিতেদের বেবস্থা অনুসারে বংদেশি ব্রাহ্মন ও কায়স্ত সকলে কার্ত্তিক মাশে পূজা করিলেন উড়িশ্যা দেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথজির শ্রীমন্দিরে।। শ্রীবিমলা ঠাকুরানের পুজা দো আশ্বিনির বিধান না মানিএগ্রা।। পুর্ব্বানুসারে আশ্বিন মাশে ১৬ দিন পুজা করিয়া দশেরা করিলেন।। এ পুস্তক খোরদা মোকামে শ্রীল শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের বাসায় লিখি সম্পুন্ন করিলাম।। শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৭, পুথি নং—৯২০]

(১৩০০) ভাগবত (পঞ্চম স্কন্ধ)। সনাতন বিদ্যাবাগীশ

ভাষায় পঞ্চম স্কন্ধে সমাপ্ত হইল সুজন সভায় বিনয়েতে নিবেদিল।
গজ সশি বস চন্দ্র সাক পরিমিতে কমলিনি পতি বৈশে বৃশ্চিক রাসেতে।
কৃষ্ণচতুর্দ্দসি তিথি উসনা বাসরে সমাপ্ত রচনা হৈল দ্বিতিয় প্রহরে।
গোবিন্দ গিরিস গৌরি গিরিজানন্দনে সমভাব দেখি জেই এই দেব গনে।
সেই কৃষ্ণভজন রশের সুখ পায় ভেদবুদ্ধি করে জেবাভুলি বলি তায়।
কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে যে করয়ে বাসনা এই গ্রন্থ সাদরে সুনুক সেই জনা।
শ্রবন করিয়া পুন করে ব্যবসায় তবে সে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত পদে ইথে পায়।
কৃষ্ণ জিব কৃষ্ণ শিব কৃষ্ণ চরাচর কৃষ্ণময় সংশার বুঝিল অতঃপর।
উপাধিবশেতে নানারূপ তিনি হন কেবল জানিহ ভক্ত ভজন কারন।।

ইতি শ্রীভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ ।। ১০ হি মাহ আশ্বীন সন ১২স ২৯ সাল রোজ রবিবার দ্বিতিয় প্রহরে হৈলা সম্পূর্ন্ন।। হরিন্নাম হরিন্নাম হরিন্নামৈব কেবলং কলৌ নাস্তেব ৩ গতিরং জথা।। [ঐ, পৃ. ২৭১, পুথি নং—৯০৫]

(১৩০১) মহাভারত (বন পর্ব)। জিত ঘটক

ইতি শ্রীমহাভারত ঘটক জিতি বনপর্ব্ব সমাপ্তঃ।। হরয়ে নম হরিদাসায় নম ।। শ্লোক ।। রে চিত্ত চিন্তয় চিরং চরনৌ মুবারে। পাবং গমিস্যসি জদি ভবসাগরঃ।। অর্থাকলত্রমিত রে সুহৃদঃ সখায়ং সর্ব্বং বিলোকয় মৃত্যু ... কাভ্যং।। লিখন পরিশ্রম বেত্তা বিদ্বিজনোনান্যঃ । সাগর খেদং লঙ্ঘন হনমানেন জানাতি ।। ইতি ।। ১৮ অঠার হি মাহ পৌশ ।। সন ১২৩০ ।। সালে খোরদা মুকামে শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের বাসায় লিপি সমাপ্ত করিলাঙ।। [ঐ, পৃ. ২৮৭-৮৮, পুথি নং—৯২০]

(১৩০২) মহাভারত (আশ্রম পর্ব্ব)। কাশীদাস

ইতি শ্রী মহাভারত আশ্রম পর্ব্ব সমাপ্তঃ।। ইতি ১১হি মাহ আসাড় রোজ শোমবার শ্রীশ্রী স্নান পৌর্ন্নিমার দিবস তিন প্রহর দুই ঘড়ির সময় এ পুস্তক লিখিয়া বিশ্রাম দিলাঙ।। সন ১২৩০ সাল।। শ্লোক।। হাহা নাথ পরিত্রাহি আকিঞ্চন জনঃ প্রভো। বিজয় শ্রীরাধিকাকান্ত প্রাননাথ নমস্তুতে।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯২, পুথি নং—৯২০]

(১৩০৩) রাগানুগাবোধক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা-পত্র। অজ্ঞাত

ইতি: শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মত জায়ন এসাং সতাং মতঃ ইহাতে অন্য মত হৈলে নরকগমন হয় : এহোঁ নিত্যবস্তু হণঃ জেন অফরাধ না হয় : সাবধান সাবধান সাবধান : সাধক এ তত্ত্ব জানীবেনঃ শ্রীগুরুমুখাৎ শ্রবন করিবেন : যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্তিকং : মণবোধাৎ : সমাপ্ত।।৫খ] [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩, পুথি নং—১২৭৬]

(১৩০৪) বৈষ্ণবামৃত। নরোত্তম দাস

ইতি শ্রীবৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ সমাপ্তঃ ।।

লিখতে শ্রীবাঞ্চরাম দাস দাসেণ পাঠক শ্রীরাধারমণ ঘোষঃ দাসঃ। আদরশ শ্রীযুৎ বিশ্বম্ভর ঠকুর মহাশয়ঃ।। শাং বাতিকার গ্রামঃ।। শন ১১৮৬ শাল তারিখ - ২ শ্রাবন রোজ শৌম্যবার শষ্টী তিথীং।। [ঐ, পৃ. ১৮৯, পুথি নং—১৪৯১]

(১৩০৫) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। কৃষ্ণদাস

ইতি নারদসংবাদ সংপূর্ন্ন হইল এত দুরে
হরিধ্বনি বল ভাই তরিবে সংসারে।
এই পুথি লিখিবেক সে বৈকুণ্ঠ পাইবে
এই কথা ষুনে ভাই সর্গ্গকে জাইবে।

সমাপ্ত হইল। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীইসানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং কাজোড়া - পরগনে - সেবগড় - সন ১২৬০ বার সও সাটী সাল -১৩ চইতি - ২৯ক] [ঐ, পৃ. ৪০১, পুথি নং—১৩৮৬]

(১৩০৬) মনসামঙ্গল। কেতকাদাস

ইতি জাগরন পালা সমাপ্ত।। বিরোচিতং কায়েতকুলে জাতা শ্রীযুত ক্ষেমানন্দ দাষায়ং জথা দ্রিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তিকং ভিমষ্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। জথাদ্রিষ্টং ইত্যাতি।। লিখিতং শ্রীরামনিধি পাল সাং নছিপুর পরগনে বালিগড়ি।। হাল সাং রামকৃষ্ণপুর৭। পঠনাং শ্রীকৃষ্ণমোহন তাঁতি।। সাং রামকৃষ্ণপুর।। ইতি তাং ১৪ আসাড় - সাল ১২৬৯ সাল - অস্তিকব্য মনিমাতা ভগ্নি বাষুকিস্থতা জরৎকার মুনিপত্নি মনসাদেবি নমস্তুতে।। মনসাদেবি নম নম নম।। ৭৬খ] [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৭, পুথি নং—১০৯৪]

(১৩০৭) রামায়ণ (সুন্দরকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা)। কৃত্তিবাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তিকঃ ভিমসাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রুমঃ জত্তনে লেখিলাম পুথি চুরি করে যে শোকর তাহার পিতা গাধা হয় সে : সাক্ষর শ্রীসিনাথচন্দ্র গোস্বামী সাকিম পাথরবেড়্যা পরগনে বগড়ি তাঃ পশ্চিম সন ১২৭০ সাল তারিখ ৬ আশ্বিনি রোজ রবিবার তিথি চতুর্দ্দসি ।। ৭ঁ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র স্বরনং ।। হরিবোল হরিবোল ।। সিতারামঃ সিতারামঃ ।। লিখিতং শ্রীসিনাথচন্দ্র গোস্বামী।। ৬৫ক] [২৭ক কির্ত্তিবাস বিরচিলা অমৃতের ভাণ্ড এতদুরে সমাপ্ত হইল কিচিকন্ধা কাণ্ড।। ইতি।। কিচিকন্ধাকাণ্ড রামায়ণ সমাপ্তং।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোস নাস্তিক : ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিঃভ্রম।। লিখিতং শ্রীসিনাথচন্দ্র গোস্বামী সাকিম পাথর বেড়্যা : পরগনে বগড়ি।।

সকাব্দা ১৭৮৯ ।। সন ১২৭৫ সাল তারিখ ৯ ভাদ্র রোজ সনিবার নবমী বেলা ২ প্রহর মাত্র ।। ২৭ক]
[ঐ, পৃ. ৩৭৩-৭৪, পুথি নং—১২১৬]

(১৩০৮) চৈতন্যমঙ্গল। লোচন দাস

ইতি শ্রীচৈতন্য মঙ্গল সমাপ্ত।। লেপীকর শ্রীসাতকড়ি দত্ত সাকীম কেসবপুর।। ইতি সন ১১৮৫ সাল তারিখ ২২ আসাড়।। ধন মোর নিত্যানন্দ : পতি মোর গৌরচন্দ্র : ইষ্ট মোর যুগল কিসোর। অদ্বৈত আচার্য্য বল : গঙ্গাধর মোর কুল : নরহরি বিলসই মোর।। বৈষ্ণব পদধ্বনি : তাহেমোর স্নান কেলি : তর্পন বৈষ্ণব নাম। বিচার করিএগ্র মনে : ভক্তিরস আস্বাদনে : মধ্যস্ত ভাগবত পুরাণ।। বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ঠ : তাহে মোর মন নিষ্ঠঃ তাসভার নামেত উল্লাস। বৃন্দাবন ডুবু তরা : হাতে মোর মন গেলা : এই কহেন নরোত্তম দাস।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২১]

(১৩০৯) পদ্মমালা গ্রন্থ। নরোত্তম দাস

লিপিকর শ্রীসাধুচরণ দাস। সন ১২১২ সাল তারিখ ৯ মাঘ রোজ রোজ শোমবার বৈকালেতে গ্রন্থ শংপুর্ন্ন। পুনু পুনু লিখিব শিবভক্তে এই গ্রন্থ আশ্বাদিয়া।। জদি কিছু দোশ থাকে তায় শুদ্ধ করি দিবা ।। পাঠক শ্রীসাধুচরণ দাশ।। [ঐ, পুথি নং—২৫২৮]

(১৩১০) (ক) সূচক। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী

(খ) সূচক। রাধাবল্লভ দাস, সনাতন গোস্বামী এবং আরও অনেকে

লিপিকর শ্রীসাধুচরণ দাস। লিপিকাল ১২১৪ সাল তারিখ ৩২ জৈষ্ঠী রোজ শোমবার।। পাঠক সাধুচরণ দাস। শাকিম নিজ গ্রাম।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৫৩৩, ২৫৪৪]

(১৩১১) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

লিপিকর শ্রীসাধুচরণ দাস। শন ১২২৩ সাল তারিখ ৩ঁ তেশেরা মাঘ রোজ মঙ্গলবার শ্রীশ্রী ঠাকুর বাড়ীতে গ্রন্থ পুর্ন্ন হইল। [ঐ, পুথি নং—২৫৩৭]

(১৩১২) গোবিন্দমঙ্গল। কৃষ্ণদাস

ইতি প্রসাদচরিত্র সংপুর্ন্ন।। শকাব্দা সন ১১৮৬ সাল তাং ২০ ভাদ্র রোজ শুক্রবার নন্দ উচ্ছবের ... শত্রু সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীকানাই দাশ শাঃ নগরাবজা।। পাঠার্থ শ্রীগোকুল শুত্রধর শাঃ তস্যগ্রাম।। [ঐ, পুথি নং—২৫৩৫]

(১৩১৩) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তী দোসকং।। ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীনফর দত্ত সাকিম কেন্দু গড়িয়া পাঠার্থ শ্রীগঙ্গা নারায়ণ সরকার সাকীম গোবিন্দপুর।। সন ১২৩০ সাল তারিখ ১৮ মাঘ।। শ্রীশ্রীসিব দুর্গা চরণ স্বরণং।। [ঐ, পুথি নং—৩১১৩]

(১৩১৪) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

যথা দৃষ্ট তথা লিখিতং।। শ্রীরাধাকল্প তরুভ্যষ্ট কৃপা সিন্ধু ভ্যত্রব্যা। পতিতানাং পাবনে ভ্যৌ বৈষ্ণবে ভ্যো নমোনমো।। ইতি শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রীকা গ্রন্ত সমাপ্ত।। জথা লিখিতং তথা দোসনাস্তী লিখীতং শ্রীনন্দদুলাল দত্ত সাং আমবাই মোকাম পমহেসোরা মেজা মেঝত্রা।। সন ১২৩৯ সাল তাং ২২ পোষ লক্ষীবার দিন। [ঐ, পুথি নং—৩৬৭৯]

(১৩১৫) বিলাপ কুসুমাঞ্জলি। বল্লভ দাস

ইতি বিলাপ কুসুমাঞ্জলি সমাপ্তা।। শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা গিরিধরাভ্যা নমোনমঃ।। শ্রীবৈষ্ণবেভ্যোনমো নমঃ।। সন ১২৪০ সাল তা ২৬ জৈইষ্টী যুক্রবার স্ববনা পুঞ্চমি লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস বৈরাগ্য সাঃ ভাণ্ডিরবন।। [ঐ, পুথি নং—৩৬০৪]

(১৩১৬) চৈতন্য চন্দ্রামৃত। সরস্বতি গোস্বামী

শ্রীমধু সুদনে হৈতে আসিএগ্রা গ্রন্থ সংপূর্ন্ন করা জায় সন ১২৪৭ সাল তা ৩ মাঘ রোজ সুমবার লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস বৈরাগ্য সাঃ ভাণ্ডির বোন— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৬০৭]

(১৩১৭) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

যথং দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোস। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীদুলাল দেব শৰ্ম্মা।। মাহ আসাড় সুক্রবার রথজাত্রা দিবসে এক পুহরের মধ্যে সমাপ্তঃ।। মোকামো গোর্ন্নাসেড়ান্দি।। শকাব্দা ১৬৭২ ।। শ্রীশ্রী হরি ।। শ্রীশ্রী কৃষ্ণ।। শ্রীশ্রী চৈতন্য।।

[ঐ, পুথি নং—৩৭৮২]

(১৩১৮) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সংপূৰ্ন্নঃ। জথাদৃষ্টং ইত্যাদি শ্রী গুরুপাদ পদ্ম করি আস। অতি দিন হিন শ্রীমায়া রাম দাস।। সাঃ বাবইজোড় সন ১১৩৪ সাল তা ১৬ কাত্তিক— [ঐ, পুথি নং—৬২১১]

(১৩১৯) শ্রী পঞ্চমীর ভিক্ষাপালা। তারাচাঁন্দ

ইতি সরস্বতির ভিক্ষাপালা সমাপ্ত হইল।। জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখিকো দোস নাস্তি ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। এজলদেখত বিচারি কম্ম সে দুর্খ পাই।। কম্মকি লিখনঃ কিকেরে মিটলকো কোহি নাত্রিও। দেব ত্রিলোচন জগতমহন জাকে ভজে সুর কোটি। বাজায়ে ডৰ্ম্বুর ফিরয়ে ঘরে ঘরে মাগয়ে মুটিমুটি।। রাম ধনুর্দ্ধর ত্রিজগতে ইর্শ্বর সে গেল বনবাস। কম্মকি লিখন কিকিরে মিটল মিটল বলই দ্বারিকা দাস।। স্বঅৰ্চ্চ্যর শ্রী ভগিরথ সরকার মকাম তালান্ড পরগনে কুত্তুরপুর এই পুস্তক শ্রীভগিরথ সরকার লিখিলেন। নিজ পুস্তক পটনাথে শ্রীভগিরথ মালা সাকিনে : পাতনা পরগনে কাসিজোড়া সন ১২৫১ সনবার সর্ও একায়ৰ্ন্ন সাল তারিক ১৪ চৈত্র রোজ সমবার সরকার গুওাল পাড়া জেলা মেদনিপুর।। [ঐ, পুথি নং—৬৩৪৫]

(১৩২০) চৈতন্য চরিতামৃত। লোচন দাস

ইতি মধ্য খন্ড সংপুন্ন।। শ্রীশ্রী রাধাবিনোদজী শ্রীশ্রীচরন ভরশা।। শ্রী পাট ভুবিঔলা নিবাশী শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাষ লিক্ষতে ইতি সন ১২৫৪ সাল তাং ১২ আশ্বীন সোমবার বেলা আন্দাজী দুই প্রহর।। [ঐ, পুথি নং—৪০৬২]

(১৩২১) রামলীলা। কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২ স ৫৪ সাল তারিক ১৭ সাতার শ্রীভগবতিচরণ মিস্ত্রী সাকিম মদনপুর থানা উকুড়া জেলা বাবইষুলে মেজস্টর সাএব।। নারাঅন যাবেদা নারাঅন পরা বা নারাঅন পরা মুক্তি নারাঅন পরা গতি জথা দিষ্টং তথা লিখিতং শ্রীশ্রী [ঐ, পুথি নং—৪৭৩৭]

(১৩২২) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিকোখ দোস নাশ্তী লিখিতং শ্রীপ্যারিমুখুটি দেবশৰ্ম্মন পুৰ্ব্ব বাস যুবরনা হাল বাস কুসুম্ব্যা মোকাম চাম্পাইপুর ইতি সন ১২৩৭ সাল তারিখ ৯ ফাগুন ইতি নম স্বিবায় নম নম কৃষ্ণায় নম হরএ নম দুৰ্গায় নম সৰ্ব্ব দেব ভ্যো নম নম।। [ঐ, পুথি নং—৪৯০৮]

(১৩২৩) চৈতন্য ভাগবত। বৃন্দাবন দাস

সৌর শ্রাবণস্য ২০ বিংশতি দিবসে শুভ সৌম্যবারে বেলা অষ্টাদশ দণ্ডাভ্যন্তরে কৃষ্ণ পক্ষে দষম্যান্তিথৌ শুভ লিখিনং শুভবস্তু শকাব্দা ১৬৮৪ সাক্ষর মিদং শ্রীনরসিংহ দেবশৰ্ম্মন্।। সাং লাইতড়া পরগণে মামুদসহি পুস্তকোয়ং শ্রীভগীরথ দাষ সাং তথা।। যত্রদৃষ্টং তত্র লিখিল লিক্ষকো নাস্তি দোষকং ভিমস্যাপীরণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সমাপ্তাঃ।। শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচরণ প্রসাদাৎ।। শ্রীশ্রী

গুরুবে নমঃ। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৩৫০]

(১৩২৪) চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে নিলাদ্রি গমনং নাম পঞ্চ বিংসতি পরিশ্ছেদ।। শ্রীমন্ম্যমদন গোপাল গোবিন্দ দেব চতুষ্টএ চৈতন্যা ... চৈতন্য চরিতামৃত। তদিদমাত রহস্যং গৌরলিলামৃত জৎথন প্রষুদয় কৌনেনাদৃতং তৈর লভ্যং খিতি বিলসিহকামে স্ব. .ৎ সমাস্তাৎ। সুৰ্দ্ধদয় সুমনোভির্মোদমে সাংতনোতি।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রসিদতু।। শ্রীজয় রাধাবিনোদ প্রসিদ ।। মধ্যলিলা সমাপ্ত ।। প্রনস্য শ্রীগুরুদেব শ্রীল শ্রীযুত বলরাম চক্রবর্ত্তি ঠাকুর মহাসয় লিখিতং তস্য ভৃর্ত্তনি ভিথ গোবিন্দ দাস বৈরাগী চরি ... বি ( ) বঞ্জনায়।। নিসিদ্ধত দিশাভিত।। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব ভৌম মোবমত (?)।। ইতি সকাব্দা ১৭০৮ বাদসাই সন ১১৯৩ সাল তারিখ ১৯ আসার সনিবার সমাপ্ত গ্রন্থ বহুজঅন।। পাটক শ্রীগোবিন্দ দত্ত সাকিম ইন্দিরা। [ঐ পুথি নং—৩০৭৭]

(১৩২৫) চৈতন্যভাগবত। বৃন্দাবন দাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিত লিক্ষকো দোস নাস্তি।। সকাব্দা ১৭০৪ সক।। সন ১১৮৮ সাল তারিখ ১১ যৈষ্ঠ লিখিতং শ্রীহরিচরণ দাস সাকিম বাতিকার পরগনে জযঙ্ক সাল শ্রীমন্দিরের পূর্ব্ব পিড়াতে (এর পর ছিঁড়ে গেছে)।

জয়রে জয়রে গোরা শ্রীসচিনন্দন মঙ্গল নটন সুঠাম। ... মঙ্গল শ্রীবাসু-রামানন্দ মুকুন্দ বাসু গুণ গান।। দাং দৃমিকি দৃমি কি মন্দিরাবান। সঙ্খ করতাল ঘন্টরি বর ভেল মিলিল পদতলে তাল।। কেহু কেহু দেই সুগন্ধে চন্দন কেহু দেইম (ছেঁড়া) কেহু কেহু বলে জানকি বল্লভ রাধার পৃয় গাঁ চরান। নয়নানন্দের মনে আন নাহিক জানে আমার গদাধরের প্রান।। কাম ... [ঐ, পুথি নং—৩৫১৫]

(১৩২৬) মহাভারত-শল্যপর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সৈল পর্ব্ব সমাপ্ত। যথা আদরস ইত্যাদি - ইতি সন ১২৩২ সাল। তারিখ ৬ আগষ্ট ... মন্ধ সন ১১৩১ সালে ইঙ্গরেজি সন ১৮২৫ সাল তারিখ ১৯ জুন [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত The Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. III, পৃ. ৭৪১, পুথি নং—৩৬৮৮]

(১৩২৭) রাধাকৃষ্ণ লীলারস আখ্যান। যদুনন্দন দাস

ইতি সন ১১৮৯ এগার সও উণ সাল পরগণে আজমত সাহী মৌজে নাঙ্গনিয়া শ্রীযুত বদন চন্দ্র মিত্রীর গ্রন্থ হইল- তারিখ ২০ পৌষ লিখিতং শ্রীগিরিধর দাস সাঃ ষুনচিয়া।। শ্রীশ্রীনন্দনন্দন চরণ সরণং শ্রীশ্রীগুরুদেব সরণং শ্রীশ্রীভক্তবিন্দ সরণং।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং ৩৬৭৭]

(১৩২৮) বৈষ্ণবামৃতনাম। মুকুন্দরাম

জথাদৃষ্ট তথা লিখিতং লিখ্যকো নাস্তি দোসক। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। শ্রীশ্রীগুরুপাদ পদ্ম মনেত ভাবিয়া। লিখিল যে এই গ্রন্থ আনন্দিত হৈআ। বৈষ্ণব পদে মন রহুক অনুক্ষণ। সভার চরণে এই করি নিবেদন।। সতত প্রণাম করি ভক্তের চরনে। লিখিল এই গ্রন্থ কিঙ্কর সর্ম্ম ... কারণে।। সিক্ষা গুরু হন ইহঁ অতি বৃদ্ধ মতি। ইহার চরণে শত করিএ নতি।। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম ধরি আনি জমা ... দয়ানাথে।। আমি অতি মুড় মতি কি বলিতে প ... প্রানহরি।। জদি না করিবে পার দেখি নি .:.।। আমি অল্প মতি ডুবির ... মের প্রতাপে।। পাপেত ডুবিহে নৌকা পুর্ন্ন হৈআ ভারি।। আপনে ... হইয়া ...।। অধম দেখিয়া জদিবা তরাও তুমি তোমার মহিমা তরে ... করিআ চিন্তন। সংক্ষেপে এই মাত্র করিল বর্ণন। ... সন ১১৫৬ সাল শকাব্দা ১৬৭১ সালস ... ওরি মাহ আশ্বিন ... করিব ইতি সংগ্রহ ... মোকাম সোনাতাড়ি সমাপ্ত হইল।। হেকৃষ্ণ করু সিন্ধু দিন বন্ধু জগত পথে গোপেষু গোপিকা কান্ত

রাধাকান্ত নমস্তুতে।। [জীর্ণ এবং কীটদষ্ট হওয়াতে মাঝে মাঝে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি] [ঐ, পুথি নং—৩১১৮]

(১৩২৯) বিদগ্ধ মাধব। যদুনন্দন

ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবে রস কদম্বে গৌরিতির্থ বিহার নাম সপ্তময়ঙ্ক।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সনাতন রূপক। গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ প্রাহিমাং।। শ্রীল শ্রী অদ্বৈত ঠাকুরের চরণে মম ভক্তিরস্তু।। জত্নেন লিখিত গ্রন্থজং চৌরএৎ পুস্তক মাতাচ সুকরি পীতা ভগবতি গন্ধর্ব্বা ইতি।। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন বাজ সা: লম্বোদর পুর মোঃ দক্ষিণ দারি ঘর। শুক্রবার বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল সন ১২০০ বার সও সাল তাং ৩ ভাদ্র চাকলে বিরভ্রোম জমিদারি শ্রীযুত মহাম্মদ ... কিটিন সাহেব পরিয্য নয়া সাহেব আগতে বর [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩১৮৭]

(১৩৩০) ভাগবততত্ত্ব লীলা। যুগল কিশোর দাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোশ নাস্তিকং। ভিম স্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিঃ ভ্রমঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ চন্দ্রায় নমঃ।। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ : জয় জয় রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ।। বলরে বলরে মনঃ রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।। শকাব্দা ১৭৩২ । ৬। ১৫। সন ১২১৭ বারসও সতর সাল তারিখ ১৫ কার্ত্তীক মঙ্গলবার সায়হ্ন সমএ পুস্তক সমাপণ হয় মিতি।।

[ঐ, পুথি নং—৪৩৪৭]

(১৩৩১) অক্রুরাগমন। কবিচন্দ্র

বকলম শ্রীদারকা নাথ সাহা শ্রীজিবন কৃষ্ণ ভক্তস্য পঞ্চ দিনানি চলতু কল্প সহস্রেনি হিনঞ্চকে সেবি।। শ্রীশ্রী নারাঅন নম। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভোম লিখোকের দোষ নাস্তিকঃ। ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ১৪ আসাড় সমাপ্ত হইল দুই পুহর বেলা আন্দাজি সমঅ ইতি।।

[ঐ, পুথি নং—৪২২৩]

(১৩৩২) বৈষ্ণব লীলামৃত। বৃন্দাবন দাস

লেখক কৃষ্ণলাল লাএক পরাধিন রূইপুর সাকিম জাথা দিষ্টীং তাহা লিখতং লেখক দোস নাস্তি আমী অতি মুড়া লোক অতি মন্দ ছার কি জানি চৈতন্য কথা সমুদ্র পাথার — [ঐ, পুথি নং— ৪২৮৯]

(১৩৩৩) দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালা। দ্বিজ কবিচন্দ্র

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোস নাস্তিকং ভ্রিমর্ষ্যাপি রনেভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। শায়ক্ষর মিদং শ্রী শ্রীমন্ত সদাগর দাস খাঁ সা কড়ুই এ পুস্তক পঠনাতে শ্রী অহং আপনি ও শ্রীঅমৃতচরণ দাস খাঁ পরগনে সমরসাহী সন ১২৩৬ বার সও ছোত্রিষ তারিখ ১০ দসঞি চৈইত্রি মহাবারনির স্নানজাত্রা দিবস সমবার দিবসে বেলা দুই প্রহরের সময়ে নিজ বাটিতে সমাপ্ত হইল।। এই পুথি জে চুরি করিয়া লইয়া জাইবে সে সাযুড়ে হইবে এবং স্ত্রী হর্ত্তা গোহর্ত্তা ব্রহ্মহর্ত্তা বধির ভ্রাগি [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬৩১২]

(১৩৩৪) নন্দবিদায়। কবিচন্দ্র

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখিকো নাস্ত্রিকো দোষং। হস্তি টলিতং : পাদান : মুখ টলিতং পণ্ডিত। ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গং মুনিনাঞ্চ মতিভ্রুমন। ইতি সন ১১৮০ সাল শকাব্দা ১৬ পৌ—তারিখ ১৮ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার দিবা দশ প্রহরেক মধ্যে পুস্তক সমাপন স্বহক্ষরং শ্রীহৃদয়রাম আচার্য্য শাং বাওয়ানি এই পুস্তক শ্রীকম ( ) ঘোষ সাং সাত গাছ্য।। হস্তৌ পবিত্রং জদি দান পূন্যং মুখং পবিত্রং জদি রাম নাম স্বরিব পাদ পবিত্রং জদি তিথ্য ভ্রমন।। [ঐ, পুথি নং—৫৬০৭]

(১৩৩৫) মুসলমান পুথি। কবির কামাল

পুস্তক সমপ্ত জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তি ভিমশ্যাম রনেভঙ্গ মতিনাঞ্চ মতিভ্রমং লিখনং শ্রী উদয়চাঁদ শাহা শাকিম : — ... রা পরগনে খালড় জেলা হুগলি ইষ্টাসন উলুব্যাড়িয়া ইতি সন ১২০০ শাল তাং ৩২ জৈষ্ঠী বেলা আন্দাজ দুই প্রহর পুস্তক সমাপ্ত হইল।। ... র মেক্‌ গুনিপুত্র লচমূর্খু স্বদাই রপী একচন্দ্র তমহোস্তি লচোতারা গুনায় রপী : গুনবান এক পুত্র সেহ আনন্দিত : মুখোস্বত কায্যা পুত্র : ... হয় কিঞ্চিত এক চন্দ্র জগতের অন্দকার হরে লক্ষ ২ তারা দেখো কি করিতে পারে।। লালয়েৎ পঞ্চস্বর সানিদশবর শাঁনি তাড়য়েৎ প্রাত্যোত্তু। সাড়সি বরশে পুত্র মিত্রঞ্চ সদাচরেৎ : করিবেক পঞ্চ বরসোঁ পজ্যান্ত লালন : নিজপুত্রে দস বরশো পয্যান্ত তাড়ন হইলে সৌড়শো বরস বয়ক্রম তার ... স্বহ করিবেক মিত্তু ব্যোবহারঃ ইতি।। — [বিশ্বভারতী পুথি শালার পুথি নং—৬১০৯]

(১৩৩৬) গীতাসার মহাযোহ। রতিরাম দাস

মনে ভাবি দেখ ভাই আর গতি নাই।
ভবার্ণব তরিবারে শ্রীগুরু গোঁসাই।।
রতিরাম দাসে তবে মনে বিমর্সিয়া।
নানাশাস্ত্র হোতে শ্লোক লইল উদ্ধারিয়া।।
এই পুস্তক যেবা পঠে শুনে গায়।
অন্তকালে সেই জন কৃষ্ণপদ পায়।।
যেই জন পুস্তক লিখি ঘরেতে রাখয়।
কদাচিৎ সেই গৃহ লক্ষ্মী না ছাড়য়।।

"ইতি গীতাসার মহাযোগ পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মনঃ স্বাক্ষরং ১২০৭ মঘি তাং ১১ই ভাদ্র রোজ, কুঞ্জবার দ্বিপ্রহর বেলাতে পুস্তক সমাপ্ত।" [মুন্‌সী আবদুল করিম সঙকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ , প্রথম খন্ড - দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ২৫, পুথি নং—৪৭৮]

(১৩৩৭) সত্যনারায়ণের পাচালী।

পুস্তক সমাপ্ত হইল বল হরি হরি। ইতি সত্যনারায়ণের পাচালী সমাপ্ত হইল। মাহে চৈত্র ২৯ তারিখ শনিবার বেল অদ্য প্রহর কালে মোকাম নিজ বাড়ি কামডএ্যার চন্ডিমন্ডবে দক্ষিণ দরজাতে পশ্চিম মুখে বসিয়া সত্যনারায়ণ পাঁচালি সমাপ্ত হইল স্বকীয় পুস্তক শ্রীরামমোহন শর্মা তিন পাত্র শ্রীপৃতদেও শঙ্কর জোয়ারদার মহাশয় লিখিয়াছেন সন ১২৭৮।

[A Descriptive catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, পৃ: ৯২, পুথি নং— জি ৩৩৪০, গভর্নমেন্ট সংগ্রহ]

(১৩৩৮) রামায়ণ—রামচন্দ্রের গয়াপালা

লিখিতং শ্রী প্রাণকৃষ্ণ নন্দী শেবিআ স্বরেশ্বতি। পরগনেতে বিষ্ণুপুর মাঞ্চাঅ বশতি।। পটনাথে শ্রী পীআরি দাস বাবাজী ইতি সন ১২৬৭ সাল তা ১২ চৈইত্রী। (কায়েথী অক্ষরে) লীখীতং শ্রী পরানকৃষ্ণ দাস নন্দী সাখীম মাঞ্ছা - সাং নোতন গ্রাম। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. 1, পৃ. ৪৩, পুথি নং—৫৩]

(১৩৩৯) বাইস কবির মনসা

এথ দুরে পদ্মাপুরাণ সমাপ্ত হইল।
দীনহীন ফকির চান্দ কহে জোরকরে।
বিষম সঙ্কটে পদ্মা তরাইবা আমারে।।

তোমার চরণে পদ্মা এই পরিহার।
পদভঙ্গ দোষমাতা ক্ষেমিবা আমার।।
আমি অতি মূঢ়মতি নরাধম জাতি।
ক্ষেমিবা সকল দোষ জয় পদ্মাবতী।।
সভাজনের স্থানে কহি বন্দিআ চরণে।
জদি কোন দোষ থাকে না লইবা মনে।।

"ইতি শ্রীপদ্মাপুরাণে মনসা পুস্তক বিপুলা লক্ষিন্দরের স্বর্গ আরোহণ সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৩ মঘি তারিখ ৪ কার্ত্তিক রোজ আদিত্তবাসর দ্বিপ্রহর বেলা লিখনং মিতি। এই পুস্তক মালীকে শ্রীফকির চন্দ দেঅ দাসস্য পিছরে রামমোহন দে মৃত নিঃ বাশখালি সাং সাধনপুর থানা সাতকানিয়া।" [আবদুল করিম সঙকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড - প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১১১, পুথি নং—১৬৪]

(১৩৪০) মুক্তল হোছন

পুস্তকের মালিক শ্রীজুত সাধিবর ওলদে সাং জলদি লেখীলং শ্রীহিন মাহাম্মদ বছির ওলদে শ্রীজুত ছোট ঠাকুর।

আছিল পুরুষবর ছিরি হারি ধন।।
শ্রীজুত ঠাকুর নামে তাহান নন্দন।
তান শ্রেষ্ঠ তনএ ইনুচ মোহামতি।
দেআঙ্গ সহরে জান তাহান বসতি।।
তাহান অনুজা সভানর সিস্য হএ।
পতিম বছির নাম সর্ব্ব জনে কএ।।
অতিসাত ধর্ম্মহীন বালক বএস।
শ্রোতের শ্রোতালি ন বোজে বিসেস।।
পুরানি লিখক নহে সিক্ষুক নবিন।
বল সক্তি বুদ্ধি সুদ্ধি সাধু মতিহিন।।
মোঞি অপরাদি দুস খেমিয় পড়ূনক।
আখি জুগে জথা দৃষ্টি লেখীল পুস্তক।।
চারুতল রমাস্থল নামে জলদি গ্রাম।
মোহা ২ মনুস্য বৈসএ সেই ঠাম।।
সে দেসে পুরুসবর আবদুল আজিত।
সর্ব্বগুণে বিসারদ প্রভু ভাবে নিত।।
তান সুতন এ নামে ছিরি সাধিবর।।
ছিরি কালাগাজি তান কনিষ্ঠ সোদর।
পুস্তকের মালিক জে সেই মোহাজন।।
লেখিল পুস্তক আমি তাহার কারণ।

"ইতি ১১১৮ সন মঘি তারিখ সাহে ৫ মাগ রোজ ষুক্রুবার বেলি অবসেস পুস্তক সমাপ্ত।" [ঐ, পৃ. ১৬১, পুথি নং— ২৪১]

(১৩৪১) নলদময়ন্তী। রামচন্দ্র তর্কলঙ্কার

"স্বক্ষর মিদং শ্রীবেহারি মোহন দাসস্য হক মালিক এই পুস্তক শ্রীযুত পীতাম্বর বাবুর বাটীর মন্ডপ

ঘরে সন ১১৯৯ মঘিতে মাতাবেক সন ১২৪৪ বাঙ্গালা তারিখ ৫ চৈত্র রোজ শনিবার ৬এ দন্ড বেলা গতে লিখা সমাপ্ত হইল। এই পুস্তক জে কেহ চুরি করিও মির্থা দাবি করিও কোন কেরবি করি লই জাএ তাহার পিতার ও চোদ্দ পুরুশের নরগামি হ্এ ও আজর্ম্ম নরকে থাকিবেক ইতি।।" [ঐ, পৃ. ১৬৫, পুথি নং—২৪৯]

(১৩৪২) অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

" ইতি শমাপ্ত। এহার মালিক শ্রীরসিক চন্দ্র দাস শাকিন পরৈকোরা থানে পটিয়া—দুর্খেন লিখিতং গ্রন্থ চোরেন নিয়তে জদি। সুকরি তশ্য মাতা চ পিতা তশ্য চ গন্ধবঃ।" [মুনশী আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড - প্রথম সংখ্যা , পৃ . ১৬৬, পুথি নং—২৫১]

(১৩৪৩) ত্র্যাহিক - জ্বর - পুস্তক।

" ইতি ত্রক্ষা জ্বর পুস্তক সমাপ্ত। শ্রী হরিশরণ এই পুস্তকের ... পুস্তক লিখন মোকাম বারমাশীয়া পটীক (ফটিক) ছরি থানার মোতালেক শ্রী শদারাম শর্ম্মার বাড়ীতে তাহান ডেঅরি ঘরের বারিন্দাতে বৈকালি বেলায় পূর্বমুখে বসিয়া লেখন সমাপ্ত করিলাম। ইতি সন ১২৪৪ মং তাং ২২ বৈশাখ খেম হরি অপরাধ শবণ লইলাম।" [ঐ ,পৃ. ১৮৮-৮৯, পুথি নং—৩০২]

(১৩৪৪) মনসামঙ্গল

" ইতি সন ১১৩৮ মঘি সকাদিত্য সন ১৬৯৮ তারিখ ১৮ মাগ রোজ সনিবার তিথি দ্বতিআ বেলা এক দন্ড থাকতে শ্রী শ্রীমতি পদ্মপুরাণে মনসামঙ্গল অষ্টম দিবসের গীদ সমাপ্ত।। :: এই পুস্তিকা লিখনং শ্রীফকির চান্দ সেন দাসস্য পীছরে নঅন সেনস্য মুঅক্ষরমিদং পুস্তিকেয়ঃ।। : অর্থ ইসাদি শ্রীরাম কিশোর দাসস্য পীং কৃপারাম লালা আর শ্রীরামচন্দ্র দাসস্য পীং কানুরাম ঠাং শ্রীস্যামাসুন্দর দাসস্য পীছরে শ্রী রাজারাম ঠাং জানিবে শ্রীরামহরি দাসস্য, ভিমস্যাপী রণেভঙ্গ মুনিনাশ্চ মতিভ্রম। যথা দিষ্ট তথা লিখীতং লিখিকো নাস্তি দোসকঃ।। এই পুস্তক দেখিয়া জেবা মন্দ বোলে। অঘোর নরকে তার বাস নিশ্চএ।। জথা দেখিছি তথা করিছি লিখন আম্মার দোস + + কদাচন।। এই পুস্তক জে লারচার করে তার বাপ + + পরি মা যুকরি।।" [ঐ, পৃ. ২৩৮, পুথি নং—৩৮৮]

(১৩৪৫) অর্জুন সংবাদ। অজ্ঞাত

সংক্ষেপে কহিলাম অর্জুন সংবাদ।
এ সকল দোষ কিছু না লবে অপরাধ।।
গতি কৃষ্ণ মতি কৃষ্ণ গতি বৃন্দাবনে।
জীবন মরণে কৃষ্ণ বলহ বদনে।।
রাধাকৃষ্ণ ভজ মন জন্মি এ পৃথিবীতে।
পার্থ সব সমান হইয়া চলে বৈকুণ্ঠেতে।।
জন্মে জন্মে আমি হরি আশা করি।
বদন ভরিয়া সভে বল হরি হরি।।

ইতি অর্জুন সংবাদ সমাপ্ত।। [A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, পৃঃ ১৩, পুথি নং— A ২৮, গভর্নমেন্ট সংগ্রহ]

(১৩৪৬) নবীবংশ। সৈয়দ সুলতান

পুথির লিপিকর মোহাম্মদ আনিচ লিখিয়াছেন :

মোহাম্মদ কামিল মুনসী পর উপকারী।

মুঞি খুদ্রে তাহান মহিমা দিতে নারি।।
তাহান আদেশে হিন আনিচ মোহাম্মদ।
লেখিলুং পুস্তক আদ্য নবিবংস্য পদ্য।।

অপিচ— শ্রীযুত মোহাম্মদ কামিল সুজান।
দানে মানে কল্পতরু হাতিম সমান।।
তাহান আদেশে হিন আনিচ মোহাম্মদ।
লেখিলুং পুস্তক আদ্য নবিবংশ পদ।।
বাড়া টুটা হৈলে বিজ্ঞে শীঘে শুদ্ধ করে।
হীন জন উপহাস্য না করএ ধীরে।।

অন্য এক স্থলে— শ্রীযুত মোহাম্মদ কামিল বহদ্দার।
জুগল চরণে মোর কোটি নমস্কার।।
তাহান মহিমাগুণ কহিতে না পারি।
বেগর হিসাবে বাস হৌক স্বর্গপুরী।।
হীন মোহাম্মদ আনিচ সেবক গুণীর।
লেখিলুং পুস্তক আদ্য ছিল সুরচির।।
অল্পবুদ্ধি সিসুমতি পুস্তক সমুদ্র।
পন্ডিত গ্রহণ অর্থ কি বুঝিমু খুদ্র।।
অশুদ্ধ দেখিলে ধীরে সিগ্রে শুদ্ধ করে।
হীনজন উপহাস্য ন করএ ধীরে।।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি পরিচিতি, পৃ. ২৫২-৫৩, পুথি নং—৬৫৬]

(১৩৪৭) সতীময়না - লোর - চন্দ্রানী। কাজী দৌলত

লিপিকর— রাগ মাধবি।
বারমাস ভেল সমাপ্ত লিখন।
সন্তারিখ (সন + তারিখ) কহি কিন্তু সুন বুধগণ।।
কথ অব্দ বহে কন মাস দিন খেন।
এসব রছিআ কহি বুঝিআ লৈবেন।।
... সন জৈন্ন সত অব্দ জান হএ।
ধিক আর গুণে সুন্য ... ...।।
মধু মাস ভুজে গ্রহ দিবস নিশ্চএ।
অর্দ্ধ দিবা গুরু খেনে জোহোর সমএ।
ত্রিতিআ আছিল তিতি আসি ভেল অকু।
লেখা সাঙ্গ পোতা ... ...।।
কিন্তু কহি লিখকের পাইতে নিম্নএ।
কোন গ্রামে স্থান স্থিতি বঞ্চিতে আছএ।।
ছুলতানপুর সবে বোলএ প্রবিন।
তথা রহি পুস্তক লেখিছি সাছি হিন।।
এবে কহি এ পুস্তক মালিকের নাম।

কান্‌গুই খিল আবদুল্লা পুরেত তান ঠাম।।
সুদ্ধমতি বহরম গুন - গ্গানে ধির।
ছর্গ্গা নদি দক্ষিণ তিরে তাহান মন্দির।।
ধর্ম্মবন্ত কৃপাসিল সত কর্ম্মে মন ।
লোকেত ভকতি অতি মধুর বচন।।
দিগ দিগান্তর সবে কর এ বাখান।
আমিআ সদৃস বানি রসিক সুজান।।
অহনিসি হৃদান্তরে আছিল কম্পন।
কাব্যভাতি সুনিবারে শ্রধা ধিক মন।।
জেই জনে জেই মাগে নিরঞ্জন ঠাই।
সদএ হইআ প্রভু দেঅন্ত মিলাই।।
সত মএনা পুস্ত তাতে কাব্য বারমাস।
এহারে পরিতে তান ধিক হাবিলাস।।
এ থেকে আমার প্রতি মনে অনুমানি।
বহু শ্রধা করিআ কাগজ দিলা আনি।।
আসিআ মোহোর আগে কহি বহু ভাতি।
বুলিলেন্ত লেখি দিতে সত মএনা পুথি।।
তান সুআরতি পুরিবারে মনোরত।
আছলেত জে আছিল লেখি দিলু তত।।
আএ গুণিগণ সবে মোকে ন দুসিবা।
বিভঙ্গ দেখহ জথা জত্তনে যুধিবা।।
সুদ্ধ করি লেখিবারে নারি একাক্রম।
ঐক্ষর লেখিতে মোর মনে হএ ভ্রম।।
এথেকে মোহোর ঘাইট খেমিবা নিশ্চএ।
মোহন্তে পাইলে দোস ঢাকিআ রাখএ।।
গুরুজান মাহাম্মদ পদ প্রণামিআ।
হিন সাছি সন্তারিখ দিলুম রছিআ।।
হিন জনে দোস জদি প্রাএ পাএ।
হিতাহিত ন বুঝিআ সত মুখে গাএ।।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি, পৃ. ৫৪৬ -৪৮, পুথি নং—৩৪৬]

(১৩৪৮) সবে মে রাজ। সৈয়দ সুলতান

"ইতি সবে মেহেরাজ পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্যাপি মতিভ্রম মোনিনাপি মতিভ্রম জথা দ্রিষ্টি তথা লিখীনং ...শ্রী নানোবর পুত্র জান মাহাম্মদ ছগীর তাহান ঔরসে জন্ম হইলুম অস্তির। মোঞি হিন অল্প বোদ্ধি সেবক জানিআ।। শ্রী তোনা আলি বালকে লিখি পুস্তক করিআ। মোঢ়মতি অল্পবোদ্ধি সেবক জানিআ।। মোহাজনে দোস ঢাকি গোন (গুণ) প্রচারিআ। অসুদ্ধ হইলে পদ গালি নহি দিবা। হিন তোনা আলির দোস সকলে খেমিবা।। গোর (গুরু) জন সবেরে প্রণামি বারে বার। গালি না দিবারে মাগি জুরি দুই কর।।

"সাক সুল সত ১৬৮২ মঘি ১১২২ মঘি তারিখ ৫ আশ্বিন রোজ সুক্রবার শ্রী এই পুস্তকের মালিক

তোনা আলি। " [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি পৃ. ৫৪৬ - ৪৮, পুথি নং—৩৪৬]
(১৩৪৯) স্মরণী টীকা। জীব গোস্বামী
লিখিতং শ্রী শাধু চরন দাস। মোকাম ধলশিমুলি শ্রী গৌর চাঁদ বানয়্যার বাড়ীতে শংপুন্ন হইল। শন ১২২৪ শাল তারিখ - ২ বৈশাক নাগাদি ৯ বৈশাকে পূর্ন্ন হইল।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং— ২৫২৭]
(১৩৫০) মিন গোরক্ষ সম্বাদ। অজ্ঞাত

হস্তাক্ষর শ্রীবৃন্দাবন নাথষ্য
সং ভবানিপুর পং চিনাসো
সন ১২০৫ সাল
তাং ১০ শ্রাবন
রোজ সমবার
তন মন ধন গুরু পদে সমর্পন ইতি। [হাড়মালা, ব্রহ্মজ্ঞান যোগশাস্ত্র, শ্রী নৃপেন্দ্র নাথ চৌধুরী, বি. এ. পরিশিষ্ট - ২, পৃ. ক্র]

(১৩৫১) অক্ষর বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণ দাস
লিপিকাল সন ১২৪৩ সাল, তাং ১৭ পৌষ। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড়চাতুরি। " ইতি শ্রীকৃষ্ণের চৌতিস অক্ষরের বর্ণনং সং পূর্ণ।। পিতরো ধন লব্দৌ চ রাজা খড়্গধর স্তথাদেবতা বলিমিচ্ছন্তি কো মাং ত্রাতা ভবিষ্যতি।। ১ ।। বপুব্বিবূপাক্ষ অলক্ষ জন্মতা দিগম্বরত্নেন নিবেদিতং বসুবরেষু জস্থান মৃগাক্ষি মৃগ্যতে তদস্তু কি বস্তুমপি ত্রিলোচনে ।। ২।। নব নব সতদল মরচরণং সতপসরন গত ভবভয়হরনং ।। ৩ ।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি - পরিচয়, প্রথম খন্ড, পৃ. ৬২-৬৩, পুথি নং—১০৫]
(১৩৫২) অথ হাড় মালা। দ্বিজ শত্রুঘ্ন

ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাশ্চ মতিভ্রম—
জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখক নাস্থি দোসয়।।
শন ১২৫৭ শকাব্দা ১৭৭২ যাল।।
শঙ্কর শ্রী নুনুরাম শর্ম্মা নিজ পুস্থক—
শ্রী জয়কৃষ্ণ শর্ম্মা প্রগনে হাল্যাকান্দি মৌং রাঙ্গাউটি

[হাড়মালা ব্রহ্মজ্ঞান যোগশাস্ত্র, শ্রী নৃপেন্দ্র নাথ চৌধুরী, বি. এ. পৃ. ৪৮]
(১৩৫৩) সিব গোরক্ষ সম্বাদ। অজ্ঞাত
হস্তাক্ষর শ্রীবৃন্দাবন নাথষ্য সাং ভবানিপুর, পং চিনাসো সন ১২০৫ সাল ১৭ শ্রাবণ। [ঐ, পরিশিষ্ট ১, পৃ. গ]
(১৩৫৪) দ্বিজ চন্ডীদাস বিষয়ক পাতড়া। অজ্ঞাত
লিপিকাল সন ১১৮২ সাল।

পূর্ব্বে গ্রামেতে ছিলা কবি দ্বিজ চন্ডিদাস, করিম্বাহার গ্রামেতে তাহার হইল নির্জাস।
তাহার পূজিৎ আছেন দেবি বিশালাক্ষি সেই পাদ পদ্ম মোই হৃদে করি থা( )কি
ইষ্টদেবের য়াশীর্ব্বাদ আ (র) রমনির কৃপাতে রচিল পয়ার গ্রন্থ ভাবিয়া মনেতে।
শিশুমতি অল্পবুদ্ধি কি বন্নিতে পারি সত্যের আনন্দে বন্দ মুখে বল হরি।

... লিখকের দোষ নাস্তিকং। লিখিতং শ্রীকমলাকান্ত দেবনাথ। সাঃ নালবি, পরগনে ... ১১৮২ সাল, তারিখ ৩ মাঘ। রবিবার অষ্টমী, সাঃ বাজার পরগনে বর্দ্ধমান, শ্রীজুৎ দুলাল ... এগাছে, পূর্ব্বমুখে

ছয়দন্ড বেলার মদ্ধে। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি - পরিচয়, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৭১, পুথি নং—৩৬৮]

(১৩৫৫) প্রহ্লাদ চরিত্র। ভরত পন্ডিত

জথা দৃষ্টং তথা লিখীতং লিক্ষকো নাস্তি দোষকং। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।।

প্রহ্লাদের চরিত্র এ অপূর্ব্ব কথন সুনিলে কলুসনাশ বিঘ্ন বিমোচন।
অনেক প্রসঙ্গ ইথে বুঝে বিজ্ঞ জন মুর্খ ইহা কি বুঝিব ভারত কথন।
পুন্যবান জন ইহা করয়ে শ্রবন পাপ ধ্বংস হয়্যা হয় বৈকুণ্ঠে গমন।
ধনবান দুস্থিত নাহিক ইথে ভিন্ন জেবুঝে ইহার মর্ম্ম সেই জন ধন্য।
জাহারে গুরুর দয়া দৃঢ় রূপে হয় সেই সে বুঝিতে পারে অন্য হৈতে নয়।
লিখিলা পুস্তক দত্ত সদা সিব দাস সংপ্রতি কৃষ্ণ রামপুরে নকুন্ডে নিবাস।
আদরসে করিয়া দৃষ্ট লিখিলাঙ পুথি শোধন করিবে লিপি দোস থাকে জদি।
ভিম হেন ক্ষেত্রি তাঁর রনে ভঙ্গ হয় মুনির মনে ভ্রম হয় সাস্ত্রে হেন কয়।
সর্ব্বেতে সকলে বিজ্ঞ নাহিক সংসারে লিখিলাঙ আপনার জ্ঞান অনুসারে।
কৃষ্ণরামপুরে ঘর বর্ণ্যে সুতকার কৃষ্ণভক্ত পৃয় সদা স্বভাব তাহার।
ভক্তিমার্গ সতন্তর স্বভা হৈতে নয় ভক্তিতে প্রবিন সুতকারের তনয়।
লিখাইলা প্রহ্লাদ চরিত্র ভক্তি করি পুস্তক সংপুর্ন্ন হৈল বল হরি হরি।
রুদ্র পিঠে সমুদ্র সমুদ্র পিঠেবান সনের গননা এই বুঝ সাবধান।
ধনু মাসের ত্রয়োদস দিনে দ্বিপ্রহরে গ্রন্থ পুর্ন্ন হৈল সভে ভজ হরি হরে।। শ্রীশ্রী জাকর
আক্ষান তাঁহার মুখময় যুভঙ্কর বড় ভাগ্যবান তার চারিটী কোঙর।
জেষ্ট যুত শ্রীচৈতন্য মধ্যম জুগল তস্যানুজ কী সোরে সণৎ অনুবল।
সর্ব্বানুজ ইস্বরি এ ভাই চারিজন চারিজনে সর্ব্বাথে রক্ষীবে নারায়ণ।
চারিপুত্রে ভাগ্যবান শ্রী যুখময় দাস পুর্ন্নকর গোবিন্দ তাঁহার অভিলাস ।। ৪ ।।

[বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি - পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৪০, পুথি নং—৮৪৮]

(১৩৫৬) রামায়ণ (অযোধ্যাকান্ড)। কৃত্তিবাস

ইতি শ্রীরামায়ণ অযোধ্যাকান্ড সমাপ্তঃ শ্রীহরি : শ্রীহরি : শ্রীহরি : জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লক্ষকো দোস নাস্তিকঃ। ভীমস্যাপি রনোভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ এ পুস্তকাধিপতি শ্রীমান শ্রীভাই গৌ (র) হরি দত্তজা মহাশয় শাং বারদা পরগনে পায়ন্দা পহরাজপুর শরকার কটক। ব অমল কুঃ পনি অঙ্গরেজ বাহাদুর লিপিরিয়ং শ্রীরামপ্রসাদ দাসানুদাস শাং মহাগ্রাম কিন্তু মহাজন সকলকে আমার শত কোটি প্রনাম ইহার পঠনে সুদ্ধাসুদ্ধ জে হয় তাহা ক্ষেমা দিবেন ইতি তাং মাহ রাঘ রোজ সুক্রবার তৃতিয় প্রহরের সময় সম্পুর্ন্ন হৈলা সন ১২৩৪ সা (ল)। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি - পরিচয় , দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. পুথি নং—৯১৮]

(১৩৫৭) অরণ্যকান্ড

এতদুরে অরন্যক লিখি সমাধান লিখকে নাষকে দয়া কর প্রভুরাম।
লিপির না লবে দোশ সুন রঘুবির সদাই চঞ্চল চিত্ত নাহি হয় স্থির।
মুনির মতিভ্রম হয় ভিম রন ভঙ্গে অহোরাত্রি ভ্রাতৃ মোর ছয় রিপু সঙ্গে।
যথা দ্রষ্ঠি লিখিলাঙ সুনহে গোশাঞিঙ যেমন তোমার ইচ্ছা মোর দোস নাহি।
শ্রীরামধেনু দ্বিজে দীনে রাম কর দয়া আমাধমে অন্তে দেহ ও চরনে ছায়া।
নিরবধি লিখি জেন তোমার কির্ত্তন তব নাম কর্ন্নে জেন করিয়ে শ্রবন।

লেখিলাঙ এই গ্রন্থ স্নেহ করি অতি শ্রীরামচরনে জেন সদা থাকু মতি।
মাঘ মাশ কৃষ্ণ পক্ষ আমবস্যা তিথি শ্রাহি মতে মাশের জে হৈল শড়োসতি।
শনিবার দিবা হৈলা দ্বিতিয় প্রহর খরোদা মোকামে লিখিলাঙ গ্রন্থবর।
শ্রীল ভাই গৌরহরি বারদা নিবাশি তাঁর মনোনিত ইহা লিখিলাঙ হরশি।
অতি দিন হিন আমি করি নিবেদন মোর প্রতি দয়া করি করিবে শোধন।
দোশাদোশ না লই সুন সাধু জন মোর মনে ভয় হইতেছে ঘনে ঘন।
লিখিলাঙ ত [ব] কির্ত্তি সুনহ শ্রীরাম শ্রীরামপ্রসাদের বাড়ি সাকিন মহাগ্রাম।
ইতি শ্রীরামায়ণ অরণ্যকান্ড সমাপ্ত।।

ইতি তাং মাহ মাঘ রোজ সনিবার তিথৌ অমাবস্যা দিবা দুই প্রহরের সম (য়) লিপিয়া বিশ্রাম দিলাঙ।। সন ১২৩৪। সাল ক ২৯ [ঐ, পৃ. , পুথি নং—৯১৮]

(১৩৫৮) রামায়ণ—সুন্দরাকান্ড।

ইতি শ্রী সুন্দরাকান্ড রামায়ণ সমাপ্ত।। জথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসকঃ। ভিমস্যাপি রনেভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি তাং মাহ ফাল্গুন রোজ সনিবার ত্রিতয় প্রহরে মন্ধে লিখিয়া সম্পূর্ণ করিলাঙ।। সন ১২৩৪ ।। [ঐ, পৃ. ৩৩২,পুথি নং—৯১৮]

(১৩৫৯) গোপাল বিজয়। কবি শেখর

শ্রী কবিশেখর মুখ পদ্ম নির্গত। শ্রী গোপাল বিজয় সংপুর্ণ০। শাকে গজাব্দি সরচন্দ্রামতে মুকুন্দ জসটপদেন শ্রী নরোত্তম নন্দী লিখিত মদা শ্রী গোপাল বিজয় সিষ্টজন বন্দনায়।। নবালং নবুদ্ধ ...। গোপিন অনচন্দ্র মৃৎকে সোবর্ণ জুগে ২ জৈষ্ঠস্য সষ্টীস্ব বিংসতি বাসরে মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমা তিথৌ শ্রীতু শ্বালগ্রাম পুস্তক সপুর্ণ। শ্রীমারন্দ সালুস্য অভিনব কুমারক শ্রী হরিরাম দাষ পুস্তকমীদং।। শ্রীকৃষ্ণ সখা শ্রী রাধাকৃষ্ণ গতি মম।। শ্রীগুরু চরণে ভো: নম। শ্রীশ্রী পরম সকাব্দা : । ১৫৯৫ ।।

[বিশ্বভারতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রকাশিকা, পৃ ৩৩৬, পুথি নং—৯৬ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি)]

(১৩৬০) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং ... মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রী বেচারাম দাস সেন সাকিম নাওআড় পাটনাথে শ্রীসুমন্ত্ররাম বারিক সাং পহলানপুর পরগনে সমরসাহি সন ১২২৮ বার সও আটাইস সাল তারিখ ২০ কাক্তেক জগধাত্রে পুজার দিনে সমাপ্ত হইল। এই পুস্তক শ্রীযুত পঞ্চানন ঠাকুর জিউর দক্ষিণ চৌপাড়িতে বসিয়া সাঙ্গ হইল বার তিথি রবিবার নবমি সুক্লপক্ষ। অদাতা বংসে দোসেন : সঙ্গ দোসেন দুষ্টতা : দারিদ্রতা কর্ম্ম দোসেন : পিত্রদোসেন মুখতা।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৮৬৫]

(১৩৬১) মনসামঙ্গল। বিপ্রদাস

ইতি মনসার অষ্টমঙ্গলা গীত সমাপ্ত।। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং পীতাম্বর বিপ্র সুত শ্রী নবীন নাম।। ... বসতি ছোট জাগুলে গ্রাম।। বাতস্যগোত্র শ্রী নবীন চক্রবর্ত্তী সাকিম ছোটজাগুলীয়া জেলা ২৪ পরগনা সব ডিভিজন বারাসত কার্ত্তিকে মাসি তুলা রাশিসহ ভারস্করে কৃষ্ণপক্ষে কাঞ্জিলাল পঞ্চ প্রবর। সাম বেদ কুখুন শাখা চারি সহোদর।। হারাণ পরাণ কালী কনিষ্ঠ নবীন দ্বাদশ্যাং তিথৌনক্ত সোমবারাধিকরণক উনবিংশ দিবসে ত্রয়োদশ শত তিন সালে লিখিত।। ১৯ কার্ত্তিক ১৩০৩ সালে সোমবার দ্বাদশি কৃষ্ণপক্ষ।। মনসা কৃপায় তার হস্তের লিখিল। [ঐ, পুথি নং—১৯০৭]

(১৩৬২) হরিগঙ্গাভক্তি। দুর্গা প্রসাদ

এই পুস্তক শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সমাপ্ত হইল সন ১২২১ সাল পরগনে খান্ডবা তপেশ ... মৌজে কল্যা তালুক শ্রীযুত তারাচাদ ঘোষ মো০ খিদিরপুর অতি সিগ্র লিখনের দোষ গ্রাহ্য করিবেন

নাই নিবেদন ইতি— তাং
২৫ পৌষ বেলা ছয় দন্ড থাকিতে শনিবার — [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৫৬০৪]

(১৩৬৩) বৃন্দাবন বর্ণনা ও ধ্যান। কৃষ্ণদাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান সংপূর্ন্ন। স্বাক্ষর শ্রী রামলোচন দেব শর্ম্মাধিকারী। সাকিনে নাজিরপুর পরগনে তরফ ... সন ১২৩৭ সালে ৯ ভাদ্র লিখা শ্রীবৃন্দাবন হইতে দেশে আইসার কালে নৌকার পর পাটনার ওজান গঙ্গা জিও মদ্ধে লিখা জাএ।। পুস্তক শ্রী স্বরূপচন্দ্র সাহার পাটার্থে।। [ঐ, পুথি নং—১৬৮৪]

(১৩৬৪) মহাভারত। কাশীরাম দাস

ইথে আরম্ভ পুস্তক লিখন ৩ ভাদ্র সন ১২০৩ সাল মঙ্গলবার পুস্তক সমাপ্ত ১৯ ফাল্গুন বুধবার সন ১২০৪ সাল মবলকে পুস্তকের পাত ৭৭ সাতার্ত্ত পাত সকাব্দা ১৭১৯ মোঃ নিজবাটী জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যকে দোষ নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ পুনিনাঞ্চ মতিভম।। এই পুস্তক জে করিবে চুরি তার মাতা সুকর পিতা গাদা শ্রীশ্রী৺ধম্ম শ্রীশ্রী৺দুর্গা — [ঐ, পুথি নং—৪১৬৫]

(১৩৬৫) রামায়ণ। কৃত্তিবাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোসকং।। ভিমসেনো রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। নমো গুরবে।। শ্রীশ্রী রামচন্দ্রায় নম : ।। শ্রীশ্রী কৃষ্ণায় নম : ।। সন ১২১৮ সাল।। তরপ বগড়ি।। তরপ পশ্চিম।। মোজে ইছ্যারা গ্রাম।। তারিখ ১৪ চৌর্দ্দে জষ্ঠি।। রোজ সনিবার দিবসে বেলা নয় ঘড়ি দিবসে পুস্তক সমাপ্তঃ।। লিখিতং শ্রী কৃষ্ণ নন্দি।। সাং ইছ্যারা গ্রাম।। পুস্তক পঠনার্থে শ্রী সুদন নন্দি। মুরলি নন্দি।। জত লেখিলাম পুথি চুরি করে জে : সুকর তাহার পিতা গাদা হয় সে।।
[ঐ, পুথি নং— ১৯৩০]

(১৩৬৬) মহাভারত। কাশীরাম দাস

মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।। কাহার সকতি ইহা বাএছা নারে পারি।। শ্লোক ছন্দে সংস্কৃতে রচিলা (বেদ) বাস।। পাচালি প্রবন্ধে কহি কাসিরাম দাস।। জেমত দেখিলাম পুথি লেখিলাম তাই। তুটে থাকে যঙ্গ করে লইবে সভাই।। অতি বড় যুঙ্গ মত : পুথি হলো এক সর্ত্ত পর্ত্র : পুথি মুর যুঙ্গ হঅ মনে বাঞ্ছা অতিসয় : ।... ভুলে জদি থাকে ভুল অতএব বিদ্বান প্রতি। এই মুর স্তুতি নতি। নিবেদন পুর্ব্বক জানাই : এই পুথি মধ্যে জদি থাকে কোন ভুলভ্রান্তি অনুগ্রহ করিবে সবাই। ইতি সন ১২৬৩ সাল তাং --- ২০ ভাদ্র বিহস্পতিবার শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপুজার দীবশে শ্রীশ্রী দুর্গা মাতার বিলয়ে বেলা ... আন্দাজি ১।৷ প্রহরের সময় পুর্ব্বমুখে বসিয়া সমাপ্ত হইল। লিখনং শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ কাসাইপুর জেলা বিরভুম থানা কৃষ্ণনগর। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২০১৪]

(১৩৬৭) চৈতন্য চরিতামৃত।

জথা দিষ্ঞ তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোষক, ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। শ্রীগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব গোসাঞীর্ভোনিম ২।। স্বপরিবার সহিতে দেবর্ভো নম ২।। লিখিতং শ্রী হলধর দাস সাকিম নিজবড়য়া মো : মিত্রীর্দ্দের দরোজা পাটক শ্রী ভজহরি কর্মকার সাত ... ইতি সন ১২১২ সাল তারিখ ২৫ ভাদ্র রোজ রবিবার তিথি পুর্ন্নিমা।। [ঐ, পুথি নং—২৩৬৮]

(১৩৬৮) লক্ষ্মীর চরিত্র। শিবানন্দ কর

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তী : দোস্ট : ।। ভিমস্যাপি রনে : ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সন ১১১৬ সাল ইতি তা : ২ ফাল্গুন লিখীত শ্রী শেখ কবির পুস্তক শ্রী পৃতরায় সৌ এর শ্রী পৃত রায়কে দিল বর এক সের চাল লইএগ্রা গুরু বাহ ঘর : ।। [ঐ, পুথি নং—২৮১১]

(১৩৬৯) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোসা নাস্তিক।। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রী শ্রীমন্ত দর্ত্ত সাকীম সটকী তর্স্পে কুন্ডহিতকডয়া।। পাঠার্থং শ্রী মথুরা নাথ দত্ত সাকীম সটকী।। ইতি সন ১২১৭ সাল তারিখ ১০ শ্রাবণ মঙ্গলবার বেলা তের প্রহরের সোমএ।। মোকাম বাখরগঞ্জীর গডিতে।। জে জন জাকে ভর করে রহে ভরসা তাই সোজন তা কৌছল করে তো কাঁহা বঁডাই পাই।। শ্রীশ্রী দুর্গা দেবি নমস্তুতে ।। জয়ন্তি মঙ্গলাকালি ভদ্রকালি কপালি দুগ্না সিবা ক্ষমা ধর্ত্তে স্বহ স্বদাই নমস্তুতে। শ্রীশ্রী সির্দ্দিদাতা গনেসএ নমস্তুতে।। [ঐ, পুথি নং—৩৩৭৩]

(১৩৭০) মোহমুদ্গর গ্রন্থ।

ইতি সন ১২৭৮ সাল তারিখ ২৫ ভাদ্র শ্রী পাঠক মুকুন্দলাল সৌ লিখিতং শ্রী হরিলাল সৌ ... দক্ষিন মুখে এই গেন্ত সাঙ্গ হইয়াছে বেলা আন্দাজি দুই দন্ড থাকিতে এই গেন্ত সাঙ্গ হইয়াছে।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৪১০]

(১৩৭১) প্রেমতত্ত্বসার গ্রন্থ। নরোত্তম দাস

প্রেমতর্ত্ত সার নামক গ্রন্থ সমাপ্ত : । শ্রীগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদ করিয়া সরন।। প্রেমতর্ত্ত সার গ্রন্থ করিলাম লিখোন।। সুর্য অযুর্দ্ধের দোস নালবে আমার।। সর্ব্ব রসিকের পদে করি পরিহার। অধমের দোস জত উর্ত্তমে নালয়। নিবেদন এই মোর সুন সব ভক্ত মহাসয়। এক এক ভক্ত প্রভুর এক অবতার। আমি হিন কি জানিব মহিমা সভার। পদ রেনু দেহ মোরে সর্ব্ব ভক্তগন। দিন হিন কৈলাসচন্দ্রের এই নিবেদন : । শ্রীগুরু চরনে মোর অসংখে প্রনতি : । লিখিলাম এই, গ্রন্থ দোস নাস্তি ইতি। ইতি : । সন ১২০২ সাল। তাং ১ জৈষ্টী : । সঅক্ষর শ্রী কৈলাস চন্দ্র হালদার। সাং হাটতলা পং বরিদহাটি : । তরফ বিষ্ণুপুর : । থানা বাঁকিপুর। তথাহি জোতুর্ব নাস্তি পাপাত্মা না পোরাধিচ কশ্চন পরিহারোপি নর্দ্দামে কিধ্রবে পুরুসর্ত্তম : । ইতি।। [ঐ, পুথি নং—৬২২৯]

(১৩৭২) চতুর্দশ পটল। নরোত্তম দাস

ইতি।। চতুর্দষ পটলং রসর্ত্তলং সোমাপ্ত।। গ্রন্ত লিখিবার দোষ সকলি ক্ষেমিবে : ।। অযুদ্ধ হয় যুদ্ধ করিয়া আপনি পটীবে। গুরুদেন মন্ত্র কানে : সেই মন্ত্র সদামনে : জপিলে সে ব্রজে পাবে ঠাঁই :।। শ্রীগুরুচরন ভরি : হরি ২ বলি ডাক নিজ প্রভু বিসরিয়া নাঞিঃ। হরিনাম রসষুধা : খন্ডিবে তাপীত ক্ষুদা : খাইলে অমর হবে তাই : । আমি সাষুড়ে।। ... ইতি : । সঅক্ষর মিদং : শ্রী বাবুরাম দাষ বৈরাগী সাং বর্ল্লভপুর সন ১২৪৫ সাল তাং ২০ জেষ্টী রোজ সুক্রবার বেলা চারি দন্ড থাকেতে সমাপ্ত ইতি : ।। [ঐ, পুথি নং—৬২৭৩]

(১৩৭৩) মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোস নাস্তীক ভিমেসাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্যম।। মুষ্টীযোগ চিকিচ্ছান নানাবিধ সংগহ কৃত ভূৎ কারনে বৈদ্যস্ব লোকানাহিত কারণ দামুদর নদী পার ... মহো রহ— পরগনা স ... সাল ডহ নিবাসি শ্রী জাদবিন্দ দাষ সরকারের আদরস অনুসারে লিখিতং বিরভুম খানা আফজলপুর সাকীন বড়রা গ্রাম নিবাসী শ্রী রূক্মিকান্ত মিত্রী বাঙ্গলা সন সন ১২৬২ বারসক বাষষ্টী সাল তারিখ — ১১ আশ্বীন সক ১৭৭৭।৫।১১ ইঙ্গরেজী সন ১৮৫৫ সাল তারিখ ২৬ সেপ্টম্বর রোজ বুধবার কৃষ্টপক্ষ প্রতিপদ তিথি উত্তর পক্ষে তপ্যন আরম্ভ দীন এই . সভঙ্গ জিবনাসক জোগ উত্রর পচ্ছীম দক্ষীন পুর্ব্ব সাঁন্তাতালের দর্ত্ত বত্রিতে মনস্য সকল নানাপ্রকার দুদসা দুভক্ষী নাস কারক ইস্বরের ভঙ্গি কহিতে মনস্যের গতি নাস্তীক।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৯১০]

(১৩৭৪) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক ভিমস্যাপি রনোভঙ্গো মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সন

১১৬১ ১২ অর্ঘ্যয়িন রোজ রবিবার।। লিখ্যতে শ্রীযুত ভোলানাথ দাসস্য।। সত্যন্ত বিহীনং।। কৃষ্ণ সুরনং মাত্রেন নরোজ্যান্তি নিরাপদং জেশ্ববন্তি সদা কৃষ্ণ নজানে তস্যকাং ক ... [ঐ, পুথি নং— ৩৯৭৩]

(১৩৭৫) ষড়ানন ব্রতকথা।

পুস্তক সমাপ্ত হইল কর সঙ্কলন।
শ্রী ভৈরবচন্দ্র অধীনের এক নিবেদন।।
এই পুস্তক অতি ছোট জানিআ তখন।
সরস্বতী স্মরি কৈলাস পুস্তক রচন।।
আর এক নিবেদন শুন সর্ব্ব জন।
জরিবের সময় তবে শুনহ বচন।।
আমার জননী তখন ঘরে নাহি ছিল।
চোরে তস্করে তবে জিনিষ লই গেল।।
সকল সম্বল নিল জিনিষ জে জথ।
পুস্তক জে নিল যদি মনে উতকত।।
এই পুস্তকখান পড়ি রহিলেক।
উদ্ধার করিলাম আমি লিখিআ পুস্তক।।
এই পুস্তক তবে হইল সমাপন।
অধীনেরে বর দেঅ দেব ষড়ানন।।
তোমার চরণ মোর কণ্ঠের কবজ।
অধীনের কৃপা কর আপনে দেবরাজ।।

"ইতি সন ১২০০ মঘী তারিখ ২০ কার্ত্তিক মতাবেক সন ১২৪৫ বাঙ্গালা মতাবেক সন ১৮৩৮ ইংরেজী তারিখ ১৬ আক্তুবর রোজ বুধবার বৈকাল বেলা চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষ ক্ষেণে লিখা সমাপ্ত। শ্রী ভৈরবচন্দ্র আউচ সাকিন দেবগ্রাম (বর্ত্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা)।" [আবদুল করিম মুন্‌শী সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৪০, পুথি নং—৫৪]

(১৩৭৬) ইতি উপাসনার অদ্যা সমাপ্ত ।। শ্রী হরিনাম। জথা দৃষ্টং তথা লিখকং নাস্তিদুসকং সাক্ষ্যর মিদং শ্রী লক্ষি নারায়ণ দত্ত সাকিম (মোগরা ? চাওরা ?)।। স পুস্তক মিদং শ্রী প্রবুরাম কাপ সাং তুথা এই য়ক্ষর দেখিয়া জেবা করে রো নির্শ্চয় জানিয় তার সাবুড়ির দুস ইতি সন ১২১১ তাং ২৪ আসাড় পুস্ত সমাপ্ত সমবার বেলা দস ডন্ড থাকিতে শ্রী হরিচরণে গতি হলুক আমার।। [ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালার পুথি নং—২১ (ঘ)]

(১৩৭৭) ধর্মমঙ্গল। রূপরাম

পাঠক শ্রী দেবনাথ পন্ডিত সাং বেলুন। সন ১২২১ সাল তারিখ ১৭ য়াষাড়।। শ্রী সোনাতন পন্ডিত গানের পুথির ভাগ দিতে চায় নাঞী য়তএব শ্রীজুৎ দেবনাথ পন্ডিত ও শ্রীমোহন পন্ডিত একত্র থাকিয়া নাচার প্রযুক্ত এই পুস্তক দুই সহোদরে লেখাইতেছে তবে সাবেক পুস্তক মধ্যস্তের জিম্বা য়াছে তজরিত্রে জেমত হইবেক তাহাই পাইবেক শ্রীজুৎ সোনাতন পন্ডিত প্রথক হইয়া য়াপন মাতাকে য়ন্ন দিলেক নাঞী এবং সাবেক পুস্তকের ভাগ দিতে চাহে নাঞী য়তএব য়ন্যায় কারণ এই পুস্তক লেখা জাইতেছে ইতি।। [বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খন্ড, বাঙ্গালা পুথির পুষ্পিকা, সুকুমার সেন, পৃ. ২২৬]

(১৩৭৮) ৫। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ। ভবানীদাস

শ্রী অজুধ্যারাম দেবশর্ম্মণ্ স্বাক্ষরং পোস্তকমিদ্‌ম। যথা দৃষ্টি ইত্যাদি। শুভমস্তুত শকাব্দা ১৭০০ (:) ৪।১।২৯।১৪।২৭ সৌরজ্যেষ্ঠস্য ন এবং তে দিবসে অর্কবাসরে ... ১৩ ত্রয়োদশ্যাস্তিথো দিবা ১৪ চৌদ্দ দন্ড সমাপ্ত।।

গঙ্গাঁর সমীপে আছে বদরিকা গ্রাম।
তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম।।
জনক জাদব আর জসদা জননী।
সপুত্র বান্ধবে জেন সর্ব্বলোক জানি।।
সিসুকাল হতে তান আন নাহি চিত্য।
কণ্ঠে সরেসতি বৈশে কর একচিত্য।।
দেবতার ক্রে পা তবে হইল প্রকাশ।
রাম স্বর্গারোহণ হৈতে করিল উদ্ধার।।

[A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in The Collection of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, পৃ. ৬, পুথি নং ২৫২৫]

(১৩৭৯) অঙ্গদের রায়। কবিচন্দ্র

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখিকো দোষ নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভুমা।। হে হে বিধাতা কি বা লিখন্তং যুধিষ্টীরো রাজা বলে বসন্তং ভায্যা বিনে রাম সদা রোদন্তং বয়ম ফকিরা দুনিয়া ফিরন্তং।। ইতি অঙ্গদের বার সংপূর্ন্ন। ইতি সন ১২৬০ সাল তারিখ ১১ মাঘ।। হে ২ জসোদে তব বালকো সে মুরারি নাম বষুদেব ষুনাআদা ... হরণ : মুদিঅ : গোতপিদ্বরং জোমুনা নিকুঞ্জ। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২০৫৫]

(১৩৮০) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোস নাস্তি দোসক :।। বকলমোনে না দোসঃ য়াল বাল নিবো যথা।। সন ১২২৯ সাল লিখিতং শ্রী গন্ধর্ব্ব সিংহ্ বাবু সাং সংগ্রামপুবঃ পাঠক শ্রী মোহন লাড়িক সাং হরিনাগাজা ইতি সন ১২২৯ সাল।। [বিশ্বভারতী পুথি নং—২০৭৮]

(১৩৮১) পদাবলী। গোবিন্দ দাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোস নাস্তি।। লিখিতং শ্রী গন্দর্ব্ব সিংহ্ সাঃ সংগ্রামপুর পাঠক শ্রী রাধামোহন দড়িক সাঃ সংর়াম পুরদিঃ।। বে— ৩ কার্ত্তিক সন ১২১৬ সাল। ইহঅ বলি স্তব জননি জনক মহিপতি স্তব তব জনকাঃ ভর্ত্তাতু ভুবন কর্ত্তা বিধির পিতব দাসং মাতং কথং বনে বাসঃ।। সসধর কর গনয় অচল হসনঃ কনক কসম সম তম বসমঃ শতদল নবনব মদ হর চরনঃ সত বস রন মখচ ভব ভয় হরনঃ ।। শ্রী ।। শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুর জিউ।। [ঐ, পুথি নং—২০৮৫]

(১৩৮২) বৈষ্ণব বন্দনা। দৈবকীনন্দন

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোষ নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। বরং পণ্ডীত সক্রনাং নচ মুর্খেন মইএতা বান বেন হতো রাজা বিপ্র চৌরেন রমিতা।। ইতি সন ১২২৬ বার সর্ত্ত ছাব্বিস সাল তারিখ - ২৩ তেইস্যা আশাড়— [ঐ, পুথি নং—২০৮৭]

(১৩৮৩) কালিকা মঙ্গঁল (বিদ্যাসুন্দর)

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোষ নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সন ১২৪৬ বার সর্ত্ত ছয়াচল্লিস সাল আসাঢ়স্য সিতে পক্ষে চতুর্দ্দস্যাঃ গুরুবাসরে বিলেখিত মিদং গ্রন্থ ইশ্বরস্য দ্বিজ মনা যত্নে লিখিতং গ্রন্থং যে হরন্তি নরাধমা পিতশ্চ গর্দ্ধভস্তেসাং মাতাচ শুকরি ভবেৎ।। [ঐ, পুথি নং—

২২৬৭]

(১৩৮৪) চন্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরাম

মাঘে মাস্য সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যা ভৃগুবাসরে। লিখিতং গিরিদেবেন শ্রী পুর্ব্বেন দ্বিজন্মনো। জুগেশ্বরেন গ্রামেন বসতা মঙ্গল প্রদ: ।। শকাব্দা: ১৭৪৪ সন ১২২৯ সাল তেরিখ ১২ মাঘস্য মোকাম পাউষঘাটী।। [ঐ, পুথি নং—২২৭৩]

(১৩৮৫) মহাভারত (স্বর্গারোহন)। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখোক দোস নাস্তিক ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। উদয়তে জদি ভানু পচ্ছিম দি বিভাগে বিকোসিত জদি পর্দ্ম পর্ব্ব তা নাং সেক্ষাগো বিচলিত জদি মের সিত তাং জাত বহ্নি নচনিত খলুবাক্যং সর্জ্জুনাং কদাচিত।। কৃষ্ণ স্তুতেয় পদ পঙ্কজ পিজু রাত্র অদ্রেতমেব বসত মানুস হংস রাজাপান পয়ান সমযেকক্ষ বাত পিত্তি কণ্ঠা বিরধনে স্বরমং কুত্তস্ত্র।। লিখিতং শ্রী গঙ্গাধর মিত্রী সাকিম গোবিন্দপুর। পরগনে খটঙ্গা জিলা বিরভুমো মোকাম ... শ্রী বক্রনাথ বিস্বাষের শ্রী চন্ডীমন্ডপে বসিয়া বেলা এক প্রহরের সমএ বুমবারে তিথি চতুত্তি সমাপ্ত হইল ইতি সন ১২২৬ সাল তা_১২ সাবন।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৬১৬]

(১৩৮৬) নারদ সংবাদ। কৃষ্ণদাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। দারাপুত্র নরানাং পরিজন সহিতো। বন্ধুবর্গ প্রিয়বা: মাতাভ্রাতা পিতারা: সসুর কোন জনে: ভোগ মাছঅ বিত্রৈ: বিদ্যারূপ বিমল নয়ন: জেধিন মানগর্ব্ব: সর্ব্বে মিথা ম ... সমএ কৃষ্ণ মেক স্বহায়।। লিখিতং শ্রী গঙ্গাধর মিত্রী সাং গোবিন্দপুর পরগনে খটঙ্গা জেলা বিরভূমে। পাটক শ্রী বাধ ( ) ষ্ণ মন্ডল সা ... মরা পরগনে মল্লারপুর জেলা বিরভূম ইতি সন ১২২৬ সাল বার সত্ত ছাবিষ সাল তারিখ ২১ আশাড়।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৬১৫]

(১৩৮৭) মহাভারত। কাশীরাম দাস

ভিমস্বাপে রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। জথা দ্রিষ্ট তথা লিখিত লিক্ষকো নাস্তিক।। কথং বধসতো রাজা কথং বৈতানি নদি কথং কাম দোহা ধেনু কথং করা নন্দনং বন।। যুধিষ্টীর উচ্চা ক্রোধ বৈরসতো রাজা আসা বৈতরনি নদি বিদ্যা কাম দোহা ধেনু সন্তসং নন্দন বন।। লিখিতং শ্রী সিবনাথ মন্ডল সা: ডামড়া তালুক কম্বরপুর দরিমহুড়েস্বর রহুদা ডামডার প্রজা শ্রী ভাগবত মন্ডলের পুর্ব্ব দুয়ারিতে বসিএগ্রা লিখিলাম সন ১২৪৬ সাল ২৪ কার্ত্তিক।। [ঐ, পুথি নং—২৭১৫]

(১৩৮৮) স্বপ্ন পর্ব। কাশীরাম দাস ও আরও অনেকে

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তিক। ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি সন ১২৮৭ সাল: সকাব্দা ১৭০২ এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। ভাদ্র মাহে ত্রিতিএ বৃহস্পতিবার চারিদন্ডের সময়। সঅক্ষর মিদং শ্রীহরগোবিন্দ দাষ বিশ্বাস সাকিম পুর্ব্ব মাগুরা পারবানিয়া রসপুঞ্জ গদারাট। ষুন ২ পন্ডিত এক অপুর্ব অভেদ। তিনদিনের কন্থে তার ছয় মোটের পেট। ছয় গেলে এক রহে লক্ষ হইল পেটে। কি কর সষুরহে শ্বামি নাহি ভেটে। শ্বামির সহিত জদি হইতে দরসোন। দিনপ্রিতি জথা ইতাম লক্ষ এবুন। অসম্ভব কথা এক ষুন বির নর পুত্র বলে মোর হউক বিস্ত:। বধু বলে সষুর করুন আলিঙ্গন। জামাতা স্যামি হনু স্বাষুড়ির মন। পক্ষ নহে পকধরে কাননে জনম:। দেবন ধর লহে কুঞ্জর বন্দন। জামিনি ... নহে কবি করে পান। হেয়ালি প্রবন্দে কবি কঙ্কনে গান। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৫৭৯]

(১৩৮৯) রামায়ণ (আদিকান্ড)। কৃত্তিবাস

আদিকান্ড সমাপ্ত রচিল কিত্তিবাশে।। ইতি তারিখ ৭ শ্রাবন সন ১২১৮ সাল শোমবারে ৬ দন্ড বেলাভ্যান্তরে আদিকান্ড সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রী আনন্দ চন্দ্র দেবশর্ম্মা। জত্নেন লেখিতো গ্রন্থ জশ্চোরয়তি পুস্তক মাতাচ সুকরী তস্যা পিতা ভবতি গর্দ্ধভ।। এতৌদ্বৌকন্ধ কদলী কান্তার শান্তি ছিদৌ বৈদেহিকুচ কুম্ভ সংগম রজ শান্ধা রূণাং কাংক্কিতৌ লোকত্রান ( ) বান সাধুসরন প্রারম্ভ কুসোভুজো দেয়াস্তো মুর বিক্রমো রঘুপতে শ্রেয়াং সি ভূঞ্জয়াং সিব। বালক্রীড়া সিন্ধুশেখর ধনু ভঙ্গাবধিবহতা তাতে কানন সেবনাবধি কৃপা সুগ্রিব সখ্যা বধি শ্রীরামস্য পুন্যও লোক মহিমা জানক্য পেক্ষাবধি।। [ঐ, পুথি নং—২২২১]

(১৩৯০) তাড়কা বধ। রসিক ঘোষ

ইতি সন ১২১৩ সাল লিখিতং শ্রী দীন ... খা তাঃ ৩ সাবুন।। [ঐ, পুথি নং—৩১৮০]

(১৩৯১) সাধনামৃত। কৃষ্ণদাস

জথা দৃষ্ট তথা লিখিত০ লিখক০ দোস নাস্তি স্যাক্ষর শ্রী জগন্নাথ দাস শ্রী স০কেত নিবাসি ইতি।। ভজন সাধন বিনে মিছা মোর জায় দিনে নাহি জানি আপন হিতাহিত। এদুখ কহিব কাকে কে সুনিবে মন সুখে কিশে মোর হইবে নিশ্চিত।। জে জানে মনের দুখ সে জানে আপন সুখ তাহা আমি নাড়িনু জানিতে। সাধু সঙ্গে হয় বাস তবে হয় মনোল্লাস তবে জানি সব হিতাহিতে।। জগন্নাথ দাসে কয় মোর মনে এই হয় সাধু সঙ্গ বিনে নাহি ত্রান। ইতি শ্রী সাধনা মৃত সংপুর্ন্ন।। ইতি তারিখ সন— মাহ জৈষ্ট তারিখ যুক্রবার তিথি চতুর্থি।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৪০৪]

(১৩৯২) কুলপঞ্জী। বিশ্বমিশ্র

ইতি বিশ্বমিত্রেণ দিগ্বাণেন্দু শক বর্ষে বারেন্দ্র বংশ নির্ণয় বিরচিত।। ১৬৪৫ শক বর্ষে শ্রী কেশব দত্তেন যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং।। [কায়স্থ - সমাজ, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩১, পৃ. ২৯১]

(১৩৯৩) লঙ্কাকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি শ্রীশ্রী রামায়ন লঙ্কাকান্ড আহো লঙ্কাকান্ড সমাপ্ত ।। শ্লোক।। আয়াতি রাম মধুসুদনস্যঃ পস্যন্তি সর্ব্বেচরনার বিন্দং।। পরষ্পরস্তিমিনানুসাবেঃ সিন্দুর বিন্দু বিধবা ললাটে ।। ১ ।। ইতি তাং ১৪ মাহ বৈসাখ তিথৌ কৃষ্ণাচতুর্দ্দশি ভৌম বাসরে বেলা তৃতিয় প্রহরের মদ্ধে খোরদা মোকামে লিপিয়া বিশ্রাম দিলাঙ।। সন ১২৩৪ অমলি বার ১২ অঙ্ক মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র দেব।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি পরিচয় দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৩৪ পুথি নং—৯১৮]

(১৩৯৪) কাগজের আরিজা। শুভঙ্করের দাস

মহল স্যাগত কাগজের আর্য্যা সমাপ্ত।। লিখিত শ্রী চিনাথ ঘোস সাং রূপপুর সন ১২০৮ সাল তারিখ ২৪ আশ্বীন জাত সূর্য্যকুলে পিতা দসরথ ক্ষৌনিভুজামনি সিতা সর্ত্ত্যপরায়নি প্রনয়নি র্জস্যানুজ লক্ষন দোর্দ্দন্ড নৃতাস্ত্বভুবনে রামং জেন বিড়ম্বীতাং বিধি না চান্যে জনে কা কথা ।। ৪ ।। হরগোরি পোম্যা [ঐ, পুথি নং—৫৪৫]

(১৩৯৫) রামায়ণ—অঙ্গুরি সংবাদ

ইতি অঙ্গুরি সংবাদ সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২৬৮ সাল তারিখ ১লা ভাদ্র।

[A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collection of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, পৃ. ২, পুথি নং—৩৬২৪]

(১৩৯৬) অরণ্যকান্ড। কৃত্তিবাস

ভিমম্বাপী রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। তথা লিখিতং লেখক দোস নাস্তী।। ইতি সন ১২৭৫ বার সত্ত পচাত্তর সাল তারিখ ২২ কার্ত্তীক লেখক শ্রীরামচন্দ্র হাজরা ও শ্রী বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঠক শ্রী

কুদার নাথ হাজরা বিঃ।। [বিশ্বভারতী পুঁথিশালার পুথি নং—৬১৪১]
(১৩৯৭) অদ্ভুত রামায়ণ (আদিকান্ড)। জগত্রাম
ইতি আদিকান্ড সমাপ্ত। জথাদিষ্টং ইত্যাদি। সন ১২৪৩ সাল তাং ১৯এ ফাল্গুন বারে বুধবার সমাপ্ত হইল। [A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collection of the Royal Asiatic Society of Bengal. Vol. IX. পৃ. ১৫, পুথি নং—৩৯৬২]
(১৩৯৮) সীতার বারমাসি। অজ্ঞাত
ইতি সীতার বারমাসি সমাপ্ত। সন ১২৯৩ সাল ও তাং ২২ শ্রাবণঃ লিখিতং শ্রীরামময় ভট্টাচার্য্য। ওরাম। [ঐ, পৃ. ১৬, পুথি নং—৫৩৫২]
(১৩৯৯) মহাভারত—আদিপর্ব্ব। কাশীরাম দাস
ইতি সমাপ্ত।। সন ১১৮৬ সাল তারিখ ১৯ বৈশাখ রোজ বৃহস্পতিবার শ্রীযুত গুপিনাথ সরকার পুথি। সাকিম ... [ঐ, পৃ. ১৯, পুথি নং—৫০২৪]
(১৪০০) প্রহ্লাদ চরিত। অজ্ঞাত
সৌর ভাদ্র আস্য চতুর্থ দিবসে ... জথা দৃষ্টং etc., etc., ভীমস্যাপি etc., ইতি সন ১১৩০ (c.1723 A.D) তারিখ ৪ঠা ভাদ্র শুভমস্তু শকাব্দা ১৭০২ শ্রী অজৌদ্ধারাম আচার্য্য ... [ঐ, পৃ. ৮৩, পুথি নং—৪০৫০]
(১৪০১) ধর্ম্ম ইতিহাস। অজ্ঞাত
ইতি পরিক্ষিৎ সম্বাদ শ্রীশুকদেব কথনির্ণয় ধর্ম্ম ইতিহাস পুস্তক সমাপ্ত। ভীমস্যাপি etc., etc., স্বাক্ষর শ্রীরামধন দেবশর্ম্মনঃ। সয়ক্ষর শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৩৮ চৈত্রমাসের ২০শে তারিখ। [ঐ, পৃ. ৮৪, পুথি নং—৪০৪৯]
(১৪০২) বৈষ্ণববন্দনা। দেবকীনন্দন
লিখিতং শ্রীরাধাপ্রসাদ দাস সরকার পাঠক শ্রী ফলনী। ইতি সন ১২০৫ সাল ৫ই বৈশাখ রোজ সমবার বেলা ১ প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত হইল। জথাদৃষ্টামত্যাদি।
[A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collection of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, পৃ. ২৭৯, পুথি নং—৫৩৬৯]
(১৪০৩) মনসাঙ্গঁল। কেতকাদাস
শ্রীরাম কর্ম্মকারের সন্নিকট লৌতন চৌপাড়ীতে হইল। ইতি সন ১০৮৩ সাল তারিখ ১৮ জষ্ঠি রোজ বুধবার বেলা এক প্রহরে হইল। [ঐ, পৃ. ৩২৪ পুথি নং—৫০০২]
(১৪০৪) পার্বতী পুরাণ। রাম নারায়ণ
এতদুরে পার্ব্বতি পুরাণ হইল সমার্পণঃ ।। ইতিঃ।। শ্লোক০।। মাতা পৃথিবি০ পীতা জনক০ পতির্স্ব রাম০ জগতে বিদিত০ তত্রাপী দুষ০ লম্বাটে লিখিত০।। সন ১২৮৩ সাল তা০ ৬ বৈশাখ সোমবার ইতি এই পুস্তক সমাপ্তঃ সর্ক্ষর শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র দেবর্স্যম্মন সা০ চকরার পুর পটর্থে শ্রী ধর্ম্মদাষ মন্ডল ও শ্রী শিবরাম মন্ডল সা০ চকরার পুর [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬১৯৫]
(১৪০৫) প্রসাদ চরিত্র বা প্রহ্লাদ চরিত্র। কবিচন্দ্র
এই পুস্তক শ্রীগুরুচরণ ... সাকিম কাঞ্চন নগর। সন ১১৬০ সাল (C. 1753 A.D.) তারিখ ২৬ ... [ঐ, পৃ. ৬৮, পুথি নং—৫৩৬৬]
(১৪০৬) দুর্লভসার। লোচন দাস
সন ১০৬৭ (C. 1660 A.D.) মাহ আশ্বিন ৯ই রোজ মোকাম বেলিঠা।

[A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collection of the Royal Asiatic Society of Bengal. Vol. IX, পৃ. ১২৭, পুথি নং—৩৭২৯]

(১৪০৭) চৈতন্য মঙ্গল। লোচন দাস

জথা দৃষ্টমিত্যাদি। ইতি সন্ন্যাস খন্ড সমাপ্ত। ইতি সন ১০৮৬ সাল তারিখ ১১ই আষাঢ় বুধবার লিখিতং শ্রীপরাণ দত্ত। [ঐ, পৃ. ১৩০, পুথি নং—৪৮৯৯]

(১৪০৮) রাধারস কারিকা বা মঙ্গলরস কারিকা। মুকুন্দ দাস

সন ১২৪২ সাল তারিখ ২৫শে জষ্ঠি বেলা ৩ প্রহরের সময়ে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীমতি লালমণি বৈষ্ণব। [ঐ, পৃ. ১৩৫, পুথি নং—৩৯৬৮]

(১৪০৯) রসকদম্ব। কবিবল্লভ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাসস্য সাক্ষরমিদং পুস্তকঞ্চ সন ১২০৭ সাল তারিখ ২৫ সা আষাঢ়স্য সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীনিত্যানন্দ কবিরাজস্য গ্রন্থস্য। [ঐ, পৃ. ১৯২, পুথি নং—৪৮৭০]

(১৪১০) নন্দবিদায়। কবিচন্দ্র

ভিমস্যাপীত্যাদি। লিখিতং শ্রী নয়ানন্দ দাস। ইতি তারিখ ১৮ই মাঘ ইতি সন ১২০৪ সাল তারিখ ১৮ই মাঘ রাত্রি ১ প্রহর হইতে সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ১৯৫, পুথি নং—৫৪২৯]

(১৪১১) গোবিন্দ মঙ্গল। কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২২৮ সাল আশ্বিন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সমাপ্ত। বুধবার বেলা আড়াই প্রহর পঠনার্থে শম্ভুচরণ দাস পাল। যথাদৃষ্টেত্যাদি — [ঐ, পৃ. ১৯৭, পুথি নং—৩৬২১]

(১৪১২) শনির পাঁচালি

ইতি শনি পাঁচালি সমাপ্ত। জথাদৃষ্টং শকাব্দ ১৬১৩ ... বায় লিখিতং মৌং ইতি সন ১০৯৮, ২৫ আষাঢ় [ঐ, পৃ. ৩৫৫, পুথি নং—৪২৪৯]

(১৪১৩) ধর্ম্মমঙ্গল। সীতারাম দাস

(মল্লবধ) লিখিতং শ্রী নবীন মালাকার সন ১১১৫ সাল তারিখ ২৭শে আষাঢ় বারে ররিবার তিথি দ্বাদশী সা হইল।

(হস্তিবধ পালা) — জথা দৃষ্ট মিত্যাদি। এঅক্ষরমিদং শ্রীরঘুনাথ নন্দি বিস্বাস। সাকিম রাউতাড়া গ্রাম। পুস্তক মিদং শ্রী পেলারাম দাস নন্দি। ইতি সন ১১০৮ এগার সত্ত আট সাল। সাকিম ... গ্রাম বাড়ী। বিতারিখ ১১ই ফাল্গুন মাহ রোজ শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা সমাপ্তম্। [ঐ, পৃ. ৩১৪, পুথি নং—৪৯৯৮]

(১৪১৪) মনসামঙ্গল। কেতকা দাস ও কেশমানন্দ

লিখিতং শ্রী অভয় পদ বিশ্বাস ও ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাসের তৃতীয় পুত্র সন ১২৬৩ (C.186, A.D.) [ঐ, পৃ. ৩২৫, পুথি নং—৩৫৩২]

(১৪১৫) সর্ব্বরোগ ভাষানিদান। অজ্ঞাত

শ্রী শ্যামসুন্দর দেবশর্ম্মণ: পুস্তকমিদং সাক্ষরশ্চ শকাব্দা ১৭৩৯। তারিখ ২৫ আশ্বিনঃ। [ঐ.পৃ ৩৭০, পুথি নং—৮০৩৯]

(১৪১৬) কার্ত্তিক মাহাত্ম্য। মহাদেব দাস

লিখিতং গৌরচরণ দাসেন। সমস্ত শ্রীদিব্যসিংহ দেব মহারাজাঙ্কর ৯ অঙ্ক কর্কট ৫ দিনে সমবার এ পুস্তক লেখা বটিলা। শ্রী জগন্নাথ শরণ। [ঐ,পৃ. ৩৮৭, পুথি নং—৫৬২৪]

(১৪১৭) শ্রীমদ্ভাগবত—দশম স্কন্ধ · জগন্নাথ দাস

ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গ etc., ভগ্নপৃষ্ঠ etc.,

শ্রী মুকুন্দদেব মহারাজাঙ্ক ৭ অঙ্ক আশ্বিন শুরু নবমী গুরুবারে সম্পূর্ণ হইলা এই পুস্তক বেরবোই শঙ্করব থঙ্কর। [ঐ, পৃ. ৩৮৭, পুথি নং—৫৬২৬]

(১৪১৮) রামায়ণম্। বলরাম দাস

মুকুন্দদেবের চার অঙ্ক ককড়া (?) ৩১ দিনে এ পুস্তক সম্পূর্ণ। অধম জ্যোতিষ মাধবকু শ্রী রামগতি করিবে। [A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collection of the Royal Asiatic Society of Bengal. Vol. IX. পৃ. ৩৮৮, পুথি নং—৪০৮৩]

(১৪১৯) রামায়ণম্। বলরাম দাস

কার্ত্তিক ৬ দিনে দশমী আড়াই প্রহর সময়ে সম্পূর্ণ ... শ্রীশ্রী মুকুন্দ দেব মহারাজাঙ্ক বিজে শুভরাজ্যে সমস্ত ৩ অঙ্কতুল ২০ দিন এ পুস্তক লেখা শেষ হইল। [ঐ, পৃ. ৪৯২, পুথি নং—৪০৮২]

(১৪২০) দাতাকর্ণ—পাশা

ইতি দাতাকর্ণ পালা সমাপ্ত। পাঠক শ্রী শ্রীমন্ত নাগ। .. লিখিতং শ্রীবারানসি ঘোষ। ... সন ১২৪৩ তারিখ ২৮ ফাল্গুন। [ঐ, পৃ. ৭, পুথি নং—জি, ৫৩৭৩, সরকারী সংগ্রহ]

(১৪২১) মহাভারত—দন্ডীরাজার উপাখ্যান

ষুভমস্তু সকাব্দা ১৭০৭ সক সন ১১৯২, ১১ ভাদ্র রোজ বুধবার ৬ দন্ড বেলা রহিতে পুস্তক সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ দেয়। [ঐ, পৃ. ১০, পুথি নং—জি, ৪০৪০, গভর্নমেন্ট সংগ্রহ]

(১৪২২) নিগম। গোবিন্দ দাস

ইতি নিগম গ্রন্থ সমাপ্ত। সন ১২৬৭ সাল ১৩ই আষাঢ় লিখিতা শ্রী গদাই শীল। [ঐ, পৃ. ৩১, পুথি নং—জি, ৫৬৬৩]

(১৪২৩) নৌকাদন্ড। অজ্ঞাত

ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ১৮ জৈষ্টে লিখিতং শ্রীগদাধর শীহ, পাঠক শ্রীগুরু দত্ত শীহ। [ঐ, পৃ. ৩৩, পুথি নং—জি, ৫৬৭০]

(১৪২৪) রাধাকৃষ্ণ লীলা। গোবিন্দদাস কবিরাজ

ইত্যাদি কবিরাজ বিরচিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা — নিলা পুস্তক শ্রীযুত দেওয়ান গোবিন্দচন্দ্র মুস্তোফী মহাশয়। সন ১২১৪ বারোসও চর্দ্দ সাল। [A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collection of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, পৃ. ৪৮, পুথি নং—আই, এম, ১০৯৩০]

(১৪২৫) বৈষ্ণব কবিদের পদ সঙ্কলন

ইতি সন ১২৫৯ সাল বিতারিখ ১৪ বৈশাখ রবিবার। [ঐ, পৃ. ২৮৯, পুথি নং—৪৮৭৬]

(১৪২৬) দন্ডাত্মিকা। কবি শেখর ও রায় শেখর

ইতি শ্রী রায় সেখর ঠাকুরের মুখ নির্গত পদ দন্ডাত্মিকা সমাপ্ত।। ইতি তারিখ ২১ অগ্রহায়ন সন ১২৫৬ সাল সকাব্দা ১৭৭১ সক সাক্ষর দিন হিন শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সিংহ দাষ— [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ - পুথিশালায় সংগৃহীত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১২০ পুথি নং—১৯৪]

(১৪২৭) দন্ডাত্মিকা পদাবলী

লিপিকর শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র সিংহ দাষ। [ঐ, পৃ. ১২১ পুথি নং—১৯৬]

(১৪২৮) রসমঞ্জুরী। পীতাম্বর দাস

ইতি।। রসমঞ্জুরী গ্রন্থে প্রোসিত ভতৃকা বর্ন্ননং। ইতি শ্রীরসমঞ্জুরি গ্রন্থ সমাপ্তং।। যথা দিষ্টং ...

লিখিতং শ্রীগুরুপ্রসা (দ) দাস মিত্রী সন ১২১৩ সাল তাং ২৯ পৌষ ।। . ।। [ঐ, পৃ. ১২৩ পুথি নং—১৯৯]

(১৪২৯) চৈতন্য ভাগবত—আদিখন্ড। বৃন্দাবন দাস

লিখিতং শ্রী নিত্যানন্দ দেবসর্ম্মা।। সন ১১৯০ সাল তারিখ ২৬ জৈষ্ঠ্য [ঐ, পৃ. ১৩১ পুথি নং— ২০৯]

(১৪৩০) চৈতন্য ভাগবত—মধ্যখন্ড। বৃন্দাবন দাস

ইতি মধ্যখন্ড সমাপ্ত ।। . ।। ২৯ ।। যথা দৃষ্টং ... ইতি সন ১১৯০ সাল তারিখ ১৮ ভাদ্র রোজ সোমবার।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ - পুথিশালায় সংগৃহীত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৩১ পুথি নং—২১০]

(১৪৩১) চৈতন্য ভাগবত—অন্ত্যখন্ড। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখন্ডে দ্বাদশোহধ্যায়: ।। ১২ ।। লিখিতং বাবুরাম দাসশর্ম্মণ:।। ইন্দ্র প্রস্থে স্থিতে।। সকাব্দা ... ১৬৫৮ প্রাকৃত সন ১১৪৩ সাল তাং ১৮ শ্রাবণ। [ঐ, পৃ. ১৩০, পুথি নং—২১৭]

(১৪৩২) চৈতন্য মঙ্গল—সূত্র, আদি, মধ্য ও অন্ত খন্ড। লোচন দাস

ইতি চৈতন্য মঙ্গলে শেষখন্ড সংপূর্ন্নঃ ।। . ।। ইতি সূত্রাদি মধ্য শেষ খন্ডঃ ।। . ।। চন্দ্রাকাশ হয় খিতি শকের নির্ণ্ণয় ইতি তিথি পৌর্ন্নমাসী সুরু গুরু ... বিলিখিত বৃন্দাবন গ্রন্থ রত্নাধিক ধন ... শ্রী জিত নারায়ণ রায়স্য গ্রন্থোহয়ং ।। . ।। যত্নেন লিখিতং ... ।। . ।। [ঐ, পৃ. ১৩৭, পুথি নং—২২৫]

(১৪৩৩) চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখন্ড। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

... সাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ (ইত্যাদি) লিখিতং শ্রীরাধাচরণ দাস শর্ম্মনস্য ।। . ।। [ঐ, পৃ. ১৪৭ পুথি নং—২৫০]

(১৪৩৪) চৈতন্যচরিতামৃত—আদি, মধ্য ও অন্ত খণ্ড। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি খন্ডে যৌবন সূত্র কথনং নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদ:। কার্ত্তিকের ছাব্বিশ দিন ভৃগুর বাসরে। গ্রন্থ সমাপন হৈল দ্বিতীয় প্রহরে।। ১৭ সতের শত বেয়াল্লিশ পরিমানে শক শ্রীরামচন্দ্র দাস ইহার লিখক। [ঐ, পৃ. ১৪৮ পুথি নং—২৫১]

(১৪৩৫) চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখন্ড। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

।। ২০ ।। যথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)। সকাব্দা ১৭৫২।। সন ১২৩৭।। অন্ত লিলায় পাত ১০৫ পাত ইতি।। ৬ জৈষ্ঠী রোজ বুধবার।। [ঐ, পৃ. ১৪৭ পুথি নং—২৪৭]

(১৪৩৬) অদ্বৈত মঙ্গল। হরিচরণ দাস

ইতি অদ্বৈত মঙ্গলে বুর্দ্ধলিলানুসারে পঞ্চম অবস্থা বর্ম্ননং নাম তৃতীয় বিংশতি সংখ্যা সমাপ্তং ।।.।।.।। শুভমস্তু শকাব্দা ১৭১৩।। সাক্ষরং শ্রীনরসিংহ দেবশর্ম্মণ:।। যথা দৃষ্টং (ইত্যাদি)।। শ্রীজগন্নাথ অধিকরী অস্য পুস্তকঞ্চেত।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ - পুথিশালায় সংগৃহীত, প্রথম খন্ড,পৃ. ১৫৪ পুথি নং—২৬৬]

(১৪৩৭) গোবিন্দলীলামৃত। যদুনন্দন বা যদুনাথ দাস

ইতি ত্রয়োবিংসতি সর্গ: ।।.।। ২৩ ।। লিপিরিয়ং শ্রীহরিহর দাস ঘোষ।। ইতি সন ১১৯১ সাল তারিখ ২৮ পৌষ।। জথা দ্রিষ্টং (ইত্যাদি)।। [ঐ, পৃ. ১৩৭ পুথি নং—২৯৫]

(১৪৩৮) তত্ত্ববিলাস। বৃন্দাবন দাস

ইতি তত্ত্ববিলাস পুস্তক সংপূর্ন্ন ।। ০।। পুস্তক শ্রী কার্ত্তিক দাস।। স্বয়াক্ষরমিদং শ্রীশিতলচরণ দাস।। সকাব্দা ১৬১৯ সন ১০০৭ সাতকে পুস্তক হইল তেরিখ ৭ পৌষ রোজ বুধবার। [ঐ, পৃ. ১৮১ পুথি

নং—৩২৫]

(১৪৩৯) শিবরামের যুদ্ধ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ৫ ফাল্গুন এক (ই) পুস্তক শ্রী প্রসাদ গরাইয়ের কাহার দাও নাই দাও করেন সে নাম — [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ - পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৬ পুথি নং—৪২৭]

(১৪৪০) দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি বস্ত্রহরণ সমাপ্ত। সন ১২২২ সাল তারিক ১৯ আসার এক প্রহর বেলার মর্দ্ধে সমাপ্ত। সনিবার।। পাটক শ্রীগোপাল গোরাঞী সাঃ বেলাতোর।। [ঐ, পৃ. ১৭ পুথি নং—৪২৯]

(১৪৪১) সংক্ষেপ বৈষ্ণব বন্দনা। যদুনন্দন দাস

ইতি সংক্ষেপ বৈষ্টববন্দনা সমাপ্ত লিখিতং শ্রীজশোদা দুলাল বসু সন ১২১৩ সাল তা০।। তারিখ ১৮ পৌষ। [ঐ, পৃ. ৪০ পুথি নং—৪৭৫]

(১৪৪২) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

লিখিতঃ শ্রীরামমোহন দাস বশো। সন ১২১২ বার সত বার সাল তারিখ ২৮ পৌষষ্য শুক্রবার অশীত পক্ষ্য সপ্তমীতি।। [ঐ, পৃ. ৪২ পুথি নং—৪৭৯]

(১৪৪৩) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

লিখিত০ শ্রী হারাধন বিট সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২৮ ফাল্গুন সুকুর বার।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ - পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪৪ পুথি নং—৪৮৯]

(১৪৪৪) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

শ্রীমান পীতাম্বর গোস্বামী সন ১২৪৫ সাল ১৯ চৈত্র সা০ শান্তিপুর শ্রীভুবনমোহন গোস্বামী সদ্র ২ প্রণাম। [ঐ, পৃ. ৪৪ পুথি নং—৪৯০]

(১৪৪৫) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থ। ... শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মণা লিখিত গ্রন্থ। ... শ্রীসদাগর দাসস্য পুস্তকংমিদং। সাকিম ...। [ঐ, পৃ. ৪৫ পুথি নং—৪৯১]

(১৪৪৬) প্রার্থনা। নরোত্তম দাস

লিখিত০ শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সা০ ... ইতি প্রার্থনা সংপূর্ণ।। সন ১২২২ সাল তা০ ২৯ মাঘ। [ঐ, পৃ. ৪৬ পুথি নং—৪৯৭]

(১৪৪৭) স্মরণ মঙ্গল। নরোত্তম দাস

ইতি স্মরণ মঙ্গল গ্রন্থ সংপুর্ন্ন।। গ্রন্থমিদং শ্রীকালিদাস বসু দাস।। স্বহস্তে লিখিতং।। সন ১২৭৭ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ন। হরয়ে নমঃ। [ঐ, পৃ. ৪৮ পুথি নং—৫০৩]

(১৪৪৮) স্মরণ মঙ্গল। নরোত্তম দাস

শ্রী স্মরণ মঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণং।। ... ইতি পুস্তক নকল লিখিতং শ্রী বৈষ্ণব দাস ইতি সন ১১৮২ সাল ২ শ্রাবন। [ঐ, পৃ. ৫১ পুথি নং—৫১১]

(১৪৪৯) গুরুশিষ্য সংবাদ। নরোত্তম দাস

ইতি দশম পটল সমাপ্ত০ ।। সকাব্দা ১৬৮০।। বি তেরিখ ২১ আষাঢ়।। রোজ রবিবার।। [ঐ, পৃ. ৫১ পুথি নং—৫১২]

(১৪৫০) সাধন চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি শকাব্দা ১৬২৭ ... মাহে দিবস কুজবাসরে বেলা চতুর্ব্বিংশতি দন্ড উর্দ্ধে গ্রহন্থ লিখন সমাপ্ত।।

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। [ঐ, পৃ. ৫২ পুথি নং—৫১৩]

(১৪৫১) নিগম। গোবিন্দ্র দাস অথবা নরোত্তম দাস

ইতি নিগম গ্রন্থ সংপূর্ণ।। জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। সন ১০৯৬ সাল তিথি কৃষ্ট পক্ষে দ্বাদসি বার বৃহস্পতিবার তারিখ ২২ আস্বিন।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ - পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৫২ পুথি নং—৫১৪]

(১৪৫২) চন্ডীকাব্য। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম

ইতি সমাপ্ত হইল পুস্তক। তারিখ ৪ আস্বিন রোজ রবিবার দেড় প্রহরের মধ্যে কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টমী তিথৌ। সন ১২২২ সাল। [ঐ, পৃ. ৫৯ পুথি নং—৫২১]

(১৪৫৩) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি) ... ইতি সন ১০০০ সাল তারিখ ২৭ য়াগন রোজ বৃহস্পতিবারে তিথি চতুর্দ্দসি কৃষ্ঞ পক্ষে।। লিখিতং শ্রীসিদাম পাল পুস্তক নিজ।। [ঐ, পৃ. ১০২ পুথি নং—৫৮২]

(১৪৫৪) মহাভারত। কাশীরাম দাস

পুস্তকমিদং শ্রী কাশীনাথ দেবশর্ম্মণ:।। শকাব্দা ১৭০৪ সৌর আশ্বিনস্য পঞ্চম দিবসে বুধবারে অসিত পক্ষে দ্বাদস্যান্তিথৌ। সন ১১৮৯ সাল তারিখ ৫ আশ্বীন।। [ঐ, পৃ. ১০৩ পুথি নং—৫৮৪]

(১৪৫৫) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সপ্তীক পর্ব্ব সমাপ্ত।। শুভমস্তু শকাব্দা ১৭০৫ শ্রাবণস্য ত্রিংসদিবসে কুজবারে পৌর্ণমাসী।। লিখিতং শ্রীহরেকৃষ্ঞ দেবশর্ম্মণং: পাঠার্থং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণ:।। ... সন ১১৯০ সাল তারিখ ৩০ শ্রাবণ।। [ঐ, পৃ. ১০৯ পুথি নং—৫৯২]

(১৪৫৬) মহাভারত—অস্বমেধ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

স্বাক্ষর মিদং শ্রী কাশীনাথ দেবশর্ম্মণ:।। পুস্তকঞ্চ।। সন ১১৯১ সাল তারিখ চৌথা পৌষ শকাব্দা ১৭০৬ বৃহস্পতিবারে চতুর্থাস্তিথৌ মেইয়া মোকামে এক প্রহরের মোধ্যে সমাপ্ত হইল ইতি।। [ঐ, পৃ. ১১২, পুথি নং—৫৯৬]

(১৪৫৭) মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

লিখিতং শ্রী বৈদ্যনাথ সিংহ সন ১১৮৩ তিরাশী সাল তারিখ ৩ জৈষ্ঠী রোজ সোমবার। জথা দিষ্ট (ইত্যাদি)। [ঐ, পৃ. ১৩৮, পুথি নং—৬৩৮]

(১৪৫৮) মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি পুস্তক সন ১২১৩ সাল তারিখ ১৩ আশ্বিন জথা দিষ্ট (ইত্যাদি)। এই পুস্তক বালিয়া সাকীনের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বসুর সকলে জানবেন। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৩৯ পুথি নং—৬৩৯]

(১৪৫৯) মহাভারত (দ্রোণ পর্ব)। কাশীরাম দাস

ইতি দ্রোন পর্ব সমাপ্ত। তারিখ ১২ ফাল্গুন সন ১১৮৭ সাল। [ঐ, পৃ. ১৫১, পুথি নং—৬৬৬]

(১৪৬০) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

হস্তি টলতি পাদেন (ইত্যাদি)। সন ১২০১ সাল তারিখ ২৯ আসাড়।। [ঐ, পৃ. ১৫২, পুথি নং—৬৬৭]

(১৪৬১) মহাভারত—গদা পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

...। সন ১২২৪ বার সও চৌবিস সাল মাহ আশ্বিনে ৮ রোজে রবিবারের যুন্দার সমএ সমাপ্ত হইল।। এ পুস্তক। [ঐ, পৃ. ২৩৩, পুথি নং—১৭২০]

(১৪৬২) মহাভারত—গদা পৰ্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি শ্রী প্রেমভক্তি চন্দ্রীকা গ্রন্থ সংপূর্ন্ন।। এক বৃক্ষ ত্রিয়োসাখা (ইত্যাদি)।। গতং জন্ম গতং জন্ম (ইত্যাদি)।। সন ১২০৮ সাল তারিখ ২৫ ফাল্গুন।। [ঐ, পৃ. , পুথি নং—৪৮৪]

(১৪৬৩) রামায়ণ—আদিকান্ড। কৃত্তিবাস

যথা দৃষ্টামিত্যাদি। মল্ল বংসে সক সন ১০১৭ সাল তারিখ ২১ ভাদ্র বৃহস্পতিবার সষ্ঠী। বেলা অৰ্দ্ধ দন্ডে পালা সাঙ্গী হৈল। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, The Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol, I, পৃ. ২০ পুথি নং—২৫]

(১৪৬৪) রামায়ণ—অরণ্যকান্ড

এহি য়রৈর্ন্নকান্ড পুস্তক রাত্রিতে ছয় ডন্ড জাইতে সমাপ্ত। যথা দৃষ্ট মিত্যাদি ... লিখিতং শ্রীভিকন ষুর দাসর্স্য ওলদে শ্রীক্রেপারাম ষুর দাষ য়র্স্য এহি পুস্তকের মালিক শ্রীচুনিরাম পাল ... তিথি কৃষ্টপক্ষ রোজ বুইদবার—ইতি সন ১২০৬ মাহে ১৮ আশ্বিন। [ঐ, পৃ. ৩৬, পুথি নং—৪৫]

(১৪৬৫) রামায়ণ—আদিকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি সন ১২৪৪ সাল তারিখ ৫ কার্ত্তিক বেলা দুই দন্ড স্থিতে সমাপ্ত হইল।। পুস্তক লিখিতং ...। যথা দৃষ্টমিত্যাদি। পুনশ্চ সকাব্দা ১৭৫৯।।৬।।৪।২।২৮।।২।৩০ [ঐ, পৃ. ৩৮, পুথি নং—৪৮]

(১৪৬৬) রামায়ণ—সীতাহরণ পালা, অরণ্যকান্ড। কবিচন্দ্র

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। ইতি সন ১২১৬ সাল ১৬ পৌষ রোজ সুক্রুবার বেলা চারিদন্ড থাকিতে সংপুর্ন্ন। [ঐ, পৃ. ৪৬, পুথি নং—৫৮]

(১৪৬৭) রামায়ণ—অরণ্যকান্ড

লিখিতং শ্রীমুক্তারাম বাড়ুজ্যা। সুক্রুবার তিরদশি রাত্রি এক পরে। সিতাহরণ সমাপ্ত হইল এতদ্দুরে।। সন ১২৪৮ সাল তাং ১১ কার্ত্তিক। [ঐ, পৃ. ৪৮ পুথি নং—৬১]

(১৪৬৮) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস .

যথা দৃষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রী পুরুসোত্তম দেবসর্ম্মা। সোলস ছিষষ্টি। সন ১১৫০ সাল তারিখ ২৪ চব্বিসপৌষ। [ঐ, পৃ. ৫৮, পুথি নং—৭৫]

(১৪৬৯) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড। দ্বিজ কবিচন্দ্র

যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। লিখিতং মানিক চাঁন্দ দেবসর্ম্মানি। লিক্ষতে দোষ নাস্তি। ইতি সন ১০৭৮ সাল তারিখ ১১ আশ্বিন। সকাব্দা ১৬৯৪। [ঐ, পৃ. ১২৯, পুথি নং—১৬৪]

(১৪৭০) রামায়ণ—লঙ্কাকান্ড। দ্বিজ কবিচন্দ্র

যথাদিষ্টমিত্যাদি। লিখিতং শ্রীতারাচাঁদ চন্দ পঠক শ্রীতুলুসিরাম। সন ১২৪৭ সাল তারিক ১৭ অঘান বার মঙ্গ (ল) বার। সময় গোধলি সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ১৩৩, পুথি নং—১৭৯]

(১৪৭১) রামায়ণ—উত্তরকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি সন ১২৫৪ সালের ৪ চৈত্রী বৃহস্পতিবার দিবসে (আ) রম্ভ। সমাপ্ত ৯ মঙ্গলবার দিবসে বেলা ডেড় প্রহর ওক্তে সমাপ্ত। লিখিতং শ্রী ইসান চন্দ্র ঘোষ। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, The Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol, I, পৃ. ১৬৮ পুথি নং—২১৭]

(১৪৭২) রামায়ণ। ফকিরামা

লিখিতং শ্রীহরি দেবসর্ম্মা পাঠক শ্রী ধম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। জথাদৃষ্ট মিত্যাদি। সন ১০০৮ সাল তারিখ ১০ মাঘ। [ঐ, পৃ. ২২৪, পুথি নং—২৮৩]

(১৪৭৩) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস

ইতি সন ১০৮৯ শাল মাহ ১১ অগ্রহায়ণ রোজ সমবার। লিখিতং শ্রী প্রানবল্লভ দর্ত্ত সঙ্খ বণিকশ্য। সমাপ্তোহয়ং

(১৪৭৪) রামায়ণ—অরণ্যকান্ড

ইতি সন ১০৯২ সাল মাহ ১০ জৈষ্ঠ রোজ রবিবার লিখিতং প্রানবল্লভ তিং সঙ্খ বণিক। [ঐ, পৃ. ২৩৮, পুথি নং—২২৮৩]

(১৪৭৫) মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

সন ১২১৭ সাল লিখিতং শ্রী কিসোর ঘোষ পাঠক শ্রীরামতনু চন্দ্র। তারিখ ৭ পৌষ। [ঐ, Vol.III পৃ. ৪৯৪ পুথি নং—১৩১৯]

(১৪৭৬) জানকী বনবাস

ইতি তৃতীয় কান্ডে বাল্মীকি মুনি বিরচিতে রামচন্দ্র জানকী সম্বাদে জানকী বনবাস সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৪ মঘী তারিখ ৪ আগ্রান। শ্রীরামকুমার শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং [মুন্‌শী আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৮, পুথি নং—১১]

(১৪৭৭) স্বপন অধ্যায় (স্বপ্নাধ্যায়)

ইতি স্বপন অধ্যায় পুস্তিকা সমাপ্ত। ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক স্বঅক্ষর শ্রীমাণিক্য সেন দাস ইতি সন ১১৬৩ মঘী তারিখ ৭ পৌষ বেহান বেলা সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ১০, পুথি নং ১৩]

(১৪৭৮) নিত্যমঙ্গল চন্ডিকার পাঞ্চালী | চন্ডীদাস অথবা শিবনারাণ ?

"ইতি সন ১৭৩৯ শকাব্দা সন ১২২৪ বাঙ্গালা, সন ১৮১৭ ইং [রে] জী সন ১১৭৯ মঘী তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ্য রোজ বৃহস্পতিবার তিথি চতুর্দ্দশী শ্রী রামমোহন দাস পালিত।" [মুন্‌শী আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ২৪, পুথি নং ৩৮]

(১৪৭৯) সত্যপীরের পাঞ্চালী

"ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ ১৯ ফাল্গুন রোজ বৃহস্পতিবার। এই পুস্তকের হুক মালিক শ্রী বৈষ্ণব চরণ চৌং পীং কীর্ত্তিচন্দ্র চৌং।" [ঐ, পৃ. ৪৮, পুথি নং—৬৮]

(১৪৮০) গোবিন্দ বিজয়

"স্বস্তি সৌর মাঘস্য সপ্তবিংশ দিবসে চন্দ্রদন্ডস্থিতে পুস্তিকা সমাপ্ত। সন ১১৫১ মঘী তাং ২৭ মাঘ শ্রীরামহরি দাস পীং জয়নারায়ণ দাস, স্বঅক্ষর। আমলে শ্রী শ্রীযুক্ত কালীচরণ দেবানজীউ। যেই দিন কৈলগাতা রাহি করিলেন সেই দিন।" [ঐ, পৃ. ৪৯, পুথি নং—৭১]

(১৪৮১) মোহ—মুদগর প্রস্তাব

"ইতি মোহ-মুদগর পরস্তাপ সমাপ্ত। ইঃ সন ১১৭৯ মঘী তারিখ মাহে ১৫ বৈশাক। শ্রী ছিরাম আইচ দাস স্বঅক্ষর মিদং ইতি।" [ঐ, পৃ. ৫৮, পুথি নং—৮০]

(১৪৮২) মহাভারত—দাহ পর্ব্ব

"ইতি মহাভারতে দাহ পর্ব্বনি সমাপ্ত। গোবিন্দরাম তনঅ শ্রী নরোত্তম কেরানি দেঅ দাসস্য পত্র শ্রীরামচন্দ্র স্বকিঅ বহি লিক্ষ্যতো সমাপ্তি। ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ১১ এঘার ফাল্গুন।" [ঐ, পৃ. ৭৯, পুথি নং—১১১]

(১৪৮৩) শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি

"ইতি শ্রী গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ৮ আষাঢ় রোজ আদিত্যবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।" [ঐ, পৃ. ৮৯, পুথি নং—১২৬]

(১৪৮৪) গুরু দক্ষিণা

"এই পুস্তক শ্রী পুটীরাম দাস। সন ১২১৪ সাল তাং ৭ কার্ত্তিক।" [ঐ, পৃ. ১২৭, পুথি নং— ১৮৮]

(১৪৮৫) উদ্ধব—সংবাদ

"শাঙ্গ। ইতি সন ১১৯৭ মঘি তারিখ ১০ দশ দিন আশার। শ্রী জাত্রামনি দাসস্য পীং পার্ব্বতিচরণ চৌং।" [মুনশী আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১২৭, পুথি নং—১৮৯]

(১৪৮৬) জ্যোতিষের বচন

"ইতি জ্যোতিষের বচন সমাপ্ত। সন ১১৯৪ মঘি তারিখ ২৬ ফাল্গুন।" [ঐ, পৃ. ১২৯, পুথি নং—১৯২]

(১৪৮৭) সাক্ষীর শ্লোক। কবি কঙ্কণ

লিখিতং শ্রীরাম কিসোর দাষ রায়। সাং ঝিকডাহা। সন ১২৩৭ সাল। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৬৩০]

(১৪৮৮) সাক্ষীর শ্লোক। কবি কঙ্কণ

লিখিতং শ্রীরাম কিসোর দাষ রায়। সাং ঝিকডাহা সন ১২৩৭ সাল। [ঐ, পুথি নং—২৬৩১]

(১৪৮৯) দণ্ডী পর্ব্ব

ইতি শ্রীভাগবতে একাদস স্কন্দে দন্ডয়ব প্রসঙ্গ সমাপ্ত। ইতি সন ১১৫৩ মঘি তারিখ ২৬ সাবীষ আসীন রোজ সনিবার।" লেখক শ্রীদেবি প্রসাদ দাস দেয় সাং নাই। [মুনশী আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৪৮, পুথি নং—২২৩]

(১৪৯০) চৈত্র—মাহাত্ম্য

ইতি চৈত্র মাহাত্য সমাপ্ত। শ্রীরাম গতি আচার্য্যক্ষরশ্চ। শ্রীরাম তনু সর্গার পুস্তিকশ্চ। সন ১১৯৬ মঘি তারিখ ৩০ চৈত্র কুল বিষু দিন শনিবারে বেহান বাদে সমাপ্ত।" [ঐ, পৃ. ১৫৭, পুথি নং—২৪০]

(১৪৯১) রুক্মিণী হরণ

"এই পুস্তকের অধিকারী শ্রী বেহারিমোহন দাসস্য লিখিত শ্রীবেহারি মোহন দাস গুপ্তস্য শ্বোয়ক্ষর মিদং ইতি সন ১২০১ মঘি তারিখ ১৮ মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার এক প্রহর বেলা থাকি লিখা সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ১৬৫, পুথি নং—২৫০]

(১৪৯২) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব্ব। কাশীরাম দাস

ইতি দ্রোণ পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।। যথাদৃষ্ট মিত্যাদি ইতি সন ১২৩৭ সাল তারিখ ২৮ জৈষ্ঠী। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, The Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol, III, পৃ. ৫৯৯ পুথি নং—২০৬৭]

(১৪৯৩) রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড

"ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিখিতং নাস্তি দোষক ইতি সন ১১৬৯ (১১৩৯)? মঘি তাং ১৭ বৈশাখ বোধবার।" [মুনশী আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৮০-৮১, পুথি নং—২৮২]

(১৪৯৪) স্বপ্নাধ্যায়

"ইতি ব্যাস উক্ত শপ্ন অদ্যাঅ সমাপ্তঃ ইতি সন ১৮৫১ ইংরাজি সন ১২৬১ বাঙ্গালা সন ১২১৬ মঘি তারিখ সিঙ্গের ৩০ ত্রীংশত দিবসে গুরুবাসরে বেলা ১।। দের প্রহরে শমএ এই পুস্তক সমাপন হইলো এই পুস্তক শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মনঃ।" [ঐ, পৃ. ১৮৫, পুথি নং—২৯৩]

(১৪৯৫) মল্লিকার হাজার সওয়াল

স্বয়ক্ষরমিদং শ্রীমাং পরাতাং পীং ডোমানি ঠাং পুস্থিকার মালিক শ্রীমুলুক সাহা পীং * সাং * ইতি সন ১১৬০ মঘি তারিখ ৮ অগ্রহায়ণ। [স্থানান্তরে লেখকের নাম — শ্রী মাং পরাণ] [ঐ, পৃ. ১৯১, পুথি নং ৩০৫]

(১৪৯৬) কোকিল সংবাদ

"শ্রী রামদুলাল যোগী। ইতি সন ১২৩২ মঘি তারিখ ২৮ শ্রাবণ" [ঐ, পৃ. ২০০, পুথি নং—৩২০]

(১৪৯৭) নিমাইর সন্ন্যাস পটি

"সমাপ্ত সন ১২৪৮ বাঙ্গালা, তারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ, স্বাক্ষর শ্রী রামহরি দে।" [ঐ, পৃ. ২০১, পুথি নং—৩২১]

(১৪৯৮) সত্যপীরের পাঁচালী

ইতি সন ১৮৯৮ ইং তাং ২২শে জুলাই শুক্রবার বেলা ১ ঘটিকার সময় এই পুত্তিখানি শ্রীদুর্গা কুমার দ্বারা লিখা সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ২১৯, পুথি নং—৩৫৭]

(১৪৯৯) মৃগলুদ্ধ

"ইতি মৃগলুপদ্ধ পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্যাপি.. নাস্থি ভেদ কদাচন। শ্রীইশানচন্দ্র ষুভ আক্ষরমিদং।" [মুন্‌শী আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড - প্রথম সংখ্যা, পৃ. ২৩৫, পুথি নং—৩৮১]

(১৫০০) রতিশাস্ত্র

"ইতি পদ্মপুরাণান্তর্গত রতিশাস্ত্র গ্রন্থ সমাপ্ত।। সন ১১৪৭ সাল তারিখ ২৫ কাত্তিক।। শ্রী ঈশ্বরন (?) সেন সংশোধিতং।। সন ১২৫০ বঙ্গাব্দ আষারস্য পচিস দিবসে শোধিত হইল।। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণং কুরু।।" [ঐ, পৃ. ২৬০, পুথি নং—৪১৭]

(১৫০১) উদ্ধব সংবাদ (রাধার চৌতিশা)। উদ্ধবের বারমাস

ইতি রাধার চৌতিশা সমাপ্ত। লেখীল বেলা এক ফর (প্রহর) হইতে আদাএ যুক্ষরমিদং শ্রীগোলোক দেওয়ান। সন ১২২৪ মঘী। [মুন্‌শী আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড-প্রথম সংখ্যা, পৃ. ২১, পুথি নং—৪৭০]

(১৫০২) আদিত্য চরিত্র

"ইতি আদিত্য চরিত্র পুস্তিকা সমাপ্তঃ শ্রীরামচন্দ্র অস্য যুঅক্ষর লিক্ষতে: এযুর্জ সহস্রাংস তেজরাশি জগত পতে : অম্বকল্প যমংভতাং গৃহানাঘ্রাং দিবাকর শ্রীযুর্জ্জাএ নমঃ।। এই পুস্তিকার খাস মালিক শ্রীরামচন্দ্র অর্স্য তালুকদার পীং জয়রাম সিকদার। সাকে ১৭২২ সক তারিখ ১০ আগ্রন রোজ রবিবার এক পহর ওদএ সমাপ্ত।।" [ঐ, পৃ. ৪১, পুথি নং—৪৯৮]

(১৫০৩) নীলার বারমাস

"সমাপ্ত। ইতি ১৩৩২ সং তাং ১২ মাঘ রোজ মঙ্গলবার। লিখক শ্রীঅভআ চরণ শেন।" [ঐ, পৃ. ৪৯, পুথি নং—৫১০]

(১৫০৪) মান—গান

"ইতি মান—গান সংপুর্ন্ন হৈল। ইতি সন ১২৭০ সাল রোজ যুক্কর বার বেইল ৩ তিন প্রহর সময়ে হস্তয়ক্ষর শ্রীগোবিন্দ দাস বৈরাগি।।" [ঐ, পৃ. ৫০, পুথি নং—৫১২]

(১৫০৫) ইউনানন দেশের পুথি।

"ইতি সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ২৪ কাত্তিক রোজ সনিবার দুই দন্ড বেলা থাকিতে সমাপ্ত।" [মুন্‌শী আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, দ্বিতীয় খন্ড- প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৮৫,

পুথি নং— ৫৬৭]

(১৫০৬) গৌর—সন্ন্যাস পটি।

" ইতি গৌর—সন্ন্যাস পটি সমাপ্ত। মাতা মেচ সরস্বতি লক্ষি বিমাতা সহম। এই মালিক শ্রীযুত্য শ্রীলয় বাবু রামদয়াল দেবশর্ম্মা পীং কুল (?) শর্ম্মা সাং গৈরলা স্থানে পটিআ।" [ঐ, পৃ. ৮৮, পুথি নং—৫৭১]

(১৫০৭) সামগানাং শ্রাদ্ধবিধিঃ।

"ইতি সামগাশং শ্রাদ্ধবিধিঃ সমাপ্তঃ। শ্রীতর্কভূষণ দেবশর্ম্মণ স্বাক্ষরমিদং শ্রীকমললোচন দেবশর্ম্মণঃ পাঠার্থং পুস্তকেয়ং। ইতি সন ১১৬৯ মঘি ৯ পৌস।" [ঐ, পৃ. ৮৯, পুথি নং—৫৭১(খ)]

(১৫০৮) রস—কদম্ব।

" ইতি শ্রীকবিবল্লভ বিরচিত রস - কদম্ব গ্রন্থ সম্পূর্ণ। যথা দৃষ্ট্যেত্যাদি।

শশিরসবালশুন্য যুক্ত শকে তদব্দে।
প্রতিপদি সিতপক্ষে বাহুলে মাসিনক্তং।।

রুক্মিনী - কৃষ্ণ - সংবাদ শ্রীআত্মারাম দেব শর্ম্মণস্য লিখিত।" (হস্তলিপির তারিখ ১৬৫০) [ঐ, পৃ. ২৯, পুথি নং—৪৮৩]

(১৫০৯) পদ সংগ্রহ। হিন্দু ও মুসলমান বৈষ্ণব কবির রচনা

লিপিকর — মাহাম্মদ বছির , তারিখাদি নাই। [ঐ, পৃ. ৬৭, পুথি নং—৫৩১]

(১৫১০) মনসার ধূপজাটী।

" সন১৮৪১ ইংরেজীর লেখা। এই বহির মালিক শ্রীরামচন্দ্র আইচ মোহরের" (সাকিন সম্ভবতঃ আনোয়ারা)। লিপিকরের নাম নাই। [ঐ, পৃ. ৭১, পুথি নং—৫৩৭]

(১৫১১) রামাভিষেক। ভবানীনাথ পণ্ডিত

"ইতি শ্রীরামচন্দ্রাভিষেক সমাপ্ত। (সন ১৭১২ শক) মাহে আশাঢ় শনি বাসরে বেলা দশ দণ্ডে গতে শ্রীরামপ্রসাদ অধিকারীর পশ্চিমের ঘরের হাতিনাএ বসিয়া এই দিগ্বিজয় সমাপ্ত।" [ঐ, পৃ. ১১২, পুথি নং—৫৯৯]

(১৫১২) গুরুতত্ত্ব সার। বলরাম দাস

লিপিকারক কৃষ্ণপ্রিয়া দাসী। [মোক্ষদা সংগ্রহ, পুথি নং—১১১৬]

(১৫১৩) বৈষ্ণব বন্দনা। যদুনন্দন ঠাকুর

লিপিকারক উত্তরা দাসী, লিপিকাল ১২৫৭ সাল [ঐ, পুথি নং—৭১০]

(১৫১৪) রসকল্প সার। বৃন্দাবন দাস

উত্তরা দাসী, ১২৪৪ সাল [ঐ, পুথি নং—৫০৩]

(১৫১৫) রসভক্তি চন্দ্রিকা। চৈতন্য দাস

উত্তরা দাসী, ১২৫৭ সাল [ঐ, পুথি নং—৪৫৯]

(১৫১৬) গুরুতত্ত্ব মাহাত্ম্য। কৃষ্ণদাস

উত্তরা দাসী, ১২৫৬ সাল [ঐ, পুথি নং—৪৫৭]

(১৫১৭) পদাবলী। চণ্ডীদাস

উত্তরা দাসী, ১২৫৪ সাল [ঐ, পুথি নং—৩৪১]

(১৫১৮) রামায়ণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি শ্রীরামের বনবাস সমাপ্তং সন ১২৫৫ সাল তারিখ ৩০ জশ্‌টি—১৪ক] [১৪খ লিখিতং শ্রী

মুকুন্দ মুরারি সরকার —১৪খ] [বিশ্বভারতী প্রকাশিত, পুঁথি-পরিচয়, তৃতীয় খন্ড, পৃ. পুথি নং—১২১৮]
(১৫১৯) চৈতন্য ভাগবত (অন্ত্যখন্ড)। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখন্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।। অন্ত্যখন্ড সমাপ্ত।। সন ১২১৩।। তারিখ ১৭ শ্রাবন সোমবার বেলা দুই দন্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল।। ৮২ক [ঐ.পৃ. ৩৮২, পুথি নং—১২৬৬]
(১৫২০) জ্ঞান চৌতিশা। দয়াল

ইতি গোর্খবিজএ পুস্তক সমাপ্ত। রজু বোদবার বেহানবেলা সমাপ্ত। ইতি সন ১২২৩ মং তারিখ ১৯ কার্ত্তিক। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি, পৃ. ১৪১, পুথি নং—৬০৩]
(১৫২১) তালিব নামা। শেখ চান্দ

ইতিক তালিপ নামা সমাপ্ত লেখিতং শ্রী পাঅছি পীং মাহাম্মদ জেবল সাকিন চর আরালিআ সন ১২০৯ মঘি তাং ৯ কার্ত্তিক রোজ সমবার। তালিবনামার শেষে কয়েক পাতার কয়েকটি গান লিখিত আছে। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি, পৃ. ১৯৪, পুথি নং—৬৯৪]
(১৫২২) তোহ্ফা। আলাউল

শেষঃ পুস্তক সমাপ্ত সর্ক্ষ (সংখ্যা) সন মুছলমানি।
রসাসিদ্ধি রামাধির নও পরিমানি।।
পক্ক সবানের চতুর্দ্দশ দিন সমবার।...
সুমুখে বরাত নিসি সুভযোগ সার।।
তরুণ অরুণ সমে বেলা দুই যাম।
তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম।
মগদের সন সর্ক্ষ (সংখ্যা) বুঝহ নির্ণত্র।
রিতু জোগ অভ্র এক বসন্ত সমএ।।

ইতি সন ১১৭২ মঘি তারিখ ২৬ জিলহজ মাহে ১১ মাঘ রোজ বুধবার। ইতি তত্ত উপদেস পুস্তক সমাপ্ত। এহি পুস্তকের মালিক শ্রী ভোলাগাজি দরজী, লেখিত শ্রী ভোলাগাজি দরজী পিং শ্রী ফেদাই খলিফা ওং হুমাগাজি খলিফা সাং ইছপুর মৌ (জা) বিনাজুরি। ইতি সপনামা চান্দর তারিখ দিনর হিসাব দেখন ১।২।৩। উলটা ৪।৫ পাচাবিন মূল হেতু। ৭— হাসিল হএ ৮।৯।১০ মির্থা ১১।১২ সাচা ১৩।১৪ মৈর্দ্ধম ১৫।১৬ চারুচন্দন ১৮।১৯ সাচা ২০।২১ মির্থা ২২।২৩ উলটা। মঘীসন ১১৭২ + ৬৩৮ - ১৮১০ খৃঃ। [ঐ, পৃ. ২০৯, পুথি নং—৬৪৪]
(১৫২৩) ৫০১। সপ্তপয় কর। আলাউল

ইতি সন ১১৯০ মং তারিখ মাহে ২২ আগ্রান, রোজ সনিবার বেহান সমাপ্ত। সোয়ক্ষর মীদং শ্রীছএ নারায়ণ। [ঐ, পৃ. ৫৬৩, পুথি নং—৫৭৫]
(১৫২৪) ফক্কর নামা। শেখ সেররাজ চৌধুরী

" বং শ্রীরাহাতল্লা পীং মুন্সী নেজামত আলী খান সাকিন ওকৈন্যারা খানে পটীআ জিলে চট্টগ্রাম সন ১৮৫৩ ইংরেজী তারিখ ২৯ জুলাই মতাবেক সন ১২১৫ মঘি ১৫ মাহে শ্রাবন।

অতঃপর লিপিকরের হরফের উপর কাহাকেও কলম চালাইতে নিষেধ করিয়া —

"রোবক পত্র সমাচার করিআ সংযোগ।
এক গোটা বস্ত্র দিতে করিবেন মনোযোগ।।"

এই শ্লোকটি লিখিয়া তিনি বলিতেছেনঃ

"এক অক্ষর হরিলে যুবতী যুবা হএ।

দুই অক্ষর হরিলে যশোদা তনএ।।
তিন অক্ষর হরিলে ঈশ্বর আসিবে মিলে।
উপহার হএ এই বস্তু দিলে।।
এই বচন কহএ কহিতে পারিলেক নাই।"

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি, পৃ. ৩৫৯, পুথি নং—৫৪৯]

(১৫২৫) মক্তুল হোসেন। মোহাম্মদ খান

পুস্তক সমাপ্ত।... দিআ মন। বনে গেল রুদ্রতারা মগধের সন।। অনুরাধা আগ্রনের অহশ্চ আয়র। অক ক দন্ড চতুর ...।। সক্র মুখী নিজ গ্রীহ উছরে অন্তর। লেখা সাঙ্গ হইল পুস্তক মনুহর।। লেখক মাং তকী কহে সভানেকে ... হএ গুনিগন ঠাই ... জথা দিষ্ট তথা লেখিতং শ্রীমাং তকী পীং মাং মুকীম নবিরে নায়মা ... গুলাইন উত্তর কাঞ্চনা। ইতি সন ১১৬৭ ম তারিখ ১০ চৈত্র ... [ঐ, পৃ. ৩৯৭, পুথি নং—৩৮০]

(১৫২৬) মোহাম্মদ হানিফার লড়াই। মোহাম্মদ খান

মোহাম্মদ হানিফা যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।
হিনৈক্ষর উমদালি তাহাকে লেখিল।।
ডোমন আলি নাম মোর জগতে প্রচার।
মোহাম্মদ রাজার দৈও(দৌহিত্র)আরপ [আরব (আলি) কুমার]।।
কুলসিল মোহা দাতা সভা তু অধিক।
গোলাম হোছন তালুকদার পুস্তক মালিক।।
তান পিতা মাং হাছন সিকদার।

[ঐ, পৃ. ৪০৮-৪০৯, পুথি নং—৫৪৮]

(১৫২৭) সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ। মোহাম্মদ খান

এই পুস্তকাধিকারি শ্রীনোজিস খলিফা পীং এআর মাং খলিফা সাং হাজার বিঘা খএদাত নিজ বক্সী হামিদ লিখক শ্রীগোলাম আলি নৈস্য সন ১১৪৪ মঘি তাং ১২ জমাদিল আখের মাহে ২২ চৈত্র রোজ রবিবাসর বেলি বাড়এ দন্ড। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি, পৃ. ৪৩৬, পুথি নং—৩৯৩]

(১৫২৮) নুরনামা। দেবান আলী

কবির নামের পুর্বে দ্বিজ ব্যবহৃত হইবার কারণ বুঝা গেলনা। পুথি সমাপ্ত করিয়াও লিপিকর আবার লিখিয়াছেন :।

দ্বিজ দেবান আলীএ গুনিন জে ভাল।
নিরঞ্জন হোতে নুর মোহাম্মদ হইল।।
তার পরে সৃষ্টিপত্তন কোন মতে হএ।
কোন জন চারিদিকে ভেদ জে করএ।।
মোহাম্মদ অঙ্গে বিন্দু হইল যখন।
বিন্দু হোতে জীবজ-এ সকলি সৃজন।।

[ঐ, পৃ. ৪৫৭, পুথি নং—৫৪৬]

(১৫২৯) লায়লী—মজনু। দৌলত উজীর বাহরাম খান

"মালীক অএ কিস্তা লায়ল মজনুন শ্রীমোশরফ আলী পীছরে মুনসী হোছন আলী স্বাকিন চান্দগাও। এই যে জদি বিক্তিএ ইহার পারমীতা দাবি করিলে অধিনের লিপি হরফ দৃষ্টে নাদোরস্ত হইবেক।"

[ঐ, পৃ. ৪৯৭, পুথি নং—২২৭]

(১৫৩০) শহীদে কারবালা। জাফর

(আরবী হরফে) মরকুম কিদবি আমজাদ আলী পিছরে মোহাম্মদ ছাদেক মরহুম সাকিন ... মালেক শেখ কামদার আলী পিছরে রুস্তম আলী সাকিন ... [ঐ, পৃ. ৫১৪, পুথি নং—৬১৫]

(১৫৩১) ওফাত - ই - রসুল। সৈয়দ সুলতান

বহু দেসি মারিআ করিলা মোছলমান।
... ... সবে আনিল ইমান।।
জেমত আছিল তবে লেখা কেতাবএ
যে সকল কথা কৈল সত্যেক পন্থএ।।

" ইতি রছুল অফাত পুস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১১২৩ মঘি তারিখ ২৪ আসার ... মতিভ্রম জথা দ্রিষ্টি তথা লেখীনং লিখীন দোস নাস্তি। নানোবর দুএ ইত্যাদি পুর্বোদ্ধৃত বৎ। তোনা আলি হেনস্য মৌং খোর্দ্দগহিরা বা হারিঅ পারা সাকে ১৬৮২ হিজরী সন মঘী। [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি - পরিচিতি, পৃ. ৫৫১, পুথি নং—২৯৯]

(১৫৩২) সুলতান জমজমা। অজ্ঞাত

লিপিকর পুথির নাম দিয়াছেন "মৈয়তর বাক্য"। কিন্তু সাধারণ্যে ইহা "সুলতান জমজমা" নামে পরিচিত।

"ইতি মৈয়তর বাক্য সমাপ্ত। জথা দিষ্টং তথা লেখিতং শ্রীঅধিন বাকর আলি পীং মাং রবিচান সাং সৈদ বারি মালিক খোদ সন ১২০৭ মঘি তাং ২০ বিশে ফাল্গুন রোজ সমবার।" [ঐ , পৃ. ৬০৪, পুথি নং—১২]

(১৫৩৩) সুলতান জমজমা। মোহাম্মদ কাসিম

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং শ্রীঅধিন বাবর আলি পীং মাং রবি চান সাং সৈদবারি মালিক খোদ সন ১২০৭ মঘি তাং ২০ বিসে ফাল্গুন রোজ সমবার। [ঐ , পৃ. ৬১১, পুথি নং—৩২]

(১৫৩৪) শিবরাত্র ব্রতকথা। দ্বিজরাজ

এই পুস্তক ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাং শুদ্ধার্থ ভূম্যাদবতার নাসৈ (?) সন ১২৮০ সাল, তাং ১৬পৌষ [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুথি - পরিচয়, প্রথম খন্ড, পৃ. ৯১, পুথি নং—১৫৮]

(১৫৩৫) পদাবলি। অজ্ঞাত, গোবিন্দ দাস, প্রেমদাস, শেখর

লিপিকাল ১২১৯ সাল ১১ শ্রাবণ বেলা আড়াই পহরের সমএ পদ লেখা সমাপ্ত হইল। লিপিকর কালিপ্রসাদ রায় পাঠক রামকান্ত পন্ডিত। [ঐ, পৃ. ১২২, পুথি নং—২১৮]

(১৫৩৬) ধর্মমঙ্গল। যাদব পন্ডিত

ইতি ধর্মমঙ্গল সমাপ্ত। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। ভ্রমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সন ১১৪৭ সাল, তাং ২২ বৈশাখ। সখা বুড়া ... সয়ক্ষর শ্রীবিজয় ব ... [বিশ্বভারতী প্রকাশিত, পুথি - পরিচয়, প্রথম খন্ড, পৃ. ২২১, পুথি নং—৩৩, ৪০, ১০৯]

(১৫৩৭) লক্ষীমঙ্গল। দ্বিজ নরোত্তম

সন ১২০২ সাল। লিখিতং শ্রীরামকান্ত নাথ পন্ডিতং। গ্রাম খুরুট। ২ মাঘ, তিথি চতুর্থী, সোমবার ১ পর [ঐ, পৃ. ২২২, পুথি নং—৪৪]

(১৫৩৮) রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব। যদুনন্দন

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ লিলারস কদম্ব স্বাধিন ভাত্যকাদি বর্ম্মনং গৌরতীর্থ বিহারো নাম সপ্তমোহঙ্ক।। লিখতে

শ্রীরাসবেহারি দাসের গ্রন্থ ইতি সন ১২১৪ সাল তা ২৪ আশ্বিন— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং —১২]

(১৫৩৯) অঙ্গদরায়বার। কবিচন্দ্র

সমাপ্তশ্চায়ং রায়বার।। শকাব্দা ... দাসস্য পাঠার্থং।। লেখক শ্রীগোপাল শর্ম্মেতি। বি তেরিখ ১৭ ভাদ্র।। রোজ রবিবার। দিবা পঞ্চবংসতি দন্ডায়হিসমাপ্ত।। নমো রামচন্দ্রায় নমঃ।। শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং।। নমো গুরুবে।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি - পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১, পুথি নং—৬০২]

(১৫৪০) আর্য্যা। ভৃগুরাম

ইতি আয্যসমাপ্ত পাঠক শ্রীযুত গদাধর মন্ডল সন ১২৩৪ সাল তারিখ ২২ আশ্বীন। [ঐ, পৃ. ১২, পুথি নং—৮১৬]

(১৫৪১) ভগবদ্ গীতা। রতিরাম

ইতি সন ১১৯৪ সাল শ্রীরাম সঙ্কর দন্ডদাস্য পাঠানার্থে পুস্তকমিতি।

[A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, পৃ. ৩০৫, পুথি নং—৮০২১]

(১৫৪২) চন্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরাম

রাজা রঘুনাথ গুনে অবদাত রসিক মাঝে সুজান তার সভাসদ রচি চারূপদ শ্রীকবিঙ্কককনে গান।। কবিঙ্কককনেন জতকৃতং গ্রন্থ তৎ সম্পূর্ণং।। শুভমস্ত সকাব্দা ১৭৩৯ সৌর শ্রাবনেস্য বিংশতি দিবসে দিব য়েক দন্ড সমএ ছায়াসুতবারে পঞ্চম্যাং তিথু কর্কট লগ্নে সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ সন ১২২৪ সাল। ইদং রহস্যকরনং গ্রন্থং লোকানাং শোকহারকং লিখিতং রামবোসেন রামচন্দ্র প্রিতয়ে।। ইদং লিখিতং মহাগ্রাম নিবাসী শ্রীরামপ্রসাদ দাস বোস রোজ সনিবার ইতি মঙ্গলচন্ডিকায়ৌ নমঃ।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত, পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৯৬, পুথি নং—৯১৬

(১৫৪৩) ভাগবত (চতুর্থ স্কন্ধ)। সনাতন বিদ্যাবাগীশ

...। লিখিতং শ্রীগোপীনাথ দাস ঘোষ।। সাং বাঙ্গালা শ্রীযুৎ মাতুল দর্পনারায়ণ দত্তজার পঠনার্থে।। হস্তি টলতি পাদেন জিহ্বা টলতি পন্ডিত। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি সন ১১৯৮ সাল তারিখ ১৬ অস্মীন।। [ঐ, পৃ. ২৭৬, পুথি নং—৯১১]

(১৫৪৪) অঙ্গদের রায়বার। কবিচন্দ্র

ইতি অঙ্গদ রায়বার সমাপ্ত।। সঅক্ষর।। শ্রীদূর্গাচরণ ধর। জথা দিষ্টং। তথা লিখিতং।। লিক্ষক দোষ নাস্তি।। ইতি — তারিখ ১৯ মার্ঘ সন ১২৩৩ সাল রোজ বুদবার।। [ঐ, তৃতিয় খন্ড, পৃ. ৩৪৯, পুথি নং—১০৭৭]

(১৫৪৫) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিপিকর শ্রীদুর্গাচরণ ধর। ইতি তাং ৫ কার্ত্তিক রোজ বুধবার তিথু পুর্ন্যসা।। বেলা দুই দন্ডাকিতে।। [ঐ. পৃ. ৩৫০, পুথি নং—১০৭৯]

(১৫৪৬) কুম্ভকুর্ণের রায়বার। অজ্ঞাত

ইতি সন ১২৩৩ শাল ২ জৈষ্ঠ লিখনং ঘোষ পাটক শ্রীমিত্রঞ্জ (য়) মিত্র — শ্রীশ্রীকৃষ্ণ। প্রতুল কত্তা [বিশ্বভারতী প্রকাশিত, পুঁথি - পরিচয় , দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৭, পুথি নং—৫১৩]

(১৫৪৭) ভক্তি উদ্দিপণ। নরোত্তম দাস

ইতি শ্রীভক্তি উদ্দিপনঃ সাধকাবস্থা গ্রন্থ সংপূর্ন্ন মোস্তু।। যথাইতে।। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।। মিদং শ্রী চৈতন্য দাসানু দাশ দে দাসষ্যঃ ইতি ।। সন ১১১১।। তা ৩ মাঘ মঙ্গলবার — ইতি শ্রীভক্তি

উদ্দিপন।। [ঐ, পৃ. ২৬১, পুথি নং—৫২০]

(১৫৪৮) মহাভারত (মুষল পর্ব) পরাগল খান

ইতি শ্রীমহাভারত মুসল পর্ব্ব সমাপ্ত।। ইতি ১৪ হি মাহ আসাড় সন ১২৩০ সালে এ পুস্তক সংপূর্ন্ন হৈলা।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত, পুঁথি - পরিচয় . দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৯২, পুথি নং—৯২০)

(১৫৪৯) মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১০৪৮ সাল তারিখ ... ফাল্গুন মঙ্গলবার দ্বাদসি কৃষ্ণপক্ষ দিবা গোধুলির সময় সম্পূর্ণ হইল।। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১১৪, পুথি নং—৫৯৯]

(১৫৫০) গোবিন্দ লীলামৃত (ভাষা)। যদুনন্দন

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।। শূর্য্য সপ্তেন্দু শাকে চসিত পক্ষে ৮ আশ্বিনে। গোবিন্দ লীলামৃত মপি রাধানাথেন লিখ্যতেচ।। সন ১১৯৭ এগার সও সাতানবুই সাল।। . ত্রয়োবিংশতি সর্গঃ ।। সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থ।। শ্রীরাধারমণ দাস ঘোষেণ লিখিত মিদং পুস্তকং।। সন ১২১২ চৈত্র।। [ঐ, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৪৬, পুথি নং—১৪৬১]

(১৫৫১) গুরুতত্ত্বসার। বলরাম দাস

ইতি গুরুতত্ত্বসার সমাপ্ত।। হস্তি টলন্তি পাদেন জীভা টলন্তি পন্ডিতঃ। ভিমস্যাপি রনে ভ (ঙ্গ) মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। সকাব্দা ১৬৮৩।। সন ১১৬৮ সাল ... ৪খ) [ঐ, পৃ. ৩৬, পুথি নং—১৩১৫]

(১৫৫২) গুরুদক্ষিণা। সঙ্কর

জথ্যা দষ্টতং তথা লিখিতং লিখ্যত দোসনাস্তি ভমস্যেপ রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম জনাধন ... [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৫৭০]

(১৫৫৩) কালিকাবিলাস। কালিদাস

ইতি কালিকা বিলাস সমাপ্ত হইল। ইতি লিখিতং শ্রীনীলাছল সেনস্য ইতি সন ১২৬৫ সাল তারিখ ৩ অঘ্রেন [ঐ, পুথি নং—১৫৯১]

(১৫৫৪) দুর্গাপঞ্চরাত্র। দ্বিজ রামপ্রসাদ

ইতি সপ্তমি পালা। লিখিত শ্রীনিলাছল সেনস্য।। ইতি ১২৬৫ সাল---তারিখ ৩১ স্বাবন [ঐ, পুথি নং—১৫৯৪]

(১৫৫৫) সত্যপীর পালা। অসিত্যচরণ

যত্নেন লিখিতং গ্রন্থংযশ্চোরয়তি মন্দধীঃ নরকে তস্য বাসঃ স্য যারশ্চন্দ্র দিবাকরৌ।। শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ ভট্টাচার্য্যস্য লিপিঃ শকাব্দাঃ ১৭৫২ পৌষস্যএ কোন বিংশতি দিবসে সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ। শ্রীদুর্গাপ্রনকর্ত্তা।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৬৬৫]

(১৫৫৬) প্রেমভক্তি সিন্ধু। নরোত্তম দাস

জথা দৃষ্টত তথা লিখিতং। লিখিতং দোস নাস্তি।। ভিম ... মতিভোম।। ইতিঁ সন ১২২৮ সাল তারিখ ২৪ ফাল্গুন। লিখিতং শ্রীসখিচরণ দাশঃ সোমবার ।। ইতি ।। [ঐ, পুথি নং—২১১২]

(১৫৫৭) বিলাসকুসুমাঞ্জলি। রঘুনাথ দাস

লিপিকর শ্রীসখিচরণ দাস সন ১২২৭ তারিখ ১৮ বৈশাখ।। [ঐ, পুথি নং—২১১৩]

(১৫৫৮) রামায়ণ—অযোধ্যাকান্ড। কৃত্তিবাস

অজোধ্যাকান্ড সমাপ্ত।। ইতি।। তারিখ ১৮ ফাগুন।। শ্রীভুবনমোহন দেব সহ্যান।। সন ১২২২ সন সকাব্দা ১৪ সাল ৩৫।। [বিশ্বভারতী পুথি শালার পুথি নং—২১৩৭]

(১৫৫৯) মহাভারত। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২৫৯ সাল তারিখ ২৮ জোষ্টী লিখিতং শ্রীজগর্ন্নাথ বিস্যাস।। [ঐ, পুথি নং—২১৫৫]

(১৫৬০) জগন্নাথ বল্লভ নাটক।

সকাব্দা ১৭৭৩।। সতর সএ তেআতরি সন ১২৫৮ বারসএ আটার্ন্ন সাল তারিখ ১৬ বৈসাখ লিখিতং শ্রীহারেরাম দাস সাকিআছড়া।। শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণভ্যাং নম .. । [ঐ, পুথি নং—২১৬৬]

(১৫৬১) মহাভারত

জথা দিষ্ট .. মতিভ্রম। সন ১১৮১ সাল তারিখ ২৩ ভাদ্র সোমবার সৌপ্তিক পর্ব্ব সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীপার্ব্বতীচরণ নায়েক সাক্ষর মিদং ... [ঐ, পুথি নং—২২৬৪]

(১৫৬২) শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল। দ্বিজ মাধব

সন ১২৫৯ সাট সাল ইতি তারিখ ২ ভাদ্র শ্রীসিবরাম দাস লিখতে সা: কলেশ্বর বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৪৪১]

(১৫৬৩) চৈতন্য মঙ্গল। লোচন দাস

লিখিতং শ্রীহরি চরণ দাস বৈরাগী পাঠক শ্রীরামচন্দ ঘোষ সাং সোমসা সন ১২১৯ সাল, তাং ২ মাঘ [ঐ, পুথি নং—২৪৫৩]

(১৫৬৪) গোবিন্দমঙ্গল। কৃষ্ণদাস

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্তিক ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং হরিচরণ দাস বৈরাগী। সন ১২৩৬ সাল। [ঐ, পুথি নং--২৮০২]

(১৫৬৫) নারদ সংবাদ।

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্তিক ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীরামজি ... সন ১২৩৬ সাল সক ১৭৫১ শকাব্দা [ঐ, পুথি নং—২৮০৩]

(১৫৬৬) গুরুদক্ষিণা।

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্কি ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীসামাচরণ দাস। পাঠক ... সন ১২৩০ সাল— [ঐ, পুথি নং—২৮০৬]

(১৫৬৭) স্মরণ দর্পন। রামচন্দ্র দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিত লিখকো দোশ নাস্তিক। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষস্য পুস্তক মিদং।। সকাব্দা ১৬৮৫ তারিখ ২৭ শ্রাবন সন ১১৭০ পরগনাতে সানাখেবী।। [ঐ,পুথি নং—২৮০৮]

(১৫৬৮) আত্মজিজ্ঞাসা। কৃষ্ণদাস

লিখিতং শ্রীনব কিশোর দাস বৈরাগ্য সা: ( ) সডাহা:।। [ঐ, পুথি নং—২৮৪৩]

(১৫৬৯) সত্যপীর পাঁচালী। ফকিররাম

লিখিতং শ্রীগঙ্গানারায়ন দেবশর্ম্মা।। পাঠকনাথ: শ্রীকৈলাশচন্দ্র দেবশর্ম্মা।। সাং নাইরারবান্দ।। সন ১২৯৬ সাল তারিখ ২০ চৈইত্রী -- মঙ্গলবার -- একাদশী।।]ঐ, পুথি নং—২৮৯২]

(১৫৭০) রূপসনাতন সংবাদ উপাসনা আদ্য।

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকৌ নাস্তি দোশক ভিম স্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১১৭৫ সাল তা ২ আশ্বিন। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—২৯২৩]

(১৫৭১) সুদামা চরিত্র।

এ পুস্তক শ্রীরুক্কর্কিনি কান্ত মিত্রির ।। ইতি সন ১২২০ সাল তারিখ -- ৫ ফাল্গুন [ঐ, পুথি

নং—২৯২৩]

(১৫৭২) রসপুর কারিকা সংপুর্ন্ন।

ইতি শ্রীরসপুর কারিকা সংপুর্ন্ন। সন ১২৫৯ শাল।। তাঃ ১১ অগ্রান।। লিখিত নিতাই দাস। শ্রীবৃন্দাবন।। [ঐ, পুথি নং—২৯৫০]

(১৫৭৩) চৈতন্য প্রেমতত্ত্বনিরুপণ। লক্ষ্মীকান্ত দাস

লিখিত শ্রীবিশ্বম্ভর দাষ বৈরাগী শ্রেষ্ঠে পদ পদ্ম প্রাপ্তি শ্রীদিন হিন শ্রীপ্রসাদ দাস। [ঐ, পুথি নং—২৯৫৪]

(১৫৭৪) সত্যনারায়ণ পাঁচালী।

লিখিতং শ্রীয়নন্ত লাল দেবসন্মা সাক্ষর পুস্তকং [ঐ, পুথি নং—২৯৮২]

(১৫৭৫) নারদ সংবাদ (সুদামা চরিএ)।

ইতি সন ১২৪৭ সাল তারিখ ২০ জষ্ঠী।। লিখিতং শ্রীইশ্বরচন্দ্র ঘোষাল পাঠক শ্রীদিন দয়াল ভট্টচাজ নমস্তে বিষ্ণুর দেহি নদে স্বরনঃ। [ঐ, পুথি নং—২৯৯০]

(১৫৭৬) পারিজাত হরণ। কবিশেখর

ইতি পারিজাত হরন সমাপ্ত।। লিখীতং শ্রীরামসত্য দেবসর্মা শুভক্ষর মিদং। সকাব্দা ১৬৯৬। সন ১১৮৩। বিতারিখ ৩০ আসাড় ।। শ্রীশ্রীরাম ।। পাঠার্থ শ্রীজগন্নাথ রায় শুভমস্তু সাঃ পখর্ণে।। [ঐ, পুথি নং—২৯৯২]

(১৫৭৭) গোপরহস্য লীলাগ্রন্থ সম্পূর্ণ। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীগোপরহস্য লীলা গ্রন্থ সমাপ্ত।। সন ১১৮৮ সাল তারিখ ১২ বৈশাখ। [ঐ, পুথি নং—২৯৯৬]

(১৫৭৮) স্বরূপ কল্পতরু। নরোত্তম দাস

সুখরমিদং শ্রীস্বরূপ চরন দাসয়ং ... সনাতন দাস তস্য বাসম খন্ড সৈলালয়ে মিতি সন ১২৪৮ সাল [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩০০৬]

(১৫৭৯) প্রার্থনার পদ। নরোত্তম

জথা দিষ্ট তথা লিখিত লিখি দোসনাসঃ। ভিমস্যাপি রণ ভঙ্গ মনিনাঞ্চ লিখিত শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ... [ঐ, পুথি নং—৩০১৭]

(১৫৮০) চৈতন্য ভাগবত। বৃন্দাবন দাস

ইতি শ্রীমধ্য খন্ড সমাপ্তয়ং।। শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ জয়তি শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র জয়তি।। জয়তি জয় শ্রীভক্তবৃন্দেঃ।। সয়াক্ষর শ্রীজগন্নাথ দাসঃ... টজনস্টঃ ।। ইতি সন ১১৮৬ সাল মাস সত্তৈরে বৈসাখ।। [ঐ, পুথি নং—৩০৮৭]

(১৫৮১) বিদ্যাসুন্দর। ভারতচন্দ্র

ইতি বিদ্যাসুন্দর পুস্তক সং পুর্ত্ত।। সন ১২৪৭ বার সন্ত সাচাল্লাস সাল তারিখ—১৪ জোষ্টী মঙ্গলবার [ঐ, পুথি নং—৩১৯৬]

(১৫৮২) বৈষ্ণব বন্দনা।

লিখিতং শ্রীভগবান চন্দ্র দাশ ... সা বড়রা ... শমাপ্তহল্যা।। [ঐ, পুথি নং—৩১৮৮]

(১৫৮৩) গনেশের বন্দনা। কবিকঙ্কন

ইতি গনেশের বন্দনা সমাপ্ত ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিখ ২ ফাল্গুন। [ঐ, পুথি নং—৩২৭০]

(১৫৮৪) যোগদ্যার বন্দনা। দ্বিজ প্রতাপ

ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিখ ১৯ ফাল্গুন লিখিতং শ্রীরামলাল হালদার পাঠক শ্রী ঐ [ঐ, পুথি

নং— ৩২৭১]

(১৫৮৫) কল্যাণীশ্বরী বন্দনা। দ্বিজ জগমোহন

ইতি কল্যাণিশ্বরীর বন্দনা সমাপ্ত ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিখ ২৭ ফাল্গুন শ্রীকালি [ঐ, পুথি নং— ৩২৭২]

(১৫৮৬) বৈষ্ণববন্দনা। দৈবকীনন্দন

ইতি বৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্তঃ।। ইতি সাং ১২৩১ সাল — তারিখ ১০ জৈষ্ঠ্য সনিবার সাক্ষর শ্রীযুত রামকুমার বষু। ভজমন রাধাবল্লভ চরন সাহা [ঐ, পুথি নং—৩২৯৫]

(১৫৮৭) মুকুন্দানন্দ গ্রন্থ।

লিখিতং শ্রীরামকানাই দেবশর্ম্মন।

ইতি মুকুন্দানন্দ গ্রন্থে উত্তর বিভাগে হিন্দোল যাত্রা নাম নবমঃ স্তবকঃ।। শ্রীমুকুন্দা নন্দ গ্রন্থ কিঞ্চিৎ লিখিতঃ শ্রীমহত্চরন দত্তঃ।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৩১৭]

(১৫৮৮) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিখিত শ্রীমহেশ্বর চট্টোপাধ্যায় জথাদিষ্ট০ তথালিখিত০ লিখকের দোষ নাস্তী।। ইতি সন ১২৫৫ সাল তারেখ ৬ সাবন আরম্ভ ... ৮ সারা।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৪২২]

(১৫৮৯) শতির আর্যা।

সন ১২১৮ সাল তারিখ ৩০ আসিন। সার সেড়ান্দি শ্রীপাটরাই চরণ ঘোষ লিখন০ ধোন কৃষ্ণ ঘোষ কাসিমেরি ... নের দক্ষিণ দুআরি ঘরে লিখিচি — [ঐ, পুথি নং—৩৪২৫]

(১৫৯০) পদাবলীয়। বিদ্যাপতি

জথা দিষ্ট০ তথালিখিত লিখকো দোষ নাস্তি ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভোম ইতি তারিখ ১৪ মাঘ বীলিখিতে রাইচরণ ঘোষ [ঐ,পুথি নং—৩৪২৮]

(১৫৯১) কৃষ্ণমঙ্গল। বিজমাধব

ইতি নন্দবিদায় পুস্তক সমাপ্ত।। লিখিত০ শ্রীবিশ্বনাথ মন্ডল।। শ্রীগুরবে নম সন ১২৪৫ সাল তা০— ২০ জষ্ঠী [ঐ, পুথি নং—৪৩৫১]

(১৫৯২) উদ্ধব সংবাদ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইতি সন ১২৫৯ সাল তাং ২২ স্তাবন ... মহামহিম শ্রীযুত গৌরাচাদ মিত্র মহাসয় বরাবরেষু লিখিত০ শ্রীরাই রাধা গোবিন্দ সিংহ জমিদার মহাসয় বরাবরেষু লিখিতং শ্রীগোরাচাঁদ মিত্রশ্ব·দন্ডবৎ প্রণামা কোটি সত০ নিবেদঞ্চাসে মহাসএর মাত পিত্র [ঐ, পুথি নং—৩৫২০]

(১৫৯৩) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

ইতি সমাপ্ত।। শ্রীমদ্রাধারমন চরিতানন্দ পিযুষধারা মত্তমধুকর শ্রীলবৈষ্ণবচরণ গোস্বামী ।। ততকৃপাদাশ্রিত শ্রীব্রজকীসোর দাস।। যত্র দিষ্ট তত্র লিখিত০ লিখকো দোষ নাস্তিক।। সুভমস্তু সকাব্দা।। ১৭০২ সতের সও দুই সন ১১৮৭ সাল এগার সও সাতাশী।। অদ্যমাস০ তারিখ ৩০ আসাড় মঙ্গ লবার।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৫২৫]

(১৫৯৪) সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

ইতি সন ১২৪৭ সাল তা ১৫ অগ্রান সাক্ষর শ্রীকৃষ্ণদাস বৈরাগী।। [ঐ, পুথি নং—৩৫৭৫]

(১৫৯৫) সুদামার চরিত্র। বিপ্র পরশুরাম

সন ১১৪৯ সালে মাহ চৈত্র রোজ মঙ্গলবার মোকাম সতোবাটী।। [ঐ, পুথি নং—৩৬০৮]

(১৫৯৬) ভজন রত্ন।

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তি। ভিমস্যাপে রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি ।। সুতমস্তু সকাব্দা ১৬৭২ ওলা বাসৈম্মাসিয় ২৪ চত্তর্ব্বিংসে দিবাংসে সনিবাসরে হৈমন্ত পক্ষে।। ইতি ।। [ঐ, পুথি নং—৩৬৩০]

(১৫৯৭) স্বরণ মঙ্গল। নরোত্তম দাস

ইতি সকাব্দা ১৬৮০ সাকং।। তারিখ ২ পৌষ রোজ বৃহস্পতিবার [ঐ, পুথি নং—৩৬৩২]

(১৫৯৮) দণ্ডাত্মিকা, একান্নপদ। গোবিন্দ দাস

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তি।। ইতি সন ১২১৩ সাল তারিখ ২৬ জৈষ্ঠা— [ঐ, পুথি নং—৩৬৭০]

(১৫৯৯) নারদ সংবাদ।

ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। স্যায়ক্ষর শ্রীঅনন্ত লাল মীত্রি উহার ২ লোক দুই এক পাত লিখিঞাছি তাহা ... আমার তোমার সকলৌ জানিবেন ইতি সক ১২৪০ সাল তারিখ ৫ চৈত্রী সমাপ্ত হল।। বেলা ৪ চার দন্ড – [ঐ, পুথি নং—৪২১৯]

(১৬০০) কৃষ্ণের শতনাম। বিদ্যাপতি নরোত্তম

শ্রীকৃষ্ণের সত নাম সোমাপ্ত পাঠক শ্রীরামকৃষ্ণ দেব সম্মা সক ১২৪৮ সাল তারেখ ১৫ বৈসাখ লিখিতং শ্রীশ্রীচন্দঘোষ - সায়িক্ষন শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবত্রি সাঃ গনেষ— [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং— ৪৪৪১]

(১৬০১) কুন্তির বাণভিক্ষা। কাশীরাম দাস

ইতি সন ১২৫৯ শাল।। ১১ আসাড় বার রবিসয়।। বেলা ৬ ছয় দন্ড হইতে শমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীরামেশ্বর দেব সম্মন ইতি— [ঐ, পুথি নং—৪৫৬৮]

(১৬০২) খোট্টারায়বার।

লিখিতং শ্রীসিবচরণ লায়েক মহাসয় সাকিম পোলবা সন ১২১১ বারসর্ও য়েগার সাল তারিখ ১৫- - পোনেরঞী য়াসাড় – [ঐ, পুথি নং—৪৫৮৫]

(১৬০৩) বন্দনাপালা। প্রসাদ

ইতি বন্দনা সমাপ্ত।। সব ১৭২৮ মাহ চৈত্রের ১০ রোজ সমাপ্ত।। লেখিতং শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা।। [ঐ, পুথি নং—৪৫৯৩]

(১৬০৪) নারদ সংবাদ। কৃষ্ণদাস

ইতি বারসত ৪ তারিক য়াসাড়ের ১৭।। ভগবতিচরণ মিস্ত্রি মহাশয় বরাবরেষু লিখিতং শ্রী।। [ঐ, পুথি নং—৪৬০০]

(১৬০৫) চানক্য শ্লোক।

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকং দোস নাস্তী ভিমস্বাপে রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভম।। ইতি সন ১২৪৭ বারসও সাত চল্বিস সাল তারিখ ৮ আটই চৌইত্রী সনিবার ত্রয়োদশী বেলা ২ দুই প্রহর সময় মোং কাসীপুর শ্রীশ্রীসিতারাম স্বরন গর্তি মম।। [ঐ, পুথি নং—৪৬০৪]

(১৬০৬) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তি গ্রেন্ত সংপুর্ন্ন।। সন ১২৫৯ সাল তারিখ ১৯ ফাল ... জ রবিবার তিথি দাদসী— [ঐ, পুথি নং—৪৬১৮]

(১৬০৭) নিগমপুরাণ গ্রন্থ।

লিখিতং শ্রীলোক নাথ ঘোষ।। ... সন ১২০৬ সাল ... [ঐ, পুথি নং—৪৬৮৬]

(১৬০৮) পাষন্ড দলন। কৃষ্ণদাস

ইতি পাসন্ড দলন গ্রন্থ সমাপ্ত।। ইতি সন ১২০৭ বার সর্ত্ত সাত সাল।। তা: ১৯ আগ্রন রো ষুক্রবার।। লেখিতং শ্রীগুরুচরন লায়েক।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৭০৩]

(১৬০৯) নিগম গ্রন্থ। গোবিন্দদাস

জথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং লিখিকো দোশ নাস্তি।। ভিম শাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। লিখিতং শ্রীজাদু গরাঞি পাঠক শ্রীকমল গরাঞি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ২৩ ভাদ্র।। [ঐ, পুথি নং—৪৭৬৫]

(১৬১০) চানক্য শ্লোক।

অনেক জতন করিয়া সব লিখিল।। ইতি সন ১২৫৪ শাল তা· রিখ ৯ ভাদর লিখিতং শ্রীজাদু গরাঞী জথাদৃষ্ট ... মতিভ্রম।। [ঐ, পুথি নং—৪৭৬৬]

(১৬১১) দাতা কর্ণ পালা। কবিচন্দ্র

ইতি দাতা কর্ণ পালা সমাপ্ত।। লিখি শ্রীসিরাম দাশ মহন্ত সন ১২৫৬ সাল তাং ২ শ্রাবন ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভম।। শ্রীশ্রী কৃষ্ণ পদায় ... [ঐ, পুথি নং—৪৭৭৭]

(১৬১২) রামযশ। কৃত্তিবাস

সকাব্দা ১৭২৯ মাহ কাত্তিকের ১৬ রোজ দিবা তৃতীয় প্রহর মদ্ধে সমাপ্ত।। লেখিতং শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মা।। সাকিম গুরহাটি মকামে সমাপ্ত।। [ঐ, পুথি নং—৪৮০৩]

(১৬১৩) রামায়ণ (লঙ্কাকান্ড)। কৃত্তিবাস

ইতি লঙ্কা কান্ড সমপ্ত। ইতি সন ১২২১ সাল তারিক ২৯ বৈশাখ মঙ্গলবার ।। লিখিতং শ্রীফকিররাম দেবশর্ম্মন।। [ঐ, পুথি নং—৪৮০৫]

(১৬১৪) চম্পক কলিকা। কাশীরাম দাস

লিপিকর সাধুচরণ দাস।

১২১৮ শাল তারিখ ২ ভাদ্র রোজ রবিবার। জিলা বিরভুম পরগনে দড়ি মৌড়েশ্বর তালুক মল্লারপুর জমিদার শ্রীমদনগোপাল ... জি ঁউবরাম্নরেন্দু নাইরি শ্রী হরেকৃষ্ণ কর সরকারজি। [ঐ, পুথি নং—২৭৫৩]

(১৬১৫) মহাভারত (ঐশিক পর্ব)। কাশীরাম দাস

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিক ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১১৮৭ সাল তারিখ ১৪ স্যাবন।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৮২০]

(১৬১৬) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং তথা ... মতিভ্যাম।। লিখিতং শ্রী ভোলানাথ দাষ ও হারাধন সিংহ ও অংে চন্দ দাষ ও কানাই লাল মিত্র ও নফর চন্দ মীত্র ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ১৫ আসাড়।। [ঐ, পুথি নং— ৪৮৩৮]

(১৬১৭) মহাভারত—ভীষ্মপর্ব। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্টং ... দোসক।। সন ১২৪৭ সাল।। তারিখ ১২ আশ্বিন ৭ সনিবার তিথি প্রতিপদ—
[ঐ, পুথি নং—৪৮৪০]

(১৬১৮) ভক্তিরস কৌমদি। লোচন দাস

লিখিতং শ্রীজঙ্গেশ্বর দেবসর্ম্মা। পাঠক শ্রীলালমোহন দেবসর্ম্মা।। তৃতিয় পুত্র।। সন ১২১০ সাল।। তারিখ ১৬ পৌষ।। [ঐ, পুথি নং—৫৭১৩]

(১৬১৯) মন: শিক্ষা। কৃষ্ণদাস

ইতি মনসিক্ষা ... গেন্ত সমাপ্ত।। সন ১২৪৮ সাল তারিখ ২৩ চইত সঅক্ষ্যর শ্রীদয়াল দাষ বৈরাগী।।

[ঐ, পুথি নং—৬১৬৬]

(১৬২০) অদ্বৈত কড়চা। কৃষ্ণদাস

ইতি অদ্বৈত প্রভুর কড়চা সংপুর্ন্ন।। লিখিতং শ্রীগদাধর দাস।। সাং খামার বাড়ী জথা দিষ্টং তথা লিখিতং তারিখ ১৪ফাল্গুন।। সন ১২৪৭ সাল [ঐ, পুথি নং—৬১৭০]

(১৬২১) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

যথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তিকং। শ্রীজুগল দাস বৈরাগী লিখিতং মালহি সংক্রান্তে সংপূন্ন হইলা। ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রং ইতি।। সাল সন ব্যাশষ্ঠী দিনং [ঐ, পুথি নং—২০৭৯]

(১৬২২) ভবিদুল ভুমবায়।

ইতি ভবিদুল ভুমবায় সমাপ্ত — সন ১২৫৮ সাল তা: ৪ আসাড় বেলতলার পাটশালে আন্দাজি ১ এক প্রহর বেলার সমএ শমস্ত হইল জমীদার শ্রীরাজলোচন লাএক শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ঘোষ শ্রীখুদিরাম পাড়ে লিখিলেন— [ঐ, পুথি নং—৩৭২১]

(১৬২৩) তুলসীর পাঁচালী।

ইতি তুলসির পাঞ্চালী সমাপ্তং। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি। ইতি সন ১১৩৭ মহি তাং ১৮ মাগ রোজ সোমবার শ্রীবকলম শ্রীজএনারান দেয়স্য গোবিন্দ গোবিন্দ গোপ উপকারী গোবিন্দ গোবিন্দ।।

[মুনুশী আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ২৭-২৮, পুথি নং—৪৮০।]

(১৬২৪) অনুরাগবল্লী। মনোহর দাস (মন্তব্য : দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুথি)

জথা দৃস্টং তথা লিখিতংলেখকো দোস নাস্তিকং।। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। নামশ্রেষ্ঠং মনুষপিশচী পুত্র মএ স্বরূপং বূপং যস্যাগ্রজ মু ( ) সুরীং মাথুরিং গোষ্ঠবাটীং। রাধাকুন্ডং গিরিবর মহং রাধিকা মাধবাসাং প্রাপ্তোয়স্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং ... তোস্মি।। শকাব্দা ১৬৬৬ শৌর ১২বারঞি আষাঢ় রোজ শুক্রবার।।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কহি-তৎ। নমত্যবুদ্ধ্যা সুয়েত সর্ব্ব দেবো ময়ো গুরুঃ।। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৬১০০]

(১৬২৫) মহাভারত—যানপর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি জান পর্ব সমাপ্ত। যথাদৃষ্ট মিত্যাদি। লিখিতং শ্রীখুদিরাম দাস বৈরাগি। সাঃ পাত্রসায়ের গ্রাম পুস্তক শ্রীলোচন পাল সাঃ নিজগ্রাম। ২২ বৈসাগ সমাপ্ত নবার্ন্ন পর রোজ বুদিবার জমিদারি সন ১১১০ সাল। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, The Descrivtive Cetalogue of Bengali Manuscripts , Vol. III, পৃঃ ৫০৬ , পুথি নং—১৩৭৬]

(১৬২৬) (ক) পীরের কাহিনী—মদন উড়িয়া পালা।

তামাম যুদ কের্ছা মদন উড়িয়া পালা শন ১২১০ সাল তাং ৩১ চৈইত্রী - লিখিতং শ্রীচৌধরী মোল্লা সাঃ বড়হাট - [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং]

(খ) পীরের কাহিনী—গোবিন্দ চন্দ।

ইতি গোবিন্দ চর্ন্দ প্রস্তক সোমাপ্ত হইল লিখিত শ্রীচৌধুরী মল্লিক ওলদে শ্রী নিমু মল্লিক ইবনে শ্রীহামিদ মল্বি সাঃ বড়হাট পরগনে ভুরকুণ্ডা তালুক বিরভুম শ্রীযুত মোহারাজা মোহাম্মদ জমা খাঁ দেশুা ( ) শ্রীযুৎ স্যামচক্রবর্তি পুস্তকের মালিক নিজ আর কেহ দার্ত্তা করে সে দার্ত্তা বাতিল হয়ইবে সন ১২০৩। বার সও তিন সাল তা ১৪ মাহ মাঘ রোজ মঙ্গলবার ঔক্ত এক প্রহর রার্ত্র - [বিশ্বভারতী পুথিশালার

পুথি।]

(গ) পীরের কাহিনী—গুপ্তচেতন।

ইতি গোপ্ত চেতন পোস্তক সোমাপ্ত : সন ১২০১ সাল তারিখ ৩২ বত্তিসা মাহ আসাড় রোজ রবিবার ঔক্ত ১।। ডেড় প্রহর - [ঐ, পুথি নং]

(১৬২৭)। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব।

" ইতি শ্রীমহাভারতে মহাপুরাণে ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মঘি তারিখ ২০ ভাদ্র রোজ শুক্রবার বেহান বেলা লিখা সমাপ্ত। স্বঅক্ষর উক্ত তারিণীচরণ ইত্যাদি। [মুন্‌শী আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড - প্রথম সংখ্যা - পৃ. ৯১, পুথি নং—১৩২]

(১৬২৮) মহাভারত--দ্রোণ পর্ব। সঞ্জয়

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র সঙ্গিতায়াং ব্যাস শিক্ষা দ্রোণ পর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১৮৫১ ইং মোতাবেক সন ১২৫৮ বাঙ্গালা মোতাবেক ১২১৩ মঘি তারিখ ১৬ শ্রাবণ রোজ বৃহস্পতিবার বেহান বেলা লিখা সমাপ্ত হইল। স্বঅক্ষর উক্ত তারিণীচরণ ইত্যাদি।" [ঐ, পৃ. ৯১-৯২, পুথি নং—১৩৩]

(১৬২৯) মহাভারত—বর্ণপর্ব্ব। সঞ্জয়

" ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয় কর্ণপর্ব সমাপ্ত।"

ইতি সন ১২১২ মঘির তারিখ ২ মাঘ। লেখক ও লেখার স্থান ঐ। [ঐ, পৃ. ৯২, পুথি নং— ১৩৪]

(১৬৩০) মহাভারত—শল্যপর্ব্ব। সঞ্জয়

ইতি ১৮৫১ ইং মোং সন ১২৫৮ বাং মোং ১২১৩ মঘি তাং ২ ভাদ্র রোজ রবিবার রাত্র ১ প্রহরের সময় লিখা সমাপ্ত হইল। [ঐ, পৃ. ৯২, পুথি নং—১৩৫]

(১৬৩১) মহাভারত—গদাপর্ব্ব। সঞ্জয়

" ইতি শ্রীমহাভারতে গদাপর্ব্ব নিঅ অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধে গদাপর্ব্ব সমাপ্ত। লিখক শ্রীতারিণী ... এলাহান দেবগ্রাম বাস্তব্য শ্রীত্রাহিরাম সেনের বাটীতে লিখা সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২১৪ মঘি সং সন ১৮৫২ ইঙ্গরেজী সং সন ১২৫৯ বাঙ্গালা তারিখ ২৯ ভাদ্র রোজ সোমবার বেহান বেলা সমাপ্ত হইল। " [ঐ, পৃ. ৯২, পুথি নং—১৩৬]

(১৬৩২) মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব্ব।

" ইতি সৌপ্তিক পর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মঘি তারিখে ৩১ ভাদ্র রোজ সোমবার বেলা আটঘণ্টার সময় লিখা সমাপ্ত হইল। লিখক শ্রীনীলমণি দাস পীং রামসেবক চৌধুরী মৃত সাং আনোয়ারা থানে পটিয়াকাড়ি আনোয়ারা চাকলে দেয়াঙ্গ্।" [ঐ, পৃ. ৯৩, পুথি নং—১৩৭]

(১৬৩৩) ভারত—সাবিত্রী। জগদীশ

" ইতি ভারত সাবিত্রি গিতা পুস্তক লিখন সমাপ্ত। 'ভীমস্যাপি' ইত্যাদি শ্লোক। স্বঅক্ষর শ্রীবৈষ্ণবচরণ সেন দাস সাং বদ্রুশত (বারশত) ইতি সন ১২০৮ মঘি তারিখ ২৬ ফাল্গুন।" [ঐ, পৃ. ১৯৬, পুথি নং—৩১৫]

(১৬৩৪) হংসলোচন—পদ্মলোচন।

" ইতি হংসলোচন পদ্মলোচন পুস্তক সমাপ্ত , সন ১২১৪ তাং ২৮ কাৰ্ত্তিক স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরণ সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম। " [ঐ, পৃ. ২০৯, পুথি নং—৩৩২]

(১৬৩৫) হাড়মালা। স্বরূপ

" ইতি হারমালা পেস্তক সামাপ্তঃ ৪ : সন ১২১৪ মং তাং ২৪ আশ্বিন, স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ, পীং অভআচরণ সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাসস্য।।" [ঐ, পৃ.

২০৯, পুথি নং—৩৩৪]

(১৬৩৬) দুর্গাবিজয়। দুর্লভ

"ইতি শ্রীমার কণ্ঠ পুরানে জঅ দুর্গার বিজএতে ইত্যাদি দৈত্যবধ পোস্তক সমাপ্ত সন ১২১৪ মঘি তাং ৪ পৌশ স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরণ সাং সাকপুর থানে সহর জিলে চট্টগ্রামি হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাস দেঅর্স্য।।" [ঐ, পৃ. ২১০-২১১, পুথি নং—৩৩৬]

(১৬৩৭) পারিজাত হরণ। ভবানী নাথ

"ইতি পারিজাত হরণ পোস্তক: সন ১২১৪ মং তাং ৩০ কাত্তিক স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরণ সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম: হক ঐ।।" [ঐ, পৃ. ২১১, পুথি নং—৩৩৭]

(১৬৩৮) ভারত—সাবিত্রী।

"ইতি ভারত শাবিত্রি পোস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মং তাং ২০ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক খোদ।।" [ঐ, পৃ. ২১১, পুথি নং—৩৩৮]

(১৬৩৯) মহাভারত—সভাপর্ব। সঞ্জয়

ইতি শ্রীমহাভারতে সভা পর্ব্বণিঅ ব্যাস উক্ত শ্লোকভঙ্গ সঞ্জয় পদবন্ধ বিরচিত সভাপর্ব সমাপ্ত। ইতি ১৮৫০ ইং মুতাবেক সন ১২৫৭ বাঙ্গালা মুতাবেক ১২১২ মঘি তারিখ ১ আগ্রাণ রোজ শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। লেখক (আদিপর্ব লেখক ঐ তারিণীচরণ ইত্যাদি) শ্রীব্রাহিরাম সেনরগো বাটীতে। [মুন্‌শী আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড-প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৯০, পুথি নং—১২৮]

(১৬৪০) মহাভারত—বনপর্ব। সঞ্জয়

ইতি শ্রীমহাভারতে বন পর্ব্ব সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রনে ইত্যাদি। সঅক্ষর (শ্রীতারিণীচরণ ইত্যাদি) এলাহান দেবগ্রাম বাস্তব্য। ইতি ১৮৫০ ইংরাজি মোতাবেক ১২৫৭ বাং মোং ১২১২ মঘি তাং ২৪ মঘি তাং ২৪ ভাদ্র মোং ৭ সেতাম্বর বেহান বেলা ১ প্রহর উদনের সময় জামাল থা মোকাম সহর (চট্টগ্রাম) শ্রীরামগোবিন্দ সরকারের বাসাতে লিখা সমাপ্ত। [ঐ, পৃ. ৯০, পুথি নং--১২৯]

(১৬৪১) মহাভারত—বিরাটপর্ব।

লেখক ও তারিখ ইত্যাদি ঐ। [ঐ, পৃ. ৯১, পুথি নং—১৩১]

(১৬৪২) ৫৪। অক্ষর বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণ দাস

সন ১২৪৩ সাল, তাং ১৭ পৌষ, লিপিকর — পঞ্চানন আস সাং বড়চাতুরি। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬২, পুথি নং—১০৫]

(১৬৪৩) ৮৭। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (নৌকাখণ্ড)। জীবন চক্রবর্তী

লিপিকর সন্ন্যাসী পণ্ডিত। লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। [ঐ, পৃ. ১০৯, পুথি নং—১৯৭]

(১৬৪৪) ৯৬। পদাবলী। বাসুদেব ঘোষ, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস

লিপিকর সন্ন্যাসী পণ্ডিত। লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। [ঐ, ১২১, পুথি নং—২১৭]

(১৬৪৫) ৪৬। আত্মজিজ্ঞাসা। কৃষ্ণদাস

লিপিকাল সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১০ মাঘ। লিপিকর পঞ্চানন আস দাসস্য দাস। [ঐ, পৃ. ৫৩, পুথি নং—৯৬]

(১৬৪৬) মহাভারত।

লিপিকর হারাধন গরাঞি সাং ইলামবাজার, লিপিকাল ১২৩৯ সাল। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—১৭৩৮]

(১৬৪৭) দানখণ্ড। বিপ্র পরশুরাম

লিপিকর হারাধন গরাঞি, সাং ইলামবাজার লিপিকাল ১২৩৮ সাল ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার। [ঐ, পুথি নং—১৭৫০]

(১৬৪৮) মহাভারত। কাশীরাম, নন্দরাম দাস

লিপিকর ভৈরব সিংহ ধোবা সাং রামপুর। [ঐ, পুথি নং—২৩৩০]

(১৬৪৯) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস

লিখিতং শ্রীবেচারাম সর্ম্মন। ইতি সন ১২২০ সাল তাং - ৬ মাঘ। [ঐ, পুথি নং—২৭৯৫]

(১৬৫০) সত্যনারায়ণ কথা। দ্বিজ নিকুঞ্জ

লিখিতং শ্রীনিকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী সাং ইন্দ্রগাছা পাঠক শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী সাঃ লম্বোদরপুর।। সন ১৩১৮ সাল তাঃ ৪ চৈত্র। [ঐ, পুথি নং—৩১৫৯]

(১৬৫১) সত্যনারায়ণ পাঁচালী। বিকল চট্টোপাধ্যায়

লিপিকর শ্রীনিকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী। পাঠক শ্রীপশুপতি চক্রবর্ত্তী সাকিম ইন্দ্রগাছা। লিপিকাল সন ১২৯৯ সাল। [ঐ, পুথি নং—৩১৮৪]

(১৬৫২) সত্যনারায়ণ পাঁচালী। বিকল চট্টোপাধ্যায়

লিপিকর শ্রীনিকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী। পাঠক শ্রীপশুপতি চক্রবর্ত্তী সাকিম ইন্দ্রগাছা। লিপিকাল সন ১২৯৯ সাল। [ঐ, পুথি নং—৩১৮৫]

(১৬৫৩) তাড়কাবধ। রসিক ঘোষ

ইতি সন ১২১৩ সাল লিখিত শ্রীদিন ... খাতা : ৩ সাবুন।। [ঐ, পুথি নং—৩১৮০]

(১৬৫৪) প্রহ্লাদ চরিত্র। কৃষ্ণদাস

লিখিত০ শ্রীরাজীব লোচন মিত্রী ইতি সন ১২৪৬ সাল তা ১৯ আসাড়।। [ঐ, পুথি নং—৩১৬৬]

(১৬৫৫) হংসদূত। নরসিংহ দাস

লিখিত০ শ্রীগুরুচরণ বণিক সাঃ মান্দারবুলি।। সন ১২২৭ সাল তারিখ ২৩ বৈসাখ। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৫০১]

(১৬৫৬) মহাভারত। কাশীরাম দাস

জথা দিষ্ঠ তথা লিখিতং লিক্ষকে দোস নাস্তিক ভিমস্মাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১২৩৮ সাল তাং ৩০ আসাড় পাঠক শ্রীদারকানাথ শৌ সাঃ কালিপুর পরগণে খটঙ্গ মতালকে জেলা বিরভোম।। [ঐ, পুথি নং—৪২৩৩]

(১৬৫৭) দিবারাস। কবিচন্দ্র

জথা দিষ্ঠ ... মতিভ্রোম।। লিখিত০ শ্রীক্ষেত্রনাথ দেব সম্মন পাটক শ্রীদারকানাথ সৌ সাঃ কালিপুর পরগনে খটঙ্গা জেলা বিরভোম।। সন ১২৩৭ সাল।। তা০ ২৫ ফাল্গুন।। [ঐ, পুথি নং—৪২৩৪]

(১৬৫৮) কংসবধ। কবিচন্দ্র — পাণ্ডুলিপি না থাকায় পুষ্পিকা ছাপা গেল না।

(১৬৫৯) নারদ সংবাদ। বৃন্দাবন দাস

লিপিকাল ১২৩৭ সাল। [ঐ, পুথি নং—৪২৩৬]

(১৬৬০) প্রসাদ চরিত্র। দ্বিজ পরশুরাম

লিপিকর শ্রীচিনাথ রায়। সন ১২১৭ সাল তারিখ ২৯ বৈসখ ১৯ জৈষ্টি রুজ বিসপবায় (বৃহস্পতিবার) সাকিম কড়িধ্যা।। পরগণে খটঙ্গা থানা সিহুড়ি মতালকে জিলা বিরভোম। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৪৩০]

(১৬৬১) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিপিকর শ্রী শ্রীমন্ত ঘোস সাকিম সিউর, সম্পতি কোটা, নিবাস চন্ডিপুর। পাঠক দুর্গাচরণ ঘোস, সাকিম কোটা নিবাস চন্ডিপুর, লিপিকাল ১২২৩ সাল, ৮ জ্যৈষ্ঠ সনিবার। [ঐ, পুথি নং—৪৭৮৬]

(১৬৬২) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিপিকর শ্রী শ্রীমন্ত ঘোস, সাকিম কোটা, নিবাস চন্ডিপুর। পাঠক শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষ, সাকিম কোটা, নিবাস চন্ডিপুর। লিপিকাল ১২২৫ সাল তারিখ ৩ ভাদ্র। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৪৭৮৫]

(১৬৬৩) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিপিকর শ্রী শীমন্ত ঘোষ সাকিম কোটা, নিবাস চন্ডিপুর। পাঠক শ্রীদুর্গাচরণ ঘোম, সাকিম কোটা, নিবাস চন্ডিপুর। লিপিকাল ১২২৩ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন রোজ সনিবার দিবস তৃতীয় প্রহর। [ঐ, পুথি নং—৪৭৮৩]

(১৬৬৪) নরমেধ যজ্ঞ। কবিচন্দ্র

সয়ক্ষর শ্রীরামনারায়ণ মন্ডল সা০ জগতবল্লভপুর তারিখ ১৩ শ্রাবণ। [ঐ, পুথি নং—৫৭৫৮]

(১৬৬৫) সীতার উদ্দেশ পালা। কবিচন্দ্র

জথাদিষ্ট তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক ... লিপিকর শ্রীরামচাঁদ সর, পাঠক শ্রীবলাই দাস সরকার সাকিম কাচিগড়্যা, পরগণে বায়ড়্যা। সন ১২৬৫ সাল তারিখ ২৭ ফাল্গুন।। [ঐ, পুথি নং— ৫৮৮৩]

(১৬৬৬) স্বস্তিক পর্ব। দ্বৈপায়ন দাস

জথা দিষ্টং (ইত্যাদি)। লিপিকর শ্রীরামচাঁদ সর , পাঠক শ্রীবলাই দাস সরকার সাং কাচিগড়্যা পরগনে বায়ড়া সন ১২৬৮ বারসও আট সষ্ঠী সাল তারি ১৯ চৈত্র সমবার তিথি প্রতিপদ।। [ঐ, পুথি নং— ৫৮৯০]

(১৬৬৭) দরবেশ নামা। মোহন ফকির

সন ১২৫৬ সাল। সঅক্ষর শ্রীসরূপ চাঁদ দাষ বৈরাগি। সা০ জগদিষপুর।। [ঐ, পুথি নং—৬২৭৪]

(১৬৬৮) পার্বতী পুরাণ। দ্বিজ রামনারায়ণ

জথা দিষ্ঠ তথা লিখিতং লিক্ষতের দোষ নাস্তিঃ।। সঅক্ষর সরূপ চাঁদ দাস বৈরাগি। সন ১২৫৭ সাল তা০ ১২ কার্ত্তিক।। [ঐ, পুথি নং—৬১৭৭]

(১৬৬৯) সিতার উদ্দেস পালা। কবিচন্দ্র

ইতি সিতার উদ্দিস পালা সমাপ্ত : জথা ... কাচিগড়্যা পটনাথে: শ্রীমধুসূদন সরকার সা নিজ গ্রাম সন ১২৫৮ সাল তারিখ ২৪ বৈসাখ - রোজ বুধবার। [ঐ, পুথি নং—৬২০৩]

(১৬৭০) কৃষ্ণ কর্ণামৃত। যদুনন্দন দাস

লিখিতং বদনচন্দ্র মিত্র ও শ্রীকেনারাম মিত্র ১১৮৯ সাল মোজে নাঙ্গলিয়া পরগনে নাজমতসাহী নিজ বাটীতে বসিয়া ১৭ শ্রাবনে উত্তর দুয়ারী পিড়াতে বসিয়া চারিদণ্ড বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং—৩৬৭৬]

(১৬৭১) ১৬১। পদাবলী। গোবিন্দদাস

ইতি একান্ন পদাবলী সমাপ্ত।। ইতি নকলকর।। শ্রীপঞ্চানন দাষষ্য দাষ।। সকাব্দা ১৭৫৮।। সন ১২৪৩ সাল তাঃ ১১ মাঘ সংপুর্ন্ন।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৫, পুথি নং—৭৫০]

(১৬৭২) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি বিরাট পর্ব সমাপ্তং।। জথাদৃষ্টং (ইত্যাদি)। লিখিতং শ্রীমথুরামোহন হাজরা সাং গোপালপুর। পুস্তক মিদং শ্রীসনাতন পাল সাং কীঃ মাড় পং চন্দ্রকোনা সন ১২৫০ সাল তাং ২২ আসাড় বুধবার বেলা দুই প্রহর। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংগৃহীত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪০, পুথি নং—৬৪০]

(১৬৭৩) মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি শ্রীমহাভারত উদ্‌জোগপর্ব্ব সমাপ্তং।। ... লিখিতং শ্রীমথুরামোহন হাজরা। সাং গোপালপুর। পুস্তক মিদং শ্রীযুত সনাতন পাল।। সাং কীঃ মাড়। পরগনে চন্দ্রকোনা।। সন ১২৫৭ বার সও সাতান্ন সাল। তারিখ ১৮ অগ্রহায়ণ সোমবার তিথি কৃষ্ণা চতুর্দ্দসী বেলা ১২ দণ্ড।। [ঐ, পৃ. ১৪৬, পুথি নং —৬৫৫]

(১৬৭৪) মহাভারত—দ্রোণপর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি দ্রোণ পর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত সুসমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীবিশ্বনাথ মোদক সাকিম জিড়ই সন ১২৫৭ সাল তারিখ ১৮ মাঘ বার বৃহস্পতি তিথি চতুদ্দসি সকাব্দা ১৭৭২। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত The Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts. Vol.III, পৃ. ৬৪৮, পুথি নং— ২৩২৪]

(১৬৭৫) মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথা দৃষ্ট মিত্যাদি লিখিতং শ্রীমথুর মোহন বিশ্বাস। সাঃ ইন্দাস ইত্যাদি সন ১২১০ সাল তারিখ ২৮ অগ্রান ইত্যাদি। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত The Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol. III, পৃ. ৬০৯, পুথি নং—২১৫১]

(১৬৭৬) মহাভারত। কাশীরাম দাস

লিপিকর বিশ্বেস্বর ঘোষ। সাকিম জোল্ল। সন ১২৪২ সাল। [বিশ্বভারতী পুথিশালার পুথি নং— ২৭৭৫]

(১৬৭৭) সৌপ্তিক পর্ব। কাশীরাম দাস

জথাদৃষ্টং মতিভ্রম।। লিখীলাম এ পুস্তক দৃষ্ট অনুসারে। দোসাদোষ বন্ধুভাই ক্ষেমিবে আমারে।। লিখিতং শ্রী ... ঐ ... পঠনাথে শ্রীরামকানাই কুণ্ডু সাং ঐ ... সমরসাহী ... সরকার সেলেমাবাদ।। সন ১২০৭ সাল তারিখ ৮ ফাল্গুন।। [ঐ, পুথি নং—৬৩২১]

(১৬৭৮) অন্ধমুনির পালা। দ্বিজলক্ষ্মণ

লিপিকর শ্রীমন্ত দাস খাঁ সাকিম কড়ুই পরগণে সমরসাহি। তারিখ ২১ চৈইত্রি বেলা ত্রিতিয় প্রহরে শমাপ্ত হইল ইতি— [ঐ, পুথি নং—৬৩১১]

(১৬৭৯) রাসপঞ্চাধ্যায়।

লিপিকর শ্রীবংশীধর দাস বাউল। লিপিকাল ১২৪৬ সাল তাং ১০ই ভাদ্র সমাপ্ত। [A Descriiptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, পৃ. ২৯৬, পুথি নং—৪৮৬৭]

(১৬৮০) সুদামার চরিত্র। দ্বিজ পরশুরাম

লিপিকর শ্রীনেহাল সর্ম্মকার। সন ১১৬১ সাল ২৩ আসাড়।। [বিশ্বভারতী পুঁথিশালার পুথি নং— ৪৮২৪].

(১৬৮১) বৈষ্ণব বন্দনা। দৈবকী নন্দন

লিপিকর শ্রীনেহাল সর্ম্মকার। লিপিকাল ১১৬১ সাল। [ঐ, পুঁথি নং—৪৮২৫]

(১৬৮২) মহাভারত—দ্রোণ পর্ব। কাশীরাম দাস

যথাদৃষ্টমিত্যাদি লিখিতং শ্রীরামধন ঘোষ সাং বাসুদেবপুর সন ১২৩১ সাল তাং ২০ ফাল্গুন রোজ সোমবার বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত The Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. III. পুথি নং—২৩৩৩]

(১৬৮৩) মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি স্বর্গ আরোহণ সমাপ্ত। সন ১২৭১ সাল। তারিখ ২৬ জৈষ্ঠ্য। পঠনার্থে শ্রীরামচন্দ্র রায়। সাং মণ্ড্যা।। [ঐ, পুথি নং—৩৭৬৩]

(১৬৮৪) মহাভারত—বিরাট পর্ব। কাশীরাম দাস

ইতি বিরাট পর্ব সমাপ্ত।। সন ১২৭১।। তারিখ ২৯।। রোজ মঙ্গলবার।। পঠনার্থের।। শ্রীরামচাঁদ রায় সাকিম সণ্ড্যা।। [ঐ, পৃ. ৭৪৬, পুথি নং—৩৭৬৬]

(১৬৮৫) ২২৪। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

ইতি শ্রীরামায়ন কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড লিখিয়া রবিবার রাৎ এক ঘটের মদ্ধে বিশ্রাম দিলাত।। শ্লোক - রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভদ্রায় বেধসে রঘুনাথায় পিতায়া পতিয়ে নমঃ।। ইতি তাং ২৪ সহি মাহ মাঘ সন ১২৩৪ সাল।। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ., পুথি নং—৯১৮]

(১৬৮৬) শিবায়ন। রামেশ্বর

শকাব্দা ১৬৭১ সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৫ই মাঘ রোজ বুধবার সপ্তম্যাম্ভিথৌ রাত্রি এক প্রহরের কালে আমল মির হবিবুল্লা খাঁ ও লালুজা পিসর বঘুজি মারহাট্টা মোকাম তাম্রলাপিতপুর (তাম্রলিপ্তপুর) আমলে পরগণে কাশীযোড়া সরকার গোয়ালপাড়া মজফে সুবে উড়িষ্যা বহঙ্গাম পলায়ন বাবুজান খাঁ তণখাদার [বিচিত্র সাহিত্য, সুকুমার সেন, পৃঃ, ২২৫ প্র বাংলা পুথির পুষ্পিকা]

(১৬৮৭) মহাভারত। কবীন্দ্র

পুস্তক লিখিতং স্বহস্তাক্ষর শ্রীবামপ্রসাদ শর্ম্ম বাগছি (বাগচি) সাং চন্দ্রপুর পরগনে সোনাবাজ তপ্পে (তরফে) চাঁপেলা সরকার বাজুহার তালুক শ্রীযুত ˚বৃন্দাবনচন্দ্র দেবদেবস্য শকাব্দা ১৬৭৯ ষোলশত উণআশী সুবেদারী নবাব সিরাজদৌল্লার ফৌতি তারিখ ১৮ই আষাঢ় যেওজ মিরজাফর জমিদার শ্রীমতী রানী ভবানী দেব্যা গোমস্তা দয়ারাম রায় সন ১১৬৪ পুস্তক সমাপ্ত তারিখ ১২ শ্রাবন রোজ সোমবার দিবা ১ প্রহর সদা সাং (?) তিথৌ ... [ঐ, পৃ. ২২৫]

(১৬৮৮) মহারাষ্ট্র পুরাণ। গঙ্গারাম

ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণ প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব। সকাব্দা ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল।। তারিখ ১৪ পৌস রোজ শনিবার।। [ক.বি. পু., নং—১৭৮৪]

(১৬৮৯) মহাভারত। ১৪৮ পৃ.

সন ১১৫২ সালে মাহ ৬ ছউই জ্যৈষ্ঠে সোমবারে, ফরাষডাঙ্গার বাগবাজার বরগিতে লুঠ করিয়া লইয়া গেল এবং সোনা বামনির ভাতারকে খুন করিয়া গেল। রামচন্দ্র ষুরের সর্ব্বস্ব লইয়া গেল ষুরের পিতা ও জামাতা নফর ও বৈবাহিক শ্রী সহস্ররাম নিয়োগীকে প্রহার করিয়া গেল। [Dr. Tarapada Mukherjee, Itihasér tukro. Desh, 1986, July 5, Portugal, Lisbon-Jatiya Avilekhagar, Arquivo Nacional de Forre do Tom bo]

(১৬৯০) অভয়ামঙ্গল। মুকুন্দরাম

শক সন ১১৩৮ সালে তারিখ ২৪ জ্যৈষ্ঠ পুস্তক সমাপ্ত হইল।১।০। । এই পুস্তকে জে হরিবেক তার মা শুকর পিতা গর্দ্দব হইবেক। লিখিতং শ্রীবৈকুণ্ঠ রাম শর্মনঃ। সাকিম বিপ্রটিকুরি। জথাদৃষ্টং

তথা লিখিতং লিখকে নাস্তি দোষক। ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। [বিশ্বভারতী সংগ্রহ, পুথি নং—৬৬৮৮]

(১৬৯১) চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

শুভমস্তু। সমাপ্তশ্চায়সন্ত্য খণ্ড। শ্রীনারায়ণ দাস স্বাক্ষর মিদং। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোসক। ভীমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। শকাব্দেশু ১৬০২। সৌর কাত্তিকস্য দশম্যাং তিথৌ কৃষ্ণপক্ষে গুরুবারে। মধ্যাহ্নে গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গত। আদিখণ্ড ৪৩ তেচল্লিশ পত্র। মধ্যখণ্ড ১১৩ একশত তের পত্র। অন্ত্যখণ্ড ৬৪ চৌষট্টি পত্র সমুদায় ২২০ দুইশত বিষপত্র। [অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'র (ভারবি) আদর্শ পুথির পুষ্পিকা]

(১৬৯২) চৈতন্যমঙ্গল। জয়ানন্দ

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল নবখণ্ড সমাপ্ত। শকাব্দ ১৫৯২ সন ১০৭৮ সাল সম্বত ১৭২৭ ফাল্গুন বদী ৭ রোজ: রবিবার ফাল্গুন কৃষ্ণ সপ্তমি তিথি দ্বাদশখণ্ড রাত্রি সম্পূর্ণ চৈতন্যমঙ্গল পুথি। স্বাক্ষর শ্রীজগমোহন দাস কাএস্থ। মোকাম চন্দ্রকোনার ... মোকাম। জদি তুমি সত্য হও ভগবান। অচিরাতে দেহ প্রভু ধর্ম্ম-অর্থ জ্ঞান। তবেত কপট মনে ... বিশ্বাস। জে বিড়ম্বিল তারে যেন হৈলে সুপ্রকাশ।। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি কৈল দিব্যজ্ঞান। চৈতন্য ... করি আন।। পতিতা তারিতে প্রভু লইলে অবতার মোরে ভক্তি দেহ প্রভু চরণে তোমার।। বড়ই অধম আমি দীনহীন জনে শুনিয়া তোমার নাম পতিত পাবনে।। অন্নবস্ত্রের দুঃখ প্রভু ঘুচাহ সত্বরে ... লইল ... কুরুরে। ধনজন গেলা প্রভু প্রাণ মাত্রে সার। তিন ভাই আছি অন্ন ভক্ষণ নাহি তার। ... আছেন দুই নামে দুর্যোধন। সভারে দুঃখ প্রভু ঘুচাহ ...। [সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রানা সম্পাদিত 'জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল আদর্শ' পুথির (বিশ্বভারতী সংগ্রহ ৬৬৮৬ নং) পুষ্পিকা]

(১৬৯৩) চণ্ডীমঙ্গল। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

শকাব্দা ১৬৩৮।।শক।। সন ১১২৪ সাল।। মাহ ১৭ আষাঢ় রোজ রবিবার বেলা ১ প্রহরের কালে সমাপ্ত হইল মোকাম রাধানগর পঁড়ুয়া পরগণে ভুরশীট তালুক শ্রীযুত কিত্তিচন্দ্র রায়ের আমীন বাবুলাল বেহারী তস্য ভেজুয়া আমীন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়। বাদসাহা শ্রীল শ্রীযুত ফররক সাহাজী। পুস্তক শ্রী গণেশ দেব সর্ম্মনস্য স্বক্ষর মিদং।। বড় ঘরের দক্ষিণ উসারায় সমাপ্ত হইল পুস্তক। কাছে বসিয়া শ্রীযুত রামসরণ রায় চৌধুরী। যে য়ারজী।। তথা শ্রীযুক্ত সদাসীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাকিম দিঘল গ্রাম।। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি নং—১০৮৬; সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ১ম সং]

(১৬৯৪) রামায়ণ—সুন্দরকাণ্ড। কৃত্তিবাস

"বিধু রস গ্রহ বাণ করহ গনন। নির্ণয় করিয়া বুঝ সক নিরূপন।। তৃতীয় তিথিয়ে পুস্তক সমাপ্ত হইল।। বেলা তিন প্রহরের সময় পরগণে ঘড় তালু (ক) শ্রীযুক্ত (?) কুম্পানি ইঙ্গরেজ সাহেব জমিদার ... শ্রীযুক্ত তারিনিচরণ চৌধুরি মহাশয়ে সঅক্ষর শ্রীঅভিরাম মণ্ডল।। নিবাস মৌজে মহাদেবপুর। পরগণে ঘড় তারিখ ২০ ভাদ্র রোজ রবিবার সন ১২১০ সাল। [সুখময় মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, ভূমিকা, পৃ. ৫৩ তে উদ্ধৃত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কয়াল সংগহীত পুথির পুষ্পিকা]

(১৬৯৫) অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরাম

"শকাব্দাঃ। ১৬৩০ শক। সন ১১১৫ সাল তারিখ ৮ শ্রাবণে পুস্তক সমাপ্ত হইল।। ই, পুস্তক শ্রী জাদবেন্দ্র চাঠয্যার কারণ শ্রী মণিরাম দেবশর্ম্মা লিখিআ দিলেন ই পুস্তক জে হরিবেক তার মাতা শূকরী পিতা গর্দ্ধব হইবেক।। জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোসক। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ

মতিভ্রম। জাবস্তে অধকাধ বাধবনংবাধা বাধবাভ্রিধবা। জাবচ্চারু যুচারু চারুর্চমমরং (?) চামী করং চামরন জাবদ্রাবন রামরামরমনং রামাবসং শ্রঅনে। তাবত্তোগ বিভাস ভোগ ভুবনে ভোগায়তে নিত্যসু।। সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং গুরুদ্যোপি নমঃ সদা। জাসাং কৃপায়াং ম লিক্ষ পস্তকং মঙ্গল সদা।। নমো দেবি দুর্গায়ৈ নমঃ।। নমো শ্রী গণেশায় নমঃ।। নমো সরস্বত্যৈ নমঃ।। নমো শ্রীগুরুবে নমঃ।। নমঃ শ্রীহরয়ে নমঃ শ্রী।। [বিশ্বভারতী—৬৬৮৭ নং]

(১৬৯৬) আদ্যবেকত (সিস্য বদতি)

[৫২৩ " গুরুর আজ্ঞা হৈল নকলিতে পোথি।
তেঞিত লেখিল এই আদ্য বেকতি।।
নাহি দেখি আদরস নাহি দেখি গোখা।
একমনে যুনি আমী গুরুমুখে কথা।। ৫২৩]

[৫২৪ " গুরুদেব মুখে জেই বাক্য নিকনিল।
কাগত লইএগ্র তাহা নকল করিল।।
নকল করিতে যেবা অক্ষর টুটিবে।
সকল তসকীর গুরূ মাফ করিবে।।
কী জানি লেখিতে আমি কীবা বুদ্ধি ধরি ।
তুমি সহৃদয় তেঞিও নকল উতারি।।
ইঙ্গিতে করিলেন গুরূ এতসব বাট।
নকল করিতে মোর গেল বৎসর পাঁচ।।
বড়ই অভগ্য মোর বসি দুর দেশে।
নিকটে পাইল স্থল গুরূর আসিসে।।
সাফল জীবন মোর জানিল কারণে।
বালক করিএগ্র গুরূ বলিল আপনে।।
সাক্কের মিদং সেখ সিরাজ মলনা।
সাকীমে মহেসার বান্দি খটঙ্গা পরগণা।।
সক তারিক গুরূ পাচালিতে দিল।
তেকারণে অবসেসে তাহা না লেখিল।। ৫২৪]

ইতি পুস্তক সমাপ্ত

।। কবিতা ।।

[৫২৫ গুরুর চরণ দুই সিরেত বান্ধিএগ্র।
মন্দীর বর্ন্নি কহি যুন মন দিএগ্র।।
অপরূপ ঘরখানি দেখিতে যুন্দর।
নিজকরে বানাইল বেভতি বস্তর।।
কুন্দের নির্ম্মান জেন চারিখানি চাল।
অরূণ বরূণ ডোরে খাড়া আছে চাল।।
তার চারভিতে সোভে নেতের দেয়াল।
ভিতরে বিচিত্র রঙ্গ সোভা করে ভাল।।
মেঘ বর্ণে ধলা তাহে নিল বনের বাতা।

কতসের লাগিএগ্রাছে গাথনিতে ষুতা।।
পীতম্বরণে তাহে থলি এক সাজ।
তাহার নামতে এক পালঙ্গ বিরাজ।।

আদ্যসেবক — রমজান আলি

[৫২৫ তাহার নিকটে সাজে নেতের বিছান।
তাহে বসি গুরুদেব ধরিল ধেয়ান।।
কত কত লোক আসি লাগিছেন চরণে।
আসিস করিল বসিএগ্রা ধেয়ানে।। ৫২৫]
[৫২৬ হেনেক অপূর্ব্ব ঘর সঙ্গে চলি জায়।
বিশ্রারাম করিল ঘর সেই খেনে ডন্ডায়।।
সেখ সিরাজ কত জর্ম্ম ভাগ্যে ছিল।
ঘরে বসি তেঞি হেন চরণ পাইল।।
ইতি তামাম ষুদ

জথা লেখনং তোথা দিষ্টং নকল লেখিতং শ্রী সেখ কানু সাকীনানে দোনদমা ও আলদে শ্রী সেখ বাদুল্লা এবন্যে শ্রী সেখ করিম সাং তস্য সন ১২৪৫ সাল তাং ২ চৈত্রি বারে যুক্রবার তিনি ২৭ দিন হজ জেবা এই পুথি ভেদ বুঝিবে চারি অথ্য বাক আছে সরিয়ত তবিকত হকীকত মারুফত। বুঝিবে জে আদ্যের কথনং অথ্য। বুঝিবেক সে মুরসিদ চেতন কথা। অথ্য বুঝিবেক আদ্যের গোথা। নতুবা বেড়াব ভাসিএগ্রা ভাসিএগ্রা।। মোছলমান নব হুএগ্রা আদ্য কথা না বুঝিবে জে। বৃথা জি (ব) ন তার দুনিএগ্রা ভিতরে আর কী লেখিব ইহা বুঝে কায্য করিবে লোকা ইতি। [ডঃ বুদ্ধদেব আচার্য সংগৃহীত]

(১৬৯৭) সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ—ক্রমদীশ্বর

ঔল্লাসনিক মহামহোপাধ্যায় গোয়ীচন্দ্র বিরচিতায়াং টীকায়াং ষষ্ঠঃ সুবন্ত পাদঃ সমাপ্তঃ।। ইতি বন্দ্যোঘটীয় শ্রীবামনদেব শর্ম্মন সরাক্ষ ... পুস্তকঞ্চ।। শকাব্দা ১৭২৮ সন ১২১৩ সাল তারিখ ৪ জ্যৈষ্ঠী রোজ শুক্রবার যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো দোস নাস্তিক ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম।। নিবাস শ্রী ভাগিরথি সমীপে-- শ্রীমদ্গোপীনাথ যত্র বিরাযতে নিবাস কলসা গ্রামে বিঃ ... স্থানে ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠী পুস্তক শ্রী কৃষ্ণমোহন ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্যের ইতি— [বিশ্বভারতী সংস্কৃত বিভাগের পুথি]

(১৬৯৮) মহাভারত। সঞ্জয়

(ক) " শ্রী মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব লিখন সমাপ্ত। ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লেখক নাস্তি দুসকং।। এই পুস্তকের কর্ত্তাপক্ষ শ্রী কবির মহন্ত গোসাঞি সাকিম সনাতন গোসাঞির দেবালয়।। আমল শ্রীযুত রাজধর মাণিক্য দেবালয়।। আমল শ্রীযুত রাজধর মাণিক্য দেব মহারাজ।। সয়ক্ষর শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ দাসস্য সাকিম মনিয়ন্দ।। ০ ।।৪।। [ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালা, পুথি নং—২১]

(খ) স্বর্গারোহণ পর্ব —১২০৭ ত্রিং ১৪ই অগ্রহায়ণ আদিত্য বাসরে। [ঐ, পুথি নং—২১]

(গ) মহাভারত (ভারত সাবিত্রী)

ইতি শ্রীমহাভারত সতশ সংখ্যা সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভারথসাবিত্রী সমাপ্তং ।। ০।। ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং।। জথাদৃষ্টং তথা লিখীতং লিখকো নাস্তি দুসকং।। এই পুস্তকের কর্ত্তাপক্ষ

শ্রীরাম দাসস্য।। সহক্ষর শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বর্দ্ধনস্য সাকিম মনিয়ন্দ।। ইতি সন ১২০৭ সন ত্রিপুরা বিতেরিখ ২১ মাঘ গুরুবাসরে লিখনং সমাপ্তং ।। ৪।। ইন্দ্রপ্রস্তং তিলং মাকোন্দং বারুণাব্রতং দেহিমে চতুর গ্রামং পুঞ্চমেহস্থিনাপুরং ।। ১।। সোচ্যাগ্রেন সোতিক্ষেণভিদ্যতে জামে দিনং।। তদর্দ্ধ নাহি দাস্যামি বিরাজোদ্ধেন কেসব ।। ২।। শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বর্দ্ধনস্য সব দেবালএ।। [ঐ, পুথি নং—২১]

(১৬৯৯) চম্পক বিজয়।

চম্পক বিজয় কথা মধুরস বাণী। সেক মহদ্দিয়ে কহে যুদ্ধের কাহিনী। এহেন অপূর্ব্ব কথা শুনে যেই জনে। বুদ্ধি সাহস তার বাড়ে সেই ক্ষণে।। পুস্তক শ্রীরামজয় ঠাকুর সাক্ষর।

শ্রীরামনারায়ণ দেব, সাকিন বিদ্যাকূট, পরগণে নুর নগর ইতি সন ১২০৬ তারিখ ১৮ই বৈশাখ।। (নকল) ১৩১৩ ত্রিং ৭ ভাদ্র।

(১৭০০) গীতকল্পতরু (পদ কল্পতরু)। বৈষ্ণবদাস

ইতি শ্রী গীতকল্পতরু গ্রন্থং সম্পূর্ণ।। শ্রীকৃষ্ণ পাতু নৃপতিং।। শ্রী গুরবে নমঃ।। শ্রীরাধাকৃষ্ণে জয়তঃ। যোভূপাল শিরোমণিঃ ক্ষিতিতলে শ্রীমান্মহো ধার্মিকো ধীমান কৃষ্ণকিশোর ভূপতি লোকাজ্ঞানার্ণবঃ শীলবান।। রাধাকৃষ্ণ গুণানুবাদ রসিকো বৃন্দাবন ধ্যান বান তস্মৈকং রসমাধুরং মুরারিপো গীতার্ণবং গ্রন্থকং।। পদকল্পতরু রসসিন্ধুনিভং হরিভক্তজন শ্রুতমোদকরং ব্রজরাজক নন্দন বন্ধনকং বৃষভানু সুধারস সিন্ধুযুতং।। ধীরোবিপ্রে শিবেশ্বরো গুণযুত হ্যাদেশতো ভূপতেঃ শকে স্বর্গশরাদ্রিচন্দ্র বিমিতে ভানৌগতে মৈথুনে।। হর্ষণৈব সদালিলেখ লিখন প্রাজ্ঞোনিশানাথ কেয়ন্ত্রে শ্রীল ব্রজাঙ্গনা হৃদয়নং কৃষ্ণপরং ভাবয়ন।। শাকে ত্রৈপুরি কেশরাব্দি যুগলে চন্দ্রাগ্নিতে লেখ্যতে।। শ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তঃ।। শ্রীহরিপাতুনৃপং ।। সম্বৎ ১৮৯২।। ইংরেজি ১৮৩৫।। [ত্রিপুরার পুথিপত্রের বর্ণনাত্মক তালিকা, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, পুথির ক্রমিক নং - ৩খ, পৃ. ২০, ৪৩ - ৪৪]

(১৭০১) ক্রিয়াযোগসার। পুরাণ

এই ক্রিয়া যোগসার ব্যাসে কৈল প্রচার উদ্ধারিতে যত নরগণ।। সুন মুনি মহামতি না সুনে পুরাণ জদি বৃথা জন্ম ভারত ভুবনে।। শ্রীশ্রীযুত পুণ্যবান জগতমানিক্য নাম পাতকী তরাইতে হৈল মনে।। ক্রিয়াযোগসার নাম উত্তম যে পুরাণ পঞ্চবিংশ অধ্যায় হৈল পদবন্দ।। নৃপতির হইয়া রঙ্গ শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্দ ক্রিয়া যোগ হৈল সমাধান মাঘ মাসের একাদশী মহাতিথি পুণ্যরাশি পুজা করি দেব ভগবান। মহারাজা পুন্যবান মুকুন্দব্রাহ্মন তান পুথি লেখি কৈল সমাপন।। বসি আছে সভাকরি পারিসাদ সারি সারি মন্ত্রি সব মহাবিদগন।। মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে পুথি নিল সভা মাঝে রাখিল নৃপতি বিদ্যমানে।। তুষ্ট হইয়া নরনাথে সুনিল পুরাণ তাতে মন্ত্রিগণ করিয়া সংহতি।। রাজা ঐ বোলে মন্ত্রিগণ পুথি লিখাও জনে জন কীর্তি মোর রহুক সংসারে।। ই বোলিয়া নরনাথ তুষ্ট হৈয়া সহসাত লেখকেরে করিল সম্মান।। যত ছিল মনে তান তেমতে করিল দান বিষ্ণু প্রীতে তুষিল ব্রাহ্মণ।। রাজার আদেশে সুনি সকল মন্ত্রিএ পুথি লিখাইল জনে জন ।। ০।। ইতি ক্রিয়াযোগ সার সমাপ্তং ।। ০।। ০।। ০।।

সমাপ্ত গ্রন্থঃ।। যথাদৃষ্ট তথা লিখিত লেখকে নাস্তি দুষনং।। শ্যেয়ং।। শ্রীহরি শরণঃ শততং মম।। শ্রী রাধাকৃষ্ণঃ শরণং শততং মম।। ০।। শ্রীগুরু শরণং।। শ্রীসরস্বতী চরণে মম ভক্তিরস্তু ।। ০।। শ্রীহরিঃ।। শ্রীরামঃ।। শ্রীকৃষ্ণঃ।। [ঐ, পৃ. ১৬, ৪২]

(১৭০২) বিদ্যাসুন্দর।

ইতি বিদ্যা সোন্দর সমাপ্ত।। লিখিতং শ্রীরাম কিসোর সেন দাসঃ এহি পুস্তক শ্রীপীতাম্বর গণ দাস ওলদে শ্রীরাম কিসর গন দাসই বিনে সর্ব্বদুর্লভ গনদাম সাং উত্তরভারাকুচা পরগনে জগতপুর ইতি সন ১২৫৬ ত্রিপুরা তারিখ জ্যৈষ্ঠ বৃক্রবার।। [ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালা, পুথি নং—১১৮]

(১৭০৩) গোপাল বিজয়। কবিশেখর

লিপিকাল সকাব্দাঃ ।। ১৫৯৫

শ্রীকবিশেখর মুখপদ্মবিনির্গত শ্রীগোপালবিজয় সম্পূর্ণ শাকে গজাব্ধি সর (শর) চন্দ্রামিতে মুকুন্দ জষঃ (যশঃ) প্রদেন শ্রীনরোত্তম নন্দী লিখিত পুস্তক গোপালবিজয় সিষ্ট শিষ্ট জন বন্দনায়।।" [মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম,১ম সং, পৃ. ৭৯, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় - ৯৬০ নং—পুথি]

(১৭০৪) ইউসুফ জোলেখা।

পুস্তক লিখন সন। কহিতার বিবরণ
শকাব্দ সহিতে মঘি গত।
মঘি পরিমান ছহি। সহস্রেক চৌরান্নই
শকাব্দা চোর প্ন সোল সত।

[প্রবন্ধ, পুথির পরে বই, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ২১, দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন। আহ্মদ শরীফ সম্পাদিত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৫৮]

নির্ঘন্ট

সংগৃহীত পুষ্পিকায় উল্লিখিত সরকার, পরগণা, জেলা, থানা, তরফ, মৌজা ও গ্রামনাম ক্রমিক সংখ্যা সহ নীচে দেওয়া হোল।

সংকেত : ব = বর্ধমান, বা = বাঁকুড়া, বি = বিষ্ণুপুর, বী = বীরভূম, ত্রি = ত্রিপুরা, চা = চাক্‌লা, প = পরগণা. স = সরকার, মৌ = মৌজা, ত = তরফ, থা = থানা, জে = জেলা, চৌ = চৌকি।

* তারা চিহ্নিত গ্রামগুলির আলোচনা রয়েছে 'গ্রাম পরিচয়' অংশে।

ফ

ব

ভ

ম